আল-লু'লু' ওয়াল মারজান

[মুত্তাফাকুন আলাইহি-র বিষয়ভিত্তিক সংকলন]

ইমাম বুখারী (রহ.)
ইমাম মুসলিম (রহ.)

আল-লু'লু' ওয়াল মারজান

হাদীসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ইমাম-
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক
ঐকমত্য পোষণকৃত (মুত্তাফাকুন 'আলাইহ্)
হাদীসসমূহের সংকলন

—ফুয়াদ আব্দুল বাকী

দৃষ্টি আকর্ষণ

১। বুখারীর নম্বর নেয়া হয়েছে ফাতহুল বারীর নম্বর থেকে।

২। মুসলিমের নম্বর নেয়া হয়েছে ফুয়াদ আব্দুল বাকীর নম্বর থেকে।

৩। অধ্যায় নম্বর সাজানো হয়েছে ইমাম নববী কৃত মুসলিমের অধ্যায়ের ক্রম অনুযায়ী। যে অধ্যায়ের হাদীস নেই সেই অধ্যায়ের নম্বর বাদ দেয়া হয়েছে।

اَللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

আল-লু'লু' ওয়াল মারজান

হাদীসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ইমাম-
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক
ঐকমত্য পোষণকৃত (মুত্তাফাকুন 'আলাইহ্)
হাদীসসমূহের সংকলন

প্রণয়ন
ফুয়াদ আবদুল বাকী

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

Contents

আল-লু'লু' ওয়াল মারজান

হাদীসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ইমাম- ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক
ঐকমত্য পোষণকৃত (মুত্তাফাকুন 'আলাইহ্) হাদীসসমূহের সংকলন

প্রণয়ন
ফুয়াদ আবদুল বাকী

অনুবাদ সম্পাদনায়
আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম
অধ্যাপক মোজ্জাম্মেল হক
হাফেয শহীদুজ্জামান
শায়খ আবদুল আওয়াল বিন নূরুদ্দীন
আল-আমীন বিন ইউসুফ

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১১ ঈসায়ী

প্রকাশনায় :
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব : www.tawheedpublications.com
ইমেল : tawheedpp(@)gmail.com

প্রচ্ছদ : আল-মাসরুর

মূল্য : ৯০০ (নয় শত) টাকা মাত্র।
২৫ ইউএস ডলার মাত্র।

ISBN : 978-984-8766-54-0

মুদ্রণ :
হেরা প্রিণ্টার্স,
হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

Contents

সংক্ষিপ্ত পর্ব নির্দেশিকা

সংক্ষিপ্ত পর্ব নির্দেশিকা

Contents

অধ্যায় ভিত্তিক সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

اَلْمُقَدَّمَةُ

١. بَابُ تَغْلِيْظِ الْكِذْبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

১. আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যারোপের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী

١. حديث عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّارَ.

১. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে যাবে।[১]

٢. حديث أَنَسٍ قَالَ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِيْ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এ কথাটি তোমাদের নিকট বহু হাদীস বর্ণনা করতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।[২]

٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৩. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আর যে ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আসন বানিয়ে নেয়।'[৩]

٤. حديث الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلٰى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৪. মুগীরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১০৬; মুসলিম মুকাদ্দামাহ, হাঃ ২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১০৮; মুসলিম মুকাদ্দামাহ, হাঃ ৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১১০; মুসলিম মুকাদ্দামাহ, হাঃ ৪

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১২৯১; মুসলিম মুকাদ্দামাহ, হাঃ ৯৩৩

١- كِتَابُ الْإِيْمَانِ

পর্ব (১) ঃ ঈমান

١/١. بابُ الْإِيْمَانِ مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ

১/১. ঈমান কী এবং তার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা।

٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الإِسْلَامُ قَالَ الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِيْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ.

৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন 'ঈমান কী?' তিনি বললেন ঃ 'ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, (কিয়ামাতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলাম কী?' তিনি বললেন ঃ 'ইসলাম হল, আপনি আল্লাহ্র 'ইবাদাত করবেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, সলাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফার্‌য যাকাত আদায় করবেন এবং রমাযান-এর সিয়ামব্রত পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহসান কী?' তিনি বললেন ঃ 'আপনি এমনভাবে আল্লাহ্র ''ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিয়ামাত কবে?' তিনি বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে কিয়ামাতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি ঃ বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামাতের বিষয়) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না।' অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন ঃ 'কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই নিকট..... ।' (সূরাহ লুক্বমান ঃ ৩৪)

এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জিবরীল (আলাইহিস সালাম)। লোকেদেরকে তাদের দীন শেখাতে এসেছিলেন।'[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৫০, ৪৭৭৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১, হাঃ ৯

١/٣. بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِيْ هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ

১/৩. সলাতের বর্ণনা যা ইসলামের অন্যতম রুকন।

٦. حديث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللهِ لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

৬. তালহাহ ইব্‌নু ‘উবায়দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক নাজ্‌দবাসী আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ ‘দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত’। সে বলল, ‘আমার উপর এ ছাড়া আরো সলাত আছে?’ তিনি বললেন ঃ ‘না, তবে নফল আদায় করতে পার।’ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ ‘আর রমাযানের সওম।’ সে বলল, ‘আমার উপর এ ছাড়া আরো সওম আছে?’ তিনি বললেন ঃ ‘না, তবে নফল আদায় করতে পার।’ বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তার নিকট যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, ‘আমার ওপর এছাড়া আরো আছে?’ তিনি বললেন ঃ ‘না; তবে নফল হিসেবে দিতে পার।’ বর্ণনাকারী বলেন, ‘সে ব্যক্তি এই ব’লে চলে গেলেন, ‘আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এর চেয়ে অধিকও করব না এবং কমও করব না।’ তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ ‘সে কৃতকার্য হবে যদি সত্য ব’লে থাকে।’[১]

١/٥. بَابُ بَيَانِ الْإِيْمَانِ الَّذِيْ يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةَ

১/৫. ঈমানের বর্ণনা যার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٧. حديث أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَبٌ مَا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

৭. আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি ‘আমাল শিক্ষা দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। উপস্থিত লোকজন বলল ঃ তার কী হয়েছে? তার কী হয়েছে? আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ তার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরপর নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত করবে, তার সঙ্গে কাউকে শারীক করবে না,

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৪৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২, হাঃ ১১

সলাত কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। একে ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তিনি ঐ সময় তার সওয়ারীর উপর ছিলেন।[১]

٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا.

৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যদি আমি তা সম্পাদন করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করবো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আল্লাহর 'ইবাদাত করবে আর তার সাথে অপর কোন কিছু শরীক করবে না। ফার্‌য সালাত আদায় করবে, ফার্‌য যাকাত প্রদান করবে, রমাযান মাসে সিয়াম পালন করবে। সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশী করবো না। যখন সে ফিরে গেল, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়।[২]

١/٦. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

১/৬. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্তি ঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।

٩. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

৯. ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান। ২. সলাত কায়িম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমাযানের সওমব্রত পালন করা।[৩]

١/٧. بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالَى وَرَسُوْلِهِ ﷺ وَشَرَائِعِ الدِّيْنِ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ

১/৭. আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ, দ্বীনের শারী'আত এবং তার প্রতি আহ্বান।

١٠. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَأْتِيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوْهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ قَالُوْا

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০, হাঃ ৫৯৮৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১, হাঃ ১৩৯৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ২, হাঃ ৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৬

اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوْهُنَّ وَأَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ.

১০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আবদুল কায়েস-এর একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আগমন করলেন তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কোন্ গোত্রের? কিংবা বললেন, কোন্ প্রতিনিধি দলের? তারা বলল, 'রাবী'আহ গোত্রের।' তিনি বললেন ঃ স্বাগতম সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই আগমন করেছে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! শাহরুল হারাম ব্যতীত অন্য কোন সময় আমরা আপনার নিকট আগমন করতে পারি না। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুযার গোত্রীয় কাফিরদের বসবাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট নির্দেশ দিন, যাতে করে আমরা যাদের পিছনে ছেড়ে এসেছি তাদের অবগত করতে পারি এবং যাতে করে আমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারি। তারা পানীয় সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস করল। তখন তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ এবং চারটি বিষয় হতে নিষেধ করলেন। তাদেরকে এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ 'এক আল্লাহ্র প্রতি কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তা কি তোমরা অবগত আছ?' তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।' তিনি বললেন ঃ 'তা হচ্ছে এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্র রাসূল এবং সলাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমাযানের সওমব্রত পালন করা; আর তোমরা গানীমাতের সম্পদ হতে এক-পঞ্চমাংশ আদায় করবে। তিনি তাদেরকে চারটি বিষয় হতে বিরত থাকতে বললেন। আর তা হচ্ছে ঃ সবুজ কলস, শুকনো কদুর খোল, খেজুর বৃক্ষের গুড়ি হতে তৈরী বাসন এবং আলকাতরা দ্বারা রাঙানো পাত্র। রাবী বলেন, বর্ণনাকারী (মুযাফ্ফাত-এর স্থলে) কখনও আন্নাক্বীর উল্লেখ করেছেন (দু'টি শব্দের অর্থ একইরূপ)। তিনি আরো বলেন, তোমরা এ বিষয়গুলো ভালো করে জেনে নাও এবং অন্যদেরও এগুলো অবগত কর।[১]

١١. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا ﷺ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

১১. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন মু'আয (ইব্নু জাবাল) (রাঃ)-কে শাসনকর্তা হিসেবে ইয়ামান দেশে পাঠান, তখন বলেছিলেন ঃ তুমি আহলে কিতাব লোকদের নিকট যাচ্ছো। সেহেতু প্রথমে তাদের আল্লাহর 'ইবাদাতের দাওয়াত দিবে। যখন তারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে, তখন তাদের তুমি বলবে যে, আল্লাহ দিন-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফার্য করে দিয়েছেন। যখন তারা তা আদায় করতে থাকবে, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফার্য করেছেন, যা তাদের ধন-সম্পদ হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৫৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৭

দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে। যখন তারা এর অনুসরণ করবে তখন তাদের হতে তা গ্রহণ করবে এবং লোকের উত্তম মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে।[১]

١٢. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

১২. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) যখন মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠান এবং তাকে বলেন, মাযলূমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।[২]

٨/١. بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

১/৮. যে পর্যন্ত লোকেরা "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্র রাসূল" না বলবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়ার নির্দেশ।

١٣. حديث أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ ﷺ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

১৩. আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাঃ)-এর হাদীস। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ইনতিকাল করলেন এবং আবূ বাক্‌র (রাঃ) খিলাফত লাভ করলেন। আরবদের মধ্য হতে যারা কাফির হওয়ার হলো তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, কেমন করে তুমি মানুষদের সাথে যুদ্ধ করবে? অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মানুষ 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলার আগ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশিত হয়েছি। যে ব্যক্তি এ কথা বলবে সে তার নিজের জান এবং মালকে রক্ষা করল। কিন্তু ইসলামের অধিকারে (অর্থাৎ ইসলাম যদি তার জান ও মাল কুরবান করতে চায় তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়) তাকে হত্যা বা তার মাল কুরবান করতে পারেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করবো যারা সলাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হাক্ব। আল্লাহ্র কসম, যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো। 'উমার (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১৪৫৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৪৪৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত ঃ কিতাবুয যাকাত, অধ্যায় ১, হাঃ ১৪০০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান ,৮, হাঃ ২০

١٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

১৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে সে তার জান ও মাল আমার হাত থেকে বাঁচিয়ে নিল। অবশ্য ইসলামের কর্তব্যাদি আলাদা, আর তার হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।[১]

١٥. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

১৫. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন ঃ আমি লোকেদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ্র রাসূল, আর সলাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র ওপর অর্পিত।[২]

٩/١. بَابُ أَوَّلِ الإِيْمَانِ قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

১/৯. 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা ঈমানের প্রথম।

١٦. حديث الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَبِيْ طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُوْ طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُوْلَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ..﴾ الْآيَةَ.

১৬. মুসায়্যিব ইবনু হাযন্ বলেন, যখন আবূ তালেবের মৃত্যু ঘণিয়ে আসে তার নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আসলেন এবং তার নিকট আবূ জাহল বিন হিশাম ও 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ উমাইয়াহ ইবনু মুগীরাকে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ তালিবকে বললেন, হে চাচা! কালিমা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বল, আমি তোমার জন্য কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট এর সাক্ষ্য দিবো। আবূ জাহল ও

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১০২, হাঃ ২৯৪৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮, হাঃ ২১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮, হাঃ ২২

আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ উমাইয়াহ বলল, হে আবূ তালিব! তুমি 'আব্দুল মুত্তালিব এর দ্বীন থেকে বিমুখ হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ঐ কালিমা বার বার উপস্থাপন করতে থাকেন এবং তারা দু'জন বার বার ঐ কথা পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। এবং আবূ তালিবের সর্বশেষ কথা ছিল সে আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরে (মৃত্যু বরণ করল) এবং সে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলতে অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবো। যতক্ষণ না আমাকে এ থেকে নিষেধ করা হয়। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।[1]

١٠/١. بَابُ مَنْ لَقِيَ اللهَ بِالإِيْمَانِ وَهُوَ غَيْرُ شَاكٍّ فِيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ وَحُرِّمَ عَلَى النَّارِ

১/১০. যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ ঈমান সহকারে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম তার জন্য হারাম করে দেয়া হবে।

١٧. **حديث** عَنْ عُبَادَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِيْ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيُّهَا شَاءَ.

১৭. 'উবাদাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল- আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল আর নিশ্চয়ই 'ঈসা (عليه السلام) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর সেই কালিমাহ যা তিনি মারইয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর নিকট হতে একটি রূহ মাত্র, আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার 'আমাল যাই হোক না কেন। ওয়ালীদ (রহ.)....জুনাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত হাদীসে জুনাদাহ অতিরিক্ত বলেছেন যে, জান্নাতে আট দরজার যেখান দিয়েই সে চাইবে।[2]

١٨. **حديث** مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَدِيْفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ إِلَّا أٰخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوْهُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮১, হাঃ ১৩৬০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাঃ ২৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (عليهم السلام) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৩৪৩৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৮

১৮. মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে বসা ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে লাগামের রশির প্রান্তদেশ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। তিনি বললেন ঃ মু'আয! আমি বললাম ঃ হাযির আছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর কিছুক্ষণ চললেন। পুনরায় বললেন ঃ হে মু'আয! আমি বললাম ঃ হাযির আছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর আরও কিছুক্ষণ চললেন। আবার বললেন ঃ হে মু'আয ইবনু জাবাল! আমি বললাম ঃ হাযির আছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল তিনি বললেন ঃ তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কী হক? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক এই যে, তারা কেবল তাঁরই 'ইবাদাত করবে, অন্য কিছুকে তাঁর শরীক করবে না। এরপর কিছু সময় চললেন। অতঃপর বললেন ঃ হে মু'আয ইবনু জাবাল! আমি বললাম ঃ হাযির আছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ বান্দারা যখন তাদের দায়িত্ব পালন করে, তখন আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার অধিকার কি, তা জান কি? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র উপর বান্দার অধিকার এই যে, তিনি তাদের 'আযাব দিবেন না।[১]

١٩. **حديث** مُعَاذٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا.

১৯. মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 'উফাইর নামক গাধার পিছনে সওয়ারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে মু'আয তুমি কি জান আল্লাহ্‌র তাঁর বান্দার উপর কী হক্ব এবং আল্লাহ্‌র উপর বান্দার কী হক্ব। আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক্ব হচ্ছে সে তাঁর 'ইবাদাত করবে এবং তাতে কাউকে অংশীদার করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক্ব হচ্ছে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না করলে তাকে শাস্তি না দেয়া। মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি কি মানুষদেরকে এর সুসংবাদ দেব না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাদেরকে এই সুসংবাদ দিও না। কেননা তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে (তারা বেশী করে ভাল কাজ করবে না)।[২]

٢٠. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَ لَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوْا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ১০১, হাঃ ৫৯৬৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ২৮৫৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩০

২০. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা মু'আয (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর পিছনে সওয়ারীতে ছিলেন, তখন তিনি তাকে ডাকলেন, হে মু'আয ইব্‌নু জাবাল! মু'আয (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সার্বিক সহযোগিতা ও খিদমাতে হাযির আছি। তিনি ডাকলেন, মু'আয! মু'আয (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমি হাযির; ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এবং প্রস্তুত।' তিনি আবার ডাকলেন, মু'আয। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং প্রস্তুত'। এরূপ তিনবার করলেন। অতঃপর বললেন ঃ যে কোন বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল'– তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। মু'আয (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষকে এ খবর দেব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?' তিনি বললেন, 'তাহলে তারা এর উপরই ভরসা করবে।' মু'আয (রাঃ) (জীবন ভর এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে (ইল্‌ম গোপন রাখার) গুনাহ্ না হয়।[১]

١/١٢. بَابُ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

১/১২. ঈমানের শাখা-প্রশাখা।

٢١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

২১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, ঈমানের ষাটেরও অধিক শাখা রয়েছে। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা।[২]

٢٢. حديث عَبْدِ اللهِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ.

২২. 'আব্দুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এক আনসারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের জন্য নসীহাত করছিলেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।[৩]

٢٣. حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ.

২৩. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, লজ্জাশীলতা মঙ্গল ছাড়া আর কিছু আনে না।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১২৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩, হাঃ ৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১২, হাঃ ৩৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১২, হাঃ ৩৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ৬১১৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১২, হাঃ ৩৭

١٤/١. بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلَامِ وَأَيِّ أُمُوْرِهِ أَفْضَلُ

১/১৪. ইসলামের ফাযীলাতের বর্ণনা এবং তার কোন্ কাজটি সর্বোত্তম।

٢٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

২৪. ‘আবদুল্লাহ্ ইব্নু ‘আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন্ জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা অচেনা সকলকে সালাম দিবে।[১]

٢٥. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى ﷺ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الإِسْلامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

২৫. আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামে কোন্ জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ যার জিহ্বা ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।[২]

١٥/١. بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنْ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ

১/১৫. সে সকল গুণাবলী যেগুলো দ্বারা গুণান্বিত হলে কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে।

٢٦. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

২৬. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে ঃ ১। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া; ২। কাউকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসা; ৩। কুফ্রীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করা।[৩]

١٦/١. بَابُ وُجُوْبِ مَحَبَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

১/১৬. কোন ব্যক্তির তার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সকল লোকের চেয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বেশী ভালবাসা আবশ্যক হওয়ার বর্ণনা।

٢٧. حَدِيْثُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

২৭. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৬, হাঃ ১২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৪২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৫, হাঃ ১১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৪২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৪৩

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৪৪

١٧/١. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ

১/১৭. কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য যা ভালবাসবে সেটা তার ভাইয়ের জন্যও ভালবাসা ঈমানের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম তার প্রমাণ।

٢٨. حديث أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

২৮. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।[১]

١٩/١. بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُوْمِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ وَكَوْنِ ذٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْإِيْمَانِ

১/১৯. প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং ভাল কথা বলা অথবা চুপ থাকার আবশ্যকতা আর এগুলোর প্রতিটি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

٢٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

২৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। এবং যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে এবং যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[২]

٣٠. حديث أَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

৩০. আবূ শুরায়হ 'আদাবী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বলেন তখন আমার দু'চক্ষু দেখেছে এবং দু'কান শুনেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার প্রতিবেশিকে সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার মেহমানকে তার জায়েযাহ স্বরূপ সম্মান করে। আবূ শুরায়হ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! জায়িযাহ কী? তিনি (ﷺ) বললেন, একদিন একরাত। মেহমানদারী তিন দিন, এর পরে (অর্থাৎ তিন দিনের অতিরিক্ত দিনগুলো) তার জন্য সদাকাহ। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[৩]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৪৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬০১৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৪৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬০১৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৪৮

٢١/١. بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيْمَانِ فِيْهِ وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيْهِ

১/২১. ঈমানদারগণের একের অপরের উপর মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে ইয়েমেনবাসীদের প্রাধান্য।

٣١. حديث عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ أَشَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْإِيْمَانُ يَمَانٍ هَا هُنَا أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ أُصُوْلِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِيْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ.

৩১. 'উকবাহ ইবনু 'উমার ও আবূ মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাত দ্বারা ইয়ামানের দিকে ইশারা করে বলেন, "ঈমান তো ওদিকে ইয়ামানের মধ্যে। কঠোরতা ও মনের কাঠিন্য এমন সব বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উট নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং ধর্মের প্রতি মনোযোগী হয় না, যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি বেরোয় রাবী'আহ্ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের মাঝে।[১]

٣٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوْبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ.

৩২. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল। আর মনের দিক থেকে অত্যন্ত দয়ার্দ্র। ফিকহ্ হল ইয়ামানীদের আর হিকমাত হল ইয়ামানীদের।[২]

٣٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِيْ أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِيْ أَهْلِ الْغَنَمِ.

৩৩. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর শান্তি বকরির পালের মালিকদের মধ্যে।'[৩]

٣٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِيْ أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ.

৩৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, গর্ব ও অহমিকা রয়েছে চিৎকার ও শোরগোলকারী বেদুঈনদের মধ্যে, স্বস্তি ও শান্তি বকরী পালকদের মধ্যে, ঈমান ইয়ামানবাসীদের মধ্যে এবং হিকমাতও ইয়ামানবাসীদের মধ্যে বেশী রয়েছে।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩৩০২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২১, হাঃ ৫১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ৪৩৯০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২১, হাঃ ৫২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩৩০১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২১, হাঃ ৫২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৪৯৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২১, হাঃ ৫২

١/٢٢. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ

১/২২. কল্যাণ কামনা করা।

٣٥. حديث جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِيْ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

৩৫. জারীর ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল্ (ﷺ)-এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, আমার সাধ্যানুযায়ী বিষয়ে।[১]

١/٢٢. بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيْمَانِ بِالْعَاصِيْ، وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ

১/২২. পাপাচারিতার মাধ্যমে ঈমানের হ্রাসপ্রাপ্তি, পাপী থেকে ঈমানের বিচ্ছিন্নতা এবং পাপকার্য সম্পাদনকালে ঈমানের পূর্ণতায় ঘাটতি

٣٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيْهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

৩৬. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি ঈমান থাকা অবস্থায় যেনা করতে পারে না এবং কোন ব্যক্তি ঈমান থাকা অবস্থায় মদ্যপান করতে পারে না। আর কোন ব্যক্তি ঈমান থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না।

অন্য বর্ণনায় এটাও বৃদ্ধি করা হয়েছে ঃ ছিনতাইকারী এমন মূল্যবান জিনিস– যার দিকে লোকজন চোখ উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকে– ছিনতাই করার সময়ে মু'মিন থাকে না।[২]

١/٢٣. بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ

১/২৩. মুনাফিকের স্বভাবের বর্ণনা।

٣٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

৩৭. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন ঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হবে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ৭২০৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৫৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৫৭৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৫৭

পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালি দেয়।[১]

٣٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

৩৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি ঃ ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হলে খিয়ানাত করে।[২]

٢٤/١. بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيْمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ

১/২৪. যে তার মুসলিম ভাইকে বলল, হে কাফির! তার ঈমানের অবস্থার বর্ণনা।

٣٩. حديث عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا.

৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ কোন লোক তার কোন ভাইকে 'হে কাফির' বলে সম্বোধন করলে তাদের একজন কুফরীর শিকার হল।[৩]

٢٥/١. بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيْمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

১/২৫. ঐ ব্যক্তির ঈমানের অবস্থা যে জ্ঞাতসারে তার পিতাকে বর্জন করে।

٤٠. حديث أَبِي ذَرٍّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৪০. আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছে, কোন ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যকে পিতা বলে দাবী করলে সে কুফরী করল। এবং যে ব্যক্তি অন্য বংশের দিকে নিজেকে সম্বোধন করল সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[৪]

٤١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ.

৪১. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অস্বীকার করো না)। কেননা, যে ব্যক্তি আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (পিতাকে অস্বীকার করে) সেটি কুফ্‌রী।[৫]

٤٢. حديث عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৩৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৮
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৩৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৯
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭৩, হাঃ ৬১০৩
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩৫০৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৬১
[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৬৭৬৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৬২

৪২. সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস ও আবূ বাক্‌রাহ থেকে বর্ণিত, সা'দ বলেন, নাবী (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যকে পিতা হিসেবে দাবী করল তার জন্য জান্নাত হারাম, এটা আবূ বাক্‌রাহ্‌র নিকট বর্ণনা করা হলো। তখন তিনি বললেন, আমি আমার দু'কান দ্বারা শুনেছি এবং আমার অন্তরের মধ্যে সংরক্ষণ করেছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে।[১]

١/٢٦. بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

১/২৬. নাবী (ﷺ)-এর উক্তি ঃ কোন মুসলিমকে গালি দেয়া পাপাচার আর তাকে হত্যা করা কুফরী।

٤٣. حديث عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

৪৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিক্বি এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।[২]

١/٢٧. بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

১/২৭. আমার পর তোমরা একে অপরের গলা কেটে কুফরীতে ফিরে যেও না।

٤٤. حديث جَرِيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪৪. জারীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হাজ্জের সময় নাবী (ﷺ) তাকে বললেন ঃ তুমি লোকদেরকে চুপ করিয়ে দাও, তারপর তিনি বললেন ঃ 'আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান কাটাকাটি করে কাফির হয়ে যেও না।'[৩]

٤٥. حديث عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ هُوَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪৫. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ 'ওয়াইলাকুম' (অমঙ্গল) 'ওয়াইহাকুম' (ধ্বংস)! আমার পরে তোমরা আবার কাফির হয়ে যেয়ো না যাতে তোমরা একে অন্যের গর্দান মারবে।[৪]

١/٣٠. بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ

১/৩০. ঐ ব্যক্তি কুফরী করল যে বলল অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে।

٤٦. حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৬৭৬৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৬৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৪৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৬৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১২১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৬৫

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ৬১৬৬

مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

৪৬. যায়দ ইব্‌নু খালিদ জুহানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রাতে বৃষ্টি হবার পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফাজরের সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কী বলেছেন? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁ রাসূলই উত্তম জানেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্য কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহ্‌র করুণা ও রহমতের আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়েছে।[1]

١/٣١. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الْأَنْصَارِ ﷺ مِنَ الْإِيْمَانِ

১/৩১. আনসারগণকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত তার প্রমাণ।

٤٧. حديث أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ.

৪৭. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেন ঃ ঈমানের আলামত হল আনসারকে ভালবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হল আনসারের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা।[2]

٤٨. حديث الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ.

৪৮. বারা (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, মু'মিনগণ ছাড়া আনসারগণকে আর কেউ ভালবাসে না। এবং মুনাফিক ছাড়া তাদের সাথে আর কেউ শত্রুতা করে না। যারা আনসারগণকে ভালবাসেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন আর যারা তাদের সাথে শত্রুতা করে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে শত্রুতা করেন।[3]

١/٣٢. بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيْمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ

১/৩২. আনুগত্যে অবহেলার মাধ্যমে ঈমানের হ্রাসপ্রাপ্তির বর্ণনা।

٤٩. حديث عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّيْ أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৫৬, হাঃ ৮৪৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৭১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৭৪

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৩৭৮৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৭৫

دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا.

৪৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের সলাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদকা করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী কারণে, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন ঃ আমাদের দীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন ঃ একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হাঁ'। তখন তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়য অবস্থায় তারা কি সলাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, 'হাঁ।' তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে তাদের দীনের ত্রুটি।[1]

٣٤/١. بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ

১/৩৪. আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন সর্বোত্তম কাজ।

٥٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

৫০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ 'আমলটি উত্তম?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'অতঃপর কোন্টি?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেন ঃ 'মাকবূল হাজ্জ সম্পাদন করা।'[2]

٥١. حديث أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَعْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ ضَايِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ.

৫১. আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ 'আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যে ক্রীতদাসের মূল্য অধিক এবং যে ক্রীতদাস তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ যদি আমি করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহলে কাজের লোককে (তার কাজে) সাহায্য করবে কিংবা বেকারকে কাজ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩০৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৭৯, ৮০

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৮৩

দিবে। আমি (আবারও) বললাম, এও যদি না পারি? তিনি বললেন, মানুষকে তোমার অনিষ্টতা হতে মুক্ত রাখবে। বস্তুতঃ এটা তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ হতে সাদাকাহ।[1]

٥٢. حديث عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ.

৫২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন সবচেয়ে কোন 'আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয়, তিনি (ﷺ) বললেন, যথাসময়ে সলাত আদায় করা। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোন 'আমাল, তিনি (ﷺ) বললেন, পিতা-মাতার অনুগত হওয়া। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোন 'আমাল, তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করা। তিনি বলেন, এতটুকু তিনি (ﷺ) আমাকে বলেছেন। যদি আমি আরো জিজ্ঞেস করতাম তাহলে তিনি (ﷺ) আমাকে আরো বলতেন।[2]

١/٣٥. بَابُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذُّنُوْبِ وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

১/৩৫. শির্‌ক সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুনাহ এবং তার পরবর্তী বড় গুনাহ্‌র বর্ণনা।

٥٣. حديث عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

৫৩. ৪৪৭৭. 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, অতঃপর কোন্ গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।[3]

١/٣٦. بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا

১/৩৬. কাবীরা গোনাহের বর্ণনা এবং তন্মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়।

٥٤. حديث أَبِيْ بَكْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

৫৪. আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা জানিয়ে দেব না? এ কথাটি তিন বার বললেন। সাহাবাগণ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ২, হাঃ ২৫১৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৮৪
[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৫, হাঃ ৫২৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৮৫
[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাঃ ৪৪৭৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৮৬

বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শিরক্ করা ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। রাসূলুল্লাহ হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে সাবধান থাক। এ কথা তিনি (ﷺ) বার বার বলতে থাকেন। আমরা তখন বলতে থাকি, আফসোস! তিনি (ﷺ) যদি চুপ করতেন (তাহলে আমাদের জন্যে মঙ্গল হত)।[১]

٥٥. حديث عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

৫৫. আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কাবীরাহ গুনাহ (বড় পাপ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক্ করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।[২]

٥٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

৫৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে সাবধান থাক। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেগুলো কী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শিরক্ করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল (অন্যায়ভাবে) ভক্ষণ করা, রণাঙ্গণ থেকে পলায়ন করা, নির্দোষ,, সতীসাধ্বী মু'মিনা মহিলাকে অপবাদ দেয়া।[৩]

٥٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

৫৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপন পিতা-মাতাকে কোন লোক কিভাবে অভিসম্পাত করতে পারে? তিনি বললেন ঃ সে অন্য কোন লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, অতঃপর সে তার মাকে গালি দেয়।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৬৫৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৮৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৬৫৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৮৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ২৩, হাঃ ২৭৬৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৮৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় অধ্যায় ৪, হাঃ ৫৯৭৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৯০

٣٨/١. بَابُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

১/৩৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতে কোন কিছুকে শারীক না করে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٥٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫৮. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্‌ক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এবং আমি বললাম, যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকে শির্‌ক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

٥٩. حديث أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَانِي اٰتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ.

৫৯. আবূ যার্ (গিফারী) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ একজন আগন্তুক [জিব্‌রীল (আঃ)] আমার প্রতিপালকের নিকট হতে এসে আমাকে খবর দিলেন অথবা তিনি বলেছেন, আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন ঃ যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।* [২]

٦٠. حديث أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ وَكَانَ أَبُوْ ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ.

৬০. আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসলাম। তাঁর পরিধানে তখন সাদা পোশাক ছিল। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার এলাম, তখন তিনি জেগে গেছেন। তিনি বললেন ঃ যে কোন বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং এ অবস্থার উপরে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম ঃ সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে? তিনি বললেন ঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় অধ্যায় ১, হাঃ ১২৩৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৯২

* কৃত কর্মের শাস্তি ভোগ অথবা ক্ষমা লাভের পরই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হলেই মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। হাদীসটি মুসলিম নামধারী চরমপন্থী দল খারিজীদের আকীদার প্রতিবাদে একটি মযবুত দলীল। ওদের ধারণা মানুষ কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হলেই কাফির হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)।

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ১, হাঃ ১২৩৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৯৪

আমি বললাম ঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও? তিনি বললেন ঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আবূ যার এর নাসিকা ধূলায় ধূসরিত হলেও। আবূ যার (রাঃ) যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন আবূ যারের নাসিকা ধূলায় ধূসরিত হলেও বাক্যটি বলতেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ এ কথা প্রযোজ্য হয় মৃত্যুর সময় বা তার পূর্বে যখন সে তাওবাহ করে ও লজ্জিত হয় এবং বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তখন তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[1]

٣٩/١. بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

১/৩৯. 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এমন কাফিরকে হত্যা করা হারাম।

٦١. حديث الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ (هو المقداد بن عمرو الكندي) أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّيْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ.

৬১. মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ) (তিনি হলেন মিক্বদাদ ইবনু 'আমর আলকিন্দী) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাকে বলুন, কোন কাফিরের সঙ্গে আমার যদি (যুদ্ধক্ষেত্রে) সাক্ষাৎ হয় এবং আমি যদি তার সঙ্গে লড়াই করি আর সে যদি তলোয়ারের আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং অতঃপর আমার থেকে বাঁচার জন্য গাছের আড়ালে গিয়ে বলে "আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ইসলাম গ্রহণ করলাম" এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করব? তখন রাসূলূল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে হত্যা করবে না। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো আমার একখানা হাত কাটার পর এ কথা বলছে। আল্লাহ্‌র রাসূল্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, তুমি তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল সে সেই মর্যাদা লাভ করবে, আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার আগে তার যে মর্যাদা ছিল তুমি সেই স্তরে পৌঁছে যাবে।[2]

٦٢. حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِيْ حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ২৪, হাঃ ৫৮২৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৯৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১২, হাঃ ৪০১৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৯৫

৬২. উসামাহ বিন যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে হুরকাহ নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য পাঠালেন। আমরা সেখানে প্রভাত করলাম এবং তাদের উপর আক্রমণ করলাম। আমি এবং একজন আনসার তাদের মধ্য থেকে একজনকে আক্রমণ করলাম। যখন তাকে আমরা কাবু করলাম তখন সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, আনসার সাহাবী তাকে ছেড়ে দেয়। আমি তাকে আমার বল্লম দ্বারা আঘাত করলাম শেষ পর্যন্ত তাকে মেরে ফেলি। যখন আমরা ফিরে আসলাম আমাদের এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট পৌছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে উসামাহ! তুমি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পর হত্যা করলে! আমি বললাম, সে আত্মরক্ষার জন্য (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কথাটা বার বার বলতে থাকেন। আমি আশা করলাম (আফসোস করে) যদি আমি এদিনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতাম। (সেটাই আমার জন্য মঙ্গলজনক হত)।[১]

١/٤٠. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

১/৪০. নাবী (ﷺ)-এর উক্তি ঃ যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٦٣. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

৬৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর অস্ত্র উঠালো, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২]

٦٤. حديث أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

৬৪. আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর অস্ত্র উঠালো, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩]

١/٤٢. بَابُ تَحْرِيْمِ ضَرْبِ الْخُدُوْدِ وَشَقِّ الْجُيُوْبِ وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

১/৪২. গালে আঘাত করা, কাপড়চোপড় ছেঁড়া এবং জাহিলী যুগের (রীতি-প্রথার প্রতি) আহ্বান জানানো হারাম।

٦٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

৬৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন ঃ যারা শোকে গালে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৪২৬৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৯৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ৭, হাঃ ৭০৭০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৯৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ৭, হাঃ ৭০৭১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১০০

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১২৯৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৯৬

٦٦. حديث أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ وَجِعَ أَبُوْ مُوْسٰى وَجَعًا شَدِيْدًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِيْ حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

৬৬. আবূ বুরদাহ ইব্নু আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমনকি তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মাথা তাঁর পরিবারভুক্ত কোন এক মহিলার কোলে ছিল। তিনি তাকে কোন জবাব দিতে পারছিলেন না। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি বললেন, সে সব লোকের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সাথে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সে সব নারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করেছেন– যারা চিৎকার করে ক্রন্দন করে, যারা মস্তক মুণ্ডন করে এবং যারা জামা কাপড় ছিন্ন করে।[1]

١/٤٣. بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيْمِ النَّمِيْمَةِ

১/৪৩. চোগলখোরী কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা।

٦٧. حديث حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

৬৭. হুযাইফাহ (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ) এর নিকট বলতে শুনেছি তিনি (ﷺ) বলেন, চোগলখোর ব্যক্তি (যে একে অন্যের পরনিন্দা করে) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[2]

١/٤٤. بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيْمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَتَنْفِيْقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ وَبَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (١٥٤)

১/৪৪. কাপড় ঝুলিয়ে পরা, দান করে খোঁটা দেয়া, ব্যবসায়ে মিথ্যা কসম খাওয়া এবং ঐ তিন ব্যক্তি যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাত দিবসে কথা বলবেন না তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি– এ সব বিষয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা।

٦٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾.

৬৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এক ব্যক্তি- যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে,

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১২৯৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১০৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৫০, হাঃ ৬০৫৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১০৫

অথচ সে মুসাফিরকে তা দিতে অস্বীকার করে। অন্য একজন সে ব্যক্তি, যে ইমামের হাতে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে বায়'আত হয়। যদি ইমাম তাকে কিছু দুনিয়াবী সুযোগ দেন, তাহলে সে খুশী হয়, আর যদি না দেন তবে সে অসন্তুষ্ট হয়। অন্য একজন সে ব্যক্তি, যে আসরের সলাত আদায়ের পর তার জিনিসপত্র (বিক্রয়ের উদ্দেশে) তুলে ধরে আর বলে যে, আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নেই, আমার এই দ্রব্যের মূল্য এত এত দিতে আগ্রহ করা হয়েছে। (কিন্তু আমি বিক্রি করিনি) এতে এক ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করে (তা ক্রয় করে নেয়)। এরপর নাবী (ﷺ) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ "যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে"– (সূরাহ আলু ইমরান ৭৭)।[১]

١/٤٥. بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ

১/৪৫. আত্মহত্যা কঠোরভাবে হারাম হওয়ার বর্ণনা, আর যে ব্যক্তি যা দ্বারা আত্মহত্যা করবে তার দ্বারা জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেয়া হবে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٦٩. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا.

৬৯. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরদিন সে জাহান্নামের মধ্যে অনুরূপভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।[২]

٧٠. **حديث** ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ.

৭০. সাবিত ইবনু যাহ্হাক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের উপর কসম খাবে, সে ঐ ধর্মেরই শামিল হয়ে যাবে, আর মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, এমন জিনিসের নযর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। আর কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব : ৪২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৩৫৮; মুসলিম ১ ঈমান, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১০৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ৫৭৭৮; মুসলিম ১ ঈমান, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ১০৯

আত্মহত্যা করবে, ক্বিয়ামাতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে 'আযাব দেয়া হবে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ মু'মিনের উপর অভিশাপ দিলে, তা তাকে হত্যা করারই শামিল হবে। আর কোন্ মু'মিনকে কাফির বলে অপবাদ দিলে, তাও তাকে হত্যা করারই মত হবে।[1]

٧١. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيْدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الَّذِيْ قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيْلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّيْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

৭১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী অতঃপর যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সে লোকটি ভীষণ যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন সে লোকটি জাহান্নামী, আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। নাবী (ﷺ) বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। রাবী বলেন, একথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তাঁরা এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় রয়েছেন, এ সময় খবর এল যে, লোকটি মরে যায়নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল, সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল। তখন নাবী (ﷺ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হল, তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্ আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসুল। অতঃপর নাবী (ﷺ) বিলাল (রাঃ)-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে মন্দ লোকের দ্বারা সাহায্য করেন।[2]

٧٢. **حديث** سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُوْنَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِيْ ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ৬০৪৭; মুসলিম ১ ঈমান, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ১১০

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৮২, হাঃ ৩০৬২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১১১

مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

৭২. সাহ্ল ইব্নু সা'দ আস্-সা'ঈদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একবার আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুশ্রিকদের মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং উভয়পক্ষ ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ সৈন্যদলের নিকট ফিরে এলেন, মুশ্রিকরাও নিজ সৈন্যদলে ফিরে গেল। সেই যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে কোন মুশরিককে একাকী দেখলেই তার পশ্চাতে ছুটত এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করত। বর্ণনাকারী (সাহ্ল ইব্নু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আজ আমাদের কেউ অমুকের মত যুদ্ধ করতে পারেনি। তা শুনে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে তো জাহান্নামের অধিবাসী হবে। একজন সাহাবী বলে উঠলেন, আমি তার সঙ্গী হব। অতঃপর তিনি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন এবং সে শীঘ্র চললে তিনিও দ্রুত চলতেন। তিনি বললেন, এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল। এক সময় তলোয়ারের বাঁট মাটিতে রাখল এবং এর তীক্ষ্ণ দিক বুকে চেপে ধরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী ব্যক্তিটি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, যে ব্যক্তিটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী হবে, তা শুনে সাহাবীগণ বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করলেন। আমি তাদের বললাম যে, আমি ব্যক্তিটির সম্পর্কে খবর তোমাদের জানাব। অতঃপর আমি তার পিছু পিছু বের হলাম। এক সময় লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং সে শীঘ্র মৃত্যু কামনা করতে থাকে। অতঃপর তার তলোয়ারের বাঁট মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণধার বুকে চেপে ধরল এবং তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন, 'মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত 'আমাল করতে থাকে, আসলে সে জাহান্নামী হয় এবং তেমনি মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোন ব্যক্তি জাহান্নামীর মত 'আমাল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী হয়।'[১]

٧٣. **حديث** جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

৭৩. জুনদুব ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের পূর্ব যুগে এক ব্যক্তি আঘাত পেয়েছিল, তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। অতঃপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ্ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার হতে অগ্রগামী হল। কাজেই, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ২৮৯৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১১২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫০, হাঃ ৩৪৬৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১১৩

١/٤٦. بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُوْلِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ

১/৪৬. গনীমতের মাল আত্মসাৎ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা আর মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٧٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَلْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِيْ أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِيْنَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هٰذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

৭৪. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবার যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি কিন্তু গনীমত হিসেবে আমরা সোনা, রূপা কিছুই পাইনি। আমরা গানীমাত হিসেবে পেয়েছিলাম গরু, উট, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী এবং ফলের বাগান। (যুদ্ধ শেষে) আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা পর্যন্ত ফিরে এলাম। তাঁর [নবী (ﷺ)] সঙ্গে ছিল মিদ'আম নামে তাঁর একটি গোলাম। বনী যিবাব (রাঃ)-এর এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-কে এটি হাদিয়া দিয়েছিল। এক সময়ে সে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর হাওদা নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে অজ্ঞাত একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে পড়ল। তাতে গোলামটি মারা গেল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, কী আনন্দদায়ক তার এ শাহাদাত! তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বললেন, আচ্ছা? সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, বণ্টনের আগে খাইবারের গানীমাত থেকে যে চাদরখানা তুলে নিয়েছিল সেটা আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। নাবী (ﷺ)-এর এ কথা শুনে আরেক লোক একটি অথবা দু'টি জুতার ফিতা নিয়ে এসে বলল, এ জিনিসটি আমি বণ্টনের আগেই নিয়েছিলাম। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বললেন, এ একটি অথবা দু'টি ফিতাও হয়ে যেত আগুনের (ফিতা)।[১]

١/٥١. بَابُ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ (١٧١)

১/৫১. জাহিলী যুগের কর্মকাণ্ডের কারণে কি মানুষকে পাকড়াও করা হবে।

٧٥. حديث ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৪২৩৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১১৫

৭৫. ইব্‌নু মাস্‌'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবো? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে সৎ কাজ করবে সে জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর অসৎ কাজ করবে, সে প্রথম ও পরবর্তী (ইসলাম গ্রহণের আগের ও পরের উভয় সময়ের কৃতকর্মের জন্য) পাকড়াও হবে।[১]

١/٥٢. بَابُ كَوْنِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ

১/৫২. ইসলাম তার পূর্বের মন্দ কর্মকাণ্ডকে বিনষ্ট করে, অনুরূপ হিজরাত ও হাজ্জও।

٧٦. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوْا قَدْ قَتَلُوْا وَأَكْثَرُوْا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوْا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوْا إِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْ إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ ﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ﴾ وَنَزَلَتْ قُلْ ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ﴾.

৭৬. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের কিছু লোক অত্যধিক হত্যা করে এবং অত্যধিক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তারা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে এল এবং বলল, আপনি যা বলেন এবং আপনি যেদিকে আহ্বান করেন, তা অতি উত্তম। আমাদের যদি জানিয়ে দিতেন যে, আমরা যা করেছি, তার কাফ্‌ফারা কী? এর প্রেক্ষিতে নাযিল হয় 'এবং যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না, আল্লাহ্‌ যাকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন, তাকে না-হক হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। (সূরাহ আল-ফুরকান : ৬৮) আরো নাযিল হল ঃ "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।" (সূরাহ আয্‌-যুমার : ৫৩)[২]

١/٥٣. بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ

১/৫৩. কাফিরের ভাল 'আমালের বিধান যখন সে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে।

٧٧. حديث حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

৭৭. হাকীম ইব্‌নু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান আনয়নের পূর্বে (সওয়াব লাভের উদ্দেশে) আমি সদাকাহ প্রদান, দাসমুক্ত করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ন্যায় যত কাজ করেছি সেগুলোতে সওয়াব হবে কি? তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তুমি যে সব ভালো কাজ করেছ তা নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছ (তুমি সেসব কাজের সওয়াব পাবে)।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৮ : আল্লাহদ্রোহী ও মুরতাদদের প্রতি তাওবাহ করার আহ্বান এবং তাদের সঙ্গে কিতাল করা, অধ্যায় ১, হাঃ ৬৯২১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ১২০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪৮১০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ১২২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১৪৩৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ১২৩

١/٥٤. بَابُ صِدْقِ الْإِيْمَانِ وَإِخْلَاصِهِ

১/৫৪. ঈমানের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা।

٧٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْاۤ إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (الأنعام : ٨٢) بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴿يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ (لقمان : ١٣).

৭৮. 'আবদুল্লাহ (ইব্‌নু মাস'ঊদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হল ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌মের দ্বারা কলুষিত করেনি– তখন তা মুসলিমদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আছে যে নিজের উপর যুল্‌ম করেনি? তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এখানে অর্থ তা নয় বরং এখানে যুল্‌মের অর্থ হলো শির্‌ক। তোমরা কি কুরআনে শুননি লুকমান তাঁর ছেলেকে নাসীহাত দেয়ার সময় কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "হে আমার বৎস! তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্‌ক করো না। কেননা, নিশ্চয়ই শির্‌ক এক মহা যুল্‌ম। (লুক্বমান : ১৩)[১]

١/٥٦. بَابُ تَجَاوُزِ اللهِ عَنْ حَدِيْثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ

১/৫৬. আল্লাহ্ তা'আলা কারো অন্তরের ঐ কথা ও মনষ্কামনাকে এড়িয়ে যান যা কার্যে পরিণত বা উচ্চারণ করা না হয়।

٧٩. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

৭৯. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরে জাগ্রত ধারণাসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে তা কার্যে পরিণত করে বা ব্যক্ত করে।[২]

١/٥٧. بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ

১/৫৭. বান্দা যখন কোন ভাল চিন্তা করে তার জন্য সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয় আর যখন কোন মন্দ চিন্তা করে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

٨٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৪২৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ১২৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ১১, হাঃ ৫২৬৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ১২৭

৮০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সে যে আমালে সালেহ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (সওয়াব) লেখা হয়। আর সে যে পাপ কাজ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই পাপ লেখা হয়।[১]

٨١. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

৮১. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) (হাদীসে কুদ্সী স্বরূপ) তাঁর রব থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নেকী ও বদীসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছে করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর সে ইচ্ছে করল ভাল কাজের এবং তা বাস্তবেও পরিণত করল তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অনেক গুণ অধিক সাওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের ইচ্ছে করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর যদি সে ওই অসৎ কাজের ইচ্ছে করার পর বাস্তবেও তা করে ফেলে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মাত্র একটা পাপ লিখে দেন।[২]

٥٨/١. بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الْإِيْمَانِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ وَجَدَهَا

১/৫৮. ঈমানের ব্যাপারে সংশয় এবং কেউ যখন এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন সে কী বলবে।

٨٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ.

৮২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এ স্তরে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়।[৩]

٨٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتَّى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৪২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ১২৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬৪৯১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ১৩১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩২৭৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬০, হাঃ ১৩৪

৮৩. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ লোকেরা পরস্পরে প্রশ্ন করতে থাকবে যে, ইনি (আল্লাহ্) সবকিছুরই স্রষ্টা, তবে আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করলেন?[1]

٥٩/١. بَابُ وَعِيْدِ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

১/৫৯. যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোন মুসলিম ব্যক্তির অধিকার ছিনিয়ে নিবে তার ব্যাপারে (শাস্তির) হুমকি প্রদান।

٨٤. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ يَمِيْنَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِيْ أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِيْنُهُ فَقُلْتُ إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

৮৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশে যে ঠাণ্ডা মাথায় মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। এর সত্যতা প্রমাণে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর আশ'আস ইবনু কাইস (রহ.) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আবূ 'আবদুর রহমান (রাঃ) তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, এ রকম এ রকম বলেছেন। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত তো আমাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার চাচাত ভাইয়ের এলাকায় আমার একটি কূপ ছিল। (এ ঘটনা জ্ঞাত হয়ে) নাবী (ﷺ) বললেন, হয়তো তুমি প্রমাণ হাজির করবে নতুবা সে শপথ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো শপথ করে বসবে। অনন্তর আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশে ঠাণ্ডা মাথায় অবরোধ করে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহই তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৭২৯৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬০, হাঃ ১৩৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাঃ ৪৫৪৯-৪৫৫০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬১, হাঃ ১৩৮

١/٦٠. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِيْ حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

১/৬০. যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছে করে তার রক্ত বিপদে পতিত তার প্রমাণ, এতে যদি সে নিহত হয় তবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে তার সম্পদ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ।

٨٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

৮৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ।[১]

١/٦١. بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ

১/৬১. প্রজাবৃন্দকে বঞ্চনাকারী শাসকের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত।

٨٦. حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّيْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

৮৬. 'উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নু যিয়াদ (রহ.) মাকিল ইব্‌নু ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি। আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করে, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে বেহেশ্‌তের ঘ্রাণও পাবে না।[২]

١/٦٢. بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْإِيْمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوْبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوْبِ

১/৬২. কতিপয় ব্যক্তির অন্তর থেকে আমানাত ও ঈমান উঠিয়ে নেয়া আর অন্তরে ফিতনা গেড়ে যাওয়া।

٨٧. حديث حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِيْنًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ২৪৮০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬২, হাঃ ১৪১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ৮, হাঃ ৭১৫০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৩, হাঃ ১৪২

مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِيْ أَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.

৮৭. হুযাইফাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। নাবী (ﷺ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তর্মূলে অধোগামী হয়। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করে। এরপর তারা নাবীর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করে। আবার বর্ণনা করেছেন আমানত তুলে নেয়া সম্পর্কে, যে ব্যক্তিটি (ঈমানদার) এক পর্যায়ে ঘুমালে পর, তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে, তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় ঘুমাবে। তখন আবার উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোস্কার মত অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্ন, যেটিকে তুমি ফোলা মনে করবে, অথচ তার মধ্যে আদৌ কিছু নেই। মানুষ কারবার করবে বটে, কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে যে, সে কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বাহাদুর? অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।

(বর্ণনাকারী বলেন) আমার উপর এমন এক যমানা অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের কারো সাথে বেচাকেনা করলাম, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে ইসলামই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। আর সে নাস্‌রানী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। অথচ বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ব্যতীত বেচাকেনা করি না।[১]

٦٣/١. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

১/৬৩. ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায় এবং তা অপরিচিত অবস্থায় ফিয়ে যাবে আর তা দু' মাসজিদের মাঝে ফিরে যাবে।

٨٨. حديث حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ ﷺ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيْءٌ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هٰذَا أُرِيْدُ وَلَكِنْ الْفِتْنَةُ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا.

قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّيْ حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ.
فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৬৪৯৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৪, হাঃ ১৪৩

৮৮. হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা 'উমার (রাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ফিত্নাহ-ফাসাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে মনে রেখেছো? হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, 'যেমনভাবে তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনিই আমি মনে রেখেছি।' 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর বাণী মনে রাখার ব্যাপারে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছো। আমি বললাম, (রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছিলেন) মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফিত্নাহয় পতিত হয়, সলাত, সিয়াম, সাদকাহ, (ন্যায়ের) আদেশ ও (অন্যায়ের) নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়। হযরত 'উমার (রাঃ) বললেন, তা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি সেই ফিত্নাহর কথা বলছি, যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ভয়াল হবে। হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা, আপনার ও সে ফিত্নাহর মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। 'উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেয়া হবে? হুযাইফাহ (রহ.) বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। 'উমার (রাঃ) বললেন, তাহলে তো আর কোনো দিন তা বন্ধ করা যাবে না।

[হুযাইফাহ (রাঃ)-এর ছাত্র শাকীক (রহ.) বলেন], আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'উমার (রাঃ) কি সে দরজাটি সম্বন্ধে জানতেন? হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, হাঁ, দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিতভাবে তিনি জানতেন। কেননা, আমি তাঁর কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা মোটেও ত্রুটিযুক্ত নয়। (দরজাটি কী) এ বিষয়ে হুযাইফাহ (রাঃ)-এর নিকট জানতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম।

তাই আমরা মাসরূক (রহঃ)-কে বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, দরজাটি 'উমার (রাঃ) নিজেই।[১]

٨٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.

৮৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ ঈমান মাদীনাহ্তে ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।[২]

١/٦٥. بَابُ الْاِسْتِسْرَارِ بِالْإِيْمَانِ لِلْخَائِفِ

১/৬৫. ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি ঈমান লুকাতে পারবে।

٩٠. حديث حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اكْتُبُوْا لِيْ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِيْنَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّيْ وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

৯০. হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের কালিমাহ উচ্চারণ করেছে, তাদের নাম লিখে আমাকে দাও। হুযাইফাহ (রাঃ) বলেন, তখন

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ৫২৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ১৪৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্র ফাযীলাত, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৮৭৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ১৪৭

আমরা এক হাজার পাঁচশ' লোকের নাম লিখে তাঁর নিকট পেশ করি।[১] তখন আমরা বলতে লাগলাম, আমরা এক হাজার পাঁচশত লোক, এক্ষণে আমাদের ভয় কিসের? (রাবী) হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে, আমরা এমনভাবে ফিতনায় পড়েছি যাতে লোকেরা ভীত-শংকিত অবস্থায় একা একা সলাত আদায় করছে।[১]

٦٦/١. بَابُ تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يَخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ لِضَعْفِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْقَطْعِ بِالْإِيْمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ قَاطِعٍ

১/৬৬. দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করা এবং নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কাউকে ঈমানদার বলা নিষিদ্ধ।

٩١. **حديث** سَعْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِيْ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِيْ وَعَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّيْ لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ.

৯১. সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে বসেছিলাম। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার নিকট তাদের চেয়ে অধিক পছন্দের ছিল। তাই আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ না মুসলিম? তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছে হলো। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অমুককে দান থেকে বিরত রাখলেন? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ 'না মুসলিম?' তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছে হলো। তাই আমি আবার বললাম, আপনি অমুককে দান হতে বিরত রাখলেন? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ 'না মুসলিম?' তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছে হলো। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় সেই একই জবাব দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'সা'দ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্যলোক আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে), আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে ফেলে দেবেন।[২]

[১] ঘটনাটি উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে অথবা খন্দক খননের সময়ের।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৮১, হাঃ ৩০৬০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৭, হাঃ ১৪৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ১৫০

٦٧/١. بَابُ زِيَادَةِ طُمَأْنِيْنَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ

১/৬৭. দলীল প্রমাণাদি দেখলে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়।

٩٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ ﴿رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ﴾ (البقرة : ٢٦٠) وَيَرْحَمُ اللهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِيْ ﴿إِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ﴾ (هود : ٨٠) وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ.

৯২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ইবরাহীম (ﷺ) তাঁর অন্তরের প্রশান্তির জন্য মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, (সন্দেহবশত নয়) যদি "সন্দেহ" বলে অভিহিত করা হয় তবে এরূপ "সন্দেহ" এর ব্যাপারে আমরা ইবরাহীম (ﷺ)-এর চেয়ে অধিক উপযোগী। যখন ইবরাহীম (ﷺ) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, হাঁ। তা সত্ত্বেও যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে– (আল-বাকারাহ ঃ ২৬০)। অতঃপর [নবী (ﷺ) লূত (ﷺ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন।) আল্লাহ লূত (ﷺ)-এর প্রতি রহম করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় চেয়েছিলেন। আর আমি যদি কারাগারে এত দীর্ঘ সময় থাকতাম যত দীর্ঘ সময় ইউসুফ (ﷺ) কারাগারে ছিলেন তবে তার (বাদশাহ্‌র) ডাকে সাড়া দিতাম।[1]

٦٨/١. بَابُ وُجُوْبِ الْإِيْمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلٰى جَمِيْعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ

১/৬৮. সকল লোকদের জন্য আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার আবশ্যকতা এবং ইসলামের মাধ্যমে অন্য সব ধর্ম রহিতকরণ।

٩٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ أُوْتِيْتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৯৩. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক নাবীকে তাঁর যুগের চাহিদা মুতাবিক কিছু মুজিযা দান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মুজিযা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ওয়াহী- যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, ক্বিয়ামাতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক অধিক হবে।[2]

٩٤. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدّٰى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

---

[1] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর এ কথার দ্বারা ইফসুফ (ﷺ) এর অসীম ধৈর্যের প্রশংসা করেছেন। সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩৩৭২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৯, হাঃ ১৫১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৯৮১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭০, হাঃ ১৫২

৯৪. আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের জন্য দুটি পুণ্য রয়েছে ঃ (১) আহলে কিতাব- যে ব্যক্তি তার নাবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহ্‌র হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)। (৩) যার বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালভাবে দীনী ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দুটি পুণ্য রয়েছে।[১]

١/٦٩. بَابُ نُزُوْلِ عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيْعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

১/৬৯. আমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শারী'আত অনুযায়ী মানুষদের ফয়সালা দেয়ার জন্য ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর অবতরণ।

٩٥. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

৯৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচারকরূপে মারইয়ামের পুত্র [ঈসা (আলাইহিস সালাম)] অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয্‌য়াহ রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।[২]

٩٦. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.

৯৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মধ্যে মারইয়াম পুত্র 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে।[৩]

١/٧٠. بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِيْ لَا يُقْبَلُ فِيْهِ الْإِيْمَانُ

১/৭০. ঐ সময়ের বর্ণনা যখন ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

٩٧. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا أَجْمَعُوْنَ وَذٰلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ثُمَّ قَرَأَ الْاٰيَةَ.

৯৭. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে ততক্ষণ ক্বিয়ামাত হবে না, যখন সেদিক থেকে সূর্য

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩১, হাঃ ৯৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭০, হাঃ ১৫৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০২, হাঃ ২২২২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭১, হাঃ ১৫৫

[৩] অর্থাৎ তোমরা যেমন কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী তেমনি তোমাদের নেতা 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)ও এ দু'এর অনুসরণে সব কিছু পরিচালনা করবেন। সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৩৪৪৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৫৫

উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে তখন সবাই ঈমান গ্রহণ করবে, এটাই সময় যখন কোন ব্যক্তিকে তার ঈমান কল্যাণ দিবে না। অতঃপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।[১]

٩٨. حديث أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِيْ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا ارْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ثُمَّ قَرَأَ ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا.

৯৮. আবূ যার (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসজিদে নাবাবীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন সেখানে বসা ছিলেন। যখন সূর্য অস্ত গেল, তিনি বললেন ঃ হে আবূ যার! তোমার কি জানা আছে, এই সূর্য কোথায় যাচ্ছে? আবূ যার (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাপেক্ষা অধিক জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ এ সূর্য যাচ্ছে এবং অনুমতি চাচ্ছে সিজ্দার জন্য। অতঃপর সাজ্দাহ্র জন্য তাকে অনুমতি দেয়া হয়। একদিন তাকে হুকুম দেয়া হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। তখন সে তার অস্তের স্থল থেকে উদিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করলেন, "এটিই তার অবস্থান স্থল"।[২]

٧١/١. بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ

১/৭১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ওয়াহী ওয়াহীর* অবতরণের সূচনা।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬, হাঃ ৪৬৩৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭২, হাঃ ১৫৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ২২, হাঃ ৭৪২৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭২, হাঃ ১৫৯

* শারী'আহ্র মূল উৎস হচ্ছে ওয়াহী। ওয়াহী দু' প্রকার। ওয়াহী মাতলু (আল-কুরআন) ও ওয়াহী গাইরে মাতলু (সুন্নাহ ও হাদীস)। এবং দ্বীনে ইলাহীর ভিত্তি শুধুমাত্র দু'টি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইজমা' ও কিয়াস কোন শার'ঈ দলীল নয়। বরং যে কিয়াস এবং ইজমা' ওয়াহীর পক্ষে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক হবে তা গ্রহণযোগ্য এবং যেটা বিপক্ষে যাবে সেটা পরিত্যাজ্য ও অগ্রহণযোগ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ (النساء:٥٩)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ﴾ (محمد:٣٣)

কিন্তু বাতিল ফির্কার লোকেরা ইজমা' ও কিয়াসকে ওয়াহীর আসনে বসিয়েছে এবং বলে থাকে ঃ শারী'আহ্রভিত্তি চারটি বিষয়ের উপর। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও কিয়াস। বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সহাবায়ে কেরাম যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা তার সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন, তাদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে সকলেই একমত। অথচ তারা সহাবায়ে কেরামকে দু' ভাগে ভাগ করেছেন। (১) ফকীহ (২) গাইরে ফকীহ। আর বলেছেন যে সকল সহাবী ফকীহ ছিলেন তারা যদি কিয়াসের বিপরীতে হাদীস বর্ণনা করেন তবে তা গ্রহণযোগ্য কিন্তু যে সকল সহাবী গাইরে ফকীহ অর্থাৎ ফকীহ নন তাঁরা যদি কিয়াসের খেলাফ হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াহকে সিরাতে মুস্তাকীমের পথ হতে সরিয়ে দেয়ার একটা বড় অস্ত্র এবং পরিকল্পনা। কেননা তাঁরা কিয়াসকে মূল এবং হাদীসকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন। সকল সহাবীর উপর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট কিন্তু তারা খুশী নন। সকল সহাবীর ব্যাপারে উম্মাতের ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু তাদের নিকট গাইরে ফকীহ সহাবীগণ 'আদিল নন।

ধোঁকাবাজীর কিছু নমুনা ঃ তারা বলেন, ফকীহ সহাবীগণ কিয়াসের খেলাফ হাদীস বর্ণনা করলে তা গ্রহণীয় হবে। কিন্তু গাইরে ফকীহ সহাবীগণ কিয়াসের খেলাফ হাদীস বর্ণনা করলে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং কিয়াসের উপর 'আমল করতে হবে।

٩٩. حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُوْ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتَّى بَلَغَ مِنِّيَ الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.

فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيْ فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيْجَةَ وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيْكَ.

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِيْ مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوْسَى يَا لَيْتَنِيْ فِيْهَا جَذَعًا لَيْتَنِيْ أَكُوْنُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا.

৯৯. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওয়াহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো। অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া– এভাবে সেখানে তিনি একাদিক্রমে বেশ কয়েক দিন 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্যখাবার নিয়ে যেতেন। এভাবে একদিন 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট ওয়াহী আসলো। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বললো, 'পাঠ করুন'। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ["আমি বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ [অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো

বাই'য়ি মুসারাহ এর হাদীস আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত এবং তা কিয়াসের খেলাফ। এই জন্য তা বাতিল। এবং কিয়াসের উপর 'আমালযোগ্য। অথচ এই হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন সহীহ বুখারী ২৮৮ পৃষ্ঠা রশিদিয়া ছাপা)

যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পাঠ করুন'। আমি বললাম ঃ আমি তো পড়তে জানি না।' সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো ঃ 'পাঠ করুন'। আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো পড়তে জানি না।' আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু।" (সূরাহ 'আলাক্ব ঃ ১-৩)

অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজাহ বিন্‌তু খুওয়ায়লিদের নিকট এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর।' তাঁরা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শংকা দূর হলো। তখন তিনি খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, কখনই নয়। আল্লাহ্ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইব্‌নু নাওফাল ইব্‌নু 'আবদুল আসাদ ইব্‌নু 'আবদুল 'উযযার নিকট গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে 'ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহ্‌র তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন।

তখন ওয়ারাকাহ তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাঁকে আল্লাহ মূসা (عليه السلام)-র নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিস্কার করবে।' আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, ['তারা কি আমাকে বের করে দেবে?'] তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ (ওয়াহী) যিনিই নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গে বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।'[১]

١٠٠. **حديث** جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيْثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১ : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৩, হাঃ ১৬০

১০০. জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) ওয়াহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ একদা আমি হাঁটছি, হঠাৎ আসমান হতে একটি শব্দ শুনতে পেয়ে আমার দৃষ্টিকে উপরে তুললাম। দেখলাম, সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝে একটি আসনে উপবিষ্ট। এতে আমি শংকিত হলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে বললাম, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, "হে বস্ত্রাবৃত রাসূল! (১) উঠুন, সতর্ক করুন; আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন; এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন; (৫) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" (সূরাহ ঃ মুদ্দাস্সির ঃ ১-৫) অতঃপর ওয়াহী পুরোদমে ধারাবাহিক অবতীর্ণ হতে লাগল।[১]

١٠١. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنصاري عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتُ يَقُوْلُوْنَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ فَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِيْ قُلْتَ فَقَالَ جَابِرٌ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ هَبَطْتُ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ أَمَامِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَأَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِيْ وَصُبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَدَثَّرُوْنِيْ وَصَبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَنَزَلَتْ ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾.

১০১. ইয়াহ্ইয়াহ ইবনু কাসীর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান (রহ.)-কে কুরআন মাজীদের কোন্ আয়াতটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ প্রথম নাযিল হয়েছে। আমি বললাম, লোকেরা তো বলে اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ প্রথম নাযিল হয়েছে। তখন আবূ সালামাহ বললেন, আমি এ বিষয়ে জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি যা বললে আমিও তাকে হুবহু তাই বলেছিলাম। জবাবে জাবির (রাঃ) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদেরকে যা বলেছিলেন, আমিও অবিকল তাই বলব। তিনি বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ই'তিকাফ করতে আরম্ভ করলাম। আমার ই'তিকাফ শেষ হলে আমি সেখান থেকে অবতরণ করলাম। তখন আমাকে আওয়াজ দেয়া হল। আমি ডানে তাকালাম; কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না, বামে তাকালাম, কিন্তু এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর আমার সামনে তাকালাম, এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর পেছনে তাকালাম, কিন্তু এদিকেও আমি কিছু দেখলাম না। অবশেষে আমি উপরের দিকে তাকালাম, এবার একটা বস্তু দেখতে পেলাম। এরপর আমি খাদীজাহ (রাঃ)-এর কাছে এলাম এবং তাকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর এবং আমার শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তিনি বলেন, অতঃপর তারা আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে এবং ঠাণ্ডা পানি

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১ : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১৬১

ঢালে। নাবী (ﷺ) বলেন, এরপর নাযিল হল ঃ 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।[১]

٧٢/١. بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ

১/৭২. আসমানের দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উর্ধ্বাগমন এবং সলাত ফারজ হওয়া সম্পর্কে।

١٠٢. حديث أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ ﷺ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِيْ صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيْ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيْنِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اٰدَمُ وَهٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَأَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ.

قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمٰوَاتِ اٰدَمَ وَإِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَإِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ اٰدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِدْرِيْسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوْسٰى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا عِيْسٰى ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَام.

ثُمَّ عُرِجَ بِيْ حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَفَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِيْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوْسٰى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسٰى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُوْنَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ৪৯২২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৩, হাঃ ১৬০

مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ حَتَّى انْتَهَى بِيْ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِيْ مَا هِيَ.

ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيْهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

১০২. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি মাক্কায় থাকা অবস্থায় আমার গৃহের ছাদ উন্মুক্ত করা হ'ল। অতঃপর জিব্‌রীল (আলাইহিস সালাম) অবতীর্ণ হয়ে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর হিকমাত ও ঈমানে ভর্তি একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে নিয়ে চললেন। পরে যখন দুনিয়ার আকাশে আসলাম জিব্‌রীল (আলাইহিস সালাম) আসমানের রক্ষককে বললেন ঃ দরজা খোল। আসমানের রক্ষক বললেনঃ কে আপনি? জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন ঃ আমি জিব্‌রীল (আলাইহিস সালাম)। (আকাশের রক্ষক) বললেনঃ আপনার সঙ্গে কেউ রয়েছেন কি? জিব্‌রীল বললেন ঃ হাঁ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রয়েছেন। অতঃপর রক্ষক বললেনঃ তাকে কি ডাকা হয়েছে? জিবরীল বললেন ঃ হাঁ। অতঃপর যখন আমাদের জন্য দুনিয়ার আসমানকে খুলে দেয়া হল আর আমরা দুনিয়ার আসমানে প্রবেশ করলাম তখন দেখি সেখানে এমন এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রয়েছেন যার ডান পাশে অনেকগুলো মানুষের আকৃতি রয়েছে আর বাম পাশে রয়েছে অনেকগুলো মানুষের আকৃতি। যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন হেসে উঠছেন আর যখন বাম দিকে তাকাচ্ছেন কাঁদছেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ স্বাগতম ওহে সৎ নাবী ও সৎ সন্তান। আমি (রাসূলুল্লাহ) জিবরীলকে বললাম ঃ কে এই ব্যক্তি? তিনি জবাব দিলেন ঃ ইনি হচ্ছেন আদম (আলাইহিস সালাম) । আর তার ডানে বামে রয়েছে তাঁর সন্তানদের রূহ। তাদের মধ্যে ডান দিকের লোকেরা জান্নাতী আর বাম দিকের লোকেরা জাহান্নামী। ফলে তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতঃপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। অতঃপর তার রক্ষককে বললেনঃ ঃ দরজা খোল। তখন এর রক্ষক প্রথম রক্ষকের মতই প্রশ্ন করলেন। পরে দরজা খুলে দেয়া হল। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উল্লেখ করেন যে, তিনি [রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] আসমানসমূহে আদাম, ইদরীস, মূসা, ঈসা এবং ইব্‌রাহীম (আলাইহিমুস্ সালাম)কে পান। কিন্তু আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের স্থানসমূহ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তবে এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আদম (আলাইহিস সালাম)-কে দুনিয়ার আকাশে এবং ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে ষষ্ঠ আসমানে পান।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ জিব্‌রীল (আলাইহিস সালাম) যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিয়ে ইদরীস (আলাইহিস সালাম)এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন ইদ্‌রীস (আলাইহিস সালাম) বলেন ঃ মারহাবা ওহে সৎ ভাই ও পুণ্যবান নাবী। আমি (রাসূলুল্লাহ) বললাম ঃ ইনি কে? জিবরীল বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন ইদ্‌রীস (আলাইহিস সালাম)। অতঃপর আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করা কালে তিনি বলেন ঃ মারহাবা হে সৎ নাবী ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললাম ঃ ইনি কে? জিবরীল বললেন ঃ ইনি মূসা (আলাইহিস সালাম)। অতঃপর আমি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করাকালে তিনি বলেন ঃ মারহাবা হে সৎ নাবী ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললাম ঃ ইনি কে? জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন ঈসা (আলাইহিস সালাম)। অতঃপর আমি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর

নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বলেন ঃ মারহাবা হে পুণ্যবান নাবী ও নেক সন্তান। আমি বললাম ঃ ইনি কে? জিবরীল (ﷺ) বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন ইব্রাহীম (ﷺ)।

নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ অতঃপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হল অতঃপর এমন এক সমতল স্থানে এসে আমি উপনীত হই যেখানে আমি লেখার শব্দ শুনতে পাই। ইব্নু হায্ম ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফার্য করে দেন। অতঃপর তা নিয়ে আমি ফিরে আসি। অবশেষে যখন মূসা (ﷺ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করি তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার উম্মাতের উপর কি ফার্য করেছেন? আমি বললাম ঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফার্য করেছেন। তিনি বললেন ঃ আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (ﷺ)-এর নিকট পুনরায় গেলাম আর বললাম ঃ কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আপনি পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মাত এটিও আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেয়া হলো। আবারও মূসা (ﷺ)-এর নিকট গেলাম, এবারও তিনি বললেন ঃ আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট যান। কারণ আপনার উম্মত এটিও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি পুনরায় গেলাম, তখন আল্লাহ বললেন ঃ এই পাঁচই (নেকির দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (বলে গণ্য হবে)। আমার কথার কোন রদবদল হয় না। আমি পুনরায় মূসা (ﷺ)-এর নিকট আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেন ঃ আপনার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় যান। আমি বললাম ঃ পুনরায় আমার প্রতিপালকের নিকট যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। অতঃপর জিব্রীল (ﷺ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে আবৃত ছিল, যার তাৎপর্য আমি অবগত ছিলাম না।

অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখতে পেলাম যে, তাতে রয়েছে মুক্তোমালা আর তার মাটি হচ্ছে কস্তুরী।[1]

١٠٣. **حديث** مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى فَقَالَا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيلَ مَنْ هٰذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৪৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ১৬৩

يُوْسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قِيْلَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُوْنَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوْسٰى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى فَقِيْلَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هٰذَا الْغُلَامُ الَّذِيْ بُعِثَ بَعْدِيْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِيْ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يُصَلِّيْ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوْا لَمْ يَعُوْدُوْا إِلَيْهِ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِعَتْ لِيْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ اٰذَانُ الْفُيُوْلِ فِيْ أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلَاةً فَأَقْبَلْتُ حَتّٰى جِئْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلَاةً قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ فَارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا فَأَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا فَأَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ فَنُوْدِيَ إِنِّيْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا.

১০৩. মালিক ইব্‌নু সা'সা'আ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমি কা'বা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ- এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর তিনি দু'ব্যক্তির মাঝে অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন, আমার নিকট সোনার একটি পেয়ালা নিয়ে আসা হল- যা হিক্‌মত ও ঈমানে ভরা ছিল। অতঃপর আমার বুক হতে পেটের নীচ পর্যন্ত চিরে ফেলা হল। অতঃপর আমার পেট যমযমের পানি দিয়ে ধোয়া হল। অতঃপর তা হিক্‌মত ও ঈমানে পূর্ণ করা হল এবং আমার নিকট সাদা রঙের চতুষ্পদ জন্তু আনা হল, যা খচ্চর হতে ছোট আর গাধা হতে বড় অর্থাৎ বোরাক। অতঃপর তাতে চড়ে আমি জিব্‌রাঈল (আঃ) সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, জিব্‌রাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? উত্তর দেয়া হল, মুহাম্মদ (ﷺ)। প্রশ্ন

করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা, তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি আদাম (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, পুত্র ও নাবী! তোমার প্রতি মারহাবা। অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি 'ঈসা ও ইয়াহইয়া (ﷺ)-এর নিকট আসলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নাবী! আপনার প্রতি মারহাবা। অতঃপর আমরা তৃতীয় আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি ইউসুফ (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। তাঁকে আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মাদ (ﷺ)। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি ইদ্‌রীস (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? বলা হল আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন হল আপনার সঙ্গে আর কে? বলা হল, মুহাম্মদ (ﷺ)। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। বললেন, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমরা হারুন (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মাদ (ﷺ)। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি মূসা (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী আপনাকে মারহাবা। অতঃপর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে গেলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে রব! এ ব্যক্তি যে আমার পরে প্রেরিত, তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে বেহেশতে যাবে। অতঃপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিব্‌রাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মাদ (ﷺ)। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে মারহাবা। তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি ইব্‌রাহীম (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও নাবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর বায়তুল মা'মূরকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। আমি জিব্‌রাঈল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মা'মূর। প্রতিদিন এখানে

সত্তর হাজার ফেরেশতা সলাত আদায় করেন। এরা এখান হতে একবার বাহির হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসেন না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ। অতঃপর আমাকে 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা' দেখানো হল। দেখলাম, এর ফল যেন হাজারা নামক জায়গার মটকার মত। আর তার পাতা যেন হাতীর কান। তার উৎসমূলে চারটি ঝরণা প্রবাহিত। দু'টি ভিতরে আর দু'টি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিব্‌রাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ভিতরের দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টির একটি হল– ফুরাত আর অপরটি হল (মিশরের) নীল নদ। অতঃপর আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফার্‌য করা হয়। আমি তা গ্রহণ করে মূসা (عليه السلام)-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কী করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফার্‌য করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনার চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বানী ইসরাঈলের রোগ সারানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। আপনার উম্মাত এত আদায়ে সমর্থ হবে না। অতএব আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং তা কমানোর আবেদন করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম। তিনি সলাত চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার তেমন ঘটল। সলাত ত্রিশ ওয়াক্ত করে দেয়া হল। আবার তেমন ঘটলে তিনি সলাত বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার তেমন ঘটল। তিনি সলাতকে দশ ওয়াক্ত করে দিলেন। অতঃপর আমি মূসা (عليه السلام)-এর নিকট আসলাম। তিনি আগের মত বললেন, এবার আল্লাহ সলাতকে পাঁচ ওয়াক্ত ফার্‌য করে দিলেন। আমি মূসার নিকট আসলাম। তিনি বললেন, কী করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত ফার্‌য করে দিয়েছেন। এবারও তিনি আগের মত বললেন, আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছি। তখন আওয়াজ এল, আমি আমার ফার্‌য জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের হতে হালকা করেও দিয়েছি। আমি প্রতিটি নেকির বদলে দশগুণ সওয়াব দিব।[১]

١٠٤. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ مُوْسٰى رَجُلًا اٰدَمَ طُوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَأَيْتُ عِيْسٰى رَجُلًا مَرْبُوْعًا مَرْبُوْعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِيْ اٰيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ.

১০৪. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মি'রাজের রাত্রে আমি মূসা (عليه السلام)-কে দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের পুরুষ ছিলেন, দেহের গঠন ছিল লম্বা। মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। যেন তিনি শানূআ গোত্রের এক ব্যক্তি। আমি 'ঈসা (عليه السلام)-কে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনের লোক। তাঁর দেহবর্ণ ছিল সাদা লালে মিশ্রিত। মাথার চুল ছিল অকুঞ্চিত। জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক এবং দজ্জালকেও আমি দেখেছি। আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিশেষ করে যে সকল নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছেন তার মধ্যে এগুলোও ছিল। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে না।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩২০৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ১৬৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩২৩৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ১৬৫

١٠٥. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي.

১০৫. মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে ছিলাম, লোকেরা দাজ্জালের আলোচনা করে বলল যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তাঁর দু' চোখের মাঝে (কপালে) কা-ফির লেখা থাকবে। রাবী বলেন, ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, এ সম্পর্কে নাবী (ﷺ) হতে কিছু শুনিনি। অবশ্য তিনি বলেছেন ঃ আমি যেন দেখছি মূসা (আঃ) নীচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করছিলেন।[১]

١٠٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بِهِ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

১০৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে রাতে আমার মি'রাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসা (আঃ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন, হালকা পাতলা দেহের অধিকারী ব্যক্তি, তাঁর চুল কোঁকড়ানো ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি যেন ইয়ামান দেশীয় শানূআ গোত্রের এক ব্যক্তি, আর আমি 'ঈসা (আঃ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন মধ্যম দেহবিশিষ্ট, গায়ের রং ছিল লাল। যেন তিনি এক্ষুণি গোসলখানা হতে বের হলেন। আর ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার চেহারার মিল সবচেয়ে বেশি। অতঃপর আমার সম্মুখে দু'টি পেয়ালা আনা হল। তার একটিতে ছিল দুধ আর অপরটিতে ছিল শরাব। তখন জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, এ দু'টির মধ্যে যেটি চান আপনি পান করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি স্বভাব প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। দেখুন, আপনি যদি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মাতগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।[২]

٧٣/١. بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

১/৭৩. ঈসা মাসীহ (আঃ) ও মাসীহ দাজ্জালের আলোচনা।

١٠٧. حديث عَبْدُ اللهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

১০৭. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ট্যারা নন। সাবধান! মাসীহ দাজ্জালের ডান চক্ষু ট্যারা। তার চক্ষু যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১৫৫৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৩, হাঃ ১৬৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৩৩৯৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ১৬৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৩৪৩৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৫, হাঃ ১৬৯

١٠٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعَرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ.

১০৮. ‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজেকে কা‘বার নিকট দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙের লোক দেখে থাক তার থেকেও অধিক সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুল তাঁর দু'স্কন্ধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা হতে পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। তিনি দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে কা‘বা তওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তারা জবাব দিলেন, ইনি মসীহ ইব্‌নু মারইয়াম। অতঃপর তাঁর পেছনে অন্য একজন লোককে দেখলাম। তার মাথায় চুল ছিল বেশ কোঁকড়ানো, ডান চক্ষু টেরা, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইব্‌নু কাতানের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'স্কন্ধে ভর দিয়ে কা‘বার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হচ্ছে মাসীহ দাজ্জাল।[১]

١٠٩. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَتْنِيْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَا اللهُ لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

১০৯. জাবির ইব্‌নু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, যখন কুরাইশরা আমাকে অস্বীকার করল, তখন আমি কা‘বার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আল্লাহ্ তা‘আলা তখন আমার সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসকে তুলে ধরলেন, যার কারণে আমি দেখে দেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলো তাদের কাছে ব্যক্ত করছিলাম।[২]

٧٤/١. بَابُ فِيْ ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

১/৭৪. সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনা।

١١٠. حديث ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ.

১১০. আবূ ইসহাক শায়বানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যির ইব্‌নু হুবাইশ (রাঃ)-কে মহান আল্লাহর এ বাণী ঃ “অবশেষে তাদের মধ্যে দু ধনুকের দূরত্ব রইল অথবা আরও কম। তখন

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৩৪৪০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান , ৭৫, হাঃ ১৬৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৩৮৮৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৫, হাঃ ১৭০

আল্লাহ স্বীয় বান্দার প্রতি যা ওয়াহী করার ছিল, তা ওয়াহী করলেন"– (আন্-নাজম ৯-১০)। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ইব্নু মাস'উদ (রাঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাঃ) জিব্রাঈল (আঃ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল।[১]

١/٧٥. بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) وَهَلْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ

১/৭৫. আল্লাহ তা'আলার বাণীর অর্থ ঃ অবশ্যই তিনি [মুহাম্মাদ (সাঃ)] তাকে [জিবরীল (আঃ)-কে] আরেকবার নাযিল অবস্থায় দেখেছেন আর নাবী (সাঃ) কি মি'রাজের রজনীতে তার পালনকর্তাকে দেখেছেন।

١١١. حديث عَائِشَةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا يَا أُمَّتَاهْ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِيْ مِمَّا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾ ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ﴾ الْآيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَام فِيْ صُوْرَتِهِ مَرَّتَيْنِ.

১১১. মাসরূক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা! মুহাম্মদ (সাঃ) কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও? যে তোমাকে এ তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যা বলবে। যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত" "মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথা বলবেন, ওয়াহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে"। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, আগামীকাল কী হবে সে তা জানে, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে।" এবং তোমাকে যে বলবে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কোন কথা গোপন রেখেছেন, তাহলে সেও মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের কাছ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। হ্যাঁ, তবে রাসূল জিব্রীল (আঃ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন।[২]

١١٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَخَلْقُهُ سَادٌّ مَا بَيْنَ الْأُفُقِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩২৩২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৬, হাঃ ১৭৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৪৮৫৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ১৭৭

১১২. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মনে করবে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রবকে দেখেছেন, সে ব্যক্তি মহা ভুল করবে। বরং তিনি জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর আসল আকার ও চেহারায় দেখেছেন। তিনি আকাশের দিকচক্রবাল জুড়ে অবস্থান করছিলেন।[১]

٧٨/١. بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْاٰخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

১/৭৮. ক্বিয়ামাত দিবসে মু'মিনগণ তাদের প্রতিপালক সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে দেখবেন তার প্রমাণ।

١١٣. حديث أَبِيْ مُوْسَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِيْ جَنَّةِ عَدْنٍ.

১১৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (জান্নাতের মধ্যে) দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং এর অভ্যন্তরের সকল বস্তু রৌপ্য নির্মিত হবে এবং (জান্নাতে) আরো দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরীণ সমুদয় বস্তু সোনার তৈরী হবে। জান্নাতী 'আদন এর মধ্যে জান্নাতী লোকেরা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে। এ জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের এ দর্শনের মাঝে আল্লাহ্‌র সত্তার ওপর জড়ানো তাঁর বড়ত্বের চাদর ব্যতীত আর কোন আড় থাকবে না।[২]

٧٩/١. بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيْقِ الرُّؤْيَةِ

১/৭৯. প্রতিপালককে দেখার পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান।

١١٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَهَلْ تُمَارُوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقَى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمُ اللهُ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمُ اللهُ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوْهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِيْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوْ حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩২৩৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ১৭৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ৪৮৭৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮০হাঃ ১৮০

يُخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِآثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِيْ رِيْحُهَا وَأَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا فَيَقُوْلُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِيْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَا أَكُوْنُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيْتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِيْ رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُوْرِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اللهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ أُعْطِيْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِيْ أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِيْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

১১৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। সাহাবীগণ নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি কিয়ামাতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন ঃ মেঘমুক্ত পূর্ণিমা রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহ্কে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামাতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করতে সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র উম্মাহ্, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাঁদের মাঝে এ সময় আল্লাহ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন ঃ "আমি তোমাদের রব।" তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের শুভাগমন না হবে, ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকব। আর তাঁর যখন শুভাগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের রব।" তারা বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার পূর্বে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে ঃ (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম) ইয়া আল্লাহ্, রক্ষা করুন,

রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে, হাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের 'আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারোর পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, অতঃপর নাজাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের হতে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রাহমত করতে ইচ্ছে করবেন, তাদের ব্যাপারে মালাইকাকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহ্র 'ইবাদাত করতো, তাদের যেন জাহান্নাম হতে বের করে আনা হয়। ফিরিশ্তাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সাজদাহ্র চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সাজদাহ্র চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম হতে বের করে আনা হবে। কাজেই সাজদাহর চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম হতে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমায় বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না ত? সে বলবে, না, আপনার ইয্যতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ্ তা'আলাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক হতে ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছে সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি আমাকে জান্নাতের দরজার নিকট পৌঁছে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচাইতে হতভাগ্য আমি হতে চাই না। আল্লাহ্ তাৎক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পূরণ করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইয্যতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও তার অভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছে করবেন, সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে আদম সন্তান, কী আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হয়েছে, তাছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচাইতে হতভাগ্য করবেন না। এতে আল্লাহ্ হেসে দেবেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এ সবই তোমার, এ সাথে আরো

সমপরিমাণ (তোমাকে দেয়া হল)। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) কে বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেয়া হল)। আবূহুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে শুধু এ কথাটি স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। আবূ সাঈদ (রাঃ) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।[১]

١١٥. **حديث** أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِمَا ثُمَّ قَالَ يُنَادِيْ مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيْبِ مَعَ صَلِيْبِهِمْ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُوْدِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ قَالُوْا نُرِيْدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِيْ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ نُرِيْدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِيْ جَهَنَّمَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُوْلُوْنَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيْ لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَأْتِيْهِمُ الْجَبَّارُ فِيْ صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ رَأَوْهُ فِيْهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْجَسْرُ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلَالِيْبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُوْنُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَأَجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوْشٌ وَمَكْدُوْسٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِيْ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِيْ إِخْوَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَعْمَلُوْنَ مَعَنَا فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ وَيُحَرِّمُ اللهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُوْنَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২৯, হাঃ ৮০৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮১, হাঃ ১৮২

قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُوْنِيْ فَاقْرَءُوْا ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ فَيَشْفَعُ النَّبِيُّوْنَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِيْ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ فِيْ حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوْهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُوْنَ كَأَنَّهُمْ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِيْ رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِيْمُ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

৭৪৩৯. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা ক্বিয়ামাতের দিন আমাদের প্রতিপালককের দর্শন লাভ করব কি? তিনি বললেন ঃ মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন ঃ সেদিন তোমরাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক। সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, যারা যে জিনিসের 'ইবাদাত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন কর। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল, তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির সঙ্গে। সকলেই তাদের উপাস্যের সঙ্গে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতকারীরা। নেক্‌কার ও গুনাহ্‌গার সবাই। এবং আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে। অতঃপর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মত। ইয়াহূদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কিসের 'ইবাদাত করতে? তারা উত্তর করবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র 'উযায়র (আঃ)-এর 'ইবাদাত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহ্‌র কোন স্ত্রীও নেই এবং নেই তাঁর কোন সন্তান। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের 'ইবাদাত করতে? তারা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহের 'ইবাদাত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্‌র কোন স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছে আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেয়া হবে, তোমরা পান কর। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতকারীগণ। তাদের নেক্‌কার ও গুনাহ্‌গার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গেছে। তারা বলবে, আমরা তো সেদিন তাদের থেকে পৃথক রয়েছি, সেদিন আজকের অপেক্ষা তাদের অধিক প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণাটি দিতে শুনেছি যে, যারা যাদের 'ইবাদাত করত তারা যেন ওদের সঙ্গে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিলেন। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন : আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোন আলামত আছে কি? তারা বলবেন, পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে

দেয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সাজদাহ্য় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানো সাজদাহ্ করেছিল। তবে তারা সাজদাহ্র মনোবৃত্তি নিয়ে সাজদাহ্ করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহান্নামের উপর। সাহাবীগণ আরয করলেন, সে পুলটি কি ধরনের হবে হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন ঃ দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজ্দ দেশের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত হবে। সে পুলের উপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলির মতো, কেউ বা বাতাসের মতো, আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো। তবে মুক্তিপ্রাপ্তগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে পার হবে যে ব্যক্তিটি, সে হেঁচড়িয়ে কোন রকমে পার হয়ে আসবে। এখন তোমরা হকের ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক কঠোর নও, যতটুকু সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহ্র সমীপে হয়ে থাকবে, যা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যখন ঈমানদারগণ এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে সলাত আদায় করত, সওম পালন কত, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের নলার অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে, যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে।

বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহ্র এ বাণীটি পড় ঃ "আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুল্ম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্য কাজ হলেও আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ করেন"– (সূরাহ আন্-নিসা ৪/৪০)। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ফেরেশ্তা ও মু'মিনগণ সুপারিশ করবে, তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, এখন একমাত্র আমার শাফা'আতই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন কতগুলো কওমকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে বেহেশ্তের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দু'পার্শ্বে এমনভাবে উদ্ভূত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় বীজ থেকে তৃণ উদ্ভূত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশেরগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নেক

'আমাল কিংবা কল্যাণ কাজ ব্যতীত জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে ঘোষণা দেয়া হবে ঃ তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সঙ্গে আরো সমপরিমাণ দেয়া হলো তোমাদেরকে।[1]

٨٠/١. بَابُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ

১/৮০. সুপারিশের আর একত্ববাদীগণের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের প্রমাণ।

١١٦. **حديث** أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرِ الْحَيَا أَوْ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً.

১১৬. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশতাদের) বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হতে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (রহ.) শব্দ দু'টির কোন্‌টি এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন] নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়?[2]

٨١/١. بَابُ اٰخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا

১/৮১. সর্বশেষে যে জাহান্নাম থেকে বের হবে।

١١٧. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ اٰخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا فَيَقُوْلُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ تَسْخَرُ مِنِّيْ أَوْ تَضْحَكُ مِنِّيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يَقُوْلُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

১১৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে আমি জানি। কোন এক ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৭৪৩৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮১, হাঃ ১৮৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮২, হাঃ ১৮৪

এবং সে ফিরে আসবে ও বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা জান্নাত তোমার জন্য পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ। অথবা নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ পৃথিবীর দশ গুণ। তখন লোকটি বলবে, প্রভু! তুমি কি আমার সাথে বিদ্রূপ বা হাসি-ঠাট্টা করছ? (রাবী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে এভাবে হাসতে দেখলাম যে তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং বলা হচ্ছিল এটা জান্নাতীদের নিম্নতম মর্যাদা।[১]

١/٨٢. بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيْهَا

১/৮২. জান্নাতবাসীর সর্বনিম্ন স্তর।

١١٨. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ الَّذِيْ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ وَيَقُوْلُ ائْتُوْا نُوْحًا أَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا إِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيْلًا فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا مُوْسَى الَّذِيْ كَلَّمَهُ اللهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا عِيْسٰى فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّيْ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُقَالُ لِيْ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَحْمَدُ رَبِّيْ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ.

৬৫৬৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফা'আত করত, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই আদাম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজে থেকে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন, তাঁরা আপনাকে সাজদাহ করেছে। অতঃপর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফা'আত করুন। তখন তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নূহ (আঃ)-এর কাছে চলে যাও যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে চলে যাও, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৫৭১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৩, হাঃ ১৮৬

তোমরা মূসা (عليه السلام)-এর কাছে চলে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ্‌তা'আলা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা 'ঈসা (عليه السلام)-এর কাছে চলে যাও। তারা তাঁর কাছে আসবে। তখন তিনিও বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে চলে যাও। তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাব তখন সাজদাহ্য় পড়ে যাব। আল্লাহ্ তা'আলার যতক্ষণ ইচ্ছে আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। বল, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। শাফা'আত কর, তোমার মাথা উঠাও। সাওয়াল কর; তোমাকে দেয়া হবে। বল, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি পূর্বের ন্যায় পুনঃ তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সাজদাহ্য় পড়ে যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী মুতাবিক যারা অবধারিত জাহান্নামী তাদের ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না।[১]

١١٩. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسَى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللهِ فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسَى فَإِنَّهُ رُوْحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَقُوْلُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ وَيُلْهِمُنِيْ مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৫৬৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ১৯৩

ثُمَّ أَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِيْ فِيْمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَيَقُوْلُ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكِبْرِيَائِيْ وَعَظَمَتِيْ لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

১১৯. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমাদের কাছে মুহাম্মাদ (সাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ক্বিয়ামাতের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই তারা আদাম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন ঃ এ কাজের জন্য আমি নই। বরং তোমরা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর কাছে যাও। কেননা, তিনি হলেন আল্লাহ্‌র খলীল। তখন তারা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করেছেন। তখন তারা মূসা (আঃ)-এর কাছে আসবে, তিনি বলবেন ঃ আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং 'ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহ্‌র রূহ ও বাণী। তারা তখন 'ঈসা (আঃ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমাকে প্রশংসা সম্বলিত বাক্য ইল্‌হাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব, যেগুলো এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সজ্‌দাহ্‌য় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, ও মুহাম্মাদ! মাথা ওঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তা দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। বলা হবে, যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও, আমি গিয়ে এমনই করব। অতঃপর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সেসব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো এবং সাজ্‌দাহ্‌য় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, ইয়া মুহাম্মাদ! মাথা ওঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। অতঃপর বলা হবে, যাও, যাদের এক অণু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব।

অতঃপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব এবং সাজ্‌দাহ্‌য় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। শাফা'আত কর, গ্রহণ করা হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাদের সম্পর্কে শাফা'আত করার অনুমতি দান কর, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমার ইয্‌যত, আমার পরাক্রম, আমার বড়ত্ব ও আমার মহত্ত্বের কসম! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।[1]

١٢٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৭৫১০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ১৯৩

وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِاٰدَمَ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ اٰدَمُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى نُوْحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ إِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِيْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا إِبْرَاهِيْمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُوْ حَيَّانَ فِي الْحَدِيْثِ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى مُوْسٰى فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُوْسٰى أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَا عِيْسٰى أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى مُحَمَّدٍ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ.

فَأَنْطَلِقُ فَاٰتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَقُوْلُ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى.

১২০. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সামনে গোশ্‌ত আনা হল এবং তাঁকে সামনের রান পরিবেশন করা হল। তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি তার থেকে কামড় দিয়ে খেলেন। এরপর বললেন, আমি হব ক্বিয়ামাতের দিন মানবকুলের সরদার। তোমাদের কি জানা আছে তা কেন? ক্বিয়ামাতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ এমন এক ময়দানে সমবেত হবে, যেখানে একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনি কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে। তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, তা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন? কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, আদমের কাছে চল। তখন সকলে তার কাছে এসে তাঁকে বলবে, আপনি আবুল বাশার।[১] আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বীয় হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলে তাঁরা আপনাকে সিজ্‌দা করেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কী অবস্থায় পৌঁছেছি। তখন আদম (আঃ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার পূর্বেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি অমান্য করেছি, নফ্‌সী, নফ্‌সী, নফ্‌সী, (আমি নিজেই সুপারিশ প্রার্থী) তোমরা অন্যের কাছে যাও, তোমরা নূহ (আঃ)-এর কাছে যাও। তখন সকলে নূহ্ (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ্ (আঃ)! নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের প্রতি প্রথম রাসূল।[২] আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আমার রব আজ এত ভীষণ রাগান্বিত যে, পূর্বেও এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরে কখনো এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণীয় দু'আ ছিল, যা আমি আমার কওমের ব্যাপারে করে ফেলেছি, (এখন) নফ্‌সী, নফ্‌সী, নফ্‌সী। তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও তোমরা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর কাছে। তখন তারা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ইব্‌রাহীম (আঃ)! আপনি আল্লাহ্‌র নাবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহ্‌র বন্ধু।[৩] আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকরুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি তাদের বলবেন, আমার রব আজ ভীষণ রাগান্বিত, যার আগেও কোন দিন এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো তিনটি মিথ্যা বলে ফেলেছিলাম। রাবী আবূ হাইয়ান তাঁর বর্ণনায় এগুলোর উল্লেখ করেছেন- (এখন) নফ্‌সী, নফ্‌সী, নফ্‌সী, তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও মূসার কাছে। তারা মূসার কাছে এসে বলবে, হে মূসা (আঃ)! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে রিসালতের সম্মান দান করেন এবং আপনার সাথে কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি

---

[১] 'আবুল বাশার' অর্থ মানব জাতির পিতা।

[২] যেহেতু তিনি শরীয়তের হুকুম-আহকামের প্রথম নাবী অথবা সমস্ত পৃথিবী প্রলয়ংকরী বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীর সর্বপ্রথম নাবী নূহ্ (আঃ) বিধায় তাকে 'প্রথম নাবী' বলা হয়। তাঁর কওমকে ডুবিয়ে দেয়ার দু'আর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[৩] 'খলীলুল্লাহ' উপাধি একমাত্র আপনার।

দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বললেন, আজ আমার রব অত্যন্ত রাগান্বিত আছেন, এরূপ রাগান্বিত পূর্বেও হননি এবং পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম, যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এখন নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী। তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও ঈসা (ﷺ)-এর কাছে। তখন তারা ঈসা (ﷺ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ঈসা (ﷺ)! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং কালেমা[১], যা তিনি মরিয়ম (ﷺ) উপর ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি 'রূহ'।[২] আপনি দোলনায় থেকে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন ঈসা (ﷺ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত যে, এর পূর্বে এরূপ রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোন গুনাহ্র কথা বলবেন না। নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী, তোমরা অন্য কারও কাছে যাও- যাও মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে। তারা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলবে, ইহা মুহাম্মদ (ﷺ)! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নাবী। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার আগের, পরের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন আমি আরশের নিচে এসে আমার রবের সামনে সিজদা দিয়ে পড়ব। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের এমন সুন্দর পদ্ধতি আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারও জন্য খোলেন নি। এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! তোমার মাথা উঠাও। তুমি যা চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান পার্শ্বের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। এ দরজা ছাড়া অন্যদের সাথে অন্য দরজায়ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে। অতঃপর তিনি বলবেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার শপথ! বেহেশতের এক দরজার দু পার্শ্বে মধ্যবর্তী প্রশস্ততা যেমন মক্কা ও হামীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, অথবা মক্কা ও বস্রার মাঝখানে দূরত্ব।[৩]

٨٤/١. بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ

১/৮৪. নাবী (ﷺ)-এর গোপনীয় বিশেষ প্রার্থনা যা হবে তাঁর উম্মাতের জন্য শাফা'আত কামনা।

١٢١. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَأُرِيْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[১] 'কালিমাহ'-এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, كُنْ শব্দ। যেহেতু এ শব্দটি বলার সাথে সাথে ঈসা (ﷺ) আল্লাহ্র কুদরতে মাতৃগর্ভে আসেন। তাই তাকে 'তার কালিমাহ' (আল্লাহ্র কালিমাহ) বলা হয়।

[২] 'রূহ' দ্বারা ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা জিবরীল (ﷺ)-কে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু তিনি এসে মরিয়মকে তাঁর পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাই বলা হয় 'তার রূহ'।

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৪৭১২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ১৯৪

১২১. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর একটি (বিশেষ) দু'আ রয়েছে। আমার সে দু'আটি ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য লুকিয়ে রাখার ইচ্ছে করছি ইন্শা আল্লাহ্।[১]

١٢٢. **حديث** أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤْلاً أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১২২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন যে, প্রত্যেক নাবীই যা চাওয়ার তা তিনি চেয়ে নিয়েছেন। অথবা নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীকে যে দু'আর অধিকার দেয়া হয়েছিল তিনি সে দু'আ করে নিয়েছেন এবং তা কবূলও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি আমার দু'আকে ক্বিয়ামাতের দিনে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য রেখে দিয়েছি।[২]

٨٧/١. بَابُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ)

১/৮৭. আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রসঙ্গে ঃ তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর।

١٢٣. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ﴾ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللهِ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

১২৩. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল করলেন, "আপনি আপনার নিকটাত্মীদেরকে সতর্ক করে দিন" (শু'আরা ২১৪)। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা আত্মরক্ষা কর। আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বানূ আব্দ মানাফ! আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে 'আব্বাস ইব্নু 'আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়্যাহ! আল্লাহর রসূলের ফুফু, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমাহ বিন্তে মুহাম্মদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছে চেয়ে নাও। আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।[৩]

١٢٤. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهْ فَقَالُوْا مَنْ هٰذَا فَاجْتَمَعُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৭৪৭৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৬, হাঃ ১৯৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১, হাঃ ৬৩০৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৬, হাঃ ২০০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ১১, হাঃ ২৭৫৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ২০৩

أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ قَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ﴾.

১২৪. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ "তুমি তোমার কাছে আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও" আয়াতটি নাযিল হলে রাসূল (ﷺ) বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন এবং يَا صَبَاحَاهْ (সকাল বেলার বিপদ সাবধান) বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন। আওয়াজ শুনে তারা বলল, এ কে? অতঃপর সবাই তাঁর কাছে গিয়ে সমবেত হল। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে বলি, একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী এ পাহাড়ের পেছনে তোমাদের উপর হামলার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল, আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর রাসূল (ﷺ) দাঁড়ালেন। অতঃপর নাযিল হল ঃ تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ 'ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু' হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।"[1]

٨٨/١. بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِيْ طَالِبٍ وَالتَّخْفِيْفِ عَنْهُ بِسَبَبِهِ

১/৮৮. আবূ ত্বালিবের জন্য নাবী (ﷺ)-এর সুপারিশ আর তার কারণে তার শাস্তি লঘুকরণ।

١٢٥. حديث الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

১২৫. 'আব্বাস ইব্‌নু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন, আমি একদিন নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আপনার চাচা আবূ ত্বলিবের কী উপকার করলেন অথচ তিনি আপনাকে দুশমনের সকল আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হতেন। তিনি বললেন, সে জাহান্নামে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুনে আছে। যদি আমি না হতাম তাহলে সে জাহান্নামের একেবারে নিম্ন স্তরে থাকত।[2]

١٢٦. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِيْ مِنْهُ دِمَاغُهُ.

১২৬. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁরই সামনে তাঁর চাচা আবূ তালিবের আলোচনা করা হল, তিনি বললেন, আশা করি কিয়ামাতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগুনের হালকা স্তরে তাঁকে ফেলা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছবে আর এতে তার মগয ফুটতে থাকবে।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১১১, হাঃ ৪৯৭১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ২০৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৩৮৮৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯০, হাঃ ২০৯

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৩৮৮৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯০, হাঃ ২১০

٨٩/١. بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

১/৮৯. জাহান্নামীদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে লঘু শাস্তি পাবে।

١٢٧. حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوْضَعُ فِيْ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِيْ مِنْهَا دِمَاغُهُ.

১২৭. নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচেয়ে হাল্কা 'আযাব হবে, যার দু'পায়ের তালুতে রাখা হবে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার, তাতে তার মগয উথ্‌লাতে থাকবে।[1]

٩١/١. بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ (٣١٦)

১/৯১. মু'মিনদের সাথে বন্ধু স্থাপন, অপরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ আর তাদের দায়-দায়িত্ব থেকে নিস্কৃতি।

١٢٨. حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُوْلُ إِنَّ آلَ أَبِيْ قَالَ عَمْرٌو فِيْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ لَيْسُوْا بِأَوْلِيَائِيْ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَاهَا يَعْنِيْ أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا.

১২৮. 'আম্‌র ইবনু 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) কে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুনেছি, আস্তে নয়। তিনি বলেছেন ঃ অমুকের বংশ আমার বন্ধু নয়। 'আম্‌র বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফরের কিতাবে বংশের পরে জায়গা খালি রয়েছে। (কোন বংশের নাম উল্লেখ নেই)। আমার বন্ধু বরং আল্লাহ ও নেককার মু'মিনগণ। 'আনবাসাহ ভিন্ন সূত্রে 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) থেকে আমি শুনেছি ঃ বরং তাদের সাথে (আমার) আত্মীয়তার হক রয়েছে, আমি সুসম্পর্কের রস দিয়ে তা সঞ্জীবিত রাখি।[2]

٩٢/١. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى دُخُوْلِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ (٣١٧)

১/৯২. মুসলিমগণের কিছু সংখ্যকের বিনা হিসাবে এবং বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশের প্রমাণ।

١٢٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا تُضِيْءُ وُجُوْهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৫৬১; মুসলিম, পর্ব পর্ব ১, অধ্যায় ৯১, হাঃ ২১৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৫৯৯০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯৩, হাঃ ২১৫

Contents

ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

১২৯. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাত থেকে কিছু লোক দল বেঁধে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। আর তারা হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, এতদশ্রবণে উক্কাশা ইব্‌নু মিহসান আসাদী তাঁর গায়ে চাদর উঠাতে উঠাতে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ 'উক্কাশাহ তো উক্ত দু'আর ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে।[1]

١٣٠/٦٥٥٤. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْرِيْ أَبُوْ حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُوْنَ اٰخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

১৩০. সাহ্‌ল ইব্‌নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আমার উম্মাত হতে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী আবূ হাযিম জানেন না যে, নাবী (ﷺ) উক্ত দু'টি সংখ্যা হতে কোন্‌টি বলেছেন। তারা একে অপরের হস্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করতঃ জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রথম ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সর্বশেষ ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে।[2]

١٣١. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُوْنَ أُمَّتِيْ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيْلَ لِيْ انْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ لِيْ انْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ وَلٰكِنَّا اٰمَنَّا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَلٰكِنْ هٰؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫০, হাঃ ৬৫৪২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯৪, হাঃ ২১৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৫৫৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায়, হাঃ ২১৯

১৩১. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন নাবী (ﷺ) আমাদের নিকট আগমন করেন এবং বলেন ঃ আমার সামনে (পূর্ববর্তী নবীগণের) উম্মাতদের পেশ করা হল। (আমি দেখলাম) একজন নাবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে রয়েছে মাত্র একজন লোক এবং আর একজন নাবী যাঁর সঙ্গে রয়েছে দু'জন লোক। অন্য এক নাবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আছে একটি দল, আর একজন নবী, তাঁর সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম, একটি বিরাট দল যা দিগন্ত জুড়ে আছে। আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, এ বিরাট দলটি যদি আমার উম্মাত হত। বলা হল ঃ এটা মূসা (আঃ) ও তাঁর কওম। এরপর আমাকে বল হয় ঃ দেখুন। দেখলাম, একটি বিশাল জামাআত দিগন্ত জুড়ে আছে। আবার বলা হল ঃ এ দিকে দেখুন। ও দিকে দেখুন। দেখলাম বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে আছে। বলা হল ঃ ঐ সবই আপনার উম্মাত এবং ওদের সাথে সত্তর হাজার লোক এমন আছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর লোকজন এদিক ওদিক চলে গেল। নাবী (ﷺ) আর তাদের (সত্তর হাজারের) ব্যাখ্যা করে বলেননি। নাবী (ﷺ)-এর সাহাবীগণ এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করে দিলেন। তাঁরা বলাবলি করলেন ঃ আমরা তো শিরকের মধ্যে জন্মলাভ করেছি, পরে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছি। বরং এরা আমাদের সন্তানরাই হবে। নাবী (ﷺ)-এর কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ তাঁরা (হবে) ঐ সব লোক যাঁরা অবৈধভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, আর তাঁরা তাঁদের রবের উপর একমাত্র ভরসা রাখে। তখন 'উক্কাশাহ ইবনু মিহসান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন আর একজন দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে 'উক্কাশাহ তোমাকে অতিক্রম করে গেছে।[১]

١٣٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِيْ قُبَّةٍ فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِيْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ.

১৩২. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কোন এক তাঁবুতে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা বেহেশ্তীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা বেহেশ্তীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জান। আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হবে। আর এটা চিরন্তন সত্য যে বেহেশ্তে কেবলমাত্র মুসলিমগণই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের মুকাবিলায় তোমরা হচ্ছ এমন, যেমন কালো ষাঁড়ের চামড়ার উপর শুভ্র পশম। অথবা লাল ষাড়ের চামড়ার উপর কালো পশম।[২]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৫৭৫২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯৪, হাঃ ২২০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৬৫২৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ২২১

٩٤/١. بَابُ قَوْلِهِ يَقُوْلُ اللهُ لِآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ

১/৯৪. আল্লাহ্ তা'আলা আদামকে বলবেন, জাহান্নামে প্রেরিতদের থেকে প্রতি হাযারে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে আন।

١٣٣. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ أَبْشِرُوْا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوِ الرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الْحِمَارِ.

১৩৩. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ডেকে বলবেন, হে আদাম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হাযির। সমগ্র কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, জাহান্নামীদের (জাহান্নামে দেয়ার জন্য) বের কর। আদাম (আঃ) আরয করবেন, কী পরিমাণ জাহান্নামী বের করব? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, প্রতি এক হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। বস্তুত এটা হবে ঐ সময়, যখন (ক্বিয়ামাতের ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে) বাচ্চা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। (আয়াত) ঃ আর গর্ভবতীরা গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন– (সূরাহ হাজ্জ ২২/২)। এটা সহাবাগণের কাছে বড় কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা এই মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ কর যে ইয়াযুয ও মাযূয থেকে এক হাজার আর তোমাদের মাঝ থেকে হবে একজন। এরপর তিনি বললেন ঃ শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জান। আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি যে তোমরা বেহেশতীদের এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা 'আল হামদুলিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' বললাম। তিনি আবার বললেন ঃ শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার জান। আমি অবশ্যই আশা করি যে তোমরা বেহেশ্তীদের অর্ধেক হয়ে যাও। অন্য সব উম্মাতের মাঝে তোমাদের তুলনা হচ্ছে কাল ষাঁড়ের চামড়ার মাঝে সাদা চুল বিশেষ। অথবা সাদা চিহ্ন, যা গাধার সামনের পায়ে হয়ে থাকে।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৬৫৩০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯৬, হাঃ ২২২

٢- كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পর্ব (২) ঃ পবিত্রতা

٢/٢. بَابُ وُجُوْبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

২/২. সলাতের জন্য পবিত্রতা আবশ্যক।

١٣٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

১৩৪. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়ু নির্গত হবার পর ওযূ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদের কারো সলাত কবুল করবেন না।[1]

٢/٣. بَابُ صِفَةِ الْوُضُوْءِ وَكَمَالِهِ

২/৩. ওযুর গুণাগুণ এবং তার পরিপূর্ণতা।

١٣٥. حديث عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْوَضُوْءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১৩৫. ‘উসমান ইবনু ‘আফ্ফান (রাঃ) উযূর পানি আনালেন। অতঃপর তিনি সে পাত্র হতে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তা তিনবার ধুলেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত পানিতে ঢুকালেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। অতঃপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন, অতঃপর মাথা মাসহ করলেন। অতঃপর উভয় পা তিনবার ধোয়ার পর বললেন ঃ আমি নাবী (ﷺ) কে আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করতে দেখেছি এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করে দু'রাক'আত সলাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে অন্য কোন চিন্তা মনে আনবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।’[2]

٢/٧. بَابُ فِيْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ

২/৭. নাবী (ﷺ)-এর উযূ প্রসঙ্গে।

١٣٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوْءَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯০ : কূটচাল অবলম্বন, অধ্যায় ২, হাঃ ৬৯৫৪; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১, হাঃ ২২৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১৬৪; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩, হাঃ ২২৬

ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

১৩৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু যায়দ (রাঃ)-কে নাবী (ﷺ)-এর উযূ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এক পাত্র পানি আনালেন এবং তাঁদের (দেখাবার) জন্য নাবী (ﷺ)-এর মত উযূ করলেন। তিনি পাত্র থেকে দু'হাতে পানি ঢাললেন। তা দিয়ে হাত দু'টি তিনবার ধুলেন। অতঃপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিন খাবল পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর আবার হাত ঢুকালেন। তিনবার তাঁর মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে (পানি নিয়ে) দু' হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে উভয় হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে একবার মাত্র মাথা মাসহ করলেন। তারপর দু' পা টাখনু পর্যন্ত ধুলেন।[১]

٢/٨. بَابُ الْإِيْتَارِ فِي الْاِسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِجْمَارِ

২/৮. নাকে পানি দেয়া ও ঝাড়া এবং ইস্তিন্‌জায় বেজোড় ঢিলা-পাথর ব্যবহার করা।

١٣٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ.

১৩৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে শৌচকার্য করে সে যেন বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে।[২]

١٣٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أُرَاهُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ.

১৩৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে উঠল এবং উযূ করল তখন তার উচিত নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা। কারণ, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটিয়েছে।'[৩]

٢/٩. بَابُ وُجُوْبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

২/৯. পদদ্বয় পরিপূর্ণভাবে ধৌত করার আবশ্যকতা।

١٣٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

১৩৯. ''আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের পিছনে পড়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের নিকট পৌঁছলেন, এদিকে আমরা

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১৮৬; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৩৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১৬১; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা পবিত্রতা, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৩৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩২৯৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা পবিত্রতা, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৩৮

('আসরের) সলাত আদায় করতে বিলম্ব করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উযূ করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচ্চৈস্বঃরে বললেন ঃ পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুকনো থাকার) জন্য জাহান্নামের 'আযাব রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন।[১]

١٤٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُوْنَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

১৪০. মুহাম্মদ ইবনু যিয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। লোকেরা সে সময় পাত্র থেকে উযূ করছিল। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তমরূপে উযূ কর। কারণ আবুল কাসিম (ﷺ) বলেছেন ঃ পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য দোযখের 'আযাব রয়েছে।[২]

٢/١٢. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيْلِ فِي الْوُضُوْءِ

২/১২. উযূর ভেতর চমকানোর স্থানগুলো বৃদ্ধিকরা মুস্তাহাব এবং উযূর অঙ্গগুলো ঠিকভাবে ধৌত করা।

١٤١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

১৪১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, উযূর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।'[৩]

٢/١٥. بَابُ السِّوَاكِ

২/১৫. মিসওয়াক

١٤٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

১৪২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকেদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক সলাতের সাথে তাদের মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[৪]

١٤٣. حديث أَبِي مُوْسَى قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُوْلُ أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِيْ فِيْهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩, হাঃ ৯৬; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা পবিত্রতা, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৪১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ২৯, হাঃ ১৬৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৪২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৩৬; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১২, হাঃ ২৪৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ৮৮৭; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৫২

১৪৩. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এলাম। তখন তাঁকে দেখলাম তিনি মিসওয়াক করছেন এবং মিসওয়াক মুখে দিয়ে তিনি উ' উ' শব্দ করছেন যেন তিনি বমি করছেন।[১]

١٤٤. حديث حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

১৪৪. হুযায়ফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) যখন রাতে (সলাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।[২]

١٦/٢. بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

২/১৬. ফিতরাতের স্বভাব।

١٤٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

১৪৫. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ফিতরাত (অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব) পাঁচটি ঃ খাত্না করা, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নীচে), বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা।[৩]

١٤٦. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.

১৪৬. ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করবে ঃ দাঁড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে।[৪]

١٤٧. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.

১৪৭. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা গোঁফ অধিক ছোট করবে এবং দাঁড়ি বড় রাখবে।[৫]

١٧/٢. بَابُ الْاِسْتِطَابَةِ

২/১৭. (পেশাব-পায়খানা করার সময় কা'বার দিকে মুখ বা পিঠ না করার ব্যাপারে) সতর্কতা অবলম্বন করা।

١٤٨. حديث أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৭৩, হাঃ ২৪৪; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৫৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৭৩, হাঃ ২৪৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৪, হাঃ ২২৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ৬৩, হাঃ ৫৮৮৯; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৫৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ৬৪, হাঃ ৫৮৯২; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৫৯

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ৬৫, হাঃ ৫৮৯৩; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৫৯

قَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى.

১৪৮. আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন কিবলাহর দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।

আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ ইসতেগফার করতাম।[১]

١٤٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

১৪৯. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'লোকে বলে পেশাব পায়খানা করার সময় কিবলার দিকে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসবে না।' 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রাঃ) বলেন, 'আমি একদা আমাদের ঘরের ছাদে উঠলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে দেখলাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দু'টি ইটের উপর স্বীয় প্রয়োজনে বসেছেন।[২]

١٥٠. حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.

১৫০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি আমার বিশেষ এক প্রয়োজনে হাফসাহ (রাঃ)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে শাম-এর দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন।'[৩]

١٨/٢. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

২/১৮. ডান হাত দ্বারা ইস্তিন্জা করা নিষিদ্ধ।

١٥١. حديث أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৩৯৪; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৬৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৪৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৬৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৪৮; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৬৬

১৫১. আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। আর যখন শৌচাগারে যায় তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে যেন শৌচকার্য না করে।[১]

٢/١٩. بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُوْرِ وَغَيْرِهِ

২/১৯. পবিত্রতা হাসিল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা।

١٥٢. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

১৫২. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক হতে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন।[২]

٢/٢١. بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ

২/২১. পেশাব-পায়খানায় পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা।

١٥٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

১৫৩. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি এবং একটি ছেলে পানির পাত্র এবং 'আনাযাহ' নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা শৌচকার্য করতেন।[৩]

١٥٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

১৫৪. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা দিয়ে শৌচকার্য করতেন।[৪]

٢/٢٢. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

২/২২. দু' মোজার উপর মাসাহ করা।

١٥٥. حديث جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৩; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৬৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ২১, হাঃ ১৬৮; মুসলিম, পর্ব ২ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৬৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৫২; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২১, হাঃ ২৭১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ২১৭; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২১, হাঃ ২৭১

১৫৫. জারীর ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি পেশাব করলেন। অতঃপর উযূ করলেন আর উভয় মোজার উপরে মাসহ্ করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেও এরূপ করতে দেখেছি।[১]

١٥٦. حديث حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

১৫৬. হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার স্মরণ আছে যে, একদা আমি ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সাথে চলছিলাম। তিনি দেয়ালের পিছনে মহল্লার একটি আবর্জনা ফেলার জায়গায় এলেন। অতঃপর তোমাদের কেউ যেভাবে দাঁড়ায় সে ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি পেশাব করলেন। এ সময় আমি তাঁর নিকট হতে সরে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আমি এসে তাঁর পেশাব করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম।[২]

١٥٧. حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

১৫৭. মুগীরাহ ইব্‌নু শু'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে তিনি (মুগীরাহ) পানিসহ একটি পাত্র নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে এলে তিনি তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উযূ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মাসহ করলেন।[৩]

١٥٨. حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

১৫৮. মুগীরাহ ইব্‌নু শু'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কোন এক সফরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে মুগীরাহ! বদনাটি নাও। আমি তা নিলাম। তিনি আমার দৃষ্টির অগোচরে গিয়ে প্রয়োজন সারলেন। তখন তাঁর শরীরে ছিল শামী জুব্বা। তিনি জুব্বার আস্তিন হতে হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন সংকীর্ণ হবার ফলে তিনি নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। আমি পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি সলাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। আর তাঁর উভয় চামড়ার মোজার উপর মাসহ করলেন ও পরে সলাত আদায় করলেন।[৪]

١٥٩. حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৮৭; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২২, হাঃ ২৭২
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬১, হাঃ ২২৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২২, হাঃ ২৭৩
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ২০৩; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২২, হাঃ ২৭৪
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৬৩; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২২, হাঃ ২৭৪

وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

১৫৯. মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (তাবূক) সফরে এক রাত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার সাথে পানি আছে কি? আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন তিনি বাহন থেকে নামলেন এবং হেঁটে যেতে লাগলেন। তিনি এতদূর গেলেন যে, রাতের আঁধারে আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলেন। আমি পাত্র থেকে তাঁর (অযুর) পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি মুখমণ্ডল ও দু'হাত ধৌত করলেন। তাঁর পরিধানে ছিল পশমের জামা। তিনি তা থেকে হাত বের করতে পারলেন না, তাই জামার নীচ দিয়ে বের করলেন এবং দু'হাত ধৌত করলেন। অতঃপর মাথা মাসহ করলেন। অতঃপর আমি তাঁর মোজা দু'টি খুলতে ইচ্ছে করলাম। তিনি বললেন ঃ ছেড়ে দাও। কেননা, আমি পবিত্র অবস্থায় তা পরিধান করেছি। অতঃপর তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করেন।[১]

٢/٢٧. بَابُ حُكْمِ وُلُوْغِ الْكَلْبِ

২/২৭. কুকুর কোন কিছু চাটলে তার হুকুম।

١٦٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

১৬০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর পান করে তবে তা যেন সাতবার ধুয়ে নেয়।[২]

٢/٢٨. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

২/২৮. আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষিদ্ধ।

١٦١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لَا يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ.

১৬১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের কেউ যেন স্থির– যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো পেশাব না করে। (সম্ভবত) পরে সে আবার তাতে গোসল করবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ১১, হাঃ ৫৭৯৯; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২২, হাঃ ২৭৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১৭২; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২৭, হাঃ ২৭৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ২৩৯; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২৮২

٢/٣٠. بَابُ وُجُوْبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

২/৩০. মাসজিদে পেশাব ও অন্যান্য অপবিত্র দ্রব্যাদি ধৌত করার অপরিহার্যতা এবং মাটি না খুঁড়ে পানির সাহায্যে পরিষ্কার হয়।

١٦٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُزْرِمُوْهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

১৬২. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদা এক বেদুঈন মাসজিদে প্রস্রাব করলো। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তার প্রস্রাব করা বন্ধ করো না। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং পানি প্রস্রাবের উপর ঢেলে দেয়া হলো।[১]

٢/٣١. بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيْعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

২/৩১. দুধপানকারী শিশুর পেশাবের বিধান এবং তা ধৌত করার পদ্ধতি।

١٦٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

১৬৩. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে শিশুদের নিয়ে আসা হতো। তিনি তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। একবার একটি শিশুকে আনা হলো। শিশুটি তাঁর কাপড়ের উপর পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনালেন এবং তা তিনি কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন আর তিনি কাপড় ধুলেন না।[২]

١٦٤. حديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

১৬৪. উম্মু কায়স বিনত মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর এমন একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলেন যে তখনো খাবার খেতে শিখেনি। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা ধৌত করলেন না।* [৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৬০২৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩০, হাঃ ২৮৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩, হাঃ ৬৩৫৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩১, হাঃ ২৮৬

* পেশাব অপবিত্র। তবে পেশাব লেগে যাওয়া বস্তুকে পবিত্র করার পদ্ধতি দু' রকম। এক ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অথবা দুগ্ধপোষ্য মেয়ে হলে তার পেশাব অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে। দুই ঃ যদি দুগ্ধপোষ্য ছেলে হয় তবে পানির ছিটা দিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে।

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ২২৩; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩১, হাঃ ২৮৭

٢/٣٢. بَابُ غُسْلِ الْمَنِيِّ مِنْ الثَّوْبِ وَفَرْكِهِ

২/৩২. কাপড় থেকে মনী ধৌত করা এবং তা রগড়ানো।

١٦٥. حديث عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيْ ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

১৬৫. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি কাপড়ে লাগা বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাপড় হতে তা ধুয়ে ফেলতাম। তিনি কাপড় ধোয়ার ভিজা দাগ নিয়ে সলাতে বের হতেন।[১]

٢/٣٣. بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةُ غَسْلِهِ

২/৩৩. রক্তের অপবিত্রতা এবং তা ধৌত করার পদ্ধতি।

١٦٦. حديث أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيْضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّيْ فِيْهِ.

১৬৬. আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন ঃ (হে আল্লাহর রাসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে গেলে সে কী করবে? তিনি বললেন ঃ সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই কাপড়ে সলাত আদায় করবে।[২]

٢/٣٤. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوْبُ الإِسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

২/৩৪. পেশাব অপবিত্র হওয়ার দলীল আর তার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকার অপরিহার্যতা।

١٦٧. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

১৬৭. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিন বললেন ঃ এদের 'আযাব দেয়া হচ্ছে, কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব হতে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর একখানি গেড়ে দিলেন। সহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন এমন করলেন?' তিনি বললেন ঃ আশা করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি শুকিয়ে না যায় তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬৪, হাঃ ২৩০; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২৮৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬৩, হাঃ ২২৭; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ২৯১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ২১৮; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২৯২

٣- كِتَابُ الْحَيْضِ

পর্ব (৩) ঃ হায়িয

١/٣. بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ

৩/১. লুঙ্গির উপর হায়িযওয়ালী নারীর সাথে শরীর মেশানো।

١٦٨. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِيْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

১৬৮. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের কেউ হায়য অবস্থায় থাকলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথে মিশামিশি করতে চাইলে তাকে প্রবল হায়যে ইযার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে মিশামিশি করতেন। তিনি ['আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]। বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মত কাম-প্রবৃত্তি দমন করার শক্তি রাখে কে?[১]

١٦٩. حديث مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ.

১৬৯. মায়মূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন স্ত্রীর সাথে হায়য অবস্থায় মিশামিশি করতে চাইলে তাকে ইযার পরতে বলতেন।[২]

٢/٣. بَابُ الْاِضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِيْ لِحَافٍ وَاحِدٍ

৩/২. একই লেপের তলে হায়িযওয়ালী নারীর সাথে শয়ন।

١٧٠. حديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِيْ خَمِيْصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِيْ قَالَ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِيْ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ.

১৭০. উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়য দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কি নিফাস দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, 'হাঁ'। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সঙ্গে চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম।[৩]

١٧١. حديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ..... وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

১৭১. উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ .... আমি ও নাবী (সঃ) একই পাত্র হতে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩০২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১, হাঃ ২৯৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩০৩; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১, হাঃ ২৯৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ২২, হাঃ ২৯৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২, হাঃ ২৯৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ২১, হাঃ ৩২২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২, হাঃ ২৯৬

٣/٣. بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيْلِهِ

৩/৩. হায়িযওয়ালী নারী তার স্বামীর মাথা ধুয়ে দিতে এবং মাথার চুল আঁচড়ে দিতে পারবে।

١٧٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

১৭২. নাবী সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ই'তিকাফে থাকতেন তখন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।[১]

١٧٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

১৭৩. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার হায়য অবস্থায় আমার সাথে মিশামিশি করতেন। আর তিনি ই'তিকাফরত অবস্থায় মাসজিদ হতে তাঁর মাথা বের করে দিতেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।[২]

١٧٤. حديث عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِيْ حَجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

১৭৪. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম।[৩]

٤/٣. بَابُ الْمَذْيِ

৩/৪. মযী প্রসঙ্গে

١٧٥. حديث عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ.

১৭৫. 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার অধিক পরিমাণে মযী বের হতো। কিন্তু আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই আমি মিকদাদ ইব্নু আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন ঃ এতে শুধু উযূ করতে হয়।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৩ : সওম, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৪৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৯, হাঃ ৩১৬

[২] সহীহুল বুখারী পব ৩৩, অধ্যায় ৪, হাঃ ৩০১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায়, হাঃ ৩১৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৯৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৩, হাঃ ৩০১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৭৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৪, হাঃ ৩০৩

٦/٣. بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوْءِ لَهُ

৩/৬. জুনুবী ব্যক্তির ঘুমিয়ে থাকা বৈধ তবে তার জন্য উযূ করা মুস্তাহাব।

١٧٦. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.

১৭৬. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) যখন জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতে ইচ্ছে করতেন তখন তিনি লজ্জাস্থান ধুয়ে সলাতের উযূর মত উযূ করতেন।[১]

١٧٧. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ.

১৭৭. 'উমার ইব্নু'ল-খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের কেউ জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতে পারবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, উযূ করে নিয়ে জানাবাতের অবস্থায়ও ঘুমাতে পারে।[২]

١٧٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

১৭৮. 'আবদুল্লাহ ইব্নু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বললেন, রাতে কোন সময় তাঁর গোসল ফারয হয় (তখন কী করতে হবে?) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেন, উযূ করবে, লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবে, তারপর ঘুমাবে।[৩]

١٧٩. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

১৭৯. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) একই রাতে পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।[৪]

٧/٣. بَابُ وُجُوْبِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوْجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا

৩/৭. মনী নির্গত হওয়ার দরুন নারীর উপর গোসল করা ওয়াজিব।

١٨٠. حديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

১৮০. উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট উম্মু সুলায়মান (রাঃ) এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৭, হাঃ ২৮৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩০৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২৮৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩০৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৭, হাঃ ২৯০; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২১, হাঃ ৩৪৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৮৪; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩০৯

না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নাবী (ﷺ) বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।' তখন উম্মু সালমা (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হয় কি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক! (তা না হলে) তাদের সন্তান তাদের আকৃতি পায় কিভাবে?'[১]

٩/٣. بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

৩/৯. ফরয গোসলের বর্ণনা।

١٨١. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

১৮১. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দু'টো ধুয়ে নিতেন। অতঃপর সলাতের উযূর মত উযূ করতেন। অতঃপর তাঁর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অতঃপর তাঁর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি ঢেলে দিতেন।[২]

١٨٢. حديث مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيْلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

১৮২. মায়মূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। আমি নাবী (ﷺ)-এর জন্য গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত ধুলেন। অতঃপর তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষলেন। পরে তা ধুয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর তাঁর চেহারা ধুলেন এবং মাথার উপর পানি ঢাললেন। পরে ঐ স্থান হতে সরে গিয়ে দু' পা ধুলেন। অবশেষে তাঁকে একটি রুমাল দেয়া হল, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না।[৩]

١٨٣. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

১৮৩. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন হিলাবের অনুরূপ পাত্র চেয়ে নিতেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধুয়ে ফেলতেন। দু'হাতে মাথায় পানি ঢালতেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৫০, হাঃ ১৩০; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩১৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ১, হাঃ ২৪৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৯, হাঃ ৩১৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৫৯; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৯, হাঃ ৩১৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৫৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৯, হাঃ ৩১৮

٣/١٠. بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِيْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

৩/১০. ফরয গোসলে কী পরিমাণ পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

١٨٤. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

১৮৪. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই পাত্র (কাদাহ) হতে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। সেই পাত্রকে ফারাক বলা হতো।[১]

١٨٥. حديث عَائِشَةَ سَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ (قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ).

১৮৫. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তাঁর ভাই তাঁকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি প্রায় এক সা'আ এর সমপরিমাণ এক পাত্র আনালেন। তারপর তিনি গোসল করলেন এবং স্বীয় মাথার উপর পানি ঢাললেন। তখন আমাদের ও তাঁর মাঝে পর্দা ছিল[২]

١٨٦. حديث أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

১৮৬. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সা' (৪ মুদ) হতে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং উযু করতেন এক মুদ দিয়ে।[৩]

٣/١١. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

৩/১১. মাথায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে তিনবার পানি বইয়ে দেয়া মুস্তাহাব।

١٨٧. حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

১৮৭. জুবায়র ইব্‌নু মুত'ইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি তিনবার আমার মাথায় পানি ঢালি। এই ব'লে তিনি উভয় হাতের দ্বারা ইঙ্গিত করেন।[৪]

١٨٨. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ هُوَ وَأَبُوْهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ يَكْفِيكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِيْنِي فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا فِيْ ثَوْبٍ.

১৮৮. আবূ জা'ফর (রহ.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ও তাঁর পিতা, জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট ছিলেন। সেখানে আরো কিছু লোক ছিলেন। তাঁরা তাঁকে গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এক সা'আ তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ আমার জন্য তা যথেষ্ট নয়। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ তোমার চেয়ে অধিক চুল যাঁর মাথায় ছিল এবং তোমার চেয়ে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২, হাঃ ২৫০; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩১৯
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৫১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩২০
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযু, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ২০১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩২৫
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩২৭

যিনি উত্তম ছিলেন [আল্লাহর রাসূল (ﷺ)] তাঁর জন্য তো এ পরিমাণই যথেষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি এক কাপড়ে আমাদের ইমামত করেন।[১]

٣/١٣. بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فِيْ مَوْضِعِ الدَّمِ

৩/১৩. হায়িয থেকে পবিত্রতা অর্জনকারিণী নারীর জন্য রক্ত মাখা গুপ্তাঙ্গে কস্তুরী মিশ্রিত নেকড়া দ্বারা মুছে ফেলা মুস্তাহাব।

١٨٩. **حديث** عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِيْ فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِيْ فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِيْ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.

১৮৯. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে হায়যের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে গোসলের নিয়ম বলে দিলেন যে, এক টুকরা কস্তুরী লাগানো নেকড়া নিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা বললেন ঃ কিভাবে পবিত্রতা হাসিল করব? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ তা দিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা (তৃতীয়বার) বললেন ঃ কিভাবে? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে তুমি পবিত্রতা হাসিল কর। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ তখন আমি তাকে টেনে আমার নিকট নিয়ে আসলাম এবং বললাম ঃ তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন বিশেষভাবে মুছে ফেল।[২]

٣/١٤. بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا

৩/১৪. ইস্তিহাযা পীড়িত নারীর গোসল ও সলাত।

١٩٠. **حديث** عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ قَالَ وَقَالَ أَبِيْ ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيْءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

১৯০. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবায়শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন রক্ত-প্রদর রোগগ্রস্তা (ইস্তি হাযাহ) মহিলা। আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি কি সলাত পরিত্যাগ করবো?' আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ না, এতো শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। তাই যখন তোমার হায়য আসবে তখন সলাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সলাত আদায় করবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৫২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩২৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৩১৪; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৩৩২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬৩, হাঃ ২২৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৩৩৩

١٩١. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هٰذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

১৯১. নবী (ﷺ) এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ এটা রগ থেকে বের হওয়া রক্ত। অতঃপর উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) প্রতি সলাতের জন্য গোসল করতেন।[1]

٣/١٥. بَابُ وُجُوْبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُوْنَ الصَّلَاةِ

৩/১৫. সলাত ছাড়া হায়িযওয়ালী নারীর উপর সওম কাযা করা ওয়াজিব।

١٩٢. حديث عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا أَتَجْزِيْ إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ.

১৯২. জনৈকা মহিলা 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে বললেন ঃ হায়যকালীন কাযা সলাত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করলে আমাদের জন্য চলবে কি-না? 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন ঃ তুমি কি হারূরিয়্যাহ? (খারিজীদের একদল)[2] আমরা নাবী (ﷺ)-এর সময়ে ঋতুবতী হতাম কিন্তু তিনি আমাদের সলাত কাযার নির্দেশ দিতেন না। অথবা তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন ঃ আমরা তা কাযা করতাম না।[3]

٣/١٦. بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ

৩/১৬. গোসলকারী কাপড় ইত্যাদি দ্বারা পর্দা করবে।

١٩٣. حديث أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَتْ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّيْ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى.

১৯৩. উম্মু হানী বিনতু আবূ তালিব (রাঃ) বলেন ঃ আমি ফত্‌হে মক্কার বছর আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমাহ (রাঃ) তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনি জানতে চাইলেন ঃ এ কে? আমি বললাম ঃ আমি উম্মু হানী বিনতু আবূ তালিব। তিনি বললেন ঃ মারহাবা, হে উম্মু হানী! গোসল শেষ করে তিনি এক কাপড় জড়িয়ে আট রাক'আত সলাত আদায় করলেন। সলাত সমাধা

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৩২৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৩৩৪

[2] খারেজি : যারা ঋতুবতী নারীদের সলাত কাযা করা ওয়াজিব মনে করে।

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ২০, হাঃ ৩২১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩৩৫

করলে তাঁকে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সহোদর ভাই ['আলী ইব্‌নু আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। সে ব্যক্তিটি হুবায়রার ছেলে অমুক। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে উম্মু হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ এ সময় ছিল চাশতের ওয়াক্ত।[১]

١٨/٣. بَابُ جَوَازِ الْاِغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ

৩/১৮. নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়িয।

١٩٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوْسٰى ﷺ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوْا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوْسٰى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوْسٰى فِيْ إِثْرِهِ يَقُوْلُ ثَوْبِيْ يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى مُوْسٰى فَقَالُوْا وَاللهِ مَا بِمُوْسٰى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ.

১৯৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বানী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করতো। কিন্তু মূসা (আলাইহিস সালাম) একাকী গোসল করতেন। এতে বানী ইসরাঈলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহ্‌র কসম, মূসা (আলাইহিস সালাম) 'কোষবৃদ্ধি' রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করেন না। একবার মূসা (আলাইহিস সালাম) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) 'পাথর! আমার কাপড় দাও," "পাথর! আমার কাপড় দাও" বলে পেছনে পেছনে ছুটলেন। এদিকে বানী ইসরাঈল মূসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম মূসার কোন রোগ নেই। মূসা (আলাইহিস সালাম) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটা পিটুনীর দাগ পড়ে গেল।[২]

١٩/٣. بَابُ الْاِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ

৩/১৯. ভালভাবে সতর ঢাকার ব্যাপারে সতর্কতা।

١٩٥. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِيْ لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُوْنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ.

১৯৫. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (নবুওয়াতের পূর্বে) কুরাইশদের সাথে কা'বার (মেরামতের) জন্যে পাথর তুলে দিচ্ছিলেন। তাঁর

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৩৫৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৩৩৬
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২০, হাঃ ২৭৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৩৩৯

পরিধানে ছিল লুঙ্গি। তাঁর চাচা 'আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ ভাতিজা! তুমি লুঙ্গি খুলে কাঁধে পাথরের নীচে রাখলে ভাল হ'ত। জাবির (রাঃ) বলেন ঃ তিনি লুঙ্গি খুলে কাঁধে রাখলেন এবং তৎক্ষণাৎ বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁকে আর কখনো নগ্ন অবস্থায় দেখা যায়নি।[১]

٢١/٣. بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

৩/২১. মনী নির্গত হলে গোসল অপরিহার্য (যা পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে)।

١٩٦. حديث أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوْءُ.

১৯৬. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক আনসারীর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি আসলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা ঝরছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ 'সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করেছি।' তিনি বললেন, 'জী।' আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ যখন তাড়াহুড়ার কারণে মনী বের না হবে (অথবা বললেন), মনীর অভাবজনিত কারণে তা বের না হবে তখন উযূ করে নিবে।[২]

١٩٧. حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.

১৯৭. উবাই ইব্নু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া আল্লাহর রাসূল! স্ত্রীর সাথে সংগত হলে যদি বীর্য বের না হয় (তার হুকুম কী?) তিনি বললেন ঃ স্ত্রী থেকে যা লেগেছে তা ধুয়ে উযূ করবে ও সালাত আদায় করবে।[৩]

١٩٨. حديث عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ لَهُ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১৯৮. যায়দ ইব্নু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি 'উসমান ইব্নু 'আফফান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু মনী (বীর্য) বের না হয় (তবে তার হুকুম কী)? 'উসমান (রাঃ) বললেন ঃ 'সে সলাতের ন্যায় উযূ করে নেবে এবং তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। উসমান (রাঃ) বলেন, আমি এ কথা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৬৪; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৩৪০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৮০; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২১, হাঃ ৩৪৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৯, হাঃ ২৯৩; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২১, হাঃ ৩৪৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৭৯; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২১, হাঃ ৩৪৭

٣/٢٢. بَابُ نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوْبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ

৩/২২. (মনী নির্গত হলে গোসল ফরয) এটি রহিত; দু' যৌনাঙ্গের মিলনের দ্বারা গোসল ওয়াজিব।

١٩٩. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ.

১৯৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সংগত হলে, তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।[১]

٣/٢٤. بَابُ نَسْخِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ

৩/২৪. আগুনে রান্না করা খাবার খেলে পুনরায় উযূ করতে হবে না।

٢٠٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

২০০. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন। অতঃপর সলাত আদায় করলেন, কিন্তু উযূ করলেন না।[২]

٢٠١. حديث عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

২০১. আমর বিন উমাইয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে একটি বকরীর কাঁধের গোশ্ত কেটে খেতে দেখলেন। এ সময় সলাতের জন্য আহ্বান হল। তিনি ছুরিটি ফেলে দিলেন, অতঃপর সলাত আদায় করলেন; কিন্তু উযূ করলেন না।[৩]

٢٠٢. حديث مَيْمُوْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

২০২. উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী (ﷺ) তাঁর নিকট (বকরীর) কাঁধের গোশত খেলেন, অতঃপর সলাত আদায় করলেন অথচ অযূ করলেন না।[৪]

٢٠٣. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

২০৩. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দুধ পান করলেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং বললেন ঃ 'এতে রয়েছে তৈলাক্ত বস্তু'।[৫]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২৯১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২২, হাঃ ৩৪৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫০, হাঃ ২০৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৩৫৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫০, হাঃ ২০৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৩৫৫

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫১, হাঃ ২১০; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৩৫৬

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫২, হাঃ ২১১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৩৫৮

٢٦/٣. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ

৩/২৬. যে ব্যক্তি উযূ আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী অতঃপর সে হাদাসের দ্বারা উযূ ভঙ্গের সন্দেহে পতিত হয় সে পুনরায় উযূ না করেই সলাত আদায় করে তার প্রমাণ।

٢٠٤. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

২০৪. ‘আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ ইবনু ‘আসিম আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন সলাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায়।[1]

٢٧/٣. بَابُ طَهَارَةِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

৩/২৭. দাবাগাতের মাধ্যমে মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্রকরণ।

٢٠٥. حديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

২০৫. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রাঃ) কর্তৃক আযাদকৃত জনৈকা দাসীকে সদাকাহস্বরূপ প্রদত্ত একটি বকরীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হও না কেন? তারা বললেন ঃ এটা তো মৃত। তিনি বললেন, এটা কেবল ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে।[2]

٢٨/٣. بَابُ التَّيَمُّمِ

৩/২৮. তায়াম্মুম।

٢٠٦. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৩৬১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৬১, হাঃ ১৪৯২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৩৬৩

أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

২০৬. নবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে কোন সফরে বের হয়েছিলাম যখন আমরা 'বায়যা' অথবা 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌছলাম তখন আমার একখানা হার হারিয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সেখানে হারের খোঁজে থেমে গেলেন আর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে থেমে গেলেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে ছিলেন না। তখন লোকেরা আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর নিকট এসে বললেন ঃ 'আয়িশাহ কী করেছেন আপনি কি দেখেন নি? তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে নেই এবং তাঁদের সাথেও পানি নেই। আবূ বাক্‌র (রাঃ) আমার নিকট আসলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার উরুর উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন ঃ তুমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছ! অথচ আশেপাশে কোথাও পানি নেই। এবং তাদের সাথেও পানি নেই। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ আবূ বাক্‌র আমাকে খুব তিরস্কার করলেন আর, আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি যা খুশি তাই বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত দিতে লাগলেন। আমার উরুর উপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। অতঃপর সবাই তায়াম্মুম করে নিলেন। উসায়দ ইব্‌নু হুযায়র (রাঃ) বললেন ঃ হে আবূ বকরের পরিবারবর্গ! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঁড় করালে দেখি আমার হারখানা তার নীচে পড়ে আছে।[১]

٢٠٧. **حديث** عَمَّارٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مُوْسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّيْ فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ ﴿فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِيْ هٰذَا لَأَوْشَكُوْا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيْدَ قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هٰذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

২০৭. শাক্বীক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ (ইব্‌নু মাস'ঊদ) ও আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। আবূ মূসা (রাঃ) 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বললেন ঃ কোন ব্যক্তি জুনুবী হলে সে যদি এক মাস পর্যন্ত পানি না পায়, তা হলে কি সে তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করবে না? শাক্বীক (রহ.) বলেন, 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন ঃ একমাস পানি না পেলেও সে তায়াম্মুম

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭ : তায়াম্মুম, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৩৪; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৩৬৭

করবে না। তখন তাঁকে আবূ মূসা (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে সুরা মায়িদার এ আয়াত সম্পর্কে কী করবেন যে, "পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে"– (আল-মায়িদাহ ঃ ৬)। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) জবাব দিলেন মানুষকে সেই অনুমতি দিলে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে যে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই লোকেরা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। আমি বললাম ঃ আপনারা এ জন্যেই কি তা অপছন্দ করেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। আবূ মূসা (রাঃ) বললেন ঃ আপনি কি 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ)-এর সম্মুখে 'আম্মার (রাঃ)-এর এ কথা শোনেননি যে, আমাকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একটা প্রয়োজনে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সফরে আমি জুনুবী হয়ে পড়লাম এবং পানি পেলাম না। এজন্য আমি জন্তুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল– এই ব'লে তিনি দু' হাত মাটিতে মারলেন, তারপর তা ঝেড়ে নিলেন এবং তা দিয়ে তিনি বাম হাতে ডান হাতের পিঠ মাসহ করলেন কিংবা রাবী বলেছেন, বাম হাতের পিঠ ডান হাতে মাসহ করলেন। তারপর হাত দু'টো দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মাসহ করলেন। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন ঃ আপনি দেখেন নি যে, 'উমার (রাঃ) 'আম্মার (রাঃ)-এর কথায় সন্তুষ্ট হননি?[১]

২০৮. **حديث** عَمَّارٍ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّيْ أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

২০৮. 'আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এসে জানতে চাইল ঃ একবার আমার গোসলের দরকার হল অথচ আমি পানি পেলাম না। তখন 'আম্মার ইব্‌নু ইয়াসার (রাঃ) 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ)-কে বললেন ঃ আপনার কি সেই ঘটনা মনে আছে যে, একদা আমরা দু'জন সফরে ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। আপনি তো সলাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সলাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘটনাটি নাবী (ﷺ)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তোমার জন্য তো একটুকুই যথেষ্ট ছিল এ ব'লে নাবী (ﷺ) দু' হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মাসহ করলেন।* [১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭ : তায়াম্মুম, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৪৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৩৬৮

* অত্র হাদীস দ্বারা একবার পবিত্র মাটিতে হাত মারার কথা প্রমাণিত হয়। অথচ হানাফী বিদ্বানগণ তায়াম্মুমের জন্য দু'বার মাটিতে হাত মারার কথা ফিকহের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এমন কোন মারফূ' হাদীস নেই যদ্দ্বারা দু'বার হাত মারা প্রমাণিত হতে পারে। রাবী বিন বদর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের দ্বারাই হানাফী বিদ্বানগণ দু'বার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসহ করার কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু ইমাম বায়হাকী এ রাবীকে দুর্বল বলেছেন, ইমাম নাসায়ী ও দারাকুতনী তাকে মাতরুকুল হাদীস বলেছেন। এছাড়াও শরহে বিকায়ার ১ম খণ্ডে দু'হাতের কনুই পর্যন্ত মাসহ করার যে সুন্দর পদ্ধতি বর্ণিত তাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

٢٠٩. حديث أَبِي الْجُهَيْمِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ الأَنْصَارِيُّ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

২০৯. আবূ জুহাইম আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'উমাইর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনার কাছে অবস্থিত 'বি'রে জামাল' হতে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হলো। লোকটি তাঁকে সালাম করলো। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব না দিয়ে দেয়ালের নিকট অগ্রসর হয়ে তাতে (হাত মেরে) নিজের চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসহ করে নিলেন, তারপর সালামের জবাব দিলেন।[২]

٣/٢٩. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

৩/২৯. মুসলিম অপবিত্র হয় না এর দলীল।

٢١٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

২১০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার সাথে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাত হলো, তখন আমি জুনুবী ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, আমি তাঁর সাথে চললাম। এক স্থানে তিনি বসে পড়লেন। তখন আমি সরে পড়ে বাসস্থানে এসে গোসল করলাম। আবার তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন আবূ হুরায়রাহ্! কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে (ঘটনা) বললাম। তখন তিনি বললেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ! মু'মিন অপবিত্র হয় না'।[৩]

٣/٣٢. بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَرَادَ دُخُوْلَ الْخَلَاءِ

৩/৩২. যখন পায়খানায় প্রবেশ করবে তখন কী বলবে।

٢١١. حديث أَنَسٍ قال كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

নয়। কোন কোন কিতাবে আংটি কিংবা চুড়ি থাকলে নড়িয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, যদি এক গাছি লোম পরিমাণ স্থানও হাতে কিংবা মুখে মুছা না যায় তবে তায়াম্মুম হবে না। এ সকল কথা প্রমাণহীন ও নবাবিষ্কৃত।

[১] সহীহুল বুখারী; পর্ব ৭ : তায়াম্মুম, অধ্যায় ৪, হাঃ ৩৩৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৩৬৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭ : তায়াম্মুম, অধ্যায় ৩, হাঃ ৩৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৩৬৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৪, হাঃ ২৮৫; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৩৭১

২১১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন প্রকৃতির ডাকে শৌচাগারে যেতেন তখন বলতেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"হে আল্লাহ্! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।)"[১]

٣٣/٣. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ

৩/৩৩. উপবিষ্ট অবস্থায় ঘুমালে উযূ ভঙ্গ হয় না তার প্রমাণ।

٢١٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيْ رَجُلًا فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

২১২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতের ইক্বামাত হয়ে গেছে তখনও নাবী (ﷺ) মাসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তির সাথে একান্তে কথা বলছিলেন, অবশেষে যখন লোকদের ঘুম আসছিল তখন তিনি সলাতে দাঁড়ালেন।* [২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৪২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৩৭৫

* ইক্বামাত হয়ে যাওয়ার পরও প্রয়োজনে ইমাম কথা বলতে পারেন। এতে নতুন করে ইক্বামাত দিতে হবে না। অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইক্বামাত হয়ে যাবার পর মুসল্লীদের দিকে ফিরে ইমাম মুসল্লীদেরকে কাতার সোজা করার জন্য কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিবে, অতঃপর ইমাম সলাত আরম্ভ করবেন। কিন্তু আমাদের দেশে এ সুন্নাতের বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায় যা বিদ'আত। (সহীহুল বুখারী ৬৭৬ নং হাদীস)

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৬৪২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৩৭৬

٤- كِتَابُ الصَّلَاةِ

পর্ব (৪) ঃ সলাত

٤/١. بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

৪/১. আযানের সূচনা।

٢١٣. **حديث** ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِيْ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.

২১৩. ইব্‌নু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন যে, মুসলিমগণ যখন মাদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সলাতের সময় অনুমান করে সমবেত হতেন। এর জন্য কোন ঘোষণা দেয়া হতো না। একদা তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকজন সাহাবী বললেন, নাসারাদের ন্যায় নাকূস বাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর কয়েকজন বললেন, ইয়াহূদীদের শিঙ্গার ন্যায় শিঙ্গা ফোঁকানোর ব্যবস্থা করা হোক। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সলাতের ঘোষণা দেয়ার জন্য তোমরা কি একজন লোক পাঠাতে পার না? তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে বিলাল, উঠ এবং সলাতের জন্য ঘোষণা দাও।[১]

٤/٢. بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيْتَارِ الْإِقَامَةِ

৪/২. আযানের শব্দগুলো দু'বার এবং ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার উচ্চারণ করার নির্দেশ।

٢١٤. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوْتِرَ الْإِقَامَةَ.

২১৪. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (জামা'আতে সলাত আদায়ের জন্য) সহাবা-ই কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) আগুন জ্বালানো অথবা নাকূস বাজানোর কথা আলোচনা করেন। আবার এগুলোকে (যথাক্রমে) ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রথা বলে উল্লেখ করা হয়। অতঃপর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আযানের বাক্য দু'বার ক'রে ও ইকামাতের বাক্য বেজোড় ক'রে বলার নির্দেশ দেয়া হয়।* [১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১, হাঃ ৬০৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৭৭

* বুখারী ছাড়াও মুসলিম ও আবূ দাউদে ইক্বামাতের বাক্যগুলো একবার করে বলার সহীহ হাদীস বিদ্যমান। তথাপিও আধুনিক প্রকাশনীর টীকায় লেখা "হানাফীগণ অন্য এক হাদী'সের ভিত্তিতে ইক্বামাতের বাক্যগুলো দু'বার করে বলেন।" এ কথার জবাবে সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশে মুহাদ্দিসীনদের কতিপয় মতামত পেশ করা হলো ঃ

হাফিয আবূ 'উমার বিন 'আবদুর বর বলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহি, দাউদ বিন আলী, মোহাম্মদ বিন জরীর প্রভৃতি ইক্বামাতের শব্দগুলি একবার বা দু'বার করে বলার উভয়বিধ অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের

٤/٧. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ

৪/৭. মুয়ায্যিনের অনুরূপ শব্দ বলা যে তা শ্রবণ করে, অতঃপর নাবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা এরপর তার নিকট ওয়াসীলা চাওয়া।

٢١٥. حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

২১৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুআয্যিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বলবে।[২]

٤/٨. بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ

৪/৮. আযানের ফাযীলাত এবং তা শুনে শয়তানের পলায়ন।

٢١٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

২১৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন সলাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন সলাতের জন্য

দৃষ্টিতে উভয় নিয়মই বিশুদ্ধ, বৈধ ও গ্রহণযোগ্য এবং ঐচ্ছিক ব্যাপার– যে ইচ্ছা করবে একবারও বলতে পারবে এবং অপরপক্ষে যে ইচ্ছা করবে দু'বার করেও বলতে পারবে। (তুহফা সহ তিরমিযী ১ম খণ্ড ১৭৪ পৃঃ)

হাফিয আবূ আওয়ানাহ তদীয় মসনদ গ্রন্থে ১ম খণ্ড ৩৩০ পৃষ্ঠায় বলেন, বিলালের আযানের ইক্বামাত একবার করে বলার নিয়ম মনসূখ হয়নি। আবূ মাহযূরাহ্র হাদীস হতে ইক্বামাত দু'বার করে বলা প্রমাণিত হলেও তা হতে অধিক সহীহ আনাসের হাদীসে একবার করে বলা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং উসূলে হাদীস শাস্ত্রের বিধান ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বিরোধক্ষেত্রে যা অধিক সহীহ তা-ই গ্রহণ করা উত্তম ও একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী হানাফী 'কাশ্‌ফুল গুম্মা' ১ম খণ্ড ১২৮ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ বিন যায়দের আযানের সাথে উল্লেখিত ইক্বামাতের শব্দগুলি একবার করে বলার নিয়মের উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে ১২৯ পৃষ্ঠায় তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলালকে আযানের শব্দগুলি দু'বার করে এবং ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে বলার নির্দেশ সম্বলিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) তদীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'গুনিয়াতুত্ তালেবীন'-এর ৮ পৃষ্ঠায় ইক্বামাতের শব্দগুলি একবার করে বলার স্বপক্ষে তাঁর নিজের মন্তব্য পেশ করেছেন।

মোটের উপর আমরা ইমাম আহমাদ, ইসহাক বিন রাহওয়াইহি এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের ন্যায় ইক্বামাতের শব্দগুলি একবার করে অথবা দু'বার করে বলার উভয়বিধ অভিমতের বৈধতা ও প্রামাণিকতা স্বীকার করি; অধিকন্তু আমরা উভয়বিধ 'আমলকে জায়েয বলে মনে করি। কিন্তু যেহেতু ইকামাতের শব্দগুলি দু'বার করে বলার নির্দেশ সম্বলিত হাদীস হতে একবার করে বলার নির্দেশ সম্বলিত হাদীস অধিক প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ এবং তা বহু সূত্রে বর্ণিত এমনকি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয় কর্তৃক গৃহীত, কাজেই আমরা ইকামাতের শব্দগুলি একবার করে বলা সর্বোত্তম মনে করি।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১, হাঃ ৬০৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২, হাঃ ৩৭৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৭, হাঃ ৬১১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৮৩

ইক্বামাত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইক্বামাত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাক'আত সলাত আদায় করেছে তা মনে করতে পারে না।[১]

٩/٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوْعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ

৪/৯. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময়, রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উত্তোলনের সময় দু' হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব এবং সাজদাহ্ থেকে উঠার সময় হাত উঠাতে হবে না।

٢١٧. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

২১৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি, তিনি যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকূ'র জন্য তাক্বীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন এবং سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন। তবে সাজদাহ্র সময় এরূপ করতেন না।[২]

٢١٨. **حديث** مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا.

২১৮. আবূ কিলাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি মালিক ইব্নু হুওয়ায়রিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছেন, তিনি যখন সলাত আদায় করতেন তখন তাক্বীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত উঠাতেন। আর যখন রুকূ' করার ইচ্ছে করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করেছেন।* [১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪, হাঃ ৬০৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৮৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ৭৩৬

* হানাফী মাযহাবে তাকবীরে তাহরীমাহ ছাড়া কোথাও রাফ'উল ইয়াদাঈন তথা হাত উত্তোলন করা হয় না অথচ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আজীবন সলাতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াও রাফ'উল ইয়াদাঈন বা হাত উত্তোলন করেছেন। নিম্নের হাদীস তার জ্বলন্ত প্রমাণ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছি তিনি যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রূকূ'র জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। এবং

যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন। ইমাম বুখারী এটা বর্ণনা করেছেন। তাঁর অপর বর্ণনায় এটাও আছে যে, যখন তিনি (রসূল ﷺ) দ্বিতীয় রাক'আত হতে (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও দু' হাত (কাঁধ বরাবর) উঠাতেন।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা। মুসলিম ১৬৮ পৃষ্ঠা। আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১০৪,১০৫ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা। নাসাঈ ১৪১, ১৫৮, ১৬২ পৃষ্ঠা। ইবনু খুযায়মাহ ৯৫,৯৬। মেশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা। ইবনে মাজাহ ১৬৩ পৃষ্ঠা। যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১৩৭,১৩৮,১৫০ পৃষ্ঠা। হিদায়া দিরায়াহ ১১৩-১১৫ পৃষ্ঠা। কিমিয়ায়ে সায়াদাত ১ম ১৯০ পৃষ্ঠা। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম হাদীস নং ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৫। বুখারী আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৩২-৪৩৪। বুখারী ইসলামীক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৯৭-৭০১ অনুচ্ছেদসহ। মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৪৫-৭৫০। আবূ দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম হাদীস নং ৮৪২-৮৪৪। তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ২৫৫। মেশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ও মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৩৮-৭৩৯, ৭৪১,৭৪৫। বুলূগুল মারাম ৮১ পৃষ্ঠা। ইসলামিয়াত বি-এ. হাদীস পর্ব ১২৬-১২৯ পৃষ্ঠা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُوْدِ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلٰوتُهُ حَتّٰى لَقِيَ اللهَ تَعَالٰى رواه البيهقي، هدايه مع الدراية

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূল (ﷺ) যখন সলাত শুরু করতেন, যখন রুকূ' করতেন এবং যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন কিন্তু সাজদাহ্র মধ্যে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না। রসূল (ﷺ) মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদাই তাঁর সলাত এরূপ করতেন। (বায়হাকী, হেদায়াহ দেরায়াহ ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা)

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, রফউল ইয়াদাঈন হল সলাতের সৌন্দর্য, রুকূ'তে যাবার সময় ও রুকূ' হতে উঠার সময় কেউ রফ'উল ইয়াদাঈন না করলে তিনি তাকে ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতেন। (নায়লুল আওত্বার ৩/১২, ফাতহুল বারী ২/২৫৭)

হাদীস জগতের শ্রেষ্ঠ ইমাম ইসমা'ঈল বুখারী জুযউর রফ'ইল ইয়াদাইন নামক একটি স্বতন্ত্র হাদীস গ্রন্থই রচনা করেছেন। যার মধ্যে ১৯৮টি হাদীস বিদ্যমান। (ছাপা তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা)

যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী তার সিফাতু সলাতুন্নাবী গ্রন্থে বুখারী ও মুসলিমের হাদীস "তিনি রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠাতেন" উল্লেখ করে টীকায় লিখেছেন– এ হস্ত উত্তোলন নাবী (ﷺ) থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে সাব্যস্ত। কিছু সংখ্যক হানাফী আলিম সহ বেশিরভাগ আলিম হাত উঠানোর পক্ষে মত পোষণ করেন।

রফ'উল ইয়াদাইন ও খোলাফাইর রাশিদীন এবং আশরা মুবাশ্শারীন ঃ

ইমাম যায়লা'ঈ হানাফী (রহ.), আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী হানাফী (রহ.), আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী হানাফী (রহ.) এবং হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) সবাই ইমাম হাকেম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

قَالَ الْحَاكِمُ : لَا نَعْلَمُ سُنَّةً اِتَّفَقَ عَلٰى رِوَايَتِهَا الْخُلَفَاءُ ثُمَّ الْعَشَرَةُ-الْمُبَشَّرِيْنَ بِالْجَنَّةِ-فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ عَلٰى تَفَرُّقِهِمْ فِي الْبِلَادِ الشَّاسِعَةِ غَيْرَ هٰذِهِ السُّنَّةِ (نصب الراية ٤١٨/١، نيل الفرقدين ٢٦، وتلخيص الحبير ٨٢/١)

ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেনঃ "রফয়ে য়াদাইন ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাতের বর্ণনার ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীন, আশরা মোবাশ্শারা (জান্নাতের শুভসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সহাবা) এবং বড় বড় সহাবীগণ (তাদের দূর দেশে ছড়িয়ে পড়ার পরেও) একত্রিত হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। (নাসবুর রায়াহ ১/৪১৮ পৃষ্ঠা, নাইলুল ফারকাদাইন পৃষ্ঠা ২৬, তালখীছ আলহাবীর ১/৮২)

শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী ও রফ'উল ইয়াদাইন ঃ

শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রহঃ) সলাতের সুন্নাতসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ وَالرُّكُوْعِ الرَّفْعِ مِنْهُ (غنية الطالبين)

"ছলাত শুরু করার সময়, রুকূ'তে যাওয়ার সময় এবং রুকূ' থেকে উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত।" (গুনইয়াতুত ত্বালিবীন পৃষ্ঠা ১০)

হানাফী 'আলিমগণ ও রফ'উল ইয়াদাইন ঃ

শায়খ আবুত্বলিব মাক্কী হানাফী (রহঃ) তার কূতুল কুলুব নামক গ্রন্থে ছলাতের সুন্নাত সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ وَالتَّكْبِيْرِ لِلرُّكُوْعِ سُنَّةٌ ثُمَّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِقَوْلِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سُنَّةٌ

"রুকূ'তে যাওয়ার সময় রফউল ইয়াদাইন করা এবং তাকবীর বলা সুন্নাত। তারপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত।" (কূতুল কুলূব ৩/১৩৯)

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) বলেন ঃ

رفع یدین درین وقت نزد اکثر علماء سنت ست، اکثر فقہاء و محدثین اثبات اں می کنند

"বর্তমান সময়ে অধিকাংশ আলেমের দৃষ্টিতে রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নাত। অধিকাংশ ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণ একে প্রমাণ করে থাকেন।"(মালা বুদ্দা মিনহু পৃষ্ঠা ৪২, ৪৪)

ইমাম আবূ ইউসুফ-এর শিষ্য ইছাম ও রফ'উল ইয়াদাইন ঃ

আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনোভী বলেনঃ "এছাম ইবনু ইউসুফ ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর শাগরিদ ছিলেন এবং হানাফী ছিলেন।

وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ

তিনি রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' থেকে উঠার সময় দু'হাত উঠাতেন।"(আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যাহ ১১৬ নূর মোহাম্মদ প্রেস)

'আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক, সুফ্ইয়ান ছাওরী এবং শু'বাহ বলেন ঃ "এছাম ইবনু ইউসুফ মুহাদ্দিছ ছিলেন তাই তিনি রফউল ইয়াদাইন করতেন। (আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যাহ ১১৬ নূর মোহাম্মদ প্রেস)

আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষৌবী (রহঃ) বলেন ঃ

وَأَنَّ ثُبُوْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ

"নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রফয়ে ইয়াদাইন এর প্রমাণ বেশী এবং অগ্রাধিকার যোগ্য।"(আত্‌তা'লীকুল মুমাজ্জাদ ৯১ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا شَكَّ فِيْ ثُبُوْتِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثِيْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بِالطَّرِيْقِ الْقَوِيَّةِ وَالْأَخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ.

"সত্য কথা হলো রুকু'তে যাওয়া এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় 'রফ'উল ইয়াদাইন' করা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অনেক সহাবী (রাযিঃ) থেকে শক্তিশালী সানাদ এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। (আসসিয়ায়াহ ১/২১৩)

রুকু'তে যাওয়া ও রুকু' হতে উঠার সময়ে রফ'উল ইয়াদাঈন করা সম্পর্কে চার খলীফাহ সহ প্রায় ২৫ জন সহাবী থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস বিদ্যমান। **একটি হিসাব মতে রফ'উল ইয়াদাঈন-এর হাদীসের রাবী সংখ্যা আশারায়ে মুবাশ্‌শরাহ সহ অন্যূন ৫০ জন সহাবী**– (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৭, ফাতহুল বারী ২/২৫৮) এবং **সর্বমোট সহীহ হাদীস ও আসারের সংখ্যা অন্যূন ৪০০ শত**। ইমাম সুয়ূতী রফ'উল ইয়াদাঈন এর হাদীসকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন।

কতিপয় নির্বোধ লোকের কথা আছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময় যারা নতুন ঈমান এনেছিলেন তারা নাকি তাদের পুরাতন আচরণের বশবর্তী হয়ে বগলে পুতুল রাখতেন এবং এটা রসূলুল্লাহ (ﷺ) জানতে পারলে তিনি রফ'উল ইয়াদাঈনের নির্দেশ দেন। পরে তাদের ঈমান মজবুত হয়ে গেলে রফ'উল ইয়াদাঈন করার নির্দেশ মানসূখ হয়ে যায়। এ কথাটি নিতান্তই আল্লাহর রসূলের সহাবীদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ। কারণ তাদের ঈমান আমাদের ঈমান অপেক্ষা অনেক দৃঢ় ও মজবুত ছিল। তাছাড়া এ কথাটি সহাবীদের উপর মিথ্যা অপবাদেরই নামান্তর।

রফ'উল ইয়াদাঈন সম্পর্কে সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় রফ'উল করা যাবে না। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এ কথাটি প্রসিদ্ধ যে, তাঁর শেষ বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে স্মৃতি ভ্রম ঘটে, ফলে হতে পারে এ হাদীসটিও সে সবের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি কয়েকটি বিষয়ে সকল সহাবীগণের বিপরীতে কথা বলেছেন। যেমন ঃ (১) মুয়াব্বিযাতাইন- সূরাহ্ নাস ও ফালাক সূরাহ্দ্বয় কুরআনের অংশ নয় মনে করতেন। (২) তাত্বীক- রুকু'তে তাত্বীক বা দু'হাতকে জোড় করে হাঁটু দ্বারা চেপে রাখতে বলতেন। (৩) দু'জন সলাতে দাঁড়ালে কীভাবে দাঁড়াবে। (৪) আরাফাহর ময়দানে কীভাবে তিনি (সঃ) দু'ওয়াক্ত একসঙ্গে আদায় করেছেন। (৫) হাত বিছিয়ে সাজদাহ করা। (৬) وما خلق الذكر والأنثى কীভাবে পড়েছেন। (৭) রফউল ইয়াদাইন একবার করেছেন। [নাসবুর রাইয়াহ (ইমাম যাইলায়ী) ৩৯৭-৪০১ পৃষ্ঠা, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৩৪]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ৭৩৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৯, হাঃ ৩৯১

٤/١٠. بَابُ إِثْبَاتِ التَّكْبِيْرِ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَيَقُوْلُ فِيْهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

৪/১০. সলাতের মধ্যে প্রত্যেক নিচু ও উঁচু হওয়ার সময় তাকবীর বলা শুধু রুকূ‘ থেকে মাথা উঠানোর সময় ব্যতীত, কেননা তখন ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলবে।

٢١٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّيْ لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

২১৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাদের সঙ্গে সলাত আদায় করতেন এবং প্রতিবার উঠা বসার সময় তাক্‌বীর বলতেন। সলাত শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার সলাতই আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সলাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।[1]

٢٢٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ.

২২০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) সলাত আরম্ভ করার সময় দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর বলতেন। অতঃপর রুকূ‘তে যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতেন, আবার যখন রুকূ‘ হতে পিঠ সোজা করে উঠতেন তখন ঃ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন। অতঃপর সাজদাহ্য় যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতেন। এবং যখন মাথা উঠাতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন। আবার (দ্বিতীয়) সাজদাহ্য় যেতে তাক্‌বীর বলতেন এবং পুনরায় মাথা উঠাতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন। এভাবেই তিনি পুরো সলাত শেষ করতেন। আর দ্বিতীয় রাক‘আতের বৈঠক শেষে যখন (তৃতীয় রাক‘আতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন।[2]

٢٢١. حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِيْ هٰذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلّٰى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

২২১. মুতার্‌রিফ ইব্‌নু ‘আবদুল্লাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) ‘আলী ইব্‌নু তালিব (রাঃ)-এর পিছনে সলাত আদায় করলাম। তিনি যখন সাজদাহ্য়

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১৫, হাঃ ৭৮৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩৯২

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১৭, হাঃ ৭৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩৯২

গেলেন তখন তাক্বীর বললেন, সাজদাহ্ হতে যখন মাথা উঠালেন তখনও তাক্বীর বললেন, আবার দু' রাকআতের পর যখন দাঁড়ালেন তখনও তাক্বীর বললেন। তিনি যখন সলাত শেষ করলেন তখন ইমরান ইব্নু হুসাইন (রাঃ) আমার হাত ধরে বললেন, ইনি (আলী রা.) আমাকে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সলাত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বা তিনি বলেছিলেন, আমাদের নিয়ে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সলাতের ন্যায় সলাত আদায় করেছেন।[1]

٤/١١. بَابُ وُجُوْبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلُّمَهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

৪/১১. প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি সূরাহ্ ফাতিহা সুন্দর করে পড়তে পারে না ও সেটা শেখাও সম্ভব না হলে অন্য যা সহজ তা পড়া।

٢٢٢. حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

২২২. 'উবাদাহ ইব্নু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পড়ল না তার সলাত হলো না।* [2]

٢٢٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْاٰنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

২২৩. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরা'আত পড়া হয়। তবে যে সব সলাত আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের শুনিয়ে

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১৬, হাঃ ৭৮৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩৯৩

* আমাদের দেশে হানাফী ভাইয়েরা ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করেন না, এটা নাবী (ﷺ) এর 'আমালের বিপরীত।
ইমামের পিছনে মুক্তাদিকে অবশ্যই সূরাহ্ ফাতিহা পড়তে হবে। মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা না পড়লে তার সলাত, সলাত বলে গণ্য হবে না।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْرَؤُوْنَ خَلْفِيْ؟ قَالُوْا نَعَمْ إِنَّا لَنَهُذُّ هَذًّا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ.

বুখারীর অন্য বর্ণনায় জুযউল ক্বিরাআতের মধ্যে আছে– 'আম্র বিন শুয়াইব তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন তোমরা কি আমার পিছনে কিছু পড়ে থাক? তাঁরা বললেন যে, হাঁ আমরা খুব তাড়াহুড়া করে পাঠ করে থাকি। অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন তোমরা উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরাহ্ ফাতিহা ব্যতীত কিছুই পড় না।

(বুখারী ১ম ১০৪ পৃষ্ঠা। জুযউল ক্বিরায়াত। মুসলিম ১৬৯, ১৭০ পৃষ্ঠা। আবূ দাঊদ ১০১ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫৭,৭১ পৃষ্ঠা। নাসাঈ ১৪৬ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৬১ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ৯৫ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মালিক ১০৬ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ৭৫৮-৭৬৭ ও ৮২০-৮২৪। হাদীস শরীফ, মাওঃ আবদুর রহীম, ২য় খণ্ড ১৯৩-১৯৬ পৃষ্ঠা, ইসলামিয়াত বি-এ. হাদীস পর্ব ১৪৪-১৬১ পৃষ্ঠা। হিদায়াহ দিরায়াহ ১০৬ পৃষ্ঠা। মেশকাত ৭৮ পৃষ্ঠা। বুখারী আযীযুল হক ১ম হাদীস নং ৪৪১। বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭১২। বুখারী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭১৮,। তিরমিযী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৪৭। মিশকাত- নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড ও মাদ্রাসা পাঠ্য হাদীস নং ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৯৪। বুলূগুল মারাম ৮৩ পৃষ্ঠা। কিমিয়ায়ে সায়াদাত ১ম খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা।)

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ৭৫৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩৯৪

পড়ব। আর যে সব সলাতে আমাদের না শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের না শুনিয়ে পড়ব। যদি তোমরা উম্মুল কুরআন (সূরাহ আল-ফাতিহা) -এর চেয়ে অধিক না পড়, সলাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি অধিক পড় তা উত্তম।[১]

٢٢٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

২২৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মাসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন সাহাবী এসে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি নাবী (ﷺ)-কে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আবার গিয়ে সলাত আদায় কর। কেননা, তুমিতো সলাত আদায় করনি। তিনি ফিরে গিয়ে পূর্বের মত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর এসে নাবী (ﷺ)-কে সালাম করলেন। তিনি বললেন ঃ ফিরে গিয়ে আবার সলাত আদায় কর। কেননা, তুমি সলাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবী বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমিতো এর চেয়ে সুন্দর করে সলাত আদায় করতে জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সলাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাক্‌বীর বলবে। অতঃপর কুরআন হতে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। অতঃপর রুকু'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ' আদায় করবে। অতঃপর সাজদাহ্ হতে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর এভাবেই পুরো সলাত আদায় করবে।[২]

١٣/٤. بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لاَ يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

৪/১৩. যে ব্যক্তি বলে উচ্চৈঃস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে না' তার দলীল।

٢٢٥. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلاَةَ بِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

২২৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) আবূ বাক্‌র (রাঃ) এবং 'উমার (রাঃ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দিয়ে সলাত শুরু করতেন।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০৪, হাঃ ৭৭২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩৯৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২২, হাঃ ৭৫৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩৯৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ৭৪৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৩৯৯

١٦/٤. بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ

৪/১৬. সলাতে তাশাহহুদ পড়া।

٢٢٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيْلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ.

২২৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম, তখন (আসা অবস্থায়) আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম, জিব্‌রীল (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি সালাম, মীকাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি সালাম এবং অমুকের প্রতি সালাম দিলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সলাত শেষ করলেন, তখন আমাদের দিকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নিজেই 'সালাম'। অতএব যখন তোমাদের কেউ সলাতের মধ্যে বসবে, তখন বলবে ঃ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ মুসল্লী যখন এ কথাটা বলবে, তখনই আসমান যমীনে সব নেক বান্দাদের নিকট এ সালাম পৌঁছে যাবে। অতঃপর বলবে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ অতঃপর সে তার পছন্দমত দু'আ নির্বাচন করে নেবে।[১]

١٧/٤. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

৪/১৭. তাশাহহুদ পড়ার পর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দরূদ পড়া।

٢٢٧. حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِيْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِيْ فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُوْلُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

২২৭. কা'ব ইবনু 'উজরা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা (রহ.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি কি

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৬২৩০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৪০২

আপনাকে এমন একটি হাদিয়া দেব না যা আমি নাবী (ﷺ) হতে শুনেছি? আমি বললাম, হাঁ, আপনি আমাকে সে হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বাইতের উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে? কেননা, আল্লাহ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাম করব। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (عليه السلام) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (عليه السلام) এবং ইবরাহীম (عليه السلام)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।[১]

٢٢٨. حديث أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُوْلُوا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

২২৮. আবূ হুমাইদ আস্-সা'ঈদী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (عليه السلام)-এর বংশধরদের উপর। আর আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (عليه السلام)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।[২]

١٨/٤. بَابُ التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّأْمِيْنِ

৪/১৮. সলাতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ' এবং আমীন বলা।

٢٢٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২২৯. আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ ইমাম যখন ঃ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে। কেননা, যার এ উক্তি মালাইকার (ফেরেশতাগণের) উক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চারিত হয়, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৩]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (عليهم السلام) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩৩৭০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৪০৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (عليهم السلام) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩৩৬৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৪০৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২৫, হাঃ ৭৮১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৪১০

٢٣٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২৩০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ (সলাতে) 'আমীন' বলে, আর আসমানে ফেরেশ্তাগণ 'আমীন' বলেন এবং উভয়ের 'আমীন' একই সময় হলে, তার পূর্ববর্তী সব পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১] *

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১২, হাঃ ৭৮১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৪১০

* যেহ্‌রী সলাতে উচ্চৈঃস্বরে আমীন না বলা নাবী (ﷺ) ও সাহাবাগণের 'আমালের বিপরীত, বরং ইমাম ও মুক্তাদি সকলেরই সরবে আমীন বলতে হবে। কেননা রসূল (ﷺ) যেহ্‌রী সলাতে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন এবং ইমাম যখন আমীন বলে তখন মুক্তাদিকে আমীন বলার নির্দেশ দিতেন যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আতা (রহঃ) বলেছেন আমীন হলো দু'আ। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এবং তাঁর পিছনে মুক্তাদিরা আমীন বলতেন এমনকি মাসজিদে গুণ গুণ শব্দ শুনা যেত– (সহীহুল বুখারী)। তিরমিযীর বর্ণনায় আছে,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে "গায়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম অলায্যাল্লীন" পড়তে শুনেছি। অতঃপর তিনি নিজের স্বরকে উচ্চ করে আমীন বলেছেন।

(সহীহুল বুখারী ১ম ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা; মুসলিম ১৭৬ পৃষ্ঠা। আবূ দাউদ ১৩৪ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা। নাসাঈ ১৪০ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৬২ পৃষ্ঠা। মেশকাত ১ম খণ্ড ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তামালেক ১০৮ পৃষ্ঠা। ইবনু খুযায়মাহ ১ম ২৮৭ পৃষ্ঠা। যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ১৩২ পৃষ্ঠা। হিদায়া দিরায়াহ ১০৮ পৃষ্ঠা। মেশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড ও মাদ্‌রাসা পাঠ্য, হাঃ ৭৬৮-৭৮৭। সহীহুল বুখারী আযীযুল হক ১ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৩, সহীহুল বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড, হাঃ ৭৩৬-৭৩৮, সহীহুল বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড অনুচ্ছেদসহ, হাঃ ৭৪১-৭৪৩। মুসলিম ইঃ ফাঃ ২য় খণ্ড, হাঃ ৭৯৭-৮০৪ পর্যন্ত। আবূ দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড, হাঃ ৯৩২। তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম, হাঃ ২৪৮ বুলূগুল মারাম বাংলা ৮৫ পৃষ্ঠা কিমিয়ায়ে সায়াদাত ১ম খণ্ড ১৯০ পৃষ্ঠা। ইসলামিয়াত বি-এ হাদীস পর্ব ১৫ : ৭ পৃষ্ঠা)

সাহাবীদের উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা ঃ

وَقَالَ عَطَاءٌ اٰمِيْنَ دُعَاءٌ أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً

আতা বলেন ঃ "আমীন একটি দু'আ। ইবনু জুবাইর (রাঃ) আমীন বলেছেন এবং তাঁর পিছনের লোকেরাও বলেছেন এমনকি মসজিদ আমীন ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হয়েছিল।"(সহীহুল বুখারী, পর্ব ১ : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ১০৭, তাগলীকুত তা'লীক ২/৩১৮, হাফিয ইবনু হাজার)

বড় পীর সাহেবের উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা ঃ

শায়খ আব্দুল ক্বাদীর জীলানী (রহঃ) 'গুনয়াতুত্ তালেবীন' গ্রন্থে সলাতের সুন্নাতসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ

وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ وَاٰمِيْنَ

"এবং উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়া ও 'আমীন' বলা। (গুনয়াতুত তালেবীন পৃঃ ১০, আইয়ুবিয়া প্রেসে প্রকাশিত)

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ)-এর উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা ঃ

মুজাদ্দিদে আলফিসানী শায়খ আহমদ সারহিন্দী (রহঃ) বলেন ঃ

أَحَادِيْثُ الْجَهْرِ بِالتَّأْمِيْنِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ

"উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলার হাদীসসমূহ বেশী এবং অতিশুদ্ধ।"(আবকারুল মিনান পৃষ্ঠা ১৮৯)

হানাফী আলেমগণ এর উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা ঃ

শায়খ আব্দুলহক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) বলেন ঃ

در آخر فاتحہ امین می گوفت در نماز جهری بجہر و در سرا خفیہ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সূরা ফাতিহার শেষে আমীন বলতেন জাহরী ছলাতে (অর্থাৎ মাগরিব, এশা এবং ফজরে) উচ্চৈঃস্বরে আর সিররী ছলাতে (অর্থাৎ জুহর ও আছরে) নিম্নস্বরে। (মাদারিজুন নুবুওয়াত পৃষ্ঠা ২০১)

আল্লামা আব্দুলহাই লক্ষ্ণৌবী (রহঃ) বলেন ঃ

وَالْإِنْصَافُ أَنَّ الْجَهْرَ قَوِيٌّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيْلِ

"ন্যায় সঙ্গত কথা হলো, দলীল অনুযায়ী উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা মজবুত।" (আত্ তা'লীকুল মুমাজ্জাদ ১০৩ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো বলেনঃ

فَوَجَدْنَا بَعْدَ التَّأَمُّلِ وَالْإِمْعَانِ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْجَهْرِ بِاٰمِيْنَ هُوَ الْأَصَحُّ لِكَوْنِهِ مُطَابِقًا لِمَا رُوِيَ مِنْ سَيِّدِ بَنِيْ عَدْنَانَ وَرِوَايَـةُ الْخَفْضِ عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيْفَةٌ لَا تَوَازِي الْجَهْرَ.

"গভীর চিন্তা গবেষণার পর আমরা উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলাকেই অতি সঠিক পেলাম। কেননা এটা নবী করীম (ﷺ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত এর সাথে মিলে। আর নিম্নস্বরে 'আমীন' বলা রেওয়ায়তগুলো দুর্বল, তাই উচ্চৈঃস্বরে বলার রেওয়ায়েতের সমকক্ষতা করতে পারবে না।" (আস্ সিআয়া ১ /১৩৬)

আমীন বলার স্বপক্ষে ১৭টি হাদীস এসেছে। (রওযাতুন নাদিইয়াহ ১ /২৭১) যার মধ্যে আমীন আস্তে বলার পক্ষে শু'বা হতে একটি রিওয়ায়াত আহমাদ ও দারাকুৎনীতে এসেছে। خَفَضَ أَوْ أَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ অর্থাৎ আমীন বলার সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আওয়াজ নিম্নস্বরে হত। একই রিওয়ায়াতে সুফিয়ান সওরী (রহ.) হতে এসেছে رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ অর্থাৎ তাঁর আওয়ায উচ্চৈঃস্বরে হত। হাদীস বিশারদগণের নিকট শু'বা থেকে বর্ণিত নিম্নস্বরে আমীন বলার হাদীসটি মুযতারাব। যার সনদ ও মতনে নাম ও শব্দগত ভুল থাকার কারণে য'ঈফ। পক্ষান্তরে সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বর্ণিত সরবে আমীন বলার হাদীসটি এসব ত্রুটি হতে মুক্ত হবার কারণে সহীহ। (দারাকুতনী, হাঃ ১২৫৬ এর ভাষ্য, রওযাতুন নাদিয়াহ ১ /২৭২, নায়লুল আওত্বার ৩ /৭৫)

শু'বাহর ভুল ঃ

শু'বাহর প্রথম ভুল এই যে, তিনি হুজরকে আমবাসের পিতা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, হুজর আমবাসের পিতা নন, পুত্র। আর তার কুনিয়াত হচ্ছে আবা সাকান। (তিরমিযী, আহমদী ছাপা ৪৯ পৃষ্ঠা)

আর তাঁর দ্বিতীয় ভ্রান্তি এই যে, এই হাদীসের সনদে আলকামা বিন অয়েলকে অতিরিক্ত আমদানী করা হয়েছে। অথচ এর আসল সনদে তাঁর উল্লেখ নাই।

তাঁর তৃতীয় ভুল এই যে, হাদীসের মতনে তিনি যেখানে বলেন– রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমীন শব্দটি আস্তে বললেন প্রকৃত প্রস্তাবে তা হবে যে, তিনি আমীন সশব্দে উচ্চারণ করলেন।

অন্য পরেকার কথা, স্বয়ং মোল্লা আলী কারী হানাফী তদীয় মিশকাতের শরাহ্ মিরকাতে অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, হাদীসবিদগণ শো'বার এই ভুল সম্পর্কে একমত। তিনি বলেন, সর্বস্বীকৃত সঠিক কথা হচ্ছে 'মাদ্দাবিহা সাওতাহু ও রাফা'আ বেহা সাওতাহু অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমীনের শব্দ দারাজ করে পড়লেন এবং উচ্চকণ্ঠে পড়লেন। লম্বা করে টেনে পড়ার কথা তিরমিযী, আহমদ ও ইবনু আবি শায়বা রেওয়ায়েত করেছেন, আর উচ্চকণ্ঠে পড়ার কথা আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন। এতদ্ব্যতীত বাইহাকী তদীয় হাদীস গ্রন্থে ও ইবনু হিব্বান স্বীয় সহীতে 'আতা'র বাচনিক রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন, "আমি সাহাবাগণের মধ্যে এমন দু'শত জনকে পেয়েছি যারা ইমাম ওয়ালায্‌যাল্লীন বলার পর বুলন্দ আওয়াজে আমীন বলতেন।"

শো'বার হাদীস যে যয়ীফ সে সম্পর্কে তাঁর উপরোল্লিখিত ৩টি ভ্রান্তি এবং মোল্লা আলী কারীর উপরোদ্ধৃত মন্তব্যের পর কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। তার বর্ণিত সনদে দেখা যায়, আলকামা তদীয় পিতা অয়েল হতে এ হাদীস রেওয়ায়েত

٢٣١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২৩১. আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়লে তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা, যার এ (আমীন) বলা ফেরেশ্‌তাদের (আমীন) বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[১]

١٩/٤. بَابُ ائْتِمَامِ الْمَأْمُوْمِ بِالْإِمَامِ

৪/১৯. মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে।

٢٣٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَقَطَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا.

২৩২. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ঘোড়া হতে পড়ে যান। ফলে তাঁর ডান পাঁজর আহত হয়ে পড়ে। আমরা তাঁর শুশ্রূষা করার জন্য সেখানে গেলাম। এ সময় সলাতের ওয়াক্ত হলো। তিনি আমাদের নিয়ে বসে সলাত আদায় করলেন, আমরাও বসেই আদায় করলাম। সলাতের পর নাবী (ﷺ) বললেন ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে ইক্‌তিদা করার জন্য। তিনি যখন তাক্‌বীর বলেন, তখন তোমরাও তাক্‌বীর বলবে, তিনি যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি যখন রুকূ' হতে উঠেন তখন তোমরাও উঠবে, তিনি যখনঃ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে। তিনি যখন সাজদাহ্ করেন, তখন তোমরাও সাজদাহ্ করবে।[২]

করেছেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, তিনি তাঁর পিতার নিকট এই হাদীস শুনেননি- শুনতে পারেন না। এ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার তদীয় 'তক্‌রীবুত্ তাহ্‌যীব' নামক রেজাল শাস্ত্রের গ্রন্থে কী বলেন- পাঠক মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন! তিনি বলেন ঃ

عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُوْنِ الْجِيْمِ الْحَضْرَمِيُّ الْكُوْفِيُّ صُدُوْقٌ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ.

'আলকামাহ বিন ওয়ায়িল বিন হুজর- (পেশযুক্ত হা ও সাকিনযুক্ত জীম) হাজরামী কুফী (রাবী হিসাবে) সত্যবাদী (সন্দেহ নাই)। কিন্তু নিশ্চিত কথা এই যে, তিনি তাঁর পিতা হতে হাদীস শ্রবণ করেননি। পিতার নিকট হতে পুত্র কোন হাদীস শ্রবণ করতে পারেননি সে কথার রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছেন শায়খ ইবনু হুমাম হানাফী স্বীয় ফতহুল ক্বাদীর গ্রন্থে। তিনি ওটাতে লিখেছেন ঃ

ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِيْ عِلَلِهِ الْكَبِيْرِ قَالَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ هَلْ سَمِعَ عَلْقَمَةُ مِنْ أَبِيْهِ فَقَالَ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيْهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী স্বীয় ইলালে কবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ইমাম সহীহুল বুখারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আলকামা কি স্বীয় পিতার নিকট হাদীস শ্রবণ করেছিলেন?" তদুত্তরে ইমাম সহীহুল বুখারী (হ্যাঁ, 'না' কিছুই না বলে) বললেন, তিনি (আলকামা) স্বীয় পিতার মৃত্যুর ৬ মাস পর জন্ম লাভ করেন। (দেখুন ফতহুল কদীর, নলকিশোর ছাপা, ১ম খণ্ড ১২১ পৃষ্ঠা)

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১৩, হাঃ ৭৮২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৪১০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২৮, হাঃ ৮০৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৪১১

٢٣٣. حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.

২৩৩. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা অসুস্থ থাকার কারণে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ গৃহে সলাত আদায় করেন এবং বসে সলাত আদায় করছিলেন, একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন যে, বসে যাও। সলাত শেষ করার পর তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর ইক্তিদা করার জন্য। কাজেই সে যখন রুকূ' করে তখন তোমরাও রুকূ' করবে, এবং সে যখন রুকূ' হতে মাথা উঠায় তখন তোমরাও মাথা উঠাবে, আর সে যখন বসে সলাত আদায় করে, তখন তোমরা সকলেই বসে সলাত আদায় করবে।[১]

٢٣٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ.

২৩৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাক্বীর বলেন, তখন তোমরাও তাক্বীর বলবে, যখন তিনি রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে আর তিনি যখন সাজদাহ্ করেন তখন তোমরাও সাজদাহ্ করবে। যখন তিনি বসে সলাত আদায় করেন তখন তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে।[২]

٢١/٤. بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ

৪/২১. অসুখের কারণে ও সফরে যাওয়ার কারণে বা অন্য যে কোন কারণে সঙ্গত ওযর উপস্থিত হলে সলাতে অন্যকে ইমামের স্থলাভিষিক্ত করা।

٢٣٥. حديث عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثِيْنِيْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ قَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ ﷺ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِيْ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১৯ হাঃ ৪১২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮২, হাঃ ৭৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৪১৪

الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَام لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيْقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ.

ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِيْ إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِيْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

২৩৫. 'উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু উত্‌বাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর (অন্তিম কালের) অসুস্থতা সম্পর্কে কি আপনি আমাকে কিছু শুনাবেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সলাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষারত। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি দাও। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। অতঃপর একটু উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটু হুঁশ ফিরে পেলে আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সলাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সলাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। অতঃপর তিনি উঠে বসলেন, এবং গোসল করলেন। এবং উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সলাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। ওদিকে সাহাবীগণ 'ইশার সলাতের জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অপেক্ষায় মাসজিদে বসে ছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এ মর্মে একজন লোক পাঠালেন যে, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করে নেন। সংবাদ বাহক আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে লোকদের নিয়ে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত কোমল মনের লোক ছিলেন, তাই তিনি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, হে 'উমার! আপনি সাহাবীগণকে নিয়ে সলাত আদায় করে নিন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আপনিই এর অধিক যোগ্য। তাই আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সে কয়দিন সলাত আদায় করলেন। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটু নিজে হাল্‌কাবোধ করলেন এবং দু'জন

লোকের কাঁধে ভর করে যুহরের সলাতের জন্য বের হলেন। সে দু'জনের একজন ছিলেন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন সাহাবীগণকে নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তিনি যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখতে পেলেন, পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে পিছিয়ে না আসার জন্য ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও। তাঁরা তাঁকে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবু বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সলাতের ইক্তিদা করে সলাত আদায় করতে লাগলেন। আর সাহাবীগণ আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সলাতের ইক্তিদা করতে লাগলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তিম কালের অসুস্থতা সম্পর্কে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমাকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করব না? তিনি বললেন, করুন। তাই আমি তাঁকে সে হাদীস শুনালাম। তিনি এ বর্ণনার কোন অংশেই আপত্তি করলেন না, তবে তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে যে অপর এক সাহাবী ছিলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কি আপনার নিকট তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন, 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[1]

٢٣٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

২৩৬. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভারী হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কষ্ট বেড়ে গেল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নিকট আমার ঘরে শুশ্রুষা পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তারা তাঁকে সম্মতি দিলেন। অতঃপর একদা দু' ব্যক্তির উপর ভর করে বের হলেন, তখন তার উভয় পা মাটি স্পর্শ করছিল। তিনি 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আরেক ব্যক্তির মাঝে ভর দিয়ে চলছিলেন। উবায়দুল্লাহ (রহ.) বলেন, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যা বললেন, তা আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আরয করলাম, তিনি তখন আমাকে বললেন, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যার নাম উল্লেখ করলেন না, তিনি কে, তা জান কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[2]

٢٣٧. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَلَا كُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُوْمَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

২৩৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইমামতের ব্যাপার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বারবার আপত্তি করেছি। আর আমার তাঁর কাছে বারবার আপত্তি করার কারণ ছিল এই, আমার অন্তরে এ কথা আসেনি যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তাঁর স্থলে কেউ দাঁড়ালে লোকেরা তাকে পছন্দ করবে। বরং আমি মনে করতাম যে, কেউ তাঁর স্থলে দাঁড়ালে লোকেরা তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৮৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৪১৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৫৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৪১৮

পোষণ করবে, তাই আমি ইচ্ছে করলাম যে, নাবী (ﷺ) এ দায়িত্ব আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রদান করুন।[১]

٢٣٨. **حديث** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ إِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوْا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيْلَ لِلْأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ.

২৩৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন সলাতের সময় হলে আযান দেয়া হলো। তখন তিনি বললেন, আবূ বাক্‌রকে লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করতে বল। তাঁকে বলা হলো যে, আবু বাক্‌র (রাঃ) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আবার সে কথা বললেন এবং তারাও আবার তা-ই বললেন। তৃতীয়বারও তিনি সে কথা বললেন, তোমরা ইউসুফের সাথীদের ন্যায়। আবূ বাক্‌রকে নির্দেশ দাও যেন লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করে নেয়। আবূ বাক্‌র (রাঃ) এগিয়ে গিয়ে সলাত শুরু করলেন। এদিকে নাবী (ﷺ) নিজেকে একটু হাল্‌কাবোধ করলেন। দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, আমার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে। অসুস্থতার কারণে তাঁর দু'পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। তখন আবূ বাক্‌র (রাঃ) পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নাবী (ﷺ) তাকে স্বস্থানে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে আনা হলো, তিনি আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর পাশে বসলেন।[২]

٢٣٩. **حديث** عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِيْ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُوْ بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৩, হাঃ ৪৪৪৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৪১৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৬৬৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৪১৮

جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ قَاعِدًا يَقْتَدِيْ أَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مُقْتَدُوْنَ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

২৩৯. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন (রোগে) পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে সলাতের কথা বললেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আবূ বাক্‌রকে বল, লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করতে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। যদি আপনি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ নির্দেশ দেন (তবে ভাল হয়)। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার বললেন ঃ লোকদের নিয়ে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সলাত আদায় করতে বল। আমি হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললাম, তুমি তাঁকে একটু বল যে, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার পরিবর্তে সে স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শোনাতে পারবেন না। যদি আপনি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ নির্দেশ দিতেন (তবে ভাল হতো)। এ শুনে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা ইউসুফের সাথী রমণীদেরই মতো। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করতে বল। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকদের নিয়ে সলাত শুরু করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে একটু সুস্থবোধ করলেন এবং দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাসজিদে গেলেন। তাঁর দু' পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন তাঁর আগমন আঁচ করলেন, পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রতি ইঙ্গিত করলেন (পিছিয়ে না যাওয়ার জন্য)। অতঃপর তিনি এসে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বামপাশে বসে গেলেন, অবশেষে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। আর সাহাবীগণ আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সলাতের অনুসরণ করছিল।[১]

٢٤٠. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّيْ لَهُمْ فِيْ وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَكَصَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ.

২৪০. আনাস ইবনু মালিক আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসারী, খাদিম এবং সাহাবী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাহাবীগণকে নিয়ে সলাত আদায় করতেন। অবশেষে যখন সোমবার এল এবং লোকেরা সলাতের জন্য কাতারে দাঁড়াল, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুজরাহ্‌র পর্দা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন,তাঁর চেহারা যেন কুরআনুল কারীমের পৃষ্ঠা (এর ন্যায় ঝলমল করছিল)। তিনি মুচকি হাসলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখতে পেয়ে আমরা খুশীতে প্রায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম এবং আবু বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কাতারে দাঁড়ানোর জন্য পিছন দিকে সরে আসছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নাবী

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ৭১৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৪১৮

(ﷺ) হয়তো সলাতে আসবেন। নাবী (ﷺ) আমাদেরকে ইঙ্গিতে বললেন যে, তোমরা তোমাদের সলাত পূর্ণ করে নাও। অতঃপর তিনি পর্দা ছেড়ে দিলেন। সে দিনই তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন।[১]

٢٤١. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

২৪১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রোগশয্যায় থাকার কারণে) তিনদিন পর্যন্ত নাবী (ﷺ) বাইরে আসেন নি। এ সময় এক সময় সলাতের ইক্বামাত দেয়া হল। আবূ বাক্‌র (রাঃ) ইমামত করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় নাবী (ﷺ) তাঁর ঘরের পর্দা ধরে উঠালেন। নাবী (ﷺ)-এর চেহারা যখন আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তাঁর চেহারার চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আমরা আর কখনো দেখিনি। যখন তাঁর চেহারা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তখন নাবী (ﷺ) হাতের ইঙ্গিতে আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে (ইমামতের জন্য) এগিয়ে যেতে বললেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি।[২]

٢٤٢. حديث أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.

২৪২. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ক্রমে তাঁর অসুস্থতা তীব্রতর হলে তিনি বললেন, আবূ বাক্‌রকে লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করতে বল। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, তিনি তো কোমল হৃদয়ের লোক, যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করতে পারবেন না। নাবী (ﷺ) আবার বললেন, আবূ বাকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করে। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) আবার সে কথা বললেন। তখন তিনি আবার বললেন, আবূ বাক্‌রকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করে। তোমরা ইউসুফের (আঃ) সাথী রমণীদেরই মতো। অতঃপর একজন সংবাদদাতা আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর নিকট সংবাদ নিয়ে আসলেন এবং তিনি নাবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশাতেই লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন।[৩]

٤/٢٢. بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوْا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ

৪/২২. জামা'আতের পক্ষ থেকে কাউকে সলাত পড়ানোর জন্য সামনে পাঠানো যখন ইমাম বিলম্ব করবে এবং সামনে পাঠানোতে বিশৃংখলার ভয় না করবে।

٢٤٣. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৬৮০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৪১৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৬৮১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৪১৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৬৭৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৪২০

ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا لِيْ رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيْقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

২৪৩. সাহ্‌ল ইব্‌নু সা'দ সা'ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) 'আমর ইব্‌নু আওফ গোত্রের এক বিবাদ মীমাংসার জন্য সেখানে যান। ইতোমধ্যে (আসরের) সলাতের সময় হয়ে গেলে, মুয়ায্‌যিন আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আপনি কি লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করে নেবেন? তা হলে ইক্বামাত দেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আবূ বাক্‌র (রাঃ) সলাত আরম্ভ করলেন। লোকেরা সলাতে থাকতে থাকতেই আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) তাশরীফ আনলেন এবং তিনি সারিগুলো ভেদ করে প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন সাহাবীগণ হাতে তালি দিতে লাগলেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ) সলাতে আর কোন দিকে তাকাতেন না। কিন্তু সাহাবীগণ যখন অধিক করে হাতে তালি দিতে লাগলেন, তখন তিনি তাকালেন এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-কে দেখতে পেলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করলেন- নিজের জায়গায় থাক। তখন আবু বাক্‌র (রাঃ) দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে পিছিয়ে গেলেন এবং কাতারের বরাবর দাঁড়ালেন। আর আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) সামনে এগিয়ে সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবূ বাক্‌র! আমি তোমাকে নির্দেশ দেয়ার পর কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছিল? আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, আবূ কুহাফার পুত্রের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) এর সামনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা শোভা পায় না। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ আমি তোমাদের এক হাতে তালি দিতে দেখলাম। ব্যাপার কী? শোন! সলাতে কারো কিছু ঘটলে সুবহানাল্লাহ্‌ বলবে। সুবহানাল্লাহ্‌ বললেই তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে। আর হাতে তালি দেয়া তো নারীদের জন্য।[1]

٤/٢٣. بَابُ تَسْبِيْحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيْقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

৪/২৩. সলাতে কোন কিছু হলে পুরুষদের 'সুবহানাল্লাহ' বলা ও মহিলাদের (হাত দিয়ে রানের উপর) তালি দেয়া।

٢٤٤. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

২৪৪. আবূ হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন ঃ (ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষদের বেলায় তাস্‌বীহ্‌-সুবহানাল্লাহ্‌ বলা। তবে মহিলাদের বেলায় 'তাসফীক' (এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের তালুতে মারা)।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৬৮৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২২, হাঃ ৪২১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২১ : সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ৫, হাঃ ১২০৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৪২২

٤/٢٤. بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِيْنِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا وَالْخُشُوْعِ فِيْهَا

৪/২৪. সলাত সুন্দরভাবে পূর্ণভাবে আদায় করার এবং সলাতে বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ।

٢٤٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِيْ هَا هُنَا فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوْعُكُمْ وَلَا رُكُوْعُكُمْ إِنِّيْ لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ.

২৪৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কি মনে কর যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) কিবলাহর দিকে? আল্লাহ্র কসম! আমার নিকট তোমাদের খূশু' (বিনয়) ও রুকূ' কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার পেছন হতেও তোমাদের দেখতে পাই।[১]

٢٤٦. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِيْ وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِيْ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.

২৪৬. আনাস ইব্নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা রুকূ' ও সাজদাহ্গুলো যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার পিছনে হতে বা রাবী বলেন, আমার পিঠের পিছন হতে তোমাদের দেখতে পাই, যখন তোমরা রুকূ' ও সাজদাহ্ কর।[২]

٤/٢٥. بَابُ تَحْرِيْمِ سَبْقِ الْإِمَامِ بِرُكُوْعٍ أَوْ سُجُوْدٍ وَنَحْوِهِمَا

৪/২৫. রুকূ' সাজদাহ বা অনুরূপ কাজ মুক্তাদী ইমামের আগে করবে না।

٢٤٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.

২৪৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৪১৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৪২৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮৮, হাঃ ৭৪২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৪২৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৯১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৪২৭

٢٨/٤. بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ وَإِقَامَتِهَا

৪/২৮. কাতার সোজা ও ঠিক করা।*

٢٤٨. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.

২৪৮. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নিবে, কেননা, কাতার সোজা করা সলাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।[1]

٢٤٩. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوْفَ فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ.

২৪৯. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন ঃ তোমরা কাতার সোজা করে নিবে। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক হতেও তোমাদের দেখতে পাই।[2]

٢٥٠. حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

২৫০. নু'মান ইব্নু বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।[3]

٢٥١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

---

* জামা'আতে দাঁড়াবার সময় পায়ের গিটের সাথে পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর পায়ের গিট মিলিয়ে এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর বাহু মিলিয়ে কাতারবন্দী হয়ে সলাত আদায় করতে হবে। দুই মুসল্লীর মাঝখানে ফাঁক ফাঁক করে দাঁড়ানোর কথা কোন হাদীসে নাই।

আবূ দাউদে আছে ঃ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের কাতারসমূহের মধ্যে পরস্পর মিলে দাঁড়াও এবং কাতারসমূহের মধ্যে তোমরা পরস্পর নিকটবর্তী হও। এবং তোমাদের ঘাড়সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখ। সেই মহান সত্তার কৃসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি শয়তানকে দেখি সে কাতারের ফাঁকসমূহে প্রবেশ করে যেন কালো কালো ভেড়ার বাচ্চা। (দেখুন বুখারী শরীফ ১০০ পৃষ্ঠা; মুসলিম শরীফ ১৮২ পৃষ্ঠা। আবুদাউদ ৯৭ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৫৩ পৃষ্ঠা, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৭১ পৃষ্ঠা। দারকুৎনী ১ম খণ্ড ২৮৩ পৃষ্ঠা, মেশকাত ৯৮ পৃষ্ঠা, বুখারী শরীফ আযীযুল হক, ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪২৭। বুখারী শরীফ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ২য় খণ্ড অনুচ্ছেদসহ হাদীস নং ৬৮২, ৬৮৬, ৬৮৭। মুসলিম শরীফ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৮৫১। আবু দাউদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৬২, ৬৬৬। তিরমিযী শরীফ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ২২৭। মেশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ৩য় খণ্ড ও মেশকাত মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ১০১৭, ১০১৮, ১০২০, ১০২৫, ১০৩৩, ১০৩৪। বুলুগুল মারাম ১২৪ পৃষ্ঠা।)

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ৭২৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৪৩৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৭১, হাঃ ৭১৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৪৩৪ ।২৩৫৩

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৭১, হাঃ ৭১৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৪৩৬

২৫১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, কুরআহ্‌র মাধ্যমে নির্বাচন ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই তারা কুরআহর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিত। যুহরের সলাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফাযীলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর 'ইশা ও ফাজরের সলাত (জামা'আতে) আদায়ের কী ফযীলত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত।[১]

٢٩/٤. بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوْسَهُنَّ مِنْ السُّجُوْدِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ

৪/২৯. পুরুষদের পিছনে সলাতরত মহিলাদের প্রতি নির্দেশ যেন তারা পুরুষদের সাজদাহ থেকে মাথা উঠানোর পূর্বে মাথা না উঠায়।

٢٥٢. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِيْ أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا.

২৫২. সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা শিশুদের মত নিজেদের লুঙ্গি কাঁধে বেঁধে সলাত আদায় করতেন। আর মহিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন পুরুষদের ঠিকমত বসে যাওয়ার পূর্বে সাজদাহ হতে মাথা না উঠায়।[২]

٣٠/٤. بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً

৪/৩০. ফিতনার ভয় না থাকলে মহিলাদের মাসজিদে গমন এবং মহিলারা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাবে না।

٢٥٣. حديث إبن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا.

২৫৩. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যদি তোমাদের কারো স্ত্রী মাসজিদে যাবার অনুমতি চায়, তাহলে তাকে নিষেধ করো না।[৩]

٢٥٤. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِيْنَ وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِيْ قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

২৫৪. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ)-এর স্ত্রী (আতিকাহ্ বিনত যাযিদ) ফাজর ও 'ইশার সলাতের জামা'আতে মাসজিদে হাযির হতেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কেন (সালাতের জন্য) বের হন? অথচ আপনি জানেন যে, 'উমার (রাঃ) তা অপসন্দ করেন এবং মর্যাদা হানিকর মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তা হলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, 'উমার (রাঃ) স্বয়ং

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯, হাঃ ৬১৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৪৩৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩৬২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৪৪১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১১৬, হাঃ ৫২৩৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৪৪২

আমাকে নিষেধ করছেন না? বলা হয়, তাঁকে বাধা দেয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর বাণী ঃ আল্লাহ্‌র বান্দিদের আল্লাহ্‌র মাসজিদে যেতে বারণ করো না।[১]

٢٥٥. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ.

২৫৫. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জানতেন যে, নারীরা কি অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বনী ইসরাঈলের নারীদের যেমন বারণ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরও মাসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন।[২]

٣١/٤. بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً

৪/৩১. উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট সলাতে উঁচু ও নিচুর মধ্যম অবস্থা অবলম্বন করা যদি উচ্চ আওয়াজে পড়লে ফাসাদের ভয় থাকে।

٢٥٦. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ قَالَ أُنْزِلَتْ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُوْنَ فَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا أَسْمِعْهُمْ وَلَا تَجْهَرْ حَتَّى يَأْخُذُوْا عَنْكَ الْقُرْآنَ.

২৫৬. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ "তুমি সলাতে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না...." (সূরাহ ইসরা ১৭/১১০)। এর তাফসীরে তিনি বলেন, এ আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মাক্কায় লুক্কায়িত ছিলেন। সুতরাং যখন তিনি তাঁর স্বর উঁচু করতেন তাতে মুশরিক্‌রা শুনে গালমন্দ করতে কুরআনকে, কুরআন অবতীর্ণকারীকে এবং যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁকে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ বললেন ঃ (হে নাবী) তুমি সলাতে তোমার স্বর উঁচু করবে না, যাতে মুশরিক্‌রা শুনতে পায়। আর তা অতিশয় ক্ষীণও করবে না যাতে তোমার সঙ্গীরাও শুনতে না পায়। এই দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর। তুমি স্বর উঁচু করবে না, তারা শুনে মত পাঠ করবে যেন তারা তোমার কাছ থেকে কুরআন শিখতে পারে।[৩]

٣٢/٤. بَابُ الْإِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ

৪/৩২. মনোযোগ সহকারে কিরাআত শ্রবণ।

٢٥٧. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِيْ فِيْ ﴿لَا

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৯০০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৪৪২
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬৩, হাঃ ৮৬৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৪৪৫
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৭৪৯০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৪৪৬

أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه" وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِيْ صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

২৫৭. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, জিবরীল (আঃ) যখন ওয়াহী নিয়ে আসতেন তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর জিহ্‌বা ও ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। এটা তাঁর জন্য কষ্টকর হত এবং তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه" وَقُرْآنَهُ﴾ "তাড়াতাড়ি ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না; এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই" নাযিল করলেন। এতে আল্লাহ্‌র ইরশাদ করেছেন ঃ এ কুরআনকে আপনার বক্ষে সংরক্ষণ করা ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর, অর্থাৎ আমি যখন ওয়াহী নাযিল করি তখন তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। অর্থাৎ তোমার মুখে তা বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন, এরপর জিব্‌রীল (আঃ) চলে গেলে আল্লাহ্‌র ও'য়াদা ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ মুতাবিক তিনি তা পাঠ করতেন।[১]

٥/٢٥٨. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيْدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه" وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ جَمْعُهُ لَكَ فِيْ صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ.

২৫৮. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "ওয়াহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনি ওয়াহী নাযিল হওয়ার সময় আপনার জিহ্বা নাড়বেন না।" (সূরাহ কিয়ামাহ ঃ ১৬)-এর ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ওয়াহী অবতরণের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ চেষ্টা করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় ঠোঁট নড়াতেন।' ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমি তোমাকে দেখানোর জন্য ঠোঁট দুটি নাড়ছি যেভাবে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তা নড়াতেন।' সা'ঈদ (রহ.) (তাঁর শিষ্যদের) বলেন, 'আমি ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ)-কে যেরূপে তাঁর ঠোঁট দুটি নড়াতে দেখেছি, সেভাবেই আমার ঠোঁট দুটি নড়াচ্ছি।' এই বলে তিনি তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ালেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৭৫, হাঃ ৪৯২৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৪৪৮

অবতীর্ণ করলেন ঃ "ওয়াহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনি ওয়াহী নাযিল হওয়ার সময় আপনার জিহ্বা নড়াবেন না।" (সূরাহ ক্বিয়ামাহ ঃ ১৬) ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, "এর অর্থ হলো ঃ তোমার কলবে তা হেফাযত করা এবং তোমার দ্বারা তা পাঠ করানো। "সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন" (সূরাহ কিয়ামাহ ঃ ১৮)। ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শুন এবং চুপ থাক। "তারপর এর বিশদ বর্ণনার দায়িত্ব তো আমারই।" (সূরাহ কিয়ামাহ ঃ ১৯)।' অর্থাৎ তুমি তা পাঠ করবে, এটাও আমার দায়িত্ব। তারপর যখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট জিবরাঈল (আঃ) আসতেন, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন। জিবরাঈল চলে গেলে তিনি যেমন পাঠ করেছিলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-ও তদ্রূপ পাঠ করতেন।[১]

٣٣/٤. بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ

৪/৩৩. ফাজ্‌রের সলাতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত করা এবং জ্বিনদের উপর কিরাআত পাঠ করা।

٢٥٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِيْنُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا مَا لَكُمْ فَقَالُوْا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوْا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَا هٰذَا الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوْا لَهُ فَقَالُوْا هٰذَا وَاللهِ الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِيْنَ رَجَعُوْا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوْا يَا قَوْمَنَا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ وَإِنَّمَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.

২৫৯. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশে রওয়ানা করেন। আর দুষ্ট জিন্নদের উর্ধ্বলোকের সংবাদ সংগ্রহের পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় এবং তাদের দিকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই শয়তানরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসে। তারা জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল, আমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে এবং আমাদের দিকে অগ্নিপিণ্ড ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটেছে বলেই তোমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিচরণ করে দেখ, কী কারণে তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে? তাই তাদের যে দলটি তিহামার দিকে গিয়েছিলো, তারা নাবী (ﷺ)-এর

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১ : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৪৪৮

দিকে অগ্রসর হল। তিনি তখন 'উকায বাজারের পথে নাখ্‌লা নামক স্থানে সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের সলাত আদায় করছিলেন। তারা যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন সেদিকে মনোনিবেশ করলো। অতঃপর তারা বলে উঠলো, আল্লাহ্‌র শপথ! এটিই তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এমন সময় যখন তারা সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল এবং বলল হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি এবং কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক স্থির করব না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবী (ﷺ)-এর প্রতি ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ সূরাহ নাযিল করেন। মূলতঃ তাঁর নিকট জিনদের বক্তব্যই ওহীরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে।[১]

٣٤/٤. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

৪/৩৪. যুহরের ও 'আসরের সলাতে কিরাআত।

٢٦٠. حديث أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُوْلَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُوْلَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

২৬০. আবূ কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যুহ্‌রের প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহার সাথে আরও দু'টি সূরাহ পাঠ করতেন। প্রথম রাক'আতে দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সংক্ষেপ করতেন। কখনো কোন আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। আসরের সলাতেও তিনি সূরাহ ফাতিহার সাথে অন্য দু'টি সূরাহ পড়তেন। প্রথম রাক'আতে দীর্ঘ করতেন। ফাজরের প্রথম রাক'আতেও তিনি দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সংক্ষেপ করতেন।[২]

٢٦١. حديث سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ﷺ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوْا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّيْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُوْنَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّيْ قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ بِهِمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّيْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُوْلَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوْفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوْفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُوْنَ مَعْرُوْفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِيْ عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هٰذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ شَيْخٌ كَبِيْرٌ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০৫, হাঃ ৭৭৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৪৪৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৯৬, হাঃ ৭৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৪৫১

مَفْتُوْنٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ.

২৬১. জাবির ইব্‌নু সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফাবাসীরা সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেন এবং আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কূফার লোকেরা সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে এ-ও বলে যে, তিনি ভালরূপে সলাত আদায় করতে পারেন না। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে আবূ ইসহাক! তারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, আপনি নাকি ভালরূপে সলাত আদায় করতে পারেন না। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সলাতের অনুরূপই সলাত আদায় করে থাকি। তাতে কোন ত্রুটি করি না। আমি 'ইশার সলাত আদায় করতে প্রথম দু'রাক'আতে একটু দীর্ঘ ও শেষের দু'রাক'আতে সংক্ষেপ করতাম। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আবূ ইসহাক! আপনার সম্পর্কে আমার এ-ই ধারণা। অতঃপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কূফার অধিবাসীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে কূফায় পাঠান। সে ব্যক্তি প্রতিটি মাসজিদে গিয়ে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি বনূ আব্‌স গোত্রের মাসজিদে উপস্থিত হয়। এখানে উসামা ইব্‌নু কাতাদাহ্ নামে এক ব্যক্তি যাকে আবূ সা'দাহ্ বলে ডাকা হত দাঁড়িয়ে বলল, যেহেতু তুমি আল্লাহ্‌র নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেছ, সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যান না, গনীমতের মাল সমভাবে বণ্টন করেন না এবং বিচারে ইনসাফ করেন না। তখন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, মনে রেখো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তিনটি দু'আ করছি ঃ ইয়া আল্লাহ্! যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, লোক দেখানো এবং আত্মপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে– ১. তার হায়াত বাড়িয়ে দিন, ২. তার অভাব বাড়িয়ে দিন এবং ৩. তাকে ফিত্‌নাহর সম্মুখীন করুন। পরবর্তীকালে লোকটিকে (তার অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করা হলে সে বলতো, আমি বয়সে বৃদ্ধ, ফিত্‌নাহ্য় লিপ্ত। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দু'আ আমার উপর লেগে আছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক (রহ.) বলেন, পরে আমি সে লোকটিকে দেখেছি, অতি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তার ভ্রু চোখের উপর ঝুলে পড়েছে এবং সে পথে মেয়েদের উত্যক্ত করত এবং তাদের চিমটি কাটতো।[১]

٤/٣٥. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ

৪/৩৫. ফাজ্‌রের ও মাগরিবের সলাতে কিরাআত।

٢٦٢. حديث أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ فِيْهَا مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ৭৫৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৪০৫

২৬২. আবূ বারযাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এমন সময় ফাজরের সলাত আদায় করতেন, যখন আমাদের একজন তার পার্শ্ববর্তী অপরজনকে চিনতে পারতো। আর এ সলাতে তিনি ষাট হতে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং যুহরের সলাত আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তো। তিনি 'আসরের সলাত আদায় করতেন এমন সময় যে, আমাদের কেউ মাদীনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে পারতো, তখনও সূর্য সতেজ থাকতো। রাবী বলেন, মাগরিব সম্পর্কে তিনি [আবূ বারযা (রাঃ)] কী বলেছিলেন, আমি তা ভুলে গেছি। আর 'ইশার সলাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে তিনি কোনোরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না।[১]

٢٦٣. حديث أُمّ الْفَضْلِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ وَاللهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِيْ بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّوْرَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

২৬৩. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল ফায্‌ল (রাঃ) তাঁকে وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا সুরাটি তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন, বেটা! তুমি এ সূরাহ তিলাওয়াত করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে মাগরিবের সলাতে এ সূরাটি পড়তে শেষবারের মত শুনেছিলাম।[২]

٢٦٤. حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ.

২৬৪. জুবাইর ইব্‌নু মুত'ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে মাগরিবের সলাতে সূরাহ আত-তূর পড়তে শুনেছি।[৩]

٣٦/٤. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

৪/৩৬. 'ইশার সলাতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত।

٢٦٥. حديث الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِيْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

২৬৫. 'আদী (ইব্‌ন সাবিত) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ (রাঃ) হতে শুনেছি যে, নাবী (ﷺ) এক সফরে 'ইশার সলাতের প্রথম দু' রাক'আতের এক রাক'আতে সূরাহ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ পাঠ করেন।[৪]

٢٦٦. حديث جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِيْ قَوْمَهُ فَيُصَلِّيْ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيْفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِيْنَا وَنَسْقِيْ بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১১, হাঃ ৫৪১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৪৬১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯৮, হাঃ ৭৬৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৪৬২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯৯, হাঃ ৭৬৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৪৬৩৪

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০০, হাঃ ৭৬৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৪৬৪

الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزَتْ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثَلَاثًا اقْرَأْ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَنَحْوَهَا.

২৬৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর সাথে সলাত আদায় করতেন। পুনরায় তিনি নিজ কাওমের নিকট এসে তাদের নিয়ে সলাত আদায় করতেন। একবার তিনি তাদের নিয়ে সলাতে সূরাহ আল-বাক্বারাহ পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি সলাত সংক্ষেপ করতে চাইল। সুতরাং সে (আলাদা হয়ে) সংক্ষেপে সলাত আদায় করলো। এ খবর মু'আয (রাঃ)-এর কাছ পৌছলে তিনি বললেন ঃ সে মুনাফিক। লোকটার কাছে এ খবর পৌছলে সে নাবী (ﷺ)-এর খিদমতে এসে বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা এমন এক কাওমের লোক, যারা নিজের হাতে কাজ করি, আর নিজের উট দিয়ে সেচের কাজ করি। মু'আয (রাঃ) গত রাতে সূরাহ আল-বাকারাহ দিয়ে সলাত আদায় করতে আরম্ভ করলেন, তখন আমি সংক্ষেপে সলাত আদায় করে নিলাম। এতে মু'আয (রাঃ) বললেন যে, আমি মুনাফিক। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ হে মু'আয! তুমি কি (লোকেদের) দ্বীনের প্রতি বিতৃষ্ণ করতে চাও? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। পরে তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا আর سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এবং এর অনুরূপ ছোট সূরাহ পড়বে।[১]

٣٧/٤. بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيْفِ الصَّلَاةِ فِيْ تَمَامٍ

৪/৩৭. ইমামদের প্রতি সলাত সংক্ষিপ্ত করতঃ পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া।

٢٦٧. حديث أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِيْ مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوْجِزْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

২৬৭. আবূ মাস'উদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র শপথ! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের জামা'আতে উপস্থিত হই না। কেননা, তিনি আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ সলাত আদায় করেন। আবূ মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে কোন ওয়াযে সে দিনের মত অধিক রাগান্বিত হতে আর দেখিনি। এরপর তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণার উদ্রেককারী রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করবে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে রয়েছে বয়স্ক, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকেরা।[২]

٢٦٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ৬১০৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৪৬৫
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্কাম, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৭১৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৪৬৬

২৬৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সলাত আদায় করে, তখন ইচ্ছেমত দীর্ঘ করতে পারে।[১]

٢٦٩. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا.

২৬৯. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সলাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করতেন।[২]

٢٧٠. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.

২৭০. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমি নাবী (ﷺ)-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ সলাত আর কোন ইমামের পিছনে কখনো পড়িনি। আর তা এজন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের ফিত্নাহ্য় পড়ার আশংকায় সংক্ষেপ করতেন।[৩]

٢٧١. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.

২৭১. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছে নিয়ে সলাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সলাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি।[৪]

٣٨/٤. بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيْفِهَا فِي تَمَامٍ

৪/৩৮. সলাতের রুকনগুলো মধ্যম পন্থায় আদায় করা এবং তা সংক্ষিপ্ত করা ও পূর্ণ করা।

٢٧٢. حديث الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

২৭২. বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ব্যতীত নাবী (ﷺ)-এর রুকূ' সাজদাহ্ এবং দু' সাজদাহ্র মধ্যবর্তী সময় এবং রুকূ' হতে উঠে দাঁড়ানো, এগুলো প্রায় সমপরিমাণ ছিল।[৫]

٢٧٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ إِنِّي لَا آلُوْ أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৬২, হাঃ ৭০৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৪৬৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৬৪, হাঃ; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৪৬৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ৭০৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৪৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ৭০৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৪৬৯

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২১, হাঃ ৭৯২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৪৭১

قَالَ ثَابِتٌ (راوي هذا الحديث) كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

২৭৩. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে যেভাবে আমাদের নিয়ে সলাত আদায় করতে দেখেছি, কমবেশি না করে আমি তোমাদের সেভাবেই সলাত আদায় করে দেখাব।

সাবিত (রহ.) বলেন, আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) এমন কিছু করতেন যা তোমাদের করতে দেখিনা। তিনি রুকূ' হতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এত বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলত, তিনি (সিজ্দার কথা) ভুলে গেছেন।[১]

٣٩/٤. بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

৪/৩৯. ইমামের অনুসরণ করা এবং প্রতিটি কাজ ইমামের পরে করা।

٢٧٤. حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.

২৭৪. বারাআ ইব্নু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর পিছনে সলাত আদায় করতাম। তিনি ঃ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর যতক্ষণ না কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ সাজদাহ্র জন্য পিঠ ঝুঁকাত না।[২]

٤٢/٤. بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

৪/৪২. রুকূ' ও সাজদাহ্য় কী বলবে?

٢٧٥. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

২৭৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) তাঁর রুকূ' ও সাজদাহ্য় অধিক পরিমাণে ঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ "হে আল্লাহ্! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন" পাঠ করতেন। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন।* [১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৪০, হাঃ ৮২১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৪৭২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৩৩, হাঃ ৮১১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪৭৪

* এর দ্বারা সূরা নাসর-এর ৩ নং আয়াত إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ" كَانَ تَوَّابًا (٣) (আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তো তাওবাকবুলকারী)-এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٤٤/٤. بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُوْدِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

৪/৪৪. সাজদাহ্‌র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং চুল ও কাপড় গুটিয়ে না রাখা ও সলাতে চুল বেনি করা।

٢٧٦. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

২৭৬. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সাতটি অঙ্গের দ্বারা সাজদাহ্ করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। (অঙ্গ সাতটি হল) কপাল, দু' হাত, দু' হাঁটু ও দু' পা।[২]

٤٦/٤. بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ

৪/৪৬. সলাতের বৈশিষ্ট্য এবং যা দ্বারা সলাত আরম্ভ ও শেষ করা হয় তা একত্রিত করা হয়েছে।

٢٧٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

২৭৭. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) সলাতের সময় উভয় বাহু পৃথক রাখতেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো।[৩]

٤٧/٤. بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّيْ

৪/৪৭. সলাত আদায়কারীর সুতরা বা (বেড়া দণ্ড) প্রসঙ্গে।

٢٧٨. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّيْ إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.

২৭৮. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ঈদের দিন যখন বের হতেন তখন তাঁর সম্মুখে ছোট নেযা (বল্লম) পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেদিকে মুখ করে তিনি সলাত আদায় করতেন। আর লোকজন তাঁর পেছনে দাঁড়াতো। সফরেও তিনি তাই করতেন। এ হতে শাসকগণও এ পন্থা অবলম্বন করেছেন।[৪]

٢٧٩. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّيْ إِلَيْهَا.

২৭৯. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁর উটনীকে সামনে রেখে সলাত আদায় করতেন।[৫]

٢٨٠. حديث أَبِيْ جُحَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا بِالْأَذَانِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৩৯, হাঃ ৮১৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৪৮৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৩৩, হাঃ ৮০৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ৪৯০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৩৯০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৪৯৫

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯০, হাঃ ৪৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৫০১

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯৮, হাঃ ৫০৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৫০২

২৮০. আবূ জুহায়ফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বিলাল (রাঃ)-কে আযান দিতে দেখেছেন। (এরপর তিনি বলেন) তাই আমি তাঁর (বিলালের) ন্যায় আযানের মাঝে মুখ এদিক সেদিক (ডানে-বামে) ফিরাই।[১]

٢٨١. حديث أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذَاكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ.

২৮১. আবূ জুহায়ফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে দেখলাম এবং তাঁর জন্য উযূর পানি নিয়ে বিলাল (রাঃ)-কে উপস্থিত দেখলাম। আর লোকেরা তাঁর উযূর পানির জন্যে প্রতিযোগিতা করছে। কেউ সামান্য পানি পাওয়া মাত্র তা দিয়ে শরীর মুছে নিচ্ছে। আর যে পায়নি সে তার সাথীর ভিজা হাত হতে নিয়ে নিচ্ছে। অতঃপর বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি লৌহফলকযুক্ত ছড়ি নিয়ে এসে তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটা লাল ডোরাযুক্ত পোশাক পরে বের হলেন, তাঁর তহবন্দ কিঞ্চিৎ উঁচু করে পরা ছিল। সে ছড়িটি সামনে রেখে লোকদের নিয়ে দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। আর মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার ঐ ছড়িটির বাইরে চলাফেলা করছিলো।[২]

٢٨٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

২৮২. "আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সাবালক হবার নিকটবর্তী বয়সে একদা একটি গাধির উপর আরোহিত অবস্থায় এলাম। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন মিনায় সলাত আদায় করছিলেন তার সামনে কোন দেয়াল না রেখেই। তখন আমি কোন এক কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম এবং গাধিটিকে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিলাম। আমি কাতারের ভেতর ঢুকে পড়লাম কিন্তু এতে কেউ আমাকে নিষেধ করেননি।[৩]

٤٨/٤. بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

8/8৮. সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম নিষিদ্ধ।

٢٨٣. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّيْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِيْ أَبِيْ مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فِيْ صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৬৩৪; মুসলিম, পর্ব 8 : সলাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৫০৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৩৭৬; মুসলিম, পর্ব 8 : সলাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৫০৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ১৮, হাঃ ৭৬; মুসলিম, পর্ব 8 : সলাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৫০৪

فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُوْلَى فَنَالَ مِنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَدَخَلَ أَبُوْ سَعِيْدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيْكَ يَا أَبَا سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

২৮৩. আবূ সালেহ আস্-সাম্মান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছি। তিনি জুমু'আর দিন লোকদের জন্য সুতরা হিসেবে কোন কিছু সামনে রেখে সলাত আদায় করছিলেন। আবু মু'আইত গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার বুকে ধাক্কা মারলেন। যুবকটি লক্ষ্য করে দেখলো যে, তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এজন্যে সে পুনরায় তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। এবারে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমবারের চেয়ে জোরে ধাক্কা দিলেন। ফলে আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তিরস্কার করে সে মারওয়ানের নিকট গিয়ে আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। এদিকে তার পরপরই আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও মারওয়ানের নিকট গেলেন। মারওয়ান তাঁকে বললেন ঃ হে আবূ সা'ঈদ! তোমার এই ভাতিজার কী ঘটেছে? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরাহ রেখে সলাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যেতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লী) যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে শয়তান।[১]

٢٨٤. حديث أَبِيْ جُهَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِيْ جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ فَقَالَ أَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

২৮৪. বুসর ইব্নু সা'ঈদ (রহ.) হতে বর্ণিত। যায়দ ইব্নু খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে আবূ জুহায়ম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট পাঠালেন, যেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর সম্পর্কে তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে কি শুনেছেন। তখন আবূ জুহায়ম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো।[২]

٤٩/٤. بَابُ دُنُوِّ الْمُصَلِّيْ مِنَ السُّتْرَةِ

8/৪৯. সলাত আদায়কারীর সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ানো।

٢٨٥. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০০, হাঃ ৫০৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৫০৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০১, হাঃ ৫১০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৭৫০৭

২৮৫. সাহল ইব্নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সলাতের স্থান ও দেয়ালের মাঝখানে একটা বকরী চলার মত ব্যবধান ছিল।[১]

٢٨٦. حديث سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.

২৮৬. সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মাসজিদের দেয়াল ছিল মিম্বারের এত নিকট যে, মাঝখান দিয়ে একটা বকরীরও চলাচল কঠিন ছিল।[২]

٢٨٧. حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

২৮৭. ইয়াযীদ ইব্নু আবূ 'উবায়দ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সালামা ইব্নুল আকওয়া' (রাঃ)-এর নিকট আসতাম। তিনি সর্বদা মাসজিদে নববীর সেই স্তম্ভের নিকট সলাত আদায় করতেন যা ছিল মাসহাফের নিকটবর্তী। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আবূ মুসলিম! আমি আপনাকে সর্বদা এই স্তম্ভ খুঁজে বের করে সামনে রেখে সলাত আদায় করতে দেখি (এর কারণ কী?) তিনি বললেন ঃ আমি নাবী (ﷺ)-কে এটি খুঁজে বের করে এর নিকট সলাত আদায় করতে দেখেছি।[৩]

٥١/٤. بَابُ الِاعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

৪/৫১. সলাত আদায়কারীর সামনে আড়াআড়িভাবে শোয়া।

٢٨٨. حديث عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ.

২৮৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) 'উরওয়াহ (রাঃ)-কে বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সলাত আদায় করতেন আর তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও তাঁর কিবলাহর মধ্যে নিজেদের বিছানার উপর জানাযার মত আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন।[৪]

٢٨٩. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

২৮৯.'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) সলাত আদায় করতেন আর আমি তখন তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। বিত্র পড়ার সময় তিনি আমাকেও জাগাতেন, তখন আমিও বিত্র পড়তাম।[৫]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯১, হাঃ ৪৯৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৫০৮
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯১, হাঃ ৪৯৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৫০৯
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ৫০২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৫০৯
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২২, হাঃ ৩৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৫১২
[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০৩, হাঃ ৫১২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৫১২

٢٩٠. حديث عَائِشَةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُوْنَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ وَإِنِّيْ عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُوْ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوْذِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

২৯০. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তাঁর সামনে সলাত নষ্টকারী কুকুর, গাধা ও নারী সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন ঃ তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করছ? আল্লাহ্র কসম! আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সলাত আদায় করতে দেখেছি। তখন আমি চৌকির উপরে তাঁর ও কিবলাহ্র মাঝখানে শুয়ে ছিলাম। আমার প্রয়োজন হলে আমি তার সামনে বসা খারাপ মনে করতাম। তাতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কষ্ট হতে পারে। আমি তাঁর পায়ের পাশ দিয়ে চুপিসারে বের হয়ে যেতাম।[১]

٢٩١. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُوْنَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيْرِ فَيَجِيْءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ فَيُصَلِّيْ فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيْرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِيْ.

২৯১.'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা আমাদেরকে কুকুর, গাধার সমান করে ফেলেছ! আমি নিজে এ অবস্থায় ছিলাম যে, আমি চৌকির উপর শুয়ে থাকতাম আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে চৌকির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতেন। এভাবে আমি সামনে থাকা পছন্দ করতাম না। তাই আমি চৌকির পায়ের দিকে সরে গিয়ে চুপি চুপি নিজের লেপ হতে বেরিয়ে পড়তাম।[২]

٢٩٢. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِيْ قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ.

২৯২. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দু'খানা তাঁর কিবলাহ্র দিকে ছিল। তিনি সাজদাহয় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি পা দু'খানা গুটিয়ে নিতাম। আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা প্রসারিত করতাম। তিনি বলেন ঃ সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না।[৩]

٢٩٣. حديث مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

২৯৩. মায়মূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সলাত আদায় করতেন তখন হায়েয অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো তিনি সাজদাহ করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগতো। আর তিনি ছোট চাটাইয়ের উপর সলাত আদায় করতেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০৫, হাঃ ৫১৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৫১২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯৯, হাঃ ৫০৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৫১২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০৪, হাঃ ৩৮২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৫১২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৩৭৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৫১৩

٥٢/٤. بَابُ الصَّلَاةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِبْسِهِ

৪/৫২. একটি মাত্র কাপড়ে সলাত আদায় করা এবং তা পরিধানের নিয়ম।

٢٩٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

২৯৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে একটি কাপড়ে সলাত আদায়ের মাসআলাহ জিজ্ঞেস করল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উত্তরে বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় রয়েছে?[১]

٢٩٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّيْ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.

২৯৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ এক কাপড় পরে এমনভাবে যেন সলাত আদায় না করে যে, তার উভয় কাঁধে এর কোন অংশ নেই।[২]

٢٩٦. حديث عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِيْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

২৯৬. 'উমার ইব্নু আবূ সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে একটি মাত্র পোষাক জড়িয়ে উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর ঘরে সলাত আদায় করতে দেখেছি, যার প্রান্তদ্বয় তাঁর দুই কাঁধের উপর রেখেছিলেন।[৩]

٢٩٧. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ.

২৯৭. মুহাম্মদ ইব্নুল মুনকাদির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে এক কাপড়ে সলাত আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন ঃ আমি নাবী (ﷺ)-কে এক কাপড়ে সলাত আদায় করতে দেখেছি।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৩৫৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৫২, হাঃ ৫১৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৫২, হাঃ ৫১৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৩৫৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৫২, হাঃ ৫১৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩, হাঃ ৩৫৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ৫২, হাঃ ৫১৮

٥- كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

পর্ব (৫) ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা

٢٩٨. حديث أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيْهِ.

২৯৮. আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মাসজিদ তৈরী করা হয়েছে? তিনি বললেন, মাসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, মাসজিদে আক্‌সা। আমি বললাম, উভয় মাসজিদের (তৈরীর) মাঝে কত ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতঃপর তোমার যেখানেই সলাতের সময় হবে, সেখানেই সলাত আদায় করে নিবে। কেননা এর মধ্যে ফাযীলাত নিহিত রয়েছে।[1]

٢٩٩. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ.

২৯৯. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। (২) সমস্ত যমীন আমার জন্যে সলাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সলাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন সলাত আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্যে গনীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) অন্যান্য নাবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে সার্বজনীন সুপারিশের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।[2]

٣٠٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدِيْ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا.

৩০০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার শক্তিসহ আমাকে পাঠানো হয়েছে এবং শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩৩৬৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাঃ ৫২০

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ৪৩৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাঃ ৫২১

আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি নিদ্রায় ছিলাম, তখন পৃথিবীর ধনভাণ্ডার সমূহের চাবি আমার হাতে দেয়া হয়েছে। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তো চলে গেছেন আর তোমরা ওগুলো বাহির করছ।[১]

٥/١. بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ

৫/১. মাসজিদে নাববী (ﷺ) নির্মাণ।

٣٠١. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوْا مُتَقَلِّدِي السُّيُوْفِ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِيْ أَيُّوْبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لَا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَفِيْهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

৩০১. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) মাদীনায় পৌঁছে প্রথমে মাদীনার উচ্চ এলাকার অবস্থিত বানূ 'আমর ইব্‌নু 'আওফ নামক গোত্রে উপনীত হন। তাদের সঙ্গে নাবী (ﷺ) চৌদ্দ দিন (অপর বর্ণনায় চব্বিশ দিন) অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বানূ নাজ্জারকে ডেকে পাঠালেন। তারা কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়ে উপস্থিত হলো। আমি যেন এখনো সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যে, নাবী (ﷺ) ছিলেন তাঁর বাহনের উপর, আবূ বাক্‌র (রাঃ) সে বাহনেই তাঁর পেছনে আর বানূ নাজ্জারের দল তাঁর আশেপাশে। অবশেষে তিনি আবূ আয়্যূব আনসারী (রাঃ)-র ঘরের সাহানে অবতরণ করলেন। নাবী (ﷺ) যেখানেই সলাতের ওয়াক্ত হয় সেখানেই সলাত আদায় করতে পছন্দ করতেন এবং তিনি ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়েও সলাত আদায় করতেন। এখন তিনি মাসজিদ তৈরি করার নির্দেশ দেন। তিনি বানূ নাজ্জারকে ডেকে বললেন ঃ হে বানূ নাজ্জার! তোমরা আমার কাছ হতে তোমাদের এই বাগিচার মূল্য নির্ধারণ কর। তারা বললো ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা এর দাম নেব না। এর দাম আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই আশা করি। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদের বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর এবং ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হলো, অতঃপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে দেয়া হলো, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো, অতঃপর মাসজিদের কিবলায় সারিবদ্ধ করে রাখা হলো এবং তার দু' পাশে পাথর বসানো হলো। সাহাবীগণ পাথর তুলতে তুলতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আর নাবী (ﷺ)-ও তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন ঃ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১২২, হাঃ ২৯৭৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাঃ ৫২৩

"ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত (প্রকৃত) আর কোন কল্যাণ নেই। তুমি আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা কর।"[১]

٢/٥. بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

৫/২. বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে ক্বিবলা পরিবর্তন।

٣٠٢. حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ﴾ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيْ صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوْا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

৩০২. বারাআ 'ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বায়তুল মুকাদ্দাসমুখী হয়ে ষোল বা সতের মাস সলাত আদায় করেছেন। আর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কা'বার দিকে কিবলাহ করা পছন্দ করতেন। মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি"– (আল-বাক্বারাহ ঃ ১৪৪)। অতঃপর তিনি কা'বার দিকে মুখ করেন। আর নির্বোধ লোকেরা– তারা ইয়াহুদী, বলতো, "তারা এ যাবত যে কিবলাহ অনুসরণ করে আসছিলো, তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? বলুন ঃ (হে নবী) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছে সঠিক পথে পরিচালিত করেন"– (আল-বাক্বারাহ ঃ ১৪২)। তখন নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে এক ব্যক্তি সলাত আদায় করলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। তিনি আসরের সলাতের সময় আনসারগণের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ (তিনি নিজেই) সাক্ষী যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে তিনি সলাত আদায় করেছেন, আর তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কা'বার দিকে মুখ করেছেন। তখন সে গোত্রের লোকজন ঘুরে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।[২]

٣٠٣. حديث الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

৩০৩. বারাআ (ইবনু 'আযিব) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ষোল অথবা সতের মাস ব্যাপী (মাদীনাহ্‌তে) বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করেছি। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেন।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৪২৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৫২৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৩৯৯; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাঃ ৫২৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৪৪৯২; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাঃ ৫২৫

٣٠٤. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ.

৩০৪. ‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা লোকেরা কুবা নামক স্থানে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন যে, এ রাতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁকে কা‘বামুখী হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই তোমারা কা‘বার দিকে মুখ কর। তখন তাঁদের চেহারা ছিল শামের (বায়তুল মুকাদ্দাসের) দিকে। একথা শুনে তাঁরা কা‘বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।[1]

٣/٤. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُوْرِ

৫/৩. ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ।

٣٠٥. حديث عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُوْلَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩০৫. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। উম্মু হাবীবাহ ও উম্মু সালামাহ (রাঃ) হাবশায় তাঁদের দেখা একটা গির্জার কথা বলেছিলেন, যাতে বেশ কিছু মূর্তি ছিল। তাঁরা উভয়ে বিষয়টি নাবী (ﷺ)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মাসজিদ বানাতো। আর তার ভিতরে ঐ লোকের মূর্তি তৈরি করে রাখতো। কিয়ামাত দিবসে তারাই আল্লাহ্‌র নিকট সবচাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টজীব বলে পরিগণিত হবে।[2]

٣٠٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوْا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّيْ أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

৩০৬. ‘আয়িশাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এর যে রোগে মৃত্যু হয়েছিল, সে রোগাবস্থায় তিনি বলেছিলেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ, তারা তাদের নাবীদের ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করেছে। ‘আয়িশাহ্‌ (রাঃ) বলেন, সে আশঙ্কা না থাকলে তাঁর (নাবী (ﷺ)-এর) ক্ববরকে উন্মুক্ত রাখা হত, কিন্তু আমি আশঙ্কা করি যে, (উন্মুক্ত রাখা হলে) একে মাসজিদে পরিণত করা হবে।[3]

٣٠٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৪০৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাঃ ৫২৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৪২৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৫২৮

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬২, হাঃ ১৩৩০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৫২৯

৩০৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। কেননা তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।[১]

٣٠٨. حديث عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا.

৩০৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেছেন ঃ নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু পীড়া শুরু হলে তিনি তাঁর একটা চাদরে নিজ মুখমণ্ডল আবৃত করতে লাগলেন। যখন শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো, তখন মুখ হতে চাদর সরিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন ঃ ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ, তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদে পরিণত করেছে। (এ ব'লে) তারা যে (বিদ'আতী) কার্যকলাপ করত তা হতে তিনি সতর্ক করেছিলেন।[২]

٤/٥. بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا

৫/৪. মাসজিদ নির্মাণের ফাযীলাত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান।

٣٠٩. حديث عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

৩০৯. 'উবায়দুল্লাহ খাওলানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মাসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন ঃ তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মাসজিদ নির্মাণ করে, বুকায়র (রহ.) বলেন ঃ আমার মনে হয় রাবী 'আসিম (রহ.) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।[৩]

٥/٥. بَابُ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِيْ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوْعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيْقِ

৫/৫. রুকূ'তে গিয়ে দু' হাত হাঁটুতে রাখার নির্দেশ এবং তাত্বীক (দু'হাত মিলিয়ে দু' হাঁটুর মধ্যে রাখা) মানসূখ হওয়া।

٣١٠. حديث سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِيْ أَبِيْ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ৪৩৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৫৩০
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ৪৩৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৫৩১
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ৪৫০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৫৩৩

৩১০. মুস'আব ইব্‌নু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলাম। এবং (রুকু'র সময়) দু' হাত জোড় করে উভয় উরুর মাঝে রাখলাম। আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, পূর্বে আমরা এরূপ করতাম; পরে আমাদেরকে এ হতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাত হাঁটুর উপর রাখার আদেশ করা হয়েছে।[1]

৫/৭. بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ

৫/৭. সলাতে কথা বলা নিষিদ্ধ এবং তা (কথা বলা)র বৈধতা রহিত হওয়া প্রসঙ্গে।

٣١١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا.

৩১১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর সলাতরত অবস্থায় সালাম করতাম; তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। পরে যখন আমরা নাজাশীর নিকট হতে ফিরে এলাম, তখন তাঁকে (সালাত আদায়রত অবস্থায়) সালাম করলে তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না এবং পরে ইরশাদ করলেন ঃ সলাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।[2]

٣١٢. حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ.

৩১২. যায়দ ইব্‌নু আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে সলাতের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের যে কেউ তার সঙ্গীর সাথে নিজ দরকারী বিষয়ে কথা বলত। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হল- "তোমরা তোমাদের সলাতসমূহের সংরক্ষণ কর ও নিয়ানুমবর্তিতা রক্ষা কর; বিশেষ মধ্যবর্তী (আসর) সলাতে, আর তোমরা (সলাতে) আল্লাহ্‌র উদ্দেশে একাগ্রচিত্ত হও"- (আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২৩৮)। তারপর থেকে আমরা সলাতে নীরব থাকতে আদিষ্ট হলাম।[3]

٣١٣. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّيْ أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُوْلَى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِيْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১৮, হাঃ ৭৯০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৫৩৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২১ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ২, হাঃ ১১৯৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৫৩৮

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১২০০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৫৩৯

৩১৩. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠালেন, আমি গেলাম এবং কাজটি সেরে ফিরে এলাম। অতঃপর নাবী (ﷺ)-কে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন না। এতে আমার মনে এমন খটকা লাগল যা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত আমি বিলম্বে আসার কারণে নাবী (ﷺ) আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনি জওয়াব দিলেন না। ফলে আমার মনে প্রথম বারের চেয়েও অধিক খটকা লাগল। (সলাত শেষে) আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবার তিনি সালামের জওয়াব দিলেন এবং বললেন ঃ সলাতে ছিলাম ব'লে তোমার সালামের জওয়াব দিতে পারিনি। তিনি তখন তাঁর বাহনের পিঠে কিব্‌লা হতে ভিন্নমুখী ছিলেন।[1]

٥/٨. بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِيْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

৫/৮. সলাতের মধ্যে শয়তানকে অভিসম্পাত করা বৈধ।

٣١٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوْا وَتَنْظُرُوْا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِيْ سُلَيْمَانَ ﴿رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ﴾ قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا.

৩১৪. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ গত রাতে একটা অবাধ্য জিন হঠাৎ আমার সামনে প্রকাশ পেল। রাবী বলেন, অথবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলেছেন, যাতে সে আমার সলাতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন। আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, তাকে মাসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে ভোর বেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখন আমার ভাই সুলায়মান (আঃ)-এর এ উক্তি আমার স্মরণ হলো, "হে প্রভু! আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যার অধিকারী আমার পরে আর কেউ না হয়"– (সূরাহ সোয়াদ ঃ ৩৫)। (বর্ণনাকারী) রাওহ্ (রহ.) বলেন ঃ নাবী (ﷺ) সে শয়তানটিকে অপমানিত করে ছেড়ে দিলেন।[2]

٥/٩. بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ

৫/৯. সলাত আদায়কালে শিশুদেরকে বহন করা বৈধ।

٣١٥. حديث أَبِيْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

৩১৫. আবূ কাতাদাহ্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইব্‌নু রাবী'আহ ইব্‌নু 'আবদ শামস (রহ.)-এর ঔরসজাত কন্যা উমামাহ (রাঃ)-কে কাঁধে নিয়ে সলাত আদায় করতেন। তিনি যখন সাজদাহ্য় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২১ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১২১৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৫৪০

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৭৫, হাঃ ৪৬১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৮, হাঃ ৫৪১

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০৬, হাঃ ৫১৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৫৪৩

١٠/٥. بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

৫/১০. সলাতরত অবস্থায় দু'এক পা আগ পিছ হওয়া বৈধ।

٣١٦. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَبُوْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ إِنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَقَدْ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِيْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِيْ أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوْا وَلِتَعَلَّمُوْا صَلَاتِيْ.

৩১৬. সাহ্ল ইবনু সা'দ আস সা'ঈদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ হাযিম ইব্নু দীনার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, (একদিন) কিছু লোক সাহ্ল ইব্নু সা'দ সাঈদীর নিকট আগমন করে এবং মিম্বরটি কোন্ কাঠের তৈরি ছিল, এ নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জেগে ছিল। তারা এ সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি সম্যকরূপে অবগত আছি যে, তা কিসের ছিল। প্রথম যেদিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যে দিন এর উপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসেন তা আমি দেখেছি। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারদের অমুক মহিলার [বর্ণনাকারী বলেন, সাহ্ল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার নামও উল্লেখ করেছিলেন] নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে আমার জন্য কিছু কাঠ দিয়ে এমন জিনিস তৈরি করার নির্দেশ দাও, যার উপর বসে আমি লোকদের সাথে কথা বলতে পারি। অতঃপর সে মহিলা তাকে আদেশ করেন এবং সে (মদীনা হতে নয় মাইল দূরবর্তী) গাবা'র ঝাউ কাঠ দ্বারা তা তৈরি করে নিয়ে আসে। মহিলাটি আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তা পাঠিয়েছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশে এখানেই তা স্থাপন করা হয়। অতঃপর আমি দেখেছি, এর উপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আদায় করেছেন। এর উপর উঠে তাকবীর দিয়েছেন এবং এখানে (দাঁড়িয়ে) রুকূ' করেছেন। অতঃপর পিছনের দিকে নেমে এসে মিম্বরের গোড়ায় সাজদাহ্ করেছেন এবং (এ সাজদাহ্) পুনরায় করেছেন, অতঃপর সলাত শেষ করে সমবেত লোকদের দিকে ফিরে বলেছেন ঃ হে লোক সকল! আমি এটা এ জন্য করেছি যে, তোমরা যেন আমার অনুসরণ করতে এবং আমার সলাত শিখে নিতে পার।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৯১৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৫৪৪

١١/٥. بَابُ كَرَاهَةِ الْاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

৫/১১. সলাতাবস্থায় কোমরে হাত রাখা মাকরূহ (অপছন্দনীয়)

٣١٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

৩১৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোমরে হাত রেখে সলাত আদায় করতে লোকদের নিষেধ করা হয়েছে।[১]

١٢/٥. بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ

৫/১২. সলাতে কঙ্কর স্পর্শ করা এবং মাটি সমান করা অপছন্দনীয়।

٣١٨. حديث مُعَيْقِيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

৩১৮. মু'আইকিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে সাজদাহ্র স্থান হতে মাটি সমান করে। তিনি বলেন, যদি তোমার একান্তই করতে হয়, তবে একবার।[২]

١٣/٥. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

৫/১৩. সলাতে বা সলাতের বাইরে মাসজিদে থু থু ফেলা নিষিদ্ধ।

٣١٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِيْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

৩১৯. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল্ (ﷺ) কিবলাহ্র দিকের দেয়ালে থুথু দেখে তা পরিষ্কার করে দিলেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সলাত আদায় করে সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা, সে যখন সলাত আদায় করে তখন তার সামনের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা থাকেন।[৩]

٣٢٠. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

৩২০. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) একদা মাসজিদের কিবলাহ্র দিকের দেয়ালে কফ দেখলেন, তখন তিনি কাঁকর দিয়ে তা মুছে দিলেন। অতঃপর সামনের দিকে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করলেন। কিন্তু (প্রয়োজনে) বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নীচে ফেলতে বললেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২১ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১২২০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৫৪৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২১ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১২০৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১২, হাঃ ৫৪৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৪০৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৫৪৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৪১৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৫৪৮

٣٢١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

৩২১. আবূ হুরায়রাহ্ ও আবূ সা'ঈদ (খুদরী) (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মাসজিদের দেয়ালে কফ দেখে কাঁকর নিয়ে তা মুছে ফেললেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সামনের দিকে অথবা ডান দিকে কফ না ফেলে, বরং সে যেন তা তার বাম দিকে অথবা তার বাম পায়ের নীচে ফেলে।[১]

٣٢٢. حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.

৩২২. উম্মুল 'মুমিনীন 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কিবলাহর দিকের দেয়ালে নাকের শ্লেষ্মা, থুথু কিংবা কফ দেখলেন এবং তা পরিষ্কার করলেন।[২]

٣٢٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

৩২৩. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মু'মিন যখন সলাতে থাকে, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে নিভৃতে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে, ডানে থুথু না ফেলে, বরং তার বাম দিকে অথবা (বাম) পায়ের নীচে ফেলে।* [৩]

٣٢٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

৩২৪. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মাসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ, আর তার কাফফারা (প্রতিকার) হচ্ছে তা দাবিয়ে দেয়া (মুছে ফেলা)।[৪]

١٤/٥. بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

৫/১৪. জুতা পরে সলাত আদায় করা বৈধ।

٣٢٥. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৪০৮, ৪০৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৫৪৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৪০৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৫৪৯

* সলাতের মধ্যে কথা বলা পূর্বে বৈধ ছিল, পরে নিষিদ্ধ করা হয়। থুথু ফেলা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৪১৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৫৫১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৪১৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৫৫২

৩২৫. সা'ঈদ ইব্নু ইয়াযীদ আল-আয্দী (রহ.) বলেন ঃ আমি আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নাবী (ﷺ) কি তাঁর না'লাইন (চপ্পল) পরে সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১]

١٥/٥. بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيْ ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ

৫/১৫. নক্শা বিশিষ্ট কাপড় পরে সলাত অপছন্দনীয়।

٣٢٦. حديث عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِيْ أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةٍ.

৩২৬. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার নাবী (ﷺ) একটি নক্শা করা চাদর পরে সলাত আদায় করলেন। সলাতের পরে তিনি বললেন ঃ এ চাদরের কারুকার্য আমার মনকে নিবিষ্ট করে রেখেছিল। এটি আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং এর পরিবর্তে একটি 'আম্বজানিয়্যাহ' (নকশাবিহীন মোটা কাপড়) নিয়ে এসো।[২]

١٦/٥. بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

৫/১৬. খাবার উপস্থিত হলে সলাত অপছন্দনীয়।

٣٢٧. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ.

৩২৭. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যদি খাবার উপস্থিত হয়ে যায় আর সলাতের ইকামাত দেয়া হয়, তাহলে প্রথমে রাতের খাবার খাবে।[৩]

٣٢٨. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوْا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوْا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ.

৩২৮. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ বিকেলের খাবার পরিবেশন করা হলে মাগরিবের সলাতের পূর্বে তা খেয়ে নিবে খাওয়া রেখে সলাতে তাড়াহুড়া করবে না।[৪]

٣٢٩. حديث عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ.

৩২৯. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, আর সে সময় সলাতের ইক্বামাত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৩৮৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৫৫৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯৩, হাঃ ৭৫২; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৫৫৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৫৮, হাঃ ৫৪৬৫; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৫৫৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৬৭২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৫৫৭

٣٣٠. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.

৩৩০. ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খাবার খেতে থাক, তখন সলাতের ইক্বামাত হয়ে গেলেও খাওয়া শেষ না করে তাড়াহুড়া করবে না।[২]

١٧/٥. بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا

৫/১৭. রসুন, পিঁয়াজ অথবা ঐ জাতীয় জিনিস খেয়ে মাসজিদে গমন নিষিদ্ধ।

٣٣١. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّوْمَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

৩৩১. ইব্‌নু 'উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেন, যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ হতে অর্থাৎ কাঁচা রসুন খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের মাসজিদে না আসে।[৩]

٣٣٢. حديث عَنْ أَنَسٍ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي الثُّوْمِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا أَوْ لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.

৩৩২. আবদুল 'আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রসুন খাওয়া সম্পর্কে কী বলতে শুনেছেন? তখন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ জাতীয় গাছ হতে খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের নিকট না আসে এবং আমাদের সাথে সলাত আদায় না করে।[৪]

٣٣٣. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَإِنِّيْ أُنَاجِيْ مَنْ لَا تُنَاجِيْ.

৩৩৩. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন বা পিঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের হতে দূরে থাকে অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মাসজিদ হতে দূরে থাকে আর নিজ ঘরে বসে থাকে। (উক্ত সনদে আরো বর্ণিত আছে যে) নাবী

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৬৭১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৫৬০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৬৭৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৫৫৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬০, হাঃ ৮৫৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৫৬১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬০, হাঃ ৮৫৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৫৬৩

(ﷺ)-এর নিকট একটি পাত্র যার মধ্যে শাক-স্বজী ছিল, আনা হলো। নাবী (ﷺ) এর গন্ধ পেলেন এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তাঁকে সে পাত্রে রক্ষিত শাক-সব্জী সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন একজন সাহাবী (আবূ আইয়ুব (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাঁর নিকট এগুলো পৌছিয়ে দাও। কিন্তু তিনি তা খেতে অপছন্দ মনে কররেন, এ দেখে নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তুমি খাও। আমি যাঁর সাথে গোপনে আলাপ করি তাঁর সাথে তুমি আলাপ কর না (ফেরেশ্‌তার সাথে আমার আলাপ হয়, তাঁরা দুর্গন্ধকে অপছন্দ করেন)।[১]

١٩/٥. بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُوْدِ لَهُ

৫/১৯. সলাতে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া এবং তার জন্য সাজদাহ।

٣٣٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

৩৩৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন সলাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে আযান শুনতে না পায় আর তার পশ্চাদ-বায়ু সশব্দে নির্গত হতে থাকে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে এগিয়ে আসে। আবার সলাতের জন্য ইক্বামাত দেয়া হলে সে পিঠ ফিরিয়ে পালায়। ইক্বামাত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। এমনকি সে সলাত আদায়রত ব্যক্তির মনে ওয়াস্‌ওয়াসা সৃষ্টি করে এবং বলতে থাকে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ কর, যা তার স্মরণে ছিল না। এভাবে সে ব্যক্তি কত রাক'আত সলাত আদায় করেছে তা স্মরণ করতে পারে না। তাই, তোমাদের কেউ তিন রাক'আত বা চার রাক'আত সলাত আদায় করেছে, তা মনে রাখতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করবে।[২]

٣٣٥. حديث عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.

৩৩৫. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু বুহায়নাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সলাতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দু'রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর সলাত সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে তাক্‌বীর বলে বসে বসেই দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬০, হাঃ ৮৫৫; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৫৬৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২২ : সাহ্‌উ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১২৩১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৩৮৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২২ : সাহ্‌উ, অধ্যায় ১, হাঃ ১২২৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৫৭০

٣٣٦. حديث عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ (قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لَا أَدْرِيْ زَادَ أَوْ نَقَصَ) فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

৩৩৬. 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করলেন। (রাবী ইব্রাহীম (রহ.) বলেন ঃ আমার জানা নেই, তিনি বেশী করেছেন বা কম করেছেন।) সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! সলাতের মধ্যে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন ঃ তা কী? তাঁরা বললেন ঃ আপনি তো এরূপ এরূপ সলাত আদায় করলেন। তিনি তখন তাঁর দু'পা ঘুরিয়ে কিবলাহমুখী হলেন। আর দু'টি সাজদাহ আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। পরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ যদি সলাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তবে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাক, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ সলাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সলাত পূর্ণ করে। অতঃপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাজদাহ দেয়।[১]

٣٣٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوْا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَنَسِيْتَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ قَالُوْا بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.

৩৩৭. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিয়ে যুহরের সলাত দু'রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। অতঃপর সাজদাহর জায়গার সামনে রাখা একটা কাঠের দিকে অগ্রসর হয়ে তার উপর তাঁর এক হাত রাখলেন। সেদিন লোকেদের মাঝে আবূ বাক্র, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-ও হাযির ছিলেন। তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। কিন্তু তাড়াহুড়া করে (কিছু) লোক বেরিয়ে গিয়ে বলতে লাগল ঃ সলাত খাট করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ছিল, যাকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'যুল্ ইয়াদাইন' (দু' হাতাওয়ালা অর্থাৎ লম্বা হাতাওয়ালা) বলে ডাকতেন, সে বলল ঃ হে আল্লাহ্র নাবী! আপনি কি ভুল করেছেন, না সলাত ছোট করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি ভুলে যাইনি এবং (সলাত) ছোটও করা হয়নি। তারা বললেন ঃ বরং আপনিই ভুলে গেছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন ঃ 'যুল্ ইয়াদাইন' ঠিকই বলেছে। অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সলাত আদায়

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৪০১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৫৭২

করলেন ও সালাম ফিরালেন। এরপর 'তাকবীর' বলে আগের সাজদাহ্‌র মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সাজদাহ করলেন। অতঃপর আবার মাথা তুললেন এবং তাকবীর বললেন এবং আগের সাজদাহর ন্যায় অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ সাজদাহ করলেন। এরপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন।[১]

٥/٢٠. بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

৫/২০. কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ্।

٣٣٨. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.

৩৩৮. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একবার আমাদের সামনে এমন এক সূরাহ তিলাওয়াত করলেন, যাতে সাজদাহ্‌র আয়াত রয়েছে। তাই তিনি সাজদাহ্ করলেন এবং আমরাও সাজদাহ্ করলাম। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আমাদের কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পাচ্ছিলেন না।[২]

٣٣٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِي هٰذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.

৩৩৯. 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মাক্কাহয় সূরাহ আন্-নাজ্‌ম তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করেন এবং একজন বৃদ্ধ লোক ছাড়া তাঁর সঙ্গে সবাই সাজদাহ্ করেন। বৃদ্ধ লোকটি এক মুঠো কঙ্কর বা মাটি হাতে নিয়ে তার কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, আমার জন্য এ যথেষ্ট। আমি পরবর্তী যমানায় দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।[৩]

٣٤٠. حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﷺ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا.

৩৪০. যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'আতা ইবনু ইয়াসার যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তার ধারণা নাবী (ﷺ)-এর নিকট সূরাহ وَالنَّجْمِ (ওয়ান্ নাজ্‌ম) তিলাওয়াত করা হল অথচ এতে তিনি সাজদাহ্ করেননি।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৬০৫১; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৫৭৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৭ : কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১০৭৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২০, হাঃ ৫৭৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৭ : কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ, অধ্যায় ১, হাঃ ১০৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২০, হাঃ ৫৭৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৭ : কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১০৭২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২০০, হাঃ ৫৭৭

٣٤١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

৩৪১. আবূ রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর সঙ্গে 'ইশার সলাত আদায় করলাম। তিনি ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ সূরাটি তিলাওয়াত করে সাজদাহ্ করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সাজদাহ্ কেন? তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম (ﷺ)-এর পিছনে এ সূরায় সাজদাহ্ করেছি, তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এতে সাজদাহ্ করব।[1]

٢٣/٥. بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

৫/২৩. সলাতের পর পঠিতব্য যিক্‌র।

٣٤٢. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ.

৩৪২. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাক্‌বীর শুনে আমি বুঝতে পারতাম সলাত শেষ হয়েছে।[2]

٢٤/٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

৫/২৪. ক্ববরের আযাব বা শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা বৈধ হওয়া।

٣٤٣. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৩৪৩. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার নিকট মাদীনাহ্‌র দু'জন ইয়াহূদী বৃদ্ধা মহিলা এলেন। তাঁরা আমাকে বললেন যে, ক্ববরবাসীদের তাদের ক্ববরে 'আযাব দেয়া হয়ে থাকে। তখন আমি তাদের এ কথা মিথ্যা বলে অভিহিত করলাম। আমার বিবেক তাঁদের কথাটিকে সত্য বলে মানতে চাইল না। তাঁরা দু'জন বেরিয়ে গেলেন। আর নাবী (ﷺ) আমার নিকট এলেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার নিকট দু'জন বৃদ্ধা এসেছিলেন। অতঃপর আমি তাঁকে তাঁদের কথা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তারা দু'জন সত্যই বলেছে। নিশ্চয়ই ক্ববরবাসীদের এমন 'আযাব দেয়া হয়ে থাকে, যা সকল চতুষ্পদ জীবজন্তু শুনে থাকে। এরপর থেকে আমি তাঁকে সর্বদা প্রত্যেক সলাতে ক্ববরের 'আযাব থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০১, হাঃ ৭৬৮; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২০, হাঃ ৫৭৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৫৫, হাঃ ৮৪২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৫৮৪

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৬৩৬৬; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৫৮৬

٢٥/٥. بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

৫/২৫. সলাতে যে সকল জিনিস থেকে আশ্রয় চাইতে হবে।

٣٤٤. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

৩৪৪. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে তাঁর সলাতে দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন করতে শুনেছি।[১]

٣٤٥. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلَاةِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

৩৪৫. নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সলাতে এ বলে দু'আ করতেন ঃ

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

"কবরের 'আযাব হতে, মাসীহে দাজ্জালের ফিত্নাহ হতে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিত্নাহ হতে ইয়া আল্লাহ্! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ্! গুনাহ্ ও ঋণগ্রস্ততা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।" তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি কতই না ঋণগ্রস্ততা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি (আল্লাহর রাসূল (ﷺ)) বললেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ও'য়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।[২]

٣٤٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

৩৪৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) দু'আ করতেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি ক্ববরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে, জীবন ও মরণের ফিত্নাহ হতে এবং মাসীহ্ দাজ্জাল এর ফিত্নাহ হতে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৪৯, হাঃ ৮৩৩; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৮৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৪৯, হাঃ ৮৩২; মুসলিম, পর্ব ৫: মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৮৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৮, হাঃ ১৩৭৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৮৮

٢٦/٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ

৫/২৬. সলাত আদায়ের পর দু'আ পাঠ মুস্তাহাব এবং তার পদ্ধতি।

٣٤٧. حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৩৪৭. মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাতিব ওয়ার্‌রাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনু শু'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে দিয়ে মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে (এ মর্মে) একখানা পত্র লিখালেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক ফার্‌য সলাতের পর বলতেন ঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুই উপরই ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ্! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার নিকট (সৎকাজ ভিন্ন) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।"[১]

٣٤٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ.

৩৪৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্রলোকেরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছেন, তাঁরা আমাদের মত সলাত আদায় করছেন, আমাদের মত সিয়াম পালন করছেন এবং অর্থের দ্বারা হাজ্জ, উমরা, জিহাদ ও সদাকাহ করার মর্যাদাও লাভ করছেন। এ শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে, তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তবে যারা পুনরায় এ ধরনের কাজ করবে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৫৫, হাঃ ৮৪৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৫৯৩

তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক সলাতের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্), তাহ্মীদ (আলহামদু লিল্লাহ্) এবং তাক্বীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। (এ বিষয়টি নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ্ পড়ব, তেত্রিশ বার তাহ্মীদ আর চৌত্রিশ বার তাক্বীর পড়ব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, ঃ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَاللهُ أَكْبَرُ বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার ক'রে হয়ে যায়।[১]

٥/٢٧. بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ

৫/২৭. তাকবীর তাহরীমা ও সূরাহ ফাতিহা পাঠের মধ্যে কী বলবে?

٣٤٩. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ قَالَ أَقُوْلُ اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

৩৪৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাক্বীরে তাহ্রীমাহ ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, তাক্বীর ও কিরাআত এর মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি বললেন ঃ এ সময় আমি বলি–

اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

হে আল্লাহ আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ্ আমাকে আমার গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ আমার গোনাহকে বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।[২]

٥/٢٨. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِيْنَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا

৫/২৮. সলাতের জন্য ধীরস্থির ও শান্তভাবে আসা মুস্তাহাব এবং দৌড়ে আসা অপছন্দনীয় হওয়া।

٣٥٠. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৫৫, হাঃ ৮৪৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৫৯৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ৭৪৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৫৯৮

Contents

৩৫০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যখন সলাত শুরু হয়, তখন দৌড়িয়ে গিয়ে সলাতে যোগদান করবে না, বরং হেঁটে গিয়ে সলাতে যোগদান করবে। সলাতে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা'আতের সাথে সলাত যতটুকু পাও আদায় কর, আর যা ছুটে গেছে, পরে তা পূর্ণ করে নাও।[১]

٣٥١. حديث أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

৩৫১. আবূ কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সলাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়ায শুনতে পেলেন। সলাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের কী হয়েছিল? তাঁরা বললেন, আমরা সলাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ এরূপ করবে না। যখন সলাতে আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু ছুটে যায় তা (ইমামের সলাত ফিরানোর পর) পূর্ণ করবে।[২]

٢٩/٥. بَابُ مَتَى يَقُوْمُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ

৫/২৯. মানুষ সলাতের জন্য কখন দাঁড়াবে।

٣٥٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوْفُ قِيَامًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

৩৫২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে সবাই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করছিলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের সামনে বেরিয়ে আসলেন। তিনি মুসাল্লায় দাঁড়ালে তাঁর মনে হলো যে, তিনি জানাবাত অবস্থায় আছেন। তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাক। তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করে আবার আমাদের সামনে আসলেন এবং তাঁর মাথা হতে পানি ঝরছিল। তিনি তাকবীর (তাহ্‌রীমাহ) বাঁধলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সলাত আদায় করলাম।[৩]

٣٠/٥. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ

৫/৩০. যে ব্যক্তি কোন সলাতের এক রাক'আত পেল সে যেন সে সলাতই পেল।

٣٥٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৯০৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৬০২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ২০, হাঃ ৬৩৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৬০৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৭৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৬০৫

৩৫৩. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো সলাতের এক রাক'আত পায়, সে সলাত পেলো।[১]

٣١/٥. بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

৫/৩১. পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়।

٣٥٤. **حديث** أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَأَمَّنِيْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

৩৫৪. বশীর ইব্নু আবূ মাস'ঊদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, একবার জিব্রীল (আঃ) আসলেন, অতঃপর তিনি আমার ইমামত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম। অতঃপরও আমি তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম। অতঃপরও আমি তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম। এ সময় তিনি তাঁর আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত গুনছিলেন।[২]

٣٥٥. **حديث** أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا مُغِيْرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيْلَ ﷺ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ أَوَ أَنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُرْوَةُ كَذٰلِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ أَبِي مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ.

৩৫৫. ইব্নু শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। 'উমার ইব্নু 'আবদুল 'আযীয (রহ.) একদা কোনো এক সলাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। তখন 'উরওয়াহ ইব্নু যুবাইর (রাঃ) তাঁর নিকট গেলেন এবং তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে মুগীরাহ্ ইব্নু শু'বা (রাঃ) একদা এক সলাত আদায়ে বিলম্ব করেছিলেন। ফলে আবূ মাস'ঊদ আনসারী (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে মুগীরাহ! এ কী? তুমি কি অবগত নও যে, জিব্রাঈল (আঃ) অবতরণ করে সলাত আদায় করলেন, আর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও সলাত আদায় করলেন। আবার তিনি সলাত আদায় করলেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও সলাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সলাত আদায় করলেন এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও সলাত আদায় করলেন। আবার তিনি সলাত আদায় করলেন এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও সলাত

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৫৮০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৬০৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩২২১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬১০

আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সলাত আদায় করলেন এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও সলাত আদায় করলেন। অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, আমি এজন্য আদিষ্ট হয়েছি। 'উমার (ইব্‌নু 'আবদুল আযীয) (রহ.) 'উরওয়াহ (রহ.)-কে বললেন, "তুমি যা রিওয়ায়াত করছ তা একটু ভেবে দেখ। জিব্‌রাঈলই কি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর জন্য সলাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন?" 'উরওয়াহ (রহ.) বললেন, বাশীর ইব্‌নু আবূ মাস'উদ (রহ.) তার পিতা হতে এরূপই বর্ণনা করতেন।[১]

٣٥٦. حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

৩৫৬. 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন ঃ অবশ্য 'আয়িশাহ্ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এমন মুহূর্তে 'আসরের সলাত আদায় করতেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর হুজরার মধ্যে থাকতো। তবে তা উপরের দিকে উঠে যাওয়ার পূর্বেই।[২]

٣٢/٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِيْ إِلَى جَمَاعَةٍ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِيْ طَرِيْقِهِ

৫/৩২. যুহরের সলাত প্রখর গরমের সময় ঠাণ্ডা করে পড়া মুস্তাহাব ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি জামা'আতে যায় এবং রাস্তায় তাকে রৌদ্রের তাপ লাগে।

٣٥٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

৩৫৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন গরম বেড়ে যায় তখন তোমরা তা কমে এলে (যুহরের) সলাত আদায় করো। কেননা, গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ।[৩]

٣٥٨. حديث أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ.

৩৫৮. আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর মুআয্‌যিন যুহরের আযান দিলে তিনি বললেনঃ ঠাণ্ডা হতে দাও, ঠাণ্ডা হতে দাও। অথবা তিনি বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। তিনি আরও বলেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফলেই সৃষ্টি হয়। কাজেই গরম যখন বেড়ে যায় তখন গরম কমলেই সলাত আদায় করবে। এমনকি (বিলম্ব করতে করতে বেলা এতটুকু গড়িয়ে গিয়েছিল যে) আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম।[৪]

٣٥٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৫২১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬১০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৫২২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬১০, ৬১১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৯, হাঃ ৫৩৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৬১৫

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৯, হাঃ ৫৩৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৬১৬

৩৫৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট এ বলে নালিশ করেছিলো, হে আমার প্রতিপালক! (দহনের প্রচণ্ডতায়) আমার এক অংশ আর এক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দু'টি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দু'টি হলো, তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব কর তাই।[১]

٥/٣٣. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِيْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فِيْ غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ

৫/৩৩. গরমের তীব্রতা না থাকলে যুহরের সলাত নির্ধারিত সময়ের প্রারম্ভে পড়া মুস্তাহাব।

٣٦٠. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

৩৬০. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে সলাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ মাটিতে তার চেহারা (কপাল) স্থির রাখতে সক্ষম না হলে সে তার কাপড় বিছিয়ে তার উপর সাজদাহ্ করত।[২]

٥/٣٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيْرِ بِالْعَصْرِ

৫/৩৪. 'আসরের সলাত প্রথম সময়ে পড়া উত্তম।

٣٦١. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِيْ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ.

৩৬১. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) 'আসরের সলাত আদায় করতেন, আর সূর্য তখনও যথেষ্ট উপরে উজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান থাকতো। সলাতের পর কোনো গমনকারী 'আওয়ালী'র দিকে রওয়ানা হয়ে তাদের নিকট পৌঁছে যেতো, আর তখনও সূর্য উপরে থাকতো। আওয়ালীর কোন কোন অংশ ছিল মাদীনা হতে চার মাইল বা তার কাছাকাছি দূরত্বে।[৩]

٣٦٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِيْ صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّتِيْ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَهُ.

---

১ সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৯, হাঃ ৫৩৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৬১৫, ৬১৭

২ সহীহুল বুখারী, পর্ব ২১ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১২০৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৬২০

৩ সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৫৫০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৬২১

৩৬২. আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা 'উমার ইব্‌নু আবদুল আযীয (রহ.)-এর সঙ্গে যুহরের সলাত আদায় করলাম। অতঃপর সেখান হতে বেরিয়ে আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। আমরা গিয়ে তাঁকে 'আসরের সলাত আদায়ে রত পেলাম। আমি তাঁকে বললাম চাচা! এ কোন্ সলাত যা আপনি আদায় করলেন? তিনি বললেন, 'আসরের সলাত আর এ হলো আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সলাত, যা আমরা তাঁর সাথে আদায় করতাম।[১]

٣٦٣. حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

৩৬৩. রাফি' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সাথে আসরের সলাত আদায় করে উট যবেহ করতাম। তারপর সে গোশত দশ ভাগে ভাগ করা হত এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা রান্না করা গোশত আহার করতাম।[২]

٣٥/٥. بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْ تَفْوِيْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

৫/৩৫. 'আসরের সলাত ছুটে যাওয়ার ভয়াবহতা।

٣٦٤. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

৩৬৪. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তির 'আসরের সলাত ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল।[৩]

٣٦/٥. بَابُ الدَّلِيْلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

৫/৩৬. ঐ ব্যক্তির দলীল, যিনি বলেন- সলাতুল উসত্বা হচ্ছে 'আসরের সলাত।

٣٦٥. حديث عَلِيٍّ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَلَأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

৩৬৫. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দু'আ করেন, 'আল্লাহ তাদের (মুশরিকদের) ঘর ও কবর আগুনে পূর্ণ করুন। কেননা তারা মধ্যম সলাত (তথা 'আসরের সলাত) থেকে আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।'[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৫৪৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৬২৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৭ অংশীদারিত্ব, অধ্যায় ১, হাঃ ২৪৮৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৬২৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৫৫২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৬২৬

٣٦٦. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

৩৬৬. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। খন্দকের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ) এসে কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এখনও 'আসরের সলাত আদায় করতে পারিনি, এমন কি সূর্য অস্ত যায় যায়। নাবী (ﷺ) বললেন আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও তা আদায় করিনি। অতঃপর আমরা উঠে বুতহানের দিকে গেলাম। সেখানে তিনি সলাতের জন্য উযূ করলেন এবং আমরাও উযূ করলাম; অতঃপর সূর্য ডুবে গেলে 'আসরের সলাত আদায় করেন, অতঃপর মাগরিবের সলাত আদায় করেন।[2]

٣٧/٥. بَابُ فَضْلِ صَلَاتَيِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا

৫/৩৭. ফাজ্‌র ও 'আসরের সলাতের মর্যাদা এবং এ দু' সলাতের প্রতি যত্নবান হওয়া।

٣٦٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

৩৬৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ ফেরেশ্‌তামণ্ডলী পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। 'আসর ও ফাজরের সলাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। উত্তরে তাঁরা বলেন ; আমরা তাদের সলাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা সলাত আদায়রত অবস্থায় ছিলেন।[3]

٣٦٨. حديث جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ﴾.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯৮, হাঃ ২৯৩১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৬২৭

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৫৯৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৬৩১

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৫৫৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৬৩২

৩৬৮. জরীর ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ঐ চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভীড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বের সলাত (শয়তানের প্রভাবমুক্ত হয়ে) আদায় করতে পারলে তোমরা তাই করবে। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, "কাজেই তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ্ পাঠ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।" (ক্বাফ ঃ ৩৯) ইসমাঈল (রহ.) বলেন, এর অর্থ হল : এমনভাবে আদায় করার চেষ্টা করবে যেন কখনো ছুটে না যায়।[১]

٣٦٩. حديث أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৬৯. আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ মূসা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুই শীতের (ফাজর ও 'আসরের) সলাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

٣٨/٥. بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

৫/৩৮. সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় মাগরিবের সলাতের প্রথম ওয়াক্ত হওয়ার বর্ণনা।

٣٧٠. حديث سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

৩৭০. সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে মাগরিবের সলাত আদায় করতাম।[৩]

٣٧١. حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

৩৭১. রাফি' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে মাগরিবের সলাত আদায় করে এমন সময় ফিরে আসতাম যে, আমাদের কেউ (তীর নিক্ষেপ করলে) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হবার স্থান দেখতে পেতো।[৪]

٣٩/٥. بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا

৫/৩৯. 'ইশার সলাতের সময় এবং তা বিলম্ব করা।

٣٧٢. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرَكُمْ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৫৫৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৬৩৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৫৭৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৬৩৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৫৬১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৬৩৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৫৫৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৬৩৭

৩৭২. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) 'ইশার সলাত আদায় করতে বিলম্ব করলেন। এ হলো ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রসারের পূর্বের কথা। (সালাতের জন্য) তিনি বেরিয়ে আসেননি, এমন কি 'উমার (রাঃ) বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। অতঃপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং মাসজিদের লোকদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "তোমরা ব্যতীত যমীনের অধিবাসীদের কেউ 'ইশার সলাতের জন্য অপেক্ষায় নেই।[১]

٣٧٣. حديث عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ.

৩৭৩. 'আব্দুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক রাতে কর্মব্যস্ততার কারণে আল্লাহর রাসূল 'ইশার সলাত আদায়ে দেরী করলেন, এমন কি আমরা মাসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম। অতঃপর জেগে উঠে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লাম। অতঃপর পুনরায় জেগে উঠলাম। তখন আল্লাহর রাসূল আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ এ সলাতের অপেক্ষা করছে না।[২]

٣٧٤. حديث أَنَسٍ قَالَ حُمَيْدٌ سُئِلَ أَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوْا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا.

৩৭৪. হুমাইদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয় যে, নাবী (ﷺ) আংটি পরেছেন কিনা? তিনি বললেন ঃ নাবী (ﷺ) এক রাতে এশার সলাত আদায়ে অর্ধরাত পর্যন্ত দেরী করেন। এরপর তিনি আমাদের মাঝে আসেন। আমি যেন তাঁর আংটির চমক দেখতে লাগলাম। তিনি বললেন ঃ লোকজন সলাত আদায় করে শুয়ে পড়েছে। আর যতক্ষণ থেকে তোমরা সলাতের অপেক্ষায় রয়েছ, ততক্ষণ তোমরা সলাতের মধ্যেই রয়েছ।[৩]

٣٧٥. حديث أَبِيْ مُوْسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِيْنَ قَدِمُوْا مَعِيْ فِي السَّفِيْنَةِ نُزُوْلًا فِيْ بَقِيْعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِيْ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِيْ بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوْا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّيْ هَذِهِ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২২, হাঃ ৫৬৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৬৩৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৫৭০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৬৩৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ৪৮, হাঃ ৫৮৬৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৬৪০

السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ لَا يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

৩৭৫. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার সাথিরা-যারা (আবিসিনিয়া হতে) জাহাজ মারফত আমার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, বাকী'য়ে বুতহানের একটা মুক্ত এলাকায় বসবাসরত ছিলাম। তখন নাবী (ﷺ) থাকতেন মাদীনায়। বুতহানের অধিবাসীরা পালাক্রমে একদল করে প্রতি রাতে 'ইশার সলাতের সময় আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর খিদমতে আসতেন। পালাক্রমে 'ইশার সলাতের সময় আমি ও আমার কতিপয় সঙ্গী নাবী (ﷺ)-এর কাছে হাযির হলাম। তখন তিনি কোনো কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন, ফলে সলাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। এমন কি রাত অর্ধেক হয়ে গেলো। অতঃপর নাবী (ﷺ) বেরিয়ে এলেন এবং সবাইকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে বললেন ঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে যাও। তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে তোমাদের জন্য এটি এক নি'য়ামত যে, তোমরা ব্যতীত মানুষের মধ্যে কেউ এ মুহূর্তে সলাত আদায় করছে না। কিংবা তিনি বলেছিলেন ঃ তোমরা ব্যতীত কোনো উম্মাত এ সময় সলাত আদায় করেনি। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কোন্ বাক্যটি বলেছিলেন বর্ণনাকারী তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর এ কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত মনে বাড়ি ফিরলাম।[১]

٣٧٦. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوْا وَرَقَدُوْا وَاسْتَيْقَظُوْا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا هَكَذَا (قَالَ بن جريج الراوي عن عطاء الراوي عن بن عباس) فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا.

৩৭৬. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) 'ইশার সলাত আদায় করতে দেরী করেছিলেন, এমন কি লোকজন একবার ঘুমিয়ে জেগে উঠল, আবার ঘুমিয়ে পড়ে জাগ্রত হলো। তখন 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) উঠে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বললেন, 'আস-সালাত'। অতঃপর আল্লাহ্র নাবী (ﷺ) বেরিয়ে এলেন– যেন এখনো আমি তাঁকে দেখছি, তাঁর মাথা হতে পানি টপ্কে পড়ছিলো এবং তাঁর হাত মাথার উপর ছিলো। তিনি এসে বললেন ঃ যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২২, হাঃ ৫৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৬৪১

(বিলম্ব করে) 'ইশার সলাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম। ইব্‌নু জুরাইজ (রহ.) (অত্র হাদীসের এক রাবী) বলেন, ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যে মাথায় হাত রেখেছিলেন তা কিভাবে রেখেছিলেন, বিষয়টি সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য আতা (রহ.)-কে বললাম। আতা (রহ.) তাঁর আঙ্গুলগুলো সামান্য ফাঁক করলেন, অতঃপর সেগুলোর অগ্রভাগ সম্মুখ দিক হতে (চুলের অভ্যন্তরে) প্রবেশ করালেন। অতঃপর আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে মাথার উপর দিয়ে এভাবে টেনে নিলেন যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুল কানের সে পার্শ্বকে স্পর্শ করে গেলো যা মুখমণ্ডল সংলগ্ন চোয়ালের হাড্ডির উপর শ্মশ্রুর পাশে অবস্থিত। তিনি (নাবী (ﷺ)) চুলের পানি ঝরাতে কিংবা চুল চাপড়াতে এরূপই করতেন। এবং তিনি বলেছিলেন ঃ যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবেই (বিলম্ব করে) সলাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম।[১]

٥/٤٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيْرِ بِالصُّبْحِ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيْسُ وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيْهَا

৫/৪০. ফাজ্‌রের সলাত প্রথম ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব আর তা হচ্ছে গালাস এবং তাতে কিরাআতের পরিমাণের বর্ণনা।

٣٧٧. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

৩৭৭. 'আয়িশাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ফাজরের জামা'আতে হাযির হতেন। অতঃপর সলাত আদায় করে তারা যার যার ঘরে ফিরে যেতেন। আবছা আঁধারে কেউ তাঁদের চিনতে পারতো না।[২] *

٣٧٨. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوْا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৫৭১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৬৩৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৫৭৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৬৪৫

* এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ মাসজিদে যে সময় ফাজ্‌রের সলাত আদায় করা হয় তা আদৌ এ হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা হয় না। কারণ ফাজরের সলাত এমন অবস্থায় শেষ করা হয় যে, নিকট হতে তো দূরের কথা অনেক দূর থেকেও একে অন্যকে চিনতে পারে। শুধু তা-ই নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রমাযানের দিনগুলোতে যে সময় ফাজ্‌রের আযান দেয়া হয় তার থেকে রমাযান শুরুর পূর্বদিন ও ঈদের দিন থেকে তার অনেক পরে আযান দেয়া হয়। অথচ একদিনে সময়ের ব্যবধান এত হতে পারে না। যদি কেউ নফল সওমের জন্য রমাযানের সময়ের বাইরে দেয়া আযান পর্যন্ত সাহারী খেতে থাকেন তাহলে তার সওম আদৌ হবে কি? কারণ উক্ত আযানের সময় সাহারীর শেষ সময়ও পার হয়ে যায়। দলিলহীনভাবে এ রকম না করে উচিত ছিল সর্বদা রমাযানের ন্যায়ই অন্য সময়ও আযান দেয়া যেন আযানের পূর্ব পর্যন্ত সাহারী খেলে সাহারীর সময় থাকে। শুধু তাই নয় বরং শুধুমাত্র রমাযান মাসেই তারা আউয়াল ওয়াক্তে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে থাকেন।

৩৭৮. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যুহরের সলাত প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আর 'আসরের সলাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আদায় করতেন, মাগরিবের সলাত সূর্য অস্ত যেতেই আর 'ইশার সলাত বিভিন্ন সময়ে আদায় করতেন। যদি দেখতেন, সকলেই সমবেত হয়েছেন, তাহলে সকাল সকাল আদায় করতেন। আর যদি দেখতেন, লোকজন আসতে দেরী করছে, তাহলে বিলম্বে আদায় করতেন। আর ফাজরের সলাত তাঁরা কিংবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্ধকার থাকতে আদায় করতেন।[১]

٣٧٩. حديث أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ وقد سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (قَالَ الراوي) وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيْسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ.

৩৭৯. আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাকে সলাতসমূহের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) যুহরের সলাত সূর্য ঢলে গেলেই আদায় করতেন। আর 'আসর (এমন সময় যে, সলাতের শেষে) কোনো ব্যক্তি সূর্য সজীব থাকতে থাকতেই মাদীনার প্রান্ত সীমায় ফিরে আসতে পারতো। (রাবী বলেন) মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। আর তিনি 'ইশা রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে কোন দ্বিধা করতেন না এবং 'ইশার পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। আর তিনি ফাজর আদায় করতেন এমন সময় যে, সলাত শেষে ফিরে যেতে লোকেরা তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারতো। এর দু' রাক'আতে অথবা রাবী বলেছেন, এক রাক'আতে তিনি ষাট হতে একশত আয়াত পাঠ করতেন।[২]

٥/٤٢. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيْدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا

৫/৪২. জামা'আতে সলাতের ফাযীলাত এবং তা থেকে পিছিয়ে থাকার ভয়াবহতার বর্ণনা।

٣٨٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيْعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاقْرَءُوْا ﴿إِنْ شِئْتُمْ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾.

৩৮০. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, জামা'আতের সলাত তোমাদের কারো একাকী সলাত হতে পঁচিশ গুণ অধিক সওয়াব রাখে। আর ফাজরের সলাতে রাতের ও দিনের মালাকগণ একত্রিত হয়। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলতেন,

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২১, হাঃ ৫৬০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৬৪৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০৪, হাঃ ৭৭১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৬৪৭

তোমরা চাইলে (এর প্রমাণ স্বরূপ)' ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ অর্থাৎ "ফাজরের সলাতে (মালাকগণ) উপস্থিত হয়" পাঠ কর।[১]

٦٤٥/٣٨١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

৩৮১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জামা'আতে সলাতের ফাযীলত একাকী আদায়কৃত সলাত অপেক্ষা সাতাশ' গুণ বেশী।[২]

٣٨٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

৩৮২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছে হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, অতঃপর সলাত কায়েমের নির্দেশ দেই, অতঃপর সলাতের আযান দেয়া হোক, অতঃপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামত করার নির্দেশ দেই। অতঃপর আমি লোকদের নিকট যাই এবং (যারা সলাতে শামিল হয় নাই) তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশ্তহীন মোটা হাড় বা ছাগলের ভালো দু'টি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে 'ইশা সলাতের জামা'আতেও উপস্থিত হতো।[৩]

٣٨٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ.

৩৮৩. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুনাফিকদের জন্য ফাজর ও 'ইশার সলাত অপেক্ষা অধিক ভারী সলাত আর নেই। এ দু' সলাতের কী ফাযীলত, তা যদি তারা জানতো, তবে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও তারা হাযির হতো। (রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন) আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, মুয়ায্যিনকে ইকামাত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামত করতে বলি,

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬৪৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৬৫০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৬৪৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৬৫০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৬৪৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৬৫১

আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে অতঃপর যারা সলাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই।[১]

٤٧/٥. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ

৫/৪৭. ওজরের কারণে জামা'আত থেকে পিছিয়ে থাকার অনুমতি।

٣٨٤. حديث عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَأَنَا أُصَلِّيْ لِقَوْمِيْ فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِيْنِيْ فَتُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْ عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُرِيْدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ.

৩৮৪. মাহমূদ ইব্নু রাবী' আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'ইতবান ইব্নু মালিক (রাঃ), যিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসারগণের অন্যতম, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে পানি জমে যাওয়াতে তা পার হয়ে তাদের মাসজিদে পৌঁছতে এবং তাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করতে সমর্থ হই না। আর ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একান্ত ইচ্ছে যে, আপনি আমার ঘরে এসে কোন এক স্থানে সলাত আদায় করেন এবং আমি সেই স্থানকে সলাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই। রাবী বলেন ঃ তাঁকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমি তা করব। 'ইতবান (রাঃ) বলেন ঃ পরদিন সূর্যোদয়ের পর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও আবূ বাক্র (রাঃ) আমার ঘরে তাশরীফ আনেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার ঘরের কোন্ স্থানে সলাত আদায় করা পসন্দ কর? তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে ঘরের এক প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করলাম।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৬৫৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৬৫১

অতঃপর আল্লাহর রাসূল্ (ﷺ) দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। তখন আমরাও দাঁড়ালাম এবং কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। তিনি ('ইতবান) বলেন ঃ আমরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বসালাম এবং তাঁর জন্য তৈরি 'খাযীরাহ' নামক খাবার তাঁর সামনে পেশ করলাম। রাবী বলেন ঃ এ সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে ভীড় জমালেন। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মালিক ইব্‌নু দুখাইশিন' কোথায়? অথবা বললেন ঃ 'ইব্‌নু দুখশুন' কোথায়? তখন তাঁদের একজন জবাব দিলেন, সে মুনাফিক। সে মহান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসে না। তখন আল্লাহর রাসূল্ (ﷺ) বললেন ঃ এরূপ বলো না। তুমি কি দেখছ না যে, সে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে? তখন সে ব্যক্তি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আমরা তো তার সম্পর্ক ও নাসীহাত কামনা মুনাফিকদের সাথেই দেখি। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তো এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।[১]

٣٨٥. حديث مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِيْ دَارِهِمْ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عِتْبَانَ حَدِيْثَهُ السَّابِقَ.

৩৮৫. মাহমূদ ইব্‌নু রাবী' (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, যে তাঁদের বাড়িতে রাখা একটি বালতির (পানি নিয়ে) নাবী (ﷺ) কুল্লি করেছেন।[২]

٥/٤٨. بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيْرٍ وَخُمْرَةٍ وَثَوْبٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ

৫/৪৮. নফল সলাত জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করার বৈধতা এবং মাদুর, কাপড় ইত্যাদি পবিত্র জিনিসের উপর সলাত আদায় করা।

٣٨٦. حديث مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ.

৩৮৬. মায়মূনাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন সলাত আদায় করতেন তখন হায়েয অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো তিনি সাজদাহ করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগতো। আর তিনি ছোট চাটাইয়ের উপর সলাত আদায় করতেন।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৪২৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৩৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৫৪, হাঃ ৮৩৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৩৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৩৭৯; মুসলিম, পর্ব মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৫১৩

٥/٤٩. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

৫/৪৯. জামা'আতে সলাতের ফাযীলাত এবং সলাতের জন্য অপেক্ষা করা।

٣٨٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيْدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيْئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ.

৩৮৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করলে ঘর বা বাজারে সলাত আদায় করার চেয়ে পঁচিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ভালকরে উযূ করে কেবল সলাতের উদ্দেশেই মাসজিদে আসে, সে মাসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত যতবার কদম রাখে তার প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা ক্রমান্বয়ে উন্নীত করবেন এবং তার এক-একটি করে গুনাহ মাফ করবেন। আর মাসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সলাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তাকে সালাতেই গণ্য করা হয়। আর সলাত শেষে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতামণ্ডলী তার জন্যে এ বলে দু'আ করেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, ইয়া আল্লাহ! তাকে রহম করুন, যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয়, সেখানে উযূ ভঙ্গের কাজ না করে।[১]

٥/٥٠. بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ

৫/৫০. দূর হতে মাসজিদে আসার ফাযীলাত।

٣٨٨. حديث أَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ.

৩৮৮. আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ (মসজিদ হতে) যে যত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে সলাতে আসে, তার তত অধিক পুণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সলাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার পুণ্য সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক, যে একাকী সলাত আদায় করে ঘুমিয়ে যায়।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮৭, হাঃ ৪৭৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৬৪৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬৫১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫০, হাঃ ৬৬২

٥/٥١. بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحَى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ

৫/৫১. সলাতের জন্য হেঁটে যাওয়া পাপ মোচন করে ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

٣٨٩. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوْا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

৩৮৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, "বলত যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।[১]

٣٩٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

৩৯০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় যতবার মাসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন।[২]

٥/٥٣. بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

৫/৫৩. ইমামাতের জন্য কে বেশি হকদার।

٣٩١. حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِيْنَا قَالَ ارْجِعُوْا فَكُوْنُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَصَلُّوْا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

৩৯১. মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সঙ্গে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এলাম এবং আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) অত্যন্ত দয়ালু ও বন্ধু বৎসল ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ পরিজনের নিকট ফিরে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর, আর তাদের দীন শিক্ষা দিবে এবং সলাত

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ৫২৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৬৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৬৬২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৬৯

আদায় করবে। যখন সলাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামত করবে।[১]

٥٤/٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوْتِ فِيْ جَمِيْعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِيْنَ نَازِلَةٌ

৫/৫৪. মুসলিমদের প্রতি কোন বিপদ পতিত হলে প্রত্যেক সলাতে কুনূতে নাযিলাহ্ পড়া মুস্তাহাব।

٣٩٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُوْ لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيْهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُوْلُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُوْنَ لَهُ.

৩৯২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখন ঃ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন। আর কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। দু'আয় তিনি বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইব্‌নু ওয়ালীদ, সালামা ইব্‌নু হিশাম, আইয়্যাস ইব্‌নু আবূ রাবী'আ (রাঃ) এবং অপরাপর দুর্বল মুসলিমদেরকে রক্ষা করুন। ইয়া আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াও কঠোর করুন, ইউসুফ (আঃ)-এর যুগে যেমন খাদ্য সংকট ছিল তাদের জন্যও অনুরূপ খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে দিন। (রাবী বলেন) এ যুগে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী মুদার গোত্রের লোকেরা নাবী (ﷺ)-এর বিরোধী ছিল।[২]

٣٩٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ.

৩৯৩. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মাস ব্যাপী নাবী (ﷺ) রি'ল ও যাক্‌ওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে কুনূতে দু'আ পাঠ করেছিলেন।[৩]

٣٩٤. حديث أنس عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا ﷺ عَنِ الْقُنُوْتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ بَعَثَ أَرْبَعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلَاءِ فَقَتَلُوْهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৬২৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৭৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২৮, হাঃ ৮০৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৬৭৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৪ : বিত্‌র, অধ্যায় ৭, হাঃ ১০০৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৬৭৭

৩৯৪. 'আসিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রুকুর আগে। আমি বললাম, অমুক তো বলে যে, আপনি রুকুর পরে বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে কুনূত পড়েন। তিনি বানূ সুলাইম গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে দু'আ করেছিলেন। আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চল্লিশজন কিংবা সত্তর জন ক্বারী কয়েকজন মুশরিকের কাছে পাঠালেন। তখন বানূ সুলাইমের লোকেরা তাঁদের হামলা করে তাঁদের হত্যা করে। অথচ তাদের এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে সন্ধি ছিল। আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ ক্বারীদের জন্য যতটা ব্যথিত দেখেছি আর কারো জন্য এতখানি ব্যথিত দেখিনি।[১]

٣٩٥. حديث أَنَسٍ ﷺ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَقُولُ إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ.

৩৯৫. আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটা সারীয়্যাহ (ক্ষুদ্র বাহিনী) পাঠালেন। তাদের কুর্‌রা বলা হতো। তাদের হত্যা করা হলো। আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এদের ব্যাপারে যেরূপ রাগান্বিত দেখেছি অন্য কারণে সেরূপ রাগান্বিত দেখিনি। এজন্য তিনি ফজরের সলাতে মাসব্যাপী কুনূত পড়লেন। তিনি বলতেন ঃ উসায়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করেছে।[২]

٥/٥٥. بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا

৫/৫৫. ছুটে যাওয়া সলাত আদায় করা এবং তা অবিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব।

٣٩٦. حديث عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ لَا يُوقَظُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتْ إِنَّهُ لَا مَاءَ فَقُلْنَا كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَقُلْنَا انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৮ : জিযইয়াহ কর ও রক্তপণ, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩১৭০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৭৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৫৮, হাঃ ৬৩৯৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৬৭৭

ﷺ قَالَتْ وَمَا رَسُوْلُ اللهِ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِيْنَ رَجُلًا حَتَّى رَوِيْنَا فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلْءِ ثُمَّ قَالَ هَاتُوْا مَا عِنْدَكُمْ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ لَقِيْتُ أَسْحَرَ النَّاسِ أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوْا فَهَدَى اللهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوْا.

৩৯৬. ‘ইমরান ইব্‌নু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক সফরে তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন। সারা রাত পথ চলার পর যখন ভোর কাছাকাছি হল, তখন বিশ্রাম নেয়ার জন্য থেমে গেলেন এবং গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন। অবশেষে সূর্য উদিত হয়ে অনেক উপরে উঠে গেল, [ইমরান (রাঃ) বলেন] যিনি সর্বপ্রথম ঘুম হতে জাগলেন তিনি হলেন আবূ বাক্‌র (রাঃ)। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) নিজে জাগ্রত না হলে তাঁকে জাগানো হত না। অতঃপর ‘উমার (রাঃ) জাগলেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ) তাঁর শিয়রের নিকট গিয়ে বসে উচ্চৈঃস্বরে ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে লাগলেন। শেষে নাবী (ﷺ) জেগে উঠলেন এবং অন্যত্র চলে গিয়ে অবতরণ করে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সলাত আদায় করলেন। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সাথে সলাত আদায় না করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। নাবী (ﷺ) সলাত শেষ করে বললেন, হে অমুক! আমাদের সঙ্গে সলাত আদায় করতে কিসে বাধা দিল? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি। নাবী (ﷺ) তাকে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর সে সলাত আদায় করল। (ইমরান (রাঃ) বলেন) নাবী (ﷺ) আমাকে অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। এই অবস্থায় আমরা পথ চলছি। হঠাৎ উষ্ট্রে আরোহী এক মহিলা আমাদের নযরে পড়ল। সে পানি ভর্তি দু'টি মশকের মাঝখানে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি কোথায়? সে বলল, (আশেপাশে) কোথায়ও পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার ও পানির জায়গার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? সে বলল একদিন ও এক রাতের দূরত্ব। আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর নিকট চল। সে বলল, আল্লাহ্‌র রাসূল কী? আমরা তাকে যেতে না দিয়ে তাকে নাবী (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসেও ঐ রকম কথাই বলল যা সে আমাদের সঙ্গে বলেছিল। তবে সে তাঁর নিকট বলল, সে কয়েকজন ইয়াতীম সন্তানের মা। নাবী (ﷺ) তার মশক দু'টি নামিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। অতঃপর তিনি মশক দু'টির মুখে হাত বুলালেন। আমরা তৃষ্ণার্ত চল্লিশ জন মানুষ পানি পান করে পিপাসা মিটালাম। অতঃপর আমাদের সকল মশক, বাসনপত্র পানি ভর্তি করে নিলাম। তবে উটগুলোকে পানি পান করান হয়নি। এত সবের পরও মহিলার মশকগুলো এত পানি ভর্তি ছিল যে তা ফেটে যাবার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, তোমাদের নিকট যা কিছু আছে উপস্থিত কর। কিছু খেজুর ও রুটির টুকরা জমা করে তাঁকে দেয়া হল। এ নিয়ে নারীটি খুশীর সঙ্গে তার গৃহে ফিরে গেল। গৃহে গিয়ে সকলের নিকট সে বলল, আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, এক মহা যাদুকরের সঙ্গে অথবা মানুষে যাকে নাবী বলে ধারণা করে তার সঙ্গে। আল্লাহ্ এই মহিলার মাধ্যমে এ বস্তিবাসীকে হিদায়াত দান করলেন। স্ত্রীলোকটি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করল এবং বস্তিবাসী সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৫৭১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ৬৮২

٣٩٧. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ قَالَ مُوْسٰى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَيْ﴾.

৩৯৭. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যদি কেউ কোনো সলাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে যখনই স্মরণ হবে, তখন তাকে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যতীত সে সলাতের অন্য কোনো কাফ্‌ফারা নেই। (কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন) "আমাকে স্মরণের উদ্দেশে সলাত কায়েম কর"– (ত্বা-হা ১৪)।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৫৯৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মাসজিদ ও সলাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ৬৮৪

٦- كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

পর্ব (৬) ঃ মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা

٦/١. بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

৬/১. মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করা।

٣٩٨. حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِيْ صَلَاةِ الْحَضَرِ.

৩৯৮. উম্মু'ল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মুকীম অবস্থায় ও সফরে দু' রাক'আত করে সলাত ফারয করেছিলেন। পরে সফরের সলাত আগের মত রাখা হয় আর মুকীম অবস্থার সলাত বাড়িয়ে দেয়া হয়।[1]

٣٩٩. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

৩৯৯. হাফ্স ইব্নু আসিম (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, কোন এক সফরে আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে থেকেছি, সফরে তাঁকে নফল সলাত আদায় করতে দেখিনি এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (আহযাব ঃ ২১)[2]

٤٠٠. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

৪০০. আনাস ইব্নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে মাদীনায় যুহরের সলাত চার রাক'আত আদায় করেছি এবং যুল-হুলাইফায় 'আসরের সলাত দু' রাক'আত আদায় করেছি।[3]

٤٠١. حديث أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ (راوي يحي بن أبي إسحاق) قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.

৪০১. আনাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মাদীনাহ ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দু'রাক'আত, দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। (রাবী বলেন) আমি (আনাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-কে বললাম, আপনারা মাক্কায় কত দিন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা সেখানে দশ দিন ছিলাম।[1]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৫০; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৬৮৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ১১, হাঃ ১১০১

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ৫, হাঃ ১০৮৯; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৬৯০

٢/٦. بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنًى

৬/২. মিনায় সলাত ক্বসর করা।

٤٠٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا.

৪০২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) আবূ বাক্র এবং 'উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে মিনায় দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছি। 'উসমান (রাঃ)-এর সঙ্গেও তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দু'রাক'আত আদায় করেছি। অতঃপর তিনি পূর্ণ সলাত আদায় করতে লাগলেন।[২]

٤٠٣. حديث حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ ﷺ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.

৪০৩. হারিসাহ ইব্নু ওয়াহ্ব খুযা'য়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাদের নিয়ে মিনাতে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। এ সময় আমরা আগের তুলনায় সংখ্যায় বেশি ছিলাম এবং অতি নিরাপদে ছিলাম।[৩]

٣/٦. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ

৬/৩. বৃষ্টির কারণে আবাসস্থলে সলাত আদায় করা।

٤٠٤. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ.

৪০৪. ইব্নু 'উমার (রাঃ) বর্ণিত, তিনি একদা তীব্র শীত ও বাতাসের রাতে সলাতের আযান দিলেন। অতঃপর ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসস্থলে সলাত আদায় করে নাও, অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হলে মুআয্যিনকে এ কথা বলার নির্দেশ দিতেন– "প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসস্থলে সলাত আদায় করে নাও।"[৪]

٤٠٥. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوْا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِي الطِّيْنِ وَالدَّحَضِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ১, হাঃ ১০৮১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৬৯৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ২, হাঃ ১০৮২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাঃ ৬৯৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ১৬৫৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাঃ ৬৯৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৬৬৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৬৯৭

৪০৫. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর মুয়ায্‌যিনকে এক প্রবল বর্ষণের দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবে, তখন 'হাইয়া আলাস্ সালাহ্' বলবে না, বলবে, "সাল্লু ফী বুয়ূতিকুম" তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে সলাত আদায় কর। তা লোকেরা অপছন্দ করল। তখন তিনি বললেন ঃ আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)) তা করেছেন। জুমু'আহ নিঃসন্দেহে জরুরী। আমি অপছন্দ করি, তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলতে।[১]

٦/٤. بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

৬/৪. সফরে যানবাহনের উপর নফল সলাত বৈধ মুখ যে দিকেই থাক।

٤٠٦. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

৪০৬. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সফরে ফার্‌য সলাত ব্যতীত তাঁর সওয়ারী হতেই ইঙ্গিতে রাতের সলাত আদায় করতেন। সওয়ারী যে দিকেই ফিরুক না কেন, আর তিনি বাহনের উপরেই বিত্‌র আদায় করতেন।[২]

٤٠٧. حديث عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

৪০৭. 'আমির ইব্‌নু রাবী'আহ হতে বর্ণিত। তিনি (ﷺ)-কে রাতের বেলা সফরে বাহনের পিঠে বাহনের গতিমুখী হয়ে নফল সলাত আদায় করতে দেখেছেন।[৩]

٤٠٨. حديث أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.

৪০৮. আনাস ইব্‌নু সীরীন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) যখন শাম (সিরিয়া) হতে ফিরে আসছিলেন, তখন আমরা তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম। আইনুত্ তাম্‌র (নামক) স্থানে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমি তাঁকে দেখলাম গাধার পিঠে (আরোহী অবস্থায়) সামনের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করছেন। অর্থাৎ কিব্‌লার বাম দিকে মুখ করে। তখন তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাকে তো দেখলাম কিব্‌লা ছাড়া অন্য দিকে মুখ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৯০১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৬৯৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৪ : বিত্‌র, অধ্যায় ৬, হাঃ ১০০০; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৭০০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ১২, হাঃ ১১০৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৭০০

করে সলাত আদায় করছেন? তিনি বললেন, যদি আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে এরূপ করতে না দেখতাম, তবে আমিও তা করতাম না।[১]

٦/٥. بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الحضر

৬/৫. সফরে দু' সলাত একত্রে আদায় বৈধ।

٤٠٩. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ.

৪০৯. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেখেছি সফরে ব্যস্ততার কারণে তিনি মাগরিবের সলাত বিলম্বিত করেছেন, এমনকি মাগরিব ও 'ইশার সলাত একত্রে আদায় করেছেন।[২]

٤١٠. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

৪১০. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহ্‌রের সলাত বিলম্বিত করতেন। অতঃপর অবতরণ করে দু' সলাত একসাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর শুরু করার পূর্বেই সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে যুহ্‌রের সলাত আদায় করে নিতেন। অতঃপর সওয়ারীতে চড়তেন।[৩]

٦/٦. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

৬/৬. বাড়িতে অবস্থানকালে দু' সলাত একত্রে আদায়।

٤١١. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا.

৪১১. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে আট রাক'আত একত্রে (যুহর ও আসরের) এবং সাত রাক'আত একত্রে (মাগরিব-'ইশার) সলাত আদায় করেছি। (তাই সে ক্ষেত্রে যুহ্‌র ও মাগরিবের পর সুন্নাত আদায় করা হয়নি।)[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ৬, হাঃ ১০৯১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৭০৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ৬, হাঃ ১০৯২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৭০৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১১১২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৭০২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১১৭৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৭০৫

٧/٦. بَابُ جَوَازِ الإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ

৬/৭. সলাত শেষে ডান ও বাম উভয় দিক দিয়েই মুখ ফিরিয়ে বসা বৈধ।

٤١٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِيْنِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

৪১২. আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ (ইব্‌নু মাসঊদ) (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন স্বীয় সলাতের কোন কিছু শয়তানের জন্য না করে। তা হল, শুধুমাত্র ডান দিকে ফিরা আবশ্যক মনে করা। আমি নাবী (ﷺ)-কে অধিকাংশ সময়ই বাম দিকে ফিরতে দেখেছি।[১]

٩/٦. بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوْعِ فِيْ نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوْعِ الْمُؤَذِّنِ

৬/৯. ইক্বামাত আরম্ভ হওয়ার পর নফল সলাত আরম্ভ করা অপছন্দনীয়।

٤١٣. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا.

৪১৩. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মালিক ইব্‌নু বুহাইনাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গেলেন। অন্য সূত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, 'আবদুর রহমান (রহ.)....হাফ্‌স ইব্‌নু আসিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মালিক ইব্‌নু বুহাইনা নামক আয্‌দ গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতে দেখলেন। তখন ইক্বামাত হয়ে গেছে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন সলাত শেষ করলেন, লোকেরা সে লোকটিকে ঘিরে ফেলল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন ঃ ফাজর কি চার রাক'আত? ফাজর কি চার রাক'আত?* [১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৯৫, হাঃ ৮৫২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৭০৭

* ইকামাত হয়ে গেলে কোন নাফল সলাত আদায় করা যাবেনা। এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় অনেকে ইকামাত হয়ে যাবার পরও নফল সলাত আদায় করতে থাকেন। বিশেষ করে ফাজরের সলাত চলাকালীন সময়ে অনেককেই দেখা যায় সুন্নাত দু'রাকআত সলাত আদায় করতে। ফাজরের জামা'আত চলতে থাকলে ঐ জামা'আতে শামিল না হয়ে তাড়াহুড়ো করে সুন্নাত পড়ে জামা'আতে শামিল হওয়া হাদীসের বিরোধিতা করার শামিল।

প্রমাণ নিম্নের হাদীসগুলো ঃ

'আবদুল্লাহ ইবনু সারজাস বলেন, এক ব্যক্তি এল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ফাজরের সলাতে ছিলেন। ফলে লোকটি দু'রাক'আত আদায় করে জামা'আতে প্রবেশ করল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাত শেষ করে তাকে বললেন, ওহো অমুক! সলাত কোনটি! যেটি আমাদের সঙ্গে আদায় করলে সেটি না যেটি তুমি একা আদায় করলে? (নাসায়ী, মাবসূত ১ম খণ্ড ১০১ পৃষ্ঠা লাহোরী ছাপা) নাবী বলেছেন, যখন ফারয সলাতে তাকবীর দেয়া হয়ে যায় তখন ফারয সলাত ব্যতীত অন্য কোন (নাফল বা সুন্নাত) সলাত হবে না। (মুসলিম, মিশকাত ৯৬ পৃষ্ঠা)

হানাফী ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, সুন্নাত না আদায় করে জামা'আতেই ঢুকতে হবে। (মাবসূত ১ম খণ্ড ১৬৭ পৃষ্ঠা) ফাজরের সুন্নাত সলাত ছুটে গেলে ফারয সলাত আদায়ের পর পরই পড়ে নিবে অথবা কোন জরুরী প্রয়োজন থাকলে এ দু'রাক'আত সলাত সূর্যোদয়ের পরেও পড়তে পারবেন। (তিরমিযী ১ম খণ্ড)

٦/١١. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوْسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا وَأَنَّهَا مَشْرُوْعَةٌ فِيْ جَمِيْعِ الْأَوْقَاتِ

৬/১১. তাহিয়াতুল মাসজিদ দু' রাক'আত আদায় করা বাঞ্ছনীয় এবং তা আদায়ের পূর্বে বসা অপছন্দনীয় এবং যে কোন সময় তা পড়া বৈধ।

٤١٤. حديث أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

৪১৪. আবূ কাতাদাহ্ সালামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়[২]

٦/١٢. بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ قُدُوْمِهِ

৬/১২. সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মাসজিদে দু' রাক'আত সলাত আদায় করা মুস্তাহাব।

٤١٥. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِيْ جَمَلِيْ وَأَعْيَا فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِيْ وَأَعْيَا وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ أَالْآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ.

৪১৫. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীরে চলছিল বরং চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নাবী (ﷺ) আমার কাছে এলেন এবং বললেন, জাবির? আমি বললাম, জী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কী? আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়ছে। আমি পরের দিন মাসজিদে নাববীতে গিয়ে তাঁকে দরজার সামনে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন এলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার উটটি রাখ এবং মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সলাত আদায় কর। আমি মাসজিদে প্রবেশ করে সলাত আদায় করলাম।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৬৬৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৭১১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৬০, হাঃ ৪৪৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৭১৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২০৯৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৭১৫

١٣/٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتٍّ وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

৬/১৩. চাশতের সলাত মুস্তাহাব এবং তার সর্বনিম্ন পরিমাণ দু' রাক'আত। সর্বোচ্চ পরিমাণ আট রাক'আত, মধ্যম পরিমাণ চার বা ছয় রাক'আত এবং এই সলাত সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

٤١٦. **حديث** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا.

৪১৬. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে 'আমাল করা পছন্দ করতেন, সে 'আমাল কোন কোন সময় এ আশঙ্কায় ছেড়েও দিতেন যে, সে 'আমাল করতে থাকবে, ফলে তাদের উপর তা ফারয হয়ে যাবে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাশ্‌তের সলাত আদায় করেননি। আমি সে সলাত আদায় করি।[১]

٤١٧. **حديث** أُمِّ هَانِئٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِيْ بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

৪১৭. ইব্‌নু আবূ লায়লা (রহ.) হতে বর্ণিত। উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ব্যতীত অন্য কেউ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সলাতুয্ যুহা (পূর্বাহ্নের সলাত) আদায় করতে দেখেছেন বলে আমাদের জানাননি। তিনি [উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গোসল করার পর আট রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। আমি তাঁকে এর থেকে সংক্ষিপ্ত কোন সলাত আদায় করতে দেখিনি, তবে তিনি রুকূ' ও সাজদাহ্ পূর্ণভাবে আদায় করেছিলেন।[২]

٤١٨. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوْتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.

৪১৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু (নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। (তা হল) (১) প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম (পালন করা), (২) সলাতুয্-যোহা (চাশ্‌ত এর সলাত আদায় করা) এবং (৩) বিত্‌র (সলাত) আদায় করে শয়ন করা।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৫, হাঃ ১১২৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৭১৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৩৫৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৩৩৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১১৭৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৭২১

٦/١٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا

৬/১৪. ফাজ্‌রের দু' রাক'আত সলাত মুস্তাহাব এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

٤١٩. حَدِيْثُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.

৪১৯. হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুআয্‌যিন সুব্‌হে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকত (ও আযান দিত) এবং ভোর স্পষ্ট হতোথ– জামা'আত দাঁড়ানোর পূর্বে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সংক্ষেপে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে নিতেন।[১]

٤٢٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

৪২০. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফাজরের আযান ও ইকামতের মাঝে দু' রাক'আত সলাত সংক্ষেপে আদায় করতেন।[২]

٤٢١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ.

৪২১. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফাজরের আযান ও ইকামতের মাঝে দু' রাক'আত সলাত এতো সংক্ষেপে আদায় করতেন যে, আমি মনে মনে বলতাম, তিনি কি সূরাহ ফাতিহা পাঠ করেছেন?[৩]

٤٢٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

৪২২. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কোন নফল সালাতকে ফাজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন না।[৪]

٦/١٥. بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ

৬/১৫. ফার্‌য সলাতের আগে ও পরে সুন্নাতে রাতেবা বা নিয়মিত সুন্নাতের ফাযীলাত ও তার সংখ্যা।

٤٢٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِيْ بَيْتِهِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২, হাঃ ৬১৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৭২৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২, হাঃ ৬১৯,; মুসলিম, পর্ব ৬, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৭২৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ২৮, হাঃ ১১৬৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৭২৪

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ১১৬৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৬২৪

৪২৩. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে যুহরের পূর্বে দু'রাক'আত, যুহরের পর দু'রাক'আত, মাগরিবের পর দু'রাক'আত, 'ইশার পর দু'রাক'আত এবং জুমু'আহ্‌র পর দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছি। তবে মাগরিব ও 'ইশার পরের সলাত তিনি তাঁর ঘরে আদায় করতেন।[1]

١٦/٦. بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا

৬/১৬. নফল সলাত দাঁড়িয়ে, বসে এবং একই সলাতের কিছু দাঁড়িয়ে ও বসে পড়া বৈধ।

٤٢٤. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ.

৪২৪. মু'মিনদের মা 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের কোন সলাতে আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বসে কিরা'আত পড়তে দেখিনি। অবশ্য শেষ দিকে বার্ধক্যে উপনীত হলে তিনি বসে কিরা'আত পড়তেন। যখন (আরম্ভকৃত) সূরার ত্রিশ চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকত, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সে পরিমাণ কিরা'আত পড়ার পর রুকূ' করতেন।[2]

٤٢٥. حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ.

৪২৫. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বসে সলাত আদায় করতেন। বসেই তিনি কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন তাঁর কিরা'আতের প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকত, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করতেন, অতঃপর রুকূ' করতেন; পরে সাজদাহ্ করতেন। দ্বিতীয় রাকা'আতেও অনুরূপ করতেন। সলাত শেষ করে তিনি লক্ষ্য করতেন, আমি জাগ্রত থাকলে আমার সাথে বাক্যালাপ করতেন আর ঘুমিয়ে থাকলে তিনিও শুয়ে পড়তেন।[3]

١٧/٦. بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ

৬/১৭. রাতের সলাত, নাবী (ﷺ)-এর রাতের সলাতের সংখ্যা এবং বিত্‌রের সলাত এক রাক'আত ও এক রাক'আত সলাত সহীহ্।

٤٢٦. حديث عَائِشَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ২৯, হাঃ ১১৭২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৭২৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১১৪৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৭৩১

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ২০, হাঃ ১১১৯; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৭৩১

رَكْعَةً يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ.

৪২৬. আবূ সালামাহ ইব্‌নু 'আবদুর রহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমাযান মাসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সলাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রমাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাক'আতের অধিক সলাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তুমি সেই সলাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত (বিত্‌র) সলাত আদায় করতেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি বিত্‌রের পূর্বে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি ইরশাদ করলেন ঃ আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।[১]

٤٢٧. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

৪২৭. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) রাতের বেলা তের রাক'আত সলাত আদায় করতেন, বিত্‌র এবং ফাজরের দু রাক'আত (সুন্নাত)ও এর অন্তর্ভুক্ত।[২]

٤٢٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُوْمُ اٰخِرَهُ فَيُصَلِّيْ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

৪২৮. আসওয়াদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাতে নাবী (ﷺ)-এর সলাত কেমন ছিল? তিনি বলেন, তিনি প্রথমাংশে ঘুমাতেন, শেষাংশে জেগে সলাত আদায় করতেন। অতঃপর তাঁর শয্যায় ফিরে যেতেন, মুআয্‌যিন আযান দিলে দ্রুত উঠে পড়তেন, তখন তাঁর প্রয়োজন থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় উযূ করে (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যেতেন।[৩]

٤٢٩. حديث عَائِشَةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ كَانَ يَقُوْمُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১১৪৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৭৩৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১০, হাঃ ১১৪০; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৭৩৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১১৪৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৭৩৯

৪২৯. মাসরূক্ব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কোন্ আমলটি সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল? তিনি বললেন, নিয়মিত 'আমল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন।[১]

٤٣٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِيْ إِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩০. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আমার নিকট ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ই সাহ্রীর সময় হতো। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে এ কথা বলেছেন।[২]

٤٣١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

৪৩১. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের সকল অংশে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) বিত্র আদায় করতেন আর (জীবনের) শেষ দিকে সাহ্রীর সময় তিনি বিত্র আদায় করতেন।[৩]

٢٠/٦. بَابُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ

৬/২০. রাতের সলাত দু' রাক'আত দু' রাক'আত এবং বিত্র শেষ রাতে এক রাক'আত।

٤٣٢. حديث ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

৪৩২. ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট রাতের সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ রাতের সলাত দু' দু' (রাক'আত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফাজর হবার আশঙ্কা করে, সে যেন এক রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়। আর সে যে সলাত আদায় করল, তা তার জন্য বিত্র হয়ে যাবে।[৪]

٤٣٣. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

৪৩৩. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বিত্রকে তোমাদের রাতের শেষ সলাত করবে।[৫]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৭, হাঃ ১১৩২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৭৪১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৭, হাঃ ১১৩৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৭৪২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৪ : বিত্র, অধ্যায় ২, হাঃ ৯৯৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৭৪৫

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৪ : বিত্র, অধ্যায় ১, হাঃ ৯৯১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২০, হাঃ ৭৪৯

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৪ : বিত্র, অধ্যায় ৪, হাঃ ৯৯৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২০, হাঃ ৭৫১

٢٤/٦. بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِيْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيْهِ

৬/২৪. শেষ রাতে দু'আ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সে সময় কবূল হওয়া।

٤٣٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ.

৪৩৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।[1]

٢٥/٦. بَابُ التَّرْغِيبِ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ

৬/২৫. রমাযানের রাতের ক্বিয়ামের বা 'ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান আর তা হচ্ছে (কিয়ামু রমাযান) তারাবীহ।

٤٣٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৪৩৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রাত জেগে 'ইবাদাত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[2]

٤٣٦. حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.

৪৩৬. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কোন একরাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মাসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও সলাত আদায় করলেন, সকালে তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চেয়ে অধিক সংখ্যক সাহাবী একত্রিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও তাঁরা এ সম্পর্কে

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১১৪৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৭৫৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৭ : পথে আটকা পড়া ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারীর বিধান, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৩৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৭৬০

আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মাসজিদে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বের হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মাসজিদে মুসুল্লীগণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ফাজরের সলাতের জন্য বের হলেন এবং ফাজরের সলাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। অতঃপর আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করেন। অতঃপর বললেন ঃ আম্মা বা'দ (তারপর বক্তব্য এই যে) এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার নিকট গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফারয করে দেয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়।[১]

٢٦/٦. بَابُ الدُّعَاءِ فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ

৬/২৬. রাতের সলাতে দু'আ এবং রাতে সলাতে দণ্ডায়মান হওয়া।

٤٣٧. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءًا بَيْنَ وُضُوْءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّيْ كُنْتُ أَتَّقِيْهِ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِيْ فَأَدَارَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا وَفَوْقِيْ نُوْرًا وَتَحْتِيْ نُوْرًا وَأَمَامِيْ نُوْرًا وَخَلْفِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا.

قَالَ كُرَيْبٌ (الراوي عَن ابنِ عَبَّاسٍ) وَسَبْعٌ فِي التَّابُوْتِ فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِيْ بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَشَعَرِيْ وَبَشَرِيْ وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

৪৩৭. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মাইমূনাহ (রাঃ)-এর ঘরে রাত কাটালাম। তখন নাবী (ﷺ) উঠে তাঁর প্রয়োজনাদি সেরে মুখ-হাত ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে উঠে পানির মশকের নিকট গিয়ে এর মুখ খুললেন। এরপর মাঝারি রকমের এমন অযূ করলেন যে, তাতে অধিক পানি লাগালেন না। অথচ পুরা 'উযূই করলেন। অতঃপর তিনি সলাত আদায় করতে লাগলেন। তখন আমিও জেগে উঠলাম। তবে আমি কিছু দেরী করে উঠলাম। এজন্য যে, আমি এটা পছন্দ করলাম না যে, তিনি আমার অনুসরণকে দেখে ফেলেন। যা হোক আমি অযূ করলাম। তখনও তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। সুতরাং আমি গিয়ে তাঁর বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার কান ধরে তাঁর ডান দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন। এরপর তাঁর তেরো রাক'আত সলাত পূর্ণ হলো। অতঃপর তিনি আবার কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি নাক ডাকাতেও লাগলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি ঘুমালে নাক ডাকাতেন। এরপর বিলাল (রাঃ) এসে তাঁকে জাগালেন। তখন তিনি নতুন অযূ না করেই সলাত আদায় করলেন। তাঁর

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৯২৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৭৬১

দু'আর মধ্যে এ দু'আও ছিল ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে, আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে-বামে, আমার উপর-নীচে, আমার সামনে-পেছনে, আমার জন্য নূর দান করুন।

কুরায়ব (রহ.) বলেন, এ সাতটি আমার তাবূতের মত। এরপর আমি 'আব্বাসের পুত্রদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, তিনি আমাকে এ সাতটি অঙ্গের কথা বর্ণনা করলেন এবং রগ, গোশ্ত, চুল ও চামড়ার উল্লেখ করলেন এবং আরো দু'টির কথা উল্লেখ করেন।[১]

٤٣٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِيْ وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

৪৩৮. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একদা নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী মায়মূনাহ (রাঃ)-এর ঘরে রাত কাটান। তিনি ছিলেন ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ)-এর খালা। ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমি বিছানার প্রশস্ত দিকে শুলাম এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শুলেন; আর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনিভাবে রাত যখন অর্ধেক হয়ে গেল তার কিছু পূর্বে কিংবা কিছু পরে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জাগলেন। তিনি বসে হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে লাগলেন। অতঃপর সূরাহ আলু-'ইমরানের শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত মশক হতে সুন্দরভাবে উযূ করলেন। অতঃপর সলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমিও উঠে তিনি যেরূপ করেছেন তদ্রূপ করলাম। তারপর গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে একটু নাড়া দিয়ে ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। অতঃপর তিনি দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর বিতর আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর নিকট মুয়ায্‌যিন এলে তিনি দাঁড়িয়ে হাল্কাভাবে দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ফাজরের সলাত আদায় করলেন।[২]

٤٣٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِيْ بِاللَّيْلِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ১০, হাঃ ৬৩১৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৭৬৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ১৮৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৭৬৩

৪৩৯. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর সলাত ছিল তের রাক'আত অর্থাৎ রাতে। (তাহাজ্জুদ ও বিত্‌রসহ)।[1]

٤٤٠. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

৪৪০. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) রাতে যখন তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করতেন, তখন বলতেন ঃ হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্! সব প্রশংসা একমাত্র আপনারই, আসমান ও যমীনের তত্ত্বাবধায়ক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব স্তুতি। আসমান ও যমীন এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমান যমীন ও এগুলোর মধ্যকার সব কিছুর নূর আপনিই। আপনি হক্, আপনার বাণী হক, আপনার ওয়াদা হক, আপনার সাক্ষাৎ হক, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক এবং ক্বিয়ামাত হক। ইয়া আল্লাহ্! আপনারই উদ্দেশে আমি ইসলাম কবূল করেছি এবং আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, তাওয়াক্কুল করেছি আপনারই ওপর, আপনারই কাছে বিবাদ হাওয়ালা করেছি, আপনারই কাছে ফায়সালা চেয়েছি। তাই আপনি আমার পূর্বের ও পরের গুপ্ত ও প্রকাশ্য এবং যা আপনি আমার চেয়ে অধিকজ্ঞাত তাই সবই মাফ করে দিন। আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন ইলাহ্ নেই।[2]

٢٧/٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

৬/২৭. রাতের সলাতে কিরাআত লম্বা করা মুস্তাহাব।

٤٤١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ.

৪৪১. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে আমি নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছে করে ফেলেছিলাম। (আবূ ওয়াইল (রহ.) বলেন) আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ইচ্ছে করেছিলেন? তিনি বললেন, ইচ্ছে করেছিলাম, বসে পড়ি এবং নাবী (সাঃ)-এর ইক্তিদা ছেড়ে দেই।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১০, হাঃ ১১৩৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৭৬৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৭৪৪২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৭৬৯

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১১৩৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৭৭৩

٢٨/٦. بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجْمَعَ حَتَّى أَصْبَحَ

৬/২৮. ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে যে সকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি ঘুমাল।

٤٤٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِيْ أُذُنِهِ.

৪৪২. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট এমন এক লোকের ব্যাপারে উল্লেখ করা হল, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন লোক যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে।[1]

٤٤٣. حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِيْنَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾.

৪৪৩. 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এক রাতে তাঁর কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ)-এর নিকট এসে বললেন ঃ তোমরা কি সলাত আদায় করছ না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ্ তা'আলার হাতে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে মরযী করবেন, জাগিয়ে দিবেন। আমরা যখন একথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর করলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন ঃ ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ "মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়"– (আল-কাহাফ ঃ ৫৪)।[2]

٤٤٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

৪৪৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে একটি গিঁট খুলে যায়, পরে উযূ করলে আর একটি গিঁট খুলে যায়, অতঃপর

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩২৭০; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৭৭৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৫, হাঃ ১১২৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৭৭৫

সলাত আদায় করলে আর একটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।[১]

٢٩/٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِيْ بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ

৬/২৯. নফল সলাত বাড়িতে আদায় করা মুস্তাহাব এবং তা মাসজিদে জায়িয।

٤٤٥. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

৪৪৫. ইব্‌নু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরেও কিছু সলাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর বানিয়ে নিবে না।[২]

٤٤٦. حديث أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

৪৪৬. আবূ মূসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র করে, আর যে ব্যক্তি যিক্‌র করে না, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের।[৩]

٤٤٧. حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيْرٍ فِيْ رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيْهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِيْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

৪৪৭. যায়দ ইব্‌নু সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রমাযান মাসে একটি ছোট কামরা বানালেন। তিনি (বুস্‌র ইব্‌নু সা'ঈদ (রহ.) বলেন, মনে হয়, (যায়দ ইব্‌নু সাবিত (رضي الله عنه) কামরাটি চাটাই তৈরি ছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত সলাত আদায় করেন। আর তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করেন। তিনি যখন তাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি বসে থাকলেন। পরে তিনি তাঁদের নিকট এসে বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই সলাত আদায় কর। কেননা, ফার্‌য সলাত ব্যতীত লোকেরা ঘরে যে সলাত আদায় করে তা-ই উত্তম।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১২, হাঃ ১১৪২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৭৭৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫২, হাঃ ৪৩২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৭৭৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ৬৪০৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৭৭৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮১, হাঃ ৭৩১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৯, ৭৮১

٣١/٦. بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِيْ صَلَاتِهِ أَوْ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوْ الذِّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ

৬/৩১. কোন ব্যক্তি সলাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে অথবা কুরআন পাঠ ও যিক্‌র আযকার এলোমেলো হলে তার প্রতি শুয়ে যাওয়া অথবা বসে যাওয়ার নির্দেশ যে পর্যন্ত না ঐ অবস্থা কেটে যায়।

٤٤٨. **حديث** عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ قَالُوْا هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.

৪৪৮. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মাসজিদে) প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, দু'টি স্তম্ভের মাঝে একটি রশি টাঙানো রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ রশিটি কী কাজের জন্য? লোকেরা বললো, এটি যায়নাবের রশি, তিনি ('ইবাদাত করতে করতে) অবসন্ন হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজেকে বেঁধে দেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন ঃ না, ওটা খুলে ফেল। তোমাদের যে কোন ব্যক্তির প্রফুল্লতা ও সজীবতা থাকা পর্যন্ত ইবাদাত করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যেন সে বসে পড়ে।[১]

٤٤٩. **حديث** عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوْا.

وَكَانَ أَحَبَّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

৪৪৯. 'আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার তাঁর নিকট আসেন, তাঁর নিকট তখন এক মহিলা ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ইনি কে?' আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) উত্তর দিলেন, অমুক মহিলা, এ বলে তিনি তাঁর সলাতের উল্লেখ করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ 'থাম, তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখ, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়।

আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল সেটাই, যা আমলকারী নিয়মিত করে থাকে।[২]

٤٥٠. **حديث** عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

৪৫০. 'আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সলাতরত অবস্থায় তোমাদের কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সে যেন ঘুমের আমেজ চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১১৫০; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৭৮৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৪৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৭৮৫

নেয়। কারণ, যে তন্দ্রাবস্থায় সলাত আদায় করে সে জানে না যে, সে কি ইসতিগফার করছে নাকি নিজেকে গালি দিচ্ছে।[১]

٦/٣٣. بَابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْاٰنِ وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَذَا وَجَوَازِ قَوْلِ أُنْسِيْتُهَا

৬/৩৩. কুরআন বার বার পাঠ করার নির্দেশ আর এ কথা বলা অপছন্দনীয় যে আমি অমুক অমুক সূরাহ ভুলে গেছি কিন্তু এ কথা বলা জায়িয যে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

٤٥١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا اٰيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

৪৫১. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক কারীকে রাতে মসজিদে কুরআন মাজীদ পাঠ করতে শুনলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা অমুক অমুক সূরাহ থেকে ভুলতে বসেছিলাম।[২]

٤٥٢. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

৪৫২. ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গেঁথে (মুখস্থ) রাখে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু যদি সে বন্ধন খুলে দেয়, তবে তা আয়ত্তের বাইরে চলে যা[৩]

٤٥٣. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ.

৪৫৩. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুতবেগে চলে যায়।[৪]

٤٥٤. حديث أَبِي مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ২১২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৭৮৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৫০৪২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৭৮৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৫০৩১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৭৮৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৫০৩২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৭৯০

৪৫৪. আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহ্‌র কসম! যার কবজায় আমার জীবন! কুরআন বন্ধনমুক্ত উটের চেয়েও দ্রুত বেগে দৌড়ে যায়।[১]

٦/٣٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ

৬/৩৪. সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা বাঞ্ছনীয়।

٤٥٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْذَنْ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْاٰنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيْدُ يَجْهَرُ بِهِ.

৪৫৫. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ কোন নাবীকে ঐ অনুমতি দেননি, যা আমাকে দিয়েছেন, আর তা কুরআন তিলাওয়াত যথেষ্ট। রাবী বলেন, এর অর্থ সুস্পষ্ট করে আওয়াজের সাথে কুরআন পাঠ করা।[২]

٤٥٦. حديث أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُوْسٰى لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ.

৪৫৬. আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ মূসা! তোমাকে দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সুমধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।[৩]

٦/٣٥. بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ سُوْرَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

৬/৩৫. মাক্কাহ বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সূরাহ ফাতহ্ পড়ার বর্ণনা।

٤٥٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّعُ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِيْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.

৪৫৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর উটনীর উপর দেখেছি, তিনি 'তারজী' করে সূরাহ ফাত্হ তিলাওয়াত করছেন। বর্ণনাকারী মু'আবিয়া ইবনু কুররা (রহ.) বলেন, যদি আমার চারপাশে লোকজন জমায়েত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তা হলে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তিলাওয়াত বর্ণনা করতে যেভাবে তারজী করেছিলেন আমিও ঠিক সে রকমে তারজী করে তিলাওয়াত করতাম।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৫০৩৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৭৯১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৫০২৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৭৯৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৫০৪৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৭৯৩

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৪২৮১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৭৯৪

٣٦/٦. بَابُ نُزُوْلِ السَّكِيْنَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

৬/৩৬. কুরআন পাঠের সময় প্রশান্তি অবতীর্ণ হওয়া।

٤٥٨. حديث الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةُ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ فُلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ.

৪৫৮. বার'আ ইব্নু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সাহাবী সূরাহ কাহ্ফ তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর বাড়িতে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন লাফালাফি করতে লাগল। তখন ঐ সাহাবী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন। তখন তিনি দেখলেন, একখণ্ড মেঘ এসে তাকে ঢেকে দিয়েছে। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি এভাবে তিলাওয়াত করবে। এটা তো প্রশান্তি ছিল, যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল।[১]

٤٥٩. حديث أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوْطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ.

৪৫৯. উসাইদ ইব্নু হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদা রাত্রে তিনি সুরা আল-বাকারাহ পাঠ করছিলেন। তখন তাঁর ঘোড়াটি তারই পাশে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ভীত হয়ে লাফ দিয়ে উঠল এবং ছুটাছুটি শুরু করল। যখন পাঠ বন্ধ করলেন তখনই ঘোড়াটি শান্ত হল। আবার পাঠ শুরু করলেন। ঘোড়াটি আগের মত করল। যখন পাঠ বন্ধ করলেন ঘোড়াটি শান্ত হল। আবার পাঠ আরম্ভ করলে ঘোড়াটি আগের মত করতে লাগল। এ সময় তার পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়াটির নিকটে ছিল। তার ভয় হচ্ছিল যে, ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে। তখন তিনি পুত্রকে টেনে আনলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলেন। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উক্ত ঘটনা বললেন। ঘটনা শুনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে ইব্নু হুযইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)! তুমি যদি পাঠ করতে, হে ইব্নু হুযইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)! তুমি যদি পাঠ করতে। ইব্নু হুযয়র আরয করলেন, আমার ছেলেটি ঘোড়ার নিকট থাকায় আমি ভয় পেয়ে গেলাম হয়ত বা ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে, সুতরাং আমি আমার মাথা উপরে উঠাতেই মেঘের মত কিছু দেখলাম, যা আলোর মত ছিল। আমি যখন বাইরে এলাম

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬১৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৭৯৫

তখন আর কিছু দেখলাম না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি কি জান, ওটা কী ছিল? বললেন, না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তারা ছিল মালাইকাহ। তোমার তিলাওয়াত শুনে তোমার কাছে এসেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে তারাও ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করত এবং লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত।[১]

٦/٣٧. بَابُ فَضِيْلَةِ حَافِظِ الْقُرْاٰنِ

৬/৩৭. কুরআনের হাফিযের ফাযীলাত।

٤٦٠. حديث أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

৪৬০. আবূ মূসা আশ'আরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ কুরআন পাঠকারী মু'মিনের দৃষ্টান্ত কমলালেবুর ন্যায়, যার ঘ্রাণও উত্তম স্বাদও উত্তম। যে মু'মিন কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায়, যার কোন সুঘ্রাণ নেই তবে এর স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে তার দৃষ্টান্ত রায়হানার ন্যায়, যার সুঘ্রাণ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না তার দৃষ্টান্ত হন্যালাহ ফলের ন্যায়, যার সুঘ্রাণও নাই, স্বাদও তিক্ত।[২]

٦/٣٨. بَابُ فَضْلِ الْمَاهِرِ فِي الْقُرْاٰنِ وَالَّذِيْ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ

৬/৩৮. কুরআনের যে অভিজ্ঞ এবং এটা শিক্ষার জন্য যে লেগে থাকে তার মর্যাদা।

٤٦١. حديث عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ.

৪৬১. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরআনের হাফেয পাঠক, লিপিকর সম্মানিত ফেরেশতার মত। অতি কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন মাজীদ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৫০১৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৭৯৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৫৪২৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৭৯৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৮০, হাঃ ৪৯৩৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৭৯৮

٣٩/٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيْهِ وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوْءِ عَلَيْهِ

৬/৩৯. নৈপুণ্য ও মর্যাদাবান ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠ উত্তম যদিও পাঠক শ্রোতার চেয়ে উত্তম।

٤٦٢. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُبَيٍّ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى.

৪৬২. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) উবাই ইব্‌নু কা'ব (রাঃ)-কে বললেন, আল্লাহ "সূরাহ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ তোমাকে পড়ে শুনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই ইব্‌নু কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কি আমার নাম করেছেন? নাবী (ﷺ) বললেন, হাঁ। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন।[1]

٤٠/٦. بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّرِ

৬/৪০. কুরআন পাঠ শ্রবণের মর্যাদা এবং হাফিযদের নিকট থেকে পড়া শুনতে চাওয়া এবং তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা ও গবেষণা করার মর্যাদা।

٤٦٣. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ لِي كُفَّ أَوْ أَمْسِكْ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ.

৪৬৩. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন পাঠ করো। আমি উত্তরে বললাম, আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করবো;' অথচ আপনারই ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন পাঠ শোনা পছন্দ করি। আমি তখন সূরাহ্ নিসা পাঠ করলাম, এমনকি যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম ঃ "অতঃপর চিন্তা করো, আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এ সকলের ওপরে তোমাকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করব তখন তারা কী করবে।" তখন তিনি আমাকে বললেন, "থাম!" আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর (নবী (ﷺ)-এর) দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে।[2]

٤٦٤. **حديث** ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৩৮০৯; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৭৯৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৫০৫৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৮০০

৪৬৪. আলক্বামাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হিম্‌স শহরে ছিলাম। এ সময় ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাঃ) সূরাহ ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এ সূরাহ এভাবে নাযিল হয়নি। এ কথা শুনে ইব্‌নু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর সামনে এ সূরাহ্ তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলেছেন, তুমি সুন্দরভাবে পাঠ করেছ। এ সময় তিনি ঐ লোকটির মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তাই তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা এবং মদ পান করার মত জঘন্যতম অপরাধ এক সাথে করছ? এরপর তিনি তার ওপর হদ (অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি) জারি করলেন।[১]

٤٣/٦. بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثِّ عَلَى قِرَاءَةِ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ الْبَقَرَةِ

৬/৪৩. সূরাহ ফাতিহা ও সূরাহ আল-বাক্বারাহ্‌র শেষ অংশের মর্যাদা এবং সূরাহ আল-বাক্বারাহ্‌র শেষ দু' আয়াত পড়ার প্রতি উৎসাহ দান।

٤٦٥. حديث أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

৪৬৫. বাদ্‌রী সাহাবী আবূ মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, সূরাহ্ বাকারাহ্‌র শেষে এমন দু'টি আয়াত রয়েছে যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াত দু'টোই যথেষ্ট। অর্থাৎ রাত্রে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার যে হক রয়েছে, কমপক্ষে সূরাহ্ বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলে তার জন্য তা যথেষ্ট।[২]

٤٧/٦. بَابُ فَضْلِ مَنْ يَقُوْمُ بِالْقُرْاٰنِ وَيُعَلِّمُهُ وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

৬/৪৭. কুরআন নিজে চর্চাকারী ও অন্যকে শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা এবং ঐ ব্যক্তির মর্যাদা যে কুরআনের হিকমাত, যেমন ফিক্‌হ ইত্যাদি শিক্ষা করে এবং তদনুযায়ী 'আমাল করে ও তা শিক্ষা দেয়।

٤٦٦. حديث ابن عمر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِيْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ.

৪৬৬. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, দু'টি বিষয় ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি তার থেকে গভীর রাতে তিলাওয়াত করেন। দ্বিতীয়ত, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি সেই সম্পদ দিন-রাত দান-খায়রাত করতে থাকেন।[৩]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ৫০০১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৮০১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১২, হাঃ ৪০০৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ৮০৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৫০২৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৮১৫

٤٦٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِيْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

৪৬৭. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ; (১) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন; (২) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে ও তা অন্যকে শিক্ষা দেয়।[1]

٦/٤٨. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ

৬/৪৮. কুরআন সাত রকম পঠনে নাযিল হয়েছে এবং এর অর্থের বর্ণনা।

٤٦٨. حديث عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَقْرَأَنِيْهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُوْدُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّيْ سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْسِلْهُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ أَقْرَأَنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

৪৬৮. 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্‌নু হাকীম (রাঃ)-কে রাসূল (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় সূরাহ্ ফুরক্বান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তাঁর কিরাআত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাআত পাঠ করেছেন; অথচ রাসূল (ﷺ) আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সলাতের মাঝে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। অতঃপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরাহ্ যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, রাসূল (ﷺ)-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূল (ﷺ) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রাসূল(ﷺ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরাহ্ ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূল (ﷺ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, তুমি পাঠ করে শোনাও। অতঃপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বললেন,

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ১৫, হাঃ ৭৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৮১৬

এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে 'উমার! তুমিও পড়। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রাসূল (ﷺ) বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ কর।[১]

٤٦٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيْدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.

৪৬৯. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, 'জিবরীল (আঃ) আমাকে এক আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি সব সময় তাঁর নিকট বেশি ভাষায় পাঠ শুনতে চাইতাম। শেষতক তা সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় সমাপ্ত হয়।[২]

٤٩/٦. بَابُ تَرْتِيْلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ سُوْرَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِيْ رَكْعَةٍ

৬/৪৯. কুরআন তারতিল সহ (ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে) পাঠ করা এবং 'হায্যা' থেকে বিরত থাকা, 'হায্যা' হচ্ছে তাড়াহুড়া করে পড়া এবং এক রাক'আতে একাধিক সূরাহ পড়া বৈধ।

٤٧٠. حديث ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِيْ رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ.

৪৭০. আবূ ওয়াইল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্নু মাস'উদ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, গতরাতে আমি মুফাস্সাল সূরাগুলো এক রাক'আতেই তিলাওয়াত করেছি। তিনি বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই কবিতার ন্যায় দ্রুত পড়েছ। নাবী (ﷺ) পরস্পর সমতুল্য যে সব সূরাহ মিলিয়ে পড়তেন, সেগুলো সম্পর্কে আমি জানি। এ বলে তিনি মুফাস্সাল সূরাসমূহের বিশটি সূরার কথা উল্লেখ করে বলেন, নাবী (ﷺ) প্রতি রাক'আতে এর দু'টি করে সূরাহ পড়তেন।[৩]

٥٠/٦. بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ

৬/৫০. কিরাআত সম্পর্কিত।

٤٧١. حديث عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৪ : ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৪৯৯২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৮১৮

[২] সাতটি আঞ্চলিক ভাষাতে কুরআন অবতীর্ণ হলেও কুরআন লিপিবদ্ধ করার সময় কুরাইশ ভাষাকেই নির্ধারণ করা হয়। (লামহাত ফী উলুমিল কুরআন, ডা. মুহাম্মাদ বিন লুতফী সাব্বাক, পৃষ্ঠা ১৭২) (সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩২১৯; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৮১৯)

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০৬, হাঃ ৭৭৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৮২২

৪৭১. 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ পড়তেন।[1]

٤٧٢. حديث أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُلُّنَا قَالَ فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ فَأَشَارُوْا إِلَى عَلْقَمَةَ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهَؤُلَاءِ يُرِيْدُوْنِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ وَاللهِ لَا أُتَابِعُهُمْ.

৪৭২. ইব্রাহীম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর কতিপয় সাথী আবু দ্দারদা (রাঃ)-এর কাছে আগমন করলেন। তিনিও তাদেরকে তালাশ করে পেয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর কিরাআত অনুযায়ী কে কুরআন পাঠ করতে পারে। আলক্বামাহ (রহ) বললেন, আমরা সকলেই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে ভাল হাফিয কে? সকলেই আলকামার প্রতি ইঙ্গিত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'ঊদকে وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى কীভাবে পড়তে শুনেছেন? আলকামাহ্ (রহ.) বললেন, আমি তাকে وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (ব্যতীত) পড়তে শুনেছি। এ কথা শুনে আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও নাবী (ﷺ)-কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ এসব (সিরিয়াবাসী) লোকেরা চাচ্ছে, আমি যেন আয়াতটি ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ পড়ি। আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের কথা মানবো না।[2]

٦/٥١. بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْهَا

৬/৫১. যে সমস্ত সময়ে সলাত আদায় নিষিদ্ধ।

٤٧٣. حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

৪৭৩. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি–আমার নিকট যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন 'উমার (রাঃ)–আমাকে বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফাজরের পর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত এবং 'আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৪৮৭০; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫০, হাঃ ৮২৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৯২, হাঃ ৪৯৪৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫০, হাঃ ৮২৪

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৫৮১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৮২৬

٤٧٤. حديث أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ.

৪৭৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, ফাজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং 'আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সলাত নেই।[১]

٤٧٥. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا.

৪৭৫. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সলাত আদায়ের ইচ্ছা করো না।[২]

٤٧٦. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ.

৪৭৬. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে, তখন তা পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সলাত আদায় বন্ধ রাখ। আবার যখন সূর্যের এক কিনারা অস্ত যাবে তখন তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সলাত আদায় বন্ধ রাখ।[৩]

٦/٥٤. بَابُ مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ

৬/৫৪. ঐ দু' রাক'আতের পরিচয় যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আসরের পর আদায় করতেন।

٤٧٧. حديث أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ ﷺ أَرْسَلُوْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوْا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا.

فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُوْنِيْ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِيْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُوْنِيْ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৫৮৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৮২৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৫৮৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৮২৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩২৭২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৮২৮

ﷺ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِيْ حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِيْ بِجَنْبِهِ فَقُوْلِيْ لَهُ تَقُوْلُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِيْ عَنْهُ فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِيْ أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.

৪৭৭. কুরাইব (রহ.) হতে বর্ণিত। ইব্নু 'আব্বাস, মিসওয়ার ইব্নু মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইব্নু আযহার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁকে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের সকলের তরফ হতে সালাম পৌঁছিয়ে আসরের পরের দু'রাক'আত সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তাঁকে একথাও বলবে যে, আমরা খবর পেয়েছি যে, আপনি সে দু'রাক'আত আদায় করেন, অথচ আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে দু'রাক'আত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সংবাদে আরও বললেন যে, আমি 'উমার ইব্নু খাত্তাব(রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে এ সলাতের কারণে লোকদের মারধোর করতাম।

কুরাইব (রহ.) বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁদের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস কর। [কুরাইব (রহ.) বলেন] আমি সেখান হতে বের হয়ে তাঁদের নিকট গেলাম এবং তাঁদেরকে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কথা জানালাম। তখন তাঁরা আমাকে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট যে বিষয় নিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা নিয়ে পুনরায় উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট পাঠালেন। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমিও নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তা নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ অতঃপর তাঁকে 'আসরের সলাতের পর তা আদায় করতেও দেখেছি। একদা তিনি আসরের সলাতের পর আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। তখন আমার নিকট বনূ হারাম গোত্রের আনসারী কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমি বাঁদীকে এ বলে তাঁর নিকট পাঠালাম যে, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলবে, উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আপনার নিকট জানতে চেয়েছেন, আপনাকে (আসরের পর সলাতের) দু'রাক'আত নিষেধ করতে শুনেছি; অথচ দেখছি, আপনি তা আদায় করছেন? যদি তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন, তাহলে পিছনে সরে থাকবে, বাঁদী তা-ই করল। তিনি ইঙ্গিত করলেন, সে পিছনে সরে থাকল। সলাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবূ উমায়্যাহ্র কন্যা! আসরের পরের দু'রাক'আত সলাত সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ। আবদুল কায়স গোত্রের কিছু লোক আমার নিকট এসেছিল। তাদের কারণে যুহ্রের পরের দু'রাকা'আত আদায় করা হতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ দু'রাক'আত সে দু'রাক'আত।* [১]

* ঘটনাটি একবারের হলেও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বৈশিষ্ট্যের কারণে তা নিয়মিত সলাতে পরিণত হয়। কারণ, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন আমল একবার শুরু করলে তা নিয়মিত করতেন।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২২ : সাহ্উ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১২৩৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৮৩৪

٤٧٨. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

৪৭৮. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'রাক'আত সলাত আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো অবস্থাতেই ছাড়তেন না। তাহলো ফাজরের সলাতের পূর্বের দু'রাক'আত ও 'আসরের পরের দু'রাক'আত।[১]

٦/٥٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

৬/৫৫. মাগরিব সলাতের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত মুস্তাহাব।

٤٧٩. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ.

৪৭৯. আনাস ইব্নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয্যিন যখন আযান দিতো, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বের হওয়া পর্যন্ত (মসজিদের) খুঁটির নিকট গিয়ে দাঁড়াতেন এবং এ অবস্থায় মাগিরবের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের আযান ও ইকামাতের মধ্যে কিছু (সময়) থাকত না। উসমান ইব্নু জাবালাহ ও আবূ দাউদ (রহ.) শু'বা (রহ.) হতে বর্ণনা করেন যে, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান খুবই সামান্য হত।[২]

٦/٥٦. بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ

৬/৫৬. প্রত্যেক আযান ও ইক্বামাতের মধ্যে সলাত।

٤٨٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ.

৪৮০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মুগাফ্ফাল মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে সলাত রয়েছে। একথা তিনি তিনবার বলেন, (তারপর বলেন) যে চায় তার জন্য।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৫৯২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৮৩৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৬২৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ৮৩৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৬২৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ৮৩৮

٦/٥٧. بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

৬/৫৭. সলাতুল খাউফ বা ভয়ের সলাত।

٤٨١. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُوْلَئِكَ فَجَاءَ أُوْلَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

৪৮১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদলকে সাথে নিয়ে সলাত আদায় করেছেন। অন্যদরকে রেখেছেন শত্রুর মুকাবিলায়। তারপর সলাতরত দলটি এক রাক'আত আদায় করে শত্রুর মুকাবিলায় নিজ সাথীদের স্থানে চলে গেলেন। অতঃপর অন্য দলটি আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তাঁরা তাদের বাকী আরেক রাক'আত আদায় করলেন এবং শত্রুর মুকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার আগের দলটি এসে তাদের বাকী রাক'আতটি পূর্ণ করলেন।[1]

٤٨٢. حديث سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيُصَلِّيْ بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ فِيْ مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أُوْلَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَهُ ثِنْتَانِ ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ.

৪৮২. সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সলাতুল খাওফে) ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। একদল থাকবেন তাঁর সাথে এবং অন্যদল শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে তাদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। তখন ইমাম তাঁর পেছনের একদল নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করবেন। এরপর সলাতরত দলটি নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রুকূ ও দু' সাজদাসহ আরো এক রাক'আত সলাত আদায় করে ঐ দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন। এরপর তারা এলে ইমাম তাদের নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করবেন। এভাবে ইমামের দু'রাক'আত সলাত পূর্ণ হয়ে যাবে। আর পিছনের লোকেরা রুকূ' সাজদাসহ আরো এক রাক'আত সলাত আদায় করবেন।[2]

٤٨٣. حديث خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِيْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৪১৩৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ৮৩৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৪১৩১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা কৃসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ৮৪১

৪৮৩. সলিহ ইবনু খাওয়াত (رضي الله عنه) এমন একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যিনি যাতুর রিকার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সলাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে কাতারে দাঁড়ালেন এবং অপর দলটি থাকলেন শত্রুর সম্মুখীন। এরপর তিনি তার সাথে দাঁড়ানো দলটি নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুক্তাদীগণ তাদের সলাত পূর্ণ করে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দ্বিতীয় দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করে স্থির হয়ে বসে থাকলেন। এরপর মুক্তাদীগণ তাদের নিজেদের সলাত সম্পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।[১]

٤٨٤. حديث جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوْا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.

৪৮৪. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যাতুর রিকার যুদ্ধে আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি ছায়াদার বৃক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছলে নাবী (ﷺ)-এর জন্য আমরা তা ছেড়ে দিলাম। এমন সময় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে গাছের সাথে লটকানো নাবী (ﷺ)-এর তরবারীখানা হাতে নিয়ে তা তাঁর উপর উঁচিয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও কি? তিনি বললেন, না। এরপর সে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ। এরপর নাবী (ﷺ)-এর সাহাবীগণ তাকে ধমক দিলেন। এরপর সলাত আরম্ভ হলে তিনি সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তারা এখান থেকে সরে গেলে অপর দলটি নিয়ে তিনি আরো দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। এভাবে নাবী (ﷺ)-এর হল চার রাক'আত এবং সাহাবীদের হল দু'রাক'আত সলাত।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৪১২৯; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ৮৪২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৪১৩৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সলাত ও তা ক্বসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ৮৪৩

Contents

٧- كِتَابُ الْجُمُعَةِ

পর্ব (৭) ঃ জুমু'আহ্র বর্ণনা

٤٨٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

৪৮৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ জুমু'আহ'র সলাতে আসলে (তার পূর্বে) সে যেন গোসল করে।[১]

٤٨٦. حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّيْ شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِيْ حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِيْنَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

৪৮৬. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) জুমু'আহ'র দিন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন, এ সময় নাবী (ﷺ)-এর প্রথম যুগের একজন মুহাজির সাহাবী এলেন। 'উমার (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, এখন সময় কত? তিনি বললেন, আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই ঘরে ফিরে আসতে পারিনি। এমন সময় আযান শুনতে পেয়ে শুধু উযূ করে নিলাম। 'উমার (রাঃ) বললেন, কেবল উযূই? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) গোসলের আদেশ দিতেন।[২]

١/٧. بَابُ وُجُوْبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ وَبَيَانِ مَا أُمِرُوْا بِهِ

৭/১. জুমু'আহ্র দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর গোসল ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বর্ণনা।

٤٨٧. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

৪৮৭. আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,জুমু'আহ'র দিন প্রত্যেক সাবালকের (মুসলিমের) গোসল করা ওয়াজিব।[৩]

٤٨٨. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيْ فَيَأْتُوْنَ فِي الْغُبَارِ يُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২, হাঃ ৮৭৭; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্র বর্ণনাঃ, হাঃ ৮৪৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২, হাঃ ৮৭৮; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্র বর্ণনাঃ, হাঃ ৮৪৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬১, হাঃ ৮৫৮; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্র বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৮৪৬

৪৮৮. নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন তাদের বাড়ি ও উঁচু এলাকা হতেও জুমু'আহ'র সলাতের জন্য পালাক্রমে আসতেন। আর যেহেতু তারা ধুলো-বালির মধ্য দিয়ে আগমন করতেন, তাই তারা ধূলি মলিন ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তাঁদের দেহ হতে ঘাম বের হত। একদা তাদের একজন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আসেন। তখন নাবী (ﷺ) আমার নিকট ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন ঃ যদি তোমরা এ দিনটিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে।[১]

٤٨٩. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوْا إِذَا رَاحُوْا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوْا فِيْ هَيْئَتِهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.

৪৮৯. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেছেন যে, লোকজন নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই করতেন। যখন তারা দুপুরের পরে জুমু'আহ'র জন্য যেতেন তখন সে অবস্থায়ই চলে যেতেন। তাই তাঁদের বলা হল, যদি তোমরা গোসল করে নিতে।[২]

٢/٧. بَابُ الطِّيْبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৭/২. জুমু'আহ্র দিন সুগন্ধি লাগানো ও মেসওয়াক করা।

٤٩٠. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ.

৪৯০. আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ জুমু'আহ'র দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা ওয়াজিব। আর মিস্ওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে।[৩]

٤٩١. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَيَمَسُّ طِيْبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ.

৪৯১. তাঊস (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন, জুমু'আহ'র দিন গোসল সম্বন্ধে নাবী (ﷺ)-এর বাণীর উল্লেখ করেন তখন আমি ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ) যখন পরিবার পরিজনের সঙ্গে অবস্থান করতেন তখনও কি তিনি সুগন্ধি বা তেল ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, আমি তা জানি না।[৪]

٤٩٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৯০২; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্র বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৮৪৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৯০৩; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্র বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৮৪৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৩, হাঃ ৮৮০; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্র বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৮৪৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ৮৮৫; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্র বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৮৪৮

৪৯২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহ্র হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনে একবার সে যেন গোসল করে।[১]

٤٩٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

৪৯৩. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আহ'র দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সলাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুত্বাহ প্রদানের জন্য বের হন তখন মালায়িকা (ফেরেশতামণ্ডলী) যিক্‌র শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে।[২]

٣/٧. بَابُ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

৭/৩. জুমু'আহ্র দিন খুৎবাহ্ চলাকালীন চুপ থাকা।

٤٩٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

৪৯৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ জুমু'আহ'র দিন যখন তোমার পাশের মুসল্লীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুত্বা দিচ্ছেন, তা হলে তুমি একটি বেহুদা কথা বললে।[৩]

٤/٧. بَابُ فِي السَّاعَةِ الَّتِيْ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৭/৪. জুমু'আহ্র দিনে (দু'আ কবূল হওয়ার) নির্দিষ্ট একটি সময়।

٤٩٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

৪৯৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জুমু'আহ'র দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১২, হাঃ ৮৯৮; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্র বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাঃ ৮৪৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ৮৮১; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্র বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাঃ ৮৫০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৯৩৪; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্র বর্ণনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৮৫১

সময় সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাকে অবশ্যই তা দিয়ে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।[১]

٦/٧. بَابُ هِدَايَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

৭/৬. জুম'আহ্‌র দিনে; এ উম্মাতকে পথের নির্দেশ দান

٤٩٦. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَغَدًا لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.

৪৯৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, পৃথিবীতে আমাদের আগমন সবশেষে হলেও কিয়ামাত দিবসে আমরা অগ্রগামী। কিন্তু, অন্যান্য উম্মাতগণকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। অতঃপর এ দিন তারা মতবিরোধ করেছে। তাই ইয়াহূদীদের মনোনীত শনিবার, খ্রিস্টানদের মনোনীত রবিবার।[২]

٩/٧. بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ

৭/৯. সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথেই জুমু'আহ্‌র সলাতের সময়।

٤٩٧. **حديث** سَهْلٍ بِهٰذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

৪৯৭. সাহ্‌ল ইব্‌নু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীস বর্ণিত, তিনি আরো বলেছেন, জুমু'আহ (সালাতের) পরই আমরা কায়লূলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্‌কা নিদ্রা) এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম।[৩]

٤٩٨. **حديث** سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيْهِ.

৪৯৮. সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে জুমু'আহ্‌র সলাত আদায় করে যখন বাড়ি ফিরতাম তখনও প্রাচীরের ছায়া পড়ত না, যে ছায়ায় আশ্রয় নেয়া যেতে পারে।[৪]

١٠/٧. بَابُ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

৭/১০. সলাতের পূর্বে দু' খুৎবাহ্‌র বর্ণনা এবং এ দুয়ের মাঝে বসা।

٤٩٩. **حديث** ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الْآنَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৯৩৫; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্‌র বর্ণনা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৮৫২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৮৬; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্‌র বর্ণনা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৮৫৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৯৩৯; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্‌র বর্ণনা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৮৫৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৪১৬৮; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্‌র বর্ণনা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৮৬০

৪৯৯. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন। অতঃপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতেন। যেমন তোমরা এখন করে থাক।[1]

٧/١١. بَابُ فِيْ قَوْلِه تَعَالَى وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا

৭/১১. আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে গেল।" (সূরাহ জুমু'আহ ৬২/১১)

٥٠٠. حديث جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا﴾.

৫০০. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) এর সঙ্গে (জুমু'আর) সলাত আদায় করছিলাম। এমন সময় খাদ্য দ্রব্য বহনকারী একটি উটের কাফিলা হাযির হল এবং তারা (মুসল্লীগণ) সে দিকে এত অধিক মনোযোগী হলেন যে, নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে মাত্র বারোজন মুসল্লী অবশিষ্ট ছিলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا﴾ "এবং যখন তারা ব্যবসা বা খেল তামাশা দেখতে পেল। তখন সে দিকে দ্রুত চলে গেল এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল"– (জুমু'আহ ঃ ১১)।[2]

٧/١٣. بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

৭/১৩. সলাত ও খুৎবাহ সংক্ষিপ্ত করা।

٥٠١. حديث يَعْلَى بن أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ﴾.

৫০১. ইয়া'লা (রাঃ) এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে মিম্বারে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন, "আর তারা ডাকবে, হে মালিক।" (যুখরুফ : ৭৭)[3]

٧/١٤. بَابُ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

৭/১৪. ইমামের খুৎবাহ চলাকালীন তাহিয়াতুল মাসজিদ আদায় করা।

٥٠٢. حديث جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

৫০২. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আহ'র দিন নাবী (ﷺ) খুত্বা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সলাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না, তিনি বললেন ঃ উঠ, দু' রাক'আত সলাত আদায় কর।[4]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৯২০; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহর বর্ণনা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৮৬১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৯৩৬; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহর বর্ণনা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৮৬৩

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩২৬৬; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহর বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৮৭১

[4] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৯৩১; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহর বর্ণনা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৮৭৫

٥٠٣. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

৫০৩. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর খুত্‌বাহ প্রদানকালে ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা কেউ এমন সময় মাসজিদে উপস্থিত হলে, যখন ইমাম (জুমু'আহ্‌র) খুত্‌বা দিচ্ছেন, কিংবা মিম্বরে আরোহণের জন্য (হুজরাহ হতে) বেরিয়ে পড়েছেন, তাহলে সে তখন যেন দু' রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়।[১]

١٧/٧. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৭/১৭. জুমু'আহ্‌র দিন (সলাতে) কী পড়বে?

٥٠٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَ ﴿هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾.

৫০৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) জুমু'আহ'র দিন ফাজরের সলাতে الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ এবং ﴿هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ এ দু'টি সূরাহ তিলাওয়াত করতেন।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১১৭০; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্‌র বর্ণনা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৮৭৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১০, হাঃ ৮৯১; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আহ্‌র বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৮৮০

লোকের কাঁধে ভর করে যুহরের সলাতের জন্য বের হলেন। সে দু'জনের একজন ছিলেন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন সাহাবীগণকে নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তিনি যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখতে পেলেন, পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে পিছিয়ে না আসার জন্য ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও। তাঁরা তাঁকে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবু বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সলাতের ইক্‌তিদা করে সলাত আদায় করতে লাগলেন। আর সাহাবীগণ আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সলাতের ইক্‌তিদা করতে লাগলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তিম কালের অসুস্থতা সম্পর্কে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমাকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করব না? তিনি বললেন, করুন। তাই আমি তাঁকে সে হাদীস শুনালাম। তিনি এ বর্ণনার কোন অংশেই আপত্তি করলেন না, তবে তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)–এর সাথে যে অপর এক সাহাবী ছিলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কি আপনার নিকট তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন, 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[1]

٢٣٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ وَهَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ.

২৩৬. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভারী হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কষ্ট বেড়ে গেল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নিকট আমার ঘরে শুশ্রূষা পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তারা তাঁকে সম্মতি দিলেন। অতঃপর একদা দু' ব্যক্তির উপর ভর করে বের হলেন, তখন তার উভয় পা মাটি স্পর্শ করছিল। তিনি 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আরেক ব্যক্তির মাঝে ভর দিয়ে চলছিলেন। উবায়দুল্লাহ (রহ.) বলেন, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যা বললেন, তা আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আরয করলাম, তিনি তখন আমাকে বললেন, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যার নাম উল্লেখ করলেন না, তিনি কে, তা জান কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[2]

٢٣٧. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ وَمَا حَمَلَنِيْ عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيْ قَلْبِيْ أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَلَا كُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُوْمَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ.

২৩৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইমামতের ব্যাপার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বারবার আপত্তি করেছি। আর আমার তাঁর কাছে বারবার আপত্তি করার কারণ ছিল এই, আমার অন্তরে এ কথা আসেনি যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তাঁর স্থলে কেউ দাঁড়ালে লোকেরা তাকে পছন্দ করবে। বরং আমি মনে করতাম যে, কেউ তাঁর স্থলে দাঁড়ালে লোকেরা তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৮৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৪১৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৫৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সলাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৪১৮

٨- كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ

পর্ব (৮) ঃ ঈদাইন বা দু' ঈদের সলাত

٥٠٥. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﷺ يُصَلُّوْنَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا آنْتُنَّ عَلَى ذٰلِكِ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

৫০৫. ইব্‌নু 'আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্‌র, 'উমার ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সঙ্গে ঈদুল ফিত্‌রে উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা খুত্‌বাহ্‌র পূর্বে সলাত আদায় করতেন, পরে খুত্‌বাহ দিতেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তিনি হাতের ইঙ্গিতে (লোকদের) বসিয়ে দিচ্ছেন। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ "হে নাবী! যখন ঈমানদার মহিলাগণ আপনার নিকট এ শর্তে বায়'আত করতে আসেন.....– (মুমতাহিনা ঃ ১২)। এ আয়াত শেষ করে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ বায়'আতের উপর আছ? তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা বলল, হাঁ, সে ছাড়া আর কেউ এর জবাব দিল না। হাসান (রহ.) জানেন না, সে মহিলা কে? অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা সাদাকাহ কর। সে সময় বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাপড় প্রসারিত করে বললেন, আমার মা-বাপ আপনাদের জন্য কুরবান হোক, আসুন, আপনারা দান করুন। তখন নারীগণ তাঁদের ছোট-বড় আংটিগুলো বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন।[1]

٥٠٦. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِيْ فِيْهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ.

৫০৬. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ঈদুল ফিত্‌রের দিন দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলেন, পরে খুত্‌বাহ দিলেন। খুত্‌বাহ শেষে নেমে নারীদের নিকট আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন। তখন তিনি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতের উপর ভর দিয়ে ছিলেন এবং বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাপড় প্রসারিত করে ধরলেন। এতে নারীগণ দান সামগ্রী ফেলতে লাগলেন।[2]

٥٠٧. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' 'ঈদ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৯৭৯; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু' ঈদের সলাতঃ, হাঃ ৮৮৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' 'ঈদ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৯৭৮; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু' ঈদের সলাতঃ, হাঃ ৮৮৫

তাঁর কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু তিনি কাপড় ছাড়িয়ে খুত্‌বাহ দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা (রাসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করে ফেলেছ। সে বলল, হে আবূ সা'ঈদ! তোমরা যা জানতে, তা গত হয়ে গেছে। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা জানি, তা তার চেয়ে ভাল, যা আমি জানি না। সে তখন বলল, লোকজন সলাতের পর আমাদের জন্য বসে থাকে না, তাই আমি খুত্‌বাহ সলাতের পূর্বেই দিয়েছি।[১]

٨/١. بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيْدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُوْدِ الْخُطْبَةِ مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ

৮/১. দু' ঈদে ঈদের মাঠে মহিলাদের গমন এবং পুরুষ থেকে দূরে থেকে খুৎবাহ শ্রবণ করার বর্ণনা।

٥١١. حديث أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

৫১১. উম্মু 'আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে রিওয়ায়াত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের দিবসে ঋতুবতী এবং পর্দানশীন নারীদের বের করে আনার আদেশ দিলেন, যাতে তারা মুসলিমদের জামা'আত ও দু'আয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য ঋতুবতী নারীগণ সলাতের জায়গা হতে দূরে অবস্থান করবে। এক মহিলা বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কারো কারো ওড়না নেই। তিনি বললেন ঃ তার সাথীর উচিত তাকে নিজের ওড়না পরিয়ে দেয়া।[২]

٨/٤. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِيْ لَا مَعْصِيَةَ فِيْهِ فِيْ أَيَّامِ الْعِيْدِ

৮/৪. ঈদের দিনে খেলাধূলার ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যেগুলোতে অপরাধ নেই।

٥١٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَمَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَذَلِكَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا.

৫১২. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন আমার ঘরে) আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এলেন তখন আমার নিকট আনসারী দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধের দিন আনসারীগণ পরস্পর যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে গান গাইছিল। তিনি বলেন, তারা কোন পেশাধারী গায়িকা ছিল না। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র। আর এটি ছিল ঈদের দিন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে আবূ বাক্‌র! প্রত্যেক জাতির জন্যই আনন্দ উৎসব রয়েছে আর এ হলো আমাদের আনন্দ।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' ঈদ, অধ্যায় ৬, হাঃ ৯৫৬; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু' ঈদের সলাতঃ, হাঃ ৮৮৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২, হাঃ ৩৫১; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু' ঈদের সলাত, অধ্যায় ১, হাঃ ৮৯০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' ঈদ, অধ্যায় ৩, হাঃ ৯৫২; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু' ঈদের সলাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৮৯২

٥١٣. **حديث** عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.

وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُوْلُ دُوْنَكُمْ يَا بَنِيْ أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِيْ.

৫১৩. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট এলেন তখন আমার নিকট দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধ সংক্রান্ত গান গাইছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানী বাদ্যযন্ত্র (দফ) বাজানো হচ্ছে (তাও আবার) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট! তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। অতঃপর তিনি যখন অন্য দিকে ফিরলেন তখন আমি তাদের ইঙ্গিত দিলাম এবং তারা বের হয়ে গেল।

আর ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের দ্বারা খেলা করত। আমি নিজে (একবার) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে লাগান। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করছিলে তা করতে থাক, হে বনূ আরফিদা। পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি (দেখা) শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তা হলে চলে যাও।[১]

٥١٤. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.

৫১৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল হাব্‌শী নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বর্শা নিয়ে খেলা করছিলেন। এমন সময় 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে এলেন এবং হাতে কংকর তুলে নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে 'উমার! তাদের করতে দাও।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' 'ঈদ, অধ্যায় ২, হাঃ ৯৪৯, ৯৫০; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু' ঈদের সলাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৮৯২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ২৯০১; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু' ঈদের সলাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৮৯৩

٩- كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

পর্ব (৯) ঃ পানি প্রার্থনার সলাত

٥١٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ.

৫১৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু যায়িদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন এবং নিজের চাদর উল্টিয়ে দেন।[1]

١/٩. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

৯/১. ইসতিস্কা সলাতে দু'আর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন।

٥١٦. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

৫১৬. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসতিস্‌কা ব্যতীত অন্য কোথাও দু'আর মধ্যে হাত উঠাতেন না। তিনি হাত এতটুকু উপরে উঠাতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।[2]

٢/٩. بَابُ الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

৯/২. ইসতিস্কার সলাতে দু'আ।

٥١٧. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ ﷺ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

৫১৭. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় কোন এক জুমু'আহ'র দিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজনও অনাহারে রয়েছে। তাই আপনি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৫ : পানি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪, হাঃ ১০১১; মুসলিম, পর্ব ৯ : পানি প্রার্থনার সলাত, হাঃ ৮৯৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৫ : পানি প্রার্থনা, অধ্যায় ২২, হাঃ ১০৩১; মুসলিম, পর্ব ৯ : পানি প্রার্থনার সলাত, অধ্যায় ১, হাঃ ৮৯৫

দু' হাত তুললেন। সে সময় আমরা আকাশে এক খণ্ড মেঘও দেখিনি। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ (করে বলছি)! (দু'আ শেষে) তিনি দু' হাত (এখনও) নামান নি, এমন সময় পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খণ্ড উঠে আসল। অতঃপর তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করেন নাই, এমন সময় দেখতে পেলাম তাঁর (পবিত্র) দাড়ির উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। সে দিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হল। এর পরে ক্রমাগত দু'দিন এবং পরবর্তী জুমু'আহ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন। (পরবর্তী জুমু'আহ'র দিন) সে বেদুইন অথবা অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (বৃষ্টির কারণে) এখন আমাদের বাড়ি ঘর ধ্বসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি দু' হাত তুললেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপর নয়। (দু'আর সময়) তিনি মেঘের এক একটি খন্ডের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন, আর সেখানকার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢালের ন্যায় মাদীনার আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল এবং কানাত উপত্যকায় পানি একমাস ধরে প্রবাহিত হতে লাগল, তখন (মদীনার) চতুষ্পার্শ্বের যে কোন অঞ্চল হতে যে কেউ এসেছে, সে এ প্রবলভাবে বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে।[১]

٩/٣. بَابُ التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيْحِ وَالْغَيْمِ وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ

৯/৩. ঝড়ো হাওয়া ও মেঘ দেখে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করা ও বৃষ্টি দেখে আনন্দিত হওয়া।

٥١٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيْلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ﴾ الْآيَةَ.

৫১৮. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে আগাতেন, আবার পেছনে সরে যেতেন। আবার কখনও ঘরে প্রবেশ করতেন, আবার বেরিয়ে যেতেন আর তাঁর মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যেত। পরে যখন আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করত তখন তাঁর এ অবস্থা দূর হত। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কারণ জানতে চাইলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি জানি না, এ মেঘ এমন মেঘও হতে পারে যা দেখে 'আদ জাতি বলেছিল ঃ অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে উক্ত মেঘমালাকে এগোতে দেখল। (আল আহকাফ ৪৬ ঃ ২৪)[২]

٩/٤. بَابُ فِيْ رِيْحِ الصَّبَا وَالدَّبُوْرِ

৯/৪. পূর্ব পশ্চিমের বায়ু প্রসঙ্গে।

٥١٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ.

৫১৯. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। আর 'আদজাতিকে পশ্চিমা বায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৯৩৩; মুসলিম, পর্ব ৯ : পানি প্রার্থনার সলাত, অধ্যায় ২, হাঃ ৮৯৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩২০৬; মুসলিম, পর্ব ৯ : পানি প্রার্থনার সলাত, অধ্যায় ৩, হাঃ ৮৯৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৫ : পানি প্রার্থনা, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১০৩৫; মুসলিম, পর্ব ৯ : পানি প্রার্থনার সলাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৯০০

١٠- كِتَابُ الْكُسُوْفِ

পর্ব (১০) ঃ সূর্য গ্রহণের সলাত

١/١٠. بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

১০/১. সূর্য গ্রহণের সলাত।

٥٢٠. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُوْلَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا.

৫২০. 'আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করেন। তিনি দীর্ঘ সময় কিয়াম করেন, অতঃপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করেন। অতঃপর পুনরায় (সালাতে) তিনি উঠে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়াম চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি রুকূ' করেন এবং এ রুকূ'ও দীর্ঘ করেন। তবে তা প্রথম রুকূ'র চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করেন এবং সাজদাহ্ও দীর্ঘক্ষণ করেন। অতঃপর তিনি প্রথম রাকা'আতে যা করেছিলেন তার অনুরূপ দ্বিতীয় রাকা'আতে করেন এবং যখন সূর্য প্রকাশিত হয় তখন সলাত শেষ করেন। অতঃপর তিনি লোকজনের উদ্দেশে খুত্বা দান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং সলাত আদায় করবে ও সাদাকা প্রদান করবে। অতঃপর তিনি আরো বললেন ঃ হে উম্মাতে মুহাম্মদী! আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র কোন বান্দা যিনা করলে কিংবা কোন নারী যিনা করলে, আল্লাহ্র চেয়ে অধিক অপছন্দকারী কেউ নেই। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহ্র কসম, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশী করে কাঁদতে।[১]

٥٢١. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوْعِ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ২, হাঃ ১০৪৪; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত, অধ্যায় ১, হাঃ ৯০১

الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ هُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلَاةِ.

৫২১. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর জীবৎকালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি মাসজিদে গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকেরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো। তিনি তাক্বীর বললেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করলেন। অতঃপর তাক্বীর বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূ'তে থাকলেন। অতঃপর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে দাঁড়ালেন এবং সাজদাহ্য় না গিয়েই আবার দীর্ঘক্ষণ কিরা'আত পাঠ করলেন। তবে তা প্রথম কিরা'আতের চেয়ে অল্পস্থায়ী। অতঃপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং দীর্ঘ রুকূ' করলেন, তবে তা প্রথম রুকূ'র চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ অতঃপর সাজদাহ্য় গেলেন। অতঃপর তিনি পরবর্তী রাকা'আতেও অনুরূপ করলেন এবং এভাবে চার সাজদাহ্'র সাথে চার রাক'আত পূর্ণ করলেন। তাঁর সলাত শেষ করার পূর্বেই সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন এবং বললেন ঃ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখনই তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই ভীত হয়ে সলাতের দিকে গমন করবে।[১]

٢/١٠. بَابُ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِيْ صَلَاةِ الْخُسُوْفِ

১০/২. সূর্য গ্রহণের সলাতে ক্বরের 'আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ।

٥٢٢. **حديث** عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُوْرَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوْا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيْدُ أَنْ اٰخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِيْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

৫২২. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) (সালাতে) দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সূরাহ পাঠ করলেন, অতঃপর রুকূ' করলেন, আর তা দীর্ঘ করলেন। অতঃপর রুকূ' হতে মাথা তুলেন এবং অন্য একটি সূরাহ পাঠ করতে শুরু করলেন। পরে রুকূ' সমাপ্ত

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১০৪৬; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত,, অধ্যায় ১, হাঃ ৯০১

করে সাজদাহ্ করলেন। দ্বিতীয় রাকা'আতেও এরূপ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ এ দু'টি (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ) আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তোমরা তা দেখলে গ্রহণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সলাত আদায় করবে। আমি আমার এ স্থানে দাঁড়িয়ে, আমাকে যা ওয়া'দা করা হয়েছে তা সবই দেখতে পেয়েছি। এমনকি যখন তোমরা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেছিলে তখন আমি দেখলাম যে, জান্নাতের একটি (আঙ্গুর) গুচ্ছ নেয়ার ইচ্ছে করছি এবং জাহান্নামে দেখতে পেলাম যে, তার একাংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলছে। আর যখন তোমরা আমাকে পিছনে সরে আসতে দেখেছিলে আমি দেখলাম সেখানে আম্র ইব্নু লুহাইকে যে সায়িবাহ্* প্রথা প্রবর্তন করেছিল।[১]

৫২৩. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِيْ قُبُوْرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتْ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৫২৩. নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট কিছু জিজ্ঞেস করতে এলো। সে 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কবর আযাব হতে রক্ষা করুন। অতঃপর 'আয়িশাহ্ (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেয়া হবে? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ তা হতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই।

পরে কোন এক সকালে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময় ফিরে আসেন এবং কামরাগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করেন। অতঃপর তিনি সলাতে দাঁড়ালেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াল। অতঃপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন পরে মাথা তুলে দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে এ কিয়াম পূর্বের কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে এ রুকূ' পূর্বের রুকূ'র চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি মাথা তুললেন এবং সাজদাহ্য় গেলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ' করলেন। এ রুকূ' প্রথম রাক'আতের রুকূ'র চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর আবার রুকূ' করলেন এবংতা প্রথম রাক'আতের রুকূ'র চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। পরে মাথা তুললেন এবং সাজদাহ্য়

* السائبة অর্থ বিমুক্ত, পরিত্যক্ত, বাঁধনমুক্ত। জাহিলী যুগে দেব-দেবীর নামে উট ছেড়ে দেয়ার কু-প্রথা ছিল। এসব উটের দুধ পান করা এবং তাকে বাহনরূপে ব্যবহার করা অবৈধ মনে করা হত।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২১ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ১১,, হাঃ ১২১২; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত,, অধ্যায় ২, হাঃ ৯০১

গেলেন। অতঃপর সলাত শেষ করলেন। আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছে তিনি তা বললেন এবং কবর আযাব হতে পানাহ চাওয়ার জন্য উপস্থিত লোকদের নির্দেশ দেন।[১]

٣/١٠. بَابُ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

১০/৩. সূর্য গ্রহণের সলাতে নাবী (ﷺ)-কে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা দেখানো হয়।

٥٢٤. حديث أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّيْ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارُ فَأُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيْبَ لَا أَدْرِيْ أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوْقِنُ لَا أَدْرِيْ بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوْقِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِيْ أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ لَا أَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

৫২৪. আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র নিকট আসলাম, তিনি তখন সলাত রত ছিলেন। আমি বললাম, 'মানুষের কী হয়েছে?' তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন (সূর্য গ্রহণ লেগেছে)। তখন সকল লোক (সলাতুল কুসূফ এর জন্য) দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, এটা কি কোন নিদর্শন ? তিনি মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর আমি (সলাতে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি (দীর্ঘতার কারণে) আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম হল। তাই আমি মাথায় পানি ঢালতে আরম্ভ করলাম। পরে নাবী (ﷺ) আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ যা কিছু আমাকে ইতোপূর্বে দেখানো হয়নি, তা আমি আমার এ স্থানেই দেখতে পেয়েছি। এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করলেন, 'দাজ্জালের ন্যায় (কঠিন) পরীক্ষা অথবা তার কাছাকাছি বিপদ দিয়ে তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষায় ফেলা হবে ।'

ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) مثل (অনুরূপ) শব্দ বলেছিলেন, না قريب (কাছাকাছি) শব্দ, তা ঠিক আমার স্মরণ নেই। (কবরের মধ্যে) বলা হবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান?' তখন মু'মিন ব্যক্তি বা মু'কিন (বিশ্বাসী) ব্যক্তি [ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন] আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কোন্ শব্দটি বলেছিলেন আমি জানিনা], বলবে, 'তিনি মুহাম্মদ (ﷺ), তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আমাদের নিকট মু'জিযা ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম এবং তাঁর ইত্তেবা করেছিলাম। তিনি মুহাম্মদ।' তিনবার এরূপ বলবে। তখন তাকে বলা হবে, আরামে ঘুমিয়ে থাক, আমরা জানতে পারলাম যে, তুমি (দুনিয়ায়) তাঁর উপর বিশ্বাসী ছিলে। আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ৭, হাঃ ১০৪৯-১০৫০; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত, অধ্যায় ২, হাঃ ৯০৩

পোষণকারী) ফাতিমাহ বলেন, আসমা কোন্‌টি বলেছিলেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না– বলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষকে (তাঁর সম্পর্কে) যা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।[১]

৫২৫. حديث عَبْدِ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَقَالَ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ قَالَ ﷺ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَأُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا بِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

৫২৫. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নাবী (ﷺ)-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তখন সলাত আদায় করেন এবং তিনি সূরাহ 'আল-বাকারাহ পাঠ করতে যত সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ' করেন। অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন। তবে তা প্রথম রুকূ'র চেয়ে অস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করেন। আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামাতের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর আবার দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে তা পূর্বের রুকূ'র চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিয়াম করেন, তবে তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে তা প্রথম রুকূ' অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করেন এবং সলাত শেষ করেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হতে কী যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন ঃ আমিতো জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে, দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ২৪, হাঃ ৮৬; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত, অধ্যায় ২, হাঃ ৯০৫

আল্লাহ্র রাসূল! কী কারণে? তিনি বললেন ঃ তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহ্সান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচরণ কর, অতঃপর সে তোমার হতে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তা হলে বলে ফেলে, তোমার হতে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।[১]

١٠/٥. بَابُ ذِكْرِ النِّدَاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوْفِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

১০/৫. সূর্য গ্রহণের সলাতের জন্য আহ্বান হচ্ছে ঃ আস্ সলাতু জামি'আহ।

٥٢٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نُوْدِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِيْ سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنْ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا.

৫২৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সময় যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন 'আস্-সালাতু জামিআতুন' বলে ঘোষণা দেয়া হয়। নাবী (ﷺ) তখন এক রাকা'আতে দু'বার রুকূ' করেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা'আতেও দু'বার রুকূ' করেন অতঃপর বসেন আর ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেছেন, এ সলাত ব্যতীত এত দীর্ঘ সাজদাহ্ আমি কখনও করিনি।[২]

٥٢٧. حديث أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا.

৫২৭. আবূ মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সলাত আদায় করবে।[৩]

٥٢٨. حديث أَبِيْ مُوْسَى قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِيْ يُرْسِلُ اللهُ لَا تَكُوْنُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

৫২৮. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হল, তখন নাবী (ﷺ) ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলেন এবং কিয়ামাত সংঘটিত হবার ভয় করছিলেন। অতঃপর তিনি মাসজিদে আসেন এবং এর পূর্বে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম, রুকূ' ও সাজদাহ্ সহকারে সলাত আদায় করলেন। আর তিনি বললেন ঃ এগুলো হল নিদর্শন যা আল্লাহ্

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১০৫২; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত, অধ্যায় ৩, হাঃ ৯০৭
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১০৫১; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত,, অধ্যায় ৫, হাঃ ৯১০
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ১, হাঃ ১০৪১; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত, অধ্যায় ৫, হাঃ ৯১১

পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত বিহ্বল অবস্থায় আল্লাহ্র যিক্র, দু'আ এবং ইস্তিগ্ফারের দিকে অগ্রসর হবে।[১]

৫২৯. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوْا.

৫২৯. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। তবে তা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কাজেই তোমরা যখনই গ্রহণ হতে দেখবে তখনই সলাত আদায় করবে।[২]

৫৩০. حديث الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللهَ.

৫৩০. মুগীরাহ ইব্নু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সময় যে দিন (তাঁর পুত্র) ইবরাহীম (রাঃ) ইন্তিকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তখন বলতে লাগল, ইব্রাহীম (রাঃ) এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন তা দেখবে, তখন সলাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১০৫৯; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত, অধ্যায় ৫, হাঃ ৯১২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ১, হাঃ ১০৪২; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত,, অধ্যায় ৫, হাঃ ৯১৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ১, হাঃ ১০৪৩; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সলাত,, অধ্যায় ৫, হাঃ ৯১৫

١١- كِتَابُ الْجَنَائِزِ

পর্ব (১১) ঃ জানাযা

٦/١١. بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

১১/৬. মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা।

٥٣١. **حديث** أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هٰذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

৫৩১. উসামাহ ইব্নু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর জনৈকা কন্যা (যায়নাব) তাঁর (ﷺ) নিকট লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের নিকট আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাঁকে) সালাম দিবে এবং বলবে ঃ আল্লাহ্রই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর নিকট সকল কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের অপেক্ষায় থাকে। তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দণ্ডায়মান হলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইব্নু উবাদাহ, মু'আয ইব্নু জাবাল, উবাই ইব্নু কা'ব, যাইদ ইব্নু সাবিত (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন। তখন শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে তুলে দেয়া হল। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মত (শব্দ হচ্ছিল)। আর নাবী (ﷺ)-এর দু' চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! একী? তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে রাহমাত, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ্ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।[১]

٥٣٢. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِيْ غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُوْنَ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল ক্বদর-এর ফাযীলাত, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১২৮৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৯২৩

৫৩২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলে, সা'দ ইব্‌নু 'উবাদাহ (রাঃ) রোগাক্রান্ত হলেন। নাবী (ﷺ) 'আবদুর রহমান ইব্‌নু 'আওফ, সা'দ ইব্‌নু আবূ ওয়াক্কাস এবং 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে আসলেন। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে পরিজনের মাঝে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তার কি মৃত্যু হয়েছে! তাঁরা বললেন, না। হে আল্লাহর রাসূল! তখন নাবী (ﷺ) কেঁদে ফেললেন। নাবী (ﷺ)-এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ শুনে রাখ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা চোখের পানি ও অন্তরের শোক-ব্যথার কারণে 'আযাব দিবেন না। তিনি 'আযাব দিবেন এর কারণে (এ ব'লে) জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা এর কারণেই তিনি রহম করে থাকেন। আর নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনের বিলাপের কারণে 'আযাব দেয়া হয়।[১]

٨/١١. بَابُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى

১১/৮. ধৈর্য ধারণ বিপদের প্রথম ধাক্কাতেই।

٥٣٣. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى.

৫৩৩. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এক মহিলার পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি ক্ববরের পার্শ্বে ক্রন্দন করছিলেন। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। মহিলাটি বললেন, আমার নিকট থেকে প্রস্থান করুন। আপনার উপর তো আমার মত বিপদ উপস্থিত হয়নি। তিনি নাবী (ﷺ)-কে চিনতে পারেননি। পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নাবী (ﷺ)। তখন তিনি নাবী (ﷺ)-এর দরজায় উপস্থিত হলেন, তাঁর কাছে কোন প্রহরী ছিল না। তিনি নিবেদন করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ ধৈর্য তো বিপদের প্রাথমিক অবস্থাতেই (ধারণ করতে হয়)।* [২]

٩/١١. بَابُ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

১১/৯. মৃতের উপর পরিবার-পরিজনের ক্রন্দনের কারণে 'আযাব হয়ে থাকে।

٥٣٤. **حديث** عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

৫৩৪. 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে 'আযাব দেয়া হয়।'[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ১৩০৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৯২৪

* হাদীসটি হতে জানা গেল, সর্বাবস্থায় মানুষকে উপদেশ দিতে হবে। আরও জানা গেল যে, নাবী (ﷺ) সাদাসিধে চলতেন। সেই সাথে আরও জানা গেল যে, না জানা ব্যক্তির ওযর গ্রহণযোগ্য।

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১২৮৩; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৮, হাঃ ৯২৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১২৮৬; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯২৭

٥٣٥. حديث عُمَرَ بن الخطاب عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ ﷺ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُوْلُ وَا أَخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

৫৩৫. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'উমার (রাঃ) আহত হলেন, তখন সুহাইব (রাঃ) হায়! আমার ভাই! বলতে লাগলেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, তুমি কি অবহিত নও যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ জীবিতদের কান্নার কারণে অবশ্যই মৃতদের 'আযাব দেয়া হয়?[১]

٥٣٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ ﷺ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْأٰخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ ﷺ يَقُوْلُ بَعْضَ ذٰلِكَ.

ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ ﷺ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلَاءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُوْلُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ﷺ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللهُ عُمَرَ وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذٰلِكَ وَاللهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا.

৫৩৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উবাইদুল্লাহ্ ইব্নু আবূ মুলাইকাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহয় উসমান (রাঃ)-এর জনৈকা কন্যার মৃত্যু হল। আমরা সেখানে (জানাযায়) অংশগ্রহণ করার জন্য গেলাম। ইব্নু 'উমার এবং ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ)-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁদের দু'জনের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম, অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁদের একজনের পার্শ্বে গিয়ে উপবেশন করলাম, পরে অন্যজন আগমন করে আমার পার্শ্বে উপবেশন করলেন। (ক্রন্দনের শব্দ শুনে) ইব্নু 'উমার (রাঃ) 'আমর ইব্নু 'উসমানকে বললেন, তুমি কেন ক্রন্দন করতে নিষেধ করছ না? কেননা, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে 'আযাব দেয়া হয়।' তখন ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'উমার (রাঃ)-ও এমন কিছু বলতেন।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১২৯০; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯২৭

অতঃপর ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মাক্কাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। আমরা বাইদা (নামক স্থানে) উপস্থিত হলে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাবলা বৃক্ষের ছায়ায় একটি কাফিলা দর্শন করতঃ আমাকে বললেন, গিয়ে দেখো এ কাফিলা কার? ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম সেখানে সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আছেন। আমি তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। আমি সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকটে আবার গেলাম এবং বললাম, চলুন, আমীরুল মু'মিনীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। অতঃপর যখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন, তখন সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাছে আগমন করতঃ এ বলে ক্রন্দন করতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার বন্ধু! এতে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য ক্রন্দন করছো? অথচ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার আপন জনের কোন কোন কান্নার কারণে অবশ্যই তাকে 'আযাব দেয়া হয়।[1]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুর পর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট আমি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ উক্তি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রহম করুন। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ্ ঈমানদার (মৃত) ব্যক্তিকে তার পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দিবেন। তবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের আযাব বাড়িয়ে দেন তার পরিজনের কান্নার কারণে। অতঃপর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, (এ ব্যাপারে) আল্লাহ্র কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। (ইরশাদ হয়েছে) ঃ 'বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না'– (আন'আম ঃ ১৬৪)। তখন ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ্ই (বান্দাকে) হাসান এবং কাঁদান।

রাবী ইবনু আবূ মুলাইকাহ (রহ.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! (এ কথা শুনে) ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোন মন্তব্য করলেন না।[2]

٥٣٧. حديث عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ عَنْ عُرْوَةَ ﷺ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ الْآنَ قَالَتْ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيْبِ وَفِيْهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ مَا أَقُوْلُ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ وَ﴿مَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ﴾ يَقُوْلُ حِيْنَ تَبَوَّءُوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ.

৫৩৭. তিনি ['আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, এ কথাটি ঐ কথাটিরই মত যা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে কূপে বাদ্র যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে যা বলার বললেন (এবং জানালেন) যে, আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। তিনি বললেন, এখন তারা ভালভাবে জানতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছিলাম তা ছিল

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১২৯০; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯২৭

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১২৮৬, ১২৮৭, ১২৮৮; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯

সঠিক। এরপর 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ (তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না) (সূরাহ নামল ২৭/৮০) (এবং তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না তাদেরকে যারা কবরে রয়েছে) (সূরাহ ফাতির ৩৫/২২) আয়াতাংশ দু'টো তিলাওয়াত করলেন। 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, এর মানে হচ্ছে জাহান্নামে যখন তারা তাদের আসন গ্রহণ করে নেবে।[১]

٥٣٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهَا.

৫৩৮. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোকের (ক্বরের) পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য ক্রন্দন করছিল। তখন তিনি বললেন ঃ তারা তো তার জন্য ক্রন্দন করছে। অথচ তাকে ক্বরে 'আযাব দেয়া হচ্ছে।[২]

٥٣٩. حديث مُغِيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

৫৩৯. মুগীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে (মৃত) ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয়, তাকে বিলাপকৃত বিষয়ের উপর 'আযাব দেয়া হবে।[৩]

١٠/١١. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِي النِّيَاحَةِ

১১/১০. অধিক আর্তনাদ করা।

٥٤٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِيْ أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

৫৪০. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (মুতা-র যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে (যায়দ) ইব্‌নু হারিসা, জা'ফর ও ইব্‌নু রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শাহাদাতের খবর পৌঁছল, তখন তিনি (এমনভাবে) বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। আমি ('আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) দরজার ফাঁক দিয়ে তা প্রত্যক্ষ করছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরিবারের মহিলাদের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁদেরকে (কান্নাকাটি করতে) নিষেধ করেন, লোকটি চলে গেলো এবং দ্বিতীয়বার এসে

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৯৭৬-৩৯৭৯; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯৩১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১২৮৯; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯৩২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১২৯১; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯৩২

(বলল) তারা তাঁর কথা মানেনি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তাঁদেরকে নিষেধ করো। ঐ ব্যক্তি তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাঁরা আমাদের হার মানিয়েছে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমার মনে হয়, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরক্তির সাথে বললেন ঃ তাহলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ তোমার নাকে ধূলি মিলিয়ে দেন। তুমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ পালন করতে পারনি। অথচ তুমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিরক্ত করতেও দ্বিধা করোনি।[১]

٥٤١. حديث أُمّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوْحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلَاءِ وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.

৫৪১. উম্মু আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাই'আত গ্রহণকালে আমাদের কাছ হতে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা (কোন মৃতের জন্য) বিলাপ করব না। ....আমাদের মধ্য হতে পাঁচজন মহিলা উম্মু সুলাইম, উম্মুল 'আলা, আবূ সাব্‌রাহ্‌র কন্যা মু'আযের স্ত্রী, আরো দু'জন মহিলা বা মু'আযের স্ত্রী ও আরেকজন মহিলা ব্যতীত কোন নারীই সে ওয়াদা রক্ষা করেনি।[২]

٥٤٢. حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ أُرِيْدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا.

৫৪২. উম্মু 'আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছি। এরপর তিনি আমাদের সামনে পাঠ করলেন, "তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবে না।" এরপর তিনি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করলেন। এ সময় এক মহিলা তার হাত টেনে নিয়ে বলল, অমুক মহিলা আমাকে বিলাপে সহযোগিতা করেছে, আমি তাকে এর বিনিময় দিতে ইচ্ছে করেছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কিছুই বলেননি। এরপর মহিলাটি উঠে চলে গেল এবং পুনরায় ফিরে আসলো, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বায়'আত করলেন।[৩]

١١/١١. بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

১১/১১. জানাযাহ্‌র পিছনে নারীদের অনুগমন নিষিদ্ধ।

٥٤٣. حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِيْنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

৫৪৩। উম্মু 'আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে জানাযার পশ্চাদানুগমণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১২৯১; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯৩৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ১৩০৬; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৯৩৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬০, হাঃ ৪৮৯২; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৯৩৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১২৭৮; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৯৩৮

١٢/١١.بَاب فِيْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

১১/১২. মৃতের গোসল।

٥٤٤. حديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ.

৫৪৪. উম্মু আতিয়্যাহ্ আনসারীয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইন্তিকাল করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট এসে বললেন ঃ তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পূর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে খবর দাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদেরকে দিয়ে বললেন ঃ এটি তাঁর শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দাও।[1]

٥٤٥. حديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوْبُ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِيْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيْهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيْهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَءُوْا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيْهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ.

৫৪৫. উম্মু আতিয়্যাহ্ আনসারীয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইন্তিকাল করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট এসে বললেন ঃ তোমরা তাঁকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পূর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদের দিকে দিয়ে বললেন ঃ এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরিয়ে দাও। আইয়ুব (রহ.) বলেছেন, হাফ্সাহ (রহ.) আমাকে মুহাম্মাদ বর্ণিত হাদীসের ন্যায় হাদীস শুনিয়েছেন। তবে তাঁর হাদীসে আছে যে, তাকে বিজোড় সংখ্যায় গোসল দিবে। আরও আছে, তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার করে; তাতে আরো আছে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "তোমরা তার ডান দিক হতে এবং তার উযূর স্থানগুলো থেকে আরম্ভ করবে।" তাতে এ কথাও আছে। (বর্ণনাকারিণী) উম্মু আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, আমরা তার চুলগুলো আঁচড়ে তিনটি গোছা করে দিলাম।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮, হাঃ ১২৫৩; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১২, হাঃ ৯৩৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাঃ ১২৫৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১২, হাঃ ৯৩৯

٥٤٦. حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

৫৪৬. উম্মু আতিয়্যাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কন্যার গোসলের ব্যাপারে ইরশাদ করেন ঃ তোমরা তাঁর ডান দিক হতে এবং উযূর অঙ্গসমূহ হতে শুরু করবে।[1]

١٣/١١. بَابُ فِيْ كَفَنِ الْمَيِّتِ

১১/১৩. মৃতের কাফন।

٥٤٧. حديث خَبَّابٍ ﷺ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ.

৫৪৭. খাব্বাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে মাদীনায় হিজরত করেছিলাম, এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করেছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্‌র দরবারে নির্ধারিত হয়ে আছে। অতঃপর আমাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিনিময়ের কিছুই ভোগ করে যাননি। তাঁদেরই একজন মুস'আব ইব্‌নু উমাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আর আমাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাঁদের প্রতিদানের ফল পরিপক্ক হয়েছে। আর তাঁরা তা ভোগ করছেন। মুস'আব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উহুদের দিন শহীদ হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য এমন একটি চাদর ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তাঁর মস্তক আবৃত করলে তাঁর দু' পা বাইরে থাকে আর তাঁর দু' পা আবৃত করলে তাঁর মস্তক বাইরে থাকে। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মস্তক আবৃত করতে এবং তাঁর দু'খানা পায়ের উপর ইয্‌খির (ঘাস) দিয়ে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।[2]

٥٤٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

৫৪৮. 'আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তিনটি ইয়ামানী সাহুলী সাদা সূতী বস্ত্র দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।[3]

١٤/١١. بَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ

১১/১৪. মাইয়্যিতকে আবৃত করা।

٥٤٩. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৩ : ই'তিকাফ, অধ্যায় ১১, হাঃ ১২৫৫; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১২, হাঃ ৯৩৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ১২৭৬; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৯৪০

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১২৬৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৯৪১

৫৪৯. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন ইয়ামনী চাদর দ্বারা তাঁকে ঢেকে রাখা হয়।[১]

١٦/١١. بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

১১/১৬. জানাযাহ্ দ্রুতসম্পন্ন করা।

٥٥٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

৫৫০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুতগতিতে চলবে। কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ, আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি আপদ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে জলদি নামিয়ে ফেলছ।[২]

١٧/١١. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا

১১/১৭. জানাযাহ্‌র সলাত ও তার পিছে অনুগমনের ফাযীলাত।

٥٥١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

৫৫১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সলাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত, আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু' কীরাত। জিজ্ঞেস করা হল দু' কীরাত কী? তিনি বললেন, দু'টি বিশাল পর্বত সমতুল্য (সাওয়াব)।[৩]

٥٥٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِيْ عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَقَدْ فَرَّطْنَا فِيْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ.

৫৫২. আবূ হুরায়রাহ ও 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করলো তার জন্য এক কীরাত। তিনি অতিরিক্ত বলেছেন এ বিষয়ে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমিও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ হাদীস বলতে শুনেছি। ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তা হলে তো আমরা অনেক কীরাত (সাওয়াব) হারিয়ে ফেলেছি।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ১৮, হাঃ ৫৮১৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৯৪২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫২, হাঃ ১৩১৫; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৯৪৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ১৩২৫; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৯৪৫

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫৮, হাঃ ১৩২৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৯৪৫

١١/٢٠. بَابُ فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتَى

১১/২০. যে মৃত সম্পর্কে প্রশংসা করা হয়েছে অথবা মন্দ বলা হয়েছে।

٥٥٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ مَا وَجَبَتْ قَالَ هٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.

৫৫৩. আনাস ইব্নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী একটি জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা তার প্রশংসা করলেন। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেল। একটু পরে অপর একটি জানাযা অতিক্রম করলেন। তখন তাঁরা তার নিন্দাসূচক মন্তব্য করলেন। (এবারও) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেলে। তখন 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরয করলেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) কী ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন ঃ এ (প্রথম) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা উত্তম মন্তব্য করলে, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর এ (দ্বিতীয়) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। তোমরা তো পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষী।[১]

١١/٢١. بَابُ مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ مِنْهُ

১১/২১. যারা নিস্কৃতি পেয়েছে অথবা নিস্কৃতি দিয়েছে তাদের সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে।

٥٥٤. حديث أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.

৫৫৪. ক্বাতাদাহ ইব্নু রিব্ঈ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তা দেখে বললেন ঃ সে শান্তি প্রাপ্ত অথবা তার থেকে শান্তিপ্রাপ্ত। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'মুস্তারিহ' ও 'মুস্তারাহ মিনহু'-এর অর্থ কী? তিনি বললেন ঃ মু'মিন বান্দা মরে যাবার পর দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্‌র রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দা মরে যাবার পর তার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, গাছ-পালা ও প্রাণীকুল শান্তিপ্রাপ্ত হয়।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৬, হাঃ ১৩৬৭; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৯৪৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৬৫১২; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২১, হাঃ ৯৫০

٢٢/١١. بَابُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

১১/২২. জানাযাহ্‌র তাকবীর সংক্রান্ত।

٥٥٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

৫৫৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাজাশী যেদিন মারা যান সেদিন-ই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর মৃত্যুর খবর দেন এবং জানাযাহ্'র স্থানে গিয়ে লোকদের কাতারবন্দী করে চার তাক্‌বীর আদায় করলেন।[১]

٥٥٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ.

৫৫৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) নাজাশীর মৃত্যুর দিনই আমাদের তাঁর মৃত্যু খবর জানান এবং ইরশাদ করেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাই-এর (নাজাশীর) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।[২]

٥٥٧. حديث عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

৫৫৭. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) আসহামা নাজাশীর জানাযার সলাত আদায় করলেন, তাতে তিনি চার তাক্‌বীর দিলেন।[৩]

٥٥٨. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوْفٌ.

৫৫৮. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বললেন ঃ আজ হাবাশা দেশের (আবিসিনিয়ার) একজন পুণ্যবান লোকের মৃত্যু হয়েছে, তোমরা এসো তাঁর জন্য (জানাযার) সলাত আদায় কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তখন কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালে নাবী (ﷺ) (জানাযার) সলাত আদায় করলেন, আমরা ছিলাম কয়েক কাতার।[৪]

٢٣/١١. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

১১/২৩. ক্ববরের উপর (জানাযাহ্‌র) সলাত আদায়।

٥٥٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوْا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪, হাঃ ১২৪৫; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাঃ ৯৫১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬১, হাঃ ১৩২৭; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাঃ ৯৫১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ১৩৩৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাঃ ৯৫২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ১৩২০; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাঃ ৯৫২

৫৫৯. সুলাইমান আশ-শাইবানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শা'বী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে একটি পৃথক কবরের নিকট গেলেন। নাবী (ﷺ) সেখানে লোকদের ইমামত করেন। লোকজন কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ আমর! কে আপনাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ)।[১]

٥٦٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَانَ يَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوْا مَاتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُوْنِي فَقَالُوْا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ قَالَ فَحَقَرُوْا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّوْنِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

৫৬০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। কালো এক পুরুষ বা এক মহিলা মাসজিদে ঝাড় দিত। সে মারা গেল। কিন্তু নাবী (ﷺ) তার মৃত্যুর খবর জানতে পারেননি। একদা তার কথা উল্লেখ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির কী হল? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? সে ছিল এমন এমন বলে তাঁরা তার ঘটনা উল্লেখ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা তার মর্যাদাকে খাটো করে দেখলেন। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ আমাকে তার ক্ববর দেখিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তার ক্ববরের কাছে আসলেন এবং তার জানাযার সলাত আদায় করলেন।[২]

١١/٢٤. بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

১১/২৪. জানাযাহ দেখলে দাঁড়ানো।

٥٦١. حديث عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ.

৫৬১. 'আমির ইব্‌নু রাবী'আহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা জানাযা দেখলে তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।[৩]

٥٦٢. حديث عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.

৫৬২. 'আমির ইব্‌নু রাবী'আহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ জানাযা যেতে দেখলে যদি সে তার সহযাত্রী না হয়, তবে ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি জানাযা পিছনে ফেলে বা জানাযা তাকে পিছনে ফেলে যায় অথবা পিছনে ফেলে যাওয়ার পূর্বে তা (মাটিতে) নামিয়ে রাখা হয়।[৪]

٥٦٣. حديث أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬১, হাঃ ৮৫৭; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৯৫৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬৭, হাঃ ১৩৩৭; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৯৫৬.

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১৩০৭; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৯৫৮

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ১৩০৮; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৯৫৮

৫৬৩. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোন জানাযা যেতে দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে, আর যদি সে তার সহযাত্রী হয় তাহলে সে ততক্ষণ বসবে না যতক্ষণ তা নামিয়ে না রাখা হয়।[১]

٥٦٤. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُوْمُوْا.

৫৬৪. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের পার্শ্ব দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম এবং নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ তো ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি বললেন ঃ তোমরা যে কোন জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে।[২]

٥٦٥. حديث سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوْا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا.

৫৬৫. 'আবদুর রহমান ইব্‌নু আবূ লাইলাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্‌ল ইব্‌নু হুনাইফ ও কায়স ইব্‌নু সা'দ (রাঃ) কাদিসিয়াতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন লোকেরা তাদের সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল। (তা দেখে) তারা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদের বলা হল, এটা তো এ দেশীয় জিম্মী ব্যক্তির (অমুসলিমের) জানাযা। তখন তারা বললেন, (একদা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল, এটা তো এক ইয়াহূদীর জানাযা। তিনি এরশাদ করলেন ঃ সে কি মানুষ নয়?[৩]

١١/٢٧. بَابُ أَيْنَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

১১/২৭. জানাযাহ্‌র সলাত আদায়কালে ইমাম মৃত ব্যক্তির কোন বরাবর দাঁড়াবে?

٥٦٦. حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

৫৬৬. সামুরাহ ইব্‌নু জুন্‌দাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পশ্চাতে আমি এমন এক স্ত্রীলোকের জানাযার সলাত আদায় করেছিলাম, যে নিফাসের অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার (স্ত্রীলোকটির) মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১৩১০; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৯৫৯
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১৩১১; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৯৬০
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১৩১২; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৯৬১
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬৩, হাঃ ১৩৩১; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৯৬৪

١٢- كِتَابُ الزَّكَاةِ

পর্ব (১২) ঃ যাকাত

٥٦٧. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

৫৬৭. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ পাঁচ উকিয়ার কম সম্পদের উপর যাকাত (ফারয) নেই এবং পাঁচটি উটের কমের উপর যাকাত নেই। পাঁচ ওয়াসাক* এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত নেই।[১]

٢/١٢. بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ

১২/২. মুসলিমের উপর গোলাম এবং ঘোড়ার যাকাত নেই।

٥٦٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.

৫৬৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মুসলিমের উপর তার ঘোড়া ও গোলামের কোন যাকাত নেই।[২]

٣/١٢. بَابُ فِيْ تَقْدِيْمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا

১২/৩. অগ্রিম যাকাত আদায় করা ও যাকাত না দেয়ার বর্ণনা।

٥٦٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

৫৬৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিলে বলা হলো, ইব্নু জামীল, খালিদ ইব্নু ওয়ালীদ ও 'আব্বাস ইব্নু 'আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)

---

* ১ ওয়াসাক সমান ৬০ সা'। এ হিসেবে সাহাবীর পাওয়া পাত্রের হিসেবে ১২২ কেজি ৪০০ গ্রাম। (مجالس شهر رمضان পৃষ্ঠা ১৩৮, الشرح الممتع على زاد المستقنع পৃষ্ঠা ৭৬, লেখক সালিহ আল উসাইমীন) আর আরাবী অভিধানের বর্তমানে প্রচলিত হিসেব অনুযায়ী ১৩০ কেজি ৩২০ গ্রাম। (মু'জামু লুগাতুল ফুকাহা পৃষ্ঠা ৪৫০)

সাহাবীর পাওয়া পাত্রে উৎকৃষ্ট মানের গম ভর্তি করে তার ওজন হয়েছে ২ কেজি ৪০ (চল্লিশ) গ্রাম। এক্ষণে এই পাত্রে আপন আপন খাদ্য ভর্তি করলে খাদ্যের প্রকার অনুযায়ী ওজন কম বা বেশী হবে।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৪০৫; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১, হাঃ ৯৭৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ১৪৬৩; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২, হাঃ ৯৮২

যাকাত প্রদানে অস্বীকার করছে। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ ইব্‌নু জামীলের যাকাত না দেয়ার কারণ এ ছাড়া কিছু নয় যে, সে দরিদ্র ছিল, পরে আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রসূলের বরকতে সম্পদশালী হয়েছে। আর খালিদের ব্যাপার হলো তোমরা খালিদের উপর অন্যায় করেছ, কারণ সে তার বর্ম ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে আবদ্ধ রেখেছে। আর 'আব্বাস ইব্‌নু 'আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) তো আল্লাহর রসূলের চাচা। তাঁর যাকাত তাঁর জন্য সদাকাহ এবং সমপরিমাণও তার জন্য সদাকাহ।[১]

٤/١٢. بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ

১২/৪. মুসলিমদের উপর যাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে খেজুর ও যব প্রদান।

٥٧٠. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৫৭০. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। মুসলিমদের প্রত্যেক আযাদ, গোলাম পুরুষ ও নারীর পক্ষ হতে সদাকাতুল ফিত্‌র হিসেবে খেজুর অথবা যব-এর এক সা'আ পরিমাণ* আদায় করা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফার্‌য করেছেন।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১৪৬৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২, হাঃ ৯৮৩

* সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য থেকে এক সা' পরিমাণ ফিতরা দিতে হবে। এটাই বিভিন্ন সহীহ হাদীসের দাবী এবং নাবী (ﷺ) ও ৪ খলীফাহর যুগের বাস্তব আমল। মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে যখন আসলেন এবং সেখানে গম আমদানী হল তখন তিনি বললেন, আমার মতে গমের এক মুদ (অন্য বস্তুর) দু' মুদের সমান। তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে- فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ অর্থাৎ লোকেরা গমের অর্ধ সা' এর সাথে অন্য বস্তুর এক সা' এর সমান হিসাব করলেন। অতএব বুঝা গেল এক সা' খেজুর, কিসমিস, পনির, যব এবং অন্য খাদ্য দ্রব্যের যে মূল্য ছিল সে পরিমাণ মূল্য ছিল অর্ধ সা' গমের। সে কারণে মু'আবিয়া (রাঃ) অর্ধ সা' ফিতরাহ আদায়ের ফাতাওয়া দিলেন। কিন্তু সহাবীদের অধিকাংশই তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) প্রতিবাদ করে বললেন ঃ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ" كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ" أَبَدًا مَا عِشْتُ رواه مسلم

আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সর্বদা ঐভাবেই ফিতরা আদায় করব যেভাবে আগে আদায় করতাম। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৩১৮ পৃষ্ঠা) ইমাম হাকিম ও ইবনু খুজাইমাহ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

عَنْ عَيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرِيْحٍ قَالَ : قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ وَ ذَكَرَ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُه" عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ : لَا تِلْكَ قِيْمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا وَ لَا أَعْمَلُ بِهَا.

'আইয়ায বিন 'আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তার নিকট রামাযানের সদাকাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যামানায় যে পরিমাণ সদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম তা ব্যতীত অন্যভাবে বের করব না। এক সা' খেজুর, এক সা' গম, এক সা' যব ও এক সা' পনির। কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করল, গমের দু' মুদ দ্বারা কি আদায় হবে না? তিনি বললেন, না। এটা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মনগড়া নির্ধারিত। আমি সেটা গ্রহণও করব না বাস্তবায়নও করব না। (ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম নাববী (রহঃ) বলেন, যারা মু'আবিয়ার কথা মত গমের দু' মুদ আদায় করাকে গ্রহণ করেছে তাতে ত্রুটি রয়েছে। কেননা এ ব্যাপারে সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবাগণ বিরোধিতা করেছেন যাঁরা দীর্ঘ সময় নাবী (ﷺ) এর সাথে ছিলেন এবং তাঁরা নাবী (ﷺ) এর অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন। মু'আবিয়া (রাঃ) নিজের রায় দ্বারা মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি নাবী (ﷺ) হতে শুনে বলেননি। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর হাদীসে ইত্তিবাহ ও সুন্নাত গ্রহণের প্রতি

٥٧١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

৫৭১. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সদাকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা'আ পরিমাণ খেজুর বা এক সা'আ পরিমাণ যব দিয়ে আদায় করতে নির্দেশ দেন। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর লোকেরা যবের সমপরিমাণ হিসেবে দু' মুদ (অর্ধ সা') গম আদায় করতে থাকে।[২]

٥٧٢. حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড ৪৩৮ পৃষ্ঠা; মুসলিম শরহে নাববী ১ম খণ্ড ৩১৭-৩১৮ পৃষ্ঠা, শরহুল মুহাযযাব ইমাম নাববী)

ইমাম শাফিয়ী, আহমাদ, ইসহাক এক সা'আ ফিতরায় হাদীস প্রমাণ পেশ করেন। কেননা নাবী (ﷺ) সদাকাতুল ফিতর খাদ্যদ্রব্যের এক সা'আ আদায় করা ফরয করেছেন। আর গম হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যেরই একটি। অতএব এক সা'আ ব্যতীত ফিতরা আদায় বৈধ হবে না। আর আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবুল আলিয়া, আবুশ শা'সআ, হাসান বাসরী, জাবির বিন যায়িদ, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইসহাক (রহ.) প্রমুখ এ দলীল গ্রহণ করেছেন। নাইলুল আওতারে এভাবেই রয়েছে। তাতে আরো রয়েছে গম ও অন্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। আর যারা অর্ধ সা'আ গমের কথা যে হাদীসগুলির দ্বারা বলে তা সম্পূর্ণ যঈফ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৩য় খণ্ড ২৮০-২৮১ পৃষ্ঠা)

এ বিষয়ে সকল হাদীস পর্যালোচনা করে দেখা যায় মু'আবিয়াহ (রাঃ) যখন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, হাজ্জ মৌসুমে হাজ্জ করে যখন লোকদের সাথে কথা বললেন তখন জানতে পারলেন শাম বা সিরিয়ার এক মুদ গমের যে দাম হিজাযের দু' মুদ খেজুর, কিসমিস ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের একই দাম অথবা যখন হিজাযে গম আমদানী হল তখন দেখা গেল এক সা'আ খেজুর বা কিসমিসের মূল্য অর্ধ সা'আ গমের মূল্যের সমান। তাই মু'আবিয়া (রাঃ) দামের দিক দিয়ে সমান করে দুই মুদ বা অর্ধ সা'আ গম আদায়ের কথা বলেন এবং সাহাবাদের প্রতিবাদের মুখে পড়েন।

বর্তমানে যদি কেউ মু'আবিয়াহ (রাঃ)-এর কথা মানতে চায় তাহলে তার কথাকে বর্তমান সময়ের দ্রব্যমূল্যের সাথে তুলনা করে মানতে হবে। মাক্কাহ মাদীনার পরিমাপ হিসাবে এক সা'-এর ওজন হয় বর্তমানে দুই কেজি একশত বাহাত্তর গ্রাম। যদি নিম্ন মানের খেজুরের দাম ধরা হয় তাহলে ৩০ টাকা দরে দুই কেজি একশত বাহাত্তর গ্রাম খেজুরের মূল্য আসে ৬৫ টাকা। যেহেতু মু'আবিয়াহ (রাঃ)-এর সময় খেজুরের তুলনায় গমের দাম বেশী ছিল তাই অর্ধ সা'আ আদায় করার কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে গমের দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হলে ৬৫ টাকার গম দিতে হবে। বর্তমানে প্রতি কেজি গমের মূল্য ১০ টাকা ধরলে মাথাপিছু সাড়ে ছয় কেজি গম দিতে ফিতরা আদায় করতে হবে। নচেৎ নাবী (ﷺ) যে এক সা'র (২.১৭২ কেজির) কথা বলেছেন সেই পরিমাণ আপন আপন খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আদায় করতে হবে।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যামানায় দীনার, দিরহাম ইত্যাদি মুদ্রা চালু ছিল। কিন্তু দীনার দিরহামের দ্বারা অর্থাৎ আমাদের যামানায় প্রচলিত টাকা পয়সার দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করার প্রমাণ কোন হাদীসেই পাওয়া যায় না। তাঁরা তাঁদের খাদ্যবস্তু দিয়েই ফিতরা আদায় করতেন।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর এ ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ কল্যাণ নিহিত আছে। ফিতরাহ দানকারী যখন ফিতরার খাদ্যবস্তু কিনে তখন বিক্রেতা উপকৃত হয়। ফিতরাহ গ্রহণকারী খাদ্যবস্তু বিক্রি করে দিলে ফিতরাহ গ্রহণ করে না এমন সব গরীব ক্রেতা উপকৃত হয়। والله أعلم

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৭১, হাঃ ১৫০৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৯৮৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ১৫০৭; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৯৮৪

৫৭২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সা'আ পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা'আ পরিমাণ যব অথবা এক সা'আ পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা পরিমাণ পনির অথবা এক সা'আ পরিমাণ কিসমিস দিয়ে সদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতাম।[১]

٥٧٣. حديث أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نُعْطِيْهَا فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هٰذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.

৫৭৩. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর যুগে এক সা'আ খাদ্যদ্রব্য বা এক সা'আ খেজুর বা এক সা'আ যব বা এক সা'আ কিসমিস দিয়ে সদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম। মু'আবিয়াহ (রাঃ)-এর যুগে যখন গম আমদানী হল তখন তিনি বললেন, এক মুদ গম (পূর্বোক্তগুলোর) দু' মুদ-এর সমপরিমাণ বলে আমার মনে হয়।[২]

٦/١٢. بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

১২/৬. যাকাত অমান্যকারীর গুনাহ।

٥٧٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِيْ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَطَالَ فِيْ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِيْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذٰلِكَ.

وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهَا إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ﴾.

৫৭৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরস্কার; একজনের জন্য আবরণ এবং একজনের জন্য (পাপের) বোঝা। যার জন্য পুরস্কার, সে হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখে এবং রশি কোন চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি সে চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য তার পুণ্য রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপসমূহের বিনিময়ে তার জন্য পুণ্য রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোন নহরে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তার মালিক পানি পান করানোর ইচ্ছে করেনি, তবে এর ফলেও তার জন্য পুণ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অহংকার, লৌকিকতা প্রদর্শন এবং মুসলিমদের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে তবে তার জন্য তা (পাপের) বোঝা।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৭৩, হাঃ ১৫০৬; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৯৮৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৭৫, হাঃ ১৫০৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ৯৮৫

আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার উপর আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি, ব্যাপক অর্থপূর্ণ এই একটি আয়াত ব্যতীত। (আল্লাহ্‌র বাণী ঃ) কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করে থাকলে, সে তা দেখতে পাবে; আর কেউ অণু পরিমাণ বদ কাজ করে থাকলে, সে তাও দেখতে পাবে। (যিলযাল ঃ ৭-৮)।[১]

١٢/٨. بَابُ تَغْلِيْظِ عُقُوْبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ

১২/৮. যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার শাস্তির ভয়াবহতা।

٥٧٥. حديث أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ هُمْ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمْ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قُلْتُ مَا شَأْنِيْ أَيُرَى فِيَّ شَيْءٌ مَا شَأْنِيْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ وَتَغَشَّانِيْ مَا شَاءَ اللهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْأَكْثَرُوْنَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا.

৫৭৫. আবূ যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় বসে বলেছিলেন ঃ কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার অবস্থা কী? আমার মাঝে কি কিছু (ত্রুটি) পরিলক্ষিত হয়েছে? তিনি বলছিলেন, এমন অবস্থায় আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম। আমি তাঁকে থামাতে পারলাম না। যতক্ষণের জন্য আল্লাহ্ চাইলেন আমি চিন্তায় আচ্ছন্ন রইলাম। এরপর আমি আরয করলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান ঐ সমস্ত লোক কারা হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! তিনি বললেন ঃ এরা হল ঐ সকল লোক যারা অধিক সম্পদের অধিকারী। তবে হাঁ, ঐ সমস্ত লোক স্বতন্ত্র যারা এরূপ, এরূপ ও এরূপ (ক্ষেত্রে খরচ করে)।[২]

٥٧٦. حديث أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّيْ حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتّٰى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

৫৭৬. আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে গমন করলাম। তিনি বললেন ঃ শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ (বা তিনি বললেন) শপথ সেই সত্তার, যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, অথবা অন্য কোন শব্দে শপথ করলেন, উট, গরু বা বকরী থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এদের হক আদায় করেনি সেগুলো যেমন ছিল তার চেয়ে বৃহদাকার ও মোটা তাজা করে কিয়ামাতের দিন হাযির করা হবে এবং তাকে পদপিষ্ট করবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো দিবে। যখনই দলের শেষটি চলে যাবে তখন পালাক্রমে আবার প্রথমটি ফিরিয়ে আনা হবে। মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে এরূপ চলতে থাকবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ২৮৬০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৬, হাঃ ৯৮৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ৮, হাঃ ৬৬৩৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৮, হাঃ ৯৯০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১৪৬০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৮, হাঃ ৯৯০

٩/١٢. بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

১২/৯. সদাকাহ দেয়ার জন্য উৎসাহ দান।

٥٧٧. **حديث** أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِيْ ذَهَبًا يَأْتِيْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِيْ مِنْهُ دِيْنَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُوْلَ بِهِ فِيْ عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْأَكْثَرُوْنَ هُمُ الْأَقَلُّوْنَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ قَالَ لِيْ مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّيْ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ عُرِضَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا تَبْرَحْ فَمَكُثْتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ عُرِضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاكَ جِبْرِيْلُ أَتَانِيْ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ.

৫৭৭. যায়দ ইবনু ওয়াহ্‌ব (রহ.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আবূ যার (রাঃ) রাবাযাহ নামক স্থানে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে এশার সময় মাদীনায় হার্‌রা নামক স্থান দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা উহুদ পাহাড়ের সম্মুখীন হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যার! আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আসুক আর ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ব্যতীত এক দীনার পরিমাণ সোনাও এক রাত অথবা তিন রাত পর্যন্ত আমার হাতে থেকে যাক। বরং আমি পছন্দ করি যে, আমি এগুলো আল্লাহ্‌র বান্দাদের এভাবে বিলিয়ে দেই। (কিভাবে দেবেন) তা তাঁর হাত দিয়ে তিনি দেখালেন। অতঃপর বললেন ঃ হে আবূ যার! আমি বললাম ঃ লাব্বাইকা ওয়া স'দাইকা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে যারা অধিক সম্পদশালী, আখিরাতে তারা হবেন অনেক কম সাওয়াবের অধিকারী। তবে যারা তাদের সম্পদকে এভাবে, এভাবে বিলিয়ে দেবে। তারা হবেন এর ব্যতিক্রম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন ঃ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত, হে আবূ যার! তুমি এ স্থানেই থাকো। এখান থেকে কোথাও যেয়ো না। এরপর তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন, এমনকি আমার চোখের আড়ালে চলে গেলেন। এমন সময় এটা শব্দ শুনলাম। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়লাম যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন কিনা? তাই আমি সে দিকে অগ্রসর হতে চাইলাম। কিন্তু সাথে সাথেই আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর নিষেধাজ্ঞা যে কোথায়ও যেয়ো না মনে পড়লো এবং আমি থেমে গেলাম। এরপর তিনি ফিরে আসলে আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একটা আওয়ায শুনে শংকিত হয়ে পড়লাম যে, আপনি সেখানে গিয়ে কোন বিপদে পড়লেন কিনা। কিন্তু আপনার কথা স্মরণ করে থেমে গেলাম। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তিনি ছিলেন জিবরীল। তিনি আমার নিকট এসে সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ

করবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে? যদিও সে ব্যক্তি চুরি করে? তিনি বললেন ঃ সে যদিও ব্যভিচার করে, যদিও চুরি করে থাকে তবুও।[১]

٥٧٨. حديث أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِيْ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْشِيْ وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِيْ فِيْ ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِيْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ أَبُوْ ذَرٍّ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَهْ قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيْهِ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِيْ اجْلِسْ هَا هُنَا قَالَ فَأَجْلَسَنِيْ فِيْ قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِيْ اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّيْ فَأَطَالَ اللُّبْثَ ثُمَّ إِنِّيْ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِيْ جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام عَرَضَ لِيْ فِيْ جَانِبِ الْحَرَّةِ قَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.

৫৭৮. আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে আমি একবার বের হলাম। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একাকী চলতে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে কোন লোক ছিল না। আমি মনে করলাম, তাঁর সঙ্গে কেউ চলুক হয়ত তিনি তা অপছন্দ করবেন। তাই আমি চাঁদের ছায়াতে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। তিনি পেছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আমি বললাম, আমি আবূ যার। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। তিনি বললেন ঃ ওহে আবূ যার, এসো। আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ চললাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ অধিকের অধিকারীরাই ক্বিয়ামাতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যাদের আল্লাহ্ সম্পদ দান করেন এবং তারা তা ডানে, বামে, আগে ও পেছনে ব্যয় করে আর মঙ্গলজনক কাজে তা লাগায়, (তারা ব্যতীত)। অতঃপর আমি আরও কিছুক্ষণ তাঁরসঙ্গে চলার পর তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি এখানে বসে থাক। (একথা বলে) তিনি আমাকে চতুর্দিকে প্রস্তরঘেরা একটি খোলা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই বসে থেকো। তিনি বলেন, এরপর তিনি প্রস্তরময় প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন। এমন কি তিনি আমার দৃষ্টির আগোচরে চলে গেলেন। এবং বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি ফিরে আসার সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যিনা করে। অতঃপর তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ আমাকে আপনার প্রতি কুরবান করুন। আপনি এই প্রস্তর প্রান্তরে কার সাথে কথা বললেন? কাউকে তো আপনার কথার উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন ঃ তিনি ছিলেন জিব্‌রীল (আলাইহিস সালাম)। তিনি এই কংকরময় প্রান্তরে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনার উম্মাতদের সুসংবাদ দেবেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৬২৬৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯৯৪

ওহে জিব্‌রীল! যদিও সে চুরি করে, আর যদিও সে যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললামঃ যদিও সে চুরি করে আর যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার আমি বললাম ঃ যদিও সে চুরি করে আর যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি সে শরাবও পান করে।[১]

١٠/١٢. بَابُ فِي الْكَنَّازِيْنَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيْظِ عَلَيْهِمْ

১২/১০. যারা ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে তাদের শাস্তির ভয়াবহতা।

٥٧٩. **حديث** أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلَإٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوْضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوْضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَدْرِيْ مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِيْ قُلْتَ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا قَالَ لِيْ خَلِيْلِيْ قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيْلُكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُرْسِلُنِيْ فِيْ حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُوْنَ إِنَّمَا يَجْمَعُوْنَ الدُّنْيَا لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ.

৫৭৯. আহনাফ ইব্‌নু কায়স (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি কুরাইশ গোত্রীয় একদল লোকের সাথে বসেছিলাম, এমন সময় রুক্ষ চুল, মোটা কাপড় ও খসখসে শরীর বিশিষ্ট এক ব্যক্তি তাদের নিকট এসে সালাম দিয়ে বললো, যারা সম্পদ জমা করে রাখে তাদেরকে এমন গরম পাথরের সংবাদ দাও, যা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তা তাদের স্তনের বোঁটার উপর স্থাপন করা হবে আর তা কাঁধের পেশী ভেদ করে বের হবে এবং কাঁধের চিকন হাড্ডির ওপর স্থাপন করা হবে, তা নড়াচড়া করে সজোরে স্তনের বোঁটা ছেদ করে বের হবে। এরপর লোকটি ফিরে গিয়ে একটি স্তম্ভের পাশে বসল। আমিও তাঁর অনুগমন করলাম ও তাঁর কাছে বসলাম। অথচ আমি জানতাম না সে কে। আমি তাকে বললাম, আমার মনে হয় যে, আপনার বক্তব্য লোকেরা পছন্দ করেনি। তিনি বললেন, তারা কিছুই বুঝে না।

কথাটি আমাকে আমার বন্ধু বলেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনার বন্ধু কে? সে বলল, তিনি হলেন নাবী (ﷺ)। তিনি আমাকে বলেন, হে আবূ যার! তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখেছ? তিনি বলেন, তখন আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দিনের কতটুকু অংশ বাকি রয়েছে। আমার ধারণা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে পাঠাবেন। আমি জবাবে বললাম, জী-হাঁ। তিনি বললেন ঃ আমি পছন্দ করি না যে আমার জন্য উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ হোক আর তা সমুদয় আমি নিজের জন্য ব্যয় করি তিনটি দীনার ব্যতীত। [আবূ যার (রাঃ) বলেন] তারা তো বুঝে না, তারা শুধু

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৬৪৪৩; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯৯৬

দুনিয়ার সম্পদই একত্রিত করছে। আল্লাহর কসম, না! না! আমি তাদের নিকট দুনিয়ার কোন সম্পদ চাই না এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত দীন সম্পর্কেও তাদের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করবো না।[১]

١١/١٢. بَابُ الْحَثِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ

১২/১১. দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও গোপনে দানকারীর জন্য সুসংবাদ।

٥٨٠. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ.

৫৮০. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমাকে দান করব এবং [আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)] বললেন, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ। (তোমার) রাতদিন অবিরাম খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখ না, যখন থেকে (আল্লাহ) আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কী পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হাতের সম্পদে কোন কমতি হয়নি। আর আল্লাহ তা'আলার 'আরশ পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে পাল্লা। তিনি ঝুঁকান, তিনি উপরে উঠান।[২]

١٣/١٢. بَابُ الْاِبْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

১২/১৩. প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করা, অতঃপর পরিবার-পরিজনের জন্য, অতঃপর নিকটাত্মীয়ের জন্য।

٥٨١. **حديث** جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ.

৫৮১. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, তাঁর সাহাবীদের একজন তার গোলামকে মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে এই শর্তে আযাদ করলেন। অথচ তাঁর এছাড়া আর কোন মাল ছিল না। নাবী (ﷺ) সে গোলামটিকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং প্রাপ্তমূল্য তার নিকট পাঠিয়ে দেন।[৩]

١٤/١٢. بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِيْنَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوْا مُشْرِكِيْنَ

১২/১৪. নিকটাত্মীয়, পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর খরচ করা ও সদাকাহ্ করার মর্যাদা যদিও তারা মুশরিক হয়।

٥٨٢. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৪০৭-১৪০৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১০, হাঃ ৯৯২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১১, হাঃ ৪৬৮৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১১, হাঃ ৯৯৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৭১৮৬; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৯৯৭

فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾ قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّيْ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ.

৫৮২. আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সবচাইতে বেশী খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মাসজিদে নাববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না"– (আলু ইমরান ঃ ৯২) তখন আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ বলেছেন ঃ "তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না"– (আলু ইমরান ঃ ৯২) আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদাকাহ করা হলো, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপন জনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও। আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করব। অতঃপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন।[1]

٥٨٣. **حديث** مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ.

৫৮৩. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী মায়মূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি তার এক বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাকে বললেন, তুমি যদি একে তোমার মামাদের কাউকে দিয়ে দিতে তবে তোমার অধিক পুণ্য হত।[2]

٥٨٤. **حديث** زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِيْ حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيَجْزِيْ عَنِّيْ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِيْ حَجْرِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِيْ أَنْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১৪৬১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৯৯৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৫৯৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৯৯৯

ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ ﷺ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

৫৮৪. 'আবদুল্লাহ (ইব্নু মাস'ঊদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিনি [যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, আমি মাসজিদে ছিলাম। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখলাম তিনি বলছেন ঃ তোমরা সদাকাহ দাও যদিও তোমাদের অলংকার হতে হয়। যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পোষ্য ইয়াতীমের প্রতি খরচ করতেন। তখন তিনি 'আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জেনে এসো যে, তোমার প্রতি এবং আমার পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি খরচ করলে আমার পক্ষ হতে সদাকাহ আদায় হবে কি? তিনি [ইব্নু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বললেন, বরং তুমিই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জেনে এসো। এরপর আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম। তাঁর দরজায় আরো একজন আনসারী মহিলাকে দেখলাম, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। তখন বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, আপনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জিজ্ঞেস করুন, স্বামী ও আপন (পোষ্য) ইয়াতীমের প্রতি সদাকাহ করলে কি আমার পক্ষ হতে তা যথেষ্ট হবে? এবং এ কথাও বলেছিলাম যে, আমাদের কথা জানাবেন না। তিনি প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তারা কে? বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, যায়নাব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যায়নাব? তিনি উত্তর দিলেন, 'আবদুল্লাহর স্ত্রী। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তার জন্য দু'টি সওয়াব* রয়েছে, আত্মীয়কে দেয়ার সওয়াব আর সদাকাহ দেয়ার সওয়াব।[১]

٥٨٥. حديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ قَالَ نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

৫৮৫. উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আবূ সালামাহর সন্তানদের জন্য ব্যয় করলে তাতে আমার কোন সওয়াব হবে কি? আমি তাদের এ (অভাবী) অবস্থায় ত্যাগ করতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তাদের জন্য খরচ করলে তুমি সওয়াব পাবে।[২]

٥٨٦. حديث عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

---

* কেউ নিজস্ব মাল থেকে অভাবগ্রস্ত নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত দিলে অধিক পুণ্য লাভ করবে।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ১৪৬৬; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১০০০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৫৩৬৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১০০১

৫৮৬. আবূ মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ কি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে? তিনি বললেন, (হাঁ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তা তার সদাকাহ্য় পরিগণিত হয়।[১]

٥٨٧. حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ.

৫৮৭. আসমা বিনতে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ফাতওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ কর।[২]

١٥/١٢. بَابُ وُصُوْلِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ

১২/১৫. মৃত ব্যক্তির নামে খরচ করলে তার নিকট সওয়াব পৌঁছা।

٥٨٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

৫৮৮. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সদাকাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সদাকাহ করলে তিনি এর প্রতিফল পাবেন কি? তিনি [নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বললেন, হ্যাঁ।[৩]

١٦/١٢. بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوْفِ

১২/১৬. প্রত্যেক সৎ কাজকে 'সদাকাহ' নামে অভিহিত করার বর্ণনা।

٥٨٩. حديث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

৫৮৯. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমেরই সদাকাহ করা আবশ্যক। উপস্থিত লোকজন বলল ঃ যদি সে সদাকাহ করার মত কিছু না পায়। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে নিজের হাতে কাজ করবে। এতে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং সদাকাহ করবে। তারা বলল ঃ যদি সে সক্ষম না হয় অথবা বলেছেন ঃ যদি সে না করে? তিনি

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৩৫১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১০০২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ২৯, হাঃ ২৬২০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১০০৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ১৩৮৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১০০৪

বললেন ঃ তাহলে সে যেন বিপদগ্রস্ত মাযলূমের সাহায্য করে। লোকেরা বলল ঃ সে যদি তা না করে? তিনি বললেন ঃ তা হলে সে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অথবা বলেছেন, সাওয়াবের কাজের আদেশ দিবে। তারা বলল ঃ তাও যদি সে না করে? তিনি বললেন ঃ তা হলে সে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে । কারণ, এটাই তার জন্য সদাকাহ।[১]

٥٩٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

৫৯০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন যে, মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সদাকাহ রয়েছে, প্রতি দিন যাতে সূর্য উদিত হয় দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সদাকাহ, কাউকে সাহায্য করে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেয়াও সদাকাহ, ভাল কথাও সদাকাহ, সলাত আদায়ের উদ্দেশে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সদাকাহ, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সদাকাহ।[২]

١٧/١٢. بَابُ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ

১২/১৭. দানকারী ও কৃপণতাকারী।

٥٩١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْآخَرُ اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

৫৯১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।[৩]

١٨/١٢. بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوْجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

১২/১৮. সদাকাহ করার প্রতি উৎসাহ ঐ সময় আসার পূর্বে যখন সদাকাহ গ্রহীতা পাওয়া যাবে না।

٥٩٢. حديث حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَإِنَّهُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِيْ بِهَا.

৫৯২. হারিসাহ্ ইব্নু অহ্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সদাকাহ কর, কেননা তোমাদের ওপর এমন যুগ আসবে যখন মানুষ আপন সদাকাহ নিয়ে ঘুরে

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৬০২২; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১০০৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১২৮, হাঃ ২৯৮৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১০০৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ২৭, হাঃ ১৪৪২; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১০১০

বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। (যাকে দাতা দেয়ার ইচ্ছে করবে সে) লোকটি বলবে, গতকাল পর্যন্ত নিয়ে আসলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।[১]

٥٩٣. حديث أَبِي مُوسٰى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

৫৯৩. আবূ মূসা (আশ'আরী) (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপর অবশ্যই এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা সদাকাহর সোনা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু একজন গ্রহীতাও পাবে না। পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এবং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অধীনে থাকবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করবে।[২]

٥٩٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي.

৫৯৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে উপচে না পড়বে, এমনকি সম্পদের মালিকগণ তার সদাকাহ কে গ্রহণ করবে তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। যাকেই দান করতে চাইবে সে-ই বলবে, প্রয়োজন নেই।[৩]

١٢/١٩. بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا

১২/১৯. সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ থেকে সদাকাহ্ গৃহীত হওয়া এবং তার বৃদ্ধি সাধন।

٥٩٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

৫৯৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদাকাহ করবে, (আল্লাহ তা কবূল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবূল করেন আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত* দিয়ে তা কবূল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সদাকাহ পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৪১১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১০১১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৪১৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৮; হাঃ ১০১২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৪১২; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৭

* কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর হাত আছে, পা আছে। কিন্তু এই হাত পা কেমন সে সম্পর্কে আমরা কোন ধারণাও করতে পারি না চিন্তাও করতে পারি না। সৃষ্টিজগতে তাঁর কোন তুলনা নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজের সম্পর্কে বলেছেন, (الشورى: من الآية١١) ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই, তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন। (সূরা শুরা ১১)

কুদরাতি হাত বা কুদরাতি পা বা কুদরাতি চক্ষু ইত্যাদি অর্থ করা আল্লাহর গুণাবলীর বিকৃতি সাধন করার শামিল।

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ২৩, হাঃ ১৪১০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১০১৪

٢٠/١٢. بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ

১২/২০. সদাকাহ্ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান যদিও তা খেজুরের একটু অংশ অথবা উত্তম কথা হয় এবং এটা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী ঢাল।

٥٩٦. حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

৫৯৬. 'আদী ইব্‌নু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সদাকাহ করে হলেও।[1]

٥٩٧. حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

৫৯৭. আদী ইব্‌নু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন। আর সেদিন বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর বান্দা নযর করে তার সামনে কিছুই দেখতে পাবে না। সে পুনরায় তার সামনের দিকে নযর ফেরাবে তখন তার সামনে পড়বে জাহান্নাম। তোমাদের মাঝে যে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও নিজেকে রক্ষা করে।

রাবী বলেন, নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। এরপর তিনি পিঠ ফিরালেন এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আবার বললেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। এরপর তিনি পিঠ ফিরালেন এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তিনবার এরূপ করলেন। এমন কি আমরা ভাবছিলাম যে তিনি বুঝি জাহান্নাম সরাসরি দেখছেন। তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। আর যদি কেউ সেটাও না পাও তাহলে উত্তম কথার দ্বারা হলেও (আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর)।[2]

٢١/١٢. بَابُ الْحَمْلِ بِأُجْرَةٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْيِ الشَّدِيْدِ عَنْ تَنْقِيْصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيْلٍ

১২/২১. মুটে মজুর সদাকাহ করতে পারে এবং অল্প পরিমাণ সদাকাহ্‌কারীকে দোষারোপ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

٥٩٨. حديث أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ أَبُوْ عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً فَنَزَلَتْ ﴿الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ الْآيَةَ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৪১৭; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২০, হাঃ ১০১৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৬৫৩৯-৬৫৪০, [১৪১৩]; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২০, হাঃ ১০১৬

৫৯৮. আবূ মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের সদাকাহ্ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হল, তখন আমরা পরিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। একদা আবূ 'আকীল (রাঃ) অর্ধ সা' খেজুর (দান করার উদ্দেশে) নিয়ে আসলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি ('আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ) তার চেয়ে অধিক মালামাল (একই উদ্দেশে) নিয়ে উপস্থিত হলেন। (এগুলো দেখে) মুনাফিকরা সমালোচনা করতে লাগল, আল্লাহ এ ব্যক্তির সদাকাহ্র মুখাপেক্ষী নন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ['আবদুর রহমান ইবন 'আউফ (রাঃ)] শুধু মানুষ দেখানোর জন্য অধিক মালামাল দান করেছে। এ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়- "মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদাকাহ দেয় এবং যারা নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া ব্যয় করার কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"- (সূরাহ বারাআত ৯/৭৯)।[১]

١٢/٢٢. بَابُ فَضْلِ الْمَنِيْحَةِ

১২/২২. মানীহা এর ফাযীলাত (দুগ্ধপানের জন্য দুগ্ধবতী উট-ছাগল-ভেড়া সাময়িকভাবে দান)

٥٩٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْمَنِيْحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُوْ بِإِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِإِنَاءٍ.

৫৯৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মানীহা হিসাবে অধিক দুগ্ধবতী উটনী ও অধিক দুগ্ধবতী বকরী কতই না উত্তম, যা সকাল বিকাল পাত্র ভর্তি দুধ দেয়।[২]

١٢/٢٣. بَابُ مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيْلِ

১২/২৩. দানকারী ও কৃপণতাকারীর দৃষ্টান্ত।

٦٠٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدْ اضْطُرَّتْ أَيْدِيْهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِيْ جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ.

৬০০. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) একবার কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিকে এমন দু'ব্যক্তির সাথে তুলনা করেন, যাদের পরিধানে লোহার দু'টি বর্ম আছে। তাদের দু'টি হাতই বুক ও ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে আছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার বর্মটি এমনভাবে প্রশস্ত হয় যে, তার পায়ের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে এবং (শরীরের চেয়ে লম্বা হবার জন্য চলার সময়) পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ লোকটি যখন দান করতে ইচ্ছে করে, তখন

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৯, হাঃ ৪৬৬৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ১০১৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ২৬২৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২২, হাঃ ১০১৯

তার বর্মটি শক্ত হয়ে যায় ও এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে থাকে এবং প্রতিটি অংশ স্ব স্ব স্থানে থেকে যায়। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)কে তাঁর আঙ্গুল এভাবে বুকের দিক দিয়ে খোলা অংশের মধ্যে রেখে বলতে দেখেছি, তুমি যদি তা দেখতে (তাহলে দেখতে) যে, তিনি তা প্রশস্ত করতে চাইলেন কিন্তু প্রশস্ত হল না।[১]

١٢/٢٤. بَابُ ثُبُوْتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّدَقَةُ فِيْ يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا

১২/২৪. সদাকাহ প্রদানকারীর সওয়াব বহাল থাকবে যদিও তা অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে যায়।

٦٠١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.

৬০১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ (পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে) এক ব্যক্তি বলল, আমি কিছু সদাকাহ করব। সদাকাহ নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) সে এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিলো। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, চোরকে সদাকাহ দেয়া হয়েছে। এতে সে বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, আমি অবশ্যই সদাকাহ করবো। সদাকাহ নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সদাকাহ দেয়া হয়েছে। লোকটি বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সদাকাহ) ব্যভিচারিণীর হাতে পৌঁছল! আমি অবশ্যই সদাকাহ করব। এরপর সে সদাকাহ নিয়ে বের হয়ে কোন এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলতে লাগলো, ধনী ব্যক্তিকে সদাকাহ দেয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সদাকাহ) চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়লো! পরে স্বপ্নযোগে তাকে বলা হলো, তোমার সদাকাহ চোর পেয়েছে, সম্ভবত সে চুরি করা হতে বিরত থাকবে, তোমার সদাকাহ ব্যভিচারিণী পেয়েছে, সম্ভবত সে তার ব্যভিচার হতে পবিত্র থাকবে আর ধনী ব্যক্তি তোমার সদাকাহ পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে সদাকাহ করবে।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৯, হাঃ ৫৭৯৭; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৩, হাঃ ১০২১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৪২১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১০২২

٢٥/١٢. بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِيْنِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيْحِ أَوْ الْعُرْفِيِّ

১২/২৫. বিশ্বস্ত খাজাঞ্চীর এবং ঐ মহিলা যে সৎ উদ্দেশে তার স্বামীর গৃহ হতে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট অনুমতি সাপেক্ষে সদাকাহ্ করে, বিনষ্ট করার উদ্দেশে নয়– তার প্রতিদান।

٦٠٢. حديث أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِيْنُ الَّذِيْ يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِيْ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

৬০২. আবূ মূসা (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চী (আপন মালিক কর্তৃক) নির্দেশিত পরিমাণ সদাকাহ্র সবটুকুই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সানন্দচিত্তে আদায় করে, কোন কোন সময় তিনি يُنْفِذُ (বাস্তবায়িত করে) শব্দের স্থলে يُعْطِيْ (আদায় করে) শব্দ বলেছেন, সে খাজাঞ্চীও নির্দেশদাতার ন্যায় সদাকাহ্ দানকারী হিসেবে গণ্য।[১]

٦٠٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

৬০৩. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কোন স্ত্রী যদি তার ঘর হতে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া খাদ্যদ্রব্য সদাকাহ্ করে তবে এ জন্যে সে সওয়াব লাভ করবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্য জনের সওয়াবে কোন কমতি হবে না।[২]

٦٠٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

৬০৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখবে না।[৩]

٦٠٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ.

৬০৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যদি কোন মহিলা স্বামীর উপার্জন থেকে বিনা হুকুমে দান করে, তবে সে তার অর্ধেক সওয়াব পাবে।[৪]

٢٧/١٢. بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

১২/২৭. যে ব্যক্তি এক সঙ্গে সদাকাহ্ ও উত্তম 'আমালসমূহ করল।

٦٠٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১৪৩৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১০২৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৪২৫; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১০২৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ৫১৯২; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১০২৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ৫, হাঃ ৫৩৬০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১০২৬

الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

৬০৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব যে সলাত আদায়কারী, তাকে সলাতের দরজা হতে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান দরজা হতে ডাকা হবে। যে সদাকাহ দানকারী, তাকে সদাকাহ্র দরজা হতে ডাকা হবে। এরপর আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, সকল দরজা হতে কাউকে ডাকার কোন প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা হতে ডাকা হবে? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ হাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে।[১]

٦٠٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ أَيْ فُلُ هَلُمَّ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَاكَ الَّذِيْ لَا تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

৬০৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় দু'টি করে কোন জিনিস ব্যয় করবে, জান্নাতের প্রত্যেক দরজায় প্রহরী তাকে ডাক দিবে। (তারা বলবে), হে অমুক। এদিকে আস। আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো তার জন্য কোন ক্ষতি নেই। নাবী (ﷺ) বললেন, 'আমি আশা করি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[২]

١٢/٢٨. بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ

১২/২৮. দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও (সম্পদ) গণনা করা অপছন্দনীয় হওয়া।

٦٠٨. حديث أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَنْفِقِيْ وَلَا تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

৬০৮. আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ খরচ কর, আর হিসাব করতে যেওনা, তাহলে আল্লাহ তোমার বেলায় হিসাব করে দিবেন। লুকিয়ে রেখ না, নইলে আল্লাহও তোমার ব্যাপারে লুকিয়ে রাখবেন।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৮৯৭; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৭, হাঃ ১০২৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ২৮৪১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৭, হাঃ ১০২৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৫৯১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৮, হাঃ ১০২৯

٢٩/١٢. بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيْلِ وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيْلِ لِاحْتِقَارِهِ

১২/২৯. সদাকাহ্র প্রতি উৎসাহ প্রদান যদিও তা অল্প পরিমাণে হয়। অল্পকে তুচ্ছ মনে করে বিরত না থাকা।

٦٠٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

৬০৯. আবূ হুরায়রাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশ্‌তযুক্ত হাড় হলেও।[১]

٣٠/١٢. بَابُ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

১২/৩০. গোপনে সদাকাহ করার ফাযীলাত।

٦١٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

৬১০. আবূ হুরায়রাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সে দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে। (৩) যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মাসজিদের সাথে থাকে। (৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। (৫) এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সদাকাহ করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়ে পড়ে।[২]

٣١/١٢. بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيْحِ الشَّحِيْحِ

১২/৩১. সুস্থাবস্থায় সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকাকালীন সদাকাহ্ই উত্তম সদাকাহ।

٦١١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১, হাঃ ২৫৬৬; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৯, হাঃ ১০৩০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ১৪২৩; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১০৩১

৬১১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সাহাবী আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ সদাকাহর সওয়াব বেশি পাওয়া যায়? তিনি (ﷺ) বললেন ঃ সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় তোমার সদাকাহ করা যখন তুমি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে ও ধনী হওয়ার আশা রাখবে। সদাকাহ করতে এ পর্যন্ত দেরী করবে না যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে গেছে।[1]

٣٢/١٢. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الآخِذَةُ

১২/৩২. উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত হল দানকারী এবং নিচের হাত যাচঞাকারী।

٦١٢. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.

৬১২. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একদা মিম্বারের উপর থাকা অবস্থায় সদাকাহ করা ও ভিক্ষা করা হতে বেঁচে থাকা ও ভিক্ষা করা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন ঃ উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দাতার, আর নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের।[2]

٦١٣. حديث حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ.

৬১৩. হাকীম ইব্নু হিযাম (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তুমি বহন কর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে সদাকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা হতে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন।[3]

٦١٤. حديث حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيْمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ يَدْعُوْ حَكِيْمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ﷺ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى حَكِيْمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৪১৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩১, হাঃ ১০৩২

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৪২৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১০৩৩

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৪২৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১০৩৪

৬১৪. হাকিম ইব্‌নু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ হে হাকিম! এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম। হাকীম (রহ.) বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত (সওয়াল করে) আমি কাউকে সামান্যতমও ক্ষতিগ্রস্ত করবো না। এরপর আবূ বকর (রাঃ) হাকীম (রহ.)-কে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছ হতে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। অতঃপর 'উমার (রাঃ) (তাঁর যুগে) তাঁকে কিছু দেয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি তাঁর কাছ হতেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, মুসলিমগণ! হাকিম (রহ.)-এর ব্যাপারে আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি। আমি তাঁর এই গনীমত হতে তাঁর প্রাপ্য পেশ করেছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। (সত্য সত্যই) আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর পর হাকীম (রাঃ) মৃত্যু অবধি কারো নিকট কিছু চেয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি।[১]

١٢/٣٣. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

১২/৩৩. ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ হওয়া।

٦١٥. **حديث** مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَإِنَّمَا أَنَـا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

৬১৫. আমি মু'আবিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের ইলম দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহ্ই (জ্ঞান) দাতা। সর্বদাই এ উম্মাত কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর কায়েম থাকবে, বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[২]

١٢/٣٤. بَابُ الْمِسْكِيْنِ الَّذِيْ لَا يَجِدُ غِنًى وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

১২/৩৪. প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে প্রয়োজন মিটতে পারে আর তার অবস্থা দেখে বোঝাও যায় না যে তাকে সদাকাহ করা যাবে।

٦١٦. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنْ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১৪৭২; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১০৩৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ১৩, হাঃ ৭১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১০৩৭

৬১৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, প্রকৃত মিসকীন সে নয় যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং এক-দু' লোকমা অথবা এক-দু'টি খেজুর পেলে ফিরে যায় বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটতে পারে এবং তার অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে যাচঞা করে বেড়ায় না।[১]

١٢/٣٥. بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ

১২/৩৫. মানুষের নিকট যাচঞা করা অপছন্দনীয়।

٦١٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

৬১৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চেয়ে থাকে, সে কিয়ামাতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার মুখমণ্ডলে কোন গোশ্‌ত থাকবে না।[২]

٦١٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ.

৬১৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ী সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেয়া কারো নিকট চাওয়ার চেয়ে উত্তম। কেউ দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।[৩]

١٢/٣٧. بَابُ إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ

১২/৩৭. যাচঞা বা লোভ করা ব্যতীত যা দেয়া হয় তা গ্রহণ করা বৈধ।

٦١٩. حديث عُمَرَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

৬১৯. 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, যে আমার চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত, তাকে দিন। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলতেন ঃ তা গ্রহণ কর। যখন তোমার কাছে এসব মালের কিছু আসে অথচ তার প্রতি তোমার অন্তরে লোভ নেই এবং তার জন্য তুমি প্রার্থী নও, তখন তা তুমি গ্রহণ করবে। এরূপ না হলে তুমি তার প্রতি অন্তর ধাবিত করবে না।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ১৪৭৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১০৩৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫২, হাঃ ১৪৭৫; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১০৪০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২০৭৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১০৪২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫১, হাঃ ১৪৭৩; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ১০৪৫

٣٨/١٢. بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

১২/৩৮. দুনিয়ার (সম্পদের) প্রতি লোভ-লালসা অপছন্দনীয়।

٦٢٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِيْ اثْنَتَيْنِ فِيْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْأَمَلِ.

৬২০. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে। এর একটি হল দুনিয়ার মুহাব্বাত, আরেকটি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা।[১]

٦٢١. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْبَرُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ وَطُوْلُ الْعُمُرِ.

৬২১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আদাম সন্তানের বয়স বাড়ে আর তার সাথে দু'টি জিনিসও বৃদ্ধি পায়; ধন-সম্পদের মহব্বত ও দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা।[২]

٣٩/١٢. بَابُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَيْنِ لَابْتَغَى ثَالِثًا

১২/৩৯. বানী আদামের যদি দু'টি উপত্যকা থাকে তাহলে সে তৃতীয়টি চাইবে।

٦٢٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

৬২২. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ যদি আদাম সন্তানের স্বর্ণ পরিপূর্ণ একটা উপত্যকা থাকে, তথাপি সে তার জন্য দু'টি উপত্যকার কামনা করবে। তার মুখ একমাত্র মাটি ব্যতীত অন্য কিছুই ভরতে পারবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তাওবাহ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবাহ কবূল করেন।[৩]

٦٢٣. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ اٰدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

৬২৩. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন। আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ বানী আদমের জন্য যদি এক উপত্যকা পরিমাণ ধনসম্পদ থাকে, তা'হলে সে আরও ধন অর্জনের জন্য লালায়িত থাকবে। বানী আদামের লোভী চোখ মাটি ব্যতীত আর কিছুই তৃপ্ত করতে পারবে না। তবে যে তাওবাহ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবাহ কবূল করবেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫, হাঃ ৬৪২০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১০৪৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫, হাঃ ৬৪২১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১০৪৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১০, হাঃ ৬৪৩৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১০৪৮

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১০, হাঃ ৬৪৩৭; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১০৪৯

١٢/٤٠. بَابُ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

১২/৪০. অধিক ধন-সম্পদ থাকলেই ধনী নয়।

٦٢٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

৫২৪. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ বৈষয়িক প্রাচুর্য ঐশ্বর্য নয় বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হল অন্তরের ঐশ্বর্য।[1]

١٢/٤١. بَابُ تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

১২/৪১. দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে যা বেরিয়ে আসবে সে ব্যাপারে ভয় করা।

٦٢٥. حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرَةِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

৬২৫. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যমীনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে দেবেন, আমি তোমাদের জন্য এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি। জিজ্ঞেস করা হলো, যমীনের বরকতসমূহ কী? তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার জাঁকজমক। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে বললেন, ভাল কি মন্দ নিয়ে আসবে? তখন নাবী (ﷺ) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, যদ্দরুন আমরা ধারণা করলাম যে, এখন তাঁর উপর (ওয়াহ্য়ী) নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। আবূ সা'ঈদ (রাঃ) বলেন, যখন এটি প্রকাশ পেল, তখন আমরা প্রশ্নকারীর প্রশংসা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন ঃ ভাল একমাত্র ভালকেই বয়ে আনে। নিশ্চয়ই এ ধনদৌলত সবুজ শ্যামল সুমিষ্ট। অবশ্যি বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা ভক্ষণকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা নিকটে করে দেয়, তবে যে প্রাণী পেট ভরে খেয়ে সূর্যমুখী হয়ে জাবর কাটে, মল-মূত্র ত্যাগ করে এবং পুনঃ খায় (এর অবস্থা ভিন্ন)। এ পৃথিবীর ধনদৌলত তদ্রূপ সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সৎভাবে গ্রহণ করবে এবং সৎকাজে ব্যয় করবে, তা তার খুবই সাহায্যকারী হবে। আর যে তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, তার অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মত যে খেতে থাকে আর পরিতৃপ্ত হয় না।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৬৪৪৬; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১০৫১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৭, হাঃ ৬৪২৭; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১০৫২

٦٢٦. حديث أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنِّيْ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِيْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ شَهِيْدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬২৬. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। তিনি বললেন ঃ আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশঙ্কা করছি তা হলো এই যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে। এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? এতে নাবী (ﷺ) নীরব হলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, তোমার কী হয়েছে? তুমি নাবী (ﷺ)-এর সাথে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমাকে জওয়াব দিচ্ছেন না? তখন আমরা অনুভব করলাম যে, নাবী (ﷺ)-এর উপর ওয়াহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর ঘাম মুছলেন এবং বললেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? যেন তার প্রশ্নকে প্রশংসা করে বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্ত মৌসুম যে ঘাস উৎপন্ন করে তা (সবটুকুই সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে তবে) অনেক সময় হয়ত (ভোজনকারী প্রাণীর) জীবন নাশ করে অথবা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী জন্তু, যে পেট ভরে খাওয়ার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে এবং মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে এবং পুনরায় চলে (সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তেমনি) এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় সুস্বাদু। কাজেই সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরকে দান করে অথবা নাবী (ﷺ) যেরূপ বলেছেন, আর যে ব্যক্তি এই সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খেতে থাকে এবং তার পেট ভরে না। ক্বিয়ামাত দিবসে ঐ সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।[১]

١٢/٤٢. بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

১২/৪২. যাচঞা থেকে বিরত থাকা ও ধৈর্য ধারণের ফাযীলাত।

٦٢٧. حديث أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১৪৬৫; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১০৫২

৬২৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক আনসারী সাহাবী আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নি'আমত কাউকে দেয়া হয়নি।[১]

١٢/٤٣. بَابُ فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

১২/৪৩. অল্পে তুষ্ট থাকা।

٦٢٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللّٰهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.

৬২৮. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবারকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করুন।[২]

١٢/٤٤. بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ

১২/৪৪. ঐ ব্যক্তিকে প্রদান যে চায় অশ্লীল ও কঠোরভাবে।

٦٢٩. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ إِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

৬২৯. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে চলছিলাম। এ সময় তাঁর পরিধানে চওড়া পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী ডোরাদার চাদর ছিল। একজন বেদুঈন তাঁর কাছে এলো। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। এমন কি আমি দেখতে পেলাম আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। অতঃপর সে বলল ঃ হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আপনার নিকট আল্লাহ্‌র যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলুন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।[৩]

٦٣٠. حديث الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْنَا هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১৪৬৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১০৫৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৬৪৬০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১০৫৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৯, হাঃ ৫৮০৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১০৫৭

৬৩০. মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার কিছু কবা' (পোশাক বিশেষ) বণ্টন করলেন। কিন্তু মাখরামাহকে তা হতে একটিও দিলেন না। মাখরামাহ (রাঃ) তখন (ছেলেকে) বললেন, প্রিয় বৎস! আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে নিয়ে চল। [মিসওয়ার (রাঃ) বলেন] আমি তার সঙ্গে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, যাও, ভেতরে গিয়ে তাঁকে আমার জন্য আহ্বান জানাও। [মিসওয়ার (রাঃ)] বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আহ্বান জানালাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর নিকট একটি কবা ছিল। তিনি বললেন, এটা আমি তোমার জন্য হিফাযত করে রেখে দিয়েছিলাম। মাখরামাহ (রাঃ) সেটি তাকিয়ে দেখলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, মাখরামাহ খুশী হয়ে গেছে।[১]

١٢/٤٥. بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ

১২/৪৫. ঐ ব্যক্তিকে প্রদান যার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার ভয় রয়েছে।

٦٣١. حديث سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيْهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا يَعْنِيْ فَقَالَ إِنِّيْ لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.

৬৩১. সা'দ ইব্নু আবূ ওক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একদল লোককে কিছু দান করলেন। আমি তাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। নাবী (ﷺ) তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না। অথচ সে ছিল আমার বিবেচনায় তাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম। আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে চুপে চুপে বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কী হলো? আমি তো তাকে অবশ্য মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন ঃ বরং মুসলিম (বল)। সা'দ (রাঃ) বলেন, এরপর আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে উঠলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক সম্পর্কে আপনার কী হলো? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন ঃ বরং মুসলিম। এবারও কিছুক্ষণ নীরব রইলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে উঠলে আমি বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কী হলো? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলে মনি করি। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ অথবা মুসলিম! এভাবে তিনবার বললেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ অন্য ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি আরেকজনকে দিয়ে থাকি এই আশঙ্কায় যে, তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৫৯৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১০৫৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ১৪৭৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ১৫০

١٢/٤٦. بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيْمَانُهُ

১২/৪৬. ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রদান এবং যাদের ঈমান শক্ত তাদের ধৈর্য ধারণ করা।

٦٣٢. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِيْ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَاءَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا كَانَ حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ أَمَّا ذَوُوْ آرَائِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيْثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ أُعْطِيْ رِجَالًا حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُوْا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ رَضِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً شَدِيْدَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ.

৬৩২. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে হাওয়াযিন গোত্রের মাল থেকে যা দান করার তা দান করলেন। আর তিনি কুরাইশ গোত্রের লোকদের একশ' করে উট দিতে লাগলেন। তখন আনসারদের হতে কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগল, আল্লাহ আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরাইশদেরকে দিচ্ছেন; আমাদেরকে দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট তাদের কথা পৌঁছান হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং চর্ম নির্মিত একটি তাঁবুতে তাদের একত্রিত করলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ব্যতীত আর কাউকে ডাকলেন না। যখন তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, 'আমার নিকট তোমাদের ব্যাপারে যে কথা পৌঁছেছে তা কী?' তাঁদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরা তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে বয়স্করা কিছুই বলেননি। আমাদের কতিপয় তরুণরা বলেছে ঃ আল্লাহ আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে ক্ষমা করুন। তিনি আনসারদের না দিয়ে কুরায়শদের দিচ্ছেন; অথচ আমাদের তরবারি হতে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে।' আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, 'আমি এমন লোকদের দিচ্ছি, যাদের কুফরীর যুগ মাত্র শেষ হয়েছে। তোমরা কি এতে খুশী নও যে, লোকেরা দুনিয়াবী সম্পদ নিয়ে ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে নিয়ে মনযিলে ফিরবে আর আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যা নিয়ে মনযিলে ফিরবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরবে, তার চেয়ে উত্তম।' তখন আনসারগণ বললেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা এতেই সন্তুষ্ট।' অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, 'আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যদের খুব প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করবে, যে পর্যন্ত

না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে হাউযে কাওসারে মিলিত হবে।' আনাস (رضي الله عنه) বলেন, কিন্তু আমরা ধৈর্যধারণ করতে পারিনি।[১]

٦٣٣. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوْا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

৬৩৩. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আনসারদের বললেন, তোমাদের মধ্যে অপর গোত্রের কেউ আছে কি? তারা বললেন না, অন্য কেউ নেই। তবে আমাদের এক ভাগিনা আছে। নাবী (ﷺ) বললেন কোন গোত্রের ভাগ্নে সে গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।[২]

٦٣٤. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَعْطَى قُرَيْشًا وَاللهِ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوْفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَا الْأَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِيْ بَلَغَنِيْ عَنْكُمْ وَكَانُوْا لَا يَكْذِبُوْنَ فَقَالُوْا هُوَ الَّذِيْ بَلَغَكَ قَالَ أَوَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوْتِهِمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى بُيُوْتِكُمْ لَوْ سَلَكَتْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ.

৬৩৪. আমি আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কুরাইশদেরকে মালে গনীমত দিলে কিছু সংখ্যক আনসার বলেছিলেন যে, এ বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি কুরাইশদের মাল দিলেন অথচ আমাদের তলোয়ার হতে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। নাবী (ﷺ)-এর নিকট এ কথা পৌঁছলে তিনি আনসারদেরকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের হতে যে কথাটি শুনতে পেলাম, সে কথাটি কী? যেহেতু তাঁরা মিথ্যা কথা বলতেন না, সেহেতু তাঁরা বললেন, আপনার নিকট যা পৌঁছেছে তা সত্যই। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন গনীমতের মাল নিয়ে তাদের ঘরে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরবে। যদি আনসারগণ উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই চলব।[৩]

٦٣٥. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ الْتَقَى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَةُ آلَافٍ وَالطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوْا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوْا لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَأَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوْا فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ فَقَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَاخْتَرْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৯, হাঃ ৩১৪৭; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ১০৫৯
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৩৫২৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ১০৫৯
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৭৭৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ১০৫৯

Contents

৬৩৫. আনাস (ইবনু মালিক) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিন নাবী (ﷺ) হাওয়াযিন গোত্রের মুখোমুখী হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার সৈনিক) এবং (মাক্কাহ্‌র) নও-মুসলিম। যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। এ মুহূর্তে তিনি [নবী (ﷺ)] বললেন, ওহে আনসার সকল! তাঁরা জওয়াব দিলেন, আমরা হাযির, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত এবং আপনার সামনেই আমরা উপস্থিত। নাবী (ﷺ) তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। মুশরিকরা পরাজিত হল। তিনি নও-মুসলিম এবং মুহাজিরদেরকে (গনীমত) বণ্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। (এতে তারা নিজেদের মধ্যে সে কথা বলাবলি করছিল।) তখন তিনি তাদেরকে ডেকে এনে একটি তাঁবুর ভিতর জমায়েত করলেন এবং বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন বকরী ও উট নিয়ে যাবে আর তোমরা যাবে আল্লাহ্‌র রাসূলকে নিয়ে। এরপর নাবী (ﷺ) আরো বললেন, যদি লোকজন উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসাররা গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের গিরিপথকেই বেছে নেব।[১]

٦٣٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوْا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِيْ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِيْنَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِيْ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِيْ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَنُّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيْبُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَنُّ قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ وَتَذْهَبُوْنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ أُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ.

৬৩৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু আসিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিবসে আল্লাহ যখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-কে গনীমতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সেসব মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। আর আনসারগণকে কিছুই দিলেন না। ফলে তাঁরা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তাঁরা তা পাননি। অথবা তিনি বলেছেন ঃ তাঁরা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তারা তা পাননি। কাজেই নাবী (ﷺ) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি, অতঃপর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরকে জুড়ে দিয়েছেন। তোমরা ছিলে দরিদ্র, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন তখন আনসারগণ জবাবে বলেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহ্‌সানকারী। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রসূলের জবাব দিতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা কিছু বলছেন তার উত্তরে বলে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ৪৩৩৩; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ১০৫৯

যাচ্ছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহ্সানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছে করলে বলতে পার যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসেছিলেন কিন্তু তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক বকরী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহ্র নাবীকে সাথে নিয়ে। যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তা হলে আমি আনসারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হচ্ছে (নববী) ভিতরের পোশাক আর অন্যান্য লোক হচ্ছে উপরের পোশাক। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগ্রাধিকার। তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দীনের উপর টিকে থাকবে) যে পর্যন্ত না তোমরা হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।[1]

٦٣٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَاٰثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ فَقُلْتُ وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ رَحِمَ اللهُ مُوْسَى قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ.

৬৩৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কোন লোককে বণ্টনে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দেন। তিনি আকরা' ইব্নু হাবিছকে একশ' উট দিলেন। উয়াইনাকেও এ পরিমাণ দেন। উচ্চবংশীয় আরব ব্যক্তিদের দিলেন এবং বণ্টনে তাদের অতিরিক্ত দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম! এতে সুবিচার করা হয়নি। অথবা সে বলল, এতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি। (রাবী বলেন) তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবশ্যই এ কথা জানিয়ে দিব। তখন আমি তাঁর নিকট এলাম এবং তাঁকে একথা জানিয়ে দিলাম। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবে? আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি রহম করুন, তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন।'[2]

٤٧/١٢. بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

১২/৪৭. খারিজীদের বর্ণনা ও তাদের বৈশিষ্ট্য।

٦٣٨. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيْمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اعْدِلْ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ شَقِيْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ.

৬৩৮. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জি'য়রানা নামক জায়গায় গানীমাতের মাল বণ্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, ইন্সাফ করুন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আমি যদি ইন্সাফ না করি, তবে তুমি হবে হতভাগা।'[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ৪৩৩০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ১০৬১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৯, হাঃ ৩১৫০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১০৬৮

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩১৩৭; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১০৬৩

٦٣٩. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَرْبَعَةِ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِيْ نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِيْ كِلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ قَالُوْا يُعْطِيْ صَنَادِيْدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُوْنِيْ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا أَوْ فِيْ عَقِبِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

৬৩৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মাঝে বণ্টন করে দিলেন। (১) আল-আকরা' ইবনু হান্যালী যিনি মাজাশেয়ী গোত্রের ছিলেন। (২) 'উইয়াইনাহ ইবনু বাদার ফাযারী। (৩) যায়দ ত্বায়ী, যিনি পরে বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন। (৪) 'আলকামাহ ইবনু উলাসা 'আমিরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি তো তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এমন মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু'টি কোটরাগত, গণ্ডদ্বয় ঝুলে পড়া; কপাল উঁচু, ঘন দাড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন। তখন তিনি বললেন, আমিই যদি নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর উপর আমানতদার বানিয়েছেন আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। [আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন] আমি তাকে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলে ধারণা করছি। কিন্তু নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর অভিযোগকারী লোকটি যখন ফিরে গেল, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা হতে বাদ দেবে। আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম।[১]

٦٤٠. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِيْ أَدِيْمٍ مَقْرُوْظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهٰذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُوْنِيْ وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِيْنِيْ خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩৩৪৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১০৬৪

الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اتَّقِ اللهَ قَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ.

قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُوْلُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِيْ قَلْبِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ.

৬৪০. আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী ইবনু আবূ ত্বলিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইয়ামান থেকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার থলে করে সামান্য কিছু স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত মাটি পরিষ্কার করা হয়নি। আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার জনের মাঝে স্বর্ণখণ্ডটি বণ্টন করে দিলেন। তারা হলেন, উয়াইনাহ ইবনু বাদ্‌র, আকরা ইবনু হারিস, যাইদ আল-খায়ল এবং চতুর্থ জন আলকামা কিংবা আমির ইবনু তুফাইল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, এটা পাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হকদার ছিলাম। (রাবী) বলেন, কথাটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না অথচ আমি আসমানের অধিবাসীদের আস্থাভাজন, সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে। রাবী বলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপাল বিশিষ্ট, দাড়ি অতি ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গী উপরে উত্থিত। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহ্‌কে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি অধিক হকদার নই? রাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, লোকটি চলে গেলে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেব না? আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ না, হতে পারে সে সলাত আদায় করে। খালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, অনেক সলাত আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন এমন কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট চিরে দেখার জন্য বলা হয়নি। অতঃপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহ্‌র বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে লক্ষ্যবস্তুর দেহ ভেদ করে তীর বেরিয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে সামূদ জাতির মতো হত্যা করে দেব।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৬১, হাঃ ৪৩৫১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১০৬৪

٦٤١. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيْشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِي الْفُوْقِ.

৬৪১. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সলাতের তুলনায় তোমাদের সলাতকে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের 'আমালকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করবে না এবং তা লোক দেখানো হবে)। এরা দীন (ইসলাম) থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর অন্য শিকারী সেই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পায়, তাতে কোন চিহ্ন নেই। সে তীরের ফলার পার্শ্বদেশদ্বয়েও নজর করে; অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। অবশেষে ঐ ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে।[১]

٦٤٢. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لِيْ فِيْهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلَى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ.

قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ نَعَتَهُ.

৬৪২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। তখন বানু তামীম গোত্রের জুলখোয়াইসিরাহ্ নামে এক ব্যক্তি এসে হাযির হল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইন্সাফ করুন। তিনি বললেন তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইন্সাফ না করি, তবে ইন্সাফ করবে কে? আমি তো নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হব যদি আমি ইন্সাফ না করি। 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, একে ছেড়ে দাও। তার এমন

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৫০৫৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১০৬৪

কিছু সঙ্গী সাথী রয়েছে তোমাদের কেউ তাদের সলাতের তুলনায় নিজের সলাত এবং সিয়াম নগণ্য বলে মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে প্রবেশ করে না। তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কাঠের অংশ দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। মাঝের অংশ দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্তমাংস পার হয়ে বেরিয়ে গেছে। এদের নিদর্শন হল এমন একটি কাল মানুষ যার একটি বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংস খণ্ডের মত নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধ কালে আত্মপ্রকাশ করবে।

আবূ সা'ঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে এ কথা শুনেছি। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আলী ইব্‌নু আবূ তালিব (রাঃ) এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। তখন 'আলী (রাঃ) ঐ লোককে খুঁজে বের করতে আদেশ দিলেন। খোঁজ করে যখন আনা হল আমি মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে তার মধ্যে ঐ সব চিহ্নগুলি দেখতে পেলাম, যা নাবী (ﷺ) বলেছিলেন।[১]

١٢/٤٨. بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

১২/৪৮. খারেজীদেরকে হত্যার ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

٦٤٣. حديث عَلِيٍّ قَالَ ﷺ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِيْ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬৪৩. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন আমার এমন অবস্থা হয় যে, তাঁর উপর মিথ্যারোপ করার চেয়ে আকাশ হতে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় এবং আমরা নিজেরা যখন আলোচনা করি তখন কথা হল এই যে, যুদ্ধ ছল-চাতুরী মাত্র। আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যুগে একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। তারা মুখে খুব ভাল কথা বলবে। তারা ইসলাম হতে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে না। যেখানেই এদের সঙ্গে তোমাদের দেখা মিলবে, এদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদের হত্যা করবে তাদের এই হত্যার পুরস্কার আছে ক্বিয়ামাতের দিন।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬১০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১০৬৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬১১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ১০৬৬

٤٩/١٢. بَابُ الْخَوَارِجِ شَرِّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ

১২/৪৯. খারিজীরা সৃষ্টি ও স্বভাবের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট।

٦٤٤. حديث سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

৬৯৩৪. ইউসায়র ইব্নু 'আম্র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহ্ল ইব্নু হুনায়ফ (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে খারিজীদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, আর তখন তিনি তাঁর হাত ইরাকের দিকে বাড়িয়েছিলেন যে, সেখান থেকে এমন একটি কওম বের হবে যারা কুরআন পড়বে সত্য, কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না, তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।[1]

٥٠/١٢. بَابُ تَحْرِيْمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ

১২/৫০. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর বংশধরদের জন্য যাকাত (গ্রহণ) হারাম। তারা হচ্ছে বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিব। এছাড়া অন্যরা নয়।

٦٤٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيْءُ هٰذَا بِتَمْرِهِ وَهٰذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيْرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَأْكُلُوْنَ الصَّدَقَةَ؟.

৬৪৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর কাটার মৌসুমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে (সদাকাহর) খেজুর আনা হতো। অমুকে তার খেজুর নিয়ে আসতো, অমুকে এর খেজুর নিয়ে আসতো। এভাবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে খেজুর স্তূপ হয়ে গেলো। হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সে খেজুর নিয়ে খেলতে লাগলেন, তাদের একজন একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিকে তাকালেন এবং তার মুখ হতে খেজুর বের করে বললেন, তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদের বংশধর (বনূ হাশিম) সদাকাহ ভক্ষণ করে না?[2]

٦٤٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّيْ لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِيْ فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِيْ فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَأُلْقِيَهَا.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৮ : আল্লাহদ্রোহী ও মুরতাদদের প্রতি তাওবাহ করার আহ্বান এবং তাদের সঙ্গে কিতাল করা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৬৯৩৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১০৬৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ১৪৮৫; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১০৬৯

৬৪৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমি আমার ঘরে ফিরে যাই, আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। খাওয়ার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা সদাকাহর খেজুর হবে, তাই আমি তা রেখে দেই।[১]

٦٤٧. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُوْنَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا.

৬৪৭. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) পথ অতিক্রমকালে নাবী (ﷺ) পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখে বললেন, এটা যদি সদাকাহর খেজুর বলে সংশয় না থাকতো, তবে আমি তা খেতাম।[২]

٥١/١٢. بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِيْ مَلَكَهَا بِطَرِيْقِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ

১২/৫২. নাবী (ﷺ) বানী হাশিম ও বানী মুত্তালিবের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ, যদিও হাদিয়াদাতা সদাকাহ্র মাধ্যমে ঐ মালের মালিক হয়ে থাকে এবং ঐ জিনিসের বর্ণনা যে, সদাকাহ্ গ্রহীতা যখন তা গ্রহণ করে তখন সেটা সদাকাহ্র হুকুম হতে মুক্ত হয়ে যায় এবং তা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য হালাল হয়ে যায় যাদের জন্য সদাকাহ্ গ্রহণ করা হারাম।

٦٤٨. حديث أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

১৪৯৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। বারীরাহ (রাঃ)-কে সদাকাহকৃত গোশতের কিছু আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে দেয়া হল। তিনি বললেন, তা বারীরাহ'র জন্য সদাকাহ এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।[৩]

٦٤٩. حديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِيْ بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

৬৪৯. উম্মু 'আতিয়্যাহ আনসারীয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাছে (খাবার) কিছু আছে কি? 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন ঃ না, তবে আপনি সদাকাহস্বরূপ নুসাইবাহকে বকরীর যে গোশত পাঠিয়েছিলেন, সে তার কিছু পাঠিয়ে দিয়েছিল (তাছাড়া কিছু নেই)। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ সদাকাহ তার যথাস্থানে পৌঁছেছে।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৫ : পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেয়া, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ২৪৩২; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১০৭১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪, হাঃ ২০৫৫; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১০৭১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৬২, হাঃ ১৪৯৫; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৫২, হাঃ ১০৭৪

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৬২, হাঃ ১৪৯৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৫২, হাঃ ১০৭৬

١٢/٥٣. بَابُ قَبُوْلِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

১২/৫৩. নাবী (ﷺ) হাদিয়া গ্রহণ করতেন আর সদাকাহ ফিরিয়ে দিতেন।

٦٥٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوْا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.

৬৫০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে কোন খাবার আনা হলে তিনি জানতে চাইতেন, এটা হাদিয়া, না সদাকাহ? যদি বলা হত সদাকাহ, তাহলে সাহাবীদের তিনি বলতেন, তোমরা খাও। কিন্তু তিনি খেতেন না। আর যদি বলা হত হাদিয়া, তাহলে তিনিও হাত বাড়াতেন এবং তাদের সঙ্গে খাওয়ায় শরীক হতেন।[১]

١٢/٥٤. بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ.

১২/৫৪. সদাকাহ দানকারীর জন্য দু'আ করা।

٦٥١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اٰلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِيْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اٰلِ أَبِيْ أَوْفَى.

৬৫১. আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী (ﷺ)এর নিকট কোন গোত্র থেকে সদাকাহ আসত তখন তিনি দু'আ করে বলতেন, হে আল্লাহ তুমি রহমত বর্ষণ কর, আর যখন আমার পিতা সদাকাহ নিয়ে আসতেন, তখন দু'আ করে বলতেন, হে আল্লাহ তুমি আবূ আওফার বংশের উপর রহমত বর্ষণ কর।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৫৭৬; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ১০৭৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৬৪, হাঃ ১৪৯৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ১০৭৮

١٣- كِتَابُ الصِّيَامِ

পর্ব (১৩) ঃ সওম

١/١٣. بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

১৩/১. রমাযান মাসের ফাযীলাত।

٦٥٢. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِيْنُ.

৬৫২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ রমাযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করে দেয়া হয়।[1]

٢/١٣. بَابُ وُجُوْبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِيْ أَوَّلِهِ أَوْ اٰخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

১৩/২. চাঁদ দেখে রমাযানের সওম রাখা এবং চাঁদ দেখে ছেড়ে দেয়া অপরিহার্য এবং যদি প্রথমে বা শেষে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে ত্রিশ দিনে মাস পূর্ণ করবে।

٦٥٣. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.

৬৫৩. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রমাযানের কথা আলোচনা-করে বললেন ঃ চাঁদ না দেখে তোমরা সওম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফ্তার করবে না। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করবে।[2]

٦٥٤. **حديث** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وهٰكَذَا يَعْنِيْ مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَقُوْلُ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ وَ مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ.

৬৫৪. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মাস এত, এত এবং এত দিনে হয়, অর্থাৎ ত্রিশ দিনে। তিনি আবার বললেন ঃ মাস এত, এত ও এত দিনেও হয়। অর্থাৎ ঊনত্রিশ দিনে। তিনি বলতেন ঃ কখনও ত্রিশ দিনে আবার কখনও ঊনত্রিশ দিনে মাস হয়।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৮৯৯; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১, হাঃ ১০৭৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৯০৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২, হাঃ ১০৮০

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৩০২; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২, হাঃ ১০৮০

٦٥٥. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.

৬৫৫. ইব্‌নু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমরা উম্মী জাতি। আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না। মাস এরূপ অর্থাৎ কখনও ঊনত্রিশ দিনের আবার কখনো ত্রিশ দিনের হয়ে থাকে।[১]

٦٥٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

৬৫৬. ‘আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা বলেন, আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফ্‌তার করবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শা‘বানের গণনা ত্রিশ দিন পুরা করবে।[২]

١٣/٣. بَابُ لَا تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

১৩/৩. রমাযানের একদিন বা দু’দিন পূর্বে সওম পালন করবে না।

٦٥٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

৬৫৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা কেউ রমাযানের একদিন কিংবা দু’দিন আগে হতে সওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সওম পালন করতে পারবে।[৩]

١٣/٤. بَابُ الشَّهْرُ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ

১৩/৪. মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়।

٦٥٨. حديث أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللهِ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا.

৬৫৮. উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শপথ গ্রহণ করেন যে, এক মাসের মধ্যে তাঁর কতিপয় বিবির নিকট তিনি গমন করবেন না; কিন্তু যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হল তখন তিনি সকালে কিংবা বিকালে তাঁদের কাছে গেলেন। কোন একজন তাঁকে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৯১৩; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২, হাঃ ১০৮০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৯০৯; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২, হাঃ ১০৮১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৯১৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩, হাঃ ১০৮২

বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি শপথ করেছেন এক মাসের মধ্যে কোন বিবির কাছে যাবেন না। তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।[১]

٧/١٣. بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ

১৩/৭. দু' ঈদের মাসই কম হয় না নাবী (ﷺ)-এর এ কথা বলার অর্থ।

٦٥٩. حديث أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ.

৬৫৯. 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, দু'টি মাস কম হয় না। তা হল ঈদের দু'মাস- রমাযানের মাস ও যুলহাজ্জের মাস।[২]

٨/١٣. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُوْلَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِيْ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُوْلِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُوْلِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

১৩/৮. ফাজ্‌র উদিত হওয়ার সাথে সাথে সওম শুরু হয়, ফাজ্‌র উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য কাজ চলবে এবং ফাজ্‌রের ব্যাখ্যা যা সওমে প্রবেশের আহকামের সাথে সম্পৃক্ত এবং ফাজ্‌র সলাতের শুরু ইত্যাদির বর্ণনা।

٦٦٠. حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِيْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِيْنُ لِيْ فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

৬৬০. 'আদী ইব্‌নু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ "তোমরা পানাহার কর (রাত্রির) কাল রেখা হতে (ভোরের) সাদা রেখা যতক্ষণ স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়" তখন আমি একটি কাল এবং একটি সাদা রশি নিলাম এবং উভয়টিকে আমার বালিশের নিচে রেখে দিলাম। রাতে আমি এগুলোর দিকে বারবার তাকাতে থাকি। কিন্তু আমার নিকট পার্থক্য প্রকাশিত হলো না। তাই সকালেই আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে এ বিষয় বললাম। তিনি বললেন ঃ এতো রাতের আঁধার এবং দিনের আলো।[৩]

٦٦١. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنْزِلَتْ ﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِيْ رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوْا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৯২, হাঃ ৫২০২; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৪, হাঃ ১০৮৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৯১২; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৭, হাঃ ১০৮৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৯১৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৮, হাঃ ১০৯০

৬৬১. সাহল ইব্‌নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ"তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ কাল রেখা হতে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।" কিন্তু তখনো مِنَ الْفَجْرِ কথাটি নাযিল হয়নি। তখন সওম পালন করতে ইচ্ছুক লোকেরা নিজেদের দু' পায়ে একটি কাল এবং একটি সাদা সুতলি বেঁধে নিতেন এবং সাদা কাল এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য না দেখা পর্যন্ত তাঁরা পানাহার করতে থাকতেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি নাযিল করলে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাত (-এর আঁধার) এবং দিন (-এর আলো)।[১]

٦٦٢. حديث ابن عمر أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

৬৬২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ বিলাল (রাঃ) রাত থাকতেই আযান দেন। কাজেই ইব্‌নু উম্মু মাকতূম (রাঃ) আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা (সাহ্‌রীর) পানাহার করতে পার।[২]

٦٦٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

৬৬৩. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ) রাতে আযান দিতেন। তাই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন ঃ ইব্‌নু উম্মু মাকতূম (রাঃ) আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা ফাজর না হওয়া পর্যন্ত সে আযান দেয় না।[৩]

٦٦٤. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلَ حَتَّى يَقُوْلَ هَكَذَا.

৬৬৪. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। কেননা, সে রাত থাকতে আযান দেয়– যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদের সলাতে রত তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত তাদেরকে জাগিয়ে দেয়। অতঃপর তিনি বললেন ঃ ফাজর বা সুবহে সাদিক বলা যায় না– তিনি একবার আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন– যতক্ষণ না এরূপ হয়ে যায়।* [৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৯১৭; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৮, হাঃ ১০৯১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১, হাঃ ৬১৭; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৮, হাঃ ১০৯২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৯১৮, ১৯১৯; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৮, হাঃ ১০৯২

* পূর্ব দিকে প্রথমে খাড়া আলোক-রেখা দেখা যায় এই আলোক রেখা প্রকৃত ফাজর নয়। পূর্ব দিকে আড়াআড়িভাবে বিস্তৃত আলোক রেখাই প্রকৃত ফাজ্‌রের সময়।

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৬২১; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৮, হাঃ ১০৯৩

٩/١٣. بَابُ فَضْلِ السُّحُوْرِ وَتَأْكِيْدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيْرِهِ وَتَعْجِيْلِ الْفِطْرِ

১৩/৯. সাহারীর ফাযীলাত এবং তা গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং সাহ্‌রী দেরি করে খাওয়া এবং ইফতার জলদি করা মুস্তাহাব।

٦٦٥. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

৬৬৫. আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা সাহাবী খাও, কেননা সাহারীতে বারাকাত নিহিত।[১]

٦٦٦. حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ أَوْ سِتِّيْنَ يَعْنِيْ آيَةً.

৬৬৬. যায়দ ইব্‌নু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাহারী খেয়েছেন, অতঃপর ফাজরের সলাতে দাঁড়িয়েছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দু'য়ের মাঝে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিলো? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত তিলাওয়াত করা যায়, এরূপ সময়ের ব্যবধান ছিলো।[২]

٦٦٧. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

৬৬৭. সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ লোকেরা যতদিন শীঘ্র ইফতার করবে,* ততদিন তারা কল্যাণের উপরে থাকে।[৩]

١٠/١٣. بَابُ بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوْجِ النَّهَارِ

১৩/১০. সওম ভঙ্গ করার সময় এবং দিবাভাগের অবসান।

٦٦٨. حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৯২৩; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৯, হাঃ ১০৯৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৫৭৫; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৯, হাঃ ১০৯৭

* হাদীসে জলদি জলদি ইফতার করার জন্য খুব তাগিদ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করতে হবে। চোখে সূর্যাস্ত দেখে ইফতার করা যায়। সূর্যাস্ত দেখতে না পাওয়া গেলে সূর্যাস্তের সময়সূচী বাংলাদেশ আবহাওয়া অফিস থেকে সংগ্রহ করা যায়। রেডিও ও টেলিভিশনে সূর্যাস্তের সময় ঘোষণা করা হয়, খবরের কাগজেও সূর্যাস্তের সময় লেখা হয়। আমাদের দেশে ইফতারের সময়সূচী প্রকাশ করা হয়- যেগুলিতে সূর্যাস্তের সময়ের সাথে ১ মিনিট বা ২ মিনিট বা ৫ মিনিট যোগ করে ইফতারের সময় বলে লেখা হয়। কিন্তু হাদীসে উল্লেখিত কল্যাণ লাভ করতে চাইলে সূর্যাস্তের সময় জেনে নিয়ে সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে। সূর্যাস্ত হয়ে গেলেও ইফতার না করে বসে বসে অন্ধকার করা ইহুদী ও নাসারাদের কাজ। (আবূ দাউদ ২২৫৩, ইবনু মাজাহ ১৬৯৮)

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ১৯৫৭; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৯, হাঃ ১০৯৮

৬৬৮. 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন রাত্র সে দিক হতে ঘনিয়ে আসে ও দিন এ দিক হতে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন সায়িম ইফতার করবে।[১]

٦٦٩. حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

৬৬৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ 'আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। আর তিনি ছিলেন সওমের অবস্থায়। যখন সূর্য ডুবে গেল তখন তিনি দলের কাউকে বললেন ঃ হে অমুক! উঠ। আমাদের জন্য ছাতু গুলে আন। সে বলল, সন্ধ্যা হলে ভাল হতো। তিনি বললেন ঃ নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সন্ধ্যা হলে ভাল হতো। তিনি বললেন ঃ নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে আন। সে বলল, দিন তো এখনো রয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে আন। অতঃপর সে নামল এবং তাঁদের জন্য ছাতু গুলে আনল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তা পান করলেন, অতঃপর বললেন ঃ যখন তোমরা দেখবে, রাত একদিক হতে ঘনিয়ে আসছে, তখন সওম পালনকারী ইফতার করবে।[২]

١١/١٣. بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

১৩/১১. সওমে বিসাল (বিরামহীন রোযা) এর নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গে।

٦٧٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

৬৭০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সওমে বেসাল হতে নিষেধ করলেন। লোকেরা বললো, আপনি যে সওমে বিসাল পালন করেন! তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই, আমাকে পানাহার করানো হয়।[৩]

٦٧١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيْلِ لَهُمْ حِيْنَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১৯৫৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১০, হাঃ ১১০০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১৯৫৫; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১০, হাঃ ১১০১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ১৯৬২; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১১, হাঃ ১১০২

৬৭১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বিরতিহীন সওম (সওমে বিসাল) পালন করতে নিষেধ করলে মুসলিমদের এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে বিরতিহীন (সওমে বিসাল) সওম পালন করেন? তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার অনুরূপ কে আছে? আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। এরপর যখন লোকেরা সওমে বিসাল করা হতে বিরত থাকল না তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দিনের পর দিন (লাগাতার) সওমে বিসাল করতে থাকলেন। এরপর লোকেরা যখন চাঁদ দেখতে পেল তখন তিনি বললেন ঃ যদি চাঁদ উঠতে আরো দেরী হত তবে আমি তোমাদেরকে নিয়ে আরো বেশী দিন সওমি বিসাল করতাম। এ কথা তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান স্বরূপ বলেছিলেন, যখন তারা বিরত থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।[১]

٦٧٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيْلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُوْنَ.

৬৭২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন ঃ তোমরা সওমে বিসাল পালন করা হতে বিরত থাক (বাক্যটি তিনি) দু'বার বললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তো সওমে বিসাল করেন। তিনি বললেন ঃ আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী 'আমাল করার দায়িত্ব গ্রহণ করো।[২]

٦٧٣. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ وَاصَلَ النَّبِيُّ ﷺ آخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ.

৬৭৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। (একটি) মাসের শেষাংশে নাবী (ﷺ) বিরতিহীন রোযা রাখলেন এবং আরো কতিপয় লোকও বিরতিহীনভাবে রোযা পালন করতে লাগল। এ সংবাদ নাবী (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ যদি আমার এ মাস দীর্ঘায়িত হত, তবুও আমি এভাবে বিরতিহীন রোযা রাখতাম। যাতে অধিক কষ্টকারীরা তাদের কষ্ট করা ছেড়ে দেয়। আমি তো তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করায় এবং পান করায়।[৩]

٦٧٤. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوْا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ.

৬৭৪. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) লোকদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে সওমে বিসাল হতে নিষেধ করলে তারা বলল, আপনি যে সওমে বিসাল করে থাকেন! তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১৯৬৫; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১১, হাঃ ১১০৩
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১৯৬৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১১, হাঃ ১১০৩
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৪ : কামনা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৭২৪১; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১১, হাঃ ১১০৪
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ১৯৬৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১১, হাঃ ১১০৫

١٢/١٣. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

১৩/১২. রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন দেয়া হারাম নয়, যদি কেউ কামাবেগে উত্তেজিত না হয়।

٦٧٥. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

৬৭৫. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সায়িম অবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু খেতেন। (এ কথা বলে) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হেসে দিলেন।[১]

٦٧٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

৬৭৬. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওমের অবস্থায় চুমু খেতেন এবং গায়ে গা লাগাতেন। তবে তিনি তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে অধিক সক্ষম ছিলেন।[২]

١٣/١٣. بَابُ صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

১৩/১৩. যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় ফাজ্র করল তার সওমের কোন ক্ষতি হবে না।

٦٧٧. حديث عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلَا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيْهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ.

১৯২৫-২৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌নু 'আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট গেলাম। (অপর বর্ণনায়) আবুল ইয়ামান (রহ.)...মারওয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনজনিত জুনূবী অবস্থায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ফাজরের সময় হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সওম পালন করতেন।

মারওয়ান (রহ.) 'আবদুর রাহমান ইব্‌নু হারিস (রহ.)-কে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে শঙ্কিত করে দিবে। এ সময় মারওয়ান (রহ.) মাদীনার গভর্নর ছিলেন। আবূ বাক্‌র (রহ.) বলেন, মারওয়ান (রহ.)-এর কথা 'আবদুর রাহমান (রহ.) পছন্দ করেননি। রাবী বলেন, এরপর ভাগ্যক্রমে আমরা যুল-হুলাইফাতে একত্রিত হই। সেখানে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর একখণ্ড জমি ছিল। 'আবদুর রাহমান (রহ.) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, আমি আপনার নিকট একটি কথা বলতে চাই, মারওয়ান যদি এ বিষয়টি আমাকে কসম দিয়ে না

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১৯২৮; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১২, হাঃ ১১০৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২৩, হাঃ ১৯২৭; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১২, হাঃ ১১০৬

বলতেন, তা হলে আমি তা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতাম না। অতঃপর তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণিত উক্তিটি উল্লেখ করলেন। ফায্ল ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুরূপ একটি হাদীস আমাকে শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি সর্বাধিক অবগত।[১]

١٤/١٣. بَابُ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ الْجِمَاعِ فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيْهِ وَبَيَانِهَا وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِيْ ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيْعَ

১৩/১৪. রমাযান মাসে দিনের বেলায় সওমকারীর সহবাস করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এই ক্ষেত্রে বড় কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা এবং এটা সচ্ছল ও অসচ্ছলের জন্য আদায় করা অপরিহার্য আর অসচ্ছল ব্যক্তি এটা আদায় না করা পর্যন্ত তার স্কন্ধে এর বোঝা চেপে থাকা।

٦٧٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا قَالَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيْلُ قَالَ أَطْعِمْ هٰذَا عَنْكَ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

৬৭৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, এই হতভাগা স্ত্রী সহবাস করেছে রমাযানে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ক্রমাগত দু' মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। এমতাবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক 'আরাক অর্থাৎ এক ঝুড়ি খেজুর এল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ এগুলো তোমার তরফ হতে লোকদেরকে আহার করাও। লোকটি বলল, আমার চাইতেও অধিক অভাবগ্রস্ত কে? অথচ মাদীনার উভয় লাবার অর্থাৎ হাররার মধ্যবর্তী স্থলে আমার পরিবারের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তা হলে তুমি স্বীয় পরিবারকেই খাওয়াও।[২]

٦٧٩. حديث عَائِشَةَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ مِمَّ ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوْقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَا أَدْرِيْ مَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّيْ مَا لِأَهْلِيْ طَعَامٌ قَالَ فَكُلُوْهُ.

৬৭৯. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীস, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে মাসজিদে আসল। তখন সে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ তা কার সাথে? সে বলল, আমি রমাযানের মধ্যে আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেলেছি। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি সদাকাহ কর। সে

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২২, হাঃ ১৯২৫-১৯২৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১১০৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩১, হাঃ ১৯৩৭; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১১১১

বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। সে বসে রইল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি একটি গাধা হাঁকিয়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে এল। আর তার সাথে ছিল খাদ্যদ্রব্য। 'আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, আমি অবগত নই যে, নাবী (ﷺ)-এর কাছে কী আসল? অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, এই তো আমি। তিনি বললেন ঃ এগুলো নিয়ে সদাকাহ করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোকদের? আমার পরিবারের কাছে সামান্য আহার্যও নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরাই খেয়ে নাও।[১]

١٥/١٣. بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ

১৩/১৫. অন্যায় কাজে গমনের উদ্দেশ্য ছাড়া রমাযান মাসে মুসাফিরের জন্য সওম রাখা বা ভঙ্গ করা বৈধ হবে যদি তার সফরের দূরত্বের পরিমাণ দু' মারহালা বা তারা অধিক হয়।

٦٨٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ.

৬৮০. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সওমের অবস্থায় কোন এক রমাযানে মাক্কাহ্র পথে যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি সওম ভঙ্গ করে ফেললে লোকেরা সকলেই সওম ভঙ্গ করলেন।[২]

٦٨١. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

৬৮১. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি লোকের জটলা এবং ছায়ার নিচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর কী হয়েছে? লোকেরা বলল, সে সায়িম (সওম পালনকারী)। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ সফরে সওম পালনে কোন সওয়াব নেই।[৩]

٦٨٢. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

৬৮২. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সফরে যেতাম। সায়িম ব্যক্তি গায়ের সায়িমকে (যে সওম পালন করছে না) এবং গায়ের সায়িম ব্যক্তি সায়িমকে দোষারোপ করত না।[৪]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৬৮২২; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১১১১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৯৪৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১১১৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ১৯৪৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১১১৫

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ১৯৪৭; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১১১৮

١٦/١٣. بَابُ أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ

১৩/১৬. সফরে যে ব্যক্তি সওম পালন করছে না তার প্রতিদান যদি সে নিজের স্কন্ধে কাজের ভার তুলে নেয়।

٦٨٣. **حديث** أَنَسٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ وَأَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوْا فَلَمْ يَعْمَلُوْا شَيْئًا وَأَمَّا الَّذِيْنَ أَفْطَرُوْا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوْا وَعَالَجُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ.

৬৮৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে আল্লাহর নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ছায়াই ছিল সর্বাধিক যে তার চাদর দ্বারা ছায়া গ্রহণ করছিল। তাই যারা সিয়াম পালন করছিল তারা কোন কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়াম রত ছিল না, তারা উটের দেখাশুনা করছিল, খিদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, 'যারা সওম পালন করে নি তারাই আজ সাওয়াব নিয়ে গেল।'[১]

١٧/١٣. بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ

১৩/১৭. সফরে সওম পালন করা এবং ভঙ্গ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করা সম্পর্কে।

٦٨٤. **حديث** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَأَصُوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

৬৮৪. নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হামযাহ ইবনু 'আমর আসলামী (রাঃ) অধিক সওম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নাবী (ﷺ)-কে বললেন, আমি সফরেও কি সওম পালন করতে পারি? তিনি বললেন ঃ ইচ্ছে করলে তুমি সওম পালন করতে পার, আবার ইচ্ছে করলে নাও করতে পার।[২]

٦٨٥. **حديث** أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ.

৬৮৫. আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে যাত্রা করলাম। গরম এত প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই আপন আপন হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিলেন। এ সময় নাবী (ﷺ) এবং ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) ব্যতীত আমাদের কেউই সিয়ামরত ছিলেন না।[৩]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭১, হাঃ ২৮৯০; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১১১৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১৯৪৩; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১১২১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১৯৪৫; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১১২২

١٣/١٨. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

১৩/১৮. 'আরাফাহ্‌র দিনে আরাফাহ্‌র মাঠে হাজ্জ পালনকারীর জন্য সওম ভঙ্গ করা মুস্তাহাব।

٦٨٦. حديث أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَهُ.

৬৮৬. উম্মুল ফাযল বিনত হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক 'আরাফাতের দিনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সওম পালন সম্পর্কে তাঁর কাছে সন্দেহ প্রকাশ করে। তাদের কেউ বলল, তিনি সওম পালন করেছেন। আর কেউ বলল, না, তিনি করেননি। এতে উম্মুল ফাযল (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এক পেয়ালা দুধ আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা পান করে নিলেন। এ সময় তিনি উটের পিঠে ('আরাফাতে) উকূফ অবস্থায় ছিলেন।[১]

٦٨٧. حديث مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ شَكُّوْا فِيْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ.

৬৮৭. মায়মূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক 'আরাফাতের দিনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সওম পালন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি স্বল্প পরিমাণ দুধ আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পান করলেন ও লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করছিল। তখন তিনি ('আরাফাতে) অবস্থান স্থলে ওকূফ করছিলেন।[২]

١٣/١٩. بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

১৩/১৯. আশুরা বা মহর্‌রম মাসের দশ তারিখের সওম।

٦٨٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

৬৮৮. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুরায়শগণ 'আশূরাহ্‌র দিন সওম পালন করত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-ও পরে এ সওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমাযানের সিয়াম ফারয হলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ যার ইচ্ছে 'আশূরার সিয়াম পালন করবে এবং যার ইচ্ছে সে সওম পালন করবে না।[৩]

٦٨٩. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَصُوْمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৮, হাঃ ১৯৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১১২৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ১৯৮৯; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১১২৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১, হাঃ ১৮৯৩; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১১২৫

৬৮৯. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা আশুরার সওম পালন করত। এরপর যখন রমাযানের সওমের বিধান নাযিল হল, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, যার ইচ্ছে সে আশুরার সওম পালন করবে আর যার ইচ্ছে সে তার সওম পালন করবে না।[১]

٦٩٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُوْرَاءُ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَادْنُ فَكُلْ.

৬৯০. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর নিকট 'আশ'আস (রাঃ) আসেন। এ সময় ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) পানাহার করছিলেন। তখন আশ'আস (রাঃ) বললেন, আজ তো 'আশুরা। তিনি বললেন, রমাযানের (এর সওমের বিধান) নাযিল হওয়ার পূর্বে 'আশুরার সওম পালন করা হত। যখন রমাযানের (এর সওমের বিধান) নাযিল হল তখন তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এসো, তুমিও খাও।[২]

٦٩١. حديث مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

৬৯১. হুমাইদ ইবনু 'আবদুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। যে বছর মু'আবিয়া (রাঃ) হাজ্জ করেন সে বছর 'আশূরার দিনে (মাসজিদে নাববীর) মিম্বারে তিনি (রাবী) তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, হে মাদীনাহ্বাসীগণ! তোমাদের 'আলিমগণ কোথায়? আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আজকে 'আশূরার দিন, আল্লাহ তা'আলা এর সওম তোমাদের উপর ফারয করেননি বটে, তবে আমি (আজ) সওম পালন করছি। যার ইচ্ছে সে সওম পালন করুক, যার ইচ্ছে সে পালন না করুক।[৩]

٦٩٢. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَأَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هٰذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسٰى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

৬৯২. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মাদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীগণ 'আশূরার দিনে সওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা (আঃ) সওম পালন করেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সওম পালন করেন এবং সওম পালনের নির্দেশ দেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৪৫০১; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১১২৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৪৫০৩; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১১২৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৯, হাঃ ২০০৩; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১১২৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৯, হাঃ ২০০৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১১৩০

٦٩٣. حديث أَبِي مُوْسٰى ﷺ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُوْدُ عِيْدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ.

৬৯৩. আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আশূরার দিনকে ইয়াহূদীগণ 'ঈদ (উৎসবের দিন) মনে করত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সাহাবীগণকে) বললেন ঃ তোমরাও এ দিনের সওম পালন কর।[১]

٦٩٤. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ.

৬৯৪. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আশূরাহ্‌র দিনের সওমের উপরে অন্য কোন দিনের সওমকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ রমাযান মাস (এর উপরও অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতে দেখিনি)।[২]

٢١/١٣. بَابُ مَنْ أَكَلَ فِيْ عَاشُوْرَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

১৩/২১. যে ব্যক্তি আশুরার দিন খেল, তার উচিত সে দিনের অবশিষ্ট অংশে খাদ্যগ্রহণ না করা।

٦٩٥. حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِيْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ.

৬৯৫. সালমাহ ইবনু আকওয়া' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। 'আশূরাহ্‌র দিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে এ বলে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে সে যেন পূর্ণ করে নেয় অথবা বলেছেন, সে যেন সওম আদায় করে নেয় আর যে এখনো খায়নি সে যেন আর না খায়।[৩]

٦٩٦. حديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُوْنَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

৬৯৬. রুবায়্যি' বিনতু মু'আব্বিয (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আশূরার সকালে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ দিলেন ঃ যে ব্যক্তি সওম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে, আর যার সওম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন সওম পূর্ণ করে। তিনি (রুবায়্যি') (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন সওম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের সওম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৯, হাঃ ২০০৫; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১১৩১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৯, হাঃ ২০০৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১১৩২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২১, হাঃ ১৯২৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২১, হাঃ ১১৩৫

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১৯৬০; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২১, হাঃ ১১৩৬

١٣/٢٢. بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى

১৩/২২. ঈদুল ফিত্‌র এবং কুরবানীর দিন সওম পালন নিষিদ্ধ।

٦٩٧. حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

৬৯৭. 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু' দিনে সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (ঈদুল ফিত্‌রের দিন) যে দিন তোমরা তোমাদের সওম ছেড়ে দাও। আরেক দিন, যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত্‌ খাও।[১]

٦٩٨. حديث أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «... وَلَا صَوْمَ فِيْ يَوْمَيْنِ : الفِطْرِ وَالأَضْحَى...».

৬৯৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দুটি দিনে সওম পালন নেই ঃ (সে দু'টি দিন হচ্ছে) 'ঈদুল ফিত্‌র ও 'ঈদুল আযহা।[২]

٦٩٩. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الِاثْنَيْنِ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هٰذَا الْيَوْمِ.

৬৯৯. যিয়াদ ইব্‌নু জুবাইর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে ('আবদুল্লাহ) ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলল যে, এক ব্যক্তি কোন এক দিনের সওম পালন করার মানৎ করেছে, আমার মনে হয় সে সোমবারের কথা বলেছিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিন ঈদের দিন পড়ে যায়। ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মানৎ পুরা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই (ঈদের) দিনে সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

١٣/٢٤. بَابُ كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

১৩/২৪. শুধু জুমু'আহ্‌র দিনে সওম পালন অপছন্দনীয়।

٧٠٠. حديث جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا ﷺ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ.

৭০০. মুহাম্মাদ ইব্‌নু 'আব্বাদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি জুমু'আহ্‌র দিনে (নফল) সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ১৯৯০; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২২, হাঃ ১১৩৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২০ : মাক্কাহ ও মাদীনাহ্‌র মাসজিদে সালাতের মর্যাদা, অধ্যায় ৬, হাঃ ১১৯৭; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৮২৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৭, হাঃ ১৯৯৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২২, হাঃ ১১৩৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৩, হাঃ ১৯৮৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২৩, হাঃ ১১৪৩

٧٠١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

৭০১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুম'আর দিনে সওম পালন না করে কিন্তু তার পূর্বে একদিন অথবা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুমু'আর দিনে সওম পালন করা যায়)।[1]

٢٥/١٣. بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِه تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

১৩/২৫. আল্লাহ্ তা'আলার ঐ বাণী রহিত করণের বর্ণনা– (সওম পালনে) যাদের কষ্ট হয় তারা ফিদিয়া দিবে– (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ২/১৮৪) এ বাণীর দ্বারা যারা রমাযান মাস পাবে তাদেরকে এ মাসের সওম পালন করতে হবে– (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ২/১৮৫)।

٧٠٢. حديث سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

৭০২. সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এ আয়াত অবতীর্ণ হল– এবং যারা সওম পালনের সামর্থ্য রাখে তারা একজন মিসকীনকে ফিদ্য়াহ স্বরূপ আহার্য দান করবে– তখন যে ইচ্ছে সওম ভঙ্গ করত এবং তার পরিবর্তে ফিদ্য়া প্রদান করত। এরপর পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে দেয়।[2]

٢٦/١٣. بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِيْ شَعْبَانَ

১৩/২৬. শা'বান মাসে রমাযানের বাকী সওম আদায় করা।

٧٠٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِيْ شَعْبَانَ.

৭০৩. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উপর রমাযানের যে কাযা হয়ে যেত তা পরবর্তী শা'বান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না।[3]

٢٧/١٣. بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

১৩/২৭. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাযা সওম আদায় করা।

٧٠٤. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

৭০৪. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ সওমের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সওম আদায় করবে।[4]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৩, হাঃ ১৯৮৫; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১১৪৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৪৫০৭; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১১৪৫

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১৯৫০; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১১৪৬

[4] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১৯৫২; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২৭, হাঃ ১১৪৭

٧٠٥. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

৭০৫. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা এক মাসের সওম যিম্মায় রেখে মারা গেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে এ সওম কাযা করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করাই হল অধিক যোগ্য।[1]

٢٩/١٣. بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ

১৩/২৯. সায়িমের জবান হিফাযত করা।

٧٠٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

৭০৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দু'বার বলে, আমি সওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চেয়েও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।[2]

٣٠/١٣. بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

১৩/৩০. সওমের ফাযীলাত

٧٠٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

৭০৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১৯৫৩; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২৭, হাঃ ১১৪৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২, হাঃ ১৮৯৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ২৯, হাঃ ১১৫১

তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন সায়িম। যাঁর কবজায় মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই সায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিস্‌কের গন্ধের চেয়েও সুগন্ধি। সায়িমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।[১]

٧٠٨. حديث سَهْلٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

৭০৮. সাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামাতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।[২]

٣١/١٣. بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لِمَنْ يُطِيْقُهُ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَفْوِيْتِ حَقٍّ

১৩/৩১. যে ব্যক্তি কোন কষ্ট এবং অন্যের হক্ব নষ্ট না করে আল্লাহ্‌র জন্য সওম পালন করল তার ফাযীলাত।

٧٠٩. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

৭০৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।[৩]

٣٣/١٣. بَابُ أَكْلِ النَّاسِيْ وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُ

১৩/৩৩. ভুল করে খেলে, পানি পান করলে ও স্ত্রী সঙ্গম করলে সওম ভঙ্গ হবে না।

٧١٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

৭১০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ সওম পালনকারী ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সওম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৯০৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১১৫১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৮৯৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩, হাঃ ১১৫২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ২৮৪০; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩১, হাঃ ১১৫৩

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১৯৩৩; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১১৫৫

٣٤/١٣. بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

১৩/৩৪. রমাযান মাস ছাড়া নাবী (ﷺ)-এর সওম পালন করা এবং প্রত্যেক মাসে সওম করা মুস্তাহাব।

٧١١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ.

৭১১. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একাধারে (এত অধিক) সওম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর সওম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশি) সওম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) সওম পালন করবেন না। আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে রমাযান ব্যতীত কোন পুরা মাসের সওম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোন মাসে অধিক (নফল) সওম পালন করতে দেখিনি।[১]

٧١٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُوْلُ خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.

৭১২. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) শা'বান মাসের চেয়ে বেশি (নফল) সওম কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি (প্রায়) পুরা শা'বান মাসই সওম রাখতেন এবং তিনি বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যে যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু (নফল) আমল কর, কারণ তোমরা (আমল করতে করতে) পরিশ্রান্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা (সওয়াব দান) বন্ধ করেন না। নাবী (ﷺ)-এর কাছে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সলাত ছিল তাই- যা যথাযথ নিয়মে সর্বদা আদায় করা হত, যদিও তা পরিমাণে কম হত এবং তিনি যখন কোন (নফল) সলাত আদায় করতেন পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখতেন।[২]

٧١٣. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُوْمُ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لَا وَاللهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لَا وَاللهِ لَا يَصُوْمُ.

৭১৩. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) রমাযান ব্যতীত কোন মাসে পুরা মাসের সওম পালন করেননি। তিনি এমনভাবে (নফল) সওম পালন করতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো, আল্লাহর কসম! তিনি আর সওম পালন পরিত্যাগ করবেন না। আবার এমনভাবে (নফল) সওম ছেড়ে দিতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো আল্লাহর কসম! তিনি আর সওম পালন করবেন না।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫২, হাঃ ১৯৬৯; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১১৫৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫২, হাঃ ১৯৭০; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১১৫৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ১৯৭১; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১১৫৭

٣٥/١٣. بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

১৩/৩৫. সওম দাহর (একাধারে এক যুগ) সওম করা ঐ ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ, যার এর মাধ্যমে ক্ষতি হবে অথবা এর মাধ্যমে অন্যের হক নষ্ট হবে অথবা দু' ঈদে সওম ভঙ্গ না করা এবং তাশরীকের দিনগুলোতে সওম ভঙ্গ না করা এবং একদিন বিরতি দিয়ে সওম করার ফাযীলাত।

٧١٤. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنِّيْ أَقُوْلُ وَاللهِ لَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.

৭১৪. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আমার সম্পর্কে এ কথা পৌঁছে যায় যে, আমি বলেছি, আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সওম পালন করব এবং রাতভর সলাত আদায় করব। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন! আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি তো এরূপ করতে সক্ষম হবে না। বরং তুমি সওম পালন কর ও ছেড়েও দাও, (রাতে) সলাত আদায় কর ও নিদ্রাও যাও। তুমি মাসে তিন দিন করে সওম পালন কর, কারণ নেক কাজের ফল তার দশগুণ; এভাবেই সারা বছরের সওম পালন হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি এর থেকে বেশি করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে একদিন সওম পালন কর এবং দু'দিন ছেড়ে দাও। আমি বললাম, আমি এর হতে বেশি করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে একদিন সওম পালন কর আর একদিন ছেড়ে দাও। এ হল দাউদ (আঃ)-এর সওম এবং এ হল সর্বোত্তম (সওম)। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার সামর্থ্য রাখি। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ এর চেয়ে উত্তম সওম (রাখার পদ্ধতি) আর নেই।[1]

٧١٥. حديث عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ১৯৭৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১১৫৯

إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ نِصْفَ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ

৭১৫. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আমর ইব্নুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে বললেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ্! আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি প্রতিদিন সওম পালন কর এবং সারা রাত সলাত আদায় করে থাক। আমি বললাম, ঠিক (শুনেছেন) হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ এরূপ করবে না (বরং মাঝে মাঝে) সওম পালন কর আবার ছেড়েও দাও। (রাতে) সলাত আদায় কর আবার ঘুমাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হাক্ব রয়েছে, তোমার চোখের হাক্ব রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হাক্ব আছে, তোমার মেহমানের হাক্ব আছে। তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সওম পালন কর। কেননা নেক 'আমলের বদলে তোমার জন্য রয়েছে দশগুণ নেকী। এভাবে সারা বছরের সওম হয়ে যায়। আমি (বললাম) আমি এর চেয়েও কঠোর 'আমল করতে সক্ষম। তখন আমাকে আরও কঠিন 'আমলের অনুমতি দেয়া হল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আরো বেশি শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তবে আল্লাহর নাবী দাঊদ (আঃ)-এর সওম পালন কর, এর চেয়ে বেশি করতে যেয়ো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নাবী দাঊদ (আঃ)-এর সওম কেমন? তিনি বললেন ঃ অর্ধেক বছর। রাবী বলেন, 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে বলতেন, আহা! আমি যদি নাবী (ﷺ) প্রদত্ত রুখসত (সহজতর বিধান) কবূল করে নিতাম![1]

٧١٦. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِيْ شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.

৭১৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, "এক মাসে কুরআন খতম কর।" আমি বললাম, "আমি এর চেয়ে অধিক করার শক্তি রাখি।" তখন নাবী (ﷺ) বললেন, "তাহলে প্রতি সাত দিনে একবার খতম করো এবং এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে খতম করো না।"[2]

٧١٧. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

৭১৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আমর ইব্নু আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে বললেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ্! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, সে রাত জেগে ইবাদাত করত, পরে রাত জেগে ইবাদাত করা ছেড়ে দিয়েছে।[3]

٧١٨. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّيْ أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّيْ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ১৯৭৫; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১১৫৯
[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৫০৫৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১১৫৯
[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১১৫২; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১১৫৯

لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ إِنِّي لَأَقْوَى لِذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ وَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ عَطَاءٌ لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْنِ.

৭১৮. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, আমি একটানা সওম পালন করি এবং রাতভর সলাত আদায় করি। এরপর হয়ত তিনি আমার কাছে লোক পাঠালেন অথবা আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি কি এ কথা ঠিক শুনিনি যে, তুমি সওম পালন করতে থাক আর ছাড় না এবং তুমি (রাতভর) সলাত আদায় করতে থাক আর ঘুমাও না? (আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন) ঃ তুমি সওম পালন কর এবং মাঝে মাঝে তা ছেড়েও দাও। রাতে সলাত আদায় কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার নিজের শরীরের ও তোমার পরিবারের হক তোমার উপর আছে। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি শক্তি রাখি। তিনি [আল্লাহর রাসূল (ﷺ)] বললেন ঃ তাহলে তুমি দাউদ (عليه السلام)-এর সিয়াম পালন কর। রাবী বলেন, 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ দাউদ (عليه السلام) একদিন সওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং তিনি (শত্রুর) সম্মুখীন হলে পলায়ন করতেন না। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আমাকে এ শক্তি কে যোগাবে? বর্ণনাকারী 'আত্বা (রহ.) বলেন, (এ হাদীসে) কিভাবে সব সময়ের সিয়ামের প্রসঙ্গ আসে সে কথাটুকু আমার মনে নেই (অবশ্য) এতটুকু মনে আছে যে, নাবী (ﷺ) দু'বার এ কথাটি বলেছেন, সব সময়ের সওম কোন সওম নয়।[১]

٧١٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ (لِي) النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَتَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى.

৭১৯. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সব সময় সওম পালন কর এবং রাতভর সলাত আদায় করে থাক? আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি এরূপ করলে চোখ বসে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। যে সারা বছর সওম পালন করে সে যেন সওম পালন করে না। মাসে তিন দিন করে সওম পালন করা সারা বছর সওম পালনের সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি দাউদী সওম পালন কর, তিনি একদিন সওম পালন করতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন এবং যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ১৯৭৭; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১১৫৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ১৯৭৯; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১১৫৯

٧٢٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

৭২০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আমর ইব্নু 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁকে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সলাত হল দাঊদ (আঃ)-এর সলাত। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সিয়াম হল দাঊদ (আঃ)-এর সিয়াম। তিনি [দাঊদ (আঃ)] অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং রাতের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন, একদিন করতেন না।[১]

٧٢١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ أَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام شَطْرَ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا.

৭২১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আমার সওমের (সওম পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে) আলোচনা করায় তিনি আমার এখানে আগমন করেন। আমি তাঁর জন্য খেজুরের গাছের ছালে পরিপূর্ণ চামড়ার বালিশ (হেলান দিয়ে বসার জন্য) উপস্থিত করলাম। তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। বালিশটি তাঁর ও আমার মাঝে পড়ে থাকল। তিনি বললেন ঃ প্রতি মাসে তুমি তিন দিন সওম পালন করলে হয় না? 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আরো করতে সক্ষম)। তিনি বললেন ঃ সাত দিন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আরো করতে সক্ষম)। তিনি বললেন ঃ নয় দিন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আরো করতে সক্ষম)। তিনি বললেন ঃ এগারো দিন। এরপর নাবী (ﷺ) বললেন, দাঊদ (আঃ)-এর সওমের চেয়ে উত্তম সওম আর হয় না– (তা হচ্ছে) অর্ধেক বছর, একদিন সওম পালন কর ও একদিন ছেড়ে দাও।[২]

٣٧/١٣. بَابُ صَوْمِ سُرَرِ شَعْبَانَ

১৩/৩৭. শা'বান মাসে আনন্দের সওম করা।

٧٢٢. حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هٰذَا الشَّهْرِ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৭, হাঃ ১১৩১; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১১৫৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ১৯৮০; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১১৫৯

৭২২. 'ইমরান ইব্নু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে অথবা (রাবী বলেন) অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন এবং 'ইমরান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তা শুনছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে অমুকের পিতা!! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে সওম পালন করনি? (রাবী) বলেন, আমার মনে হয় (আমার ওস্তাদ) বলেছেন, অর্থাৎ রমাযান। লোকটি উত্তর দিল, হে আল্লাহর রাসূল! না। তিনি বললেন ঃ যখন সওম পালন শেষ করবে তখন দু'দিন সওম পালন করে নিবে।[1]

٤٠/١٣. بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا

১৩/৪০. লাইলাতুল ক্বাদর এর ফাযীলাত এবং তার অন্বেষণে উৎসাহ দান, তার তারিখ ও স্থানের বর্ণনা, তা অন্বেষণ করার উপযুক্ত সময়।

٧٢٣. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

৭২৩. ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কতিপয় সাহাবীকে স্বপ্নের মাধ্যমে রমাযানের শেষের সাত রাত্রে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র দেখানো হয়। (এ শুনে) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি এর সন্ধান প্রত্যাশী, সে যেন শেষ সাত রাতে সন্ধান করে।[2]

٧٢٤. حديث أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا أَوْ نُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ وَأُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ.

৭২৪. আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে রমাযানের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করি। তিনি বিশ তারিখের সকালে বের হয়ে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমাকে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র (-এর সঠিক তারিখ) দেখানো হয়েছিল পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাতে তার সন্ধান কর। আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি (ঐ রাতে) কাদা-পানিতে সাজদাহ করছি। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে ই'তিকাফ করেছে সে যেন ফিরে আসে (মসজিদ হতে বের হয়ে না যায়)। আমরা সকলে ফিরে

---
[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬২, হাঃ ১৯৮৩; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ১১৬১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল ক্বদর-এর ফাযীলাত, অধ্যায় ২, হাঃ ২০১৫; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১১৬৫

আসলাম (থেকে গেলাম)। আমরা আকাশে হাল্কা মেঘ খণ্ডও দেখতে পাইনি। পরে মেঘ দেখা দিল ও এমন জোরে বৃষ্টি হলো যে, খেজুরের শাখায় তৈরি মাসজিদের ছাদ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। সলাত শুরু করা হলে আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে কাদা-পানিতে সাজদাহ করতে দেখলাম। পরে তাঁর কপালে আমি কাদার চিহ্ন দেখতে পাই।[১]

٧٢٥. حديث أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِيْ رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِيْ فِيْ وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِيْنَ يُمْسِيْ مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً تَمْضِيْ وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِيْ شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِيْ كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِيْ أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيْ فَلْيَثْبُتْ فِيْ مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا فَابْتَغُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَابْتَغُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ فَاسْتَهَلَّتْ السَّمَاءُ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِيْ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فَبَصُرَتْ عَيْنِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِيْنًا وَمَاءً.

৭২৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রমাযান মাসের মাঝের দশকে ই'তিকাফ করেন। বিশ তারিখ অতীত হওয়ার সন্ধ্যায় এবং একুশ তারিখের শুরুতে তিনি এবং তাঁর সংগে যাঁরা ই'তিকাফ করেছিলেন সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে প্রস্থান করেন এবং তিনি যে মাসে ই'তিকাফ করেন ঐ মাসের যে রাতে ফিরে যান সে রাতে লোকদের সামনে ভাষণ দেন। আর তাতে মাশাআল্লাহ, তাদেরকে বহু নির্দেশ দান করেন, অতঃপর বলেন যে, আমি এই দশকে ই'তিকাফ করেছিলাম। এরপর আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, শেষ দশকে ই'তিকাফ করব। যে আমার সংগে ই'তিকাফ করেছিল সে যেন তার ই'তিকাফস্থলে থেকে যায়। আমাকে সে রাত দেখানো হয়েছিল, পরে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। (আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন) ঃ শেষ দশকে ঐ রাতের তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা তালাশ কর। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ঐ রাতে আমি কাদা-পানিতে সিজদা করছি। ঐ রাতে আকাশে প্রচুর মেঘের সঞ্চার হয় এবং বৃষ্টি হয়। মাসজিদে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সলাতের স্থানেও বৃষ্টির পানি পড়তে থাকে। এটা ছিল একুশ তারিখের রাত। যখন তিনি ফজরের সলাত শেষে ফিরে বসেন তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, তাঁর মুখমণ্ডল কাদা-পানি মাখা।[২]

٧٢٦. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল ক্বদর-এর ফাযীলাত, অধ্যায় ২, হাঃ ২০১৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১১৬৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল ক্বদর-এর ফাযীলাত, অধ্যায় ৩, হাঃ ২০১৮; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১১৬৭

৭২৬. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা রমাযানের শেষ দশকে* লাইলাতুল ক্বাদ্‌র অনুসন্ধান কর।[১]

---

* আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের সূরা ক্বদরে ঘোষণা করেছেন- লাইলাতুল ক্বদর হাজার মাসের (ইবাদাতের) চেয়েও উত্তম। সহীহ শুদ্ধ হাদীস থেকে জানা যায় যে, লাইলাতুল ক্বদর রমাযানের শেষ দশ দিনের যে কোন বিজোড় রাত্রিতে হয়ে থাকে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে লাইলাতুল ক্বদর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখিত আছে। হাদীসে এ কথাও উল্লেখিত আছে, যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিজোড় রাত্রিতেই তা হয় না। (অর্থাৎ কোন বছর ২৫ তারিখে হল, আবার কোন বছর ২১ তারিখে হল এভাবে। আমাদের দেশে সরকারী আর বেসরকারীভাবে জাঁকজমকের সঙ্গে ২৭ তারিখের রাত্রিকে লাইলাতুল ক্বদরের রাত হিসেবে পালন করা হয়। এভাবে মাত্র একটি রাত্রিকে লাইলাতুল ক্বদর সাব্যস্ত করার কোনই হাদীস নাই। লাইলাতুল ক্বদরের সওয়াব পেতে চাইলে ৫টি বিজোড় রাত্রেই তালাশ করতে হবে।

বর্তমানে রাত্রি জাগরণের জন্য মাসজিদে সকলে সমবেত হয়ে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের যে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে সেটিও নবাবিষ্কৃত কাজ। কারণ আল্লাহর নাবী (ﷺ) তাঁর সময়ে সাহাবীদের নিয়ে মাসজিদে জাগরিত হয়ে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে ইবাদাত না করে নিজ নিজ পরিবারকে জাগিয়ে কিয়ামুল লাইল পালন করতেন।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল ক্বদর-এর ফাযীলাত, অধ্যায় ৩, হাঃ ২০২০; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১১৬৯

١٤- كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

পর্ব (১৪) ঃ ই'তিকাফ

١/١٤. بَابُ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

১৪/১. রমাযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করা সম্পর্কে।

٧٢٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

৭২৭. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।[1]

٧٢٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

৭২৮. নাবী সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এ নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ই'তিকাফ করতেন।[2]

٢/١٤. بَابُ مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الْاِعْتِكَافَ فِيْ مُعْتَكَفِهِ

১৪/২. যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করার ইচ্ছে করল সে কখন ই'তিকাফ করার স্থানে প্রবেশ করবে।

٧٢٩. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الْأَخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هٰذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ آلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ ذٰلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

৭২৯. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমাযানের শেষ দশকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই'তিকাফ করতেন। আমি তাঁর তাঁবু তৈরি করে দিতাম। তিনি ফজরের সলাত আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। (নবী-সহধর্মিণী) হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁবু খাটাবার জন্য 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলে হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁবু খাটালেন। (নবী-সহধর্মিনী) যায়নাব বিনতু জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তা দেখে আরেকটি তাঁবু তৈরি করলেন। সকালে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁবুগুলো দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো কী? তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি মনে

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৩ : ই'তিকাফ, অধ্যায় ১, হাঃ ২০২৫; মুসলিম কিতাবুল ই'তিকাফ ১৪, অধ্যায় ১, হাঃ ১১৭১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৩ : ই'তিকাফ, অধ্যায় ১, হাঃ ২০২৬; মুসলিম, পর্ব ১৪ : ই'তিকাফ, অধ্যায় ১, হাঃ ১১৭২

কর এগুলো দিয়ে নেকী হাসিল হবে? এ মাসে তিনি ই'তিকাফ ত্যাগ করলেন এবং পরে শাওয়াল মাসে দশ দিন (কাযা স্বরূপ) ই'তিকাফ করেন।[১]

٣/١٤. بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

১৪/৩. রমাযানের শেষ দশদিন (বিভিন্ন 'ইবাদাতের) যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

٧٣٠. **حديث** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

৭৩০. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমাযানের শেষ দশক আসত তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্র জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৩ : ই'তিকাফ, অধ্যায় ৬, হাঃ ২০৩৩; মুসলিম, পর্ব ১৪ : ই'তিকাফ, অধ্যায় ২, হাঃ ১১৭৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল ক্বদর-এর ফাযীলাত, অধ্যায় ৫, হাঃ ২০২৪; মুসলিম, পর্ব ১৪ : ই'তিকাফ, অধ্যায় ৩, হাঃ ১১৭৪

١٥- كِتَابُ الْحَجِّ
পর্ব (১৫) ঃ হাজ্জ

١/١٥. بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيْبِ عَلَيْهِ

১৫/১. মুহরিম ব্যক্তির জন্য হাজ্জ অথবা 'উমরাহ্‌তে কী কী বৈধ আর কী কী অবৈধ এবং তার জন্য সুগন্ধি জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা হারাম হওয়ার বর্ণনা।

٧٣١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ.

৭৩১. 'আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুহ্‌রিম লোক কী কী পোশাক পরবে? আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ তোমরা (ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরবে না। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই, সে কেবল মোজা পরতে পারবে, কিন্তু উভয় মোজা টাখনুর নীচ থেকে কেটে ফেলবে। আর যা'ফরান ও ওয়ারস্‌ রং যাতে লেগেছে, এমন কাপড় পরবে না।[১]

٧٣٢. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ لِلْمُحْرِمِ.

৭৩২. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে মুহরিমদের উদ্দেশে 'আরাফাতে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যার চপ্পল নেই সে মোজা পরিধান করবে আর যার লুঙ্গি নেই সে পায়জামা পরিধান করবে।[২]

٧٣٣. حديث يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ ﷺ أَرِنِي النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ يُوْحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِيْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ ﷺ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِيْ سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلْ الطِّيْبَ الَّذِيْ بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجَّتِكَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২১, হাঃ ৫৮০৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১, হাঃ ১১৭৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১৮৪১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১, হাঃ ১১৭৮

৭৩৩. সাফ্ওয়ান ইব্নু ই'য়ালা (রহ.) হতে বর্ণিত। ই'য়ালা (রাঃ) 'উমার (রাঃ)-কে বললেন, নাবী (ﷺ)-এর উপর ওয়াহী অবতরণ মুহূর্তটি আমাকে দেখাবেন। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) 'জি'রানা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তাঁর সঙ্গে কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত পোশাক পরে 'উমরাহ্'র ইহরাম বাঁধলে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? নাবী (ﷺ) কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরপর তাঁর নিকট ওহী আসল। 'উমার (রাঃ) ই'য়ালা (রাঃ)-কে ইঙ্গিত করায় তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন একখণ্ড কাপড় দিয়ে নাবী (ﷺ)'র উপর ছায়া করা হয়েছিল, ই'য়ালা (রাঃ) মাথা প্রবেশ করিয়ে দেখতে পেলেন, নাবী (ﷺ)-এর মুখমণ্ডল লাল বর্ণ, তিনি সজোরে শ্বাস গ্রহণ করছেন। এরপর সে অবস্থা দূর হলো। তিনি বললেন ঃ 'উমরাহ সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? প্রশ্নকারীকে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমার শরীরের সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে ফেল ও জুব্বাটি খুলে ফেল এবং হাজ্জে যা করে থাক 'উমরাহতেও তাই কর।[১]

٢/١٥. بَابُ مَوَاقِيْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

১৫/২. হাজ্জ ও 'উমরাহ্র মীকাতসমূহ

٧٣٤. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا.

৭৩৪. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইহ্রাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মাদীনাহবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, নজদবাসীদের জন্য ক্বারনুল-মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। উল্লিখিত স্থানসমূহ হাজ্জ ও 'উমরাহ্'র নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান এবং মীকাতের ভিতরে স্থানের লোকেরা নিজ বাড়ি হতে ইহ্রাম বাঁধবে। এমনকি মাক্কাহবাসীগণ মাক্কাহ হতেই ইহ্রাম বাঁধবে।[২]

٧٣٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

৭৩৫. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন ঃ মাদীনাহবাসীগণ যুল-হুলাইফাহ হতে, সিরিয়াবাসীগণ জুহ্ফা হতে ও নজদবাসীগণ ক্বারণ হতে ইহরাম বাঁধবে। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি (অন্যের মাধ্যমে) অবগত হয়েছি, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম হতে ইহ্রাম বাঁধবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৫৩৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১, হাঃ ১১৮০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৫২৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২, হাঃ ১১৮১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৫২৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২, হাঃ ১১৮২

٣/١٥. بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

১৫/৩. তালবীয়াহ্ পাঠের গুণাগুণ এবং তার সময়।

٧٣٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

৭৩৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর তালবিয়া নিম্নরূপ ঃ (অর্থ) আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নি'আমত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোন অংশীদার নেই।[১]

٤/١٥. بَابُ أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

১৫/৪. মাদীনাহ্বাসীদের জন্য মাসজিদে যুল হুলাইফার নিকট থেকে ইহ্রাম বাঁধার নির্দেশ।

٧٣٧. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

৭৩৭. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যুল-হুলাইফার মাসজিদের নিকট হতে ইহ্রাম বেঁধেছেন।[২]

٥/١٥. بَابُ الْإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ

১৫/৫. পশুবাহন যাত্রার প্রস্তুতি নিলে তালবীয়াহ পাঠ।

٧٣٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

৭৩৮. 'উবায়দ ইব্নু জুরাইজ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ)-কে বললেন, 'হে আবূ 'আবদুর রহমান! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোন সাথীকে দেখি না।' তিনি বললেন, 'ইব্নু জুরায়জ, সেগুলো কী?' তিনি বললেন, আমি দেখি,

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১৫৪৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩, হাঃ ১১৮৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২০, হাঃ ১৫৪১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১১৮৬

(১) আপনি তাওয়াফ করার সময় দু' রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য রুকন স্পর্শ করেন না। (২) আপনি 'সিবতী' (পশমবিহীন) জুতা পরিধান করেন; (৩) আপনি (কাপড়ে) হলুদ রং ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনি যখন মাক্কায় থাকেন লোকে চাঁদ দেখে ইহ্রাম বাঁধে; কিন্তু আপনি তারবিয়াহর দিন (৮ই যিলহজ্জ) না এলে ইহ্রাম বাঁধেন না।

'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বললেন ঃ রুকনের কথা যা বলেছ, তা এজন্য করি যে আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে ইয়ামানী রুকনদ্বয় ব্যতীত আর কোনটি স্পর্শ করতে দেখিনি। আর 'সিবতী' জুতা, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে সিবতী জুতা পরতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় উযূ করতে দেখেছি, তাই আমি তা পরতে ভালবাসি। আর হলুদ রং, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে তা দিয়ে কাপড় রঙিন করতে দেখেছি, তাই আমিও তা দিয়ে রঙিন করতে ভালবাসি। আর ইহ্রাম,- আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে নিয়ে তাঁর সওয়ারী রওনা না হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁকে ইহ্রাম বাঁধতে দেখিনি।[১]

٧/١٥. بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

১৫/৭. ইহ্রাম বাঁধার সময় মুহ্রিম ব্যক্তির সুগন্ধি ব্যবহার।

٧٣٩. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

৭৩৯. নাবী সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্রাম বাঁধার সময়* আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর গায়ে সুগন্ধি মেখে দিতাম এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে ইহরাম খুলে ফেলার সময়ও।[২]

٧٤٠. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

৭৪০. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যেন এখনো দেখছি, নাবী (ﷺ)-এর ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর সিঁথিতে খুশবুর ঔজ্জ্বল্য রয়েছে।[৩]

٧٤١. حديث عَائِشَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيْبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ثُمَّ طَافَ فِيْ نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

৭৪১. মুহাম্মদ ইব্নু মুনতাশির (রহ.) হতে বর্ণিত। আমি 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম এবং 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ)-এর উক্তি উল্লেখ করলাম,- "আমি এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধা পছন্দ করি না, যাতে সকালে আমার দেহ হতে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে।" 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন ঃ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১৬৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫, হাঃ ১১৮৭

* ইহরামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকালে গোসল করা, সুগন্ধি মাখার নিয়মগুলি পালন করতে হবে। ইহরামের কাপড় পরিধানের পর সুগন্ধি মাখা চলবে না। ইহরামের নিয়ত করার পূর্বে মাখা সুগন্ধি মুহরিমের চেহারায় দৃশ্যমান হতে পারে বা তা থেকে সুগন্ধ আসতে পারে। ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা চলবে।।

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৩৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭, হাঃ ১১৮৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৭১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭, হাঃ ১১৯০

আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে সুগন্ধি লাগিয়েছি, তারপর তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং তাঁর ইহ্রাম অবস্থায় সকাল হয়েছে।[1]

٨/١٥. بَابُ تَحْرِيْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

১৫/৮. মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার করা হারাম।

٧٤٢. حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِـوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِيْ وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ.

৭৪২. সা'আব ইবনু জাস্‌সামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি (সা'আব ইবনু জাস্‌সামা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য একটি বন্য গাধা হাদিয়া পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন আবওয়া কিংবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে ছিলেন। তিনি হাদিয়া ফেরত পাঠালেন। পরে তার বিষণ্ন মুখ দেখে বললেন, শুন! আমরা ইহরাম অবস্থায় না থাকলে তোমার হাদিয়া ফেরত দিতাম না।[2]

٧٤٣. حديث أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى ثَلَاثٍ ح وحَدَّثَنَا عَـلِيُّ بْـنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِيْ يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ يَعْنِيْ وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوْا لَا نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُوْنَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِيْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوْا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوْهُ حَلَالٌ.

৭৪৩. আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনাহ হতে তিন মারহালা দূরে অবস্থিত কাহা নামক স্থানে আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। নাবী (ﷺ) ও আমাদের কেউ ইহরামধারী ছিলেন আর কেউ ছিলেন ইহরামবিহীন। এ সময় আমি আমার সাথী সাহাবীদেরকে দেখলাম তাঁরা একে অন্যকে কিছু দেখাচ্ছেন। আমি তাকাতেই একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। (রাবী বলেন) এ সময় তার চাবুকটি পড়ে গেল। (তিনি আনিয়ে দেয়ার কথা বললে) সকলেই বললেন, আমরা মুহরিম। তাই এ কাজে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। অবশেষে আমি নিজেই তা উঠিয়ে নিলাম, এরপর টিলার পিছন দিক হতে গাধাটির কাছে এসে তা শিকার করে সাহাবীদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের কেউ বললেন, খাও, আবার কেউ বললেন, খেয়ো না। সুতরাং গাধাটি আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি আমাদের সকলের আগে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ খাও, এতো হালাল।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৭০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭, হাঃ ১১৮৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৫৭৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১১৯৩

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৮২৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায়, হাঃ ১১৯৬

٧٤٤. حديث أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوْهُ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِيْنُوْنِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيْرُ شَأْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُوْنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا أَنْ يُقْتَطَعُوْا دُوْنَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ.

৭৪৪. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা হুদাইবিয়ার বছর (শত্রুদের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য) বের হলেন। নাবী (ﷺ)-এর সাহাবীগণ ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু তিনি ইহরাম বাঁধলেন না। নাবী (ﷺ)-কে বলা হল, একটি শত্রুদল তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চায়। নাবী (ﷺ) সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ সময় আমি তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলাম। হঠাৎ দেখি যে, তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে। আমি তাকাতেই একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। অমনিই আমি বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলি। সঙ্গীদের নিকট সহযোগিতা কামনা করলে সকলে আমাকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল। এরপর আমরা সকলেই ঐ বন্য গাধার গোশত খেলাম। এতে আমরা নাবী (ﷺ) হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা করলাম। তাই নাবী (ﷺ)-এর সন্ধানে আমার ঘোড়াটিকে কখনো দ্রুত কখনো আস্তে চালাচ্ছিলাম। মাঝ রাতের দিকে গিফার গোত্রের এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, নাবী (ﷺ)-কে কোথায় রেখে এসেছ? সে বললো, তা'হিন নামক স্থানে আমি তাঁকে রেখে এসেছি। এখন তিনি সুকয়া নামক স্থানে কায়লূলায় (দুপুরের বিশ্রামে) আছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহর রহমত কামনা করেছেন। তাঁরা আপনার হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা করছেন। তাই আপনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করুন। অতঃপর আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বন্য গাধা শিকার করেছি। এখনো তার বাকী অংশটুকু আমার নিকট রয়েছে। নাবী (ﷺ) কাওমের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা খাও। অথচ তাঁরা সকলেই তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।[১]

٧٤٥. حديث أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوْا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيْهِمْ أَبُوْ قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا أَحْرَمُوْا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُوْنَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ أَبُوْ قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوْا فَأَكَلُوْا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوْا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ২, হাঃ ১৮২১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১১৯৬

أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُوْ قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوْا لَا قَالَ فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.

৭৪৫. আবূ কাতাদাহ্ বর্ণিত হাদীস। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হাজ্জে যাত্রা করলে তাঁরাও সকলে যাত্রা করলেন। তাঁদের হতে একটি দলকে নাবী (ﷺ) অন্য পথে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে আবূ কাতাদাহ্-ও ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হবে আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত। তাই তাঁরা সকলেই সমুদ্র তীরের পথ ধরে চলতে থাকেন। ফিরার পথে তাঁরা সবাই ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু আবূ কাতাদাহ্ ইহরাম বাঁধলেন না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তাঁরা কতগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আবূ কাতাদাহ্ গাধাগুলোর উপর হামলা করে একটি মাদী গাধাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর এক স্থানে অবতরণ করে তাঁরা সকলেই এর গোশত খেলেন। অতঃপর বললেন, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকার্য জন্তুর গোশত খেতে পারি? তাই আমরা গাধাটির অবশিষ্ট গোশত উঠিয়ে নিলাম। তাঁরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ইহরাম বেঁধেছিলাম কিন্তু আবূ কাতাদাহ ইহরাম বাঁধেননি। এ সময় আমরা কতকগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবূ কাতাদাহ এগুলোর উপর আক্রমণ করে একটি মাদী গাধা হত্যা করে ফেললেন। এক স্থানে অবতরণ করে আমরা সকলেই এর গোশত খেয়ে নিই। এরপর বললাম, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত জানোয়ারের গোশত খেতে পারি? এখন আমরা এর অবশিষ্ট গোশত নিয়ে এসেছি। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি এর উপর আক্রমণ করতে তাকে আদেশ বা ইঙ্গিত করেছ? তাঁরা বললেন, না, আমরা তা করিনি। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ তাহলে বাকী গোশত তোমরা খেয়ে নাও।[১]

٩/١٥. بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

১৫/৯. হারাম শরীফের আওতার ভিতর এবং আওতার বাইরে মুহরিম এবং অন্যান্যদের জন্য যে সমস্ত প্রাণী হত্যা করার অনুমতি আছে।

٧٤٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

৭৪৬. 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী এত ক্ষতিকর যে, এগুলোকে হারামের মধ্যেও হত্যা করা যেতে পারে। (যেমন) কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৮২৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১১৯৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৮২৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১১৯৮

٧٤٧. حديث حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

৭৪৭. হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী যে হত্যা করবে তার কোন দোষ নেই। (যেমন) কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর।[১]

٧٤٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيْ قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ.

৭৪৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করা মুহরিমের জন্য দূষণীয় নয়।[২]

١٠/١٥. بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوْبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانِ قَدْرِهَا

১৫/১০. মুহরিম ব্যক্তির মাথা মুণ্ডন করা বৈধ। এর (চুলের) মাধ্যমে যদি কষ্ট পায় এবং তার মাথা মুণ্ডনের কারণে ফিদ্‌য়াহ দেয়া অপরিহার্য এবং ফিদ্‌য়াহ আদায়ের পরিমাণের বর্ণনা।

٧٤٩. حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ.

৭৪৯. কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, বোধ হয় তোমার এই পোকাগুলো (উকুন) তোমাকে খুব তাকলীফ দিচ্ছে? তিনি বললেন, হাঁ, ইয়া আল্লাহর রাসূল! এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি মাথা মুণ্ডন করে ফেল এবং তিন দিন সিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও কিংবা একটা বকরী কুরবানী কর।[৩]

٧٥٠. حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِيْ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هٰذَا أَمَا تَجِدُ شَاةً قُلْتُ لَا قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رَأْسَكَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً.

৭৫০. 'আবদুল্লাহ ইবনু মা'কিল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনু 'উজরাহ-এর নিকট এই কূফার মাসজিদে বসে থাকাকালে সওমের ফিদ্‌য়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৮২৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১১৯৯, ১২০০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৮২৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১১৯৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৭ : পথে আটকা পড়া ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারীর বিধান, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৮১৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১০, হাঃ ১২০১

বললেন, আমার চেহারায় উকুন ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় আমাকে নাবী (ﷺ)-এর কাছে আনা হয়। তিনি তখন বললেন, আমি মনে করি যে, এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি একটি বাক্রী সংগ্রহ করতে পার? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি তিনদিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য দান কর। প্রতিটি দরিদ্রকে অর্ধ সা' খাদ্য দান করতে হবে এবং তোমার মাথার চুল কামিয়ে ফেল। তখন আমার ব্যাপারে বিশেষভাবে আয়াত অবতীর্ণ হয়। তবে তোমাদের সকলের জন্য এই হুকুম।[1]

١١/١٥. بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

১৫/১১. মুহরিম ব্যক্তির শিঙ্গা লাগানো বৈধ।

٧٥١. حديث ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.

৭৫১. ইব্নু বুহাইনাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইহরাম অবস্থায় 'লাহইয়ে জামাল' নামক স্থানে তাঁর মাথার মধ্যখানে সিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।[2]

١٣/١٥. بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

১৫/১৩. মুহরিম ব্যক্তির মাথা এবং শরীর ধৌত করা বৈধ।

٧٥٢. حديث أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُوْ أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ.

৭৫২. আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। 'আবদুল্লাহ ইব্নু হুনায়ন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্ওয়া নামক জায়গায় 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) এবং মিসওয়ার ইব্নু মাখরামাহ (রাঃ)-এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধুতে পারবে আর মিসওয়ার (রাঃ) বললেন, মুহরিম তার মাথা ধুতে পারবে না। এরপর 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) আমাকে আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। আমি তাঁকে কুয়া হতে পানি উঠানো চরকার দু' খুঁটির মধ্যে কাপড় ঘেরা অবস্থায় গোসল করতে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, কে? বললাম, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন হুনায়ন। মুহরিম অবস্থায় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কিভাবে তাঁর মাথা ধুতেন, এ বিষয়টি জিজ্ঞেস করার

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৪৫১৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১০, হাঃ ১২০১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৮৩৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১১, হাঃ ১২০৩

জন্য আমাকে 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। এ কথা শুনে আবূ আইউব (রাঃ) তাঁর হাতটি কাপড়ের উপর রাখলেন এবং সরিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর মাথাটি আমি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে, যে তার মাথায় পানি ঢালছিল, বললেন, পানি ঢাল। সে তাঁর মাথায় পানি ঢালতে থাকল। অতঃপর তিনি দু' হাত দিয়ে মাথা নাড়া দিয়ে হাত দু'খানা একবার সামনে আনলেন আবার পেছনের দিকে টেনে নিলেন। এরপর বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে এরকম করতে দেখেছি।[1])

١٤/١٥. بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

১৫/১৪. মুহরিম ব্যক্তি মারা গেলে কী করা হবে।

٧٥٣. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوْهُ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

৭২৩. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফাতে ওয়াকূফ অবস্থায় অকস্মাৎ তার উটনী হতে পড়ে যায়। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেছেন, তাঁর ঘাড় মটকে দিল। (যাতে সে মারা গেল)। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু' কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও। তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তাঁর মস্তক আবৃত করবে না। কেননা, কিয়ামাতের দিবসে সে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত হবে।[2]

١٥/١٥. بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

১৫/১৫. অসুখ বা অন্য কোন কারণে মুহরিম ব্যক্তির ইহরাম খুলে ফেলার শর্ত করা বৈধ।

٧٥٤. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللهِ مَا أَجِدُنِيْ إِلَّا وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ وَقُوْلِيْ اللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بن الأسود.

৭২৪. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যুবা'আহ বিনতে যুবায়র-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– তোমার হাজ্জে যাওয়ার ইচ্ছে আছে কি? সে উত্তর দিল, আল্লাহ্র কসম! আমি খুবই অসুস্থ বোধ করছি (তবে হাজ্জে যাবার ইচ্ছে আছে) তার উত্তরে বললেন, তুমি হাজ্জের নিয়্যতে বেরিয়ে যাও এবং আল্লাহ্র কাছে এই শর্তারোপ করে বল, হে আল্লাহ্! যেখানেই আমি বাধাগ্রস্ত হব, সেখানেই আমি আমার ইহ্রাম শেষ করে হালাল হয়ে যাব। সে ছিল মিকদাদ ইব্নু আসওয়াদের স্ত্রী।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৮৪০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১২০৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ২০, হাঃ ১২৬৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১২০৬

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৫০৮৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১২০৭

١٥/١٧. بَابُ بَيَانِ وُجُوْهِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوْزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ

১৫/১৭. ইহরামের প্রকারভেদ, আর তা হাজ্জে ইফরাদ এবং তামাত্তু এবং ক্বিরান এবং হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌কে যুক্ত করা বৈধ এবং হাজ্জ ক্বারেন আদায়কারী কখন তার ইহরাম থেকে হালাল হবে।

٧٥٥. **حديث** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَأَهِلِّيْ بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوْا أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا.

৭৫৫. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হাজ্জের সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বের হয়ে 'উমরাহ'র নিয়্যাতে ইহরাম বাঁধি। নাবী বললেন ঃ যার সঙ্গে কুরবানীর পশু আছে সে যেন 'উমরাহ'র সাথে হাজ্জের ইহ্‌রামও বেঁধে নেয়। অতঃপর সে 'উমরাহ ও হাজ্জ উভয়টি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারবে না। ['আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন] এরপর আমি মাক্কায় ঋতুবতী অবস্থায় পৌঁছলাম। কাজেই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী কোনটিই আদায় করতে সমর্থ হলাম না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমার অসুবিধার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ মাথার চুল খুলে নাও এবং তা আঁচড়িয়ে নাও এবং হাজ্জের ইহ্‌রাম বহাল রাখ এবং 'উমরাহ ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম, হাজ্জ সম্পন্ন করার পর আমাকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে তান'ঈম-এ প্রেরণ করেন।* সেখান হতে আমি 'উমরাহ'র ইহ্‌রাম বাঁধি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এ তোমার (ছেড়ে দেয়া) 'উমরাহ'র স্থলবর্তী। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যাঁরা 'উমরাহ'র ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, তাঁরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী সমাপ্ত করে হালাল হয়ে যান এবং মিনা হতে ফিরে আসার পর দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেন আর যাঁরা হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিলেন তাঁরা একটি মাত্র তাওয়াফ করেন।[১]

---

* আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) 'উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবতী হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে গোসল করার নির্দেশ দেন এবং 'উমরার ইহরাম ছেড়ে দিয়ে হাজ্জের ইহরাম বাঁধার আদেশ দেন। ফলে হাজ্জের পর পাক-সাফ অবস্থায় তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ঋতুর কারণে বাতিল হয়ে যাওয়া উমরার পরিবর্তে নতুনভাবে 'উমরাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ফলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সেই অনুমতি প্রদান করেন। "হারাম" সীমায় থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি 'উমরার ইরাদা করবে তাকে হারামের সীমার বাইরে গিয়ে 'উমরার ইহরাম বাঁধতে হবে। এজন্য আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তানঈমে পাঠানো হয়েছিল। যা হারামের সীমানার বাইরে অবস্থিত।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩১, হাঃ ১৫৫৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১২১১

৭٥٦. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ.

৭৫৬. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সময় বের হয়েছিলাম। আমাদের কেউ ইহরাম বেঁধেছিল উমরার আর কেউ বেঁধেছিল হজ্জের। আমরা মাক্কায় এসে পৌঁছলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে ও কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, তারা যেন কুরবানী করা পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আর যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে তারা যেন হাজ্জ পূর্ণ করে। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ অতঃপর আমার হায়য শুরু হয় এবং আরাফার দিনেও তা বহাল থাকে। আমি শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে মাথার বেণী খোলার, চুল আঁচড়িয়ে নেয়ার এবং 'উমরাহর ইহরাম ছেড়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। পরে হাজ্জ সমাধান করলাম। অতঃপর 'আবদুর রহমান ইব্নু আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আমার সাথে পাঠালেন। তিনি আমাকে তান'ঈম হতে আমার পূর্বের পরিত্যক্ত 'উমরার পরিবর্তে 'উমরাহ পালনের অদেশ করলেন।[১]

৭٥٧. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ مَا لَكِ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

৭৫৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হাজ্জের উদ্দেশেই (মদীনা হতে) বের হলাম। 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছার পর আমার হায়য আসলো। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং বললেন ঃ কী হলো তোমার? তোমার হায়য এসেছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ এ তো আল্লাহ্ তা'আলাই আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ছাড়া হাজ্জের বাকী সব কাজ করে যাও। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে গাভী কুরবানী করলেন।[২]

৭٥٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا سَرِفَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৩১৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১২১১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ১, হাঃ ২৯৪; মুসলিম ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৭,, হাঃ ১২১১

فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ قُلْتُ لَا أُصَلِّيْ قَالَ فَلَا يَضِرْكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ اٰدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُوْنِيْ فِيْ حَجَّتِكِ عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيْهَا.

قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا فَأَتَيْنَا فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ فَنَادَى بِالرَّحِيْلِ فِيْ أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

৭৫৮. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে হাজ্জের ইহরাম বেঁধে বের হলাম, হাজ্জের মাসে এবং হাজ্জের কার্যাদি পালনের উদ্দেশ্যে। যখন সারিফ নামক স্থানে অবতরণ করলাম, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণকে বললেন ঃ যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই এবং সে এই ইহরামকে 'উমরাহ্য় পরিণত করতে চায়, সে যেন তা করে নেয় (অর্থাৎ 'উমরাহ করে হালাল হয়)। আর যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার আছে সে এরূপ করবে না। (অর্থাৎ হালাল হতে পারবে না)। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর কয়েকজন সমর্থ সাহাবীর নিকট কুরবানীর জানোয়ার ছিল, তাঁদের হাজ্জ 'উমরাহ্য় পরিণত হল না। ['আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন] আমি কাঁদছিলাম, এমতাবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট এসে বললেন ঃ তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? আমি বললাম, আপনি আপনার সাহাবীগণকে যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি। আমি তো 'উমরাহ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমার কী অবস্থা? আমি বললাম, আমি তো সলাত আদায় করছি না (ঋতুবতী অবস্থায়)। তিনি বললেন ঃ এতে তোমার ক্ষতি হবে না। তুমি তো আদম কন্যাদেরই একজন। তাদের অদৃষ্টে যা লেখা ছিল তোমার জন্যও তা লিখিত হয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার হাজ্জ আদায় কর। সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে 'উমরাহও দান করবেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি এ অবস্থায়ই থেকে গেলাম এবং পরে মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে মুহাস্সাবে অবতরণ করলাম। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আবদুর রহমান ['আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সহোদর ভাই] (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে বললেন ঃ তুমি তোমার বোনকে হারামের বাইরে নিয়ে যাও। সেখান হতে যেন সে 'উমরাহ'র ইহ্রাম বাঁধে। অতঃপর তোমরা তাওয়াফ করে নিবে। আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করব। আমরা মধ্যরাতে এলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি তাওয়াফ সমাধা করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। এ সময় তিনি সাহাবীগণকে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। তাই লোকজন এবং যাঁরা ফাজরের পূর্বে তাওয়াফ করেছিলেন তাঁরা রওয়ানা হলেন। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনাহ অভিমুখে রওয়ানা হলেন।[১]

٧٥٩. **حديث** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِيْ مَعَ أَخِيْكِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّيْ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৭৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১২১১

بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ قَالَ عَقْرَى حَلْقَى أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ انْفِرِيْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

৭৫৯. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে বের হলাম এবং একে হাজ্জের সফর বলেই আমরা জানতাম। আমরা যখন (মাক্কায়) পৌঁছে বাইতুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিলেন ঃ যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসেনি তারা যেন ইহ্রাম ছেড়ে দেয়। তাই যিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেননি তিনি ইহ্রাম ছেড়ে দেন। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণীগণ ইহ্রাম ছেড়ে দিলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি ঋতুবতী হয়েছিলাম বিধায় বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে পারিনি। (ফিরতি পথে) মুহাসসাব নামক স্থানে রাত যাপনকালে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সকলেই 'উমরাহ ও হাজ্জ উভয়টি সমাধা করে ফিরছে আর আমি কেবল হাজ্জ করে ফিরছি। তিনি বললেন ঃ আমরা মাক্কাহ পৌঁছলে তুমি কি সে দিনগুলোতে তওয়াফ করনি? আমি বললাম, জী-না। তিনি বললেন, তোমার ভাই-এর সাথে তান্'ঈম চলে যাও, সেখান হতে 'উমরাহ'র ইহ্রাম বাঁধবে। অতঃপর অমুক স্থানে তোমার সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ কী বললে! তুমি কি কুরবানীর দিনগুলোতে তাওয়াফ করনি! আমি বললাম, হ্যাঁ করেছি। তিনি বললেন ঃ তবে কোন অসুবিধা নেই, তুমি চল। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এমতাবস্থায় আমার সাক্ষাৎ হলো যখন তিনি মাক্কাহ ছেড়ে উপরের দিকে উঠছিলেন, আর আমি মাক্কাহ্র দিকে অবতরণ করছি। অথবা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি উঠছি ও তিনি অবতরণ করছেন।[1]

٧٦٠. حديث عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.

৭৬০. 'আবদুর রহমান ইব্নু আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে তাঁর সওয়ারীর পিঠে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বসিয়ে তান'ঈম হতে 'উমরাহ করানোর নির্দেশ দেন।[2]

٧٦١. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِيْ أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ أَحِلُّوْا وَأَصِيبُوْا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُوْلُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيْ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيْرُنَا الْمَذْيَ قَالَ وَيَقُوْلُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّيْ أَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِيْ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّوْنَ فَحِلُّوْا فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৫৬১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১২১১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৭৮৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১২১২

৭৩৬৭. 'আত্বা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তাঁর সঙ্গে তখন আরো কিছু লোক ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ শুধু হাজ্জের নিয়তে ইহ্রাম বেঁধেছিলাম। এর সঙ্গে 'উমরাহ্র নিয়ত ছিল না। বর্ণনাকারী 'আত্বা (রহ.) বলেন, জাবির (رضي الله عنه) বলেছেন, নাবী (ﷺ) যিলহাজ্জ মাসের চার তারিখ সকাল বেলায় (মাক্কাহয়) আগমন করলেন। এরপর আমরাও যখন আগমন করলাম, তখন নাবী (ﷺ) আমাদেরকে ইহ্রাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা ইহ্রাম খুলে ফেল এবং স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হও। (রাবী) 'আত্বা (রহ.) বর্ণনা করেন, জাবির (رضي الله عنه) বলেছেন, (স্ত্রীদের সঙ্গে যৌন সঙ্গম করা) তিনি তাদের উপর বাধ্যতামূলক করেননি বরং মুবাহ্ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি অবগত হন যে, আমরা বলাবলি করছি : আমাদের ও আরাফার দিনের মাঝখানে মাত্র পাঁচদিন বাকি, তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা ইহ্রাম খুলে স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হই। তখন তো আমরা পৌঁছব আরাফায় আর আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে মযী ঝরতে থাকবে। 'আত্বা বলেন, জাবির (رضي الله عنه) এ কথা বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন কিংবা হাত নেড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি, তোমাদের তুলনায় আমি অধিক সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান। আমার সঙ্গে যদি কুরবানীর পশু না থাকত, আমিও তোমাদের মত ইহরাম খুলে ফেললাম। সুতরাং তোমরা ইহ্রাম খুলে ফেল। আমি যদি আমার কাজের পরিণাম আগে জানতাম যা পরে অবগত হয়েছি তবে আমি কুরবাণীর পশু সঙ্গে আনতাম না। অতএব আমরা ইহ্রাম খুলে ফেললাম। নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশ শুনলাম এবং তাঁর আনুগত্য করলাম।[১]

٧٦٢. **حديث** جَابِرٍ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ. قَالَ جَابِرٌ : فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ. قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.

৭৬২. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) 'আলী (رضي الله عنه)-কে তাঁর কৃত ইহরামের উপর স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু বাক্‌র ইবনু জুরাইজ–'আত্বা (রহ.)–জাবির (رضي الله عنه) সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, জাবির (رضي الله عنه) বলেছেন ঃ 'আলী ইবনু আবূ ত্বলিব তাঁর আদায়কৃত কর খুমুস নিয়ে (মাক্কায়) আসলেন। তখন নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, হে 'আলী! তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) যেটির ইহ্রাম বেঁধেছেন। নাবী (ﷺ) বললেন, তা হলে তুমি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দাও এবং ইহ্রাম বাঁধা এ অবস্থায় অবস্থান করতে থাক। বর্ণনাকারী [জাবির (رضي الله عنه)] বলেন, সে সময় 'আলী (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর জন্য কুরবানীর পশু পাঠিয়েছিলেন।[২]

٧٦٣. **حديث** جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَّ النَّبِيَّ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৭৩৬৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১২৪০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৬১, হাঃ ৪৩৫২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১২১৬

ﷺ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنْطَلِقُوْنَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِيْ ذِي الْحَجَّةِ وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيْهَا فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ.

৭৬৩. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। নাবী (ﷺ) ও তালহা (রাঃ) ব্যতীত কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। আর 'আলী (রাঃ) ইয়ামান হতে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যে বিষয়ে ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও তার ইহ্‌রাম বাঁধলাম। নাবী (ﷺ) এ ইহ্‌রামকে 'উমরায় পরিণত করতে এবং তাওয়াফ করে এরপরে মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার রয়েছে (তারা হালাল হবে না)। তাঁরা বললেন, আমরা মিনার দিকে রওয়ানা হবো এমতাবস্থায় আমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এসেছে। এ সংবাদ নবী (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ যদি আমি এ ব্যাপারে পূর্বে জানতাম, যা পরে জানতে পারলাম, তাহলে কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনতাম না। আর যদি কুরবানীর পশু আমার সাথে না থাকত অবশ্যই আমি হালাল হয়ে যেতাম। আর 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর ঋতু দেখা দিল। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হাজ্জের সব কাজই সম্পন্ন করে নিলেন। রাবী বলেন, এরপর যখন তিনি পাক হলেন এবং তাওয়াফ করলেন, তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনারা তো হাজ্জ এবং 'উমরাহ উভয়টি পালন করে ফিরছেন, আমি কি শুধু হাজ্জ করেই ফিরব? তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) 'আবদুর রহমান ইব্‌নু আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে তান'ঈমে যেতে। অতঃপর যুলহাজ্জ মাসেই হাজ্জ আদায়ের পর 'আয়িশাহ্ (রাঃ) 'উমরাহ আদায় করলেন। নাবী (ﷺ) যখন জামরাতুল 'আকাবায় কঙ্কর মারছিলেন তখন সুরাকা ইব্‌নু মালিক ইব্‌নু জু'শুম (রাঃ)-এর নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হাজ্জের মাসে 'উমরাহ আদায় করা কি আপনাদের জন্য খাস? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ না, এতো চিরদিনের (সকলের) জন্য।[১]

٢١/١٥. بَابُ فِي الْوُقُوْفِ و قَوْله تَعَالَى ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

১৫/২১. আরাফাহ্‌তে অবস্থান করা এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "তখন ঐ স্থান থেকে যাত্রা কর লোকেরা যেখান থেকে যাত্রা করে।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২/১৯৯)

٧٦٤. حديث عَائِشَةَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَتْ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُوْنَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوْفُ فِيْهَا وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৭৮৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১২১৬

Contents

الثِّيَابَ تَطُوْفُ فِيْهَا فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيْضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيْضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ ﴿ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ قَالَ كَانُوْا يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوْا إِلَى عَرَفَاتٍ.

৭৬৪. 'উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। জাহিলী যুগে হুমস ব্যতীত অন্য লোকেরা উলঙ্গ অবস্থায় (বাইতুল্লাহর) তাওয়াফ করত। আর হুমস্ হলো কুরায়শ এবং তাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি। হুমসরা লোকেদের সেবা করে সওয়াবের আশায় পুরুষ পুরুষকে কাপড় দিত এবং সে তা পরে তাওয়াফ করত। আর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে কাপড় দিত এবং এ কাপড়ে সে তাওয়াফ করত। হুমসরা যাকে কাপড় না দিত সে উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত। সব লোক 'আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করত আর হুমসরা প্রত্যাবর্তন করত মুযদালিফা হতে। রাবী হিশাম (রহ.) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি হুমস সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ ﴿ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (এরপর যেখান হতে অন্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করবে) রাবী বলেন, তারা মুযদালিফাহ হতে প্রত্যাবর্তন করত, এতে তাদের 'আরাফাহ পর্যন্ত যাবার নির্দেশ দেয়া হল।[১]

٧٦٥. حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِيْ فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هٰذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا.

৭৬৫. জুবাইর ইব্নু মুত'য়িম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার একটি উট হারিয়ে 'আরাফার দিনে তা তালাশ করতে লাগলাম। তখন আমি নাবী (ﷺ)-কে 'আরাফাহ্তে উকূফ করতে দেখলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি তো কুরায়শ বংশীয়। এখানে তিনি কী করছেন।[২]

١٥/٢٢. بَابُ فِيْ نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَالْأَمْرِ بِالتَّمَامِ

১৫/২২. ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাওয়ার বিধান রহিত এবং তা পরিপূর্ণ করার নির্দেশ।

٧٦٦. حديث أَبِيْ مُوْسَى ؓ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْسَنْتَ انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِيْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِيْ ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِيْ بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ ؓ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯১, হাঃ ১৬৬৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২১, হাঃ ১২১৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯১, হাঃ ১৬৬৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২১, হাঃ ১২২০

৭৬৬. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ হাজ্জ সমাধা করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ কিসের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, নাবী (ﷺ)-এর মত ইহরাম বেঁধে আমি তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন ঃ ভালই করেছ। যাও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী কর। এরপর আমি বনূ কায়স গোত্রের এক মহিলার নিকট এলাম। তিনি আমার মাথার উকুন বেছে দিলেন। অতঃপর আমি হাজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। (তখন হতে) 'উমার (রাঃ)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত এ ভাবেই আমি লোকদের (হাজ্জ এবং 'উমরাহ সম্পর্কে) ফাতাওয়া দিতাম। অতঃপর তাঁর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করি তাহলে তা আমাদের পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নতের অনুসরণ করি তাহলে তো (দেখি যে), আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কুরবানীর জানোয়ার যথাস্থানে পৌঁছার আগে হালাল হননি।[1]

١٥/٢٣. بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ

১৫/২৩. হাজ্জে তামাত্তু করা বৈধ।

٧٦٧. حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

৪৫১৮. ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু' এর আয়াত আল্লাহ্র কিতাবে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে তা করছি এবং এর নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি এবং নাবী (ﷺ) ইন্তিকাল পর্যন্ত তা থেকে নিষেধও করেননি। এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছেনুযায়ী মতামত ব্যক্ত করেছেন।[2]

١٥/٢٤. بَابُ وُجُوْبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

১৫/২৪. হাজ্জ তামাত্তুকারীর উপর কুরবানী করা অপরিহার্য এবং এটা না করতে পারলে হাজ্জ পালন করা অবস্থায় তিন দিন এবং বাড়ীতে ফিরার পর সাতদিন সওম পালন করতে হবে।

٧٦٨. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১২৫, হাঃ ১৭২৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২২, হাঃ ১২২১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৪৫১৮; মুসলিম ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৩, হাঃ ১২২৬

فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

৭৬৮. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জের সময় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হাজ্জ ও 'উমরাহ্ একসাথে পালন করেছেন। তিনি হাদী পাঠান অর্থাৎ যুল-হুলাইফা হতে কুরবানীর জানোয়ার সাথে নিয়ে নেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রথমে 'উমরাহ্'র ইহ্‌রাম বাঁধেন, এরপর হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে 'উমরাহ্'র ও হাজ্জের নিয়্যাতে তামাত্তু' করলেন। সাহাবীগণের কতেক হাদী সাথে নিয়ে চললেন, আর কেউ কেউ হাদী সাথে নেননি। এরপর নাবী (ﷺ) মাক্কাহ্ পৌঁছে সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছ, তাদের জন্য হাজ্জ সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোন নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে আসনি, তারা বাইতুল্লাহর এবং সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে। এরপর হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে। তবে যারা কুরবানী করতে পারবে না তারা হাজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতদিন সওম পালন করবে। নাবী (ﷺ) মাক্কাহ্ পৌঁছেই তাওয়াফ করলেন। প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তিন চক্কর রামল করে আর চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করে তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকট দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন, সালাম ফিরিয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সাফায় আসলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর সা'ঈ করলেন। হাজ্জ সমাধা করা পর্যন্তযা কিছু হারাম ছিল তা হালাল হয়নি। তিনি কুরবানীর দি

দনে হাদী কুরবানী করলেন, সেখান হতে এসে তিনি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। অতঃপর তাঁর উপর যা হারাম ছিল সে সব কিছু হতে তিনি হালাল হয়ে গেলেন। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা হাদী সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেরূপ করলেন, যেরূপ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) করেছিলেন।[1]

٧٦٩. حديث عَائِشَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ (رقم ٧٦٨).

৭৬৯. 'উরওয়াহ (রহ.) 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) হাজ্জের সাথে 'উমরাহ পালন করেন এবং তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও তামাত্তু' করেন, যেমনি ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) সূত্রে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে (হাঃ ৭৬৮)।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১০৪, হাঃ ১৬৯১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১২২৭

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১০৪, হাঃ ১৬৯২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১২২৭, ১২২৮

١٥/٢٥. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِيْ وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ

১৫/২৫. ইফরাদ হাজ্জকারী যে সময়ে হালাল হয় তার পূর্বে হাজ্জে কিরানকারী হালাল হতে পারবে না।

٧٧٠. حديث حَفْصَةَ ﷺ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.

৭৭০. নাবী সহধর্মিণী হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকদের কী হল, তারা 'উমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে গেল, অথচ আপনি 'উমরাহ হতে হালাল হচ্ছেন না? তিনি বললেন ঃ আমি মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং কুরবানীর জানোয়ারের গলায় মালা ঝুলিয়েছি। কাজেই কুরবানী করার পূর্বে হালাল হতে পারি না।[১]

١٥/٢٦. بَابُ بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ

১৫/২৬. বাধা প্রাপ্ত ব্যক্তি ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে এবং হাজ্জে কিরানের বৈধতা।

٧٧١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِيْ أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى.

৭৭১. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। (মাক্কাহ মুকার্‌রামায়) গোলযোগ চলাকালে 'উমরাহ্'র নিয়ত করে তিনি যখন মাক্কাহর দিকে রওয়ানা হলেন, তখন বললেন, বাইতুল্লাহ হতে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে তাই করব যা করেছিলাম আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে। তাই তিনি 'উমরাহ্'র ইহরাম বাঁধলেন। কারণ, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও হুদাইবিয়ার বছর 'উমরাহ্'র ইহরাম বেঁধেছিলেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজের ব্যাপারে ভেবে চিন্তে বললেন, উভয়টিই (হাজ্জ ও 'উমরাহ) এক রকম। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, উভয়টি তো একই রকম। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উপর 'উমরাহ্'র সাথে হাজ্জকে ওয়াজিব করে নিলাম। তিনি উভয়টির জন্য একই তাওয়াফ করলেন এবং এটাই তাঁর পক্ষ হতে যথেষ্ট মনে করেন, আর তিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়েছিলেন।[২]

٧٧٢. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوْكَ فَقَالَ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৫৬৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১২২৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৭ : পথে আটকা পড়া ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারীর বিধান, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৮১৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১২৩০

وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِيْ وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

৭৭২. ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। যে বছর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মাক্কায় আসেন, ঐ বছর ইবনু 'উমার (রাঃ) হাজ্জের এরাদা করেন। তখন তাঁকে বলা হলো, (বিবদমান দু' দল) মানুষের মধ্যে যুদ্ধ হতে পারে। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনাকে তারা বাধা দিবে। তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে"– (আহযাব ২১)। কাজেই এমন কিছু হলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি 'উমরাহ'র সঙ্কল্প করলাম। এরপর তিনি বের হলেন এবং বায়দার উঁচু অঞ্চলে পৌঁছার পর তিনি বললেন, হাজ্জ ও 'উমরাহ'র বিধান একই, আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি 'উমরাহ'র সঙ্গে হাজ্জেরও নিয়্যাত করলাম এবং তিনি কুদায়দ হতে ক্রয় করা একটি হাদী পাঠালেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেননি। এরপর তিনি কুরবানী করেননি এবং ইহরামও ত্যাগ করেন নি এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা কোনটাই করেননি। অবশেষে কুরবানীর দিন এলে তিনি কুরবানী করলেন, মাথা মুণ্ডালেন। তাঁর অভিমত হলো, প্রথম তাওয়াফ-এর মাধ্যমেই তিনি হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয়ের তাওয়াফ সেরে নিয়েছেন। ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এমনই করেছেন।[1]

٢٧/١٥. بَابُ فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

১৫/২৭. হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌তে কিরান ও ইফরাদ।

٧٧٣. حديث ابْنِ عُمَرَ وَ أَنَسٍ عَنْ بَكْرٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَ أَهْلَلْتَ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ قَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَأَمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا.

৭৭৩. বাক্‌র (রহ.) হতে বর্ণিত। ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর কাছে এ কথা উল্লেখ করা হল, 'আনাস (রাঃ) লোকদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌র জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। তখন ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন, নাবী (ﷺ) হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছেন, তাঁর সাথে আমরাও হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধি। যখন আমরা মাক্কায় পৌঁছলাম তিনি বললেন, তোমাদের যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেন তার হাজ্জের ইহ্‌রাম 'উমরাহ্‌র ইহ্‌রামে পরিণত করে। অবশ্য নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। অতঃপর 'আলী ইবনু আবূ ত্বলিব (রাঃ) হাজ্জের উদ্দেশে ইয়ামান থেকে আসলেন। নাবী (ﷺ) (তাঁকে) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের ইহ্‌রাম বেঁধেছ?

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ১৬৪০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১২৩০

কারণ আমাদের সাথে তোমার স্ত্রী পরিবার আছে। তিনি উত্তর দিলেন, নাবী (ﷺ) যেটির ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আমি সেটিরই ইহ্‌রাম বেঁধেছি। নাবী (ﷺ) বললেন, তাহলে (এ অবস্থায়ই) থাক, কেননা আমাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু আছে।[১]

١٥/٢٨. بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

১৫/২৮. যে ব্যক্তি হাজ্জের ইহরাম বাঁধল তার জন্য কী কী করা অপরিহার্য, অতঃপর তাওয়াফ ও সা'য়ীর জন্য মাক্কায় আসল।

٧٧٤. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

৭৭৪. 'আমর ইব্‌নু দীনার (রহ.) বলেন ঃ আমরা ইব্‌নু 'উমার (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম– যে ব্যক্তি 'উমরাহ'র ন্যায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করে নি, সে কি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, নাবী (ﷺ) এসে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন, মাকামে ইবরাহীমের নিকট দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছেন আর সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করেছেন। তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[২]

١٥/٢٩. بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ وَتَرْكِ التَّحَلُّلِ

১৫/২৯. যে ব্যক্তি হাজ্জের ইহরাম বেঁধে মাক্কায় আসল তার জন্য তৃওয়াফ ও সা'য়ীতে কী করা অপরিহার্য।

٧٧٥. حديث عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ ﷺ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ اٰخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً وَهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُوْنَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوْا يَبْدَءُوْنَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوْا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّوْنَ.

وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّيْ وَخَالَتِيْ حِيْنَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوْفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِيْ أُمِّيْ أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوْا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৬১, হাঃ ৪৩৫৩-৪৩৫৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ১২৩১, ১২৩২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৩৯৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৮, হাঃ ১২৩৪

৭৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌নু 'আবদুর রহমান ইব্‌নু নাওফাল কুরাশী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি 'উরওয়া ইব্‌নু যুবাইর (রহ.)-কে নাবী (ﷺ)-এর হাজ্জ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, নাবী (ﷺ)-এর হাজ্জ-এর বিষয়টি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমাকে এরূপে বর্ণনা দিয়েছেন যে, নাবী (ﷺ) মাক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম উযূ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন। তা 'উমরাহ'র তাওয়াফ ছিল না। পরে আবূ বাকার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাজ্জ করেছেন, তিনিও হাজ্জের প্রথম কাজ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতেন, তা 'উমরাহ'র তাওয়াফ ছিল না। তাঁরপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও অনুরূপ করতেন। এরপর 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাজ্জ করেন। আমি তাঁকেও (হাজ্জের কাজ) বাইতুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতে দেখেছি, তাঁর এই তাওয়াফও 'উমরাহ'র তাওয়াফ ছিল না। মু'আবিয়া এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) (অনুরূপ করেন)। এরপর আমি আমার পিতা যুবাইর ইব্‌নু 'আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে হাজ্জ করলাম। তিনি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ হতেই শুরু করেন, আর তাঁর এ তাওয়াফ 'উমরাহ'র তাওয়াফ ছিল না। মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ (ﷺ)-কে আমি এরূপ করতে দেখেছি। তাদের সে তাওয়াফও 'উমরাহ'র তাওয়াফ ছিল না। সবশেষে আমি 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কেও অনুরূপ করতে দেখেছি। তিনিও সে তাওয়াফ 'উমরাহ'র তাওয়াফ হিসেবে করেননি। ইব্‌নু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তো তাঁদের নিকটেই আছেন তাঁর কাছে জেনে নিন না কেন? সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা অতীত হয়ে গেছেন তাঁদের কেউই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সমাধান করার পূর্বে অন্য কোন কাজ করতেন না এবং তাওয়াফ করে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করতেন না। আমার মা (আসমা) ও খালা ('আয়িশাহ্) (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে দেখেছি, তাঁরা উভয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম তাওয়াফ সমাধা করেন, কিন্তু তাওয়াফ করে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেননি।[1]

٧٧٦. حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُوْلُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُوْنِ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا قَلِيْلَةٌ أَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِيْ عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

৭৭৬. আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কন্যা আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর আযাদকৃত গোলাম 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, যখনই আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাজ্জূন এলাকা দিয়ে গমন করতেন তখনই তাঁকে বলতে শুনেছেন صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি রহমত নাযিল করুন, এ স্থানে আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে অবতরণ করেছিলাম। তখন আমাদের বোঝা ছিল খুব অল্প, যানবাহন ছিল একেবারে নগণ্য এবং সম্বল ছিল খুবই কম। আমি, আমার বোন 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অমুক অমুক 'উমরাহ আদায় করলাম। তারপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে আমরা সকলেই হালাল হয়ে গেলাম এবং সন্ধ্যাকালে হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলাম।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৮, হাঃ ১৬৪১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৯, হাঃ ১২৩৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৭৯৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ২৯, হাঃ ১২৩৭

١٥/٣١. بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ
১৫/৩১. হাজ্জের মাসগুলোতে 'উমরাহ্ করা।

٧٧٧. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ.

৭৭৭. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (যুল হিজ্জার) ৪র্থ তারিখ সকালে (মাক্কায়) আগমন করেন এবং তাঁরা হাজ্জের জন্য তালবীয়া পাঠ করতে থাকেন। অতঃপর তিনি তাঁদের হাজ্জকে 'উমরাহ্য় রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন। তবে যাঁদের সঙ্গে হাদী (হাজীদের যবহের জন্য জানোয়ার) ছিল তাঁরা এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নন।[1]

٧٧٨. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِيْ نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِيْ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُوْلُ لِيْ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ أَقِمْ عِنْدِيْ فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِيْ.

قَالَ شُعْبَةُ (الرَّاوِيْ عنه) فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِيْ رَأَيْتُ.

৭৭৮. আবূ জামরাহ নাসর ইব্‌নু 'ইমরান যুবা'য়ী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তামাত্তু' হাজ্জ করতে ইচ্ছে করলে কিছু লোক আমাকে নিষেধ করল। আমি তখন ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি তা করতে আমাকে নির্দেশ দেন। এরপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, উত্তম হাজ্জ ও মাকবূল 'উমরাহ। ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট স্বপ্নটি বললাম। তিনি বললেন, তা নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাত। এরপর আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমাকে আমার মালের কিছু অংশ দিব।

রাবী শু'বাহ্ (রহ.) বলেন, আমি (আবূ জামরাহকে) বললাম, তা কেন? তিনি বললেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি সে জন্য।[2]

١٥/٣٢. بَابُ تَقْلِيْدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
১৫/৩২. ইহরামের সময় কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা ঝুলানো এবং কোন চিহ্ন দিয়ে দেয়া।

٧٧٩. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ هٰذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ﴾ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوْا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

৭৭৯. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। মুহরিম ব্যক্তি যখন বাইতুল্লাহ তওয়াফ করল তখন সে তাঁর ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গেল। আমি (ইবনু জুরাইজ) জিজ্ঞেস করলাম যে, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কৃসর করা, অধ্যায় ৩, হাঃ ১০৮৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩১, হাঃ ১২৪০
[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৫৬৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩১, হাঃ ১২৪২

এ কথা কী করে বলতে পারেন? রাবী 'আত্বা (রহ.) উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার এ কালামের দলীল থেকে যে, এরপর তার হালাল হওয়ার স্থল হচ্ছে বাইতুল্লাহ এবং নাবী (ﷺ) কর্তৃক তাঁর সাহাবীদের হুজ্জাতুল বিদায় (এ কাজের পরে) হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়ার ঘটনা থেকে। আমি বললাম ঃ এ হুকুম তো 'আরাফাহ-এ উকূফ করার পর প্রযোজ্য। তখন 'আত্বা (রহ.) বললেন, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর মতে উকূফে 'আরাফাহ্র পূর্বাপর উভয় অবস্থার জন্য এ হুকুম।[১]

١٥/٣٣. بَابُ التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ

১৫/৩৩. 'উমরাহ্তে চুল ছাঁটা।

٧٨٠. حديث ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ.

৭৮০. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) ও মু'আবিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি কাঁচি দিয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর চুল ছোট ছোট করে দিয়েছিলাম।[২]

١٥/٣٤. بَابُ إِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَدْيِهِ

১৫/৩৪. নাবী (ﷺ)-এর ইহরাম বাঁধা এবং তাঁর কুরবানী।

٧٨١. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَدِمَ عَلِيٌّ ﷺ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ.

৭৮১. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রাঃ) ইয়ামান হতে এসে নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কী প্রকার ইহ্রাম বেঁধেছ? 'আলী (রাঃ) বললেন, নাবী (ﷺ)-এর অনুরূপ। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ আমার সঙ্গে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি হালাল হয়ে যেতাম।[৩]

١٥/٣٥. بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَمَانِهِنَّ

১৫/৩৫. নাবী (ﷺ)-এর 'উমরাহ আদায়ের সংখ্যা এবং তা আদায় করার সময়ের বর্ণনা।

٧٨٢. حديث أَنَسٍ ﷺ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِيْ اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

৭৮২. হাম্মাম (রহ.) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) চারটি 'উমরাহ করেছেন। তন্মধ্যে হাজ্জের মাসে যে 'উমরাহ করেছেন তা ছাড়া বাকী সব 'উমরাহই যুল-কা'দা মাসে করেছেন। অর্থাৎ হুদাইবিয়াহ্র 'উমরাহ, পরবর্তী বছরের 'উমরাহ, জি'রানার 'উমরাহ, যেখানে তিনি হুনাইনের মালে গনীমত বণ্টন করেছিলেন এবং হাজ্জের মাসে আদায়কৃত 'উমরাহ।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ৪৩৯৬; মুসলিম ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১২৪৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১২৭, হাঃ ১৭৩০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১২৪৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১৫৫৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৩৩২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৭৮০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১২৫৩

٧٨٣. حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قِيْلَ لَهُ : كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قِيْلَ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ قَالَ الْعُسَيْرَةُ أَوْ الْعُشَيْرُ.

৭৮৩. আবূ ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়দ ইবনু আরকামের পাশে ছিলাম। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নাবী (ﷺ) কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। আবার জিজ্ঞেস করা হল কয়টি যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, সতেরটিতে। বললাম, এসব যুদ্ধের কোন্টি সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল? তিনি বললেন, 'উশায়রাহ্ বা 'উশাইর।[1]

٧٨٤. حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ.

৭৮৪. যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) উনিশটি যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। আর হিজরাতের পর তিনি হাজ্জ আদায় করেন মাত্র একটি হাজ্জে। এরপর তিনি আর কোন হাজ্জ আদায় করেননি এবং তা হল বিদায় হাজ্জ।[2]

٧٨٥. حديث عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَ عَائِشَةَ ﷺ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَلَا تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُوْلُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ مَا يَقُوْلُ قَالَ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبٍ قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِيْ رَجَبٍ قَطُّ

৭৮৫. মুজাহিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও উরওয়াহ বিন যুবাইর উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হুজরার ভিতর হতে তাঁর মিসওয়াক করার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন 'উরওয়াহ (রাঃ) বললেন, হে আম্মাজান, হে উম্মুল মুমিনীন! আবূ 'আবদুর রহমান কী বলছেন, আপনি কি শুনেননি? 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, তিনি কী বলছেন? 'উরওয়াহ (রহ.) বললেন, তিনি বলছেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) চারবার 'উমরাহ আদায় করেছেন। এর মধ্যে একটি রজব মাসে। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, আবূ 'আবদুর রহমানের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এমন কোন 'উমরাহ আদায় করেননি যে, তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রজব মাসে কখনো 'উমরাহ আদায় করেননি।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৯৪৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১২৫৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ৪৪০৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১২৫৪

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৭৭৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১২৫৫

١٥/٣٦. بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِيْ رَمَضَانَ

১৫/৩৬. রমাযান মাসে 'উমরাহ্ পালনের ফাযীলাত।

٧٨٦. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّيْنَ مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُوْ فُلَانٍ وَابْنُهُ (لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا) وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِيْ فِيْهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ.

৭৮৬. ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক আনসারী মহিলাকে বললেন ঃ আমাদের সঙ্গে হাজ্জ করতে তোমার বাধা কিসের? ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মহিলার নাম বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গেছি। মহিলা বলল, আমাদের একটি পানি বহনকারী উট ছিল। কিন্তু তাতে অমুকের পিতা ও তার পুত্র (অর্থাৎ মহিলার স্বামী ও ছেলে) আরোহণ করে চলে গেছেন। আর আমাদের জন্য রেখে গেছেন পানি বহনকারী আরেকটি উট যার দ্বারা আমরা পানি বহন করে থাকি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আচ্ছা, রমাযান এলে তখন 'উমরাহ করে নিও। কেননা, রমযানের একটি 'উমরাহ একটি হাজ্জের সমতুল্য। অথবা এরূপ কোন কথা তিনি বলেছিলেন।[1]

١٥/٣٧. بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُوْلِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوْجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى وَدُخُوْلِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيْقٍ غَيْرَ الَّتِيْ خَرَجَ مِنْهَا

১৫/৩৭. মাক্কাহ্তে সানীয়াহ উলিয়াহ দিয়ে প্রবেশ করা এবং এটা (মাক্কাহ) থেকে সানীয়াহ সুফলা দিয়ে বের হওয়া এবং দেশে বিপরীত রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

٧٨٧. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ.

৭৮৭. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (হাজ্জের সফরে) শাজারা নামক পথ দিয়ে গমন করতেন এবং মু'আররাস নামক পথ দিয়ে (মাদীনায়) প্রবেশ করতেন।[2]

٧٨٨. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

৭৮৮. ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সানিয়্যাতুল 'উলয়া (হারামের উত্তর-পূর্বদিকে কাদা নামক স্থান দিয়ে) মাক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়্যাহ সুফলা (হারামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কুদা নামক স্থান) দিয়ে বের হতেন।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৭৮২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ১২৫৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১৫৩৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ১২৫৭

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১৫৭৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ১২৫৭

٧٨٩. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

৭৮৯. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) যখন মাক্কায় আসেন তখন এর উচ্চ স্থান দিয়ে প্রবেশ করেন এবং নীচু স্থান দিয়ে ফিরার পথে বের হন।[১]

٧٩٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ.

৭৯০. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) মাক্কাহ্ বিজয়ের বছর কাদা-র পথে (মাক্কায়) প্রবেশ করেন এবং বের হন কুদা-র পথে যা মাক্কাহ্র উঁচু স্থানে অবস্থিত।[২]

١٥/٣٨. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيْتِ بِذِيْ طُوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُوْلِ مَكَّةَ وَالْاِغْتِسَالِ لِدُخُوْلِهَا وَدُخُوْلِهَا نَهَارًا

১৫/৩৮. মাক্কাহ্তে প্রবেশের ইচ্ছে করলে যী-তুয়া উপত্যকায় রাত্রি যাপন করা এবং গোসল করে প্রবেশ করা এবং দিনের বেলায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

٧٩١. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِيْ طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا يَفْعَلُهُ.

৭৯১. ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ভোর পর্যন্ত যী-তুয়ায় রাত যাপন করেন, অতঃপর মাক্কাহয় প্রবেশ করেন। (রাবী নাফি' বলেন) ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-ও এরূপ করতেন।[৩]

٧٩٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِيْ طُوًى وَيَبِيْتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ.

৭৯২. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁকে আরও বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) 'যূ-তুওয়া'য় অবতরণ করতেন এবং এখানেই রাত যাপন করতেন আর মাক্কায় আসার পথে এখানেই ফাজরের সলাত আদায় করতেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সলাত আদায়ের সেই স্থানটা ছিল একটা বড় টিলার উপরে। যেখানে মাসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেখানে নয় বরং তার নীচে একটা বড় টিলার উপর।[৪]

٧٩٣. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيْلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِيْ بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الْأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّيْ مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১৫৭৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ১২৫৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১৫৭৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ১২৫৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১৫৭৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১২৫৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ৪৯১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১২৫৯

৭৯৩. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) তাঁর নিকট আরও বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) পাহাড়ের দু'টো প্রবেশপথ সামনে রাখতেন যা তার ও দীর্ঘ পাহাড়ের মাঝখানে কা'বার দিকে রয়েছে। বর্তমানে সেখানে যে মাসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেটিকে তিনি [ইব্নু 'উমার (রাঃ)] টিলার প্রান্তের মাসজিদটির বাম পাশে রাখতেন। কিন্তু নাবী (ﷺ)-এর সলাতের জায়গা ছিল এর নীচের কাল টিলার উপরে। এটি প্রথম টিলা হতে প্রায় দশ হাত দূরে। অতঃপর যে পাহাড়টি তোমার ও কা'বার মাঝখানে পড়বে তার দু'প্রবেশ দ্বারের দিকে মুখ করে তুমি সলাত আদায় করবে।[১]

١٥/٣٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ

১৫/৩৯. 'উমরাহ্র ও ত্বওয়াফে এবং হাজ্জের প্রথম ত্বওয়াফে রমল করা মুস্তাহাব।

٧٩٤. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

৭৯৪. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বায়তুল্লাহ পৌঁছে প্রথম তাওয়াফ করার সময় প্রথম তিন চক্করে রামল করতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলতেন। সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ করার সময় উভয় টিলার মধ্যবর্তী নিচু স্থানটুকু দ্রুতগতিতে চলতেন।[২]

٧٩٥. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

৭৯৫. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সহাবাগণকে নিয়ে মাক্কাহ্ আগমন করলে মুশরিকরা মন্তব্য করল, এমন একদল লোক আসছে যাদেরকে ইয়াস্রিব (মাদীনাহ্)'র জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে (এ কথা শুনে) নাবী (ﷺ) সহাবাগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে 'রামল' করতে (উভয় কাঁধ হেলে দুলে জোর কদমে চলতে) এবং উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিলেন, সাহাবীদের প্রতি দয়াবশত সব ক'টি চক্করে রামল করতে আদেশ করেননি।[৩]

٧٩٦. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ.

৭৯৬. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুশরিকদেরকে নিজ শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশে বাইতুল্লাহর তাওয়াফে ও সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সা'ঈতে দ্রুত চলেছিলেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ৪৯২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১২৫৯, ১২৬০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৩, হাঃ ১৬১৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১২৬১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ১৬০২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১২৬৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮০, হাঃ ১৬৪৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১২৬৬

١٥/٤٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ دُوْنَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ

১৫/৪০. ত্বওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামানীদ্বয়কে স্পর্শ করা এবং অপর দু'টি রুকন স্পর্শ না করা মুস্তাহাব।

٧٩٧. **حديث** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا.

৭৯৭. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে (তাওয়াফ করার সময়) এ দু'টি রুকন ইসতিলাম (চুমু) করতে দেখেছি, তখন হতে ভীড় থাকুক বা নাই থাকুক কোন অবস্থাতেই এ দু'-এর ইসতিলাম (চুমু) করা বাদ দেইনি।[১]

٧٩٨. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ.

৭৯৮. আবুশ-শা'সা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কে আছে বায়তুল্লাহর কোন অংশ (কোন রুকনের ইস্তিলাম) ছেড়ে দেয়; মু'আবিয়াহ (রাঃ) (চার) রুকনের ইস্তিলাম করতেন। ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেন, আমরা এ দু'রুকন-এর চুম্বন করি না।[২]

١٥/٤١. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ

১৫/৪১. ত্বওয়াফকালে কালো পাথরে চুম্বন দেয়া মুস্তাহাব।

٧٩٩. **حديث** عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

৭৯৯. 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি হাজ্রে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নাবী (ﷺ)-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।[৩]

١٥/٤٢. بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيْرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

১৫/৪২. উট বা অন্যান্য যানবাহনে আরোহণ করে তাওয়াফ করা এবং আরোহণকারীর জন্য লাঠি বা অন্য কিছুর মাধ্যমে কালো পাথর স্পর্শ করা বৈধ।

٨٠٠. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ১৬০৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১২৬৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ১৬০৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১২৭২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১৫৯৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১২৭০

৮০০. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ করার সময় ছড়ির মাধ্যমে হাজ্‌রে আসওয়াদ চুম্বন করেন।[1]

٨٠١. أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنِّيْ أَشْتَكِيْ قَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ.

৮০১. উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট (বিদায় হজ্জে) আমার অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ সওয়ার হয়ে লোকদের হতে দূরে থেকে তওয়াফ কর। আমি তওয়াফ করলাম। আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইতুল্লাহর পাশে الطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ তিলাওয়াত করে সলাত আদায় করছিলেন।[2]

١٥/٤٣. بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ

১৫/৪৩. সাফা এবং মারওয়ায় সাঈ (দৌড়াদৌড়ি) করা হাজ্জের রুকন্- এটা পালন না করলে হাজ্জ বিশুদ্ধ না হওয়ার বর্ণনা।

٨٠٢. حديث عَائِشَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فَلَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.

৮০২. 'উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে একদা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললাম, আল্লাহর বাণী ঃ "সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বা গৃহের হাজ্জ কিংবা 'উমরাহ সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী করতে চায়, তার কোন গুনাহ্ নেই"– (আল-বাকারাহ ঃ ১৫৮)। তাই সাফা-মারওয়াহ্‌র সা'য়ী না করা আমি কারো পক্ষে অপরাধ মনে করি না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, বিষয়টি এমন নয়। কেননা, তুমি যেমন বলছ, ব্যাপারটি তেমন হলে আয়াতটি অবশ্যই এমন হত ঃ "সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বা গৃহের হাজ্জ কিংবা 'উমরাহ সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী করে, তার কোন পাপ নেই"– (আল-বাকারা ঃ ১৫৮)। অর্থাৎ এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ করলে কোন পাপ নেই। এ আয়াত তো আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা তারা মানাতের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধত। আর মানাত কুদায়দের সামনে ছিল। তাই আনসাররা সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করত।

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৮, হাঃ ১৬০৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১২৭২

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৭৮, হাঃ ৪৬৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১২৭৬

এরপর ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বা গৃহের হাজ্জ কিংবা 'উমরাহ করতে চায় তার জন্য এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী করায় কোন গুনাহ্ নেই।'[১]

٨٠٣. حديث عَائِشَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا فَقُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِيْ إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوْا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِيْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوْا سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ الْآيَةَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا وَقَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُوْنَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كُنَّا نَطُوْفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ الْآيَةَ.

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِيْنَ كَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِيْنَ يَطُوْفُوْنَ ثُمَّ تَحَرَّجُوْا أَنْ يَطُوْفُوْا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

৮০৩. 'উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? "সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কাজেই যে কেউ কা'বা ঘরে হাজ্জ বা 'উমরাহ সম্পন্ন করে, এ দু'টির মাঝে যাতায়াত করলে তার কোন দোষ নেই"– (আল-বাকারাহ ঃ ১৫৮)। (আমার ধারণা যে) সাফা-মারওয়াহর মাঝে কেউ সা'ঈ না করলে তার কোন দোষ নেই। তখন তিনি ['আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বললেন, ওহে বোনপো! তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। কেননা, যা তুমি তাফসীর করলে, যদি আয়াতের মর্ম তা-ই হতো, তাহলে আয়াতের শব্দ বিন্যাস এভাবে হতো لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا -"দু'টোর মাঝে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৭৯০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১২৭৭

সা'ঈ না করায় কোন দোষ নেই।" কিন্তু আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুশাল্লাল নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামের মূর্তির পূজা করত, তার নামেই তারা ইহরাম বাঁধত। সে মূর্তির নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সাফা-মারওয়াহ্ সা'ঈ করাকে দোষাবহ মনে করত। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্বে আমরা সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করাকে দোষাবহ মনে করতাম (এখন কী করবো?) এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ অবতীর্ণ করেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, (সাফা ও মারওয়ার মাঝে) উভয় পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)'র বিধান দিয়েছেন। কাজেই কারো পক্ষে এ দু'য়ের সা'ঈ পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। (রাবী বলেন) এ বছর আবূ বাকার ইব্নু 'আবদুর রহমান (রাঃ)-কে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, আমি তো এ কথা শুনিনি, তবে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) ব্যতীত বহু 'আলিমকে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, মানাতের নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সকলেই সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করত, যখন আল্লাহ কুরআনে বাইতুল্লাহ তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার আলোচনা তাতে হলো না, তখন সাহাবাগণ বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করতাম, এখন দেখি আল্লাহ কেবল বাইতুল্লাহ তাওয়াফের কথা অবতীর্ণ করেছেন, সাফার উল্লেখ করেননি। কাজেই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করলে আমাদের দোষ হবে কি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন– ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ আবূ বাক্র (রাঃ) আরো বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি, আয়াতটি দু' প্রকার লোকদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ যারা জাহিলী যুগে সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করা হতে বিরত থাকতেন, আর যারা তৎকালে সা'য়ী করত বটে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সা'য়ী করার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের দ্বিধার কারণ ছিল আল্লাহ বাইতুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার কথা উল্লেখ করেননি? অবশেষে বাইতুল্লাহ তাওয়াফের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করার কথা উল্লেখ করেন।[১]

٨٠٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.

৮০৪. 'আসিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ)-কে বললাম, আপনারা কি সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করতে অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, হাঁ। কেননা তা ছিল জাহিলী যুগের নিদর্শন। অবশেষে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন ঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৯, হাঃ ১৬৪৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১২৭৭

নিদর্শন। কাজেই হাজ্জ বা 'উমরাহকারীদের জন্য এ দুইয়ের মধ্যে সা'ঈ করায় কোন দোষ নেই"– (আল-বাকারা ঃ ১৫৮)।[১]

١٥/٤٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِيْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

১৫/৪৫. হাজীদের জন্য তালবিয়া পাঠ জারী রাখা মুস্তাহাব এবং কুরবানীর দিন জামরায়ে 'আকাবায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত।

٨٠٥. حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالفَضْلُ عنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِيْ دُوْنَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَهُ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا خَفِيْفًا فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.

৮০৫. উসামাহ ইব্নু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আরাফাহ হতে সওয়ারীতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর পেছনে আরোহণ করলাম। মুযদালিফার নিকটবর্তী বামপার্শ্বের গিরিপথে পৌঁছলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর উটটি বসালেন। এরপর পেশাব করে আসলেন। আমি তাঁকে উযূর পানি ঢেলে দিলাম। আর তিনি হালকাভাবে উযূ করে নিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সলাত? তিনি বললেন ঃ সলাত তোমার আরো সামনে। এ কথা বলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সওয়ারীতে আরোহণ করে মুযদালিফাহ আসলেন এবং সলাত আদায় করলেন। মুযদালিফায় ভোরে ফযল [ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ)] আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর পিছনে আরোহণ করলেন। কুরাইব (রহ.) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) ফযল (রাঃ) হতে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) জামরায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।[২]

١٥/٤٦. بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فِيْ يَوْمِ عَرَفَةَ

১৫/৪৬. আরাফাহ্র দিন মীনা থেকে আরাফাহ্র ময়দানে যাওয়ার সময় তালবীয়াহ ও তাকবীর পাঠ।

٨٠٦. حديث أَنَسٍ قَالَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّيْ لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

৮০৬. মুহাম্মদ ইব্নু আবূ বাক্র সাকাফী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সকাল বেলা মিনা হতে যখন আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ)-এর নিকট তালবিয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন,

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮০, হাঃ ১৬৪৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১২৭৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৩, হাঃ ১৬৬৯; মুসলিম ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ১২৮০

তাল্‌বিয়াহ পাঠকারী তালবিয়াহ পড়ত, তাকে নিষেধ করা হতো না। তাক্‌বীর পাঠকারী তাক্‌বীর পাঠ করত, তাকেও নিষেধ করা হতো না।[১]

١٥/٤٧. بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيْعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ

১৫/৪৭. আরাফাহ্ থেকে মুজদালিফা গমন এবং সেই রাত্রিতে মুজদালিফায় মাগরিব ও ইশার সলাত একত্রে পড়া মুস্তাহাব।

٨٠٧. حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

৮০৭. উসামাহ ইব্‌নু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) 'আরাফাহর ময়দান হতে রওনা হলেন এবং উপত্যকায় পৌঁছে নেমে তিনি পেশাব করলেন। অতঃপর উযূ করলেন কিন্তু উত্তমরূপে উযূ করলেন না। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! সলাত আদায় করবেন কি?' তিনি বললেন ঃ 'সলাতের স্থান তোমার সামনে।' অতঃপর তিনি আবার সওয়ার হলেন। অতঃপর মুযদালিফায় এসে সওয়ারী থেকে নেমে উযূ করলেন। এবার পূর্ণরূপে উযূ করলেন। তখন সলাতের জন্য ইক্বামাত দেয়া হল। তিনি মাগরিবের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর সকলে তাদের অবতরণস্থলে নিজ নিজ উট বসিয়ে দিল। পুনরায় 'ইশার ইকামাত দেয়া হল। অতঃপর তিনি ঈশার সলাত আদায় করলেন এবং উভয় সলাতের মধ্যে অন্য কোন সলাত আদায় করলেন না।[২]

٨٠٨. حديث أُسَامَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسِيْرُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

৮০৮. 'উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন আমি সেখানে উপবিষ্ট ছিলাম, বিদায় হাজ্জের সময় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন 'আরাফাহ হতে ফিরতেন তখন তাঁর চলার গতি কেমন ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দ্রুতগতিতে চলতেন এবং যখন পথ মুক্ত পেতেন তখন তার চেয়েও দ্রুতগতিতে চলতেন।[৩]

٨٠٩. حديث أَبُوْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَمَعَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

৮০৯. আবূ আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বিদায় হাজ্জের সময় মুযদালিফাহ্য় মাগরিব এবং 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' 'ঈদ, অধ্যায় ১২, হাঃ ৯৭০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ১২৮৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৩৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ; অধ্যায় ৪৫, হাঃ ১২৮০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯২, হাঃ ১৬৬৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১২৮৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৬, হাঃ ১৬৭৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১২৮৭

٨١٠. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

৮১০. সালিম বিন 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন দ্রুত সফর করতেন তখন মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করতেন।[1]

١٥/٤٨. بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيْهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ

১৫/৪৮. কুরবানীর দিন মুজদালিফায় ফাজ্‌রের সলাত বেশী অন্ধকারে পড়া মুস্তাহাব। ফাজ্‌র উদিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাটাও মুস্তাহাব।

٨١١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا.

৮১১. 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে দু'টি সলাত ব্যতীত আর কোন সলাত তার নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। তিনি মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন এবং ফাজরের সলাত তার ওয়াক্তের আগে আদায় করেছেন।[2]

١٥/٤٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيْمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنْ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى فِيْ أَوَاخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

১৫/৪৯. রাত্রির শেষভাগে লোকেদের ভিড়ের পূর্বে দুর্বল এবং বয়স্ক মহিলা ও অন্যদের মুজদালিফা থেকে মিনায় পাঠিয়ে দেয়া মুস্তাহাব এবং অন্যান্যদের ফাজ্‌রের সলাত আদায় পর্যন্ত মুজদালিফায় অবস্থান করা মুস্তাহাব।

٨١٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُوْنَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوْحٍ بِهِ.

৮১২. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুযদালিফায় অবতরণ করলাম। মানুষের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হওয়ার জন্য সওদা (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। আর তিনি ছিলেন ধীরগতি মহিলা। নাবী (ﷺ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। তাই তিনি লোকের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হলেন। আর আমরা সকাল পর্যন্ত সেখানেই রয়ে গেলাম। এরপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রওয়ানা হলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। সওদার মত আমিও যদি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট অনুমতি চেয়ে নিতাম তাহলে তা আমার জন্য হতে অধিক সন্তুষ্টির ব্যাপার হতো।[3]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১১০৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৭০৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৯, হাঃ ১৬৮২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ১২৮৯

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৮, হাঃ ১৬৮১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১২৯০

٨١٣. حديث أَسْمَاءَ عَنْ عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْت نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِيْ مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

৮১৩. আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মুযদালিফার রাতে মুযদালিফার কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে সলাতে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ সলাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, হে বৎস! চাঁদ কি অস্তমিত হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি আরো কিছুক্ষণ সলাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, চল। আমরা রওয়ানা হলাম এবং চললাম। পরিশেষে তিনি জামরায় কঙ্কর মারলেন এবং ফিরে এসে নিজের অবস্থানের জায়গায় ফাজরের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, হে মহিলা! আমার মনে হয়, আমরা বেশি অন্ধকার থাকতেই আদায় করে ফেলেছি। তিনি বললেন, বৎস! আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মহিলাদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন।[1]

٨١٤. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِيْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

৮১৪. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মুযদালিফার রাতে তাঁর পরিবারের যে সব লোককে এখানে পাঠিয়েছিলেন, আমি তাঁদের একজন।[2]

٨١٥. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُوْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُوْنَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوْا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ أَرْخَصَ فِيْ أُوْلَئِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

৮১৫. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেই পাঠিয়ে দিয়ে রাতে মুযদালিফাতে মাশ'আরে হারামের নিকট উকূফ করতেন এবং সাধ্যমত আল্লাহর যিকর করতেন। অতঃপর ইমাম (মুযদালিফায়) উকূফ করার ও রওয়ানা হওয়ার আগেই তাঁরা (মিনায়) ফিরে যেতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ মিনাতে আগমন করতেন ফাজরের সলাতের সময় আর কেউ এরপরে আসতেন, মিনাতে এসে তাঁরা কঙ্কর মারতেন। ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) বলতেন, তাদের জন্য রাসূল (ﷺ) কড়াকড়ি শিথিল করে সহজ করে দিয়েছেন।[3]

١٥/٥٠. بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ وَتَكُوْنُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

১৫/৫০. বাতনে ওয়াদী থেকে জামরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ কালে মাক্কাহ্‌কে বাম দিকে রাখা এবং প্রত্যেকবার কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর বলা।

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৮, হাঃ ১৬৭৯; মুসলিম ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১২৯১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৮, হাঃ ১৬৭৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১২৯৩

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৮, হাঃ ১৬৭৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১২৯৫

٨١٦. حديث عبد الله بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ هٰذَا مَقَامُ الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.

৮১৬. ‘আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) বাতন ওয়াদী হতে কঙ্কর মারেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ ‘আবদুর রহমান! লোকেরা তো এর উচ্চস্থান হতে কঙ্কর মারে। তিনি বললেন, সে সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, এটা সে স্থান, যেখানে সূরাহ আল-বাকারাহ নাযিল হয়েছে।[১]

٨١٧. حديث عبد الله بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّوْرَةُ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّوْرَةُ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا اٰلُ عِمْرَانَ وَالسُّوْرَةُ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا النِّسَاءُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتّٰى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.

৮১৭. আ‘মাশ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বরের উপর এরূপ বলতে শুনেছি, যে সূরার মধ্যে বাকারাহ’র উল্লেখ রয়েছে, সে সূরার মধ্যে আলু ‘ইমরানের উল্লেখ রয়েছে এবং যে সূরার মধ্যে নিসা-এর উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ সে সূরাহ আল-বাকারাহ, সূরাহ আলু ‘ইমরান ও সূরাহ আন-নিসা বলা পছন্দ করতো না। বর্ণনাকারী আ‘মাশ (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারটি আমি ইবরাহীম (রহ.)-কে বললাম। তিনি বললেন, আমার কাছে ‘আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জামরায়ে ‘আকাবাতে কংকর মারার সময় তিনি ইবনু মাস্‌‘উদ (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) বাতনে ওয়াদীতে গাছটির বরাবর এসে জামরাকে সামনে রেখে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর সহকারে কঙ্কর মারলেন। এরপর বললেন, সে সত্তার কসম যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, এ স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, যাঁর উপর নাযিল হয়েছে সুরা বাকারাহ (অর্থাৎ সূরাহ বাকারাহ বলা বৈধ)।[২]

١٥/٥٥. بَابُ تَفْضِيْلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيْرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيْرِ

১৫/৫৫. চুল ছাঁটার উপর মাথা মুণ্ডন করাকে প্রাধান্য দেয়া এবং চুল ছাঁটার বৈধতা প্রসঙ্গে।

٨١٨. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ حَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّتِهِ.

৮১৮. ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলতেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হাজ্জের সময় তাঁর মাথা কামিয়েছিলেন।[৩]

٨١٩. حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৩৫, হাঃ ১৭৪৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১২৯৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৩৮, হাঃ ১৭৫০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১২৯৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১২৭, হাঃ ১৭২৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ১৩০৪

৮১৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। এবার আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও।[১]

٨٢٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ.

৮২০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বললেন, যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। সাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কথাটি তিনবার বললেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও।[২]

١٥/٥٦. بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالِابْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوْقِ

১৫/৫৬. কুরবানীর দিন সুন্নাত কাজ হল সর্বপ্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ করা, অতঃপর কুরবানী করা, অতঃপর মাথা মুণ্ডন করা এবং মাথার চুল মুণ্ডন করার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা।

٨٢١. حديث أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ.

৮২১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর মাথা মুণ্ডন করলে আবূ তলহা (রাঃ)-ই প্রথমে তাঁর চুল সংগ্রহ করেন।[৩]

١٥/٥٧. بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ

১৫/৫৭. যে ব্যক্তি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা মুণ্ডন করল অথবা কঙ্কর নিক্ষেপ করার পূর্বেই।

٨٢٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بن العاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوْا يَسْأَلُوْنَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ.

৮২২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর বিন 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। বিদায় হাজ্জের সময় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) (সাওয়ারীতে) অবস্থান করছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ঃ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১২৭, হাঃ ১৭২৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ১৩০২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১২৭, হাঃ ১৭২৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ১৩০২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১৭১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ১৩০৫

একজন জিজ্ঞেস করলেন, আমি জানতাম না, তাই কুরবানী করার আগেই (মাথা) কামিয়ে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তুমি কুরবানী করে নাও, কোন দোষ নেই। অতঃপর অপর একজন এসে বললেন, আমি না জেনে কঙ্কর মারার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ কঙ্কর মেরে নাও, কোন দোষ নেই। সেদিন যে কোন কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ করে নাও, কোন দোষ নেই।[১]

٨٢٣. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ.

৮২৩. ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যবহ করা, মাথা কামান ও কঙ্কর মারা এবং (এ কাজগুলো) আগে-পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই।[২]

١٥/٥٨. بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

১৫/৫৮. কুরবানীর দিন ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ করা মুস্তাহাব হওয়ার বর্ণনা।

٨٢٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

৮২৪. 'আবদুল 'আযীয ইব্নু রুফাই' (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আপনি যা উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছেন তার কিছুটা বলুন। বলুন, যিলহাজ্জ মাসের আট তারিখে যুহর ও 'আসরের সলাত তিনি কোথায় আদায় করতেন? তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, মিনা হতে ফিরার দিন 'আসরের সলাত তিনি কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মুহাস্সাবে। এরপর আনাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বললেন, তোমাদের আমীরগণ যেরূপ করবে, তোমরাও অনুরূপ কর।[৩]

١٥/٥٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُوْلِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ

১৫/৫৯. প্রস্থান করার দিন মুহাস্সাবে অবতরণ করা এবং সলাত আদায় করা মুস্তাহাব।

٨٢٥. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَكُوْنَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ يَعْنِي بِالْأَبْطَحِ.

৮২৫. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা হল একটি মানযিল মাত্র, যেখানে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবতরণ করতেন, যাতে বেরিয়ে যাওয়া সহজতর হয় অর্থাৎ এর দ্বারা আবতাহ বুঝানো হয়েছে।[৪]

٨٢٦. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ২৩, হাঃ ১৭৩৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ১৩০৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৩০, হাঃ ১৭৩৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ১৩০৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৩, হাঃ ১৬৫৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৮, হাঃ ১৩০৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৫ : সলম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়), অধ্যায় ১৪৭, হাঃ ১৭৬৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ১৩১১

৮২৬. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা (হজ্জের) কিছুই নয়। এ তো শুধু একটি মানযিল, যেখানে নাবী (ﷺ) অবতরণ করেছিলেন।[১]

٨٢٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِيْ ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوْهُمْ وَلَا يُبَايِعُوْهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوْا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ.

৮২৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিনে মিনায় অবস্থানকালে নাবী (ﷺ) বললেন ঃ আমরা আগামীকাল (ইনশাআল্লাহ) খায়ফে বনী কিনানায় অবতরণ করব, যেখানে তারা কুফরীর উপরে শপথ নিয়েছিল। (রাবী বলেন) খায়ফ বনী কিনানাই হলো মুহাসসাব। কুরায়শ ও কিনানা গোত্র বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিব-এর বিরুদ্ধে এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, যে পর্যন্ত নাবী (ﷺ)-কে তাদের হাতে সমর্পণ না করবে সে পর্যন্ত তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও বেচা-কেনা বন্ধ থাকবে।[২]

١٥/٦٠. بَابُ وُجُوْبِ الْمَبِيْتِ بِمِنًى لَيَالِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَالتَّرْخِيْصِ فِيْ تَرْكِهِ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ

১৫/৬০. আইয়ামে তাশরীকের রাত্রিগুলো মীনায় অতিবাহিত করা ওয়াজিব তবে যারা (হাজীদের) পানি পান করায় তাদের জন্য এ ব্যাপারে শিথিলতা আছে।

٨٢٨. حديث عَبْدُ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

৮২৮. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্বাস ইব্‌নু 'আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট হাজীদের পানি পান করানোর উদ্দেশে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মাক্কায় কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।[৩]

١٥/٦١. بَابُ فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُوْمِ الْهَدْيِ وَجُلُوْدِهَا وَجِلَالِهَا

১৫/৬১. কুরবানীর প্রাণীর গোশ্‌ত, চামড়া ও তার শীতাবরণ সদাকাহ্ করা।

٨٢٩. حديث عَلِيٍّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِيْ جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

৮২৯. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁকে নাবী (ﷺ) তাঁর নিজের কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশ্‌ত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং তা হতে যেন কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছুই না দেয়া হয়।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৪৭, হাঃ ১৭৬৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ১৩১২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ১৫৯০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ১৩১৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৫, হাঃ ১৬৩৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬০, হাঃ ১৩১৫

١٥/٦٣. بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً

১৫/৬৩. বুদনা (উট) বেঁধে দাঁড়ান অবস্থায় নাহার করা।

٨٣٠. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (أنه) أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

৮৩০. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) এমন এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, যে তার নিজের উটটিকে নহর করার জন্য বসিয়ে রেখেছিল। ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) বললেন, সেটি উঠিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় বেঁধে নাও। (এটা) মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সুন্নাত।[২]

١٥/٦٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيْدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيْدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيْرُ مُحْرِمًا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

১৫/৬৪. যে ব্যক্তি নিজে যাবে না তার কুরবানী হারাম শরীফে পাঠিয়ে দেয়া মুস্তাহাব এবং এতে মুস্তাহাব হল (কুরবানীর প্রাণীর গলায়) রশি পাকিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া এবং এতে প্রেরণকারী মুহরিম হবে না ও তার উপর কোন কিছু নিষিদ্ধও হবে না।

٨٣١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ.

৮৩১. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে নাবী (ﷺ)-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি তাকে কিলাদা পরিয়ে ইশ'আর করার পর পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য যা হালাল ছিল এতে তা হারাম হয়নি।[৩]

٨٣٢. حديث عَائِشَةَ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

৮৩২. যিয়াদ ইব্‌নু আবূ সুফ্‌ইয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু (মাক্কাহ্) পাঠায় তা যবহ না করা পর্যন্ত তার জন্য ঐ সমস্ত কাজ হারাম হয়ে যায়, যা হাজীদের জন্য হারাম। (বর্ণনাকারিণী) আমরাহ (রহ.) বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) যেমন বলেছেন,

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১২১, হাঃ ১৭১৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬১, হাঃ ১৩১৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১১৮, হাঃ ১৭১৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৩, হাঃ ১৩২০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১০৬, হাঃ ১৬৯৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৪, হাঃ ১৩২১

ব্যাপার তেমন নয়। আমি নিজ হাতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি আর তিনি নিজ হাতে তাকে কিলাদাহ পরিয়ে দেন। এরপর আমার পিতার সঙ্গে তা পাঠান। সে জানোয়ার যবহ করা পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক হালাল করা কোন বস্তুই আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি হারাম হয়নি।[১]

١٥/٦٥. بَابُ جَوَازِ رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَيْهَا

১৫/৬৫. হাজ্জে গমনকারীর জন্য কুরবানীর উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া বুদনার উপর প্রয়োজনে আরোহণ করা জায়িয।

٨٣٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ.

৮৩৩. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, এর পিঠে সওয়ার হয়ে চল। এবারও লোকটি বলল, এ-তো কুরবানীর উট। এরপরও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর, তোমার সর্বনাশ! এ কথাটি দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে বলেছেন।[২]

٨٣٤. حديث أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا ثَلَاثًا.

৮৩৪. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।[৩]

١٥/٦٧. بَابُ وُجُوْبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوْطِهِ عَنْ الْحَائِضِ

১৫/৬৭. তাওয়াফে বিদা (শেষ তাওয়াফ) ওয়াজিব ও ঋতুবতী মহিলার জন্য এ হুকুম বিলুপ্ত।

٨٣٥. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.

৮৩৫. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেদের আদেশ দেয়া হয় যে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ। তবে এ হুকুম ঋতুবতী মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১০৯, হাঃ ১৭০০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৪, হাঃ ১৩২১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১০৩, হাঃ ১৬৮৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ১৩২২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১০৩, হাঃ ১৬৯০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ১২২৩

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৪৪, হাঃ ১৭৫৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৭, হাঃ ১৩২৮

٨٣٦. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوْا بَلَى قَالَ فَاخْرُجِيْ.

৮৩৬. নবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াইয়ের হায়য শুরু হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সে তো আমাদেরকে আটকে রাখবে। সে কি তোমাদের সঙ্গে তাওয়াফে-যিয়ারত করেনি? তাঁরা জবাব দিলেন, হাঁ করেছেন। তিনি বললেন ঃ তা হলে বের হও।[১]

٨٣٧. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا أُرَانِيْ إِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِيْ.

৮৩৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়্যাহ বিন্‌তু হুয়াই (রাঃ)-এর ঋতু আরম্ভ হলে তিনি বললেন, আমার ধারণা, আমি তোমাদের আটকে ফেললাম। নাবী (ﷺ) তা শুনে 'আকরা' 'হালকা' বলে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন ঃ তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেছিলে? সাফিয়্যাহ (রাঃ) বললেন, হাঁ। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তবে চল।[২]

٦٨/١٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَالصَّلَاةِ فِيْهَا وَالدُّعَاءِ فِيْ نَوَاحِيْهَا كُلِّهَا

১৫/৬৮. হাজী ও অন্যদের কা'বায় প্রবেশ করা, সেখানে সলাত আদায় ও তার প্রত্যেক প্রান্তে দু'আ করা মুস্তাহাব।

٨٣٨. حديث بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيْهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى.

৮৩৮. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আর উসামা ইব্‌নু যায়দ, বিলাল এবং 'উসমান ইব্‌নু তালহা হাজাবী (রাঃ) কা'বায় প্রবেশ করলেন। নাবী (ﷺ)-এর প্রবেশের সাথে সাথে 'উসমান (রাঃ) কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ ভিতরে ছিলেন। বিলাল (রাঃ) বের হলে আমি তাঁকে বললাম ঃ নাবী (ﷺ) কী করলেন? তিনি বললেন ঃ একটা খুঁটি বাম দিকে, একটা খুঁটি ডান দিকে আর তিনটা খুঁটি পেছনে রাখলেন। আর তখন বায়তুল্লাহ ছিল ছয়টি খুঁটিবিশিষ্ট। অতঃপর তিনি সলাত আদায় করলেন।[৩]

٨٣٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِيْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৩২৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৭, হাঃ ১২১১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৫১, হাঃ ১৭৭১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৭, হাঃ ১২১১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯৬, হাঃ ৫০৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ১৩২৯

৮৩৯. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন নাবী (ﷺ) কা'বায় প্রবেশ করেন, তখন তার সকল দিকে দু'আ করেছেন, সলাত আদায় না করেই বেরিয়ে এসেছেন এবং বের হবার পর কা'বার সামনে দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছেন, এবং বলেছেন, এটাই কিবলাহ।[১]

٨٤٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا.

৮৪০. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) 'উমরাহ করতে গিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন ও মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন এবং তাঁর সাথে এ সকল সাহাবী ছিলেন যারা তাঁকে লোকদের হতে আড়াল করে ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কা'বার ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন কি-না– এক ব্যক্তি আবূ আওফা (রাঃ)-এর নিকট তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, না।[২]

٦٩/١٥. بَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

১৫/৬৯. কা'বা গৃহ ভেঙ্গে ফেলা ও তার পুনর্নির্মাণ করা।

٨٤١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا.

৮৪১. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে বললেন ঃ যদি তোমার গোত্রের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তা হলে অবশ্যই কা'বা ঘর ভেঙ্গে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর তা পুনর্নির্মাণ করতাম। কেননা কুরায়শগণ এর ভিত্তি সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। আর আমি আরো একটি দরজা করে দিতাম।[৩]

٨٤٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ﷺ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا أُرَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ.

৮৪২. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) তাঁকে বললেন ঃ তুমি কি জান না! তোমার কওম যখন কা'বা ঘরের পুনর্নির্মাণ করেছিল তখন ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক কা'বা ঘরের মূল ভিত্তি হতে তা সঙ্কুচিত করেছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি একে ইবরাহীমী

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৩৯৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ১৩৩০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ১৬০০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ১৩৩২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১৫৮৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৯, হাঃ ১৩৩৩

ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপন করবেন না? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার সম্প্রদায়ের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তা হলে অবশ্য আমি তা করতাম। 'আবদুল্লাহ (ইব্‌নু 'উমর) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যদি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিশ্চিতরূপে তা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শুনে থাকেন, তাহলে আমার মনে হয় যে, বায়তুল্লাহ হাতীমের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ইবরাহিমী ভিত্তির উপর নির্মিত না হবার কারণেই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তওয়াফের সময়) হাতীম সংলগ্ন দু'টি কোণ স্পর্শ করতেন না।[1]

١٥/٧٠. بَابُ جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا

১৫/৭০. কা'বা ঘরের দেয়াল ও তার দরজা।

٨٤٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْا مَنْ شَاءُوْا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاءُوْا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ.

৮৪৩. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করলাম, (হাতীমের) দেয়াল কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, তাহলে তারা বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করল না কেন? তিনি বললেন ঃ তোমার গোত্রের (অর্থাৎ কুরাইশের কা'বা নির্মাণের) সময় অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। আমি বললাম, কা'বার দরজা এত উঁচু হওয়ার কারণ কী? তিনি বললেন ঃ তোমার কওমতো এ জন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছে তাকে ঢুকতে দিবে এবং যাকে ইচ্ছে নিষেধ করবে। যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী না হত এবং আশঙ্কা না হত যে, তারা একে ভাল মনে করবে না, তাহলে আমি দেয়ালকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর করে দিতাম।[2]

١٥/٧١. بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ

১৫/৭১. অক্ষম, বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজ্জ।

٨٤٤. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

৮৪৪. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) একই বাহনে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে আরোহণ করেছিলেন। এরপর খাশ'আম গোত্রের এক মহিলা উপস্থিত হল। তখন ফযল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই মহিলার দিকে তাকাতে থাকে এবং মহিলাটিও তার

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১৫৮৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৯, হাঃ ১৩৩৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১৫৮৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭০, হাঃ ১৩৩৩

দিকে তাকাতে থাকে। আর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকেন। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর বান্দার উপর ফার্যকৃত হাজ্জ আমার বয়োঃবৃদ্ধ পিতার উপর ফার্য হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ হাঁ (আদায় কর)। ঘটনাটি বিদায় হাজ্জের সময়ের।[১]

٨٤٥. حديث الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِيْ عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

৮৪৫. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের বছর খাস'আম গোত্রের একজন মহিলা এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর তরফ হতে বান্দার উপর যে হাজ্জ ফার্য হয়েছে তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমন সময় ফার্য হয়েছে যখন তিনি সওয়ারীর উপর ঠিকভাবে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করলে তার হাজ্জ আদায় হবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ (নিশ্চয়ই আদায় হবে)।[২]

٧٣/١٥. بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ

১৫/৭৩. জীবনে হাজ্জ একবার ফারয।

٨٤٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

৮৪৬. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কিছু বলি। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদের অধিক প্রশ্ন করা ও নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোন বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্যমত পালন কর[৩]

٧٤/١٥. بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

১৫/৭৪. মুহরিম (যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যক্তির সাথে মহিলাদের হাজ্জের জন্য বা অন্য কারণে সফর করা।

٨٤٧. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১, হাঃ ১৫১৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭১, হাঃ ১৩৩৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ২৩, হাঃ ১৮৫৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭১, হাঃ ১৩৩৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ২, হাঃ ৭২৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৩, হাঃ ১৩৩৭

৮৪৭. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কোন মহিলাই যেন মাহ্‌রাম পুরুষকে সঙ্গে না নিয়ে তিন দিনের সফর না করে।[১]

٨٤٨. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِيْ وَآنَقْنَنِيْ أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِيْ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

৮৪৮. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি বিষয় যা আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে শুনেছি যা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছে এবং চমৎকৃত করে ফেলেছে। (তা হল এই), স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা দু'দিনের পথ সফর করবে না। 'ঈদুল ফিত্‌র এবং 'ঈদুল আযহা- এ দু দিন কেউ সওম পালন করবে না। 'আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদয় পর্যন্ত কেউ কোন সলাত আদায় করবে না। আর মাসজিদে হারম (কা'বা), আমার মাসজিদ (মাসজিদে নাববী) এবং মাসজিদে আকসা (বাইতুল মাকদিস)– এ তিন মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মাসজিদের জন্য সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে না।[২]

٨٤٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

৮৪৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মাহ্‌রাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে একদিন ও এক রাত্রির পথ সফর করা জায়িয নয়।[৩]

٨٥٠. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِيْ حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

৮৫০. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হাজ্জযাত্রী। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, 'তবে যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হাজ্জ কর।'[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ৪, হাঃ ১০৮৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ১৩৩৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১৮৬৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ১৩৪০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ৪, হাঃ ১০৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ১৩৩৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৩০০৬; মুসলিম কিতাবুল হাজ্জ, হাঃ ১৩৪১

٧٦/١٥. بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

১৫/৭৬. হাজ্জ বা অন্য সফর থেকে ফেরার পথে কী বলবে?

٨٥١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

৮৫১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) যখন যুদ্ধ, হাজ্জ কিংবা 'উমরাহ থেকে ফিরতেন, তখন প্রতিটি উঁচু জায়গার উপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর বলতেন ঃ "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব, হাম্‌দও তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাহ্‌কারী, ইবাদাতকারী, আপন প্রতিপালকের প্রশংসাকারী, আল্লাহ তা'আলা নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর দুশমনের দলকে তিনি একাই প্রতিহত করেছেন।"[১]

٧٧/١٥. بَابُ التَّعْرِيْسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ

১৫/৭৭. হাজ্জ ও 'উমরাহ্ থেকে ফেরার পথে জুল হুলাইফায় অবস্থান করা এবং সেখানে সলাত আদায়।

٨٥٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

৮৫২. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যুল-হুলাইফার বাত্‌হা নামক উপত্যকায় উট বসিয়ে সলাত আদায় করেন। (রাবী নাফি' বলেন) ইব্‌নু 'উমার (রাঃ)-ও তাই করতেন।[২]

٨٥٣. حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِيْ مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِيْ قِيْلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

(قَالَ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ، أحدُ رِجَالِ السندِ) وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخّٰى بِالْمُنَاخِ الَّذِيْ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيْخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بِبَطْنِ الْوَادِيْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِنْ ذٰلِكَ.

৮৫৩. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) সূত্রে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত। যুল-হুলাইফাহ ('আকীক) উপত্যকায় রাত যাপনকালে তাঁকে স্বপ্নযোগে বলা হয়, আপনি বরকতময় উপত্যকায়

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৫২, হাঃ ৬৩৮৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৬, হাঃ ১৩৪৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৫৩২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ১২৫৭

অবস্থান করছেন। [রাবী মূসা ইব্নু 'উকবাহ (রহ.) বলেন] সালিম (রহ.) আমাদেরকে সাথে নিয়ে উট বসিয়ে ঐ উট বসাবার স্থানটির খোঁজ করেন, যেখানে 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) উট বসিয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর রাত যাপনের স্থানটি খোঁজ করতেন। সে স্থানটি উপত্যকায় মাসজিদের নীচু জায়গায় অবতরণকারীদের ও রাস্তার একেবারে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।[১]

٧٨/١٥. بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

১৫/৭৮. কোন মুশরিক হাজ্জ করবে না ও উলঙ্গ অবস্থায় কেউ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে না এবং হাজ্জে আকবার দিনের বর্ণনা।

٨٥٤. **حديث** أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ ﷺ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِيْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

৮৫৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জের পূর্বে যে হাজ্জে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আবূ বকর (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করেন, সে হাজ্জে কুরবানীর দিন [আবূ বাকার (রাঃ)] আমাকে একদল লোকের সঙ্গে পাঠালেন, যারা লোকদের কাছে ঘোষণা করবে যে, এ বছরের পর হতে কোন মুশরিক হাজ্জ করবে না এবং উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।[২]

٧٩/١٥. بَابُ فِيْ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ

১৫/৭৯. হাজ্জ, 'উমরাহ ও আরাফাহ্র দিনের ফাযীলাত।

٨٥٥. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

৮৫৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ এক 'উমরাহ'র পর আর এক 'উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হাজ্জে মাবরূরের প্রতিদান।[৩]

٨٥٦. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

৮৫৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হাজ্জ আদায় করল এবং স্ত্রী সহবাস করল না এবং অন্যায় আচরণ করল না, সে প্রত্যাবর্তন করবে মাতৃগর্ভ হতে সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৫৩৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ১৩৪৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৬৭, হাঃ ১৬২২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ১৩৪৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ১, হাঃ ১৭৭৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৯, হাঃ ১৩৪৯

٨٠/١٥. بَابُ النُّزُوْلِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ وَتَوْرِيْثِ دُوْرِهَا

১৫/৮০. হাজ্জকারীর মাক্কায় অবস্থান ও তার গৃহের উত্তরাধিকার হওয়া।

٨٥٧. حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِيْ دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.

৮৫৭. উসামাহ ইব্‌নু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মাক্কায় অবস্থিত আপনার বাড়ির কোন্ স্থানে অবস্থান করবেন? তিনি (ﷺ) বললেন ঃ 'আকীল কি কোন সম্পত্তি বা ঘর-বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গেছে? 'আকীল এবং তালিব আবূ তালিবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, জা'ফর ও 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হননি। কেননা তাঁরা দু'জন ছিলেন মুসলিম। 'আকীল ও তালিব ছিল কাফির।[১]

٨١/١٥. بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ

১৫/৮১. মাক্কাহ্ থেকে হিজরাতকারী ব্যক্তির হাজ্জ ও 'উমরাহ্ সম্পন্ন করার পর প্রবাসী ব্যক্তির জন্য অনুর্ধ তিনদিন মাক্কায় অবস্থান করা বৈধ।

٨٥٨. حَدِيْثُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ.

৮৫৮. 'আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, মুহাজিরদের জন্য তাওয়াফে সদর* আদায় করার পর তিন দিন মাক্কায় থাকার অনুমতি আছে।*[২]

٨٢/١٥. بَابُ تَحْرِيْمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ

১৫/৮২. মাক্কাহ্‌র হারাম হওয়া, সেখানে শিকার করা, সেখানকার লতা ও বৃক্ষ কাটা নিষিদ্ধ এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া ছাড়া সেখানকার পড়ে থাকা জিনিস উঠানো নিষিদ্ধ।

٨٥٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا فَإِنَّ هٰذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৭ : পথে আটকা পড়া ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারীর বিধান, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৮১৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৯, হাঃ ১৩৫০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১৫৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮০, হাঃ ১৩৫১

* হাজ্জ কার্যসমূহ সমাপন করে মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করার পর কা'বা ঘরের যে তাওয়াফ করা হয় তাকে বুঝানো হয়েছে।

* মাক্কাহ বিজয়ের পূর্বে যারা হিজরাত করেছিলেন তাদের জন্য পুনরায় মাক্কায় অবস্থান করা হারাম ছিল। কিন্তু যারা হাজ্জ বা 'উমরাহ এর উদ্দেশ্যে মাক্কায় আসবে তারা তাদের হাজ্জ 'উমরাহ এর কাজ সমাধা করে মাত্র তিন দিন প্রয়োজন হলে অবস্থান করতে পারবে–তাতে নিষেধ নেই।

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৩৯৩৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮১, হাঃ নং ১৩৫২

شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ قَالَ قَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ.

৮৫৯. ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন নাবী (ﷺ) বলেছিলেন ঃ এখন হতে আর হিজরত নেই, রয়েছে কেবল জিহাদ এবং নিয়ত। সুতরাং যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে। আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে হারম (মহাসম্মানিত) করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণেই কিয়ামাত পর্যন্ত এ শহর থাকবে মহাসম্মানিত হিসেবে। এ শহরে লড়াই করা আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিছু অংশ ব্যতীত বৈধ হয়নি। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত মহাসম্মানিত হিসেবে। এর কাঁটা উপড়ে ফেলা যাবে না, তাড়ানো যাবে না এর শিকার্য জানোয়ারকে, ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোন বস্তুকে উঠিয়ে নিতে পারবে না এবং কর্তন করা যাবে না এখানকার কাঁচা ঘাস ও তরুলতাগুলোকে। ‘আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির বাদ দিয়ে। কেননা এ তো তাদের কর্মকারদের জন্য এবং তাদের ঘরে ব্যবহারের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী (ﷺ) বললেন ঃ হাঁ, ইযখির বাদ দিয়ে।[১]

٨٦٠. حديث أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيْرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوْا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

৮৬০. আবূ শুরায়হ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ‘আমর ইব্‌নু সা‘ঈদ (মদীনার গভর্নর)-কে বললেন, যখন তিনি মাক্কায় সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন– ‘হে আমাদের নেতা আমাকে অনুমতি দিলে আপনাকে এমন একটি হাদীস শুনাতে পারি যেটা মাক্কাহ বিজয়ের পরের দিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন। আমার দুই কান তা শ্রবণ করেছে, আমার হৃদয় তা আয়ত্ত রেখেছে, আর আমার চোখদুটো তা দেখেছে। তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন ঃ মাক্কাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, কোন মানুষ তাকে হারাম করেনি। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তার জন্য সেখানে রক্তপাত করা, সেখানকার গাছ কাটা বৈধ নয়। কেউ যদি আল্লাহর রসূলের (সেখানকার) লড়াইকে দলীল হিসেবে পেশ করে তবে তোমরা বলে দাও, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৮৩৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮১, হাঃ ১৩৫৩

রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু তোমাদেরকে তা দেন নি। আমাকেও সে দিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর পূর্বের মতই আজ আবার একে তার নিষিদ্ধ হবার মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট (এ বাণী) পৌঁছে দেয়।' অতঃপর আবূ শুরায়হ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, 'আপনার এ হাদীস শুনে 'আমর কি বললেন?' (আবূ শুরায়হ্ (রাঃ) উত্তর দিলেন) তিনি বললেন ঃ 'হে আবূ শুরায়হ্! (এ বিষয়ে) আমি তোমার চেয়ে অধিক জানি। মাক্কাহ্ কোন বিদ্রোহীকে, কোন খুনের পলাতক আসামীকে এবং কোন চোরকে আশ্রয় দেয় না।'[১]

٨٦١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِيْ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيْدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُوْ شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوْا لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اكْتُبُوْا لِأَبِيْ شَاهٍ.

৮৬১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে মাক্কাহ বিজয় দান করলেন, তখন তিনি (সাঃ) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মাক্কায় (আবরাহার) হস্তি বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেননি এবং তিনি তাঁর রাসূল ও মু'মিন বান্দাদেরকে মাক্কাহ্র উপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার আগে অন্য কারোর জন্য মাক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না, তবে আমার পক্ষে দিনের সামান্য সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল, আর তা আমার পরেও কারোর জন্য বৈধ হবে না। কাজেই এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না, এখানকার গাছ কাটা ও উপড়ানো যাবে না, ঘোষণাকারী ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। যার কোন লোক এখানে নিহত হয় তবে দু'টির মধ্যে তার কাছে যা ভাল বলে বিবেচিত হয়, তা গ্রহণ করবে। ফিদ্ইয়া গ্রহণ অথবা কিসাস। 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইযখিরের অনুমতি দিন। কেননা, আমরা এগুলো আমাদের কবরের উপর এবং ঘরের কাজে ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ তা কাটা ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হল)। তখন ইয়ামানবাসী আবূ শাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও।[২]

٨٤/١٥. بَابُ جَوَازِ دُخُوْلِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

১৫/৮৪. ইহরাম অবস্থায় ছাড়া মাক্কায় প্রবেশ বৈধ।

٨٦٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩৭, হাঃ ১০৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮২, হাঃ ১৩৫৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৫ : পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেয়া, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৪৩৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮২, হাঃ ১৩৫৫

৮৬২. আনাস ইব্‌নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। মাক্কাহ্ বিজয়ের বছর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মাক্কাহ) প্রবেশ করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) শিরস্ত্রাণটি মাথা হতে খোলার পর এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, ইব্‌নু খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে আছে। তিনি বললেন ঃ তাকে তোমরা হত্যা কর।[১]

۸۵/۱۵. بَابُ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيْمِهَا وَتَحْرِيْمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُوْدِ حَرَمِهَا

১৫/৮৫. মাদীনাহ্র মর্যাদা, সেখানকার মাল সম্পদে বারাকাতের জন্য নাবী (ﷺ)-এর দু'আ, সে স্থান হারাম হওয়া, সেখানে শিকার করা, বৃক্ষ কর্তন করা নিষিদ্ধ এবং এর হারামের সীমারেখা।

٨٦٣. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَام لِمَكَّةَ.

৮৬৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, ইবরাহীম (عليه السلام) মাক্কাহ্কে হারাম ঘোষণা করেছেন ও তার জন্য দু'আ করেছেন। আমি মাদীনাহ্কে হারাম ঘোষণা করেছি, যেমন ইবরাহীম (عليه السلام) মাক্কাহ্কে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং আমি মাদীনাহ্র মুদ ও সা'আ এর জন্য দু'আ করেছি। যেমন ইবরাহীম (عليه السلام) মাক্কাহ্র জন্য দু'আ করেছিলেন।[২]

٨٦٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِيْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِيْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ مُرْدِفِيْ وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُحَوِّيْ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৮৪৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ১৩৫৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ২১২৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ১৩৬০

৮৬৪. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ ত্বলহাকে বলেন, তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খেদমত করতে পারে। এমনকি তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে পারি। অতঃপর আবূ ত্বলহা (রাঃ) আমাকে তার সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে চললেন। আমি তখন প্রায় সাবালক। আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমত করতে লাগলাম। তিনি যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায়ই তাকে এই দু'আ পড়তে শুনতাম ঃ 'হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি।' পরে আমরা খায়বারে গিয়ে হাজির হলাম। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্গের উপর বিজয়ী করলেন, তখন তাঁর নিকট সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই ইব্‌নু আখতাবের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা; তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন সাদ্দুস্ সাহ্‌বা নামক স্থানে পৌছলাম তখন সফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হায়েয থেকে পবিত্র হন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করেন। অতঃপর তিনি চামড়ার ছোট দস্তরখানে 'হায়সা' প্রস্তুত করে আমাকে আশেপাশের লোকজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। এই ছিল আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সাফিয়্যার বিয়ের ওয়ালিমাহ। অতঃপর আমরা মাদীনাহ্‌র দিকে রওয়ানা দিলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পেছনে চাদর দিয়ে সফিয়্যাহ্‌কে পর্দা করছেন। উঠানামার প্রয়োজন হলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উটের কাছে হাঁটু বাড়িয়ে বসতেন, আর সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর উপর পা রেখে উটে আরোহণ করতেন। এভাবে আমরা মাদীনাহ্‌র নিকটবর্তী হলাম। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি এমন এক পর্বত যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। অতঃপর মাদীনাহ্‌র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, এই কঙ্করময় দু'টি ময়দানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি 'হারাম' বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইব্‌রাহীম (আঃ) মাক্কাহকে 'হারাম' ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ্! আপনি তাদের মুদ এবং সা'তে বরকত দান করুন।'[1]

٨٦٥. حديث أَنَسٍ عَنْ عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

قَالَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَنِيْ مُوْسٰى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا.

৮৬৫. 'আসিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি মাদীনাহ্‌কে হারাম (সংরক্ষিত এলাকা) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এ এলাকার কোন গাছ কাটা যাবে না, আর যে ব্যক্তি এখানে বিদ্‌আত সৃষ্টি করবে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশ্‌তা ও সকল মানব সম্প্রদায়ের লা'নাত। আসিম বলেন, আমাকে মূসা ইব্‌নু আনাস বলেছেন, বর্ণনাকারী أَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا কিংবা বিদ্‌আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় বলেছেন।[2]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২৮৯৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ১৩৬৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৭৩০৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ১৩৬৬

٨٦٦. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِيْ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ.

৮৬৬. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের মাপের পাত্রে বরকত দিন এবং তাদের সা'আ ও মুদ-এ বরকত দিন অর্থাৎ মাদীনাহ্বাসীদের।[1]

٨٦٧. حديث أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ.

৮৬৭. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! মাক্কাহতে তুমি যে বরকত দান করেছ, মাদীনাহ্তে এর দ্বিগুণ বরকত দাও।[2]

٨٦٨. حديث عَلِيٍّ ﷺ خَطَبَ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيْهِ صَحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِيْ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَإِذَا فِيْهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيْهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيْهَا مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

৮৬৮. একবার 'আলী (রাঃ) পাকা ইটে নির্মিত একটি মিম্বরে আরোহণ করে আমাদের উদ্দেশে খুত্বা পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে একটি তরবারী ছিল, যার মাঝে একটি সহীফা ঝুলন্ত ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাব এবং যা এই সহীফাতে লিপিবদ্ধ আছে এ ব্যতীত অন্য এমন কোন কিতাব নেই যা পাঠ করা যেতে পারে।অতঃপর তিনি তা খুললেন। তাতে উটের বয়স সম্পর্কে লেখা ছিল এবং লেখা ছিল যে, 'আয়র' (পর্বত) থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মাদীনাহ হারাম (পবিত্র এলাকা) বলে বিবেচিত হবে। যে কেউ এখানে কোন অন্যায় করবে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্তাকুল ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার ফারয ও নফল কোন 'ইবাদাতই কবূল করবেন না এবং তাতে আরও ছিল যে, এখানকার সকল মুসলিমের নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। একজন নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও (অন্য কাউকে) নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি অপর একজন মুসলিমের প্রদত্ত নিরাপত্তাকে লংঘন করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ্র, ফেরেশ্তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের লা'নাত (অভিসম্পাত)। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফারয ও নফল কোন 'ইবাদাতই কবূল করবেন না। তাতে আরও ছিল, যদি কোন ব্যক্তি তার (আযাদকারী) মনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের (গোলাম থাকাকালীন সময়ের) মনিব বলে উল্লেখ করে,

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ২১৩০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ১৩৬৭

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্র ফাযীলাত, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৮৮৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ১৩৬৯

তাহলে তার উপর আল্লাহ্র, ফেরেশ্তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার ফার্য, নফল কোন 'ইবাদাতই গ্রহণ করবেন না।[১]

٨٦٩. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ.

৮৬৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আমি যদি মাদীনাতে কোন হরিণকে বেড়াতে দেখি তাহলে তাকে আমি তাড়াব না। (কেননা) আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ মাদীনার প্রস্তরময় পাহাড়ের দু' এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হল হারম বা সম্মানিত স্থান।[২]

٨٦/١٥. بَابُ التَّرْغِيْبِ فِيْ سُكْنَى الْمَدِيْنَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى لَأْوَائِهَا

১৫/৮৬. মাদীনায় অবস্থানের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সেখানে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ।

٨٧٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا وَصَاعِنَا.

৮৭০. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে মাক্কাহ্কে আমাদের জন্য প্রিয় করে দিয়েছেন, মাদীনাহ্কেও সেভাবে অথবা এর চেয়ে অধিক আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন। আর মাদীনাহ্র জ্বর 'জুহ্ফা' নামক স্থানের দিকে সরিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মাপের ও ওযনের পাত্রে বারকাত দিন।[৩]

٨٧/١٥. بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ دُخُوْلِ الطَّاعُوْنِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا

১৫/৮৭. মহামারী ও দাজ্জালের প্রবেশ থেকে মাদীনাহ সংরক্ষিত হওয়া।

٨٧١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ.

৮৭১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ মাদীনাহ্র প্রবেশ পথসমূহে ফেরেশতা পাহারায় নিয়োজিত আছে। তাই প্লেগ রোগ এবং দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।[৪]

٨٨/١٥. بَابُ الْمَدِيْنَةِ تَنْفِيْ شِرَارَهَا

১৫/৮৮. মাদীনাহ্ তার ক্ষতিকর ও যাবতীয় মন্দকে পরিষ্কার করে।

٨٧٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُوْلُوْنَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ৫, হাঃ ৭৩০০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ১৩৭০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্র ফাযীলাত, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৮৭৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ১৩৭২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ৬৩৭২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৬, হাঃ ১৩৭৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্র ফাযীলাত, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৮৮০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৭, হাঃ ১৩৭৯

৮৭২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন ঃ আমি এমন এক জনপদে হিজরাত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যে জনপদ অন্য সকল জনপদের উপর জয়ী হবে। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব বলে থাকে। এ হল মাদীনাহ। তা অবাঞ্ছিত লোকদেরকে এমনভাবে বহিষ্কার করে দেয়, যেমনভাবে কামারের অগ্নিচুলা লোহার মরিচা দূর করে দেয়।[১]

٨٧٣. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْلامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَتَى الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَأَبَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِيْ خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا.

৮৭৩. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত।এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। মাদীনায় সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তখন সেই বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তখন বেদুঈন বেরিয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন ঃ মাদীনাহ হল কামারের হাপরের ন্যায়, যে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।[২]

٨٧٤. حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ.

৮৭৪. যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, এই মাদীনাহ হচ্ছে পবিত্র স্থান, আগুন যেভাবে রৌপ্যের কালিমা বিদূরিত করে এটাও খবীস ও অসৎদেরকে বিদূরিত করে।[৩]

٨٩/١٥. بَابُ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ أَذَابَهُ اللهُ

১৫/৮৯. যে ব্যক্তি মাদীনাহ্বাসীর অনিষ্ট কামনা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কষ্ট দিবেন।

٨٧٥. حديث سَعْدِ بنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَكِيْدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

৮৭৫. সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে কেউ মাদীনাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা করবে, সে লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায়, সেভাবে গলে যাবে।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্র ফাযীলাত, অধ্যায় ২, হাঃ ১৮৭১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৮, হাঃ ১৩৮২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্কাম, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৭২১১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৮, হাঃ ১৩৮৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৪৫৮৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৮, হাঃ ১৩৮৪

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্র ফাযীলাত, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৮৭৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায়, হাঃ ১৫, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ১৩৮৭

١٥/٩٠. بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الْمَدِيْنَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ

১৫/৯০. বিভিন্ন শহর বিজিত হলেও মাদীনায় থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

٨٧٦. حديث سُفْيَانَ بْنِ أَبِيْ زُهَيْرٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

৮৭৬. সুফইয়ান ইব্নু আবূ যুহায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ ইয়ামান বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী তাড়িয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ মাদীনাহ তাদের জন্য উত্তম ছিল, যদি তারা বুঝত। সিরিয়া বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী তাড়িয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মাদীনাই ছিল তাদের জন্য মঙ্গলজনক, যদি তারা জানত। এরপর ইরাক বিজিত হবে তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী তাড়িয়ে এসে স্বজন এবং অনুগতদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মাদীনাই তাদের জন্য ছিল মঙ্গলজনক, যদি তারা জানত।[১]

١٥/٩١. بَابُ فِي الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا

১৫/৯১. মাদীনাহ্'র অধিবাসীরা যখন মাদীনাহ্কে পরিত্যাগ করবে।

٨٧٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ يُرِيْدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا.

৮৭৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তম অবস্থায় মাদীনাহকে রেখে যাবে। আর জীবিকা অন্বেষণে বিচরণকারী অর্থাৎ পশু-পাখি ছাড়া আর কেউ একে আচ্ছন্ন করে নিতে পারবে না। সবশেষে যাদের মাদীনাহ্তে একত্রিত করা হবে তারা হল মুযায়না গোত্রের দু'জন রাখাল। তারা তাদের বকরীগুলোকে হাঁক-ডাক দিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশেই মাদীনাহতে আসবে। এসে দেখবে মাদীনাহ বন্য পশুতে ছেয়ে আছে। এরপর তারা সানিয়্যাতুল-বিদা নামক স্থানে পৌঁছতেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্র ফাযীলাত, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৮৭৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯০, হাঃ ১৩৮৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্র ফাযীলাত, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৮৭৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯১, হাঃ ১৩৮৯

٩٢/١٥. بَابُ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

১৫/৯২. কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা।

٨٧٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

৮৭৮. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু যায়দ-মাযিনী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বর-এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।[১]

٨٧٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ.

৮৭৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান আর আমার মিম্বর অবস্থিত (রয়েছে) আমার হাউয -এর উপরে।[২]

٩٣/١٥. بَابُ أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

১৫/৯৩. উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালভাসে এবং আমরা তাকে ভালবাসি।

٨٨٠. حديث أَبِيْ حُمَيْدٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هَـذِهِ طَابَةُ وَهٰذَا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

৮৮০. আবূ হুমাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে তাবূক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মাদীনাহ্র নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন, এই মাদীনাহ্র অপর নাম ত্বাবা (পবিত্র) এবং এই উহুদ পাহাড় আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি।[৩]

٩٤/١٥. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ

১৫/৯৪. মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র দু' মাসজিদে সলাতের ফাযীলাত।

٨٨١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

৮৮১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ মাসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মাসজিদে সলাত আদায় করা অপরাপর মাসজিদে এক হাজার সলাতের চেয়ে উত্তম।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২০ : মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মাসজিদে সালাতের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাঃ ১১৯৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯২, হাঃ ১৩৯০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২০ : মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মাসজিদে সালাতের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাঃ ১১৯৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯২, হাঃ ১৩৯১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮১, হাঃ ৪৪২২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৩, হাঃ ১৩৯২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২০ : মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মাসজিদে সালাতের মর্যাদা, অধ্যায় ১, হাঃ ১১৯০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৩, হাঃ ১৩৯৪

١٥/٩٥. بَابُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

১৫/৯৫. তিন মাসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের প্রস্তুতি নেবে না।

٨٨٢. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

৮৮২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুর রাসূল এবং মাসজিদুল আক্সা (বায়তুল মাক্দিস) তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মাসজিদে (যিয়ারতের) উদ্দেশে হাওদা বাঁধা যাবে না।[১]

١٥/٩٦. بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيْهِ وَزِيَارَتِهِ

১৫/৯৭. কুবা মাসজিদ ও সেখানে সলাত আদায়ের ফাযীলাত এবং তা যিয়ারাত করা।

٨٨٣. **حديث** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

৮৮৩. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) আরোহণ করে কিংবা পায়ে হেঁটে কুবা মাসজিদে আসতেন।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২০ : মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মাসজিদে সালাতের মর্যাদা, অধ্যায় ১, হাঃ ১১৮৯; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ১৩৯৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২০ : মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মাসজিদে সালাতের মর্যাদা, অধ্যায় ৪, হাঃ ১১৯৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৯৭, হাঃ ১৩৯৯

١٦- كِتَابُ النِّكَاحِ

পর্ব (১৬) ঃ নিকাহ বা বিবাহ

٨٨٤. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِيْ أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هٰذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

৮৮৪. 'আলক্বামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি 'আবদুল্লাহ্ (ؓ)-এর সাথে ছিলাম, 'উসমান (ؓ) তাঁর সাথে মিনাতে দেখা করে বলেন, হে 'আবদুর রহমান! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। এরপর তারা উভয়েই এক পার্শ্বে গেলেন। অতঃপর 'উসমান (ؓ) বললেন, হে আবূ 'আবদুর রহমান! আমি আপনার সাথে এমন একটি কুমারী মেয়ের শাদী দিব, যে আপনাকে আপনার অতীত দিনকে স্মরণ করিয়ে দিবে? 'আবদুল্লাহ্ যখন দেখলেন, তার এ শাদীর প্রয়োজন নেই তখন তিনি আমাকে 'হে 'আলক্বামাহ' বলে ডাক দিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলতে শুনলাম, আপনি যখন আমাকে এ কথা বলছেন (তখন আমার স্মরণে এর চেয়ে বড় কথা আসছে আর তা হচ্ছে) রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদেরকে বললেন, হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে শাদীর সামর্থ্য রাখে, সে যেন শাদী করে এবং যে শাদীর সামর্থ্য রাখে না, সে যেন 'রোযা' পালন করে। কেননা, রোযা যৌন ক্ষমতাকে অবদমন করবে।[১]

٨٨٥. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّيْ أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

৮৮৫. আনাস ইব্নু মালিক (ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নাবী (ﷺ)-এর 'ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নাবী (ﷺ)-এর বিবিগণের গৃহে আগমন করল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন তারা 'ইবাদাতের পরিমাণ যেন কম মনে করল এবং বলল, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ২, হাঃ ৫০৬৫; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহঃ, হাঃ ১৪০০

গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতের সলাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সারা বছর রোযা পালন করব এবং কখনও বিরতি দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী বিবর্জিত থাকব-কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐ সকল ব্যক্তি যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্কে তোমাদের চেয়ে অধিক ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি অধিক আনুগত্যশীল; অথচ আমি রোযা পালন করি, আবার রোযা থেকে বিরতও থাকি। সলাত আদায় করি এবং ঘুমাই ও বিয়ে-শাদী করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহ বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়।[১]

٨٨٦. حديث سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

৮৮৬. সা'দ ইব্নু আবী ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) 'উসমান ইব্নু মাজ'উনকে শাদী থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলে, আমরাও খাসি হয়ে যেতাম।[২]

٢/١٦. بَابُ : نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৬/২. মুতয়াহ নিকাহ এবং তার হুকুম বৈধ হওয়া, অতঃপর রহিত হওয়া আবার বৈধ হওয়া ও রহিত হওয়া এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার নিষিদ্ধতা স্থায়ী হওয়া।

٨٨٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾.

৮৮৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সাথে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সাথে স্ত্রীগণ থাকত না, তখন আমরা বলতাম আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার অর্থাৎ নিকাহে মুত'আর অনুমতি দিলেন এবং পাঠ করলেন ঃ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾।[৩]

٨٨٨. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوْا فَاسْتَمْتِعُوْا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৫০৬৩; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহঃ, হাঃ ১৪০১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ৫০৭৪; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহঃ, হাঃ ১৪০২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫ হা ৪৬১৫ঃ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২, হাঃ ১৪০৪

৮৮৮. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ এবং সালামাহ ইব্‌নু আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমরা কোন এক সেনাবাহিনীতে ছিলাম এবং রাসূল এর প্রেরিত এক ব্যক্তি আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমাদেরকে মুতা'আহ বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা মুতা'আহ করতে পার।* [১]

٨٨٩. حديث عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

৮৮৯. 'আলী ইবনু আবূ ত্বলিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) খাইবার যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুত'আহ (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে) করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।* [২]

٣/١٦. بَابُ : تَحْرِيْمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

১৬/৩. কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে একত্রে নিকাহ করা হারাম।

٨٩٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

৮৯০. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, কেউ যেন ফুফু ও তার ভাতিজীকে এবং খালা এবং তার বোনঝিকে একত্রে শাদী না করে।[৩]

٤/١٦. بَابُ : تَحْرِيْمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

১৬/৪. ইহরামের অবস্থায় নিকাহ হারাম ও প্রস্তাব দেয়া মাকরূহ।

٨٩١. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

৮৯১. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে, নাবী (ﷺ) ইহরাম অবস্থায় মায়মূনাহ (রাঃ)-কে বিবাহ করেছেন।[৪]

---

* ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুতা'আ বিবাহ তিনদিন পর্যন্ত বৈধ ছিল পরে খায়বারের যুদ্ধের সময় একে রহিত করা হয়েছে।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৫১১৭-৫১১৮; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২, হাঃ ১৪০৫ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে মুত'আহ বিবাহ বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ক্ষেত্র বিশেষে যেমন যুদ্ধ চলাকালীন সময় ও সফরে বৈধ ছিল। কিন্তু তখনও সাধারণতঃ এভাবে বিবাহ বৈধ ছিল না। পরে খায়বারের যুদ্ধে এ ধরনের বিবাহকে হারাম ঘোষণা করা হয়। অতঃপর অষ্টম হিজরীতে মাক্কাহ বিজয়ের সময় মাত্র তিন দিনের জন্য তা বৈধ করা হয়েছিল। এরপর তা চিরতরে হারাম করা হয়। কিন্তু শিয়া মতাবলম্বীদের মতে মুত'আহ বিবাহ অদ্যাবধি বৈধ এবং পুণ্যের কাজ। মুত'আহকারী ব্যক্তি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আর মুত'আহ বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত সন্তান ইমামতের বেশি হকদার। (না'উযুবিল্লাহ) তবে ইমাম বুখারী স্পষ্টভাবে এ হাদীসটি যে অধ্যায়ে এনেছেন, তার নাম করণ করেছেন, بَابُ نَهْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخِرًا অর্থাৎ অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুত'আহ বিবাহকে নিষিদ্ধ করলেন।

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৪২১৬; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২, হাঃ ১৪০৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৫১০৯; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৪০৮

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৮৩৭; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৪১০

٥/١٦. بَابُ : تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

১৬/৫. কোন ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া হারাম যতক্ষণ না সে অনুমতি দেয় অথবা পরিত্যাগ করে।

٨٩٢. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

৮৯২. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কাউকে এক ভাই কোন জিনিসের দাম করছে এমতাবস্থায় অন্যকে তার দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের শাদী প্রস্তাবের ওপরে অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে বা তাকে অনুমতি দেবে।[১]

٦/١٦. بَابُ : تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ

১৬/৬. শিগার বিবাহ হারাম ও তা বাতিল হওয়ার বর্ণনা।

٨٩٣. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

৮৯৩. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) আশ্‌শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। 'আশ্‌-শিগার' হলো ঃ কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সাথে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের জন্য আনবে এবং এক্ষেত্রে কোন কনেই মোহর পাবে না।[২]

٧/١٦. بَابُ : الْوَفَاءِ بِالشُّرُوْطِ فِي النِّكَاحِ

১৬/৭. নিকাহ্‌র শর্তসমূহ পূর্ণ করা।

٨٩٤. حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

৮৯৪. 'উকবাহ ইব্‌নু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেন, শর্তসমূহের মধ্যে যা পূর্ণ করার সর্বাধিক দাবী রাখে তা হল সেই শর্ত যার দ্বারা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৫১৪২; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৪১২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৫১১২; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৪১৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৪ : শর্তাবলী, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৭২১; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৪১৮

٨/١٦. بَابُ : اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوْتِ

১৬/৮. নিকাহ্‌র ক্ষেত্রে সায়েবা (বিবাহিতা মহিলা)'র সম্মতি হচ্ছে কথা বলা আর কুমারীর সম্মতি হচ্ছে চুপ থাকা।

٨٩٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.

৮৯৫. আবূ সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, কোন বিধবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত শাদী দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ব্যতীত শাদী দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেমন করে তার অনুমতি নেব। তিনি বললেন, তার চুপ করে থাকাটাই তার অনুমতি।[১]

٨٩٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِيْ أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِيْ فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا.

৮৯৬. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিলাদের বিয়ে দিতে তাদের অনুমতি নিতে হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কুমারীর কাছে অনুমতি চাইলে তো লজ্জাবোধ করে; ফলে চুপ থাকে। তিনি বললেন ঃ তার নীরবতাই তার অনুমতি।[২]

٩/١٦. بَابُ : تَزْوِيْجِ الْأَبِ الْبِكْرِ الصَّغِيْرَةِ

১৬/৯. ছোট কুমারী মেয়ের পিতা কর্তৃক বিবাহ প্রদান।

٨٩٧. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِيْ فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِيْ أُمِّيْ أُمُّ رُوْمَانَ وَإِنِّيْ لَفِيْ أُرْجُوْحَةٍ وَمَعِيْ صَوَاحِبُ لِيْ فَصَرَخَتْ بِيْ فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِيْ مَا تُرِيْدُ بِيْ فَأَخَذَتْ بِيَدِيْ حَتَّى أَوْقَفَتْنِيْ عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّيْ لَأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِيْ ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِيْ وَرَأْسِيْ ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِيْ إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِيْ فَلَمْ يَرُعْنِيْ إِلَّا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِيْ إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ.

৮৯৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মাদীনাহয় এলাম এবং বনু হারিস গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। পরে যখন আমার মাথার

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৫১৩৬; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৪১৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৯ : বল প্রয়োগের মাধ্যমে জোর করা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৬৯৪৬; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৪২০

সামনের চুল জমে উঠল। সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রূমান আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। আমি বুঝতে পারিনি, তার উদ্দেশ্য কী? তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাঁড় করালেন। আর আমি হাঁফাচ্ছিলাম। শেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা প্রশমিত হল। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ও মাথা মাসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যমণ্ডিত হোক। আমাকে তাদের কাছে দিয়ে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থান ঠিক করে দিলেন, তখন ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্ত। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে দেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে তুলে দিল। সে সময় আমি নয় বছরের বালিকা।[১]

١٦/١٢. بَابُ : الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيْمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيْدٍ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ قَلِيْلٍ وَكَثِيْرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحَفُ بِهِ

১৬/১২. মাহর– ৫০০ দিরহাম নির্ধারণ করা মুস্তাহাব যে অন্যের ক্ষতি করতে চায় না। এটা কুরআন শিক্ষা, লোহার আংটি ইত্যাদি অল্প মূল্যের ও বেশী মূল্যের হওয়া জায়িয।

٨٩٨. **حديث** سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِيْ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا إِزَارِيْ قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

৮৯৮. সাহল ইব্নু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য দান করতে এসেছি। এরপর নাবী (ﷺ) তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক অবলোকন করে মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে নাবী (ﷺ) কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল। এমতাবস্থায় রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীদের একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহিলাটির সাথে আমার শাদী দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ৩৮৯৪; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৪২২

বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম কিছুই নেই। তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি-না! এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কিছুই পেলাম না। নাবী (ﷺ) বললেন, দেখ একটি লোহার আংটি হলেও! অতঃপর সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ আছে। সাহ্‌ল (রাঃ) বলেন, তার কোন চাদর ছিল না। অথচ লোকটি বলল, আমার তহবন্দের অর্ধেক দিতে পারি। এ কথা শুনে রাসূল (ﷺ) বললেন, এ তহবন্দ দিয়ে কি হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে মহিলাটির কোন আবরণ থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তোমার কোন আবরণ থাকবে না। লোকটি বসে পড়লো, অনেকক্ষণ সে বসে থাকল। এরপর উঠে দাঁড়াল। রাসূল (ﷺ) তাকে ফিরে যেতে দেখে তাকে ডেকে আনলেন। যখন সে ফিরে আসল, নাবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্থ আছে? সে উত্তরে বলল, অমুক অমুক সূরাহ মুখস্থ আছে। সে এমনিভাবে একে একে উল্লেখ করতে থাকল। তখন নাবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সকল সূরাহ মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পার? সে উত্তর করল, হাঁ! তখন নাবী (ﷺ) বললেন, যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ রেখেছ, তার বিনিময়ে এ মহিলাটির তোমার সঙ্গে শাদী দিলাম।[১]

٨٩٩. حديث أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هٰذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

৮৯৯. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) 'আবদুর রহমান ইব্‌নু 'আওফ (রাঃ)-এর দেহে সুফ্‌রার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এ কী? 'আবদুর রহমান (রাঃ) বললেন, আমি একজন মহিলাকে একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিয়ে করেছি। নাবী (ﷺ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ শাদীতে বরকত দান করুন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর।[২]

١٣/١٦. بَابُ : فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

১৬/১৩. দাসী মুক্ত করা এবং মুনিব কর্তৃক তাকে বিবাহ করার ফাযীলাত।

٩٠٠. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ২২, হাঃ ৫০৩০; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৪২৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ৫১৫৫; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৪২৭

رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ قَالَ فَحَاسُوْا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

৯০০. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার অভিযানে বের হয়েছিলেন। সেখানে আমরা খুব ভোরে ফাজরের সলাত আদায় করলাম। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওয়ার হলেন। আবূ তাল্‌হা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও সওয়ার হলেন, আর আমি আবূ তাল্‌হার পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সওয়ারীকে খায়বরের পথে চালিত করলেন। আমার হাঁটু নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উরুতে লাগছিল। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উরু হতে ইযার সরে গেল। এমনকি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উরুর উজ্জ্বলতা যেন এখনো আমি দেখছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন বললেন ঃ আল্লাহু আকবার। খায়বর ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন কওমের প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হবে কতই না মন্দ! এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ খায়বারের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বেরিয়েছিল। তারা বলে উঠল ঃ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! 'আবদুল 'আযীয (রহ.) বলেন ঃ আমাদের কোন কোন সাথী "পূর্ণ বাহিনীসহ" (ওয়াল খামীস) শব্দও যোগ করেছেন। পরে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করলাম। তখন যুদ্ধবন্দীদের সমবেত করা হলো। দিহ্‌য়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! বন্দীদের হতে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন যাও, তুমি একটি দাসী নিয়ে যাও। তিনি সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীরের অন্যতম নেত্রী সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে আপনি দিহ্‌য়াকে দিচ্ছেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বললেন ঃ দিহ্‌য়াকে সাফিয়্যাসহ ডেকে আন। তিনি সাফিয়্যাসহ উপস্থিত হলেন। যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে দেখলেন তখন (দিহ্‌য়াকে) বললেন ঃ তুমি বন্দীদের হতে অন্য একটি দাসী দেখে নাও। রাবী বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে আযাদ করে দিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করলেন।

রাবী সাবিত (রহ.) আবূ হামযাহ (আনাস) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে কি মাহর দিলেন? আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জওয়াব দিলেন ঃ তাঁকে আযাদ করাই তাঁর মাহর। এর বিনিময়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন। অতঃপর পথে উম্মু সুলায়মান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে সাজিয়ে রাতে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে পেশ করলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাসর রাত যাপন করে ভোরে উঠলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ যার নিকট খাবার কিছু আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। এ বলে তিনি একটা চামড়ার দস্তরখান বিছালেন। কেউ খেজুর নিয়ে আসলো, কেউ ঘি আনলো। 'আবদুল 'আযীয (রহ.)

বলেন ঃ আমার মনে হয় আনাস (রাঃ) ছাতুর কথাও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তাঁরা এসব মিশিয়ে খাবার তৈরি করলেন। এ-ই ছিল রাসূল (ﷺ)-এর ওয়ালীমাহ।[১]

٩٠١. حديث أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.

৯০১. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কারো যদি একটি বাঁদী থাকে আর সে তাকে প্রতিপালন করে, তার সাথে ভাল আচরণ করে এবং তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে, তাহলে সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।[২]

١٤/١٦. بَابُ : زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُوْلِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ

১৬/১৪. যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) শাদী ও পর্দার আয়াত অবতীর্ণ এবং বিবাহের ওয়ালীমার প্রমাণ।

٩٠٢. حديث أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

৯০২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন কোন শাদী করেন, তখন ওয়ালীমা করেন, কিন্তু যাইনাব (রাঃ)-এর শাদীর সময় যে পরিমাণ ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা অন্য কারো বেলায় করেননি। সেই ওয়ালীমাহ ছিল একটি ছাগল দিয়ে।[৩]

٩٠٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوْا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ﴾ الْآيَةَ.

৯০৩. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ্‌কে যখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বিয়ে করেন, তখন তিনি লোকদের দাওয়াত দিলেন। লোকেরা আহারের পর বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। তিনি উঠে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, কিন্তু লোকেরা উঠছিল না। এ অবস্থা দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উঠে যাওয়ার পর যারা উঠবার তারা উঠে গেল। কিন্তু তিন ব্যক্তি বসেই রইল। নাবী (ﷺ) ঘরে প্রবেশের জন্য ফিরে এসে দেখেন, তারা তখনও বসে রয়েছে (তাই নাবী (ﷺ) চলে গেলেন)। এরপর তারাও উঠে গেল। আমি গিয়ে নাবী (ﷺ)-কে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলাম। অতঃপর তিনি এসে প্রবেশ করলেন। এরপর আমি প্রবেশ করতে চাইলে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১২, হাঃ ৩৭১; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৩৬৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৫৪৪; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৫৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ৫১৬৮; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৪২৭

তিনি আমার ও তার মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ ﴿يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ﴾ "হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবীর গৃহে প্রবেশ করো না..... শেষ পর্যন্ত।[১]

٩٠٤. حديث أَنَسٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِيْ عَنْهُ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِيْنَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتّٰى قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَشٰى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوْسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوْا فَضَرَبَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ.

৯০৪. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দা ('র আয়াত নাযিল হওয়া) সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। এ ব্যাপারে 'উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যাইনাব বিন্‌ত জাহ্‌শের সঙ্গে নববিবাহিত হিসেবে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর ভোর হল। তিনি মাদীনায় তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। বেলা ওঠার পর তিনি লোকজনকে খাওয়ার পরও কিছু লোক তাঁর সাথে বসে থাকল। অবশেষে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) উঠে গেলেন আমিও তার সাথে সাথে গেলাম। তিনি 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর হুজরার দরজায় পৌঁছলেন। অতঃপর ভাবলেন, লোকেরা হয়ত চলে গেছে। আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। (এসে দেখলাম) তাঁরা স্বস্থানে বসেই রয়েছে। তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফিরে গেলাম। এমনকি তিনি 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর গৃহের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে আসলেন। আমিও তার সঙ্গে ফিরে আসলাম। এবার (দেখলাম) তাঁরা উঠে গেছে। অতঃপর তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হল।[২]

٩٠٥. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ فَقَالَتْ لِيْ أُمُّ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةً فَقُلْتُ لَهَا افْعَلِيْ فَعَمَدَتْ إِلٰى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِيْ بُرْمَةٍ فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِيْ إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِيْ ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَنِيْ فَقَالَ ادْعُ لِيْ رِجَالًا سَمَّاهُمْ وَادْعُ لِيْ مَنْ لَقِيْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِيْ أَمَرَنِيْ فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُوْ عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَقُوْلُ لَهُمْ : اذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيْهِ قَالَ حَتّٰى تَصَدَّعُوْا كُلُّهُمْ عَنْهَا فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُوْنَ قَالَ وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَ الْحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِيْ إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوْا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَإِنِّيْ لَفِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ ﴿يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৮, হাঃ ৪৭৯১; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৪২৮
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ৫৪৬৬; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৪২৮

لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾.

৯০৫. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর যখন যাইনাব (রাঃ)-এর সাথে শাদী হয়, তখন উম্মু সুলায়ম আমাকে বললেন, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর জন্যে কিছু হাদীয়া পাঠাই। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, এ ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি খেজুর, মাখন ও পনির এক সাথে মিশিয়ে হালুয়া বানিয়ে একটি ডেকচিতে করে আমার মারফত রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে পাঠালেন। আমি সেসব নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি এগুলো রেখে দিতে বলেন এবং আমাকে কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে ডেকে আনার আদেশ করলেন। আরো বললেন, যার সাথে দেখা হয় তাকেও দাওয়াত দিবে। তিনি যেভাবে আমাকে হুকুম করলেন, আমি সেইভাবে কাজ করলাম। যখন আমি ফিরে এলাম, তখন ঘরে অনেক লোক দেখতে পেলাম। নাবী (ﷺ) তখন হালুয়া (হাইশা) পাত্রের মধ্যে হাত রাখা অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি মোতাবেক কিছু কথা বললেন। অতঃপর তিনি দশ দশ জন করে লোক খাবারের জন্য ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু কর এবং প্রত্যেকে পাত্রের নিজ নিজ দিক হতে খাও। যখন তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হল তাদের মধ্য থেকে অনেকেই চলে গেল এবং কিছু সংখ্যক লোক কথাবার্তা বলতে থাকল। যা দেখে আমি বিরক্তি বোধ করলাম। অতঃপর নাবী (ﷺ) সেখান থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে গেলেন। আমিও সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি বললাম, তারাও চলে গেছে তখন তিনি নিজের কক্ষে ফিরে এলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তিনি তাঁর কক্ষে থাকলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ মু'মিনগণ, তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা খাবার তৈরির অপেক্ষা না করে নাবীগৃহে খাবারের জন্য প্রবেশ করোনা। তবে যদি তোমাদেরকে ডাকা হয় তাহলে প্রবেশ কর এবং খাওয়া শেষ করে চলে যাবে। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না এবং তোমাদের এরূপ আচরণে নাবীর মনে কষ্ট হয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না।[১]

١٦/١٥. بَابُ : الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِيْ إِلَى دَعْوَةٍ

১৬/১৫. দা'ওয়াত দাতার দা'ওয়াত গ্রহণের আদেশ।

٩٠٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

৯০৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কাউকে ওয়ালীমাহ্‌র দাওয়াত করলে তা অবশ্যই গ্রহণ করবে।[২]

٩٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৬৪, হাঃ ৫১৬৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭১, হাঃ ৫১৭৩; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৪২৯

৯০৭. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ওয়ালীমায় শুধুমাত্র ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওয়ালীমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে নাফরমানী করে।[১]

١٦/١٦. بَابُ : لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيْ عِدَّتُهَا

১৬/১৬. তিনবার ত্বলাক দেয়ার পর ত্বলাক দাতার জন্য ত্বলাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বৈধ নয় যতক্ষণ না তাকে অন্য স্বামী বিবাহ করে, দৈহিক মিলনের পর তাকে ছেড়ে দেয় ও তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়।

٩٠٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَأَبَتَّ طَلَاقِيْ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيْرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُوْ بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

৯০৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফা'আ কুরাযীর স্ত্রী নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রিফা'আর স্ত্রী ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে বায়েন তালাক দিয়ে দিল। পরে আমি 'আবদুর রহমান ইবনু যুবাইরকে বিয়ে করলাম। কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে কাপড়ের আঁচলের মতো নরম কিছু (অর্থাৎ তার পুরুষত্ব নাই)। তখন নাবী (সাঃ) বললেন, তবে কি তুমি রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না, তা হয় না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আবু বাক্র (রাঃ) তখন তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আর খালিদ ইবনু সা'ঈদ ইবনু 'আস (রাঃ) দ্বারপ্রান্তে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ বাক্র! এই নারী নাবী (সাঃ)-এর দরবারে উচ্চ আওয়াজে যা বলছে, তা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?[২]

٩٠٩. حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ.

৯০৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশাশার (রহ.) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন ত্বলাক্ব দিলে সে (স্ত্রী) অন্যত্র বিবাহ করল। পরে দ্বিতীয় স্বামীও তাকে ত্বলাক্ব দিল। নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল ঃ মহিলাটি কি প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে? তিনি বললেন ঃ না। যতক্ষণ না সে (দ্বিতীয় স্বামী) তার স্বাদ গ্রহণ করবে, যেমন করেছিল প্রথম স্বামী।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭২, হাঃ ৫১৭৭; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৪৩২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৬৩৯; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহকিতাবুত তালাক্ব, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৪৩৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪, হাঃ ৫২৬১; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৪৩৩

١٧/١٦. بَابُ : مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ

১৬/১৭. স্ত্রী মিলনের সময় কী বলা মুস্তাহাব।

٩١٠. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُوْلُ حِيْنَ يَأْتِيْ أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِيْ ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

৯১০. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন স্ত্রী-যৌন সঙ্গম করে, তখন যেন সে বলে, **'বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা'**-আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।[১]

١٨/١٦. بَابُ : جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِيْ قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

১৬/১৮. স্ত্রীর যৌনাঙ্গের সামনের দিক দিয়ে ও পিছনের দিক দিয়ে মিলন করা বৈধ কিন্তু পায়ু পথ ব্যতীত।

٩١١. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ كَانَتْ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

৯১১. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা বলত যে, যদি কেউ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে সহবাস করে তাহলে সন্তান টেরা চোখের হয়। তখন (এর প্রতিবাদে) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২]

١٩/١٦. بَابُ : تَحْرِيْمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

১৬/১৯. স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিছানা হতে বিচ্ছিন্ন থাকা হারাম।

٩١٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.

৯১২. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে এবং যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ৫১৬৫; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৪৩৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪৫২৮; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১৪৩৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ৫১৯৪; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২০, হাঃ ১৪৩৬

٢١/١٦. بَابُ : حُكْمِ الْعَزْلِ

১৬/২১. আয্ল এর বিধান।

٩١٣. حديث أَبِي سَعِيدٍ الخدري قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ.

৯১৩. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে বানূ মুসতালিকের যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। এ যুদ্ধে আরবের বহু বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। মহিলাদের প্রতি আমাদের মনে আসক্তি জাগে এবং বিবাহ-শাদী ব্যতীত এবং স্ত্রী-হীন অবস্থা আমাদের জন্য কষ্টকর অনুভূত হয়। তাই আমরা আযল করা পছন্দ করলাম এবং তা করতে মনস্থ করলাম। তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) আমাদের মাঝে আছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আযল করতে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওটা না করলে তোমাদের কী ক্ষতি? ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, ততগুলোর আগমন ঘটবেই।[১]

٩١٤. حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ.

৯১৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালীন সময়ে গনীমত হিসাবে কিছু দাসী পেয়েছিলাম। আমরা তাদের সাথে 'আয্ল করতাম। এরপর আমরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আরে! তোমরা কি এমন কাজও কর? একই প্রশ্ন তিনি তিনবার করলেন এবং পরে বললেন, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যে রূহ পয়দা হবার, তা অবশ্যই পয়দা হবে।[২]

٩١٥. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

৯১৫. জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমরা 'আযল করতাম, তখন কুরআন নাযিল হত।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৪১৩৮; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২১, হাঃ ১৪৩৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৯৬, হাঃ ৫২১০; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২১, হাঃ ১৪৩৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৯৬, হাঃ ৫২০৮; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২১, হাঃ ১৪৪০

١٧- كِتَابُ الرِّضَاعِ

পর্ব (১৭) ঃ দুগ্ধপান

١/١٧. بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

১৭/১. দুগ্ধপান দ্বারা তা হারাম হয় যা জন্মসূত্র দ্বারা হারাম হয়।

٩١٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِيْ بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

৯১৬. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন। সে হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)- এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ এক ব্যক্তি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে হাফসাহ্‌র অমুক দুধ চাচা বলে মনে হচ্ছে। তখন 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আচ্ছা আমার অমুক দুধ চাচা যদি জীবিত থাকত তাহলে সে কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারত? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, পারত। কেননা, জন্মসূত্রে যা হারাম, দুধপানও তাকে হারাম করে।[১]

٢/١٧. بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ

১৭/২. কারো স্ত্রীর দুধপান তার সন্তানাদির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করে।

٩١٧. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُوْ أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيْهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيْ وَلٰكِنْ أَرْضَعَتْنِيْ امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِيْ عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيْ وَلٰكِنْ أَرْضَعَتْنِيْ امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِيْ لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ

৯১৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর, আবুল কু'আয়স এর ভাই আফ্‌লাহ আমার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। আমি বললাম, এ ব্যাপারে যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিতে পারি না। কেননা তার ভাই আবূ কু'আয়স তো নিজে আমাকে দুধ পান করাননি। কিন্তু আবুল কু'আয়সের স্ত্রী আমাকে দুধ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৬৪৬; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১, হাঃ ১৪৪৪

পান করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদের কাছে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবুল কু'আয়সের ভাই আফরাহ্ আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইছিল। আমি এ বলে অস্বীকার করেছি যে, যতক্ষণ আপনি এ ব্যাপারে অনুমতি না দেবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দেব না। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, তোমার চাচাকে (তোমার সাথে দেখা করার) অনুমতি দিতে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করাননি; কিন্তু আবুল কু'আয়াসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি [রাসূল (ﷺ)] বললেন, তোমার হাত ধূলি ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দাও, কেননা, সে তোমার চাচা।[১]

٩١٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ.

৯১৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আফলাহ্ (রাঃ) আমার সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি না দেয়ায় তিনি বললেন, আমি তোমার চাচা, অথচ তুমি আমার সঙ্গে পর্দা করছ? আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী, আমার ভাইয়ের মিলনজাত দুধ তোমাকে পান করিয়েছে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আফলাহ্ (রাঃ) ঠিক কথাই বলেছে। তাকে অনুমতি দাও।[২]

٣/١٧. بَابُ تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

১৭/৩. দুগ্ধ ভাতিজির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ।

٩١٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

৯১৯. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) হামযাহর মেয়ে সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা বংশ কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়, আর সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে।[৩]

٤/١٧. بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ

১৭/৪. পালিতা কন্যা ও স্ত্রীর বোন হারাম।

٩٢٠. حديث أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُ قَالَ أَتُحِبِّينَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৪৭৯৬; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ২, হাঃ ১৪৪৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৬৪৪; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ২, হাঃ ১৪৪৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৬৪৫; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৪৪৭

قَالَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ.

৯২০. উম্মু হাবীবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আবূ সুফিয়ানের কন্যার ব্যাপারে আগ্রহী? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, তাকে দিয়ে আমার কি হবে? আমি বললাম, তাকে আপনি বিয়ে করবেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তা পছন্দ করবে? আমি বললাম, হাঁ। এখন তো আমি একাই আপনার স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে অংশীদার হোক। তিনি বললেন, তাকে বিয়ে করা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমরা শুনেছি যে, আপনি আবূ সালামাহ্‌র কন্যা দুররাকে বিয়ে করার জন্য পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, উম্মু সালামাহ্‌র কন্যা? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, সে যদি আমার প্রতিপালিতা সৎ কন্যা যদি নাও হতো তবুও তাকে বিয়ে করা আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা সুয়াইবিয়া আমাকে ও তার পিতাকে দুধ পান করিয়েছিল। সুতরাং শাদীর জন্য তোমাদের কন্যা বা বোন কাউকে পেশ করো না।[১]

١٧/٨. بَابُ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

১৭/৮. 'মাজায়াত' দ্বারা রাজাঈ সাব্যস্ত হওয়া (শিশুর দু'বছর বয়সের মধ্যে ক্ষুধায় দুগ্ধপান "দুগ্ধদান" সাব্যস্ত করে)।

٩٢١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هٰذَا قُلْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

৯২১. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট আসলেন, তখন আমার নিকট এক ব্যক্তি ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে 'আয়িশাহ! এ কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ! কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাচাই করে দেখে নিও। কেননা, ক্ষুধার কারণে দুধ পানের ফলেই শুধু দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[২]

١٧/١٠. بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

১৭/১০. বিছানা যার সন্তান তার এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা।

٩٢٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫১০৬; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৪৪৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৬৪৭; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৪৫৫

৯২২. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌নু আবূ ওয়াক্কাস ও 'আব্‌দ ইব্‌নু যাম্‌'আ উভয়ে এক বালকের ব্যাপারে বিতর্ক করেন। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতো আমার ভাই উৎবা ইবনু আবী ওয়াক্কাসের পুত্র। সে তার পুত্র হিসাবে আমাকে ওয়াসিয়্যত করে গেছে। আপনি ওর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'আব্‌দ ইবনু যাম'আ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, উত্‌বার সাথে তার পরিষ্কার সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি বললেন, এ ছেলেটি তুমি পাবে, হে আব্‌দ ইবনু যাম'আ! বিছানা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে বঞ্চনা। হে সাওদাহ বিনতু যাম'আ! তুমি এর হতে পর্দা কর। ফলে সাওদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কখনও তাকে দেখেননি।[১]

٩٢٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ.

৯২৩. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সন্তান হল শয্যাধিপতির।[২]

١١/١٧. بَابُ الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

১৭/১১. বাহ্যিক আকৃতি দ্বারা বংশ পরিচয় মেলানো।

٩٢٤. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُوْرٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

৯২৪. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে প্রফুল্ল অবস্থায় এলেন এবং বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ! চিহ্ন ধরে বংশ উদ্‌ঘাটনকারী) মুদলিজী এসেছে তা কি তুমি দেখনি? এসেই সে উসামাহ এবং যায়দ-এর দিকে নযর করেছে। তারা উভয়ে চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিল। তাদের মাথা ঢেকে রাখা ছিল। তবে তাদের পাগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন সে বলল, এদের পাগুলো একে অপর থেকে।[৩]

١٢/١٧. بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ

১৭/১২. বিবাহের পর কুমারী ও পূর্ব বিবাহিতা স্ত্রীর নিকট অবস্থানের পরিমাণ।

٩٢٥. حديث أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ.

৯২৫. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত হচ্ছে, যদি কেউ বিধবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী শাদী করে তবে সে যেন তার সঙ্গে সাত দিন অতিবাহিত করে এবং এরপর

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০০, হাঃ ২২১৮; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৪৫৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৬৭৫০; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায়, হাঃ ১৪৫৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬৭৭১; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান দুগ্ধপান, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৪৫৯

পালা অনুসারে এবং কেউ যদি কোন বিধবাকে শাদী করে এবং তার ঘরে পূর্ব থেকেই কুমারী স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তার সাথে তিন দিন কাটায় এবং অতঃপর পালাক্রমে।[১]

١٣/١٧. بَابُ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُوْنَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

১৭/১৩. স্ত্রীদের মধ্যে সময় বা পালা বণ্টন এবং এর সুন্নাতী বিধান হচ্ছে প্রত্যেকের নিকট দিবারাত্রি কাটান।

٩٢٦. **حديث** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِيْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَقُوْلُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ قُلْتُ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ.

৯২৬. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব মহিলা নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে হেবাস্বরূপ ন্যস্ত করে দেন, তাদের আমি ঘৃণা করতাম। আমি(মনে মনে) বলতাম, মহিলারা কি নিজেকে অর্পণ করতে পারে? এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছে আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।"

তখন আমি বললাম, আমি দেখছি যে, আপনার রব আপনি যা ইচ্ছে করেন, তা-ই দ্রুত পূরণ করেন।[২]

١٤/١٧. بَابُ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا

১৭/১৪. কোন মহিলার তার পালা অন্য সতিনকে হেবা করা জায়িয।

٩٢٧. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوْهَا وَلَا تُزَلْزِلُوْهَا وَارْفُقُوْا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ.

৯২৭. 'আত্বা (রহ.) বলেন, আমরা ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সঙ্গে 'সারিফ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী মাইমূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ইনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী। সুতরাং যখন তোমরা তাঁর জানাযা উঠাবে তখন ধাক্কা-ধাক্কি এবং জোরে নাড়া-চাড়া করো না; বরং ধীরে ধীরে নিয়ে চলবে। কেননা, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নয়জন বিবি ছিলেন। তিনি আট জনের সাথে পালাক্রমে রাত্রি যাপন করতেন। কিন্তু একজনের সাথে রাত্রি যাপনের পালা ছিল না।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০১, হাঃ ৫২১৪; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান দুগ্ধপান, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৪৬১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৪৭৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৪৬৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ৫০৬৭; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৪৬৫

١٥/١٧. بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّيْنِ

১৭/১৫. ধার্মিকা মহিলাকে বিবাহ করা মুস্তাহাব।

٩٢٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

৯২৮. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাদী করা যায়- তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১]

١٦/١٧. بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

১৭/১৬. কুমারী মহিলাকে বিবাহ করা মুস্তাহাব।

٩٢٩. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا.

قَالَ مُحَارِبٌ (أحد رجال السند) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.

৯২৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাদী করলে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন মেয়ে শাদী করেছ? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা রমণীকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের কৌতুকের প্রতি তোমার আগ্রহ নেই? (রাবী বলেন) আমি এ ঘটনা 'আম্‌র ইবনু দীনার (রহঃ)-কে অবগত করালে তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নাবী (ﷺ) আমাকে বলেছেন, তুমি কেন কুমারী মেয়েকে শাদী করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারত?[২]

٩٣٠. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلَكَ أَبِيْ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَإِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا.

৯৩০. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাতটি বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নয়টি মেয়ে রেখে আমার পিতা ইন্তিকাল করেন। অতঃপর আমি এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করি।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৫০৯০; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১৪৬৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০, হাঃ ৫০৮০; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৭১৫

আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জাবির! তুমি বিয়ে করেছ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুমারী বিয়ে করেছ বা বিধবা? আমি বললাম ঃ বিধবা। তিনি বললেন ঃ কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে প্রমোদ করতে, সেও তোমার সাথে প্রমোদ করত। তুমিও তাকে হাসাতে, সেও তোমাকে হাসাতো। জাবির (রাঃ) বলেন ঃ আমি তাঁকে বললাম, অনেকগুলো কন্যা সন্তান রেখে 'আবদুল্লাহ (তাঁর পিতা) মারা গেছেন, তাই আমি ওদের-ই মত কুমারী মেয়ে বিয়ে করা পছন্দ করিনি। আমি এমন মেয়েকে বিয়ে করলাম, যে তাদের দেখাশোনা করতে পারে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন অথবা বললেন ঃ কল্যাণ দান করুন।[১]

٩٣١. حديث جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيْرٍ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِيْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِيْ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ إِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوْا حَتَّى تَدْخُلُوْا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَفِيْ هٰذَا الْحَدِيْثُ الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ.

৯৩১. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমি রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা ফিরে আসছিলাম, আমি আমার মন্থর গতি উটের পিঠে ত্বরা করতে লাগলাম। তখন আমার পিছনে একজন আরোহী এসে মিলিত হলেন। তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি রাসূল (ﷺ)। তিনি বললেন, তোমার এ ব্যস্ততার কারণ কী? আমি বললাম, আমি সদ্য শাদী করেছি। তিনি বললেন, কুমারী, না পূর্ব-বিবাহিতা বিয়ে করেছ? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা। তিনি বললেন, কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে, আর সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত।

(রাবী) বলেন, আমরা মাদীনায় পৌঁছে নিজ নিজ বাড়িতে যেতে চাইলাম। রাসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর- পরে রাতে অর্থাৎ এশা নাগাদ ঘরে যাবে, যাতে এলোকেশী নারী তার চুল আঁচড়িয়ে নিতে পারে এবং প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারে।

হাদীসে এও আছে, হে জাবির। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও। (কোন রাবী বলেন) অর্থাৎ সন্তান কামনা কর, সন্তান কামনা কর।[২]

٩٣٢. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِيْ جَمَلِيْ وَأَعْيَا فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِيْ وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ১২, হাঃ ৫৩৬৭; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান দুগ্ধপান, অধ্যায়, হাঃ ৭১৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১২১, হাঃ ৫২৪৫; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৭১৫

قَالَ أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ أَالْآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ ادْعُ لِي جَابِرًا قُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ.

৯৩২. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীরে চলছিল বরং চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নাবী (ﷺ) আমার কাছে এলেন এবং বললেন, জাবির? আমি বললাম, জী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কী? আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়ছে। ফলে আমি পিছনে পড়ে গেছি। তখন তিনি নেমে চাবুক দিয়ে উটটিকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর বললেন, এবার আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলাম। এরপর অবশ্য আমি উটটিকে এমন পেলাম যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিতে হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা। তিনি বললেন, তরুণী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে হাসি-তামাসা এবং সে তোমার সাথে পূর্ণভাবে হাসি-তামাসা করত। আমি বললাম, আমার কয়েকটি বোন রয়েছে, ফলে আমি এমন এক মহিলাকে বিবাহ করতে পছন্দ করলাম, যে তাদেরকে মিল-মহব্বতে রাখতে, তাদের পরিচর্যা করতে এবং তাদের উপর উত্তমরূপে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়। তিনি বললেন, শোন! তুমি তো বাড়ীতে পৌঁছবে? যখন তুমি পৌঁছবে তখন তুমি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে। তিনি বললেন, তোমার উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তা এক উকীয়ার বিনিময়ে আমার নিকট হতে কিনে নিলেন। তারপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার আগে (মদীনায়) পৌঁছলেন এবং আমি (পরের দিন) ভোরে পৌঁছলাম। আমি মাসজিদে নাবাবীতে গিয়ে তাঁকে দরজার সামনে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন এলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার উটটি রাখ এবং মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সলাত আদায় কর। আমি মাসজিদে প্রবেশ করে সলাত আদায় করলাম। তারপর তিনি বিলাল (রাঃ)-কে উকীয়া ওজন করে আমাকে দিতে বললেন। বিলাল (রাঃ) ওজন করে দিলেন এবং আমার পক্ষে ঝুঁকিয়ে দিলেন। আমি রওয়ানা হলাম। যখন আমি পিছনে ফিরেছি তখন তিনি বললেন, জাবিরকে আমার কাছে ডাক। আমি ভাবলাম, এখন হয়তো উটটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর আমার নিকট এর চেয়ে অপছন্দনীয় আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, তোমার উটটি নিয়ে নাও এবং তার দামও তোমার।[1]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২০৯৭; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৭১৫

١٨/١٧. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

১৭/১৮. স্ত্রীদের ব্যাপারে উপদেশ।

٩٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ.

৯৩৩. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, নারীরা হচ্ছে পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে একেবারে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং, যদি তোমরা তাদের থেকে লাভবান হতে চাও, তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হতে হবে।[1]

٩٣٤. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

৯৩৪. আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তুমি তা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকবে। অতএব, তোমাদেরকে ওসীয়ত করা হলো নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার।[2]

٩٣٥. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ يَعْنِي لَوْلَا بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزْ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا.

৯৩৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে একইভাবে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নাবী (ﷺ) বলেছেন, বনী ইসরাঈল যদি না হত তবে গোশত দুর্গন্ধময় হতো না। আর যদি হাওয়া (আঃ) না হতেন তাহলে কোন নারীই স্বামীর খিয়ানত করত না।[1]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭৯, হাঃ ৫১৮৪; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৪৬৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৮০, হাঃ ৫১৮৬; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৪৬৮

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৩৩০; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৪৭০ বানী ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সালওয়া নামক পাখীর গোশত খাওয়ার জন্য অবারিতভাবে পেত। তা সত্ত্বেও তা জমা করে রাখার ফলে গোশত পচনের সূচনা হয়। আর আদি মাতা হাওয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে আদম (আঃ)-কে প্রভাবিত করেন।

١٨- كِتَابُ الطَّلَاقِ

পর্ব (১৮) ঃ ত্বলাক

١/١٨. بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

১৮/১. কোন ঋতুবতী মহিলাকে তার বিনা অনুমতিতে ত্বলাক দেয়া হারাম, যদি কেউ তার বিপরীত করে তাহলে ত্বলাক হয়ে যাবে এবং তাকে তা ফিরিয়ে নিতে আদেশ করতে হবে।

٩٣٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

৯৩৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল এর যুগে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় ত্বলাক্ব দেন। 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষণ না সে মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুবতী হয় এবং আবার পবিত্র হয়। অতঃপর সে যদি ইচ্ছে করে, তাকে রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছে করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে ত্বলাক্ব দেবে। আর এটাই ত্বলাক্বের নিয়ম, যে নিয়মে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের ত্বলাক্ব দেয়ার বিধান দিয়েছেন।[১]

٩٣٧. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

৯৩৭. ইউনুস ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমারকে (হায়িয অবস্থায় ত্বলাক্ব দেয়া সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় ত্বলাক্ব দিলে, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তিনি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে আদেশ দেন। এরপর বলেন ঃ ইদ্দাতের সময় আসলে সে ত্বলাক্ব দিতে পারে। রাবী বলেন, আমি বললাম, এ ত্বলাক্ব কি হিসাবে ধরা হবে? ইবনু 'উমার বললেন ঃ তবে কি মনে করছ, যদি সে অক্ষম হয় বা বোকামী করে। (তাহলে দায়ী কে?)[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ১, হাঃ ৫২৫১; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক্ব, হা, অধ্যায় ১, হাঃ ১৪৭১ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৮ম খণ্ডটি ১৯৯২ সালের ছাপা অনুযায়ী ৪৮৭০ নং হাদীসে শেষ হয়েছে। কিন্তু ৯ম খণ্ডের শুরুতে ১৯৯৫ সালের প্রথম প্রকাশ অনুযায়ী ৪৭৬২ থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে। বিধায় আমরাও সে নম্বর অনুযায়ী পুনরায় নম্বর প্রদান করেছি।

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৫৩৩৩; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায়, হাঃ ১৪৭১

٣/١٨. بَابُ وُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

১৮/৩. ঐ ব্যক্তির উপর কাফ্ফারাহ ওয়াজিব যে তার স্ত্রীকে হারাম করলো যদিও সে ত্বলাকের নিয়্যাত করেনি।

٩٣٨. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

৯৩৮. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরূপ হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হবে। ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) এ-ও বলেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা।"[১]

٩٣٩. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَتْ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ...﴾ إِلَى... ﴿إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا.

৯৩৯. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাইনাব বিন্ত জাহশের নিকট কিছু বিলম্ব করতেন এবং সেখানে তিনি মধু পান করতেন। আমি ও হাফসাহ পরামর্শক্রমে ঠিক করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার কাছেই নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রবেশ করবেন, সেই যেন বলি– আমি আপনার থেকে মাগাফীর-এর গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন। এরপর তিনি তাদের একজনের নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে অনুরূপ বললেন। তিনি বললেনঃ বরং আমি যাইনাব বিন্ত জাহ্শের নিকট মধু পান করেছি। আমি পুনঃ এ কাজ করব না। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ "হে নাবী! এমন বস্তুকে হারাম করছেন কেন, যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন ﴿إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ﴾ যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর" পর্যন্ত। এখানে 'আয়িশাহ ও হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্র বাণী যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন– 'বরং আমি মধু পান করেছি'–এ কথার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়।[২]

٩٤٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوْ مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتْ النَّبِيَّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ৪৯১১; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৪৭৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : অধ্যায় ৮, হাঃ ৫২৬৭; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৪৭৪

وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُوْ مِنْكِ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُوْلِيْ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَإِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ لَا فَقُوْلِيْ لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيْحُ الَّتِيْ أَجِدُ مِنْكَ فَإِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُوْلِيْ لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُوْلُ ذَلِكِ وَقُوْلِيْ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِيْ بِهِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيْحُ الَّتِيْ أَجِدُ مِنْكَ قَالَ سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا أَسْقِيْكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِيْ.

৯৪০. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মধু ও হালুয়া (মিষ্টি) পছন্দ করতেন। আসরের সলাত শেষে তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের নিকট যেতেন। এরপর তাঁদের একজনের ঘনিষ্ঠ হতেন। একদা তিনি হাফসাহ বিন্‌ত উমারের কাছে গেলেন এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক সময় অতিবাহিত করলেন। এতে আমি ঈর্ষা করলাম। পরে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে অবগত হলাম যে, তাঁর (হাফসার) গোত্রের জনৈকা মহিলা তাঁকে এক পাত্র মধু হাদিয়া দিয়েছিল। তা থেকেই তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কিছু পান করিয়েছেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এজন্য একটি ফন্দি আঁটব। এরপর আমি সাওদাহ্ বিন্‌ত যাম'আকে বললাম, তিনি [আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] তো এখনই তোমার কাছে আসছেন, তিনি তোমার নিকটবর্তী হলেই তুমি বলবে, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে বলবেন "না"। তখন তুমি তাঁকে বলবে, তবে আমি কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বলবেন ঃ হাফসাহ আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। তুমি তখন বলবে, এর মৌমাছি মনে হয় 'উরফুত (এক জাতীয় গাছ) নামক বৃক্ষ থেকে মধু আহরণ করেছে। আমিও তাই বলব। সফীয়্যাহ! তুমিও তাই বলবে। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ সাওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি দরজার নিকট আসতেই আমি তোমার ভয়ে তোমার আদিষ্ট কাজ পালনে প্রস্তুত হলাম। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর নিকটবর্তী হলেন, তখন সাওদা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি বললেন ঃ না। সাওদা বললেন, তবে আপনার নিকট হতে এ কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বললেন ঃ হাফসাহ আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। সাওদা বললেন, এ মধু মক্ষিকা 'উরফুত' নামক বৃক্ষের মধু আহরণ করেছে। এরপর তিনি ঘুরে যখন আমার কাছে এলেন, তখন আমিও অনুরূপ বললাম। তিনি সফীয়্যার কাছে গেলে তিনিও এরূপ উক্তি করলেন। পরদিন যখন তিনি হাফসার কাছে গেলেন ঃ তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে মধু পান করাব কি? উত্তরে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ এর আমার কোন প্রয়োজন নেই। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, সাওদা বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাঁকে বিরত রেখেছি। আমি বললাম ঃ চুপ কর।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৮, হাঃ ৫২৬৮; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৪৭৪

٤/١٨. بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيْرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُوْنُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ

১৮/৪. যদি কেউ তার স্ত্রীকে ত্বলাকের ইখতিয়ার দেয় তাহলে সেটা ত্বলাক হবে না নিয়্যাত করা ব্যতীত।

٩٤١. حديث عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِيْ فَقَالَ إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِيْ حَتَّى تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ ﴿يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا....﴾ إِلَى... ﴿أَجْرًا عَظِيْمًا﴾ قَالَتْ فَقُلْتُ فَفِيْ أَيِّ هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّيْ أُرِيْدُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

৯৪১. নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর সহধর্মিণীদের ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি প্রথমে আমাকে বললেন, তোমাকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলব। তাড়াহুড়ো না করে তুমি তোমার আব্বা ও আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে নিবে। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, তিনি অবশ্যই জানতেন, আমার আব্বা-আম্মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলবেন না। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "হে নাবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর.....মহা প্রতিদান পর্যন্ত। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, এর মধ্যে আমার আব্বা-আম্মার সাথে পরামর্শের কী আছে? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের জীবন চাই। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্যান্য সহধর্মিণী আমার অনুরূপ জবাব দিলেন।[1]

٩٤٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِيْ يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّيْ لَا أُرِيْدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْ أُوْثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا.

৯৪২. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থানের পালার ব্যাপারে আমাদের থেকে অনুমতি চাইতেন এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও, আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে আপনার নিকট হতে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছে আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন এবং আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মু'আয বলেন, আমি 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এর উত্তরে কি বলতেন? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতাম, এ বিষয়ের অধিকার যদি আমার থেকে থাকে তাহলে আমি হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার ব্যাপারে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে চাইনে।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৪৭৮৬; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৪৭৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৪৭৮৯; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৪৭৬

٩٤٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.

৯৪৩. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ইখতিয়ার দিলে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই গ্রহণ করলাম। আর এতে আমাদের ত্বলাক সাব্যস্ত হয়নি।[১]

٥/١٨. بَابُ فِي الْإِيْلَاءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَخْيِيْرِهِنَّ وَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ}

১৮/৫. ঈলা ও স্ত্রী সংসর্গ হতে দূরে থাকা এবং তাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "যদি তার বিরুদ্ধে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ ২/২২৬)

٩٤٤. حديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِيْ مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِيْ فَإِنْ كَانَ لِيْ عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِيْ أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِيْ لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا وَفِيْمَ تَكَلُّفُكِ فِيْ أَمْرٍ أُرِيْدُهُ فَقَالَتْ لِيْ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيْدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِيْنَ أَنِّيْ أُحَذِّرُكِ عُقُوْبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُوْلِهِ ﷺ يَا بُنَيَّةُ لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِيْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةَ.

قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِيْ مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِيْ وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِيْ عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِيْ صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِيْ بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيْهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوْكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَسِيْرَ إِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُوْرُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ اعْتَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ فَأَخَذْتُ ثَوْبِيْ فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৫, হাঃ ৫২৬২; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৪৭৫

مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِيْ.

قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثُ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيْرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوْبًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيْرِ فِيْ جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيْمَا هُمَا فِيْهِ وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ.

৯৪৪. ‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এক বছর অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি প্রভাবের ভয়ে আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে সক্ষম হইনি। অবশেষে তিনি হাজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হলে, আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা যখন কোন একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পিলু গাছের আড়ালে গেলেন। ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি প্রয়োজন সেরে না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে পথ চলতে চলতে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীদের কোন্ দু'জন তার বিপক্ষে একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন? তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন হল হাফসাহ ও ‘আয়িশাহ (রাঃ)। ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য এক বছর যাবত ইচ্ছে করেছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, অমন করবে না। যে বিষয়ে তুমি মনে করবে যে, আমি তা জানি, তা আমাকে জিজ্ঞেস করবে। এ বিষয়ে আমার জানা থাকলে আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। তিনি বলেন, এরপর ‘উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! জাহিলী যুগে মহিলাদের কোন অধিকার আছে বলে আমরা মনে করতাম না। অবশেষে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে যে বিধান নাযিল করার ছিল তা নাযিল করলেন এবং তাদের হক হিসাবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল তা নির্দিষ্ট করলেন। তিনি বলেন, একদা আমি কোন এক বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলাম, এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, কাজটি যদি তুমি এভাবে এভাবে কর (তাহলে ভাল হবে)। আমি বললাম, তোমার কী প্রয়োজন? এবং আমার কাজে তোমার এ অনধিকার চর্চা কেন। সে আমাকে বলল, হে খাত্তাবের বেটা! কী আশ্চর্য, তুমি চাও না যে, আমি তোমার কথার উত্তর দান করি অথচ তোমার কন্যা হাফ্‌সাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কথার পিঠে কথা বলে থাকে। এমনকি একদিন তো সে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে রাগান্বিত করে ফেলে। এ কথা শুনে ‘উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চাদরখানা নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, বেটী! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কথার প্রতি-উত্তর করে থাক। ফলে তিনি দিনভর মনঃক্ষুণ্ণ থাকেন। হাফ্‌সাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। ‘উমার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, জেনে রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করছি। রূপ-সৌন্দর্যের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর ভালবাসা যাকে গর্বিতা করে

রেখেছে, সে যেন তোমাকে প্রতারিত না করতে পারে। এ কথা বলে 'উমার (রাঃ) 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে বোঝাচ্ছিলেন। 'উমার (রাঃ) বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম ও এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম। কারণ, তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তখন উম্মু সালামাহ (রাঃ) বললেন, হে খাত্তাবের বেটা! কী আশ্চর্য, তুমি প্রত্যেক ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করছ, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ও তার স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে এমন কঠোরভাবে ধরলেন যে, আমার গোস্বাকে একেবারে শেষ করে দিলেন। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে চলে আসলাম। আমার একজন আনসার বন্ধু ছিল। যদি আমি কোন মজলিশ থেকে অনুপস্থিত থাকতাম তাহলে সে এসে মজলিশের খবর আমাকে জানাত। আর সে যদি অনুপস্থিত থাকত তাহলে আমি এসে তাকে মজলিশের খবর জানাতাম। সে সময় আমরা গাস্সানী বাদশাহ্র আক্রমণের আশংকা করছিলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে, সে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেছে। তাই আমাদের হৃদয়-মন এ ভয়ে শংকিত ছিল। এমন সময় আমার আনসার বন্ধু এসে দরজায় করাঘাত করে বললেন, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন। আমি বললাম, গাস্সানীরা এসে পড়েছে নাকি? তিনি বললেন, বরং এর চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁর সহধর্মিণীদের থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। তখন আমি বললাম, হাফ্সাহ ও 'আয়িশাহর নাক ধূলায় ধুসরিত হোক। এরপর আমি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে চলে আসলাম। গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) একটি উঁচু টঙে অবস্থান করছেন। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে পৌছতে হয়। সিঁড়ির মুখে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর একজন কালো গোলাম বসা ছিল। আমি বললাম, বলুন, 'উমার ইব্নু খাত্তাব এসেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে অনুমতি দিলেন, আমি তাঁকে এসব ঘটনা বললাম, এক পর্যায়ে আমি যখন উম্মু সালামাহ্র কপোপকথন পর্যন্ত পৌছলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মুচকি হাসলেন। এ সময় তিনি একটা চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। চাটাই এবং রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর মাঝে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ এবং পায়ের কাছে ছিল সল্ম বৃক্ষের পাতার একটি স্তূপ ও মাথার উপর লটকানো ছিল চামড়ার একটি মশক। আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর একপার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি বললেন, তুমি কেন কাঁদছ? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিসরা ও কায়সার পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবে আছে, অথচ আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, তুমি পছন্দ করো না যে, তারা দুনিয়া লাভ করুক, আর আমরা আখিরাত লাভ করি।[1]

٩٤٥. **حديث** عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيْصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا﴾ حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا﴾ ؟ قَالَ : وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ৪৯১৩; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৪৭৯

ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيْ بَنِيْ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ فَرَاجَعَتْنِيْ فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِيْ قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَعَنِيْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ.

ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَفَتَأْمَنِيْنَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ ﷺ فَتَهْلِكِيْ لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيْهِ وَسَلِيْنِيْ مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ.

قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِيْ ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هٰذَا يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هٰذَا أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ لَا أَدْرِيْ هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِيْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِيْ فِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِيْ فَقَالَ قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ

اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَسُّمَةً أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فِيْ بَيْتِهِ فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللهَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَفِيْ هٰذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّ أُوْلَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوْا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِيْ فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى اٰيَةَ التَّخَيُّرِ فَبَدَأَ بِيْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

৯৪৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহুদিন ধরে উৎসুক ছিলাম যে, আমি 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করব, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর বিবিগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্‌র নিকট তাওবাহ কর (তবে এটা উত্তম) কেননা, তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।" এরপর একবার তিনি ['উমার (রাঃ)] হাজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে হাজ্জে গেলাম। (ফিরে আসার পথে) তিনি ইস্‌তিনজার জন্য রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমি পানি পূর্ণ পাত্র হাতে তাঁর সাথে গেলাম। তিনি ইস্‌তিনজা করে ফিরে এলে আমি ওযূর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি যখন ওযূ করছিলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে কোন্ দু'জন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ কর (তবে তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা, তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।" জবাবে তিনি বললেন, হে ইব্‌নু 'আব্বাস! আমি তোমার প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছি। তাঁরা দুজন তো 'আয়িশাহ (রাঃ)ও হাফসাহ (রাঃ)। এরপর 'উমার (রাঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, "আমি এবং আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী যিনি উমাইয়াহ ইব্‌নু যায়দ গোত্রের লোক এবং তারা মাদীনাহ্‌র উপকণ্ঠে বসবাস করত। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর সঙ্গে পালাক্রমে সাক্ষাত করতাম। সে একদিন নাবী (ﷺ)-এর দরবারে যেত, আমি আর একদিন যেতাম। যখন আমি দরবারে যেতাম, ঐ দিন দরবারে ওয়াহী অবতীর্ণসহ যা ঘটত সবকিছুর খবর আমি তাকে দিতাম এবং সেও অনুরূপ খবর আমাকে দিত। আমরা কুরাইশরা নিজেদের স্ত্রীগণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে এলাম, তখন দেখতে

পেলাম, তাদের স্ত্রীগণ তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে চলেছে। সুতরাং আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি সেরূপ ব্যবহার করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি নারাজ হলাম এবং তাকে উচ্চৈঃস্বরে কিছু বললাম, সেও প্রতি-উত্তর দিল। আমার কাছে এ রকম প্রতি-উত্তর দেয়াটা অপছন্দ হল। সে বলল, আমি আপনার কথার পাল্টা উত্তর দিচ্ছি এতে অবাক হচ্ছেন কেন? আল্লাহ্‌র কসম, নাবী (ﷺ)-এর বিবিগণ তাঁর কথার মুখে মুখে পাল্টা উত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার একদিন এক রাত পর্যন্ত কথা না বলে কাটান। ['উমার (রাঃ) বলেন], এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং আমি বললাম, তাদের মধ্যে যারা এরূপ করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি আমার কাপড় পরিধান করলাম এবং আমার কন্যা হাফসাহ্‌র ঘরে প্রবেশ করলাম এবং বললাম ঃ হাফ্‌সা! তোমাদের মধ্য থেকে কারো প্রতি রাসূল (ﷺ) কি সারা দিন রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেননি? সে উত্তর করল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। তোমরা কি এ ব্যাপারে ভীত হচ্ছো না যে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন? পরিণামে তোমরা ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাবে। সুতরাং তুমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে অতিরিক্ত কোন জিনিস দাবি করবে না এবং তাঁর কথার প্রতি-উত্তর করবে না এবং তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ করবে না। তোমার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার কাছে চেয়ে নেবে। আর তোমার সতীন তোমার চেয়ে অধিক রূপবতী এবং রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর অধিক প্রিয়- তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এখানে সতীন বলতে 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। 'উমার (রাঃ) আরো বলেন, এ সময় আমাদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গাস্‌সানের শাসনকর্তা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশে তাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার প্রতিবেশী আনসার তার পালার দিন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর খেদমত থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করল এবং জিজ্ঞেস করল, আমি ঘরে আছি কিনা? আমি শংকিত অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। সে বলল, আজ এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কী? গ্যাস্‌সানিরা কি এসে গেছে? সে বলল, না তার চেয়েও বড় ঘটনা এবং তা ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁর সহধর্মিণীগণকে ত্বলাক্ব দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফ্‌সা তো ধ্বংস হয়ে গেল, ব্যর্থ হলো। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম, খুব শীগগীরই এরকম একটা কিছু ঘটবে। এরপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং ফজরের সলাত নাবী (ﷺ)-এর সাথে আদায় করলাম। নাবী (ﷺ) ওপরের কামরায় (মাশরুবা) একাকী আরোহণ করলেন, আমি তখন হাফ্‌সার কাছে গেলাম এবং তাকে কাঁদতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক করে দেইনি? নাবী (ﷺ) কি তোমাদের সকলকে ত্বলাক্ব দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি ওখানে ওপরের কামরায় একাকী রয়েছেন। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মিম্বরের কাছে বসলাম। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক বসা ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমি এ অবস্থা সহ্য করতে পারছিলাম না। সুতরাং যে ওপরের কামরায় নাবী (ﷺ) অবস্থান করছিলেন আমি সেই ওপরের কামরায় গেলাম এবং তাঁর হাবশী কালো খাদিমকে বললাম, তুমি কি উমারের জন্য নাবী (ﷺ)-এর কাছে যাবার অনুমতি এনে দেবে? খাদিমটি গেল এবং নাবী (ﷺ)-এর সাথে কথা বলল। ফিরে এসে উত্তর করল, আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে আপনার কথা বলেছি; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। তখন আমি ফিরে এলাম এবং যেখানে লোকজন বসা ছিল সেখানে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। তাই আবার এসে খাদেমকে বললাম! তুমি কি

Contents

উমরের জন্য অনুমতি এনে দিবে? সে প্রবেশ করল এবং ফিরে এসে বলল, আপনার কথা বলেছি কিন্তু নাবী (ﷺ) চুপ থেকেছেন। তাই আমি আবার ফিরে এসে মিম্বরের কাছে ঐ লোকজনের সাথে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। পুনরায় আমি খাদেমের কাছে গেলাম এবং বললাম, তুমি কি উমারের জন্য অনুমতি এনে দেবে? সে গেল এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে বলতে লাগল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করলাম; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। যখন আমি ফিরে যাবার উদ্যোগ নিয়েছি, এমন সময় খাদিমটি আমাকে ডেকে বলল, নাবী (ﷺ) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিকট প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি খেজুরের চাটাইর ওপর চাদরবিহীন অবস্থায় খেজুরের পাতা ভর্তি একটি বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরে পরিষ্কার চাটাইয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আপনার বিবিগণকে ত্বলাক্ব দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, না (অর্থাৎ ত্বলাক্ব দেইনি)। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার। এরপর আলাপটা নমনীয় করার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি শোনেন তাহলে বলি ঃ আমরা কুরাইশগণ, মহিলাদের ওপর আমাদের প্রতিপত্তি খাটাতাম; কিন্তু আমরা মাদীনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের ওপর নারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান। এ কথা শুনে নাবী (ﷺ) মুচকি হাসলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি আমার কথার দিকে একটু নজর দেন। আমি হাফ্সার কাছে গেলাম এবং আমি তাকে বললাম, তোমার সতীনের রূপবতী হওয়া ও রাসসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর প্রিয় পাত্রী হওয়া তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। এর দ্বারা 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নাবী (ﷺ) পুনরায় মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। এরপর আমি তাঁর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, আল্লাহ্র কসম, শুধুমাত্র তিনটি চামড়া ব্যতীত আর আমি তাঁর ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যাতে আপনার উম্মাতদের সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমানদের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে এবং তাদের দুনিয়ার আরাম প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়েছে; অথচ তারা আল্লাহ্র 'ইবাদাত করে না। এ কথা শুনে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে নাবী (ﷺ) সোজা হয়ে বসে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এ ধারণা পোষণ করছ? ওরা ঐ লোক, যারা উত্তম কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। হাফ্সাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে নাবী (ﷺ) উনত্রিশ দিন তার বিবিগণ থেকে আলাদা থাকেন। নাবী (ﷺ) বলেছিলেন, আমি এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাব না তাদের প্রতি গোস্বার কারণে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। সুতরাং যখন উনত্রিশ দিন হয়ে গেল, নাবী (ﷺ) সর্বপ্রথম 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে দিয়েই শুরু করলেন। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কসম করেছেন যে, একমাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু এখন তো উনত্রিশ দিনেই এসে গেলেন। আমি প্রতিটি দিন এক এক করে হিসাব করে রেখেছি। নাবী (ﷺ) বললেন, উনত্রিশ দিনেও একমাস হয়। নাবী (ﷺ) বলেন, এ মাস ২৯ দিনের। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরও বলেন, ঐ সময় আল্লাহ্ তা'আলা ইখতিয়ারের (সূরাহ আহযাবের ২৮নং) আয়াত নাযিল করেন এবং তিনি তাঁর বিবিগণের মধ্যে আমাকে দিয়েই শুরু করেন এবং আমি তাঁকেই গ্রহণ করি।

এরপর তিনি অন্য বিবিগণের অভিমত চাইলেন। সকলেই তাই বলল, যা 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছিলেন।[১]

٦/١٨. بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

১৮/৬. তিন ত্বলাকপ্রাপ্তা মহিলার খরচ বা ব্যয় ভার নেই।

٩٤٦. **حديث** عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللهَ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ.

৯৪৬. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফাতিমার কী হল? সে কেন আল্লাহকে ভয় করছে না অর্থাৎ তার এ কথায় যে, ত্বলাক্বপ্রাপ্তা নারী (তার স্বামীর থেকে) খাদ্য ও বাসস্থান কিছুই পাবে না।[২]

٩٤٧. **حديث** عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هٰذَا الْحَدِيثِ.

৯৪৭. কাসিম (রহ.) হতে বর্ণিত। 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহ.) 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি জানেন না, হাকামের কন্যা অমুককে তার স্বামী তিন ত্বলাক্ব দিলে, সে (তার পিতার ঘরে) চলে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ এ হাদীস বর্ণনায় তার কোন কল্যাণ নেই।[৩]

٨/١٨. بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ

১৮/৮. বিধবা স্ত্রী বা অন্যদের সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দাত পূর্ণ করার বর্ণনা।

٩٤٨. **حديث** سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ فَإِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي.

৯৪৮. সুবায়'আহ বিনতুল হারিস বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, তিনি বানু আমির ইবনু লুয়াই গোত্রের সাদ ইবনু খাওলার স্ত্রী ছিলেন, সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাদ্‌র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। তিনি বিদায়

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৮৩, হাঃ ৫১৯১; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৪৭৯
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪১, হাঃ ৫৩২৪; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৪৮১
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪১, হাঃ ৫৩২৬; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৪৮১

হজ্জের বছর মারা যান। তখন তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তার ইন্তিকালের কিছুদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপর নিফাস থেকে পবিত্র হয়েই তিনি বিবাহের পয়গাম দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা আরম্ভ করলেন। এ সময় আবদুদ্দার গোত্রের আবুস সানাবিল ইব্‌নু বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাকে গিয়ে বললেন কী ব্যাপার, আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি বিবাহের আশায় পয়গাম দাতাদের উদ্দেশে সাজসজ্জা আরম্ভ করে দিয়েছ? আল্লাহ্‌র কসম চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তুমি বিবাহ করতে পারবে না। সুবায়'আহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, (আবূস সানাবিল আমাকে) এ কথা বলার পর আমি ঠিকঠাক মত কাপড় চোপড় পরিধান করে বিকেল বেলা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, যখন আমি সন্তান প্রসব করেছি তখন থেকেই আমি হালাল হয়ে গেছি। এরপর তিনি আমাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন যদি আমার ইচ্ছে হয়।[১]

٩٤٩. حديث أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِيْ فِيْ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اٰخِرُ الْأَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِيْ يَعْنِيْ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيْمَنْ خَطَبَهَا.

৪৯০৯. আবূ সালামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে এলেন এবং বললেন, এক মহিলা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর বাচ্চা প্রসব করেছে। সে এখন কিভাবে ইদ্দত পালন করবে, এ বিষয়ে আমাকে ফাতাওয়া দিন। ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, ইদ্দত সম্পর্কিত হুকুম্ দু'টির যেটি দীর্ঘ, তাকে সেটি পালন করতে হবে। আবূ সালামাহ (রহ.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র হুকুম তো হল ঃ গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবূ সালামাহ্‌র সঙ্গে আছি। তখন ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর ক্রীতদাস কুরায়বকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি বললেন, সুবায়'আহ আসলামিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর স্বামীকে হত্যা করা হল, তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপরই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। যারা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আবুস্ সানাবিল তাদের মধ্যে একজন।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩৯৯১; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৪৮৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাঃ ৪৯০৯; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৪৮৫

٩/١٨. بَابُ وُجُوْبِ الْإِحْدَادِ فِيْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيْمِهِ فِيْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

১৮/৯. স্বামী মারা গেলে মহিলার জন্য ইদ্দাত পর্যন্ত শোক পালন করা ওয়াজিব এবং অন্যদের তিনদিনের বেশি শোক পালন নিষিদ্ধ।

٩٥٠. **حديث** أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَزَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِيْ سَلَمَةَ : قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُوْلُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.

قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِيْ ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.

৯৫০. যাইনাব বিন্‌ত আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবার পিতা আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুবরণ করলে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হই। উম্মু হাবীবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যা'ফরান ইত্যাদি মিশ্রিত হলদে রং এর খুশবু নিয়ে আসতে বললেন। তিনি এক বালিকাকে এ থেকে কিছু মাখালেন। এরপর তাঁর নিজের চেহারার উভয় পার্শ্বে কিছু মাখলেন। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! খুশবু ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন আমার নেই। তবে আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ হবে না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

যাইনাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ যাইনাব বিন্ত জাহ্‌শের ভাই মৃত্যুবরণ করলে আমি তার (যায়নাবের) নিকট গেলাম। তিনিও খুশবু আনিয়ে কিছু ব্যবহার করলেন। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! খুশবু ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন আমার নেই। তবে আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ হবে না তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে।

যাইনাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ আমি উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলতে শুনেছি ঃ এক মহিলা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। তার চোখে অসুখ। তার চোখে কি সুরমা লাগাতে পারবে? তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'তিন বার বললেন, না। তিনি আরও বললেন ঃ এতো মাত্র চার মাস দশ দিনের ব্যাপার। অথচ বর্বরতার যুগে এক মহিলা এক বছরের মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত।

হুমায়দ্ বলেন, আমি যাইনাবকে জিজ্ঞেস করলাম, এক বছরের মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করার অর্থ কি? তিনি বলেন, সে যুগে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সে অতি ক্ষুদ্র একটি কোঠায় প্রবেশ করতো এবং নিকৃষ্ট কাপড় পরিধান করত, কোন খুশবু ব্যবহার করতে পারত না। এভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার কাছে চতুষ্পদ জন্তু যথা- গাধা, বকরী অথবা গাভী আনা হতো। আর সে তার গায়ে হাত বুলাতো। হাত বুলাতে বুলাতে অনেক সময় সেটা মারাও যেত। এরপর সে (মহিলা) বেরিয়ে আসতো। তাকে বিষ্ঠা দেয়া হতো এবং তা তাকে নিক্ষেপ করতে হতো। এরপর ইচ্ছে করলে সে খুশবু ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত। মালিক (রহ.)-কে تَفْتَضُّ শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ "মহিলা ঐ প্রাণীর চামড়ায় হাত বুলাতো"।[1]

৯৫১. حَدِيْثُ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِيْ نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৯৫১. উম্মু 'আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তির জন্যে আমাদেরকে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হতে নিষেধ করা হতো। কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন (শোক পালনের অনুমতি ছিল)। আমরা তখন সুরমা লাগাতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করতাম না, ইয়েমেনের তৈরি রঙিন কাপড় ছাড়া অন্য কোন রঙিন কাপড় পরিধান করতাম না। তবে হায়য হতে পবিত্রতার গোসলে আজফারের খোশ্‌বু মিশ্রিত বস্ত্রখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি ছিল।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৫৩৩৪-৫৩৩৭ মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৪৮৬-১৪৭৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ১২, হাঃ ৩১৩; মুসলিম, পর্ব ১৮ : ত্বলাক, অধ্যায় ৯, হাঃ ৯৩৮

١٩- كِتَابُ اللِّعَانِ

পর্ব (১৯) ঃ লি'আন

৯৫২. حديث سَهْلِ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِيْ يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِيْ بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِيْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لَا أَنْتَهِيْ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

৯৫২. সাহ্ল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। উওয়াইমার আজলানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'আসিম ইবনু আদী আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে এসে বললেন ঃ হে আসিম! কী বল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে (ব্যভিচার-রত অবস্থায়) পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এতে তোমরাও কি তাকে হত্যা করবে? (যদি সে হত্যা না করে) তাহলে কী করবে? হে আসিম! তুমি আমার এ বিষয়টি আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস কর। এরপর আসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ অপছন্দ করলেন এবং অশোভনীয় মনে করলেন। এমন কি আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যা শুনলেন, তাতে তার খুব খারাপ লাগল। আসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমির এসে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আসিম! আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাকে কি উত্তর দিলেন। আসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উওয়াইমিরকে বললেন ঃ তুমি আমার কাছে কোন ভাল কাজ নিয়ে আসনি। আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরনের জিজ্ঞাসাকে অপছন্দ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। উওয়াইমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস না করে ক্ষ্যান্ত হব না। এরপর উওয়াইমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে তাঁকে লোকদের মাঝে পেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কী বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে (ব্যভিচার-রত) দেখতে পায়, সে কি তাকে হত্যা করবে? আর আপনারাও কি তাকে হত্যার বদলে হত্যা করবেন? অন্যথায় সে কী করবে? আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যাও তাকে নিয়ে এসো। সাহ্ল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তারা উভয়ে লি'আন করল। সে সময় আমি লোকদের সাথে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে ছিলাম। উভয়ে লি'আন করা সমাপ্ত করলে

উওয়াইমির বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আমি তাকে (স্ত্রী হিসাবে) রাখি, তবে আমি তার উপর মিথ্যারোপ করেছি বলে প্রমাণিত হবে। এরপর আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) তাকে নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই তিনি স্ত্রীকে তিন ত্বলাক্ব দিলেন।[১]

৯৫৩. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

৯৫৩. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী (ﷺ) লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলেছিলেন, আল্লাহই তোমাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমাদের একজন মিথ্যুক। তার (মহিলার) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। সে বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মাল? তিনি বললেন ঃ তোমার কোন মাল নেই। তুমি যদি সত্যই বলে থাক, তাহলে এ মাল তার লজ্জাস্থানকে হালাল করার বিনিময়ে হবে। আর যদি মিথ্যা বলে থাক, তবে এটা চাওয়া তোমার জন্য একান্ত অনুচিত।[২]

৯৫৪. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

৯৫৪. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লি'আন করালেন এবং সন্তানের পৈতৃক সম্পর্ক ছিন্ন করে উভয়কে পৃথক করে দিলেন। আর সন্তান মহিলাকে দিয়ে দিলেন।[৩]

৯৫৫. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ فَلَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ.

৯৫৫. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-এর কাছে লি'আন করার প্রসঙ্গ আলোচিত হল। আসিম ইবনু আদী (رضي الله عنه) এ ব্যাপারে একটি কথা জিজ্ঞেস করে চলে গেলেন। এরপর তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে অপর এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসিম (رضي الله عنه) বললেন ঃ অযথা জিজ্ঞাসার কারণেই আমি এ ধরনের বিপদে পড়তাম। এরপর তিনি লোকটিকে নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে গেলেন এবং অভিযোগকারীর বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। লোকটি ছিল হলদে হালকা দেহ ও সোজা চুল বিশিষ্ট। আর ঐ লোকটি যাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছে বলে সে অভিযুক্ত করে সে ছিল প্রায় কালো, মোটা ধরনের স্থূল দেহের অধিকারী।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪, হাঃ ৫৩০৮; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আনঃ, হাঃ ১৪৯২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৫৩৫০; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আনঃ, হাঃ ১৪৯৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৫৩১৫; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আন, অধ্যায়, হাঃ ১৪৯৩

নাবী (ﷺ) বলেন ঃ হে আল্লাহ! সমস্যাটি সমাধান করে দিন। এরপর মহিলা ঐ লোকটির আকৃতি বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করল, যাকে তার স্বামী তার কাছে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছিল। নাবী (ﷺ) তাদের (স্বামী-স্ত্রী) উভয়কে লি'আন করালেন। এক ব্যক্তি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে সে বৈঠকেই জিজ্ঞেস করল ঃ এ মহিলা সম্বন্ধেই কি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন? "আমি যদি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম, তবে একেই রজম করতাম।" ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ না, সে ছিল (অন্য এক) মহিলা, যে মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত।[১]

٩٥٦. الْمُغِيْرَةِ بن شعبة قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِيْنَ وَالْمُنْذِرِيْنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ.

৯৫৬. মুগীরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সা'দ ইব্‌নু 'উবাদাহ (রাঃ) বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে যদি দেখি, তাকে সোজা তরবারি দ্বারা হত্যা করব। এ উক্তি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আল্লাহ্ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অক্ষমতা প্রকাশকে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করেন এমন কেউই নেই। আর এইজন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতাদেরকে পাঠিয়েছেন। আত্মস্তুতি আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক কারো কাছে প্রিয় নয়। তাই তিনি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।[২]

٩٥٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ أَسْوَدُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى ذَلِكَ قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ.

৯৫৭. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার একটি কালো সন্তান জন্মেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কিছু উট আছে কি? সে উত্তর করল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ সেগুলোর রং কেমন? সে বলল ঃ লাল। তিনি বললেন ঃ সেগুলোর মধ্যে কোনটি ছাই বর্ণের আছে কি? সে বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তবে সেটিতে এমন বর্ণ কোত্থেকে এলো। লোকটি বলল ঃ সম্ভবত পূর্ববর্তী বংশের কারণে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে হতে পারে, তোমার এ সন্তানও বংশগত কারণে এরূপ হয়েছে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৩১, হাঃ ৫৩১০; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আন, অধ্যায়, হাঃ ১৪৯৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ২০, হাঃ ৭৪১৬; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আনঃ, হাঃ ১৪৯৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ২৬, হাঃ ৫৩০৫; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আনঃ, হাঃ ১৫০০

٢٠- كِتَابُ الْعِتْقِ

পর্ব (২০) ঃ 'ইত্‌ক (মুক্তি)

٩٥٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

৯৫৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কেউ যদি কোন ক্রীতদাস হতে নিজের অংশ মুক্ত করে আর ক্রীতদাসের মূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকে, তবে তার উপর দায়িত্ব হবে ক্রীতদাসের ন্যায্য মূল্য নির্ণয় করা। তারপর সে শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করবে এবং ক্রীতদাসটি তার পক্ষ হতে মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু (সে পরিমাণ অর্থ) না থাকলে তার পক্ষ হতে ততটুকুই মুক্ত হবে যতটুকু সে মুক্ত করেছে।[1]

١/٢٠. بَابُ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

২০/১. গোলামকে মুক্তিপণের অর্থ উপার্জনের সুযোগ দান।

٩٥٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوْكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِيْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوْكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ.

৯৫৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, কেউ তার (শরীক) গোলাম হতে অংশ আযাদ করে দিলে তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে নিজস্ব অর্থে সেই গোলামকে পূর্ণ আযাদ করা। যদি তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে, তাহলে গোলামের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তারপর (অন্য শরীকদের অংশ পরিশোধের জন্য) তাকে উপার্জনে যেতে হবে, তবে তার উপর অতিরিক্ত কষ্ট চাপানো যাবে না।[2]

٢/٢٠. بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২০/২. ওয়ালার মালিক হবে আযাদকারী।

٩٦٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِيْ إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيْرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوْا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ابْتَاعِيْ فَأَعْتِقِيْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৫২২; মুসলিম, পর্ব ২০ : 'ইত্‌ক (মুক্তি)ঃ, হাঃ ১৫০১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৭ : অংশীদারিত্ব, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৪৯২; মুসলিম, পর্ব ২০ : 'ইত্‌ক (মুক্তি), অধ্যায় ১, হাঃ ১৫০৩

يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَلَـيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَـةَ مَـرَّةٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

৯৬০. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। বারীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একবার তার মুকাতাবাতের ব্যাপারে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন পর্যন্ত তিনি মুকাতাবাতের অর্থ হতে কিছুই আদায় করেননি। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা সম্মত হলে আমি তোমার মুকাতাবাতের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব। আর তোমার ওয়ালার (অভিভাবকের) অধিকার আমার হবে। বারীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কথাটি তার মালিকের কাছে পেশ করলেন। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল এবং বলল, তিনি যদি তোমাকে মুক্ত করে সওয়াব পেতে চান, তবে করতে পারেন। ওয়ালা আমাদেরই থাকবে। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পেশ করলে তিনি বললেন, তুমি খরিদ করে মুক্ত করে দাও। কেননা, যে মুক্ত করবে, সেই ওয়ালার অধিকারী হবে। (রাবী) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সাহাবীগণের সমাবেশে) দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কী হল, এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে এমন সব শর্তারোপ করবে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তা তার জন্য প্রযোজ্য হবে না; যদিও সে শতবার শর্তারোপ করে। কেননা, আল্লাহর দেয়া শর্তই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য।[1]

٩٦١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِيْ زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْـهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيْهَا لَحْمٌ قَالُوْا بَلَى وَلَـكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

৯৬১. নাবী সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার মাধ্যমে (শারী'আতের) তিনটি বিধান জানা গেছে। এক. তাকে আযাদ করা হলো, এরপর তাকে তার স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ইখ্‌তিয়ার দেয়া হলো। দুই. আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আযাদকারী আযাদকৃত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তিন. আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করলেন, দেখতে পেলেন ডেগে গোশ্‌ত উথলে উঠছে। তাঁর কাছে রুটি ও ঘরের অন্য তরকারী উপস্থিত করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ গোশ্‌তের পাত্র দেখছি না যে যার ভিতর গোশ্‌ত ছিল? লোকেরা জবাব দিল, হাঁ, কিন্তু সে গোশ্‌ত বারীরাকে সদাকাহ হিসাবে দেয়া হয়েছে। আর আপনি তো সদাকাহ খান না? তিনি বললেন ঃ তার জন্য সদাকাহ, আর আমাদের জন্য এটা হাদিয়া।[2]

٣/٢٠. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

২০/৩. "ওয়ালা" বিক্রয় করা ও দান করা নিষিদ্ধ।

٩٦٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫০ : চুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাঃ ২৫৬১; মুসলিম, পর্ব ২০ : 'ইত্‌ক (মুক্তি), অধ্যায় ২, হাঃ ১৫০৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ১৪, হাঃ ৫২৭৯; মুসলিম, পর্ব ২০ : 'ইত্‌ক (মুক্তি), অধ্যায় ২, হাঃ ১৫০৪

৯৬২. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ক্রীতদাসের অভিভাবকত্ব বিক্রি করতে এবং তা দান করতে নিষেধ করেছেন।[১]

٢٠/٤. بَابُ تَحْرِيْمِ تَوَلِّي الْعَتِيْقِ غَيْرَ مَوَالِيْهِ

২০/৪. আযাদকৃত গোলামের জন্য আযাদকারী মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব গণ্য করা নিষিদ্ধ।

٩٦٣. حديث عَلِيّ بن أبي طالب ﷺ خَطَبَ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيْهِ صَحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِيْ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَإِذَا فِيْهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيْهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيْهَا مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

৯৬৩. ইব্‌রাহীম তায়মী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, একদা 'আলী (রাঃ) পাকা ইটে নির্মিত একটি মিম্বরে আরোহণ করে আমাদের উদ্দেশে খুত্‌বা পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে একটি তরবারী ছিল, যার মাঝে একটি সহীফা ঝুলন্ত ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব এবং যা এ সহীফাতে লিপিবদ্ধ আছে এ ব্যতীত অন্য এমন কোন কিতাব নেই যা পাঠ করা যেতে পারে। অতঃপর তিনি তা খুললেন। তাতে উটের বয়স সম্পর্কে লেখা ছিল এবং লেখা ছিল যে, 'আয়র' (পর্বত) থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মাদীনাহ হারাম (পবিত্র এলাকা) বলে বিবেচিত হবে। যে কেউ এখানে কোন অন্যায় করবে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তাকুল ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার ফার্‌য ও নফল কোন 'ইবাদাতই কবূল করবেন না এবং তাতে আরও ছিল যে, এখানকার সকল মুসলিমের নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। একজন নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও (অন্য কাউকে) নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি অপর একজন মুসলিমের প্রদত্ত নিরাপত্তাকে লঙ্ঘন করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশ্‌তাকূলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের লা'নাত (অভিসম্পাত)। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফার্‌য ও নফল কোন 'ইবাদাতই কবূল করবেন না। তাতে আরও ছিল, যদি কোন ব্যক্তি তার (আযাদকারী) মনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের (গোলাম থাকাকালীন সময়ের) মনিব বলে উল্লেখ করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশ্‌তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার ফার্‌য, নফল কোন 'ইবাদাতই গ্রহণ করবেন না।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৫৩৫; মুসলিম, পর্ব ২০ : 'ইত্‌ক (মুক্তি), অধ্যায় ৩, হাঃ ১৫০৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৭৩০০; মুসলিম, পর্ব ২০ : 'ইত্‌ক (মুক্তি), অধ্যায় ৪, হাঃ ১৩৭০

٥/٢٠. بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ

২০/৫. গোলাম আযাদ করার ফাযীলাত।

٩٦٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

৯৬৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, কেউ কোন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করলে আল্লাহ সেই ক্রীতদাসের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে তার এক একটি অঙ্গ (জাহান্নামের) আগুন হতে মুক্ত করবেন।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১, হাঃ ২৫১৭; মুসলিম, পর্ব ২০ : 'ইত্ক (মুক্তি), অধ্যায় ৫, হাঃ ১৫০৯

٢١- كِتَابُ الْبُيُوْعِ

পর্ব (২১) ঃ ক্রয়-বিক্রয়

٢١/١. بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

২১/১. স্পর্শ ও নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হওয়া।

٩٦٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

৯৬৫. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) স্পর্শ ও নিক্ষেপের পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।[1]

٩٦٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

৯৬৬. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু' (দিনের) সওম ও দু' (প্রকারের) ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর (দিনের) সওম এবং মুলামাসাহ ও মুনাবাযাহ (পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়) হতে।[2]

٩٦٧. حديث أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْاٰخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْاٰخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُوْنَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوْ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

৯৬৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) দু'প্রকার কাপড় পরিধান করতে ও দু'প্রকার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ে তিনি 'মুলামাসাহ' ও 'মুনাবাযাহ' থেকে নিষেধ করেছেন। মুলামাসাহ হল রাতে বা দিনে একজনের দ্বারা অপর জনের কাপড় হাত দিয়ে স্পর্শ করা। এটুকু ব্যতীত তা আর উলট-পালট করে দেখে না। আর মুনাবাযাহ হল– এক লোকের দ্বারা অন্য লোকের প্রতি তার কাপড় নিক্ষেপ করা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারাও তার কাপড় নিক্ষেপ করা এবং এর দ্বারাই তাদের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া, দেখা ও পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকেই। আর দু'প্রকার পোশাক পরিধানের (এর এক প্রকার) হল– ইশ্তিমালুস-সাম্মা'। সাম্মা হল এক কাঁধের উপর কাপড় এমনভাবে রাখা যাতে অন্য কাঁধ খালি থাকে, কোন কাপড় থাকে না। পোশাক পরার অন্য প্রকার হচ্ছে- বসা অবস্থায় নিজের কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঘিরে রাখা, যাতে লজ্জাস্থানের উপর কাপড়ের কোন অংশ না থাকে।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৩, হাঃ ২১৪৬; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৫১১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৭, হাঃ ১৯৯৩; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৫১১

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ২০, হাঃ ৫৮২০; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৫১১

٢١/٣. بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

২১/৩. পশুর পেটে আছে এমন বাচ্চা বিক্রয় হারাম।

٩٦٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِيْ فِيْ بَطْنِهَا.

৯৬৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) গর্ভস্থিত বাচ্চার গর্ভের প্রসবের মেয়াদের উপর বিক্রি নিষেধ করেছেন। এ এক ধরনের বিক্রয়, যা জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ছিল। কেউ এ শর্তে উটনী ক্রয় করত যে, এই উটনীটি প্রসব করবে পরে ঐ শাবক তার গর্ভ প্রসব করার পর তার মূল্য দেয়া হবে।[১]

٢١/٤. بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

২১/৪. কোন ভাইয়ের দামদর করার উপর দামদর করা, কোন ভাই এর ক্রয়ের বিরুদ্ধে ক্রয় করা, ঠকানো ও পালানে দুধ জমা করার নিষিদ্ধতা।

٩٦٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ.

৯৬৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।[২]

٩٧٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

৯৭০. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না তোমাদের কেউ যেন কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে। তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। শহরবাসী তোমাদের কেউ যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। তোমরা বকরীর দুধ আটকিয়ে রাখবে না। যে এরূপ বকরী ক্রয় করবে, সে দুধ দোহনের পরে এ দু'টির মধ্যে যেটি ভাল মনে করবে, তা করতে পারে। সে যদি এতে সন্তুষ্ট হয় তবে বকরী রেখে দিবে, আর যদি সে তা অপছন্দ করে তবে ফেরত দিবে এবং এক সা'আ পরিমাণ খেজুর দিবে।[৩]

٩٧١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ التَّلَقِّيْ وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَعَنْ التَّصْرِيَةِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬১, হাঃ ২১৪৩; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৫১৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫৮, হাঃ ২১৩৯; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৪১২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৪, হাঃ ২১৫০; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৫১৫

৯৭১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউকে শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্য বহরের কাফেলা থেকে মাল কিনতে নিষেধ করেছেন। আর বেদুঈনের পক্ষ হয়ে মুহাজিরদেরকে কোন কিছু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (অপর স্ত্রীলোকের) তালাকের শর্তারোপ না করে আর কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দামের উপর দাম না করে এবং নিষেধ করেছেন দালালী করতে, (মূল্য বাড়ানোর উদ্দেশে) এবং স্তন্যে দুধ জমা করতে (ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশে)।[১]

٢١/٥. بَابُ تَحْرِيْمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ

২১/৫. অন্যায় সুবিধা লাভের উদ্দেশে পথিমধ্যে বণিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নিষিদ্ধতা।

٩٧٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوْعُ.

৯৭২. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (স্তন্যে) দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী ক্রয় করে তা ফেরত দিতে চায়, সে যেন এর সঙ্গে এক সা'আ পরিমাণ খেজুরও দেয়। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (পণ্য ক্রয় করার জন্য) বণিক দলের সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যে) সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।[২]

٢١/٦. بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

২১/৬. শহরবাসীর জন্য গ্রাম্য লোকের পক্ষে বিক্রয় করা হারাম।

٩٧٣. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

৯৭৩. ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে সস্তায় পণ্য খরিদের উদ্দেশে) সাক্ষাৎ করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। রাবী তাউস (রহ.) বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, তাঁর এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন, তার হয়ে যেন সে প্রতারণামূলক দালালী না করে।[৩]

٩٧٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ نُهِيْنَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

৯৭৪. আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী কর্তৃক বিক্রি করা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৪ : শর্তাবলী, অধ্যায় ১১, হাঃ ২৭২৭; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৫১৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৪, হাঃ ২১৪৯; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৫১৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ২১৫৮; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৫২১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৭০, হাঃ ২১৬১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৫২৩

٢١/٨. بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
২১/৮. মাল হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় বাতিল।

٩٧٥. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَّا الَّذِيْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.

৯৭৫. ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিষেধ করেছেন, তা হল অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রয় করা। ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি মনে করি, প্রত্যেক পণ্যের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।[১]

٩٧٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

৯৭৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করবে, সে তা পুরোপুরি আয়ত্তে না এনে বিক্রি করবে না।[২]

٩٧٧. حديث عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ فِيْ أَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُوْنَهُ فِيْ مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِيْ مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ.

৯৭৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বাজারের প্রান্ত সীমায় খাদ্য ক্রয় করে সেখানেই বিক্রি করে দিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্থানান্তর না করে সেখানেই বিক্রি করতে তাদের নিষেধ করেছেন।[৩]

٢١/١٠. بَابُ ثُبُوْتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
২১/১০. উভয়ের সংযোগ ত্যাগ করার পূর্বে ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার সুযোগ আছে।

٩٧٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

৯৭৮. ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকের একে অপরের উপর ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ তারা বিচ্ছিন্ন না হবে। তবে খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয়ে (বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও ইখতিয়ার থাকবে)।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ২১৩৫; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৫২৫
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫১, হাঃ ২১২৬; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৫২৬
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৭২, হাঃ ২১৬৭; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৫২৬
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ২১১১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৫৩১

٩٧٩. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

৯৭৯. ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দু' ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাদের উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে অথবা একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান না করবে, ততক্ষণ তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। এভাবে তারা উভয়ে যদি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি তারা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের কেউ যদি তা পরিত্যাগ না করে তবে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে।[১]

٢١/١١. بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

২১/১১. বেচাকেনায় ও বর্ণনা দেয়ায় সত্য বলা।

٩٨٠. حديث حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

৯৮০. হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়।[২]

٢١/١٢. بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

২১/১২. যে বিক্রয়ে ধোকা দেয়।

٩٨١. حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ.

৯৮১. আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক সাহাবী নাবী (ﷺ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে কোন প্রকার ধোঁকা নেই[৩])

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ২১১২; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৫৩১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২০৭৯; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৫৩২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ২১১৭; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৫৩৩

١٣/٢١. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

২১/১৩. কেটে নেয়ার শর্ত ব্যতীত ফল উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ।

٩٨٢. حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

৯৮২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিষেধ করেছেন।[1]

٩٨٣. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.

৯৮৩. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (এবং এ-ও বলেছেন যে) এর কিছুই দীনার ও দিরহাম এর বিনিময় ব্যতীত বিক্রি করা যাবে না, তবে আরায়্যাহ'র হুকুম এর ব্যতিক্রম।[2]

٩٨٤. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوْزَنَ قُلْتُ وَمَا يُوْزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ.

৯৮৪. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)- হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) খাওয়ার এবং ওজন করার যোগ্য হওয়ার পূর্বে খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, এর ওজন করা কী? তখন তার নিকটে বসা একজন বলে উঠল, (অর্থাৎ) সংরক্ষণের উপযোগী হওয়া পর্যন্ত।[3]

١٤/٢١. بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

২১/১৪. শুকনো খেজুরের বিনিময়ে রুতাব বা তাজা খেজুর বিক্রয় নিষিদ্ধ তবে আরায়্যা ব্যতীত।

٩٨٥. حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا.

৯৮৫. যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আরিয়্যাহ এর মালিককে তা অনুমানে বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করেছেন।[4]

٩٨٦. حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

৯৮৬. সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে বারণ করেছেন এবং আরিয়্যাহ-এর ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ২১৯৪; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৫৩৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৩, হাঃ ২১৮৯; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৫৩৬

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৫ : সলম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়), অধ্যায় ৪, হাঃ ২২৫০; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৫৩৭

[4] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮২, হাঃ ২১৮৮; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৫৩৯

করেছেন। তা হল তাজা ফল অনুমানে বিক্রি করা, যাতে (ক্রেতা) তাজা খেজুর খাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে।[১]

٩٨٧. حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ.

৯৮৭. রাফি' ইবনু খাদীজ ও সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুযাবানাহ অর্থাৎ গাছে ফল থাকা অবস্থায় তা শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যারা আরায়্যাহ করে, তাদের জন্য তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন।[২]

٩٨٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

৯৮৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) পাঁচ ওসাক অথবা পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে আরিয়্যা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।[৩]

٩٨٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا.

৯৮৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুযাবানা নিষেধ করেছেন। তিনি (ইবনু 'উমার) বলেন, মুযাবানাহ হলো তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বদলে ওজন করে বিক্রি করা এবং কিসমিস তাজা আঙ্গুরের বদলে ওজন করে বিক্রি করা।[৪]

٩٩٠. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

৯৯০. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুযাবানা নিষেধ করেছেন, আর তা হলো বাগানের ফল বিক্রয় করা। খেজুর হলে মেপে শুকনো খেজুরের বদলে, আঙ্গুর হলে মেপে কিসমিসের বদলে, আর ফসল হলে মেপে খাদ্যের বদলে বিক্রি করা। তিনি এসব বিক্রি নিষেধ করেছেন।[৫]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৩, হাঃ ২১৯১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৫৪০
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৩৮৪; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৫৪০
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৩, হাঃ ২১৯০; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৫৪১
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৭৫, হাঃ ২১৭১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৫৪২
[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৯১, হাঃ ২২০৫; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাঃ ১৫৪২

٢١/١٥. بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

২১/১৫. যে ব্যক্তি গাছে ফল থাকা অবস্থায় খেজুর গাছ বিক্রি করল।

٩٩١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

৯৯১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কেউ তাবীর করার পরে খেজুর গাছ বিক্রি করলে সে ফলের মালিক থাকবে, অবশ্য ক্রেতা যদি (ফল লাভের) শর্ত করে, তবে সে পাবে।[১]

٢١/١٦. بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِيْنَ

২১/১৬. মুহাক্বালা, মুযা-বানাহ ও মুখাবারাহ নিষিদ্ধ হওয়া এবং ফল উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা এবং বা'ইয়ে মু'আওয়ামা আর তা হচ্ছে বাইয়ে সীনি-ন।

٩٩٢. حديث جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.

৯৯২. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মুখাবারা, মুহাকালা ও শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করতে এবং ফল উপযুক্ত হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। গাছে থাকা অবস্থায় ফল দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে ছাড়া যেন বিক্রি করা না হয়। তবে আরায়্যার অনুমতি দিয়েছেন।[২]

٢١/١٧. بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

২১/১৭. জমি ভাড়া দেয়া।

٩٩٣. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُوْلُ أَرَضِيْنَ فَقَالُوْا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

৯৯৩. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কিছু লোকের অতিরিক্ত ভূসম্পত্তি ছিল।। তারা পরস্পর পরামর্শ করে ঠিক করল যে, এগুলো তারা তিন ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক হিসাবে ইজারা দিবে। এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন কারো

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৯০, হাঃ ২২০৪; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১৫৪৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৩৮১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৫৩৬

অতিরিক্ত জমি থাকলে হয় সে নিজেই চাষ করবে, কিংবা তার ভাইকে তা (চাষ করতে) দিবে। আর তা না করতে চাইলে তা নিজের কাছেই রেখে দিবে।[১]

٩٩٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

৯৯৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যার নিকট জমি রয়েছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার ভাইকে দিয়ে দেয়, যদি এটাও না করতে চায়, তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।[২]

٩٩٥. حديث أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِيْ رُءُوْسِ النَّخْلِ.

৯৯৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুযাবানা ও মুহাকালা বারণ করেছেন। মুযাবানার অর্থ- শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের মাথায় অবস্থিত তাজা খেজুর ক্রয় করা।[৩]

٩٩٦. حديث أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِيْ مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِيْ مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ.

৯৯৬. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত। ইবনু 'উমার (রাঃ) নাবী (ﷺ) এর সময়ে এবং আবূ বাকর, 'উমার, উসমান, মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) এর শাসনের শুরুতে ভাগে নিজের ক্ষেতে বর্গাচাষ করতে দিতেন।

তারপর রাফি' ইবনু খাদীজের বর্ণিত। হাদীসটি তাঁর নিকট বর্ণনা করা হয় যে, নাবী (ﷺ) ক্ষেত ভাগে ইজারাহ দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনু 'উমার (রাঃ) রাফি' (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি (ইবনু 'উমার) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি [রাফি' (রাঃ)] বললেন, নাবী (ﷺ) ক্ষেত ভাগে ইজারাহ দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন, আপনি তো জানেন যে, আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর যামানায় নালার পার্শ্বস্থ ক্ষেতের ফসলের শর্তে এবং কিছু ঘাসের বিনিময়ে আমাদের ক্ষেত ইজারাহ দিতাম।[৪]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ২৬৩২; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৫৩৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৩৪১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৫৪৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮২, হাঃ ২১৮৬; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৫৪৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৩৪৩, ২৩৪৪; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৭, হাঃ ১৫৪৭

٢١/١٨. بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

২১/১৮. খাদ্যের বিনিময়ে আবাদি জমি ভাড়া দেয়া।

٩٩٧. حديث ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا ازْرَعُوْهَا أَوْ أَزْرِعُوْهَا أَوْ أَمْسِكُوْهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً.

৯৯৭. যুহাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কাজ আমাদের উপকারী ছিল, যা করতে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিষেধ করলেন। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন তাই সঠিক। যুহাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষেত-খামার কিভাবে চাষাবাদ কর? আমি বললাম, আমরা নদীর তীরের ফসলের শর্তে অথবা খেজুর ও যবের নির্দিষ্ট কয়েক ওসাক প্রদানের শর্তে জমি ইজারাহ দিয়ে থাকি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা এরূপ করবে না। তোমরা নিজেরা তা চাষ করবে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে চাষ করাবে অথবা তা ফেলে রাখবে। রাফি‘ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি শুনলাম ও মানলাম।[১]

٢١/٢١. بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ

২১/২১. বিনা ভাড়ায় জমিতে চাষ করতে দেয়া।

٩٩٨. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُوْمًا.

৯৯৮. ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্গাচাষ নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে জমি দান করুক, এটা তার জন্য তার ভাইয়ের কাছ হতে নির্দিষ্ট উপার্জন গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম।[২]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৩৩৯; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৪৭
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৩৩০; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ২১, হাঃ ১৫৫০

٢٢ - كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

পর্ব (২২) ঃ পানি সিঞ্চন

١/٢٢. بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

২২/১. পানি বণ্টন এবং ফলমূল ও শাক-সব্জি ভাগাভাগির ভিত্তিতে বর্গাচাষের ব্যবস্থা।

٩٩٩. **حديث** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُوْنَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُوْنَ وَسْقَ شَعِيْرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الْأَرْضَ.

৯৯৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) খায়বারবাসীদেরকে উৎপাদিত ফল বা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে জমি বর্গা দিয়েছিলেন। তিনি নিজের সহধর্মিণীদেরকে একশ' ওয়াসাক দিতেন, এর মধ্যে ৮০ ওয়াসাক খুরমা ও ২০ ওয়াসাক যব। 'উমার (রাঃ) (তাঁর খিলাফতকালে খায়বারের) জমি বণ্টন করেন। তিনি নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণীদের ইখতিয়ার দিলেন যে, তাঁরা জমি ও পানি নিবেন, না কি তাদের জন্য ওটাই চালু থাকবে, যা নাবী (ﷺ)-এর যামানায় ছিল। তখন তাদের কেউ জমি নিলেন আর কেউ ওয়াসাক নিতে রাজী হলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) জমিই নিয়েছিলেন।[১]

١٠٠٠. **حديث** ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا فَسَأَلَتْ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوْا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ.

১০০০. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) ইয়াহূদী ও নাসারাদের হিজায হতে নির্বাসিত করেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন খায়বার জয় করেন, তখন ইয়াহূদীদের সেখান হতে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি কোন স্থান জয় করেন, তখন তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের জন্য হয়ে যায়। কাজেই ইয়াহূদীদের সেখান হতে বহিষ্কার করে দিতে চাইলেন। তখন ইয়াহূদীরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে অনুরোধ করল যেন তাদের সে স্থানে বহাল রাখা হয় এ শর্তে যে, তারা সেখানে চাষাবাদের দায়িত্ব পালন করবে আর ফসলের অর্ধেক তাদের থাকবে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাদের বললেন, আমরা এ শর্তে তোমাদের এখানে বহাল থাকতে দিব

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৩২৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১, হাঃ ১৫৫১

যতদিন আমাদের ইচ্ছা। কাজেই তারা সেখানে বহাল রইল। অবশেষে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে তাইমা ও আরীহায় নির্বাসিত করে দেন।[১]

٢/٢٢. بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

২২/২. বৃক্ষরোপণ ও চাষাবাদের ফাযীলাত।

١٠٠١. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

১০০১. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে কোন মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ হতে সদাকাহ্ বলে গণ্য হবে।[২]

٣/٢٢. بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ

২২/৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া।

١٠٠٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا تُزْهِيْ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ.

১০০২. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রং ধারণ করার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞেস করা হল, রং ধারণ করার অর্থ কী? তিনি বললেন, লাল বর্ণ ধারণ করা। পরে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, দেখ, যদি আল্লাহ তা'আলা ফল ধরা বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের কেউ (বিক্রেতা) কিসের বদলে তার ভাইয়ের মাল (ফলের মূল্য) নিবে?[৩]

٤/٢٢. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

২২/৪. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ লাঘব করা মুস্তাহাব।

١٠٠٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِيْ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَأَلِّيْ عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ.

১০০৩. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন; দু'জন তাদের আওয়াজ উচ্চ করেছিল। তাদের একজন আরেকজনের নিকট ঋণের কিছু মাফ করে দেয়ার এবং সহানুভূতি দেখানোর অনুরোধ করেছিল। আর অপর ব্যক্তি বলছিল, 'না, আল্লাহ্র কসম! আমি তা করব না।' আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৩৩৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১, হাঃ ১৫৫১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১, হাঃ ২৩২০; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২, হাঃ ১৫৫৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৭, হাঃ ২১৯৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৫৫৫

দু'জনের কাছে এলেন এবং বললেন, সৎ কাজ করবে না বলে যে আল্লাহ্র নামে কসম করেছে, সে ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি। সে যা পছন্দ করবে তার জন্য তা-ই হবে।'[১]

١٠٠٤. حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ.

১০০৪. কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মাসজিদের ভিতরে ইব্নু আবূ হাদরাদ (রহ.)-এর নিকট তাঁর পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা হলো। এমনকি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর ঘর হতেই তাদের কথার আওয়াজ শুনলেন এবং তিনি পর্দা সরিয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে গেলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে কা'ব! কা'ব (রাঃ) উত্তর দিলেন, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ তোমার পাওনা ঋণ হতে এতটুকু ছেড়ে দাও। আর হাতে ইঙ্গিত করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ। তখন কা'ব (রাঃ) বললেন ঃ আমি তাই করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি ইব্নু আবূ হাদরাদকে বললেন ঃ উঠ, আর বাকীটা দিয়ে দাও।[২]

٢٢/٥. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيْ وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوْعُ فِيْهِ

২২/৫. ক্রেতা যদি দেউলিয়া হয়ে যায় এমতাবস্থায় বিক্রেতা তার মাল ক্রেতার নিকট অক্ষত অবস্থায় পেলে তা ফেরত নিতে পারবে।

١٠٠٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

১০০৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কিংবা তিনি বলেছেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যখন কেউ তার মাল এমন লোকের কাছে পায়, যে নিঃসম্বল হয়ে গেছে, তবে অন্যের চেয়ে সে-ই তার বেশী হকদার।[৩]

٢٢/٦. بَابُ فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

২২/৬. অসচ্ছল ব্যক্তিকে সুযোগ দেয়ার ফাযীলাত।

١٠٠٦. حديث حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوْا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِيْ أَنْ يُنْظِرُوْا وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوْا عَنْهُ.

১০০৬. হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোন

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৩ : বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৭০৫; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৫৫৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৭১, হাঃ ৪৫৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৫৫৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৩ : ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও দেউলিয়া ঘোষণা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৪০২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৫৫৯

নেক কাজ করেছ? লোকটি উত্তর দিল, আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে, তারা যেন সচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় এবং তার উপর পীড়াপীড়ি না করে। রাবী বলেন, তিনি বলেছেন, ফেরেশতারাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

١٠٠٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ.

১০০৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।[1]

٧/٢٢. بَابُ تَحْرِيْمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُوْلِهَا إِذَا أُحِيْلَ عَلَى مَلِيٍّ

২২/৭. ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টাল-বাহানা করা হারাম। অন্যের নিকট ঋণ হাওয়ালা করে দেয়া জায়িয এবং তা সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য গ্রহণ করা মুস্তাহাব।

١٠٠٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ.

১০০৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (ঋণ পরিশোধের জন্যে) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।[2]

٨/٢٢. بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

২২/৮. প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত পানি বিক্রি হারাম।

١٠٠٩. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ.

১০০৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ঘাস উৎপাদন হতে বিরত রাখার উদ্দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রুখে রাখা যাবে না।[3]

٩/٢٢. بَابُ تَحْرِيْمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ

২২/৯. কুকুরের মূল্য, গণকের উপার্জন, ব্যভিচারিণী মহিলার পারিশ্রমিক হারাম।

١٠١٠. حديث أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

১০১০. আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) হতে নিষেধ করেছেন।[1]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২০৭৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৫৬২

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৮ : হাওয়ালাত, অধ্যায় ১, হাঃ ২২৮৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৫৬৪

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ২, হাঃ ২৩৫৩; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৫৬৬

٢٢/١٠. بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

২২/১০. কুকুর হত্যা করার নির্দেশ।

١٠١١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

১০১১. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কুকুর মেরে ফেলতে আদেশ করেছেন।'[২]

١٠١٢. حديث عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ.

১০১২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা পশু রক্ষাকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পোষে, সেই ব্যক্তির আমলের সাওয়াব থেকে প্রত্যহ দুই কীরাত পরিমাণ কমে যায়।[৩]

١٠١٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

১০১৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শস্য ক্ষেতের পাহারা কিংবা পশুর হিফাযতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল হতে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকবে।[৪]

١٠١٤. حديث سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِيْ عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ.

১০১৪. সুফ্‌ইয়ান ইবনু আবূ যুহাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে যা ক্ষেত ও গবাদি পশুর হিফাযতের কাজে লাগে না, প্রতিদিন তার নেক আমল হতে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকে।[৫]

٢٢/١١. بَابُ حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

২২/১১. শিঙ্গাওয়ালার পারিশ্রমিক হালাল।

١٠١٥. حديث أَنَسٍ ؓ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُوْ طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوْا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১১৩, হাঃ ২২৩৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৫৬৭
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৩৩২৩; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৫৭০
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ৬, হাঃ ৫৪৮১; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায়, হাঃ ১৫৭৪
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৩২২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৫৭৫
[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৩২৩; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৫৭৬

১০১৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁকে শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক দানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিঙ্গা লাগিয়েছেন। আবূ তাইবা তাঁকে শিঙ্গা লাগায়। এরপর তিনি তাকে দু' সা' খাদ্যবস্তু প্রদান করেন। সে তার মালিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করলে তারা তাঁর থেকে পারিশ্রমিকের পরিমাণ লাঘব করে দেয়। নাবী (ﷺ) আরো বলেন ঃ তোমরা যে সকল জিনিসের দ্বারা চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল শিঙ্গা লাগানো এবং সামুদ্রিক চন্দন কাঠ ব্যবহার করা।[১]

١٠١٦. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

১০১৬. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) শিঙ্গা লাগিয়ে নিয়েছেন এবং যে শিঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছে সে ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন আর তিনি (শ্বাস দ্বারা) নাকে ঔষধ টেনে নিয়েছেন।[২]

٢٢/١٢. بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

২২/১২. মাদক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হারাম।

١٠١٧. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الْآيَاتُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

১০১৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সূরাহ বাকারাহ'র সুদ সম্পর্কীয় আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে নাবী (ﷺ) মাসজিদে গিয়ে সে সব আয়াত সাহাবীগণকে পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন।[৩]

٢٢/١٣. بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

২২/১৩. মাদক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, মৃত জন্তু, শুকর ও মূর্তি বিক্রি হারাম।

١٠١٨. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

১০১৮. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে মাক্কাহ বিজয়ের বছর মাক্কাহ'য় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তা দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেয়া হয় এবং চামড়া

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৫৬৯৬; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৫৭৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৫৬৯১; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১১, হাঃ ১২০২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৭৩, হাঃ ৪৫৯; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৫৮০

তৈলাক্ত করা হয় আর লোকে তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে। তিনি বললেন, না, তাও হারাম। তারপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিনাশ করুন। আল্লাহ যখন তাদের জন্য মৃতের চর্বি হারাম করে দেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে।[১]

١٠١٩. حديث عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا.

১০১৯. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বিক্রি করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা অমুকের বিনাশ করুন। সে কি জানে না যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের সর্বনাশ করুন, তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে।[২]

١٠٢٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللهُ يَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا.

১০২০. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিনাশ করুন। তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছে। তারা তা (গলিয়ে) বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে।[৩]

٢٢/١٤. بَابُ الرِّبَا

২২/১৪. সূদ

١٠٢١. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

১০২১. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, সমান পরিমাণ ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রি করবে না, একটি অপরটি হতে কম-বেশী করবে না। সমান ছাড়া তোমরা রূপার বদলে রূপা বিক্রি করবে না ও একটি অপরটি হতে কম-বেশী করবে না। আর নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকী মুদ্রা বিক্রি করবে না।[৪]

٢٢/١٦. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

২২/১৬. স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকীতে বিক্রি নিষিদ্ধ।

١٠٢٢. حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ هٰذَا خَيْرٌ مِنِّيْ فَكِلَاهُمَا يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১১২, হাঃ ২২৩৬; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৫৮১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০৩, হাঃ ২২২৩; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৫৮২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০৩, হাঃ ২২২৪; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৫৮৩

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৭৮, হাঃ ২১৭৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৮৪

১০২২. আবূ মিনহাল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইবনু 'আযিব ও যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ)-কে সারফ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা উভয়ে (একে অপরের সম্পর্কে) বললেন, ইনি আমার চেয়ে উত্তম। এরপর উভয়েই বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বাকীতে রূপার বিনিময়ে সোনা কেনা বেচা করতে বারণ করেছেন।[১]

١٠٢٣. حديث أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.

১০২৩. আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সমান সমান ছাড়া রূপার বদলে রূপার ক্রয়-বিক্রয় এবং সোনার বদলে সোনার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি রূপার বিনিময়ে সোনার বিক্রয়ে এবং সোনার বিনিময়ে রূপার বিক্রয়ে আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী অনুমতি দিয়েছেন।[২]

١٨/٢٢. بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

২২/১৮. সমান সমান পরিমাণ খাদ্যশষ্যের ক্রয়-বিক্রয়।

١٠٢٤. حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا.

১০২৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এক ব্যক্তিকে খায়বারে তহসীলদার নিযুক্ত করেন। সে জানীব নামক (উত্তম) খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সব খেজুর কি এ রকমের? সে বলল, না, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ নয়, বরং আমরা দু' সা' এর পরিবর্তে এ ধরনের এক সা' খেজুর নিয়ে থাকি এবং তিন সা' এর পরিবর্তে এক দু' সা'। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, এরূপ করবে না। বরং মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম দিয়ে জানীব খেজুর ক্রয় করবে।[৩]

١٠٢٥. حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ هٰذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلٰكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ.

১০২৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ) কিছু বরনী খেজুর (উন্নতমানের খেজুর) নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসেন। নাবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কোথায় পেলে? বিলাল (রাঃ) বললেন, আমাদের নিকট কিছু নিকৃষ্ট মানের খেজুর ছিল। নাবী

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮০, হাঃ ২১৮০-২১৮১; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৫৮৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮১, হাঃ ২১৮২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৫৯০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ২২০১-২২০২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৯৩

(ﷺ)-কে খাওয়ানোর উদ্দেশে তা দু' সা'-এর বিনিময়ে এক সা' কিনেছি। একথা শুনে নাবী (ﷺ) বললেন, হায়! হায়! এটাতো একেবারে সুদ! এটাতো একেবারে সুদ! এরূপ করো না। যখন তুমি উৎকৃষ্ট খেজুর কিনতে চাও, তখন নিকৃষ্ট খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও। তারপর সে মূল্যের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও।[১]

١٠٢٦. حديث أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ.

১০২৬. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মিশ্রিত খেজুর দেয়া হতো, আমরা তা দু' সা'এর পরিবর্তে তার দু' সা' বিক্রি করতাম। নাবী (ﷺ) বললেন, এক সা'-এর পরিবর্তে দু'সা' এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দু'দিরহাম বিক্রি করবে না।[২]

١٠٢٧. حديث أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ وَأُسَامَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.

১০২৭. আবূ সালিহ যায়য়াত (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে বলতে শুনলাম, দীনারের বদলে দীনার এবং দিরহামের বদলে দিরহাম (সমান সমান বিক্রি করবে)। এতে আমি তাঁকে বললাম, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) তো তা বলেন না? উত্তরে আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে (ইবনু 'আব্বাসকে) জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি তা নাবী (ﷺ)-এর নিকট হতে শুনেছেন না আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন, এর কোনটি বলিনি। আপনারাই তো আমার চেয়ে নাবী (ﷺ) সম্পর্কে বেশী জানেন। অবশ্য আমাকে উসামা [ইবনু যায়দ (রাঃ)] জানিয়েছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, বাকী বিক্রি ব্যতীত 'রিবা' হয় না।[৩]

٢٢/٢٠. بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

২২/২০. হালাল গ্রহণ করা ও সন্দেহযুক্তকে ছেড়ে দেয়া।

١٠٢٨. حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪০ : ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব), অধ্যায় ১১, হাঃ ২৩১২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৯৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ২০, হাঃ ২০৮০; মুসলিম, পর্ব পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১৫৯৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৭৯, হাঃ ২১৭৮-২১৭৯; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৯৬

১০২৮. নু'মান ইবনু বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রেখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রেখ যে, আল্লাহ্র যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রেখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রেখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর।[1]

٢١/٢٢. بَابُ بَيْعِ الْبَعِيْرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوْبِهِ

২২/২১. উট বিক্রি করা ও তাতে চড়ে যাওয়ার শর্ত লাগানো।

١٠٢٩. **حديث** جَابِرٌ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوَقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِيْ قَالَ مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذٰلِكَ فَهُوَ مَالُكَ.

১০২৯. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর এক উটের উপর সওয়ার হয়ে সফর করছিলেন, সেটি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং উটটিকে (চলার জন্য) প্রহার করে সেটির জন্য দু'আ করলেন। ফলে উটটি এত জোরে চলতে লাগলো যে, কখনো তেমন জোরে চলেনি। অতঃপর তিনি বললেন, 'এক উকিয়ার বিনিময়ে এটি আমার নিকট বিক্রি কর।' আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 'এটি আমার নিকট এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি কর।' তখন আমি সেটি বিক্রি করলাম। কিন্তু আমার পরিজনের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত সওয়ার হওয়ার অধিকার রেখে দিলাম। অতঃপর উট নিয়ে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে এর নগদ মূল্য দিলেন। অতঃপর আমি চলে গেলাম। তখন আমার পেছনে লোক পাঠালেন। পরে বললেন, 'তোমার উট নেয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। তোমার এ উট তুমি নিয়ে যাও, এটি তোমারই মাল।'[2]

١٠٣٠. **حديث** جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَتَلَاحَقَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ أَعْيَا فَلَا يَكَادُ يَسِيْرُ فَقَالَ لِيْ مَا لِبَعِيْرِكَ قَالَ قُلْتُ عَيِيَ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيْرُ فَقَالَ لِيْ كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيْعُنِيْهِ قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِعْنِيْهِ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِيْ فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ عَرُوْسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِيْ فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتَّى

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৫২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২০, হাঃ ১৫৯৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৪ : শর্তাবলী, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৭১৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২১, হাঃ ১৫৯৯

أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِيْ خَالِيْ فَسَأَلَنِيْ عَنِ الْبَعِيْرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيْهِ فَلَامَنِيْ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لِيْ حِيْنَ اسْتَأْذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ تُوُفِّيَ وَالِدِيْ أَوْ اسْتُشْهِدَ وَلِيْ أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُوْمَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَأَعْطَانِيْ ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ.

১০৩০. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কিছুক্ষণ পরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হন; আমি তখন আমার পানি-সেচের উটনীর উপর আরোহী ছিলাম। উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; এটি মোটেই চলতে পারছিল না। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উটের কী হয়েছে? আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উটনীর পেছন দিক থেকে গিয়ে উটনীটিকে হাঁকালেন এবং এটির জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর এটি সবক'টি উটের আগে আগে চলতে থাকে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার উটনীটি কেমন মনে হচ্ছে? আমি বললাম, ভালই। এটি আপনার বরকত লাভ করেছে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি কি এটি আমার নিকট বিক্রি করবে? তিনি বলেন, আমি মনে মনে লজ্জাবোধ করলাম। (কারণ) আমার নিকট এ উটটি ব্যতীত পানি বহনের অন্য কোন উটনী ছিল না। আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, তাহলে আমার নিকট বিক্রি কর। অনন্তর আমি উটনীটি তাঁর নিকট এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, মাদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত এর উপর আরোহণ করব। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সদ্য বিবাহিত একজন পুরুষ। অতঃপর আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি লোকদের আগে আগে চললাম এবং মাদীনায় পৌঁছে গেলাম। তখন আমার মামা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাকে উটনীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম যা আমি করেছিলাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর যখন আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করছিলেন, তুমি কি কুমারী বিবাহ করেছ, না এমন মহিলাকে বিবাহ করেছ যার পূর্বে বিবাহ হয়েছিল? আমি বললাম, এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যার পূর্বে বিবাহ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কুমারী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সঙ্গে খেলা করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে খেলা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রয়েছে। তাই আমি তাদের সমান বয়সের কোন মেয়ে বিবাহ করা পছন্দ করিনি যে তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই আমি একজন পূর্বে বিবাহ হয়েছে এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যাতে সে তাদের দেখাশোনা করতে পারে এবং তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মাদীনায় আসেন, পরদিন আমি তাঁর নিকট উটনীটি নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এর মূল্য দিলেন এবং উটটিও ফেরত দিলেন।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১১৩, হাঃ ২৯৬৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১২, হাঃ ৭১৫

١٠٣١. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ بَعِيْرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوْا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ أَمَرَنِيْ أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِيْ ثَمَنَ الْبَعِيْرِ.

১০৩১. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার নিকট নিকট হতে একটি উট দু' উকিয়া ও এক দিরহাম কিংবা দু' দিরহাম দ্বারা কিনে নেন এবং তিনি যখন সিরার নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন একটি গাভী যব্হ করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তা যব্হ করা হয় এবং সকলে তার গোশ্ত আহার করে। আর যখন তিনি মাদীনায় উপস্থিত হলেন তখন আমাকে মাসজিদে প্রবেশ করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতে আদেশ করলেন এবং আমাকে উটের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।[1]

٢٢/٢٢. بَابُ مَنْ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২২/২২. যে ব্যক্তি ধারে কিছু নিল এবং ঋণদাতাকে তার চেয়ে বেশি দিল এবং তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে উত্তমভাবে অন্যের পাওনা আদায় করে।

١٠٣٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوْهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.

১০৩২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর কাছে পাওনার জন্য তাগাদা দিতে এসে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে সাহাবীগণ তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারদের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তার উটের সমবয়সী একটি উট তাকে দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা নেই। এর চেয়ে উত্তম উট রয়েছে। তিনি বললেন, তাই দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোৎকৃষ্ট, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় উত্তম।[2]

٢٤/٢٢. بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ

২২/২৪. বন্ধক রাখা এবং এটা বাড়ীতে ও সফরে জায়িয।

١٠٣٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

১০৩৩. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) এক ইয়াহূদীর নিকট হতে নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৯৯, হাঃ ৩০৮৯; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২১, হাঃ ৭১৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪০ : ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব), অধ্যায় ৬, হাঃ ২৩০৬; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২২, হাঃ ১৬০১

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২০৬৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১৬০৩

২٥/২২. بَابُ السَّلَمِ

২২/২৫. বাইয়ে সালাম।

١٠٣٤. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

১০৩৪. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন মদীনায় আসেন তখন মদীনাবাসী ফলে দু' ও তিন বছরের মেয়াদে সলম করত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, কোন ব্যক্তি সলম করলে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওজনে নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করে।[১]

٢٢/٢٧. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

২২/২৭. বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ।

١٠٣٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

১০৩৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মিথ্যা কসম পণ্য চালু করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত নিশ্চিহ্ন করে দেয়।[২]

٢٢/٢٨. بَابُ الشُّفْعَةِ

২২/২৮. শুফ্'আ

١٠٣٦. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

১০৩৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) যে সব সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি, তাতে শুফ্'আ এর ফায়সালা দিয়েছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং পথও পৃথক হয়ে যায়, তখন শুফ্'আহ এর অধিকার থাকে না।[৩]

٢٢/٢٩. بَابُ غَرْزِ الْخَشَبِ فِيْ جِدَارِ الْجَارِ

২২/২৯. প্রতিবেশীর দেয়ালে খুঁটি গাড়া।

١٠٣٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِيْ جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا لِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

১০৩৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে। তারপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, কী

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৫ : সলম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়), অধ্যায় ২, হাঃ ২২৪০; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১৬০৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২০৮৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২৭, হাঃ ১৬০৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৬ : শুফ্'আহ, অধ্যায় ১, হাঃ ২২৫৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২৮, হাঃ ১৬০৮

হল, আমি তোমাদেরকে এ হাদীস হতে উদাসীন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম, আমি সব সময় তোমাদেরকে এ হাদীস বলতে থাকব।[১]

٢٢/٣٠. بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

২২/৩০. যুল্ম করা অন্যের জমি জবর-দখল করা ইত্যাদি হারাম।

١٠٣٨. حديث سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِيْ حَقٍّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيْدٌ أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

১০৩৮. সা'ঈদ ইব্নু যায়িদ ইব্নু 'আম্র ইব্নু নুফাইল (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'আরওয়া' নামক একা মহিলা এক সাহাবীর (সাঈদের) বিরুদ্ধে মারওয়ানের নিকট তার ঐ পাওনার ব্যাপারে মামলা দায়ের করল, যা তার ধারণায় তিনি নষ্ট করেছেন। ব্যাপার শুনে সা'ঈদ (রাঃ) বললেন, আমি কি তার সামান্য হকও নষ্ট করতে পারি? আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি জুলুম করে অন্যের এক বিঘত যমীনও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের শিকল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।[২]

١٠٣٩. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

১০৩৯. আবূ সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর এবং কয়েকজন লোকের মধ্যে একটি বিবাদ ছিল। 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, হে আবূ সালামাহ! জমির ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়, (কিয়ামাতের দিন) এর সাত তবক জমি তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।[৩]

٢٢/٣١. بَابُ قَدْرِ الطَّرِيْقِ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ

২২/৩১. রাস্তার পরিমাণ কত হবে যখন এতে মতানৈক্য হবে।

١٠٤٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوْا فِي الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

১০৪০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রাস্তার ব্যাপারে) জমি নিয়ে বিবাদ হলে, নাবী (ﷺ) রাস্তার জন্য সাত হাত জমি ছেড়ে দেয়ার ফয়সালা দেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ২০, হাঃ ২৪৬৩; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২৯, হাঃ ১৬০৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ২, হাঃ ৩১৯৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১৬১০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৪৫৩; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১৬১২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ২৯, হাঃ ২৪৭৩; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৩১, হাঃ ১৬১৩

Contents

٢٣- كِتَابُ الْفَرَائِضِ

পর্ব (২৩) ঃ ফারায়েজ

١/٢٣. بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

২৩/১. উত্তরাধিকারীদের দেয়ার পর অবশিষ্টে মৃতের পুরুষ আত্মীয়দের অগ্রাধিকার।

١٠٤١. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

১০৪১. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে (সাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মীরাস তার হক্‌দারদেরকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিকটতম পুরুষের জন্য।[১]

٢/٢٣. بَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ

২৩/২. কালালাহ্ এর উত্তরাধিকার (নিস্প্রভতা)।

١٠٤٢. **حديث** جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِيْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ كَيْفَ أَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ فَلَمْ يُجِبْنِيْ بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ.

১০৪২. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন নাবী (সাঃ) ও আবূ বাক্‌র (রাঃ) পায়ে হেঁটে আমার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আমার নিকট আসলেন। তাঁরা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তখন নাবী (সাঃ) অযূ করলেন। তারপর তিনি তাঁর অবশিষ্ট পানি আমার গায়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখলাম, নাবী (সাঃ) উপস্থিত। আমি নাবী (সাঃ)-কে বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার সম্পদের ব্যাপারে আমি কী করব? আমার সম্পদের ব্যাপারে কী পদ্ধতিতে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব? তিনি তখন আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হল।[২]

٣/٢٣. بَابُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

২৩/৩. কালালাহ্– যে ব্যাপারে সর্বশেষ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

١٠٤٣. **حديث** الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ آخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ ﴿يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.

১০৪৩. আবূ ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। আমি বারাআ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরাহ হচ্ছে "বারাআত" এবং সর্বশেষে নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে– ﴿يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ৫, হাঃ ৬৭৩২; মুসলিম, পর্ব ২৩ : ফারায়েজ, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬১৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ৫, হাঃ ৫৬৫১; মুসলিম, পর্ব ২৩ : ফারায়েজ, অধ্যায় ২, হাঃ ১৬১৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৪৬০৫; মুসলিম, পর্ব ২৩ : ফারায়েজ, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৬১৮

٢٣/٤. بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

২৩/৪. যে ব্যক্তি সম্পদ ছেড়ে গেল তা তার উত্তরাধিকারের।

١٠٤٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

১০৪৪. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট যখন কোন ঋণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হত তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে গেছে কি? যদি তাঁকে বলা হত যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মতো মাল রেখে গেছে তখন তার জানাযার সলাত আদায় করতেন। নতুবা বলতেন, তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাঁর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, তখন তিনি বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। তাই কোন মু'মিন ঋণ রেখে মারা গেলে সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, সে সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৯ : যামিন হওয়া, অধ্যায় ৫, হাঃ ২২৯৮; মুসলিম, পর্ব ২৩ : ফারায়েজ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৬১৯

٢٤- كِتَابُ الْهِبَاتِ

পর্ব (২৪) ঃ হেবা

١/٢٤. بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ

২৪/১. সদাকাহ্কারীর জন্য তার সদাকাহ্কৃত বস্তু সদাকাহ গ্রহীতার নিকট থেকে ক্রয় করা ঘৃণিত।

١٠٤٥. حَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِيْ وَلَا تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ.

১০৪৫. 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হাক আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নাবী (ﷺ)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি ক্রয় করবে না এবং তোমার সদাকাহ ফিরিয়ে নিবে না, সে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের সদাকাহ ফিরিয়ে নেয় সে যেন নিজের বমি পুনঃ ভক্ষণ করে।[১]

١٠٤٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ ﷺ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشْتَرِيْهِ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ.

১০৪৬. 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাহে একটি অশ্ব আরোহণের জন্য দান করেছিলাম। অতঃপর আমি তা বিক্রি হতে দেখতে পাই। আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি সেটা কিনে নেব?' রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, 'না, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার সদাকাহ ফেরত নিও না।'[২]

٢/٢٤. بَابُ تَحْرِيْمِ الرُّجُوْعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلَ

২৪/২. সদাকাহ গ্রহণকারীর হস্তগত হয়ে যাওয়া সদাকাহ ও হেবার মাল সদাকাহ্কারীর ফিরিয়ে নেয়া হারাম যদি না তা তার ছেলেকে বা অধস্তনকে হেবা করে থাকে।

١٠٤٧. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ১৪৯০; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬২০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১১৯, হাঃ ২৯৭০; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬২০

১০৪৭. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে এরপর তার বমি খায়।[১]

٢٤/٣. بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ

২৪/৩. হেবার ক্ষেত্রে কোন কোন সন্তানকে প্রাধান্য দেয়া মাকরূহ।

١٠٤٨. حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هٰذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ.

১০৪৮. নু'মান বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না; তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও।[২]

١٠٤٩. حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

১০৪৯. 'আমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আম্‌রা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। [নু'মান (রাঃ)] বলেন, অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৫৮৯; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ২, হাঃ ১৬২২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১২, হাঃ ২৫৮৬; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৬২৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৫৮৭; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৬২৩

٤/٢٤. بَابُ الْعُمْرَى

২৪/৪. উমরা[১]

١٠٥٠. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

১০৫০. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) 'উমরা (বস্তু) সম্পর্কে ফায়সালা দিয়েছেন, যাকে দান করা হয়েছে, সে-ই সেটার মালিক হবে।[২]

١٠٥١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ.

১০৫১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'উমরা বৈধ।[৩]

[1] এমন দান যেখানে দানকারী ও দানগ্রহীতা পরস্পরের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যাতে তাদের একজন স্থায়ীভাবে বাড়িটির মালিক হয়ে যায়, উমরাকে রুকবাও বলা হয়।

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২৬২৫; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৬২৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২৬২৬; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৬২৫, ১৬২৬

٢٥- كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

পর্ব (২৫) ঃ অসীয়াত

١٠٥٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

১০৫২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়াতযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দু'রাত কাটাবে অথচ তার নিকট তার অসীয়াত লিখিত থাকবে না।[১]

١/٢٥. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

২৫/১. এক তৃতীয়াংশ অসীয়াত করা।

١٠٥٣. حديث سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ فَقُلْتُ إِنِّيْ قَدْ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيْرٌ أَوْ كَثِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِيْ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ اللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

১০৫৩. সা'দ ইব্নু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আসতেন। একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু' তৃতীয়াংশ সদাকাহ্ করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদেরকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের হতে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক 'আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ১, হাঃ ২৭৩৮; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় আউয়ালুল কিতাব, হাঃ ১৬২৭

করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সা'দ ইব্নু খাওলার জন্য (এ ব'লে) আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।[1]

١٠٥٤. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَوْ كَبِيْرٌ.

১০৫৪. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যদি এক চতুর্থাংশে নেমে আসত। কেননা, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়াংশই বিরাট অথবা তিনি বলেছেন বেশী।[2]

٢/٢٥. بَابُ وُصُوْلِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

২৫/২. সদাকাহ্র সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছা।

١٠٥٥. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

১০৫৫. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সদাকাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সদাকাহ করলে তিনি এর প্রতিফল পাবেন কি? তিনি [নাবী (ﷺ)] বললেন, হ্যাঁ।[3]

٤/٢٥. بَابُ الْوَقْفِ

২৫/৪. ওয়াক্ফ

١٠٥٦. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيْرِيْنَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.

১০৫৬. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'উমার উব্নু খাত্তাব (রাঃ) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য 'আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতোপূর্বে আর কখনো পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী আদেশ দেন? আল্লাহর রাসূল (ﷺ)

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ১২৯৫; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬২৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৭৪৩; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬২৯

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ১৩৮৮; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় ২, হাঃ ১০০৪

বললেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে জমির মূলসত্ত্ব ওয়াক্‌ফে রাখতে এবং উৎপন্ন বস্তু সদাকাহ্ করতে পার।' ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ শর্তে তা সদাকাহ (ওয়াক্‌ফ) করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না।' তিনি সদাকাহ্ করে দেন এর উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহ্‌র রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য। (রাবী আরও বললেন) যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়া ও খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। অতঃপর আমি ইব্‌নু সীরীন (রহ.)-এর নিকট হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, অর্থাৎ মাল জমা না করে।[1]

٥/٢٥. بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِيْ فِيْهِ

২৫/৫. ঐ ব্যক্তির অসীয়াত পরিত্যাগ করা যার কোন কিছু নেই যা সে অসিয়াত করবে।

١٠٥٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوْا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

১০৫৭. ত্বলহা ইব্‌নু মুসার্‌রিফ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু আবী আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি অসীয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর অসীয়াত ফার্‌য করা হলো, কিংবা ওয়াসিয়াতের নির্দেশ দেয়া হলো? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবিক 'আমাল করার জন্য অসীয়াত করেছেন।[2]

١٠٥٨. حديث عَائِشَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِيْ أَوْ قَالَتْ حَجْرِيْ فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِيْ حَجْرِيْ فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ.

১০৫৮. আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। সাহাবীগণ 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট আলোচনা করলেন যে, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসী ছিলেন। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'তিনি কখন তাঁর প্রতি অসীয়াত করলেন? অথচ আমি তো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমার বুকে অথবা বলেছেন আমার কোলে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি পানির তস্তুরি চাইলেন, অতঃপর আমার কোলে ঢলে পড়লেন। আমি বুঝতেই পারিনি যে, তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন। অতএব তাঁর প্রতি কখন অসীয়াত করলেন?'[3]

١٠٥٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلَا يَنْبَغِيْ عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوْا هَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ دَعُوْنِيْ فَالَّذِيْ أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৪ : শর্তাবলী, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৭৩৭; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৬৩৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ১, হাঃ ২৭৪১; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৬৩৬

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ১, হাঃ ২৭৪১; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৬৩৬

تَدْعُوْنِيْ إِلَيْهِ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ.

১০৫৯. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! অতঃপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তাঁর অশ্রুতে কঙ্করগুলো সিক্ত হয়ে গেল। আর তিনি বলতে লাগলেন, 'বৃহস্পতিবারে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রোগ যাতনা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য লিখার কোন জিনিস নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখিয়ে দিব। যাতে অতঃপর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট না হও। এতে সাহাবীগণ পরস্পরে মতভেদ করেন। অথচ নাবীর সম্মুখে মতভেদ সমীচীন নয়। তাদের কেউ কেউ বললেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া ত্যাগ করছেন?' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যে অবস্থার দিকে আহ্বান করছো তার চেয়ে আমি যে অবস্থায় আছি তা উত্তম।' অবশেষে তিনি ইন্তিকালের সময় তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করেন। (১) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হতে বিতাড়িত কর, (২) প্রতিনিধি দলকে আমি যেরূপ উপঢৌকন দিয়েছি তোমরাও তেমন দিও (রাবী বলেন) তৃতীয় ওসীয়তটি আমি ভুলে গেছি।[1]

١٠٦٠. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمُّوْا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُوْمُوْا

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَكَانَ يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

১০৬০. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে এলো এবং ঘরে ছিল লোকের সমাবেশ, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেই, যেন তোমরা পরবর্তীতে পথভ্রষ্ট না হয়ে যাও। তখন তাদের মধ্যকার কিছুলোক বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রোগ-যন্ত্রণা কঠিন হয়ে গেছে, আর তোমাদের কাছে তো কুরআন মওজুদ আছে। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের লোকজনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং তারা পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করতে থাকেন। তাদের কেউ বললেন, তোমরা তার নিকট যাও, তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিবেন। যাতে তোমরা তাঁর পরে কোন বিভ্রান্তিতে না পড়। আবার কেউ বললেন অন্য কথা। বাক-বিতণ্ডা ও মতভেদ যখন চরমে পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা উঠে চলে যাও।

'উবাইদুল্লাহ (রহ.) বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, এ ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহাবায়ে কিরামের জন্য কিছু লিখে দেয়ার ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ ও চেঁচামেচিই মূলত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[2]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৭৬, হাঃ ৩০৫৩; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৬৩৭

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ৪৪৩২; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৬৩৭

Contents

٢٦- كِتَابُ النَّذْرِ

পর্ব (২৬) ঃ নায্‌র

١/٢٦. بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

২৬/১. নাযর পূর্ণ করার নির্দেশ।

١٠٦١. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﷺ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا.

১০৬১. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। সা'দ্ ইব্‌নু 'উবাদাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার উপর মান্নত ছিল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ কর।[১]

٢/٢٦. بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا

২৬/২. নাযর মানা নিষিদ্ধ এবং এটা ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটায় না।

١٠٦٢. حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ.

১০৬২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) মানৎ করতে নিষেধ করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন, মানৎ কোন জিনিসকে দূর করতে পারে না। এ দ্বারা শুধুমাত্র কৃপণের মাল খরচ হয়।[২]

١٠٦٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيْهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ.

১০৬৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মানৎ মানুষকে এমন বস্তু এনে দিতে পারে না, যা তার তকদীরে নির্ধারিত করা হয়নি, বরং মানৎটি তাক্‌দীরের মাঝেই ঢেলে দেয়া হয় যা তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কৃপণের নিকট হতে মাল বের করে নিয়ে আসেন। আর তাকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন যা পূর্বে তাকে দেয়া হয়নি।[৩]

٤/٢٦. بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

২৬/৪. যে ব্যক্তি কা'বা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার নযর মানলো।

١٠٦٤. حديث أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৭৬১; মুসলিম, পর্ব ২৬ : নায্‌র, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬৩৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮২ : তাক্বদীর, অধ্যায় ৬, হাঃ ৬৬০৮; মুসলিম, পর্ব ২৬ : নায্‌র, অধ্যায় ২, হাঃ ১৬৩৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৬৬৯৪

১০৬৪. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের উপর ভর করে হেঁটে যেতে দেখে বললেন ঃ তার কী হয়েছে? তারা বললেন, তিনি পায়ে হেঁটে হাজ্জ করার মানত করেছেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ লোকটি নিজেকে কষ্ট দিক আল্লাহ তা'আলার এর কোন দরকার নেই। অতঃপর তিনি তাকে সওয়ার হয়ে চলার জন্য আদেশ করলেন।[১]

١٠٦٥. حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ ﷺ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ.

১০৬৫. 'উক্‌বাহ ইব্‌নু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন পায়ে হেঁটে হাজ্জ করার মানৎ করেছিল। আমাকে এ বিষয়ে নাবী (ﷺ) হতে ফাতাওয়া আনার নির্দেশ করলে আমি নাবী (ﷺ)-কে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ পায়ে হেঁটেও চলুক, সওয়ারও হোক।[২]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ২৭, হাঃ ১৮৬৫; মুসলিম, পর্ব ২৬ : নাযর, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৬৪২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ১৮৬৬; মুসলিম, পর্ব ২৬ : নাযর, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৬৪৪

٢٧- كِتَابُ الْأَيْمَانِ

পর্ব (২৭) ঃ কসম

١/٢٧. بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

২৭/১. আল্লাহ্ তা'আলার নাম ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা নিষেধ।

١٠٦٦. حديث عُمَرَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

১০৬৬. 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পিতা-পিতামহের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। 'উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমি স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে তাদের নামে কসম করিনি।[1]

١٠٦٧. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِيْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ فَنَادَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ.

১০৬৭. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-কে একদিন আরোহীর মাঝে এমন সময় পেলেন, যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম খাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উচ্চৈঃস্বরে তাদের বললেন ঃ জেনে রেখ! আল্লাহ্ তোমাদের নিজের পিতার নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যদি কাউকে খেতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহ্‌র নামেই কসম খায়, অন্যথায় সে যেন চুপ থাকে।[2]

٢/٢٧. بَابُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

২৭/২. যে লাত, উযযার নামে কসম করে সে যেন 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে।

١٠٦٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

১০৬৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম ক'রে বলে যে, লাত ও উয্‌যার কসম, সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো, আমি তোমার সঙ্গে জুয়া খেলব, তার সদাকাহ দেয়া কর্তব্য।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ৪, হাঃ ৬৬৪৭; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১ ঃ, হাঃ ১৬৪৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ৬১০৮; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬৪৬

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৪৮৬০; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ২, হাঃ ১৬৪৭

٣/٢٧. بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِيْنًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِهِ

২৭/৩. এটা (বৈধ) যে কেউ কোন কিছু করার কসম খেলো এবং পরেও অন্যটা করা ভাল দেখল তাহলে সে ভালটা করবে এবং তার কসমের কাফ্ফারা দিবে।

١٠٦٩. حديث أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ أَرْسَلَنِيْ أَصْحَابِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِيْ جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوْكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَصْحَابِيْ أَرْسَلُوْنِيْ إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِيْنًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُوْنَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِيْ فَأَخْبَرْتُهُمْ الَّذِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِيْ أَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجِبْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَدْعُوْكَ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ خُذْ هٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ وَهٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِيْنَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللهَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هٰؤُلَاءِ فَارْكَبُوْهُنَّ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هٰؤُلَاءِ وَلٰكِنِّيْ وَاللهِ لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيْ بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا تَظُنُّوْا أَنِّيْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا لِيْ وَاللهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ أَبُوْ مُوْسٰى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوْا الَّذِيْنَ سَمِعُوْا قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوْهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُوْ مُوْسٰى.

১০৬৯. আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথীরা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পাঠালেন তাদের জন্য পশুবাহন চাওয়ার জন্য। কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে কষ্টের যুদ্ধ অর্থাৎ তাবূকের যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। অনন্তর আমি এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র নাবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার কাছে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, আপনি যেন তাদের জন্য পশুবাহনের ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের জন্য কোন সওয়ারীর ব্যবস্থা করতে পারব না। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি রাগান্বিত। (কিন্তু কী কারণে তিনি রাগান্বিত) তা বুঝলাম না। আর আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পশুবাহন না দেয়ার কারণে দুঃখিত মনে ফিরে আসি। আবার এ ভয়ও ছিল যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না আমার উপরই অসন্তুষ্ট হন। তাই আমি সাথীদের কাছে ফিরে যাই এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন তা আমি তাদের জানাই। অল্পক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম যে, বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ডাকছেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু কাইস কোথায়? তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে ডাকছেন, আপনি হাজির হোন। আমি যখন তাঁর কাছে হাজির হলাম তখন তিনি বললেন, এই জোড়া এবং ঐ জোড়া এমনি ছয়টি উটনী যা সা'দ থেকে ক্রয় করা হয়েছে, তা গ্রহণ কর এবং সেগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও এবং বল যে, আল্লাহ তা'আলা (রাবীর সন্দেহ) অথবা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলো তোমাদের যানবাহনের জন্য ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা এগুলোর উপর আরোহণ কর। আমি তখন সেগুলো নিয়ে তাদের নিকট গেলাম এবং বললাম যে, আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলোর উপর তোমাদের আরোহণের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে ছাড়বা যতক্ষণ না তোমাদের কেউ আমার সঙ্গে তার কাছে যাবে

সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথোপকথন শুনেছে। তোমরা এমন ধারণা যে, নাবী (ﷺ) যা বলেননি আমি তা তোমাদের বর্ণনা করেছি। তখন তারা আমাকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি আমাদের কাছে সত্যবাদী বলে পরিচিত। তবুও আপনি যা চান, আমরা অবশ্য করব। অনন্তর আবূ মূসা (রাঃ) তাদের মধ্যেকার একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক অপারগতা প্রকাশ এবং পরে তাদেরকে দেয়ার কথা শুনেছিলেন, তাদের কাছে আসেন। তখন তারা সেরূপ কথাই বর্ণনা করলেন যেমন আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছিলেন।[1]

١٠٧٠. حديث أَبِي مُوسٰى عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسٰى فَأُتِيَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلْأُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذَاكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّوْنَ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا أَفَنَسِيْتَ قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.

১০৭০. যাহদাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম, এ সময় মুরগীর (গোশত) সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। তথায় তাইমুল্লাহ গোত্রের এমন লাল বর্ণের এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল, যেন সে মাওয়ালী (রোমক ক্রীতদাস)-দের একজন। তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন সে বলল, আমি মুরগীকে এমন বস্তু খেতে দেখেছি, যাতে আমার ঘৃণা জন্মেছে। তাই আমি শপথ করেছি যে, তা খাব না। আবূ মূসা (রাঃ) বললেন, আস, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাচ্ছি। আমি কয়েকজন আশ'আরী ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট সাওয়ারী চাইতে যাই। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না এবং আমার নিকট তোমাদের দেয়ার মত কোন সাওয়ারীও নেই। এ সময় আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের খোঁজ নিলেন এবং বললেন, সেই আশ'আরী লোকেরা কোথায়? অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উঁচু সাদা চুলওয়ালা পাঁচটি উট আমাদের দিতে বললেন। যখন আমরা উট নিয়ে রওয়ানা দিলাম, বললাম, আমরা কী করলাম? আমাদের কল্যাণ হবে না। আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এলাম এবং বললাম, আমরা আপনার নিকট সাওয়ারীর জন্য আবেদন করেছিলাম, তখন আপনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। আপনি কি তা ভুলে গেছেন? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন। আর আল্লাহ্র কসম, আমার অবস্থা এই যে, ইন্শাআল্লাহ্ কোন বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতটি কল্যাণকর মনে করি, তখন সেই কল্যাণকর কাজটি আমি করি এবং কাফ্ফারা দিয়ে শপথ মুক্ত হই।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৮, হাঃ ৪৪১৫; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৬৪৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৮ : জিযইয়াহ কর ও রক্তপণ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩১৩৩; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৬৩৯

١٠٧١. حديث عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

১০৭১. 'আবদুর রহমান ইব্‌নু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে 'আবদুর রহমান ইব্‌নু সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এর জন্য সাহায্য করা হবে। কোন কিছুর ব্যাপারে যদি কসম কর আর তা ব্যতীত অন্য কিছুর মাঝে কল্যাণ দেখতে পাও; তবে কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে তার চেয়ে উত্তমটি অবলম্বন কর।[1]

٥/٢٧. بَابُ الْإِسْتِثْنَاءِ

২৭/৫. ইনশাআল্লাহ বলা।

١٠٧٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ.

১০৭২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাউদ (আঃ)-এর পুত্র সুলায়মান (আঃ) একদা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি আমার একশত স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব এবং তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। এ কথা শুনে একজন ফেরেশতা বলেছিলেন, আপনি 'ইন্‌শাআল্লাহ' বলুন; কিন্তু তিনি এ কথা ভুলক্রমে বলেননি। এরপর তিনি তার স্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হলেন; কিন্তু তাদের কেউ কোন সন্তান প্রসব করল না। শুধুমাত্র একজন স্ত্রী একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যদি সুলায়মান (আঃ) 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলতেন, তাহলে আল্লাহ্ তাঁর আশা পূর্ণ করতেন। আর সেটাই ছিল তাঁর প্রয়োজন মেটানোর জন্য উত্তম।[2]

١٠٧٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدُ شِقَّيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ.

১০৭৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সুলায়মান ইব্‌নু দাউদ (আঃ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি আমার সত্তর জন স্ত্রীর নিকট যাব : প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী যোদ্ধা গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। তখন তাঁর সাথী বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ্। কিন্তু তিনি মুখে তা বললেন না। অতঃপর একজন স্ত্রী ছাড়া কেউ গর্ভধারণ করলেন না। আর তিনিও

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ১, হাঃ ৬৬২২; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৬৫২

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১২০, হাঃ ৫২৪২; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৬৫৪

এমন এক (পুত্র) সন্তান প্রসব করলেন যার এক অঙ্গ ছিল না। নাবী (ﷺ) বললেন, তিনি যদি 'ইন্‌শা আল্লাহ্' মুখে বলতেন, তাহলে তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতো।[১]

٦/٢٧. بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِيْنِ فِيْمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

২৭/৬. হারাম নয় এমন কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে কসম করতে চাপ সৃষ্টি করা যার ফলে তার পরিবার কষ্টে পতিত হয়– এর নিষিদ্ধতা।

١٠٧٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِيْ أَهْلِهِ اٰثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِيْ افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ.

১০৭৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের মাঝে কেউ আপন পরিজনের ব্যাপারে শপথকারী হলে আল্লাহ্‌র নিকট সে গুনাহ্‌গার হবে ঐ ব্যক্তির তুলনায়, যে কাফ্‌ফারা আদায় করে দেয় যা আল্লাহ্ তা'আলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন।[২]

٧/٢٧. بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيْهِ إِذَا أَسْلَمَ

২৭/৭. কাফিরের নাযর এবং সে ইসলাম গ্রহণ করার পর এ ব্যাপারে সে কী করবে।

١٠٧٥. حديث ابن عمر أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ قَالَ وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِيْ بَعْضِ بُيُوْتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ فَجَعَلُوْا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللهِ انْظُرْ مَا هٰذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ.

১০৭৫. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! জাহিলী যুগে আমার উপর একদিনের ই'তিকাফ (মানৎ) ছিল। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁকে তা পূরণ করার আদেশ করেন। নাফি' (রহ.) বলেন, 'উমার (রাঃ) হুনায়নের যুদ্ধবন্দীদের নিকট হতে দু'টি দাসী লাভ করেন। তখন তিনি তাদেরকে মাক্কায় একটি গৃহে রেখে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হুনায়নের বন্দীদেরকে সৌজন্যমূলক মুক্ত করার আদেশ করলেন। তারা মুক্ত হয়ে অলি-গলিতে ছুটতে লাগল। 'উমার (রাঃ) 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বললেন, দেখ তো ব্যাপার কী? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, তবে তুমি গিয়ে সে দাসী দু'জনকে মুক্ত করে দাও।[৩]

٩/٢٧. بَابُ التَّغْلِيْظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنَا

২৭/৯. ঐ ব্যক্তির (প্রতি) কঠোরতা যে তার দাসকে যিনার অপবাদ দিল।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৩৪২৪; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৬৫৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ১, হাঃ ৬৬২৫; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৬৫৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৯, হাঃ ৩১৪৪; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৬৫৬

١٠٧٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ.

১০৭৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, কেউ আপন ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করল, অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে, ক্বিয়ামাত দিবসে তাকে কশাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনই হয় যেমন সে বলেছে (সে ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হবে না)।[১]

١٠/٢٧. بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوْكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ

২৭/১০. দাসকে তা খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তা পরানো যা সে নিজে পরে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ না দেয়া।

١٠٧٧. حديث أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ لَقِيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّيْ سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ.

১০৭৭. মা'রূর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাবাযা নামক স্থানে আবূ যর (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁর ভৃত্যের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে বললেন, আবূ যর! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে এখনো অন্ধকার যুগের স্বভাব বিদ্যমান। জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা-ই পরায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সহযোগিতা করবে।[২]

١٠٧٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ.

১০৭৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কারো খাদিম খাবার নিয়ে উপস্থিত হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত। তাকে সাথে না বসালেও দু' এক

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৬৮৫৮; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৬৬০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২, অধ্যায় ২২, হাঃ ৩০; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৬৬১

লোকমা কিংবা দু' এক গ্রাস তাকে দেয়া উচিত। কেননা, সে এর জন্য পরিশ্রম করেছে।[১]

١١/٢٧. بَابُ ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ

২৭/১১. গোলামের সওয়াব যখন সে মনিবের কল্যাণে ব্রতী হয় এবং আল্লাহ্র 'ইবাদাত উত্তমরূপে করে।

١٠٧٩. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

১০৭৯. ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ক্রীতদাস যদি তার মনিবের হিতাকাঙ্ক্ষী হয় এবং তার প্রতিপালকের উত্তমরূপে ইবাদত করে, তাহলে তার সাওয়াব হবে দ্বিগুণ।[২]

١٠٨٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّيْ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ.

১০৮০. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সৎ ক্রীতদাসের সাওয়াব হবে দ্বিগুণ। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহর পথে জিহাদ, হাজ্জ এবং আমার মায়ের সেবার মতো উত্তম কাজ যদি না থাকত, তাহলে ক্রীতদাসরূপে মৃত্যুবরণ করাই আমি পছন্দ করতাম।[৩]

١٠٨١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ.

১০৮১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, কত ভাগ্যবান সে যে উত্তমরূপে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং নিজ মনিবের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়।[৪]

١٢/٢٧. بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ

২৭/১২. যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলামকে যে স্বীয় অংশ হতে মুক্ত করে দেয়।

١٠٨٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

১০৮২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কেউ যদি কোন ক্রীতদাস হতে নিজের অংশ মুক্ত করে আর ক্রীতদাসের মূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকে, তবে তার উপর দায়িত্ব হবে ক্রীতদাসের ন্যায্য মূল্য নির্ণয় করা। তারপর সে শরীকদেরকে তাদের

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৫৫৭; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১০, হাঃ ৫৭৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৫৪৬; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৬৬৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৫৪৮; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৬৬৫

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৫৪৯

প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করবে এবং ক্রীতদাসটি তার পক্ষ হতে মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু (সে পরিমাণ অর্থ) না থাকলে তার পক্ষ হতে ততটুকুই মুক্ত হবে যতটুকু সে মুক্ত করেছে।[১]

١٠٨٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوْكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِيْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوْكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ.

১০৮৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, কেউ তার (শরীক) গোলাম হতে অংশ আযাদ করে দিলে তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে নিজস্ব অর্থে সেই গোলামকে পূর্ণ আযাদ করা। যদি তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে, তাহলে গোলামের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তারপর (অন্য শরীকদের অংশ পরিশোধের জন্য) তাকে উপার্জনে যেতে হবে, তবে তার উপর অতিরিক্ত কষ্ট চাপানো যাবে না।[২]

١٣/٢٧. بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

২৭/১৩. মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা।

١٠٨٤. حديث جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوْكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

১০৮৪. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তার গোলামকে মুদাব্বীর বানালো। ঐ গোলাম ব্যতীত তার আর কোন মাল ছিল না। খবরটি নাবী (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছল। তিনি বললেন ঃ গোলামটিকে আমার নিকট হতে কে ক্রয় করবে? নু'আয়ম ইব্‌নু নাহ্‌হাম (রাঃ) তাকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিল।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৫২২; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৫০১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৭ : অংশীদারিত্ব, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৪৯২; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৫০১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৪ : অঙ্গীকারের কাফ্ফারা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৬৭১৬; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৯৯৭

٢٨- كِتَابُ الْقَسَامَةِ

পর্ব (২৮) ঃ কাসামাহ[1]

٢٨/١. بَابُ الْقَسَامَةِ

২৮/১. আল-কাসামাহ

١٠٨٥. حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوْا فِيْ أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَحْيَى يَعْنِيْ لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوْا فِيْ أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَسْتَحِقُّوْنَ قَتِيْلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ فِيْ أَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ.

قَالَ سَهْلٌ فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِيْ بِرِجْلِهَا.

১০৮৫. রাফি' ইবনু খাদীজ (রাযিআল্লাহু আনহু) ও সাহ্ল ইবনু আবূ হাস্‌মাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু সাহ্ল ও মুহাইসাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিআল্লাহু আনহু) খাইবারে পৌঁছে উভয়েই খেজুরের বাগানের ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে গেলেন। সেখানে 'আবদুল্লাহ ইবনু সাহ্ল (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর 'আবদুর রহমান ইবনু সাহ্ল ও ইবনু মাস'উদ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর দুই ছেলে হুওয়াইসাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) ও মুহাইসাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এলেন এবং তাঁর কাছে নিহত ব্যক্তির কথা বলতে লাগলেন। 'আবদুর রহমান (রাযিআল্লাহু আনহু) কথা শুরু করলেন। তিনি ছোট ছিলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বললেন ঃ তুমি বড়দের সম্মান করবে। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ কথা বলার দায়িত্ব যেন বড়রা পালন করে। তখন তারা তাদের লোক সম্পর্কে কথা বললেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বললেন ঃ তোমাদের পঞ্চাশ জন লোক কসমের মাধ্যমে তোমাদের নিহত ভাইয়ের হত্যার হক প্রমাণ কর। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ওরা তো কাফির সম্প্রদায়। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের তরফ থেকে তাদের নিহত ব্যক্তির ফিদ্‌ইয়া দিয়ে দিলেন।

সাহ্ল (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আমি সেই উটগুলো থেকে একটি উট পেলাম। সেটি নিয়ে আমি যখন আস্তাবলে গেলাম তখন উটনীটি তার পা দিয়ে আমাকে লাথি মারলো।[2]

٢٨/٢. بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِيْنَ وَالْمُرْتَدِّيْنَ

২৮/২. ধর্মত্যাগী মুরতাদ ও যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের বিধান।

١٠٨٦. حديث أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَايَعُوْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ أَفَلَا تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنَا فِيْ إِبِلِهِ فَتُصِيْبُوْنَ مِنْ

[1] একটি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বাদীর পক্ষ হয়ে ৫০ জন লোকের শপথ গ্রহণে যখন কোন সাক্ষী পাওয়া যায় না।

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ৬১৪২-৬১৪৩; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬৬৯

الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا قَالُوْا بَلَى فَخَرَجُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوْا فَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِيْ اٰثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوْا فَجِيْءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوْا.

১০৮৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'উক্ল গোত্রের আটজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে এল। তারা তাঁর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। কিন্তু সে এলাকার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হল না এবং তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তারা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে এর অভিযোগ করল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমার রাখালের সঙ্গে তার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করবে না? তারা বলল, হ্যাঁ। তারপর তারা তথায় গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে পৌছলে তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনের লক্ষ্যে লোক পাঠালেন। তারা ধরা পড়ল এবং তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করা হল। তাদের হাত-পা কাটা হল, লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেয়া হল। এরপর উত্তপ্ত রৌদ্রে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তারা মারা গেল।[১]

٣/٢٨. بَابُ ثُبُوْتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

২৮/৩. পাথর বা কোন ভারী জিনিস দ্বারা কেউ নিহত হলে কিসাস নেয়ার প্রমাণ এবং মহিলাকে হত্যা করার অপরাধে পুরুষকে হত্যা করা।

١٠٨٧. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَدَا يَهُوْدِيٌّ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهِيَ فِيْ اٰخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ لِغَيْرِ الَّذِيْ قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ اٰخَرَ غَيْرِ الَّذِيْ قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

১০৮৭. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে এক ইয়াহূদী একটি বালিকার উপর নির্যাতন করে তার অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নেয়। আর (পাথর দ্বারা) তার মস্তক চূর্ণ করে। সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে তার পরিবারের লোকেরা তাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে আসে। তখন সে নিশ্চুপ ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (একজন নির্দোষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্বক) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাকে সে হত্যা করেছে? অমুক? সে মাথার ইশারায় বলল ঃ না। তিনি অন্য এক নিরপরাধ ব্যক্তির নাম ধরে বললেন, তবে কি অমুক? সে ইশারায় জানাল, না। এবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হত্যাকারীর নাম উল্লেখ করে বললেন ঃ তবে অমুক ব্যক্তি মেরেছে কি? সে মাথা নেড়ে বলল ঃ জি, হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদেশ উক্ত ব্যক্তির মাথা দু'পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করা হলো।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ২২, হাঃ ৬৮৯৯; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ২, হাঃ ১৬৭১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ২৪, হাঃ ৫২৯৫; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৩, হাঃ ৮৫২

٤/٢٨. بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُوْلُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

২৮/৪. কোন আক্রান্ত ব্যক্তি কোন আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে গিয়ে আক্রমণকারী যদি মারা যায় অথবা তার অঙ্গহানি হয় তাহলে কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

١٠٨٨. حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ.

১০৮৮. 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে তার হাত ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে টেনে বের করল। ফলে তার দু'টি দাঁত উপড়ে গেল। তারা নাবী (ﷺ)-এর নিকট তাদের মুকাদ্দমা পেশ করল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি কামড়াবে যেমন উট কামড়ে থাকে? তোমার জন্য কোন রক্তপণ নেই।[১]

١٠٨٩. حديث يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِيْ فِيْ نَفْسِيْ فَكَانَ لِيْ أَجِيْرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِيْ فِيْكَ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ.

১০৮৯. ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে জাইশুল উসরাত অর্থাৎ তাবূকের যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। আমার ধারণায় এটাই ছিল আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য 'আমাল। আমার একজন মজদুর ছিল। সে একজন লোকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের একজন আরেক জনের আঙ্গুল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। (বের করার জন্য) সে আঙ্গুল টান দেয়। এতে তার (প্রতিপক্ষের) একটি সামনের দাঁত পড়ে যায়। তখন লোকটি (অভিযোগ নিয়ে) নাবী (ﷺ)-এর নিকট গেল। কিন্তু তিনি (নাবী (ﷺ)) তার দাঁতের ক্ষতি পূরণের দাবী বাতিল করে দিলেন এবং বললেন সে কি তোমার মুখে তার আঙ্গুল ছেড়ে রাখবে, আর তুমি তা (দাঁত দিয়ে) চিবুতে থাকবে? বর্ণনাকারী [ইয়া'লা (রাঃ)] বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি [নাবী (ﷺ)] বলেছেন, যেমন উট চিবায়।[২]

٥/٢٨. بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِيْ مَعْنَاهَا

২৮/৫. দাঁত ও এ জাতীয় ক্ষতি যাতে কিসাসের হুকুম বিদ্যমান।

١٠٩٠. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللهِ لَا تُكْسَرُ سِنُّهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৬৮৯২; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৬৭৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৭ : ইজারা, অধ্যায় ৫, হাঃ ২২৬৫; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৬৭৪

১০৯০. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রুবাঈ– যিনি আনাস (রাঃ)-এর ফুফু– এক আনসার মহিলার সামনের একটি বড় দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। এরপর আহত মহিলার গোত্র এর কিসাস দাবী করে। তারা নাবী (ﷺ)-এর নিকট এলো, নাবী (ﷺ) কিসাসের নির্দেশ দিলেন, আনাস ইবনু মালিকের চাচা আনাস ইবনু নযর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র শপথ রুবাঈ-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসূল (ﷺ) বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্র কিতাব তো "বদলা"র বিধান দেয়। পরবর্তীতে বিরোধীপক্ষ রাযী হয়ে মুক্তিপণ বা দিয়ত গ্রহণ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ্র কতক বান্দা আছে যারা আল্লাহ্র নামে কসম করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কসম সত্যে পরিণত করেন।[১]

٢٨/٦. بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

২৮/৬. কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মুসলিমের রক্ত বৈধ।

١٠٩١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّيْنِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

১০৯১. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, তিন-তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) প্রাণের বদলে প্রাণ। বিবাহিত ব্যভিচারী। আর আপন দীন পরিত্যাগকারী মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।[২]

٢٨/٧. بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

২৮/৭. হত্যার প্রথম প্রচলনকারীর পাপের বর্ণনা।

١٠٩٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

১০৯২. 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের অংশ আদাম (আঃ)-এর প্রথম ছেলের (কাবিলের) উপর বর্তায়। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটায়।[৩]

٢٨/٨. بَابُ الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيْهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৮/৮. ক্বিয়ামাতের দিন রক্তের (বিনিময়ে) রক্ত দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ এবং সেদিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তের বিষয়ে ফায়সালা করা হবে।

١٠٩٣. حديث عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫, হাঃ ৪৬১১; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৯০৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ৬, হাঃ ৬৮৭৮; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৬৭৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৩৩৫; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৬৭৭

১০৯৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।[১]

٩/٢٨. بَابُ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ

২৮/৯. মুসলিমদের রক্ত, সমভ্রম ও সম্পদ (বিনষ্ট করা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

١٠٩٤. حديث أَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يَكُوْنَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُوْلُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ.

১০৯৪. আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) সময় ও কাল আবর্তিত হয় নিজ চক্রে যেদিন থেকে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এক বছর হয় বার মাসে। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত। তিনমাস ক্রমান্বয়ে আসে−যেমন যিলকদ, যিলহাজ্জ ও মুহার্‌রম এবং রজব মুদার বা জমাদিউল আখির ও শাবান মাসের মাঝে হয়ে থাকে। (এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন) এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-ই অধিক জানেন। এরপর তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়তো তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। (তারপর) তিনি বললেন, এ কি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-ই অধিক জানেন। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, হয়তো তিনি এ শহরের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি (মাক্কাহ্) শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই ভাল জানেন। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। এতে আমরা মনে করলাম যে, তিনি এ দিনটির অন্য কোন নামকরণ করবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন: তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি আরও বলেছিলেন, তোমাদের মান-ইজ্জত- তোমাদের উপর পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস। তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। খবরদার! তোমরা আমার ইন্তিকালের পরে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ো না যে, একে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৬৫৩৩; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৬৭৮

অন্যের গর্দান উড়াবে। শোন, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার পয়গাম পৌঁছে দেবে। অনেক সময় যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছে তার থেকেও তার মাধ্যমে খবর-পাওয়া ব্যক্তি অধিকতর সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। রাবী মুহাম্মাদ [ইবনু সীরীন (রহ.)] যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি বলতেন–মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্যই বলেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা শোন, আমি কি (আল্লাহ্‌র পায়গাম) পৌঁছে দিয়েছি? এভাবে দু'বার বললেন।[১]

٢٨/١١. بَابُ دِيَةِ الْجَنِيْنِ وَوُجُوْبِ الدِّيَةِ فِيْ قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي.

২৮/১১. পেটের বাচ্চার রক্তপণ, অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য রক্তপণ প্রদানের অপরিহার্যতা ও শিবহে আমদের দিয়াত বা রক্তপণ অপরাধীর অভিভাবকের উপর ওয়াজিব।

١٠٩٥. **حديث** عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيْ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِيْ فِيْ بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِيْ بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِيْ غَرِمَتْ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.

১০৯৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ একবার হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলার মধ্যে বিচার করেন। তারা উভয়ে মারামারি করেছিল। তাদের একজন অন্যজনের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। পাথর গিয়ে তার পেটে লাগে। সে ছিল গর্ভবতী। ফলে তার পেটের বাচ্চাকে সে হত্যা করে। তারপর তারা নাবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করে। তিনি ফায়সালা দেন যে, এর পেটের সন্তানের বদলে একটি পূর্ণ দাস অথবা দাসী দিতে হবে। জরিমানা আরোপকৃত মহিলার অভিভাবক বললঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! এমন সন্তানের জন্য আমার উপর জরিমানা কেন হবে, যে পান করেনি, খাদ্য খায়নি, কথা বলেনি এবং কান্নাকাটিও করেনি। এ অবস্থায় জরিমানা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তখন নাবী ﷺ বললেন ঃ এ তো (দেখছি) গণকদের ভাই।[২]

١٠٩٦. **حديث** الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِيْ إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ.

১০৯৬. 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মহিলাদের গর্ভপাত সম্পর্কে সহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তখন মুগীরাহ (রাঃ) বললেন, নাবী (ﷺ) এরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (রাঃ) সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি নাবী (ﷺ)-কে এ ফায়সালা করতে দেখেছেন।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৮, হাঃ ৪৪০৬; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৬৭৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৫৭৫৮; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৬৮১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৬৯০৫-৬৯০৬; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৬৮৩

٢٩- كِتَابُ الْحُدُوْدِ

পর্ব (২৯) ঃ হুদূদ

١/٢٩. بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا

২৯/১. চুরির হাদ ও তার নিসাব (শাস্তি দানের জন্য অপরাধের সর্বনিম্ন পরিণাম)

١٠٩٧. حديث عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ.

১০৯৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সিকি দীনার চুরি করায় হাত কাটা হবে।[১]

١٠٩٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

১০৯৮. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন দিরহাম মূল্যমানের ঢাল চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কর্তন করেছেন।[২]

١٠٩٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

১০৯৯. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, চোরের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত নিপতিত হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা যায় এবং সে একটি রশি চুরি করে। এর জন্য তার হাত কাটা যায়।[৩]

٢/٢٩. بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيْفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُوْدِ

২৯/২. সম্ভ্রান্ত বা যে কোন বংশের চোরের হাত কাটা এবং হুদুদের ব্যাপারে সুপারিশ করার নিষিদ্ধতা।

١١٠٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

১১০০. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। মাখযূম গোত্রের এক চোর নারীর ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুললো। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৬৭৯০; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬৮৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৬৭৯৮; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬৮৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৭, হাঃ ৬৭৮৩; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬৮৭

আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসূল (ﷺ)-এর প্রিয়তম ওসামা ইব্‌নু যায়িদ (রাঃ) এ ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। উসামা নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কথা বললেন। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাজ্ঘনকারিণীর সাজা মাওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নাবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে খুত্‌বায় বললেন, তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোন অসহায় গরীব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ্‌ জারি করত। আল্লাহ্‌র কসম, যদি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কন্যা ফাতিমাহ চুরি করত তাহলে আমি তার অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।[১]

٤/٢٩. بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَى

২৯/৪. বিবাহিত যিনাকারকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা।

١١٠١. **حديث** عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ وَالرَّجْمُ فِيْ كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ.

১১০১. 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ) বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত পড়েছি, বুঝেছি, আয়ত্ত করেছি।[২] আল্লাহ্‌র

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৭৫; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ২, হাঃ ১৬৮৮

[২] খারেজী এবং কিছু মু'তাযিলা সম্প্রদায় কোরআনে উল্লেখিত রজমের আয়াতকে অস্বীকার করে, যার তেলাওয়াত মানসুখ হলেও হুকুম অবশিষ্ট আছে। আয়াতটি হলঃ اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ অথচ আয়াতটি কোরআনের অংশ এবং হুকুমটি অবশিষ্ট আছে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে।

১ আব্দুর রাজ্জাক ও ইমাম ত্বাবারী ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন: উমর (রাঃ) বলেন: سَيَجِيْءُ قَوْمٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالرَّجْمِ

২ সুনানে নাসায়ীতে ওবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু উতবার সূত্রে উমর (রাঃ) এর হাদীস :

وَأَنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ مَا بَالُ الرَّجْمِ وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدُ أَلاَ قَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

৩ মুয়াত্তা মালেক সা'য়ীদ বিন মুসায়্যিব এর সূত্রে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস :

إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوْا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ لاَ أَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَدْ رَجَمَ

৪ সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত ৬৮১৯ নং হাদীসে ইয়াহুদী পুরুষ ও একজন মহিলার রজমের ঘটনা। মায়েয বিন মালিকের রজমের ঘটনা, হাঃ ৬৮১৪, ৬৮২৪।

বিবাহিত এবং অবিবাহিত পুরুষ-মহিলার যেনার হুকুম :

* যিনাকার পুরুষ-মহিলা যদি বিবাহিত হয় তবে তাদের হুকুম হল শুধু রজম।
* পক্ষান্তরে যেনাকার পুরুষ-মহিলা যদি অবিবাহিত হয় তবে তাদের হুকুম হল একশত বেত্রাঘাত ও এক বছর নির্বাসন। (ফাতহুল বারী)

রাসূল (ﷺ) পাথর মেরে হত্যা করেছেন। আমরাও তাঁর পরে পাথর মেরে হত্যা করেছি। আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর কোন লোক এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহ্র কসম! আমরা আল্লাহ্র কিতাবে পাথর মেরে হত্যার আয়াত পাচ্ছি না। ফলে তারা এমন একটি ফার্‌য ত্যাগের কারণে পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর পাথর মেরে হত্যা অবধারিত, যে বিবাহিত হবার পর যিনা করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী। যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে।[১]

٥/٢٩. بَابُ مَنْ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى

২৯/৫. যে নিজেই যিনা করার কথা স্বীকার করলো।

١١٠٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ.

قَالَ جَابِرٌ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

১১০২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে এল। তিনি তখন মাসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমি যিনা করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কথাটি সে চারবার পুনরাবৃত্তি করল। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল তখন নাবী (ﷺ) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামীর দোষ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তোমরা তাকে নিয়ে যাও আর রজম করো।

জাবির (রাঃ) বলেন, আমি তার রজমকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমরা তাকে জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করি। পাথরের আঘাত যখন তার অসহ্য হচ্ছিল তখন সে পালাতে লাগল। আমরা হার্‌রা নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম। আর সেখানে তাকে রজম করলাম।[২]

١١٠٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا فِيْ أَهْلِ هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّيْ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَسَلْهَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬৮৩০; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৬৯১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ২২, হাঃ ৬৮১৫-৬৮১৬; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৬৯১

১১০৩. আবূ হুরাইরাহ ও যায়দ ইব্‌নু খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলল, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল, আর সে ছিল তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ এবং বলল, সে ঠিকই বলেছে। আপনি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নাবী (ﷺ) তাকে বললেন ঃ বল। তখন সে বলল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির পরিবারে মজুর ছিল, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করে বসে। ফলে আমি একশ' ছাগল ও একটি গোলামের বিনিময়ে তার থেকে আপোস করে নেই। তারপর ক'জন আলিমকে জিজ্ঞেস করি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের ওপর একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। একশ' (ছাগল) আর গোলাম তোমার কাছে ফেরত হবে। আর তোমার ছেলের উপর আসবে একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যুষে মহিলার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করবে। সে স্বীকার করলে তাকে সে রজম করল।[১]

٦/٢٩. بَابُ رَجْمِ الْيَهُوْدِ أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى

২৯/৬. ইয়াহূদী বা অন্য জিম্মিকে যিনার অপরাধে রজম করা।

١١٠٤. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ.

১১০৪. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। ইয়াহূদীরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর খিদমতে এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করেছে। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কে তাওরাতে কী বিধান পেয়েছ? তারা বলল, আমরা এদেরকে অপমানিত করব এবং তাদের বেত্রাঘাত করা হবে। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু সালাম (রাঃ) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এসে বাহির করল এবং পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কীয় আয়াতের উপর হাত রেখে তার আগের ও পরের আয়াতগুলো পাঠ করল। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু সালাম (রাঃ) বললেন, তোমার হাত সরাও। সে হাত সরাল। তখন দেখা গেল পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার আয়াত আছে। তখন ইয়াহূদীরা বলল, হে মুহাম্মাদ! তিনি সত্যই বলছেন। তাওরাতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার আয়াতই আছে। তখন নাবী (ﷺ) পাথর নিক্ষেপে দু'জনকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ পুরষটিকে মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। সে মেয়েটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৬৮৫৯; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৬৯৭, ১৬৯৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৩৬৩৫; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৬৯৯

١١٠٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى عَنْ الشَّيْبَانِيِّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ سُوْرَةِ النُّوْرِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرِيْ.

১১০৫. শায়বানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) রজম করেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সূরায়ে নূর-এর আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি অবগত নই।[১]

١١٠٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.

১১০৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যদি বাঁদী ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আর তিরস্কার করবে না। তারপর যদি আবার ব্যভিচার করে তবে তাকে বিক্রি করে দিবে; যদিও পশমের রশির (ন্যায় সামান্য বস্তুর) বিনিময়েও হয়।[২]

١١٠٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ.

১১০৭. আবূ হুরাইরাহ্ ও যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে অবিবাহিতা দাসী যদি ব্যভিচার করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচার করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত কর। আবার যদি সে ব্যভিচার করে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর যদি ব্যভিচার করে তবে তাকে রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও।[৩]

٨/٢٩. بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

২৯/৮. মদখোরের শাস্তি।

١١٠٨. حَدِيْثُ أَنَسٍ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ.

১১০৮. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত করেছেন এবং জুতা মেরেছেন। আবূ বাক্র (রাঃ) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।[৪]

١١٠٩. حَدِيْثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ قَالَ مَا كُنْتُ لِأُقِيْمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوْتَ فَأَجِدَ فِيْ نَفْسِيْ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.

১১০৯. 'আলী ইবনু আবূ ত্বলিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করি আর সে তাতে মরে যায় তবে কোন দুঃখ আসে না। কিন্তু শরাব পানকারী ব্যতীত।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ২১, হাঃ ৬৮১৩; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৭০২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ২১৫২; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৭০৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ২১৫৩-২১৫৪; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদঅধ্যায়ের প্রথমে, হাঃ ১৭০৪

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৪, হাঃ ৬৭৭৬; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৭০৬

সে যদি মারা যায় তবে তার জন্য আমি দিয়াত দিয়ে থাকি। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এ শাস্তির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি।[১]

٩/٢٩. بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيْرِ

২৯/৯. সতর্ক করে দেয়ার জন্য বেত্রাঘাতের পরিমাণ।

١١١٠. حديث أَبِي بُرْدَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

১১১০. আবূ বুর্দাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলতেন ঃ আল্লাহ্র নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ কশাঘাতের উর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।[২]

١٠/٢٩. بَابُ الْحُدُوْدُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا

২৯/১০. হাদ জারি করাই হচ্ছে অপরাধীর জন্য কাফ্ফারাহ্।

١١١١. حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِيْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْا فِيْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

১১১১. বাদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল 'আকাবার একজন নকীব 'উবাদাহ্ ইব্‌নু সামিত (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর পাশে একজন সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না এবং সৎকাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূর্ণ করবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট রয়েছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হলো এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মার্জনা করবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।[৩]

١١/٢٩. بَابُ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

২৯/১১. চতুষ্পদ জন্তুর আঘাতে, খণিজ সম্পদ উদ্ধার করতে ও কূপ খনন করতে মারা গেলে রক্তপণ নেই।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৪, হাঃ ৬৭৭৮; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৭০৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৬৮৪৮; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৭০৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৮; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৭০৯

١١١٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

১১১২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত* দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খণি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।[১]

* যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও কেউ পশু দ্বারা নিহত হলে পশুর মালিক দণ্ডিত হবে না। কূপ বা খনি সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ১৪৯৯; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৭১০

٣٠- كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

পর্ব (৩০) ঃ বিচার-ফায়সালা

١/٣٠. بَابُ الْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

৩০/১. শপথ করার দায়িত্ব বাদীর।

١١١٣. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِيْ بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِيْ كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ذَكِّرُوْهَا بِاللهِ وَاقْرَءُوْا عَلَيْهَا ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ﴾ فَذَكَّرُوْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

১১১৩. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। দু'জন মহিলা একটি ঘর কিংবা একটি কক্ষে সেলাই করছিল। হাতের তালুতে সুই বিদ্ধ হয়ে তাদের একজন বেরিয়ে পড়ল এবং অপরজনের বিরুদ্ধে সুই ফুটিয়ে দেয়ার অভিযোগ করল। এই ব্যাপারটি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যদি শুধুমাত্র দাবীর উপর ভিত্তি করে মানুষের দাবী পূরণ করা হয়, তাহলে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকবে না। সুতরাং তোমরা বিবাদীদের আল্লাহ্র নামে শপথ করাও এবং এ আয়াত তার সম্মুখে পাঠ কর। এরপর তারা তাকে শপথ করাল এবং সে নিজ দোষ স্বীকার করল। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শপথ বিবাদীকে করতে হবে।[১]

٣/٣٠. بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

৩০/৩. বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফায়সালা এবং যে ব্যক্তি তার যুক্তি প্রদর্শনে বাকপটু।

١١١٤. حديث أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِيْنِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا.

১১১৪. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিনী উম্মু সালামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরের দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। [তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বিচার চাওয়া হল] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার কাছে (কোন কোন সময়) ঝগড়াকারীরা আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় দেই।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাঃ ৪৫৫২; মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফায়সালা, অধ্যায় ১, হাঃ ১৭১১

বিচারে যদি আমি ভুলবশত অন্য কোন মুসলিমের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা দোযখের টুকরা। এখন সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক।[১]

٣٠/٤. بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ

৩০/৪. হিন্দার ফায়সালা।

١١١٥. حديث عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

১১১৫. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। হিন্দা বিন্ত উত্বা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আবূ সুফ্ইয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এত পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে যতক্ষণ না আমি তার অজান্তে মাল থেকে কিছু নিই। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পার।[২]

١١١٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوْا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوْا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ قَالَتْ وَأَيْضًا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِيْ لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَا أُرَاهُ إِلَّا بِالْمَعْرُوْفِ.

১১১৬. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, উতবাহ্র মেয়ে হিন্দ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক সময় আমার মনের অবস্থা পৃথিবীর বুকে কোন পরিবারকে লাঞ্ছিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারকে অপমানিত দেখার চেয়ে অধিক কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারকে সম্মানিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারকে সম্মানিত দেখার চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তারপর সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবূ সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন কৃপণ ব্যক্তি। যদি তার মাল আমি ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যয় করি তবে তাতে কি আমার কিছু হবে? তিনি বললেন, না, যদি যথাযথ ব্যয় করা হয়।[৩]

٣٠/٥. بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ

৩০/৫. বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা, গরীব ও অন্যান্যদের অধিকার আদায় না করা এবং হক্দার না হয়ে কোন কিছু চাওয়া নিষিদ্ধ।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৪৫৮; মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফায়সালা, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৭১৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ৯, হাঃ ৫৩৬৪, ২২১১; মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফায়সালা, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৭১৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৮২৫; মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফায়সালা, অধ্যায় ৪, হাঃ নং ১৭১৪

١١١٧. حديث الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

১১১৭. মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের নাফরমানী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, কারো প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া আর অপছন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা।[১]

٦/٣٠. بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

৩০/৬. বিচারকের সওয়াব যখন সে সঠিক ফায়সালায় পৌঁছতে আপ্রাণ চেষ্টা করে- তার ফায়সালা ঠিক হোক বা ভুল হোক।

١١١٨. حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

১১১৮. 'আম্‌র ইব্‌নু 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, কোন বিচারক ইজ্‌তিহাদে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর যদি কোন বিচারক ইজ্‌তিহাদে ভুল করেন তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।[২]

٧/٣٠. بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِيْ وَهُوَ غَضْبَانُ

৩০/৭. রাগান্বিত অবস্থায় বিচারকের বিচার করা অপছন্দনীয়।

١١١٩. حديث أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

১১১৯. আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন- সে সময় তিনি সিজিস্তানে অবস্থানরত ছিলেন- যে, তুমি রাগের অবস্থায় বিবদমান দু'ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা করো না। কেননা, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগের অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না।[৩]

٨/٣٠. بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ

৩০/৮. বাতিল রায় ও নব-আবিষ্কৃত বিষয়াবলী প্রত্যাখ্যান করা।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৩ : ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও দেউলিয়া ঘোষণা, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৪০৮; মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফায়সালা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৫৯৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ২১, হাঃ ৭৩৫২; মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফায়সালা, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৭১৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৭১৫৮; মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফায়সালা, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৭১৭

١١٢٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

১১২০. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কেউ আমাদের এ শরীয়াতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা বাতিল।'[1]

٣٠/١٠. بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِيْنَ

৩০/১০. মুজতাহিদগণের মতভেদ প্রসঙ্গে।

١١٢١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتْ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِالسِّكِّيْنِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى.

১১২১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দু'জন মহিলা ছিল। তাদের সাথে দু'টি সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে গেল। সঙ্গের একজন মহিলা বললো, "তোমার ছেলেটিই বাঘে নিয়ে গেছে।" অন্য মহিলাটি বললো, "না, বাঘে তোমার ছেলেটি নিয়ে গেছে।" অতঃপর উভয় মহিলাই দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এ বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হলো। তখন তিনি ছেলেটির বিষয়ে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। অতঃপর তারা উভয়ে বেরিয়ে দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্র সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট দিয়ে যেতে লাগল এবং তারা দু'জনে তাঁকে ব্যাপারটি জানালেন। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা আমার নিকট একখানা ছোরা নিয়ে আস। আমি ছেলেটিকে দু' টুক্‌রা করে তাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেই। এ কথা শুনে অল্প বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠলো, তা করবেন না, আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। ছেলেটি তারই। তখন তিনি ছেলেটি সম্পর্কে অল্প বয়স্কা মহিলাটির অনুকূলে রায় দিলেন।[2]

٣٠/١١. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

৩০/১১. দু'দলের ঝগড়া বিচারক কর্তৃক মীমাংসা করে দেয়া মুস্তাহাব।

١١٢٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِيْ اشْتَرَى الْعَقَارَ فِيْ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِيْ اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّيْ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِيْ لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيْهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِيْ تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِيْ غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِيْ جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৩ : বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৬৯৭; মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফায়সালা, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৭১৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আলাইহিস সালাম) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৩৪২৭; মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফায়সালা, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৭২০

১১২২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, এক লোক অপর লোক হতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরিদকৃত জমিতে একটা স্বর্ণ ভর্তি ঘড়া পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে তা ফেরত নিতে অনুরোধ করে বলল, কারণ আমি জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, আমি জমি এবং এতে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করে দিয়েছি। অতঃপর তারা উভয়ই অপর এক লোকের কাছে এর মীমাংসা চাইল। তিনি বললেন, তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অন্য লোকটি বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। মীমাংসাকারী বললেন, তোমার মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দাও আর প্রাপ্ত স্বর্ণের মধ্যে কিছু তাদের বিবাহে ব্যয় কর এবং বাকী অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪হাঃ ৩৪৭২; মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফায়সালা, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৭২১

٣١- كِتَابُ اللُّقَطَةِ

পর্ব (৩১) ঃ কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু

١١٢٣. **حديث** زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

১১২৩. যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, থলেটি এবং তার মুখের বন্ধনটি চিনে রাখ। তারপর এক বছর পর্যন্ত তা ঘোষণা করতে থাক। যদি তার মালিক এসে যায় তো ভাল। তা না হলে সে ব্যাপারে তুমি যা ভাল মনে কর তা করবে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, হারানো বকরি কী করব? তিনি বললেন, সেটি হয় তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের, না হয় নেকড়ে বাঘের। সে আবার জিজ্ঞেস করল, হারানো উট হলে কী করব? তিনি বললেন, তাতে তোমার প্রয়োজন কী? তার সঙ্গে তার মশ্‌ক ও খুর রয়েছে। সে জলাশয়ে উপস্থিত হবে এবং গাছপালা খাবে, শেষ পর্যন্ত তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।[১]

١١٢٤. **حديث** أُبَيِّ بْنَ كَعْبٍ ﷺ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا.

১১২৪. উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আমি একটি থলে পেয়েছিলাম, এর মধ্যে একশ' দীনার ছিল। আমি এটা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এক বছর পর্যন্ত তুমি এটার ঘোষণা দিতে থাক। কাজেই আমি এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি আরো এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি চতুর্থবার তাঁর কাছে আসলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, থলের ভিতরের দীনারের সংখ্যা, বাঁধন এবং থলেটি চিনে রাখ। যদি মালিক ফিরে আসে তাকে দিয়ে দাও। নতুবা তুমি নিজে তা ব্যবহার কর।[২]

٢/٣١. بَابُ تَحْرِيْمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ১২, হাঃ ২৩৭২; মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুঅধ্যায়ের প্রথমে, হাঃ ১৭২২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৫ : পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেয়া, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৪৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, অধ্যায় ১, হাঃ ১৭২৩

৩১/২. কোন চতুষ্পদ জন্তুর দুধ মালিকের বিনা অনুমতিতে দোহন করা হারাম।

١١٢٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

১১২৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, অনুমতি ব্যতীত কারো পশু কেউ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ এটা কি পছন্দ করবে যে, তার (তোশাখানায়) ভান্ডারে কোন ব্যক্তি এসে ভাণ্ডার ভেঙ্গে ফেলে এবং ভাণ্ডারের শস্য নিয়ে যায়? তাদের পশুগুলোর স্তন তাদের খাদ্য সংরক্ষিত রাখে। কাজেই কারো পশু তার অনুমতি ব্যতীত কেউ দোহন করবে না।[1]

٣/٣١. بَابُ الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

৩১/৩. মেহমানদারী ও এতদসংক্রান্ত

١١٢٦. حديث أَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

১১২৬. আবূ শুরায়হ্ 'আদাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন কথা বলেছিলেন, তখন আমার দু'কান (সে কথা) শুনছিল ও আমার দু'চোখ (তাঁকে) দেখছিল। তিনি বলছিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে তার প্রাপ্যের ব্যাপারে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ মেহমানের প্রাপ্য কী, হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন ঃ একদিন একরাত ভালরূপে মেহমানদারী করা আর তিন দিন হলে (সাধারণ) মেহমানদারী, আর তার চেয়েও অধিক হলে তা হল তার প্রতি অনুগ্রহ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে।[2]

١١٢٧. حديث أَبِيْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.

১১২৭. আবূ শুরায়হ্ কা'বী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্তে ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন মেহ্মানের সম্মান করে। মেহ্মানের সম্মান একদিন ও একরাত।

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৫ : পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেয়া, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৪৩৫; মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, অধ্যায় ২, হাঃ ১৫০৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬০১৯; মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, অধ্যায় ৩, হাঃ ৪৮

আর সাধারণ মেহ্মানদারী তিনদিন ও তিনরাত। এরপরে (তা হবে) 'সদাকাহ'। মেযবানকে কষ্ট দিয়ে তার কাছে মেহ্মানের অবস্থান হালাল নয়।[১]

١١٢٨. حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُوْنَا فَمَا تَرَى فِيْهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِيْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ.

১১২৮. 'উকবাহ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললাম, আপনি যখন আমাদের কোন অভিযানে পাঠান, আর আমরা এমন গোত্রের কাছে অবতরণ করি, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি আমাদেরকে বললেন, যদি তোমরা কোন গোত্রের কাছে অবতরণ কর এবং তোমাদের জন্য যদি উপযুক্ত মেহমানদারীর আয়োজন করা হয়, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, আর যদি তা না করে তবে তাদের কাছ হতে মেহমানের হক আদায় করে নিবে।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ৬১৩৫; মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, অধ্যায় ৩, হাঃ ৪৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৪৬১; মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, অধ্যায়, হাঃ ১৭২৭

٣٢- كِتَابُ الْجِهَادِ

পর্ব (৩২) ঃ জিহাদ

١/٣٢. بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِيْنَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ

৩২/১. কাফিরদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়ার পর তাদেরকে আক্রমণের সংবাদ না দিয়ে আক্রমণ জায়িয।

١١٢٩. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.

১১২৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বানী মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিতভাবে অভিযান পরিচালনা করেন। তাদের গবাদি পশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিল। তিনি তাদের যুদ্ধক্ষমদের হত্যা এবং নাবালকদের বন্দী করেন এবং সেদিনই তিনি জুওয়ায়রিয়া (উম্মুল মু'মিনীন)-কে লাভ করেন। [নাফি' (রহ.) বলেন] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) আমাকে এ সম্পর্কিত হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি নিজেও সে সেনাদলে ছিলেন।[১]

٣/٣٢. بَابُ فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيْرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيْرِ

৩২/৩. সহজ আচরণের নির্দেশ ও অনীহা সৃষ্টি নিষিদ্ধ।

١١٣٠. **حديث** أَبِيْ مُوْسَى وَمُعَاذٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهُ أَبَا مُوْسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا.

১১৩০. আবূ বুরদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার দাদা আবূ মূসা ও মু'আয (রাঃ)-কে নাবী (ﷺ) (শাসক হিসেবে) ইয়ামানে পাঠালেন। এ সময় তিনি বললেন, তোমরা লোকজনের সঙ্গে সহজ আচরণ করবে। কখনো কঠিন আচরণ করবে না। মানুষের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। কখনো তাদের মনে অনীহা সৃষ্টি করবে না এবং একে অপরকে মেনে চলবে।[২]

١١٣١. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

১১৩১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না, মানুষকে সুসংবাদ দাও, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করো না।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৫৪১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায়, হাঃ ১৭৩০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৬১, হাঃ ৪৩৪৪-৪৩৪৫; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৭৩৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ১১, হাঃ ৬৯; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৭৩৪

٤/٣٢. بَابُ تَحْرِيْمِ الْغَدْرِ

৩২/৪. বিশ্বাসঘাতকতা হারাম।

١١٣٢. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

১১৩২. ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর জন্য ক্বিয়ামাত দিবসে একটা পতাকা স্থাপন করা হবে। আর বলা হবে যে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন।[১]

١١٣٣. حديث عَبْدِ اللهِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ يُنْصَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.

১১৩৩. 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'ঊদ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক ওয়া'দা ভঙ্গকারীর জন্য ক্বিয়ামাতের দিন একটি পতাকা হবে এবং তা দিয়ে তার পরিচয় দেয়া হবে।[২]

٥/٣٢. بَابُ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

৩২/৫. যুদ্ধে (শত্রুপক্ষকে) ধোঁকা দেয়া জায়িয।

١١٣٤. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

১১৩৪. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল।'[৩]

١١٣٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الْحَرْبَ خَدْعَةً.

১১৩৫. আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যুদ্ধকে কৌশল নামে অভিহিত করেছেন।[৪]

٦/٣٢. بَابُ كَرَاهَةِ لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

৩২/৬. শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছে করা অপছন্দনীয় এবং মোকাবেলার সময় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ।

١١٣٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا.

১১৩৬. আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছে পোষণ করবে না। আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্য অবলম্বন করবে।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯৯, হাঃ ৬১৭৮; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৭৩৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৮ : জিযইয়াহ কর ও রক্তপণ, অধ্যায় ২২, হাঃ ৩১৮৬-৩১৮৭; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৭৩৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৭, হাঃ ৩০৩০; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৭৩৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৭, হাঃ ৩০২৯; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৭৪০

١١٣٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللهِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُوْرِيَّةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

১১৩৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু আবূ 'আওফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হওয়ার সময় 'উমার ইবনু 'উবায়দুল্লাহকে একখানি পত্র লিখেন। (তাতে লেখা ছিল যে) শত্রুর সঙ্গে কোন এক মুখোমুখী যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সূর্য ঢলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করার কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দু'আ করবে। অতঃপর যখন তোমরা শত্রুর সামনাসামনি হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারির ছায়ায় অবস্থিত।' অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দু'আ করলেন, 'কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা চালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাভূতকারী 'হে আল্লাহ্! আপনি কাফিরদেরকে পরাস্ত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।'[২]

٨/٣٢. بَابُ تَحْرِيْمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

৩২/৮. যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম।

١١٣٨. حديث عَبْدَ اللهِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِيْ بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُوْلَةً فَأَنْكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

১১৩৮. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর এক যুদ্ধে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নারী ও শিশুদের হত্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[৩]

٩/٣٢. بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

৩২/৯. নৈশ আক্রমণে অনিচ্ছায় নারী ও শিশুদের হত্যা জায়িয।

١١٣٩. حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﷺ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ.

১১৩৯. সা'ব ইব্নু জাস্সামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, যে সকল

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৬, হাঃ ৩০২৬; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৭৪১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৬, হাঃ ৩০২৪-৩০২৫; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায়, হাঃ ১৭৪২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৪৭, হাঃ ৩০১৪; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৭৪৪

মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুরা নিহত হয়, তবে কী হবে? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[1]

١٠/٣٢. بَابُ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيْقِهَا

৩২/১০. কাফিরদের বৃক্ষ কর্তন ও জ্বালিয়ে দেয়া জায়িয।

١١٤٠. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَنَزَلَتْ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ﴾.

১১৪০. ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বুওয়াইরাই নামক জায়গায় বনু নাযীর গোত্রের যে খেজুর গাছ ছিল তার কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু কেটে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় ঃ “তোমরা যে খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলো কান্ডের উপর ঠিক রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে”– (সূরাহ হাশর ৫৯/৫)।[2]

١١/٣٢. بَابُ تَحْلِيْلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

৩২/১১. বিশেষভাবে এ উম্মাতের জন্য গানীমাতের মাল হালাল।

١١٤١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُوْرَةٌ وَأَنَا مَأْمُوْرٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلًا فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَجَاءُوْا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوْهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا.

১১৪১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ‘কোন একজন নাবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছে রাখে, কিন্তু সে এখনো মিলিত হয়নি। এমন ব্যক্তিও না যে ঘর তৈরি করেছে কিন্তু তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষায় আছে। অতঃপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং ‘আসরের সলাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটে আসলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ্! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন। অতঃপর তিনি গানীমাত একত্র করলেন। তখন সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে আগুন এল কিন্তু

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৪৬, হাঃ ৩০১৩; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৭৪৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৪০৩১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৭৪৬

আগুন তা জ্বালিয়ে দিল না। নাবী (ﷺ) তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে (গানীমাতের) আত্মসাৎকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র হতে একজন যেন আমার নিকট বাইআত করে। সে সময় একজনের হাত নাবীর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। কাজেই তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার নিকট বাইআত করে। এ সময় দু' ব্যক্তির বা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। অবশেষে তারা একটি গাভীর মস্তক পরিমাণ স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিল। অতঃপর আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল। অতঃপর আল্লাহ আমাদের জন্য গানীমাত হালাল করে দিলেন এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে তা আমাদের জন্য তা হালাল করে দিলেন।[১]

١٢/٣٢. بَابُ الْأَنْفَالِ

৩২/১২. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।

١١٤٢. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا إِبِلًا كَثِيْرَةً فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا.

১১৪২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ)-ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমত হিসেবে তাঁরা বহু উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি কিংবা বারটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কার হিসেবে আরো একটি করে উট দেয়া হয়।[২]

١١٤٣. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

১১৪৩. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রেরিত কোন কোন সেনা দলে কোন কোন ব্যক্তিকে সাধারণ সৈন্যদের প্রাপ্য অংশের চেয়ে অতিরিক্ত দান করতেন।[৩]

١٣/٣٢. بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيْلِ

৩২/১৩. যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির মালামালের অধিকতর হকদার হচ্ছে হত্যাকারী।

١١٤٤. حديث أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِيْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِيْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللهِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ৮, হাঃ ৩১২৪; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৭৪৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩১৩৪; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৭৪৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩১৩৫; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৭৫০

ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِيْ فَأَرْضِهِ عَنِّيْ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ﷺ لَاهَا اللهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ يُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

১১৪৪. আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের বছর আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন শত্রুর সম্মুখীন হলাম, তখন মুসলিম দলের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু হল। এমন সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একজন মুসলিমের উপর চেপে বসেছে। আমি ঘুরে তার পেছনের দিক দিয়ে এসে তরবারী দ্বারা তার ঘাড়ের রগে আঘাত করলাম। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি তাতে মৃত্যুর আশংকা করলাম। মৃত্যু তাকেই ধরল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। অতঃপর আমি 'উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, লোকদের কী হয়েছে? 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুম।

অতঃপর লোকজন ফিরে এলো এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বসলেন, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট হতে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? অতঃপর আমি বসে পড়লাম। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আবার বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট হতে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? অতঃপর আমি বসে পড়লাম। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তৃতীয়বার ঐরূপ বললেন, আমি আবার দাঁড়ালাম, তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, হে আবূ ক্বাতাদাহ! তোমার কী হয়েছে? আমি তখন পুরো ঘটনা বললাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) ঠিক বলেছে। সে ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মাল-সামান আমার নিকট আছে। আপনি আমার পক্ষ হতে একে সম্মত করিয়ে দিন। তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) বললেন, কক্ষনো না, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কখনো এমন করবেন না যে, আল্লাহ্‌র সিংহদের মধ্যে হতে কোন সিংহ আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষে যুদ্ধ করবে আর রাসূল (ﷺ) নিহত ব্যক্তির মাল-সামান তোমাকে দিবেন! তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আবূ বাক্‌র (রাঃ) ঠিকই বলেছে। ফলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তা আমাকে দিলেন। আমি তা হতে একটি বর্ম বিক্রি করে বানূ সালমায় একটি বাগান কিনি। এটাই ইসলামে প্রবিষ্ট হওয়ার পর আমার প্রথম সম্পত্তি, যা আমি পেয়েছিলাম।[১]

١١٤٥. حديث عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُوْنَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِيْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৮, হাঃ ৩১৪২; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৭৫১

يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِيْ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِيْ سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوْتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَنِي الْاٰخَرُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَهَا فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِيْ جَهْلٍ يَجُوْلُ فِي النَّاسِ قُلْتُ أَلَا إِنَّ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِيْ سَأَلْتُمَانِيْ فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ.

১১৪৫. 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি বাদর যুদ্ধে সারিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে আছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের চেয়ে শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি। তখন তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, চাচা! আপনি কি আবূ জাহ্‌লকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা; তাতে তোমার দরকার কী? সে বলল, আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গালাগালি করে। সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় আশ্চর্য হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে ঐ রকমই বলল। তৎক্ষণাৎ আমি আবূ জাহলকে দেখলাম, সে লোকজনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে। তারা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে ফিরে এসে তাঁকে জানালো। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তারা উভয়ে দাবী করল, আমি তাকে হত্যা করেছি। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাদের তরবারি তোমরা মুছে ফেলনি তো? তারা উভয়ে বলল, না। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য তার নিকট হতে প্রাপ্ত মালামাল মুআয ইব্‌নু 'আম্‌র ইব্‌নু জামূহের জন্য। তারা দু'জন হলো, মুআয ইব্‌নু 'আফরা ও মুআয ইব্‌নু "আম্‌র ইব্‌নু জামূহ। মুহাম্মাদ (রহ.) বলেছেন, তিনি ইউসুফ ও তাঁর পিতা ইবরাহীম (রহ.)-কে সৎ ব্যক্তি হিসেবে শুনেছেন।[১]

١٥/٣٢. بَابُ حُكْمِ الْفَيْءِ

৩২/১৫. ফাইয়ের মালের বিধান।

١١٤٦. حَدِيْثُ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৮, হাঃ ৩১৪১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৭৫২

১১৪৬. 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ নযীরের সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে 'ফায়' হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলিমগণ অশ্ব বা সাওয়ারী চালনা করেনি। এ কারণে তা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ সম্পদ থেকে নাবী (সাঃ) তাঁর পরিবারকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং বাকী আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতির জন্য হাতিয়ার ও ঘোড়া ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।[1]

١١٤٧. حديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنْ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِيْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُوْنَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَدْخِلْهُمْ فَلَبِثَ قَلِيْلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِيْ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَا قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِيْ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ الرَّهْطُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوْا أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ نَفْسَهُ قَالُوْا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّيْ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿وَمَآ أَفَآءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدِيْرٌ﴾ فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوْهَا وَقَسَمَهَا فِيْكُمْ حَتَّى بَقِيَ هٰذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ فَعَمِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيْهِ كَمَا تَقُوْلَانِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيْهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِيْ أَعْمَلُ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ فِيْهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ فَجِئْتَنِيْ يَعْنِيْ عَبَّاسًا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لِيْ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيْثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَمَا عَمِلْتُ فِيْهِ مُنْذُ وَلِيْتُ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِيْ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذٰلِكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّيْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَاللهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِيْ فِيْهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيْكُمَاهُ.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮০, হাঃ ২৯০৪; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১৭৫৭

১১৪৭. মালিক ইব্নু আ'ওস ইব্নু হাদাসান নাসিরী (রহ.) বর্ননা করেন যে, (একদা) 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) তাকে ডাকলেন। এ সময় তার দ্বাররক্ষী ইয়ারফা এসে বলল, 'উসমান, 'আবদুর রাহমান, যুবায়র এবং সা'দ (রাঃ) আপনার নিকট আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ তাঁদেরকে আসতে বল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, 'আব্বাস এবং 'আলী (রাঃ) আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ। তাঁরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলেন। 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে, আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং তাঁর মাঝে (বিবাদের) মীমাংসা করে দিন। বনূ নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসেবে যা দিয়েছিলেন তা নিয়ে তাদের উভয়ের মাঝে বিবাদ চলছিল। এ নিয়ে তারা তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, (এ দেখে আগত) দলের সকলেই বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদের মাঝে একটি মীমাংসা করে তাদের এ বিবাদ থেকে মুক্তি দিন। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, তাড়াহুড়া করবেন না। আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র নামে শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমীন স্থির আছে, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, আমরা (নাবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। যা রেখে যাই তা সদাকাহ হিসাবেই গণ্য হয়। এর দ্বারা তিনি নিজের কথাই বললেন। উপস্থিত সকলেই বললেন, হাঁ, তিনি এ কথা বলেছেন। 'উমার (রাঃ) 'আলী এবং আব্বাসের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যে এ কথা বলেছেন, আপনারা তা জানেন কি? তারা উভয়েই বললেন, হাঁ। এরপর তিনি বললেন, এখন আমি আপনাদেরকে এ বিষয়ে আসল অবস্থা খুলে বলছি। ফাই এর কিছু অংশ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা তিনি আর অন্য কাউকে দেননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্র চালিয়ে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্ তো তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছে তার উপর কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান"– (সূরাহ আন'আম ৬/৫৯)। অতএব এ ফাই রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর জন্যই খাস ছিল। আল্লাহ্র কসম! এরপর তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য এ সম্পদকে সংরক্ষিতও রাখেননি এবং নিজের জন্য নির্ধারিতও করে যাননি। বরং এ অর্থকে তিনি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে এ মাল উদ্বৃত্ত আছে। এ মাল থেকে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁর পরিবার পরিজনের এক বছরের খোরপোশ দিতেন। এর থেকে যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি আল্লাহ্র পথে খরচ করতে দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় এরূপই করেছেন। নাবী (ﷺ)-এর ওফাতের পর আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন, এখন থেকে আমিই হলাম রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর ওলী। এরপর আবূ বাক্র (রাঃ) তা স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তিনিও সে নীতিই অনুসরণ করে চললেন। তিনি 'আলী ও আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আজ আপনারা যা বলছেন এ বিষয়ে আপনারা আবূ বাক্রের সঙ্গেও এ ধরনেরই আলোচনা করেছিলেন। আল্লাহ্র কসম! তিনিই জানেন, এ বিষয়ে আবূ বকরের সঙ্গেও এ ধরনেরই আলোচনা করেছিলেন। আল্লাহ্র কসম! তিনিই জানেন, এ বিষয়ে আবূ বাক্র (রাঃ) ছিলেন সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ এবং হকের অনুসারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। এরপর আবূ বাক্রের ইন্তিকাল হলে আমি বললাম, (আজ থেকে) আমিই হলাম, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এবং আবূ বাক্রের ওলী। এরপর এ সম্পদকে আমি আমার খিলাফতের দুই বছরকাল আমার তত্ত্বাবধানে রাখি এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ও আবূ বকরের অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করে চলছি। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ

ও হকের একনিষ্ঠ অনুসারী। তা সত্ত্বেও পুনরায় আপনারা দু'জনই আমার নিকট এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলেছিলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমরা (নাবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী করি না, আমরা যা রেখে যাই তা সদাকাহ হিসাবেই গণ্য হয়। এরপর এ সম্পদটি আপনাদের উভয়ের তত্ত্বাবধানে দেয়ার বিষয়টি যখন আমার নিকট স্পষ্ট হল তখন আমি বলেছিলাম, যদি আপনারা চান তাহলে একটি শর্তে তা আমি আপনাদের নিকট অর্পণ করব। শর্তটি হচ্ছে আপনারা আল্লাহ্র নির্দেশ ও তাঁর দেয়া ওয়াদা অনুযায়ী এমনভাবে কাজ করবেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এবং আবূ বাক্‌র করেছেন। আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর আমি করেছি। অন্যথায় এ বিষয়ে আপনারা আমার সঙ্গে আর কোন আলোচনা করবেন না। তখন আপনারা বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের নিকট অর্পণ করুন। আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করেছি। এখন আপনারা আমার নিকট অন্য কোন ফয়সালা কামনা করেন কি? আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান যমীন স্থির আছে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আমি এর বাইরে অন্য কোন ফয়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। আপনাদের এ দায়িত্ব পালনে আমিই যথেষ্ট।[১]

١٦/٣٢. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ (ﷺ) لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

৩২/১৬. নাবী (ﷺ)-এর বাণী (আমাদের সম্পদের কেউ উত্তরাধিকারী হবে না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা হচ্ছে সদাকাহ)।

١١٤٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ.

১১৪৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না। আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সদাকাহ স্বরূপ।[২]

١١٤٩. حديث عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِيْ هٰذَا الْمَالِ وَإِنِّيْ وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِيْ كَانَ عَلَيْهَا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَبَى أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ فِيْ ذٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوْهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِيْ بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللهِ لَا

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৪০৩৩; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১৭৫৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ৩, হাঃ ৬৭৩০; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৭৫৭

تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوْا بِيْ وَاللهِ لَآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَصِيْبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِيْ وَأَمَّا الَّذِيْ شَجَرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيْهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيْهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِيْ بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُوْ بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِيْ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِيْ بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِيْ صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِيْ فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِيْ هَذَا الْأَمْرِ نَصِيْبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِيْ أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ وَقَالُوْا أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيْبًا حِيْنَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوْفَ.

১১৪৯. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি মাদীনাহ ও ফাদকে অবস্থিত ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খাইবারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্ট থেকে মিরাসী স্বত্ব চেয়ে পাঠালেন। তখন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে গেছেন, আমাদের (নাবীদের) কোন ওয়ারিশ হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাব তা সদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশধরগণ এ সম্পত্তি থেকে ভরণ-পোষণ চালাতে পারবেন। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সদাকাহ তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে এতটুকুও পরিবর্তন করব না। এ ব্যাপারে তিনি যেভাবে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করব। এ কথা বলে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে এ সম্পদ থেকে কিছু দিতে অস্বীকার করলেন। এতে ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (মানবীয় কারণে) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উপর নাখোশ হলেন এবং তাঁর থেকে সম্পর্কহীন থাকলেন। তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি আবূ ককর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে কথা বলেননি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর তিনি ছয় মাস জীবিত ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁর স্বামী 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাতের বেলা তাঁকে দাফন করেন। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কেও এ খবর দিলেন না এবং তিনি তার জানাযার সলাত আদায় করে নেন। ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর জীবিত অবস্থায় লোকজনের মনে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মর্যাদা ছিল। ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইন্তিকাল করলে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকজনের চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে সমঝোতা ও তাঁর কাছে বাইআতের ইচ্ছে করলেন। এ ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বাই'আত গ্রহণের সুযোগ হয়নি। তাই তিনি আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। (এটা জানতে পেরে) 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি একা একা তাঁর কাছে যাবেন না। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তাঁরা আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে বলে তোমরা আশঙ্কা করছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁদের কাছে যাব। তারপর আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের কাছে গেলেন। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ আপনাকে যা কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ খিলাফাত) আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে ব্যাপারেও আমরা আপনার উপর হিংসা পোষণ করি না। তবে

খিলাফতের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর নিজস্ব মতামতের প্রাধান্য দিচ্ছেন অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফতের কাজে আমাদেরও কিছু পরামর্শ দেয়ার অধিকার আছে। এ কথায় আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর চোখ থেকে অশ্রু উপচে পড়ল। এরপর তিনি যখন আলোচনা আরম্ভ করলেন তখন বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয় চেয়েও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আত্মীয়বর্গ অধিক প্রিয়। আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে পিছপা হয়নি। বরং এ ক্ষেত্রেও আমি কোন কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে করতে দেখেছি। তারপর 'আলী (রাঃ) আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে বললেন ঃ যুহরের পর আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণের ওয়া'দা রইল। যুহরের সলাত আদায়ের পর আবূ বাক্‌র (রাঃ) মিম্বরে বসে তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন, তারপর 'আলী (রাঃ)-এর বর্তমান অবস্থা এবং বাই'আত গ্রহণে তার দেরি করার কারণ ও তাঁর পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর 'আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন এবং আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি যা কিছু করেছেন তা আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর মর্যাদাকে অস্বীকার করার জন্য করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দেয়ার অধিকার থাকবে। অথচ তিনি [আবূ বাক্‌র (রাঃ)] আমাদের পরামর্শ ত্যাগ করে স্বাধীন মতের উপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিক কষ্ট পেয়েছিলাম। মুসলিমগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর 'আলী (রাঃ) আমর বিল মা'রূফ-এর পানে ফিরে আসার কারণে মুসলিমগণ আবার তাঁর নিকটবর্তী হতে শুরু করলেন।[১]

١١٥٠. حديث حَدِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام ابْنَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَبَى أَبُوْ بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيْغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِي تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذٰلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.

১১৫০. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ বিনতে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর মিরাস বণ্টনের দাবী করেন। যা আল্লাহর রসূল (ﷺ) ফায় হিসেবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত সম্পদ হতে রেখে গেছেন। অতঃপর আবূ বাক্‌র (রাঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৪২৪০-৪২৪১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৭৫৮

বলেছেন, 'আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টিত হবে না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সদাকাহ রূপে গণ্য হয়।' এতে আল্লাহর রসূলের কন্যা ফাতিমাহ (ﷺ) অসন্তুষ্ট হলেন এবং আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এ অবস্থা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর ওফাতের পর ফাতিমাহ (রাঃ) ছয়মাস জীবিত ছিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, ফাতিমাহ (রাঃ) আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কর্তৃক ত্যাজ্য খায়বার ও ফাদাকের ভূমি এবং মাদীনাহ্র সাদ্কাতে তাঁর অংশ দাবী করেছিলেন। আবূ বাক্র (রাঃ) তাঁকে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এবং তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যা আমল করতেন, আমি তাই আমল করব। আমি তার কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমি আশংকা করি যে, তাঁর কোন কথা ছেড়ে দিয়ে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই। অবশ্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর মাদীনাহ্র সদাকাহ্কে 'উমার (রাঃ) 'আলী ও 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট হস্তান্তর করেন। আর খায়বার ও ফাদাকের ভূমিকে আগের মত রেখে দেন। 'উমার (রাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ সম্পত্তি দু'টিকে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) জরুরী প্রয়োজন পূরণ ও বিপদকালীন সময়ে ব্যয়ের জন্য রেখেছিলেন। সুতরাং এ সম্পত্তি দু'টি তাঁরই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, যিনি মুসলিমদের শাসক খলীফা হবেন।' যুহরী (রহ.) বলেন, এ সম্পত্তি দু'টির ব্যবস্থাপনা আজ পর্যন্ত ও রকমই আছে।[1]

١١٥١. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمَئُوْنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

১১৫১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, 'আমার উত্তরাধিকারীরা কোন স্বর্ণ মুদ্রা ভাগাভাগি করবে না, বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার স্ত্রীদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সদাকাহ।'[2]

١٩/٣٢. بَابُ رَبْطِ الْأَسِيْرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

৩২/১৯. বন্দীকে বেঁধে রাখা এবং তাকে আটকে রাখা এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করা বৈধ।

١١٥٢. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِيْ خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِيْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِيْ مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ أَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوْهِ إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنَ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১, হাঃ ৩০৯৩; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৭৫৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২৭৭৬; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৭৬০

دِيْنِكَ فَأَصْبَحَ دِيْنُكَ أَحَبَّ الدِّيْنِ إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ.

১১৫২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একদল অশ্বারোহী সৈন্য নজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। তারা সুমামাহ ইবনু উসাল নামক বনু হানীফার এক লোককে ধরে আনলেন এবং মাসজিদে নববীর একটি খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখলেন। তখন নাবী (ﷺ) তার কাছে গিয়ে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি অর্থ সম্পদ পেতে চান তাহলে যতটা ইচ্ছে দাবী করুন। নাবী (ﷺ) তাকে সেই অবস্থার উপর রেখে দিলেন। এভাবে পরের দিন আসল। নাবী (ﷺ) আবার তাকে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে সেটিই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করবেন। তিনি তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। এভাবে এর পরের দিনও আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে সুমামাহ! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই বলেছি। নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা সুমামাহ্র বন্ধন ছেড়ে দাও। এবার সুমামাহ মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্র রাসূল। (তিনি বললেন) হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র কসম! ইতোপূর্বে আমার কাছে যমীনের উপর আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত অন্য কোন দীন ছিল না। এখন আপনার দীনই আমার কাছে সকল দীনের চেয়ে প্রিয়তম। আল্লাহ্র কসম! আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে অধিক খারাপ শহর অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সকল শহর চেয়ে অধিক প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমাকে ধরে এনেছে, সে সময় আমি 'উমরাহ্র উদ্দেশে বেরিয়ে ছিলাম। এখন আপনি আমাকে কী হুকুম করেন? তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে সু-সংবাদ প্রদান করলেন এবং 'উমরাহ্ আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন মাক্কায় আসলেন তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, বেদ্বীন হয়ে গেছ? তিনি উত্তর করলেন, না, বরং আমি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহ্র কসম! নাবী (ﷺ)-এর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের কাছে ইয়ামাহ্ থেকে গমের একটি দানাও আসবে না।[১]

٣٢/٢٠. بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُوْدِ مِنَ الْحِجَازِ

৩২/২০. হিজাজ থেকে ইয়াহূদীদের বিতাড়ন।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭০, হাঃ ৪৩৭২; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১৭৬৪

١١٥٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا إِلَى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذَلِكَ أُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوْا أَنَّ الْأَرْضَ لِلهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوْا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلهِ وَرَسُوْلِهِ.

১১৫৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মাসজিদে ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ তোমরা ইয়াহূদীদের কাছে চল। আমি তাঁর সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম এবং বায়তুল-মিদ্‌রাস নামক শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন নাবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা মুসলিম হয়ে যাও, নিরাপদ থাকবে। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি (আপনার দায়িত্ব) পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ এটাই আমি চাই। তারপর দ্বিতীয়বার কথাটি বললেন। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর তিনি তৃতীয়বার তা পুনরাবৃত্তি করলেন। আর বললেন ঃ তোমরা জেনে রেখো যে, যমীন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে দেশান্তর করতে মনস্থ করেছি। তাই তোমাদের যার অবস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, তা যেন সে বিক্রি করে নেয়। অন্যথায় জেনে রেখো, যমীন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের।[1]

١١٥٤. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَارَبَتْ النَّضِيْرُ وَقُرَيْظَةُ فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيْرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوْا وَأَجْلَى يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُوْدَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ.

১১৫৪. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বনু নাযীর ও বনু কুরাইযাহ গোত্রের ইয়াহূদী সম্প্রদায় (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ শুরু করলে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বনু নাযীর গোত্রকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন এবং বনু কুরাইযাহ গোত্রের প্রতি দয়া করে তাদেরকে থাকতে দেন। কিন্তু পরে বনূ কুরাইযাহ গোত্র (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ শুরু করলে কতক লোক যারা নাবী (ﷺ)-এর দলভুক্ত হওয়ার পর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন তারা মুসলিম হয়ে গিয়েছিল তারা ব্যতীত অন্য সব পুরুষ লোককে হত্যা করা হয় এবং মহিলা সন্তান-সন্ততি ও মালামাল মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। নাবী (ﷺ) মাদীনাহ্‌র সব ইয়াহূদীকে দেশান্তর করলেন।[2]

٣٢/٢٢. بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

৩২/২২. চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যস্থতায় দূর্গের লোকেদের আত্মসমর্পণ করানো জায়িয।

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৯ : বল প্রয়োগের মাধ্যমে জোর করা, অধ্যায় ২, হাঃ ৬৯৪৪; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২০, হাঃ ১৭৬৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৪০২৮; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২০, হাঃ ১৭৬৬

١١٥٥. حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ.

১১৫৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বনী কুরায়যার ইয়াহূদীরা সা'দ ইবনু মাআয (রাঃ)-এর ফায়সালা মুতাবিক দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁকে ডেকে পাঠান। আর তিনি তখন ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলেন। তখন সা'দ (রাঃ) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। যখন তিনি কাছে আসলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা 'তোমাদের নেতার প্রতি দণ্ডায়মান হও।' তিনি এসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট বসলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'এরা তোমার ফায়সালায় রাজী হয়েছে। সা'দ (রাঃ) বলেন, 'আমি এ রায় ঘোষণা করছি যে, তাদের মধ্য নিকট হতে যারা যুদ্ধ করতে পারে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে।' আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, 'তুমি তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালার মত ফয়সালাই করেছ।'[1]

١١٥٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ وَهُوَ حِبَّانُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ بَنِيْ مَعِيْصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَنَزَلُوْا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيْهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ.

১১৫৬. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিব্বান ইবনু ইরকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীর বিদ্ধ করেছিল। নিকট থেকে তার সেবা করার জন্য নাবী (ﷺ) মাসজিদে নববীতে একটি তাঁবু তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যখন হাতিয়ার রেখে গোসল শেষ করলেন তখন জিব্‌রীল (আঃ) তাঁর মাথার ধূলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে হাজির হলেন এবং বললেন, আপনি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি এখনো তা রেখে দেইনি। চলুন তাদের প্রতি। নাবী (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন কোথায়? তিনি বানী কুরাইযা গোত্রের প্রতি ইশারা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু কুরাইযার মহল্লায় এলেন। অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ফয়সালা মান্য করে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এল। কিন্তু তিনি ফয়সালার ভার সা'দ (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করলেন। তখন সা'দ (রাঃ) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৬৮, হাঃ ৩০৪৩; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২২, হাঃ ১৭৬৮

এই ফায়সালা দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ বণ্টন করা হবে।[১]

١١٥٧. حديث عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ اللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ اللّٰهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هٰذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

১১৫৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। যে সম্প্রদায় আপনার রাসূলকে মিথ্যাচারী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, হে আল্লাহ! আমি মনে করি (খন্দক যুদ্ধের পর) আপনি তো আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। যদি এখনো কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ বাকী থেকে থাকে তাহলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, যাতে আমি আপনার রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। আর যদি যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষত হতে রক্ত প্রবাহিত করুন আর তাতেই আমার মৃত্যু দিন। এরপর তাঁর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে তা প্রবাহিত হতে লাগল। মাসজিদে বানী গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে তারা বললেন, হে তাঁবুবাসীগণ! আপনাদের দিক থেকে এসব কী আমাদের দিকে আসছে? পরে তাঁরা জানলেন যে, সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এ যখমের কারণেই তিনি মারা যান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন।[২]

٢٣/٣٢. باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر

৩২/২৩. দু'টি বিষয়ের মধ্যে অধিক জরুরী বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া।

١١٥٨. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

১১৫৮. ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহ্‌যাব যুদ্ধ হতে ফিরার পথে আমাদেরকে বললেন, বনূ কুরাইযা এলাকায় পৌঁছার পূর্বে কেউ যেন 'আসর সলাত আদায় না করে। কিন্তু অনেকের রাস্তাতেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে না পৌঁছে সলাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা সলাত আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার এ উদ্দেশ্য ছিল না (বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি যাওয়া) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁদের কারোর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৪১২২; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২২, হাঃ ১৭৬৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৪১২২; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২২, হাঃ ১৭৬৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১২ খাওফ, অধ্যায় ৫, হাঃ ৯৪৬; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৩, হাঃ ১৭৭০

٢٤/٣٢. بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنْ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِيْنَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوْحِ

৩২/২৪. বিভিন্ন এলাকা বিজয়ের মাধ্যমে ধনাঢ্য হওয়ার পর আনসারদের দেয়া বৃক্ষ ও ফলের উপহার মুহাজিরগণ কর্তৃক ফিরিয়ে দেয়া।

١١٥٩. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ يَعْنِيْ شَيْئًا وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوْهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوْهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُوْنَةَ وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عِذَاقًا فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ الَّتِيْ كَانُوْا مَنَحُوْهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.

১১৫৯. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ হতে মাদীনাহ্ হিজরাতের সময় মুহাজিরদের হাতে কোন কিছু ছিল না। অন্যদিকে আনসারগণ ছিলেন জমি ও ভূসম্পত্তির অধিকারী। তাই আনসারগণ এ শর্তে মুহাজিরদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিলেন যে, প্রতি বছর তারা (মুহাজিররা)-এর উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদের (আনসারদের) দিবেন আর তারা এ কাজে শ্রম দিবে ও দায়-দায়িত্ব নিবে। আনাসের মা উম্মু সুলাইম (রাঃ) ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ত্বলহার মা। আনাসের মা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে (ফল ভোগ করার জন্য) কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়েছিলেন। আর নাবী (ﷺ) সেগুলো তাঁর আযাদকৃত বাঁদী 'উসমান ইবনু যায়দের মা উম্মু আয়মানকে দান করে দিয়েছিলেন। ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, আনাস (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) খায়বারে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে লড়াই শেষে মাদীনায় ফিরে এলে মুহাজিরগণ আনসারদেরকে তাদের দানের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন; যেগুলো ফল ও ফসল ভোগ করার জন্য তারা মুহাজিরদের দান করেছিলেন। নাবী (ﷺ)-ও তাঁর (আনাসের) মাকে তার খেজুর গাছগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মু আয়মানকে ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে নিজ বাগানের কিছু অংশ দান করলেন।[1]

١١٦٠. **حديث** أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ وَإِنَّ أَهْلِيْ أَمَرُوْنِيْ أَنْ اٰتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ الَّذِيْ كَانُوْا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتْ الثَّوْبَ فِيْ عُنُقِيْ تَقُوْلُ كَلَّا وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيْكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيْهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ لَكِ كَذَا وَتَقُوْلُ كَلَّا وَاللهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ.

১১৬০. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নাবী (ﷺ)-কে খেজুর গাছ হাদিয়া দিতেন। অতঃপর যখন তিনি বানী নাযীর এবং বানী কুরাইযার উপর জয়লাভ করলেন তখন আমার

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ২৬৩০; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১৭৭১

পরিবারের লোকেরা আমাকে নির্দেশ দিল, যেন আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ অথবা কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ তাঁর নিকট থেকে ফেরত গ্রহণের ব্যাপারে নিবেদন করি। আর নাবী (ﷺ) ঐ গাছগুলো উম্মে আইমান (রাঃ)-কে দান করেছিলেন। উম্মে আইমান (রাঃ) আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বললেন, এটা কক্ষনো হতে পারে না। সেই আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি ঐ গাছগুলো তোমাকে আর দেবেন না। তিনি এগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন। এদিকে নাবী (ﷺ) বলছিলেন, তুমি ঐ গাছগুলোর বদলে আমার নিকট থেকে এত এত পাবে। কিন্তু উম্মে আইমান (রাঃ) বলছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা কক্ষনো হতে পারে না। অবশেষে নাবী (ﷺ) তাকে দিলেন। বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয় নাবী (ﷺ) বললেন, এর দশগুণ অথবা যেমন তিনি বলেছেন।[১]

٣٢/٢٥. أخذ الطعام من أرض العدو

৩২/২৫. শত্রুদের ভূমি থেকে খাদ্য নেয়া।

١١٦١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

১১৬১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাইবার দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। কোন এক লোক একটি থলে ফেলে দিল; তাতে ছিল চর্বি। আমি তা নিতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ দেখি যে, নাবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে আছেন। এতে আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম।[২]

٣٢/٢٦. بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

৩২/২৬. ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে হিরাক্লিয়াসের নিকট নাবী (ﷺ)-এর পত্র।

١١٦٢. حديث أَبِيْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سُفْيَانَ مِنْ فِيْهِ إِلَى فِيَّ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْ جِيْءَ بِكِتَابٍ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ قَالَ وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيْمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ قَالَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيْتُ فِيْ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُوْنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوْا أَصْحَابِيْ خَلْفِيْ ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِنِّيْ سَائِلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِيْ فَكَذِّبُوْهُ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوْا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيْكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৪১২০; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১৭৭১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ২০, হাঃ ৩১৫৩; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১৭৭২

قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ أَيَتْبَعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ يَزِيْدُوْنَ أَوْ يَنْقُصُوْنَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قَالَ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا قَالَ وَاللهِ مَا أَمْكَنَنِيْ مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا.

ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّيْ سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيْكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْ حَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ أَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِيْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ اٰبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوْبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ أَمْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يُزِيْدُوْنَ وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَتَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُوْنَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُوْنُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ قَالَ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّيْ أَعْلَمُ أَنِّيْ أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيْسِيِّيْنَ ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ﴾.

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِيْ حِيْنَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِيْ كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا بِأَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ.

১১৬২. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সুফ্‌ইয়ান (রাঃ) আমাকে সামনাসামনি হাদীস শুনিয়েছেন। আবূ সুফ্‌ইয়ান বলেন, আমাদের আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদকালে আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। আমি তখন সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। তখন নাবী (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে হিরাক্লিয়াসের নিকট একখানা পত্র পৌঁছান হল। দাহ্‌ইয়াতুল কালবী এ চিঠিটা বুসরার শাসককে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। পত্র পেয়ে হিরাক্লিয়াস বললেন, নাবীর দাবীদার ব্যক্তির গোত্রের কেউ এখানে আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ আছে। কয়েকজন কুরাইশীসহ আমাকে ডাকা হলে আমরা হিরাক্লিয়াসের নিকট গেলাম এবং আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে বসানো হল। এরপর তিনি বললেন, নাবীর দাবীদার ব্যক্তির তোমাদের মধ্যে নিকটতম আত্মীয় কে? আবূ সুফ্‌ইয়ান বলেন, উত্তরে বললাম, আমিই। তারা আমাকে তার সম্মুখে এবং আমার সাথীদেরকে আমার পেছনে বসালেন। তারপর দোভাষীকে ডাকলেন এবং বললেন, এদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি নাবীর দাবীদার ব্যক্তিটি সম্পর্কে (আবূ সুফ্‌ইয়ানকে) কিছু জিজ্ঞেস করলে সে যদি আমার নিকট মিথ্যা বলে তোমরা তার মিথ্যা বলা সম্পর্কে ধরবে। আবূ সুফ্‌ইয়ান বলেন, যদি তাদের পক্ষ থেকে আমাকে মিথ্যুক প্রমাণের আশঙ্কা না থাকত তাহলে আমি আমি মিথ্যা বলতামই। এরপর দোভাষীকে বললেন, একে জিজ্ঞেস কর যে, তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তির বংশ মর্যাদা কেমন? আবূ সুফ্‌ইয়ান বললেন, তিনি আমাদের মধ্যে অভিজাত বংশের অধিকারী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কি রাজা-বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বর্তমানের কথাবার্তার পূর্বে তোমরা তাঁকে কখনো মিথ্যাচারের অপবাদ দিয়েছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বলগণ? আমি বললাম, বরং দুর্বলগণ। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে। আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর ধর্মে প্রবিষ্ট হওয়ার পর তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃ কেউ কি ধর্ম ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করেছ কি? বললাম, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে? আমি বললাম, আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল হল ঃ একবার তিনি জয়ী হন, আর একবার আমরা জয়ী হই। তিনি বললেন, তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি? বললাম, না। তবে বর্তমানে আমরা একটি সন্ধির মেয়াদে আছি। দেখি এতে তিনি কী করেন। আবূ সুফ্‌ইয়ান বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এটি ব্যতীত অন্য কোন কথা ঢুকিয়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বললেন, তাঁর পূর্বে এমন কথা কেউ বলেছে কি? বললাম, না। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন যে, একে জানিয়ে দাও যে, আমি তোমাকে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তির বংশমর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারপর তুমি বলেছ যে, সে আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত। তদ্রূপ রাসূলগণ শ্রেষ্ঠ বংশেই জন্মলাভ করে থাকেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কিনা? তুমি বলেছ 'না'। তাই আমি বলছি যে, যদি তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা-বাদশাহ থাকতেন তাহলে বলতাম, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজত্ব ফিরে পেতে চাচ্ছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, দুর্বলগণ তাঁর অনুসারী, না সম্ভ্রান্তগণ? তুমি বলেছ, দুর্বলগণই। আমি বলছি যে, যুগে যুগে দুর্বলগণই রাসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এ দাবীর পূর্বে তোমরা কখনও তাঁকে মিথ্যাবাদিতার অপবাদ দিয়েছিলে কি? তুমি উত্তরে বলেছ যে, না। তাতে আমি বুঝেছি যে, যে ব্যক্তি প্রথমে মানুষদের সঙ্গে মিথ্যাচার ত্যাগ করেন, তারপর আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিথ্যাচারিতা করবেন, তা হতে পারে না। আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর ধর্মে

দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে কিনা? তুমি বলেছ, ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি বলছি, ঈমান এভাবেই পূর্ণতা লাভ করে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ কি? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ করেছ এবং তাঁর ফলাফল হচ্ছে পানি তোলার বালতির মত। কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে তারা জয়লাভ করে আবার কখনো তাদের বিরুদ্ধে তোমরা জয়লাভ কর। এমনিভাবেই রাসূলদের পরীক্ষা করা হয়, তারপর চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, না। তদ্রূপ রাসূলগণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর পূর্বে কেউ এ দাবী উত্থাপন করেছিল কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলি যদি কেউ তাঁর পূর্বে এ ধরনের দাবী করে থাকত তাহলে আমি মনে করতাম এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী দাবীর অনুসরণ করছে। আবূ সুফ্ইয়ান বলেন, তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তোমাদের কী কাজের হুকুম দেন? আমি বললাম, সলাত কায়িম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আত্মীয়তা রক্ষা করতে এবং পাপকাজ থেকে পবিত্র থাকার হুকুম দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে তিনি ঠিকই নাবী (ﷺ), তিনি আবির্ভূত হবেন তা আমি জানতাম বটে তবে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন তা মনে করিনি। যদি আমি তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি তাঁর সাক্ষাৎকে অগ্রাধিকার দিতাম। যদি আমি তাঁর নিকট অবস্থান করতাম তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধুয়ে দিতাম। আমার পায়ের নিচের জমিন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব সীমা পৌঁছে যাবে।

আবূ সুফ্ইয়ান বলেন, তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পত্রখানি আনতে বললেন। এরপর পাঠ করতে বললেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হিদায়াতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি পাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন তাহলে সকল প্রজার পাপরাশিও আপনার উপর নিপতিত হবে। হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদাত করব না, কোন কিছুতেই তাঁর সঙ্গে শরীক করব না। আর আমাদের একে অন্যকে আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করব না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।

যখন তিনি পত্র পাঠ সমাপ্ত করলেন চতুর্দিকে উচ্চ রব উঠল এবং গুঞ্জন বৃদ্ধি পেল। তারপর তাঁর নির্দেশে আমাদের বাইরে নিয়ে আসা হল। আবূ সুফ্ইয়ান বলেন, আমরা বেরিয়ে আসার পর আমি আমার সাথীদের বললাম যে, আবূ কাবশার সন্তানের তো বিস্তর ঘটেছে। রোমের রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত তাঁকে ভয় পায়। তখন থেকে আমার মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দীন অতি সত্বর বিজয় লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন।[1]

٣٢/٢٨. بَابٌ فِيْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

৩২/২৮. হুনায়নের যুদ্ধ।

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাঃ ৪৫৫৩; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১৭৭৩

١١٦٣. حديث الْبَرَاءِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللهِ مَا وَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلَاحٍ فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِيْ نَصْرٍ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِئُوْنَ فَأَقْبَلُوْا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِّهِ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْدُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ.

১১৬৩. বারা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আবূ উমারা! হুনায়নের দিন আপনারা কি পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পলায়ন করেননি। বরং তাঁর কিছু সংখ্যক নওজোয়ান সাহাবী হাতিয়ার ছাড়াই অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বানূ হাওয়াযিন ও বানূ নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরন্দাজদের সম্মুখীন হন। তাদের কোন তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তারা এদের প্রতি এমনভাবে তীর বর্ষণ করল যে, তাদের কোন তীরই ব্যর্থ হয়নি। সেখান থেকে তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাঁর সাদা খচ্চরটির পিঠে ছিলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবূ সুফ্ইয়ান ইব্‌নু হারিস ইব্‌নু 'আবদুল মুত্তালিব তাঁর লাগাম ধরে ছিলেন। তখন তিনি নামেন এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি নাবী, এক কথা মিথ্যা নয়। আমি 'আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। অতঃপর তিনি সাহাবীদের সারিবদ্ধ করেন।[১]

١١٦٤. حديث الْبَرَاءِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوْا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِزِمَامِهَا وَهُوَ يَقُوْلُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ.

১১৬৪. বারআ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। কাইস গোত্রের এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, হুনাইনের দিন আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হতে পালিয়েছিলেন? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিন্তু পালিয়ে যাননি। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ চালালাম তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমরা গনীমত তুলতে শুরু করলাম তখন আমরা তাদের তীরন্দাজ বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর সাদা রংয়ের খচ্চরটির পিঠে আরোহিত অবস্থায় দেখলাম। আর আবূ সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর খচ্চরটির লাগাম ধরেছিলেন। তিনি বলছিলেন– "আমি আল্লাহ্‌র নাবী, এটা মিথ্যা নয়।"[২]

٢٩/٣٢. بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ

৩২/২৯. তায়েফের যুদ্ধ।

١١٦٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ وَقَالَ مَرَّةً نَقْفُلُ فَقَالَ اغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯৭, হাঃ ২৯৩০; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৮, হাঃ ১৭৭৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৪৩১৭; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৮, হাঃ ১৭৭৬

১১৬৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তায়িফ অবরোধ করলেন। কিন্তু তাদের নিকট হতে কিছুই হাসিল করতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে মাদীনাহ্র দিকে) ফিরে যাব। কথাটি সাহাবীদের মনে ভারী লাগল। তাঁরা বললেন, আমরা চলে যাব, তায়িফ বিজয় করব না? বর্ণনাকারী একবার কাফিলুন শব্দের স্থলে নাকফুলো (অর্থাৎ আমরা 'যুদ্ধবিহীন ফিরে যাব') বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাহলে সকালে গিয়ে লড়াই কর। তাঁরা (পরদিন) সকালে লড়াই করতে গেলেন, এতে তাঁদের অনেকেই আহত হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল ফিরে চলে যাব। তখন সহাবাদের কাছে কথাটি মনঃপূত হল। এতে নাবী (ﷺ) হাসলেন।[1]

٣٢/٣٢. بَابُ إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

৩২/৩২. কা'বা গৃহের আশপাশ থেকে মূর্তি সরানো।

١١٦٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ الْآيَةَ.

১১৬৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন (বিজয়ীর বেশে) মাক্কায় প্রবেশ করেন, তখন কা'বা শরীফের চারপাশে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। নাবী (ﷺ) নিজের হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকেন আর বলতে থাকেন ঃ "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)"– (সূরাহ বানী ইসরা ১৭/৮১)।[2]

٣٤/٣٢. بَابُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ

৩২/৩৪. হুদাইবিয়াহ্র প্রান্তরে হুদাইবিয়াহ্র সন্ধি।

١١٦٧. حديث الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا أَنَا بِالَّذِيْ أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوْهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ فَسَأَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ.

১১৬৭. বারা' ইব্নু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হুদায়বিয়াহ্তে (মাক্কাহ্বাসীদের সঙ্গে) সন্ধি করার সময় 'আলী (রাঃ) উভয় পক্ষের মাঝে এক চুক্তিপত্র লিখলেন। তিনি লিখলেন, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল (ﷺ)। মুশরিকরা বলল, 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' লিখবে না। আপনি রাসূল হলে আপনার সঙ্গে লড়াই করতাম না?' তখন তিনি 'আলীকে বললেন, 'ওটা মুছে দাও'। 'আলী (রাঃ) বললেন, 'আমি তা মুছব না।' তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজ হাতে তা মুছে দিলেন এবং এই শর্তে তাদের সঙ্গে সন্ধি করলেন যে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গী-

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ৪৩২৫; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৯, হাঃ ১৭৭৮

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২৪৭৮; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১৭৮১

সাথীরা তিন দিনের জন্য মাক্কায় প্রবেশ করবেন এবং জুলুব্বান جُلُبَّانُ السِّلَاحِ ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। তারা জিজ্ঞেস করল, جُلُبَّانُ السِّلَاحِ মানে কী? তিনি বললেন, 'জুলুব্বান' মানে ভিতরে তরবারিসহ খাপ।'[1]

١١٦٨. **حديث** سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كُنَّا بِصِفِّينَ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عُمَرَ إِلَى اٰخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَفَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ.

১১৬৮. আবূ ওয়ায়ল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। সে সময় সাহ্ল ইব্নু হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ মতামতকে সঠিক মনে করো না। আমরা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম। যদি আমরা যুদ্ধ করা সঠিক মনে করতাম, তবে আমরা যুদ্ধ করতাম। পরে 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা বাতিলের উপর? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ কি জান্নাতী নন এবং তাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামী নয়? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিহতগণ অবশ্যই জান্নাতী। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তবে কী কারণে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে হীনতা স্বীকার করব? আমরা কি ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন ফায়সালা করেননি? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে ইব্নু খাত্তাব! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ আমাকে কখনো হেয় করবেন না। অতঃপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট গেলেন এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যা বলেছিলেন, তা তাঁর নিকট বললেন। তখন আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তিনি আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁকে অপদস্থ করবেন না। অতঃপর সূরাহ ফাত্হ নাযিল হয়। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা শেষ পর্যন্ত 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠ করে শোনান। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি বিজয়? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ।[2]

٣٢/٣٧. بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ

৩২/৩৭. উহুদের যুদ্ধ।

١١٦٩. **حديث** سَهْلٍ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيْدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيْرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৩ : বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৬৯৮; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৭৮৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৮ : জিযইয়াহ কর ও রক্তপণ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৩১৮২; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৭৮৫

১১৬৯. সাহ্ল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাকে উহূদের দিনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, নাবী (ﷺ)-এর মুখমণ্ডল আহত হল এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল। ফাতিমাহ (রাঃ) রক্ত ধুচ্ছিলেন আর 'আলী (রাঃ) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, রক্ত পড়া বাড়ছেই, তখন একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর রক্ত পড়া বন্ধ হল।[১]

١١٧٠. حديث عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

১১৭০. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নাবী (ﷺ)-কে দেখেছি যখন তিনি একজন নাবী (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রক্তারক্তি করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা হতে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা জানে না।[২]

٣٢/٣٨. بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

৩২/৩৮. আল্লাহ্‌র রসুল (ﷺ) যাকে হত্যা করেন তার উপর আল্লাহ ভীষণ রাগান্বিত হন।

١١٧١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوْا بِنَبِيِّهِ يُشِيْرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১১৭১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দন্তের প্রতি ইশারা করে বলছেন, যে সম্প্রদায় তাদের নাবীর সঙ্গে এরূপ আচরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ এবং আল্লাহর রাসূল যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পথে হত্যা করেছেন তার প্রতিও আল্লাহ্‌র গযব অত্যন্ত ভয়ানক।[৩]

٣٢/٣٩. بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ

৩২/৩৯. নাবী (ﷺ) মুশরিক ও মুনাফিকদের নিকট থেকে যে দুঃখকষ্ট পেয়েছেন।

١١٧٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُوْ جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوْسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَجِيْءُ بِسَلَى جَزُوْرِ بَنِيْ فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِيْ شَيْئًا لَوْ كَانَ لِيْ مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْحَكُوْنَ وَيُحِيْلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ২৯১১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ১৭৯০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৭৭; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ১৭৯২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৪০৭৩; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১৭৯৩

عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِيْ ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمَّى اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِيْ جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْ قَالَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْنَ عَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَرْعَى فِي الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ.

১১৭২. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাস'উদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সাজদাহ্‌রত অবস্থায় ছিলেন। অন্য সূত্রে আহমাদ ইব্‌নু 'উসমান (রহ.).....'আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) একদা বাইতুল্লাহ্‌র পাশে সলাত আদায় করছিলেন এবং সেখানে আবূ জাহাল ও তার সাথীরা বসা ছিল। এমন সময় তাদের একজন অন্যজনকে বলে উঠল 'তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উটনীর নাড়িভুঁড়ি এনে মুহাম্মদ যখন সাজদাহ করেন তখন তার পিঠের উপর চাপিয়ে দিতে পারে'? তখন গোত্রের বড় পাষণ্ড ('উকবাহ্) তাড়াতাড়ি গিয়ে তা নিয়ে এল এবং তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখল। নাবী (ﷺ) যখন সাজদাহয় গেলেন, তখন সে তাঁর পিঠের উপর দু' কাঁধের মাঝখানে তা রেখে দিল। ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমি (এ দৃশ্য) দেখছিলাম কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। হায়! আমার যদি বাধা দেয়ার শক্তি থাকত! তিনি বলেন, তারা হাসতে লাগল এবং একে অন্যের উপর লুটোপুটি খেতে লাগল। আর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তখন সাজদাহ্‌য় থাকলেন, মাথা উঠালেন না। অবশেষে ফাতিমাহ (রাঃ) এসে সেটি তাঁর পিঠের উপর হতে ফেলে দিলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি কুরায়শকে ধ্বংস করুন। এরূপ তিনবার বললেন। তিনি যখন তাদের বদ দু'আ করেন তখন তা তাদের অন্তরে ভয় জাগিয়ে তুলল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জানত যে, এ শহরে দু'আ কবূল হয়। অতঃপর তিনি নাম ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহ! আবূ জাহালকে ধ্বংস করুন এবং 'উতবা ইব্‌নু রবী'আ, শায়বা ইব্‌নু রবী'আ, ওয়ালীদ ইবনু 'উতবাহ, উমাইয়াহ খালাফ ও 'উকবাহ ইব্‌নু আবী মু'আইতকে ধ্বংস করুন। রাবী বলেন, তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও বলেছিলেন কিন্তু তিনি স্মরণ রাখতে পারেননি। ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) বলেন ঃ সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের আমি বাদ্‌রের কূপের মধ্যে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি।[১]

١١٧٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيْتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِيْ إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُوْمٌ عَلَى وَجْهِيْ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِيْ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيْمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬৯, হাঃ ২৪০; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১৭৯৪

১১৭৩. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। একবার তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, উহুদের দিনের চেয়ে কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার ক্বওম নিকট হতে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা তো হয়েছি। তাদের নিকট হতে অধিক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, 'আকাবার দিন যখন আমি নিজেকে ইব্‌নু 'আবদে ইয়ালীল ইব্‌নু 'আবদে কুলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার জবাব দেয়নি। তখন আমি এমনভাবে বিষণ্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুস সাআলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমার চিন্তা দূর হয়নি। তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে তাকালাম। তার মধ্যে ছিলেন জিব্‌রীল (আলাইহিস সালাম)। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কাওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাঁকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছেধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইন* কে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বরং আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করবে আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না।[১]

١١٧٤. حديث جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ.

১১৭৪. জুনদাব ইব্‌নু সুফইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। কোন এক যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি পড়েছিলেন ঃ তুমি একটি আঙ্গুল ছাড়া কিছু নও; তুমি রক্তাক্ত হয়েছ আল্লাহ্‌রই পথে।[২]

١١٧٥. حديث جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ﷺ قَالَ اشْتَكَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ امْـرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى﴾.

১১৭৫. জুনদাব ইব্‌নু সুফ্‌ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। অসুস্থতার কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি। এ সময় এক মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার মনে হয়, তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে। দুই কিংবা তিনদিন যাবৎ তাকে আমি তোমার কাছে আসতে দেখতে পাচ্ছি না। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, শপথ পূর্বাহ্নের, "শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি"– (সূরাহ ওয়াদ্‌ দুহা ৯৩/৩)।[৩]

---

* আখশাবাইন ঃ দু'টি কঠিন শিলার পাহাড়।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩২৩১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১৭৯৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৮০২; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১৭৯৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৯৩, হাঃ ৪৯৫০; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ১৭৯৭

٤٠/٣٢. بَابُ فِيْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى اللهِ وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِيْنَ

৩২/৪০. নাবী (ﷺ)-এর আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ প্রার্থনা এবং মুনাফিকদের (দেয়া) কষ্টের উপর তাঁর ধৈর্যধারণ।

١١٧٦. **حديث** أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيْفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَفِيْهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِيْ مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِيْ مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتَّى هَمُّوْا أَنْ يَتَوَاثَبُوْا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاصْفَحْ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْنَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

১১৭৬. উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার নাবী (ﷺ) এমন একটি গাধার উপর সাওয়ার হলেন, যার জ়ীনের নীচে ফাদাকের তৈরী একখানি চাদর ছিল। তিনি উসামাহ ইবনু যায়দকে নিজের পেছনে বসিয়েছিলেন। তখন তিনি হারিস ইবনু খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-এর দেখাশোনার উদ্দেশে রওয়ানা হচ্ছিলেন। এটি ছিল বাদ্‌র যুদ্ধের আগের ঘটনা। তিনি এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলিম, প্রতিমাপূজক, মুশরিক ও ইয়াহূদী ছিল। তাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূলও ছিল। আর এ মজলিসে 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। যখন সাওয়ারীর পদাঘাতে উড়ন্ত ধূলাবালি মজলিসকে ঢেকে ফেলছিল তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকল। তারপর বলল ঃ তোমরা আমাদের উপর ধূলাবালি উড়িয়ো না। তখন নাবী (ﷺ) তাদের সালাম করলেন। তারপর এখানে থামলেন ও সাওয়ারী থেকে নেমে তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করলেন এবং তাদের কাছে কুরআন পাঠ করলেন। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল বলল ঃ হে আগত ব্যক্তি! আপনার এ কথার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। তবে আপনি যা বলছেন, যদিও তা সত্য, তবুও আপনি আমাদের মজলিসে এসব বলে আমাদের বিরক্ত করবেন না। আপনি আপনার নিজ ঠিকানায় ফিরে যান। এরপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ আপনার নিকট গেলে তাকে এসব কথা বলবেন। তখন ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন, আমরা এসব কথা পছন্দ করি। তখন মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহূদীদের মধ্যে পরস্পর গালাগালি শুরু হয়ে গেল। এমনকি তারা একে অন্যের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি

তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন এবং সা'দ ইবনু উবাদাহ্র কাছে পৌঁছলেন। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ! আবূ হুবাব অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই কী বলেছে, তা কি তুমি শুনোনি? সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ সে এমন কথাবার্তা বলেছে। তিনি আরো বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তাকে মাফ করে দিন। আর তার কথা ছেড়ে দিন। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে সব নিয়ামত দান করার ছিল তা সবই দান করেছেন। পক্ষান্তরে এ শহরের অধিবাসীরা তো পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা তাকে রাজ মুকুট পরাবে। আর তার মাথায় রাজকীয় পাগড়ী বেঁধে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে দীনে হক দান করেছেন, তা দিয়ে তিনি তাদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে সে (ক্ষোভানলে) জ্বলছে। এজন্যই সে আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তা আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তারপর নাবী (ﷺ) তাকে মাফ করে দিলেন।[1]

١١٧٧. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُوْنَ يَمْشُوْنَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِلَيْكَ عَنِّيْ وَاللهِ لَقَدْ آذَانِيْ نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيْحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَهُ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيْدِ وَالْأَيْدِيْ وَالنِّعَالِ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ ﴿وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا﴾.

১১৭৭. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে বলা হলো, আপনি যদি 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উবাইয়ের নিকট একটু যেতেন। নাবী (ﷺ) তাঁর নিকট গাধায় চড়ে গেলেন এবং মুসলিমরা তাঁর সঙ্গে হেটে চললো। সে পথ ছিল কংকরময়। নাবী (ﷺ) তার নিকট এসে পৌঁছলে সে বলল, 'সরো আমার কাছ থেকে। আল্লাহ্র কসম, তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।' তাঁদের মধ্য হতে একজন আনসারী বললোঃ আল্লাহ্র কসম, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর গাধা সুগন্ধে তোমার চেয়ে উত্তম। 'আবদুল্লাহ্ ইব্নে উবাই-এর গোত্রের এক ব্যক্তি রেগে গেল এবং দু'জনে গালাগালি করল। এভাবে উভয়ের পক্ষের সঙ্গীরা রেগে উঠল এবং উভয় দলের সঙ্গে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি হল। আমাদের জানান হয়েছে যে, এ ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হলো ঃ মুমিনদের দু'দল বিবাদে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে– (সূরাহ আল-হুজরাত ৪৯/৯)।[2]

٣٢/٤١. بَابُ قَتْلِ أَبِيْ جَهْلٍ

৩২/৪১. আবূ জাহল হত্যা।

١١٧٨. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوْهُ.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ২০, হাঃ ৬২৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১৭৯৮
[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৩ : বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ১, হাঃ ২৬৯১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১৭৯৯

১১৭৮. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (বাদ্‌রের দিন) নাবী (ﷺ) বললেন, আবূ জাহলের কী অবস্থা হল কেউ তা দেখতে পার কি? তখন ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) বের হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, 'আফ্‌রার দুই পুত্র তাকে এমনিভাবে মেরেছে যে, মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। রাবী বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) তার দাড়ি ধরে বললেন, তুমিই কি আবূ জাহ্‌ল? আবূ জাহ্‌ল বলল ঃ সেই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ আছে কি যাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল অথবা বলল তোমরা যাকে হত্যা করলে?[১]

٣٢/٤٢. بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوْتِ الْيَهُوْدِ

৩২/৪২. ইয়াহূদীদের ত্বাগূত কা'ব বিন আশ্রাফকে হত্যা।

١١٧٩. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَإِنِّيْ قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيْرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ و حَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فِيْهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ أُرَى فِيْهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ نَعَمِ ارْهَنُوْنِيْ قَالُوْا أَيَّ شَيْءٍ تُرِيْدُ قَالَ ارْهَنُوْنِيْ نِسَاءَكُمْ قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُوْنِيْ أَبْنَاءَكُمْ قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُوْ نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُوْ كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِيْ أَبُوْ نَائِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيْعِيْ أَبُوْ نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيْمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجَابَ قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو قَالَ سَمَّى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو أَبُوْ عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّيْ قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُوْنَكُمْ فَاضْرِبُوْهُ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيْحُ الطِّيْبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيْحًا أَيْ أَطْيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ عِنْدِيْ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمْرٌو فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أَشَمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِيْ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُوْنَكُمْ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوْهُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৯৬২; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১৮০০

১১৭৯. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, কা'ব ইব্‌নু আশরাফের হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? কেননা, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (ﷺ) দাঁড়ালেন, এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হাঁ। তখন মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (ﷺ) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু প্রতারণাময় কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, হাঁ বল। এরপর মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (ﷺ) কা'ব ইব্‌নু আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূল (ﷺ)) সদাকাহ চায় এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইব্‌নু আশরাফ বলল, আল্লাহ্‌র কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (ﷺ) বললেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করছি। পরিণাম কী দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা ভাল মনে করছি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দু' ওসাক খাদ্য ধার চাই। বর্ণনাকারী সুফ্‌ইয়ান বলেন, 'আমর (রহ.) আমার নিকট হাদীসটি কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এক ওসাক বা দু' ওসাকের কথা উল্লেখ করেননি। আমি তাকে বললাম, এ হাদীসে তো এক ওসাক বা দু' ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে, তিনি বললেন, মনে হয় হাদীসে এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। কা'ব ইব্‌নু আশরাফ বলল, ধারতো পাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (ﷺ) বললেন, কী জিনিস আপনি বন্ধক চান। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (ﷺ) বললেন, আপনি আরবের একজন সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কিভাবে, আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখব? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের ছেলে সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কী করে বন্ধক রাখি? তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দু' ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য খুব লজ্জাজনক বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান বলেন, লামা শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। শেষে তিনি (মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামা) তার কাছে আবার যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কা'ব ইব্‌নু আশরাফের দুধ ভাই আবূ নাইলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। তখন তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এই তো মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ এবং আমার ভাই আবূ নাইলা এসেছে। 'আমর ব্যতীত বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, কা'বের স্ত্রী বলল, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং দুধ ভাই আবূ নাইলা, (অপরিচিত কোন লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিত। (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (ﷺ) সঙ্গে আরো দু' ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানে গেলেন। সুফ্‌ইয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'আমর কি তাদের দু'জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফ্‌ইয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। 'আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, যখন সে (কা'ব ইব্‌নু আশরাফ) আসবে। আমার ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ (মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামার সাথীদের স্মপর্কে) বলেছেন যে (তারা হলেন) আবূ আবস ইব্‌নু জাব্‌র হারিস ইব্‌নু আওস এবং আব্বাদ ইব্‌নু বিশ্‌র। 'আমর বলেছেন, তিনি অপর দু' লোককে সঙ্গে করে নিয়ে

এসেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ্) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুঁকাব। সে (কা'ব) চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। 'আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। আমর বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি আবার বললেন, আমাকে আবার শুঁকবার অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে এ খবর দিলেন।[১]

٣٢/٤٣. بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

৩২/৪৩. খায়বারের যুদ্ধ।

١١٨٠. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُوْ طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيْفُ أَبِيْ طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِيْ زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِيْ لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوْا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً.

১১৮০. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার অভিযানে বের হয়েছিলেন। সেখানে আমরা খুব ভোরে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলাম। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওয়ার হলেন। আবূ ত্বলহা (রাঃ)-ও সওয়ার হলেন, আর আমি আবূ ত্বলহার পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সওয়ারীকে খায়বারের পথে চালিত করলেন। আমার হাঁটু নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উরুতে লাগছিল। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উরু হতে ইযার সরে গেল। এমনকি নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উরুর উজ্জ্বলতা যেন এখনো আমি দেখছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন বললেন ঃ আল্লাহু আকবার। খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন কওমের প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হবে কতই না মন্দ! এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ খায়বারের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বেরিয়েছিল। তারা বলে উঠল ঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! 'আবদুল 'আযীয (রহ.) বলেন ঃ আমাদের কোন কোন সাথী "পূর্ণ বাহিনীসহ" (ওয়াল খামীস) শব্দও যোগ করেছেন। পরে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করলাম।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৪০৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১৮০১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১২, হাঃ ৩৭১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ১৩৬৫

١١٨١. حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُوْلُ :.

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا . وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا.

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا.

وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَبَيْنَا.

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِيْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هٰذِهِ النِّيْرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ قَالُوْا عَلَى لَحْمٍ قَالَ عَلَى أَيِّ لَحْمٍ قَالُوْا لَحْمِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْرِيْقُوْهَا وَاكْسِرُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْ نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيْرًا فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُوْدِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوْا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِيْ قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ فَدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ زَعَمُوْا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ.

১১৮১. সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে খাইবার অভিযানে বেরোলাম। আমরা রাতের বেলা চলছিলাম, তখন দলের এক ব্যক্তি আমির (রাঃ)-কে বলল, হে আমির! তোমার সমর সঙ্গীত থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাবে না কি? আমির (রাঃ) ছিলেন একজন কবি। তখন তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সঙ্গীতের তালে তালে কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। তিনি গাইলেন ঃ

হে আল্লাহ! তুমি না হলে আমরা হিদায়াত লাভ করতাম না,
সদাকাহ দিতাম না আর সলাত আদায় করতাম না।
তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, যতদিন আপনার প্রতি সমর্পিত হয়ে থাকব।
শত্রুর মুকাবিলায় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন
এবং আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।
আমাদেরকে যখন (কুফরের দিকে) ডাকা হয় আমরা তখন তা প্রত্যাখ্যান করি।
আর এ কারণে তারা চীৎকার করে আমাদের বিরুদ্ধে লোক-লস্কর জমা করে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ সঙ্গীতের গায়ক কে? তাঁরা বললেন, 'আমির ইবনুল আকওয়া'। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। কাফেলার একজন বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র নাবী! তার (শাহাদাত) নিশ্চিত হয় গেল। (হায়) আমাদেরকে যদি তার নিকট হতে আরো উপকার লাভের সুযোগ দিতেন! অতঃপর আমরা খাইবারে পৌঁছলাম এবং তাদেরকে অবরোধ করলাম। এক সময়

আমরা ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হলাম। কিন্তু পরেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলিমগণ (রান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালাতেন। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ সব কিসের আগুন? তোমরা কী রান্না করছ? তারা জানালেন, গোশত। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসের গোশত? লোকেরা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। নাবী (ﷺ) বললেন, এগুলি ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গোশ্তগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধুয়ে নেই? তিনি বললেন, তাও করতে পার। এরপর যখন সবাই যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িলে গেলেন, আর আমির ইবনুল আকওয়া' (রাঃ)-এর তলোয়ারটা ছিল ছোট, তা দিয়ে তিনি এক ইয়াহূদীর পায়ের গোছায় আঘাত করলে তরবারির তীক্ষ্ণ ভাগ ঘুরে এসে তাঁর নিজের হাঁটুতে লেগে যায়। এতে তিনি মারা যান। সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রাঃ) বলেন ঃ তারপর লোকেরা খাইবার থেকে ফিরতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বললেন, কী খবর? আমি বললাম ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। লোকজন ধারণা করছে, (নিজ আঘাতে মারা যাওয়ায়) আমির (রাঃ)-এর 'আমাল নষ্ট হয়ে গেছে। নাবী (ﷺ) বললেন, এ কথা যে বলেছে সে মিথ্যা বলেছে। বরং আমিরের রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব নাবী (ﷺ) তাঁর দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখালেন। অবশ্যই সে একজন সচেষ্ট ব্যক্তি ও আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী। তাঁর মত গুণের অধিকারী আরবে খুব কমই আছে।[১]

٤٤/٣٢. بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ

৩২/৪৪. আহ্যাবের যুদ্ধ এবং তা হচ্ছে খান্দাক।

١١٨٢. حديث الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ :.

لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ۔ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا.

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ۔ وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا.

إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ۔ إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا.

১১৮২. বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্যাবের দিন আমি আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)-কে দেখেছি যে, তিনি মাটি বহন করছেন। আর তাঁর পেটের শুভ্রতা মাটি ঢেকে ফেলেছে। সে সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন, (হে আল্লাহ্) ঃ

আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না;
সদাকাহ দিতাম না এবং সলাত আদায় করতাম না।
তাই আমাদের উপর শান্তি নাযিল করুন।
যখন আমরা শত্রু সম্মুখীন হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করুন।
ওরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।
তারা যখনই কোন ফিত্না সৃষ্টি করতে চায় তখনই আমরা তা থেকে বিরত থাকি।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৪১৯৬; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১৮০২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২৮৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১৮০৩

١١٨٣. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةْ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ.

১১৮৩. সাহ্ল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন পরিখা খনন করে আমাদের স্কন্ধে করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। মুহাজির ও আনসারদেরকে আপনি মাফ করে দিন।[১]

١١٨٤. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَأَصْلِحْ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

১১৮৪. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, হে আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। হে আল্লাহ্! আনসার ও মুহাজিরদের কল্যাণ করুন।[২]

١١٨٥. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ :.

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدَا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا أَبَدَا.

فَأَجَابَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ :.

اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةْ ... فَأَكْرِمْ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ.

১১৮৫. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দকে যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেন ঃ

"আমরাই তারা যারা মুহাম্মাদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি,
জিহাদ করার উপর– যতদিন আমরা বেঁচে থাকব।"

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর উত্তর দিয়ে বললেন ঃ

হে আল্লাহ্! পরকালের সুখ হচ্ছে প্রকৃত সুখ;
তাই তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত কর।[৩]

٣٢/٤٥. بَابُ غَزْوَةِ ذِيْ قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

৩২/৪৫. যিকারাদের যুদ্ধ ইত্যাদি।

١١٨٦. حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُوْلَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَرْعَى بِذِيْ قَرَدَ قَالَ فَلَقِيَنِيْ غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৩৭৯৭; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৪, হাঃ নং ১৮০৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৩৭৯৫; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১৮০৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১১০, হাঃ ২৯৬১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১৮০৫

غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهْ قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِيْ حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْا يَسْتَقُوْنَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُوْلُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ وَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِيْنَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ.

১১৮৬. সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি ফাজ্‌রের সলাতের আযানের আগে বাইরে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুধেল উটগুলোকে যি-কারাদ জায়গায় চরানো হতো। সালামাহ (রাঃ) বলেন, তখন আমার সঙ্গে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ)-এর গোলামের দেখা হলো। সে বলল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুধেল উটগুলো লুট করা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কে ওগুলো লুট করেছে? সে বলল, গাতফানের লোকেরা। তিনি বলেন, তখন আমি ইয়া সাবাহা বলে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করলাম। আর মাদীনাহ্‌র দু' পর্বতের মাঝে অবস্থিত মানুষদের কানে আমার আওয়াজ শুনিয়ে দিলাম। তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাদেরকে পেয়ে গেলাম। এ সময়ে তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে শুরু করেছিল। তখন তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করলাম, আমি ছিলাম একজন দক্ষ তীরন্দাজ আর বললাম, আমি হলাম আকওয়া'-এর পুত্র, আজকের দিনটি তোমাদের সবচেয়ে খারাপ দিন। এভাবে আমি তাদের নিকট হতে উটগুলোকে কেড়ে নিলাম এবং তাদের ত্রিশখানা চাদরও কেড়ে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর নাবী (ﷺ) ও অন্যান্য লোক সেখানে আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নাবী! লোক কটি পিপাসার্ত ছিল, আমি তাদেরকে পানি পান করতেও দেইনি। আপনি এখনই এদের পিছু ধাওয়া করার জন্য সৈন্য পাঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

হে ইবনুল আকওয়া'!

তুমি (হারানো উট দখল করতে) সক্ষম হয়েছ, এখন একটু বিশ্রাম নাও।

সালামাহ (রাঃ) বলেন, এরপর আমরা ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তাঁর উটনীর পেছনে বসিয়ে নিলেন, এভাবে মাদীনায় প্রবেশ করলাম।[1]

٤٧/٣٢. بَابُ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

৩২/৪৭. মহিলাদের পুরুষের পাশে থেকে যুদ্ধ।

١١٨٧. **حديث** أَنَسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيْدَ الْقِدِّ يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُوْلُ انْثُرْهَا لِأَبِيْ طَلْحَةَ فَأَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ لَا تُشْرِفْ يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৪১৯৪; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ১৮০৬

وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُوْنِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِيْ أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِيْ أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِيْ طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا.

১১৮৭. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের এক সময়ে সহাবায়ে কেরাম নাবী (ﷺ) হতে আলাদা হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবূ ত্বলহা (রাঃ) ঢাল হাতে নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর সামনে প্রাচীরের মত দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন। আবূ ত্বলহা (রাঃ) সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। এক নাগাড়ে তীর ছুঁড়তে থাকায় তাঁর হাতে ঐদিন দু' বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি তীরাধার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নাবী (ﷺ) তাকেই বলতেন, তোমরা তীরগুলি আবূ ত্বলহার জন্য রেখে দাও। এক সময় নাবী (ﷺ) মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা দেখতে চাইলে আবূ ত্বলহা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র নাবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হয়ত শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনাকে রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ। আনাস (রাঃ) বলেন, ঐদিন আমি আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর কন্যা 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে এবং (আমার মাতা) উম্মে সুলায়মকে দেখতে পেলাম যে, তাঁরা পরনের কাপড় এতটুকু পরিমাণ উঠিয়েছেন যে, তাঁদের পায়ের খাঁড়ু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা পানির মশক ভরে নিজেদের পিঠে বহন করে এনে আহতদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। পুনরায় ফিরে গিয়ে পানি ভরে নিয়ে আহতদেরকে পান করাচ্ছিলেন। ঐ সময় আবূ ত্বলহা (রাঃ)-এর হাত হতে (তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে) তাঁর তরবারিটি দু'বার অথবা তিনবার পড়ে গিয়েছিল।[১]

٣٢/٤٩. بَابُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

৩২/৪৯. নাবী (ﷺ)-এর যুদ্ধের সংখ্যা।

١١٨٨. **حديث** عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ﷺ فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ.

১১৮৮. আবূ ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ আনসারী (রাঃ) বের হলেন এবং, বারাআ ইবনু 'আযিব ও যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গে বের হলেন। তিনি মিম্বার ছাড়াই পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর ইস্তিগফার করে আযান ও ইকামাত ব্যতীত সশব্দে কিরাআত পড়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন।[২]

١١٨٩. **حديث** زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيْلَ لَهُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قِيْلَ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ قَالَ الْعُسَيْرَةُ أَوْ الْعُشَيْرُ.

১১৮৯. আবূ ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়দ ইবনু আরকামের পাশে ছিলাম। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নাবী (ﷺ) কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৩৮১১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১৮১০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৫ : পানি প্রার্থনা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১০২২; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১২৫৫

আবার জিজ্ঞেস করা হল কয়টি যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, সতেরটিতে। বললাম, এসব যুদ্ধের কোন্‌টি সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল? তিনি বললেন, 'উশায়র বা 'উশাইরাহ।[১]

١١٩٠. حديث بُرَيْدَةَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

১১৯০. বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ষোলটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।[২]

١١٩١. حديث سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيْمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ.

১১৯১. সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আর তিনি (ﷺ) যেসব অভিযান প্রেরণ করেছেন তন্মধ্যে নয়টি অভিযানে আমি অংশ নিয়েছি। এসব অভিযানে একবার আবূ বাক্‌র (রাঃ) আমাদের অধিনায়ক থাকতেন, আরেকবার উসামাহ (রাঃ) আমাদের অধিনায়ক থাকতেন।[৩]

٣٢/٥٠. بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

৩২/৫০. যাতুর রিকা'র যুদ্ধ।

١١٩٢حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِيْ وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ أَبُوْ مُوْسٰى بِهٰذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُوْنَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ.

১১৯২. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন যুদ্ধে আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা ছিলাম ছয়জন। আমাদের কাছে ছিল মাত্র একটি উট। পালাক্রমে আমরা এর পিঠে চড়তাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে যায়। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, নখগুলো খসে পড়ল। এ কারণে আমরা পায়ে নেকড়া জড়িয়ে নিলাম। এ জন্য একে যাতুর রিকা যুদ্ধ বলা হয়। কেননা এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দিয়ে পট্টি বেঁধেছিলাম। আবূ মূসা (রাঃ) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না। সম্ভবত তিনি তার কোন 'আমাল প্রকাশ করাকে অপছন্দ করতেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৯৪৯; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১২৫৪
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৯০, হাঃ ৪৪৭৩; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১৮১৪
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৪২৭০; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৯ হা ঃ ১৮১৫
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৪১২৮; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৫০, হাঃ ১৮১৬

٣٣- كِتَابُ الْإِمَارَةِ

পর্ব (৩৩) ঃ ইমারাত বা নেতৃত্ব

١/٣٣. بَابُ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِيْ قُرَيْشٍ

৩৩/১. মানুষদের উপর কুরাইশদের প্রাধান্য এবং খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্ব হবে কুরাইশদের মধ্যে থেকে।

١١٩٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ.

১১৯৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশের অনুগত থাকবে। মুসলিমগণ তাদের মুসলিমদের এবং কাফিররা তাদের কাফিরদের অনুগত।[১]

١١٩٤. حديث عَبْدِ اللهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِيْ قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ.

১১৯৪. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, এ বিষয় (খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে থাকবে, যতদিন তাদের দু'জন লোকও বেঁচে থাকবে।[২]

١١٩٥. حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأَبِيْهِ سَمُرَةَ بْنِ جُنَادَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيْرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِيْ إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

১১৯৫. জাবির ইব্নু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, বারজন আমীর হবে। এরপর তিনি একটি কথা বলছিলেন যা আমি শুনতে পারিনি। তবে আমার পিতা বলেছেন যে, তিনি বলেছিলেন সকলেই কুরাইশ গোত্র থেকে হবে।[৩]

٢/٣٣. بَابُ الْإِسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

৩৩/২. কাউকে খালীফা নিযুক্ত করা বা তা বাদ দেয়া।

١١٩٦. حديث عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيْلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنِّيْ نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِيْ وَلَا عَلَيَّ لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا.

১১৯৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'উমার (রাঃ)-কে বলা হল, আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলীফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেন ঃ যদি আমি খলীফা মনোনীত করি,

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৪৯৫; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১, হাঃ ১৮১৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২, হাঃ ৩৫০১; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১, হাঃ ১৮২০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্কাম, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৭২২২-৭২২৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১, হাঃ ১৮২১

তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ আবূ বকর। আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে যাননি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত। আর আমি পছন্দ করি আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান, না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না।[১]

٣/٣٣. بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا

৩৩/৩. নেতৃত্ব চাওয়া ও তার প্রতি লালায়িত হওয়া নিষিদ্ধ।

١١٩٧. حديث عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

১১৯৭. 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ হে 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এর জন্য সাহায্য করা হবে।[২]

١١٩٨. حديث أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هٰذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ اجْلِسْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.

১১৯৮. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এলাম। আমার সঙ্গে আশ'আরী গোত্রের দু'ব্যক্তি ছিল। একজন আমার ডানদিকে, অপরজন আমার বামদিকে। আর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তখন মিস্ওয়াক করছিলেন। উভয়েই তাঁর কাছে আবদার জানাল। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ মূসা! অথবা বললেন, হে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু কায়স! রাবী বলেন, আমি বললাম ঃ ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তারা তাদের অন্তরে কী আছে তা আমাকে জানায়নি এবং তারা যে চাকরি প্রার্থনা করবে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি যেন তখন তাঁর ঠোঁটের

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্কাম, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৭২১৮; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২, হাঃ ১৮২৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ১, হাঃ ৬৬২২; মুসলিম, পর্ব : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৬৫২

নিচে মিস্ওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছিলাম যে তা এক কোণে সরে গেছে। তখন তিনি বললেন, আমরা আমাদের কাজে এমন কাউকে নিয়োগ দিব না বা দেই না যে নিজেই তা চায়। বরং হে আবূ মূসা! অথবা বললেন, হে 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু কায়স! তুমি ইয়ামনে যাও। এরপর তিনি তার পেছনে মু'আয ইব্নু জাবাল (ﷺ)-কে পাঠালেন। যখন তিনি তথায় পৌঁছলেন, তখন আবূ মূসা (ﷺ) তার জন্য একটি গদি বিছালেন। আর বললেন, নেমে আসুন। ঘটনাক্রমে তার কাছে একজন লোক শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ লোকটি কে? আবূ মূসা (ﷺ) বললেন, সে প্রথমে ইয়াহূদী ছিল এবং মুসলিম হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় সে ইয়াহূদী হয়ে গেছে। আবূ মূসা (ﷺ) বললেন, বসুন। মু'আয (ﷺ) বললেন, না, বসব না, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হবে। এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হল এবং তাকে হত্যা করা হল। তারপর তাঁরা উভয়েই কিয়ামুল্ লায়ল (রাত জাগরণ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন একজন বললেন, আমি কিন্তু 'ইবাদাতও করি, নিদ্রাও যাই। আর নিদ্রাবস্থায় ঐ আশা রাখি যা 'ইবাদাত অবস্থায় রাখি।[১]

٣٣/٥. بَابُ فَضِيْلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوْبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

৩৩/৫. ন্যায়বিচারক ইমামের মর্যাদা ও স্বেচ্ছাচারী শাসকের অপকারিতা ও প্রজাদের প্রতি নম্রতার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তাদেরকে (প্রজাদেরকে) কষ্টে ফেলা নিষিদ্ধ।

١١٩٩. **حديث** عَنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

১১৯৯. 'আবদুল্লাহ [ইবনু 'উমার (ﷺ)] হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবে। যেমন- জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ক্রীতদাস আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৮ : আল্লাহদ্রোহী ও মুরতাদদের প্রতি তাওবাহ করার আহ্বান এবং তাদের সঙ্গে কিতাল করা, অধ্যায় ২, হাঃ ৬৯২৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৮২৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৫৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৮২৯

١٢٠٠. حديث مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّيْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

১২০০. হাসান বস্‌রী (রহ.) হতে বর্ণিত। 'উবাইদুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ (রহ.) মাকিল ইবনু ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নাবী (ﷺ) থেকে শুনেছি। আমি নাবী (ﷺ) থেকে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণকামিতার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে বেহেশ্‌তের ঘ্রাণও পাবে না।[1]

٦/٣٣. بَابُ غِلَظِ تَحْرِيْمِ الْغُلُوْلِ

৩৩/৬. গুলুল বা বণ্টনের পূর্বে গানীমাতের মাল থেকে চুরি করা কঠোরভাবে হারাম।

١٢٠١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

১২০১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) আমাদের মাঝে দাঁড়ান এবং গনীমতের মাল আত্মসাৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর তিনি তার মারাত্মক অপরাধ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় ক্বিয়ামাতের দিন না পাই যে, তাঁর কাঁধে বকরী বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তাঁর কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আওয়াজ দিচ্ছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করবে, সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একটু সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না; আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ৮, হাঃ ৭১৫০; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৪২

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৮৯, হাঃ ৩০৭৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৮৩১

٧/٣٣. بَابُ تَحْرِيْمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

৩৩/৭. কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণ হারাম।

١٢٠٢. حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِيْ فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِيْنَا فَيَقُوْلُ هٰذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِيْ أَفَلَا قَعَدَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيْرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ.

১২০২. আবূ হুমায়দ সা'ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। সে কাজ শেষ করে তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা আপনার জন্য আর এ জিনিসটি আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাকে বলতেলন ঃ তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে রইলে না কেন? তা হলে তোমার জন্য হাদিয়া পাঠাত কিনা তা দেখতে পেতে? এরপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এশার ওয়াক্তের সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাশাহ্‌হুদ পাঠ করলেন ও আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন ঃ রাজস্ব আদায়কারীর অবস্থা কি হল? আমি তাকে নিযুক্ত করে পাঠালাম আর সে আমাদের কাছে এসে বলছে, এটা সরকারী রাজস্ব আর এ জিনিস আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। সে তার বাবা-মার ঘরে বসেই রইল না কেন? তাহলে দেখত তার জন্য হাদিয়া দেয়া হয় কি না? ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রাণ, তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন বস্তুতে সামান্যতম খিয়ানত করে, তা হলে ক্বিয়ামাতের দিন সে ঐ বস্তুটিকে তার কাঁধে বহন করা অবস্থায় আসবে। সে বস্তুটি যদি উট হয় তা হলে উট আওয়াজ করতে থাকবে। যদি গরু হয় তবে হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে। আর যদি বকরী হয় তবে বকরী আওয়ায করতে থাকবে। আমি পৌঁছে দিলাম। রাবী আবূ হুমায়দ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁর হস্ত মুবারক এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম।[১]

٨/٣٣. بَابُ وُجُوْبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيْمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

৩৩/৮. পাপকর্ম ছাড়া 'আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব ও পাপকর্মে আনুগত্য হারাম।

١٢٠٣. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ﴿أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ৩, হাঃ ৬৬৩৬; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৮৩২

১২০৩. ৪৫৮৪. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে 'আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ ইবনু ক্বায়স ইবনু আদী সম্পর্কে যখন তাঁকে নাবী (ﷺ) একটি সৈন্য দলের দলনায়ক করে প্রেরণ করেছিলেন।[1]

١٢٠٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِيْ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِيْ فَقَدْ عَصَانِيْ.

১২০৪. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ্রই নাফরমানী করল। এবং যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) 'আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল।[2]

١٢٠٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

১২০৫. 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই।[3]

١٢٠٦. حديث عَلِيٍّ ﷺ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيْعُوْهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيْعُوْنِيْ قَالُوْا بَلَى قَالَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيْهَا فَجَمَعُوْا حَطَبًا فَأَوْقَدُوْا نَارًا فَلَمَّا هَمُّوْا بِالدُّخُوْلِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

১২০৬. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং একজন আনসারী ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি ('আমীর) তাদের উপর ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন ঃ নাবী (ﷺ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে, তোমরা কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করবে। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করল এবং তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছে করল, তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১১, হাঃ ৪৫৮৪; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৮৩৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্কাম, অধ্যায় ১, হাঃ ৭১৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৮৩৫

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্কাম, অধ্যায় ৪, হাঃ ৭১৪৪; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৮৩৯

বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নাবী (ﷺ)-এর অনুসরণ করেছি। তাহলে কি আমরা (অবশেষে) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আর তাঁর ('আমীরের) ক্রোধও অবদমিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা নাবী (ﷺ)-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন ঃ যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহলে কোন দিন আর এথেকে বের হত না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবলমাত্র বিধিসঙ্গত কাজেই হয়ে থাকে।[1]

١٢٠٧. حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

১২০৭. জুনাদাহ ইব্‌নু আবূ উমাইয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'উবাদাহ ইব্‌নু সামিত (رضي الله عنه)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করে দিন। আপনি আমাদের এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনাকে উপকৃত করবে এবং যা আপনি নাবী (ﷺ) থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) আমাদের আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর কাছে বাই'আত করলাম।

এরপর তিনি ('উবাদাহ) বললেন, আমাদের থেকে যে অঙ্গীকার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, বেদনায় ও আনন্দে এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণাঙ্গরূপে শোনা ও মানার উপর বাই'আত করলাম। আরও (বাই'আত করলাম) যে আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না। কিন্তু যদি এমন স্পষ্ট কুফ্‌রী দেখ, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তবে ভিন্ন কথা।[2]

٣٣/١٠. بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ

৩৩/১০. পর্যায়ক্রমে খালীফাদের আনুগত্য করা বা মান্য করার প্রতি নির্দেশ।

١٢٠٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

১২০৮. আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, নাবী ইসরাঈলের নাবীগণ তাঁদের উম্মাতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নাবী মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নাবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নাবী নেই। তবে অনেক খলীফাহ্ হবে। সাহাবগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বায়'আতের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ৪, হাঃ ৭১৪৫; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৮৪০

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না, অধ্যায় ২, হাঃ ৭০৫৫-৭০৫৬; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৭০৯

তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঐ সকল বিষয়ে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল।[১]

١٢٠٩. حديث ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللهَ الَّذِيْ لَكُمْ.

১২০৯. ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, শীঘ্রই স্বজনপ্রীতির বিস্তৃতি ঘটবে এবং এমন ব্যাপার ঘটবে যা তোমরা পছন্দ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঐ অবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন? নাবী (ﷺ) বললেন, তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে আর তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে।[২]

١١/٣٣. بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ

৩৩/১১. কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও অন্যায়ভাবে অন্যদেরকে প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ।

١٢١٠. حديث أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِيْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ أُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ.

১২১০. উসায়দ ইব্‌নু হুযায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না? তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের স্থান হল হাউয।[৩]

١٣/٣٣. بَابُ وُجُوْبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ ظُهُوْرِ الْفِتَنِ وَفِيْ كُلِّ حَالٍ وَتَحْرِيْمِ الْخُرُوْجِ عَلَى الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ

৩৩/১৩. ফিত্‌না প্রকাশ পাওয়ার সময় (মুসলিমদের) জামা'আতবদ্ধ থাকার অপরিহার্যতা এবং কুফুরীর প্রতি আহ্বান থেকে সতর্কীকরণ।

١٢١١. حديث حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫০, হাঃ ৩৪৫৫; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৮৩২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬০৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৮৪৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৭৯২; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১১, হাঃ নং ১৮৪৫

قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

১২১১. হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত। লোকজন নাবী (ﷺ)-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম; এই ভয়ে যেন আমি ঐ সবের মধ্যে পড়ে না যাই। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা জাহিলীয়্যাতে অকল্যাণকর অবস্থায় জীবন যাপন করতাম অতঃপর আল্লাহ আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর আবার কোন অকল্যাণের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ, আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ অকল্যাণের পর কোন কল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ, আছে। তবে তা মন্দ মেশানো। আমি বললাম, মন্দ মেশানো কী? তিনি বললেন, এমন একদল লোক যারা আমার সুন্নাত ত্যাগ করে অন্যপথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভাল-মন্দ সবই থাকবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কি আরো অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হাঁ তখন জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব ঘটবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় পড়ে যাই তাহলে আপনি আমাকে কী করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের এমন দল ও তাঁদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলিমদের এহেন দল ও ইমাম না থাকে? তিনি বলেন, তখন তুমি তাদের সকল দল উপদলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও তোমার দীনের উপর থাকবে।[1]

١٢١٢. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

১২১২. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কেউ যদি আমীরের কোন কিছু অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলি যুগের মৃত্যুর ন্যায়।[2]

١٨/٣٣. بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

৩৩/১৮. যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করার পূর্বে সৈন্যদের নিকট হতে সেনাপতির বাই'আত গ্রহণ মুস্তাহাব এবং বৃক্ষের নিচে বাই'আতে রিযওয়ানের বর্ণনা।

١٢١٣. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬০৬; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৮৪৭

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ২, হাঃ ৭০৫৩; মুসলিম৩৩, অধ্যায় ১৩, হাঃ ১৮৪৯

১২১৩. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হুদাইবিয়াহ্র যুদ্ধের দিন আমাদেরকে বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বোত্তম। সেদিন আমরা ছিলাম চৌদ্দশ। আজ আমি যদি দেখতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে গাছের জায়গাটি দেখিয়ে দিতাম।[১]

١٢١٤. حديث الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا.

১২১৪. মুসাইয়্যাব (ইবনু হায্ন) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (যেটির নীচে বাই'আত করা হয়েছিল) আমি সে গাছটি দেখেছিলাম। কিন্তু পরে যখন ওখানে আসলাম তখন আর সেটা চিনতে পারলাম না।[২]

١٢١٥. حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

১২১৫. ইয়াযীদ ইবনু আবূ 'উবাইদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হুদাইবিয়াহ্র দিন আপনারা কোন্ জিনিসের উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বাই'আত করেছিলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।[৩]

١٢١٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى هٰذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

১২১৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হার্রা নামক যুদ্ধের সময়ে তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, 'ইব্নু হানযালা (রাঃ) মানুষের নিকট থেকে মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর পর আমি তো কারো নিকট এমন বায়আত করব না।[৪]

١٩/٣٣. بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيْطَانِ وَطَنِهِ

৩৩/১৯. মুহাজিরীনদের তাদের পূর্বের বাসস্থানে বসতি স্থাপন হারাম।

١٢١٧. حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ.

১২১৭. সালামাহ ইব্নুল আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার হাজ্জাজ আমার কাছে আসলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে ইব্নু আক্ওয়া'! আপনি সাবেক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন না কি যে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপন করতে শুরু করেছেন? তিনি বললেন, না। বরং রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপনের অনুমতি প্রদান করেছেন।[৫]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৪১৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৮৫৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৪১৬২; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৮৫৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৪১৬৯; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৮৬০

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১১০, হাঃ ২৯৫৯; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৮৬১

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৭০৮৭; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১৮৬২

٢٠/٣٣. بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

৩৩/২০. মাক্কাহ বিজয়ের পর ইসলাম, জিহাদ ও ভাল কাজ করার উপর বাইয়াত গ্রহণ এবং ফতহে মাক্কাহ্র পর আর কোন হিজরাত নেই- এর অর্থের বর্ণনা।

١٢١٨. حديث مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وأبي معبد عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ انْطَلَقْتُ بِأَبِيْ مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ مَضَتْ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيْتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ.

১২১৮. মুজাশি' ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মা'বাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (মুজালিদ)কে নিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম যেন তিনি তাঁর নিকট হতে হিজরাতের জন্য বাই'আত গ্রহণ করেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হিজরাতকারীদের জন্য হিজরাত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমি তার নিকট হতে ইসলাম ও জিহাদের জন্য বাই'আত গ্রহণ করব। [বর্ণনাকারী আবূ 'উসমান নাহদী (রহ.)] বলেন, এরপর আমি আবূ মা'বাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, মুজাশি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সত্যি বলেছেন।[1]

١٢١٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.

১২১৯. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কাহ বিজয়ের দিন বলেছেন, 'মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) হিজরাতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক কাজের নিয়্যাত বাকী আছে আর যখন তোমাদের জিহাদের ডাক দেয়া হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।'[2]

١٢٢٠. حديث عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

১২২০. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। এক বেদুঈন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হিজরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তোমার তো বড় সাহস! হিজরতের ব্যাপার কঠিন, বরং যাকাত দেয়ার মত তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, জী হ্যাঁ, আছে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ সাগরের ওপারে হলেও (যেখানেই থাক) তুমি 'আমাল করবে। তোমার ন্যূনতম 'আমালও আল্লাহ বিনষ্ট করবেন না।[3]

٢١/٣٣. بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

৩৩/২১. মহিলাদের বাই'আতের পদ্ধতি।

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৪৩০৮; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২০, হাঃ ১৮৬৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৯৪, হাঃ ৩০৭৭; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২০, হাঃ ১৩৫৩

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ১৪৫২; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২০, হাঃ ১৮৬৫

١٢٢١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ﴾ إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ يَقُوْلُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا.

১২২১. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরাত করে নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসত, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ– "হে ঈমানদারগণ! কোন ঈমানদার মহিলা হিজরাত করে তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদেরকে যাচাই কর"...... অনুসারে তাদেরকে যাচাই করতেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ ঈমানদার মহিলাদের মধ্যে যারা (আয়াতে উল্লেখিত) শর্তাবলী মেনে নিত, তারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হত। তাই যখনই তারা এ ব্যাপারে মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রকাশ করত তখনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে বলতেন যাও, আমি তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! কথার মাধ্যমে বাই'আত গ্রহণ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাত কখনো কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি শুধুমাত্র সেই সব বিষয়েই বাই'আত গ্রহণ করতেন, যে সব বিষয়ে বাই'আত গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। বাই'আত গ্রহণ শেষে তিনি বলতেন ঃ আমি কথায় তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করলাম।[১]

٣٣/٢٢. بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْمَا اسْتَطَاعَ

৩৩/২২. সাধ্যানুযায়ী শোনা ও আনুগত্য করার উপর বাই'আত।

١٢٢٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ.

১২২২. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন ঃ যা তোমার সাধ্যের মধ্যে।[২]

٣٣/٢٣. بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوْغِ

৩৩/২৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স।

١٢٢٣. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৮ : ত্বালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ২০, হাঃ ৫২৮৮; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২১, হাঃ ১৮৬৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ৭২০২; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২২, হাঃ ১৮৬৭

১২২৩. ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তাকে (ইবনু উমরকে) পেশ করলেন, তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক। (ইবনু ‘উমার বলেন) তখন তিনি আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধে তিনি আমাকে পেশ করলেন এবং অনুমতি দিলেন। তখন আমি পনের বছরের যুবক।[১]

٣٣/٢٤. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيْفَ وُقُوْعُهُ بِأَيْدِيْهِمْ

৩৩/২৪. কাফিরদের ভূমিতে কুরআন মাজীদ নিয়ে সফর নিষিদ্ধ, যখন তাদের হস্তগত হওয়ার ভয় থাকে।

١٢٢٤. حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

১২২৪. ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রু-দেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন।[২]

٣٣/٢٥. بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيْرِهَا

৩৩/২৫. ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার জন্য প্রশিক্ষণ দান।

١٢٢٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا.

১২২৫. ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যুদ্ধের জন্যে তৈরি ঘোড়াকে ‘হাফ্ইয়া’ (নামক স্থান) হতে ‘সানিয়াতুল ওয়াদা’ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্যে তৈরি নয়, সে ঘোড়াকে ‘সানিয়া’ হতে যুরাইক গোত্রের মাসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতায় ‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘উমার (রাঃ) অগ্রগামী ছিলেন।[৩]

٣٣/٢٦. بَابُ الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৩৩/২৬. ক্বিয়ামাত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে মঙ্গল (লিখিত)।

١٢٢٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

১২২৬. ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ আছে কিয়ামত অবধি।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৬৬৪; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১৮৬৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১২৯, হাঃ ২৯৯০; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৪, হাঃ ১৮৬৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৪২০; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৫, হাঃ ১৮৭০

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ২৮৪৯; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১৮৭১

١٢٢٧. حديث عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِيْ نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.

১২২৭. 'উরওয়াহ বারিকী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ (আখিরাতের) পুরস্কার এবং গনীমতের মাল।[১]

١٢٢٨. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَرَكَةُ فِيْ نَوَاصِي الْخَيْلِ.

১২২৮. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশদামে বরকত আছে।[২]

٢٨/٣٣. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوْجِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

৩৩/২৮. জিহাদ ও আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়ার ফাযীলাত।

١٢٢٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيْمَانٌ بِيْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِيْ أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّيْ أُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.

১২২৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমানের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে তার পুণ্য বা গনীমত (ও বাহন) সহ ঘরে ফিরিয়ে আনব কিংবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর আমার উম্মতের উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম তবে কোন সেনাদলের সঙ্গে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা ভালবাসি যে, আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই।[৩]

١٢٣٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ.

১২৩০. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ় আস্থায় তাঁরই পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সাওয়াব ও গনীমত লাভ করেছে তা সমেত তাকে ঘরে ফিরাবেন, যেখান হতে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ২৮৫২; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১৮৭৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ২৮৫১; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১৮৭৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৩৬; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৮, হাঃ ১৮৭৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ৮, হাঃ ৩১২৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৮, হাঃ ১৮৭৬

١٢٣١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ.

১২৩১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় মুসলিমদের যে যখম হয়, কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি যখম আঘাতকালীন সময়ে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই থাকবে। রক্ত ছুটে বের হতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের রং কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মত।[১]

٢٩/٣٣. بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى

৩৩/২৯. আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় শাহাদাত লাভ করার ফাযীলাত।

١٢٣٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ.

১২৩২. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তার নিকট থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।[২]

١٢٣٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ.

১২৩৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (অতঃপর বললেন) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মাসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে 'ইবাদাত করবে এবং আলস্য করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙ্গবে না। লোকটি বলল, এটা কে পারবে?[৩]

٣٠/٣٣. بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

৩৩/৩০. আল্লাহ্র রাস্তায় সকাল-সন্ধ্যা (অতিবাহিত) করার ফাযীলাত।

١٢٣٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬৭, হাঃ ২৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৮, হাঃ ১৮৭৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ২১, হাঃ ২৮১৭; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৯, হাঃ ১৮৭৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১, হাঃ ২৭৮৫; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৯, হাঃ ১৮৭৮

১২৩৪. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।[১]

١٢٣٥. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

১২৩৫. সাহ্‌ল ইব্‌নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার ভিতরের সকল কিছু থেকে উত্তম।[২]

١٢٣٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَلَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ.

১২৩৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা তা থেকে উত্তম যেখানে সূর্যের উদয়াস্ত হয়।[৩]

٣٤/٣٣. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

৩৩/৩৪. জিহাদের ও পাহারা দেয়ার ফাযীলাত।

١٢٣٧. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

১২৩৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে কে উত্তম?' আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, 'সেই মু'মিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে।' সাহাবীগণ বললেন, 'অতঃপর কে?' তিনি বললেন, 'সেই মু'মিন আল্লাহ্‌র ভয়ে যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান নেয় এবং স্বীয় অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে।'[৪]

٣٥/٣٣. بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

৩৩/৩৫. ঐ দু' লোকের বর্ণনা যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করল এবং দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করল।

١٢٣٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৭৯২; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১৮৮০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৭৯৪; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১৮৮১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৭৯৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩০, হাঃ ১৮৮২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ২, হাঃ ২৭৮৬; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১৮৮৮

Contents

১২৩৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দু'ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকবেন। তারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা হত্যাকারীর তাওবা কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ বলে গণ্য হয়েছে।[1]

٣٨/٣٣. بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِمَرْكُوْبٍ وَغَيْرِهِ وَخِلَافَتِهِ فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

৩৩/৩৮. আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যোদ্ধাদেরকে যানবাহন ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করা ও যোদ্ধাদের অনুপস্থিতিতে উত্তমভাবে তাদের পরিবারের খবর নেয়া।

١٢٣٩. حديث زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

১২৩৯. যায়দ ইব্নু খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করল সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে কোন জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সেও যেন জিহাদ করল।[2]

٤٠/٣٣. بَابُ سُقُوْطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُوْرِيْنَ

৩৩/৪০. অক্ষম ব্যক্তিদের উপর থেকে জিহাদের অপরিহার্যতা রহিত হওয়ার বিধান।

١٢٤٠. حديث الْبَرَاءَ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾.

১২৪০. বারা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতটি নাযিল হলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে আনলেন। তিনি কোন জন্তুর একটি চওড়া হাড় নিয়ে আসেন এবং তাতে উক্ত আয়াতটি লিখে রাখেন। ইব্নু উম্মু মাকতুম জিহাদে শরীক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে فَنَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ আয়াতটি নাযিল হল।[3]

٤١/٣٣. بَابُ ثُبُوْتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيْدِ

৩৩/৪১. শহীদ জান্নাতে যাবে তার প্রমাণ।

١٢٤١. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২৮২৬; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১৮৯০

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ২৮৪৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ১৮৯৫

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩১, হাঃ ২৮৩১; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১৮৯৮

১২৪১. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি কোথায় থাকব বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, জান্নাতে। তখন ঐ ব্যক্তি হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেললেন, এরপর তিনি লড়াই করলেন, এমনকি শহীদ হয়ে গেলেন।[1]

١٢٤٢. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ إِلَى بَنِيْ عَامِرٍ فِيْ سَبْعِيْنَ فَلَمَّا قَدِمُوْا قَالَ لَهُمْ خَالِيْ أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُوْنِيْ حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّيْ قَرِيْبًا فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوْهُ فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَوْمَئُوْا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَالُوْا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوْهُمْ إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ قَالَ هَمَّامٌ فَأُرَاهُ آخَرَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوْا رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِيْ لَحْيَانَ وَبَنِيْ عُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ.

১২৪২. আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানূ সুলায়মের সত্তর জন লোকের একটি দলকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে বানূ 'আমিরের নিকট পাঠান। দলটি সেখানে পৌঁছলে আমার মামা (হারাম ইব্‌নু মিলহান) তাদেরকে বললেন, আমি সর্বাগ্রে বনূ আমিরের নিকট যাব। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় আর আমি তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী পৌঁছাতে পারি, (তবে তো ভাল) অন্যথায় তোমরা আমার কাছেই থাকবে। অতঃপর তিনি এগিয়ে গেলেন। কাফিররা তাঁকে নিরাপত্তা দিল, কিন্তু তিনি যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী শুনাতে লাগলেন, সেই সময় আমির গোত্রীয়রা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। আর সেই ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারল এবং তীর শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন আল্লাহু আকবার, কা'বার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি। অতঃপর কাফিররা তার অন্যান্য সংগীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সকলকে শহীদ করল, কিন্তু একজন খোঁড়া ব্যক্তি বেঁচে গেলেন, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। হাম্মাম (রহ.) অতিরিক্ত উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় তার সঙ্গে অন্য একজন ছিলেন। অতঃপর জিব্‌রীল (আলাইহিস সালাম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে খবর দিলেন যে, প্রেরিত দলটি তাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি (রব) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা এ আয়াতটি পাঠ করতাম, আমাদের কাওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন। পরে এ আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্রমাগত চল্লিশ দিন রি'ল, যাকওয়ান, বানূ লিহ্‌য়ান ও বানূ উসাইয়্যার বিরুদ্ধে দুআ করেন।[2]

٣٣/٤٢. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

৩৩/৪২. যে আল্লাহ তা'আলার বাণী সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় (যুদ্ধ করে)

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৪০৪৬; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১৮৯৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৮০১; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৬৭৭

١٢٤٣. حديث أَبِيْ مُوْسَى ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১২৪৩. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদে শরীক হলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কালিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল।'[1]

١٢٤٤. حديث أَبِيْ مُوْسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْقِتَالُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১২৪৪. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কোন্‌টি, কেননা আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের বশবর্তী হয়ে, আবার কেউ লড়াই করে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মাথা তোলার কারণ ছিল যে, সে ছিল দাঁড়ানো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর বাণী বিজয়ী করার জন্য যে যুদ্ধ করে তার লড়াই আল্লাহ্‌র পথে হয়।'[2]

٣٣/٤٥. بَابُ قَوْلِهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيْهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

৩৩/৪৫. নাবী (ﷺ)-এর বাণী ঃ নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিফল এবং যুদ্ধ ও অন্যান্য কাজও এ কথার মধ্যে শামিল।

١٢٤٥. حديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

১২৪৫. 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই প্রতিটি আমলের গ্রহণযোগ্যতা তার নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তি তা-ই লাভ করবে যা সে নিয়্যাত করে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরাত করবে তার হিজরাত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হবে। আর যার হিজরাত দুনিয়াকে হাসিলের জন্য হবে অথবা কোন রমণীকে বিয়ে করার জন্য হবে তার হিজরাত সে উদ্দেশেই হবে যে জন্য সে হিজরাত করেছে।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৮১০; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১৯০৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৪৫, হাঃ ১২৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪২, হাঃ ১৯০৪

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৬৬৮৯; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ১৯০৭

٤٩/٣٣. بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

৩৩/৪৯. সাগরে যুদ্ধের ফাযীলাত।

١٢٤٦. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ر يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ر فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الأَسِرَّةِ شَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

২৭৮৮-২৭৮৯. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু হারাম বিন্‌তু মিলহান (রাঃ)-এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে খেতে দিতেন। উম্মু হারাম (রাঃ) ছিলেন 'উবাদাহ ইব্‌নু সামিত (রাঃ)-এর স্ত্রী। একদা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাছতে থাকেন। এক সময় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! হাসির কারণ কী?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের কিছু ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তখতের উপর, অথবা বলেছেন, বাদশাহ্‌র মত তখ্‌তে উপবিষ্ট।' এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (রহ.) সন্দেহ করেছেন। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য দুআ করলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসার কারণ কী?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত কিছু ব্যক্তিকে আমার সামনে পেশ করা হয়।' পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। অতঃপর মু'আবিয়াহ ইব্‌নু আবূ সুফ্‌ইয়ান (রাঃ)-এর সময় উম্মু হারাম (রাঃ) জিহাদের উদ্দেশে সামুদ্রিক সফরে যান এবং সমুদ্র থেকে যখন বের হন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। এতে তিনি শাহাদাত লাভ করেন।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৭৮৮-২৭৮৯; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ১৯১২

٥١/٣٣. بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

৩৩/৫১. শাহীদদের বর্ণনা।

١٢٤٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১২৪৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল বললেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকার– ১. প্লেগে মৃত ব্যক্তি ২. কলেরায় মৃত ব্যক্তি ৩. পানিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি ৪. চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং ৫. আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) শহীদ।[১]

١٢٤٨. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

১২৪৮. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য শাহাদাত।[২]

٥٣/٣٣. بَابُ قَوْلِهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ

৩৩/৫৩. নাবী (ﷺ)-এর বাণী ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সর্বদা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

١٢٤٩. حديث الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ.

১২৪৯. মুগীরাহ ইব্নু শু'বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমনকি যখন ক্বিয়ামাত আসবে তখনও তারা বিজয়ী থাকবে।[৩]

١٢٥٠. حديث مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِيْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

১২৫০. মু'আবীয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা আল্লাহ্র দীনের উপর অটল থাকবে। তাদেরকে যারা অপমান করতে চাইবে অথবা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁরা এ অবস্থার উপর থাকবে।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৬৫২-৬৫৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫১, হাঃ ১৯১৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৩৬৪০ ; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫১, হাঃ ১৯২১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৩৬৪০; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ১৯২১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৩৬৪১; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ১০৩৭

٥٥/٣٣. بَابُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيْلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

৩৩/৫৫. "সফর" শাস্তির একটি টুকরো এবং মুসাফিরের জন্য উত্তম হল তার কাজ সম্পন্ন করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা।

١٢٥١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

১২৫১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, সফর 'আযাবের অংশ বিশেষ। তা তোমাদের যথাসময় পানাহার ও নিদ্রায় ব্যঘাত ঘটায়। কাজেই সকলেই যেন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবিলম্বে আপন পরিজনের কাছে ফিরে যায়।[১]

٥٦/٣٣. بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوْقِ وَهُوَ الدُّخُوْلُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

৩৩/৫৬. 'তুরুক' অপছন্দনীয় আর তা হচ্ছে সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়িতে প্রবেশ করা।

١٢٥٢. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

১২৫২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) রাত্রে কখনো পরিবারের নিকট প্রবেশ করতেন না। তিনি ভোরে কিংবা বিকেলে ছাড়া পরিবারের নিকট প্রবেশ করতেন না।[২]

١٢٥٣. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ أَمْهِلُوْا حَتَّى تَدْخُلُوْا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ.

১২৫৩. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে এক জিহাদ থেকে ফিরছিলাম। যখন আমরা মাদীনায় প্রবেশ করব এমন সময় নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর এবং রাতে প্রবেশ কর, যেন (তোমার স্ত্রী মহিলাটি) (যার স্বামী এতদিন কাছে ছিল না) নিজের অগোছালো কেশরাশি বিন্যাস করে নিতে পারে এবং ক্ষৌর কার্য করতে পারে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ১৮০৪; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ১৯২৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ১৮০০; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ১৯২৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০, হাঃ ৫০৭৯; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ১৯২৮

٣٤-كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنْ الْحَيَوَانِ

পর্ব (৩৪) ঃ শিকার, যব্হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়

١/٣٤. بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

৩৪/১. প্রশিক্ষিত কুকুর দ্বারা শিকার করা।

١٢٥٤. حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ.

১২৫৪. আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে শিকারে পাঠিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ কুকুরগুলো তোমার জন্য যেটি ধরে রাখে সেটি খাও। আমি বললাম ঃ যদি ওরা হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন ঃ যদি ওরা হত্যাও করে ফেলে। আমি বললাম ঃ আমরা তো ফলকের সাহায্যেও শিকার করে থাকি। তিনি বললেন ঃ সেটি খাও, যেটি তীরে যখম করেছে; আর যেটি তীরের পার্শ্বের আঘাতে মারা গেছে সেটি খেও না।[১]

١٢٥٥. حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ.

১২৫৫. আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমরা এমন সম্প্রদায়, যারা এ সকল কুকুরের দ্বারা শিকার করে থাকি। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে বিসমিল্লাহ পড়ে পাঠিয়ে থাক তাহলে ওরা যেগুলো তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও; যদিও শিকারকে কুকুর হত্যা করে ফেলে। তবে যদি কুকুর শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে (তাহলে খাবে না)। কেননা, তখন আমার আশঙ্কা হয় যে, সে শিকার নিজেরই উদ্দেশে ধরেছে। আর যদি তার সঙ্গে অন্য কুকুর মিলে যায়, তাহলে খাবে না।[২]

١٢٥٦. حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُرْسِلُ كَلْبِيْ وَأُسَمِّيْ فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِيْ أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্হ ও শিকার, অধ্যায় ৩, হাঃ ৫৪৭৭; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯২৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্হ ও শিকার, অধ্যায় ৭, হাঃ ৫৪৮৩; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯২৯

১২৫৬. আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে পার্শ্বফলা বিহীন তীর (দ্বারা শিকার) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যদি তীরের ধারালো পার্শ্ব আঘাত করে, তবে সে (শিকারকৃত জানোয়ারের গোশত) খাবে, আর যদি এর ধারহীন পার্শ্বের আঘাতে মারা যায়, তবে তা খাবে না। কেননা তা প্রহারের মৃত, যবহকৃত নয়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিসমিল্লাহ পড়ে আমার (শিকারী) কুকুর ছেড়ে দিয়ে থাকি। পরে তার সাথে শিকারের কাছে (অনেক সময়) অন্য কুকুর দেখতে পাই যার উপর আমি বিসমিল্লাহ পড়িনি এবং আমি জানি না, উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে। তিনি বললেন, তুমি তা খাবে না। তুমি তো তোমার কুকুরের উপর বিসমিল্লাহ পড়েছ, অন্যটির উপর পড়নি।[1]

١٢٥٧. حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ.

১২৫৭. আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে তীরের ফলকের আঘাত দ্বারা লব্ধ শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে নাবী (সাঃ) বললেন, তীরের ধারালো অংশের দ্বারা যেটি নিহত হয়েছে সেটি খাও। আর ফলকের বাঁটের আঘাতে যেটি নিহত হয়েছে সেটি 'অকীয' (অর্থাৎ থেতলে যাওয়া মৃতের অন্তর্ভুক্ত)। আমি তাঁকে কুকুরের দ্বারা লব্ধ শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, যে শিকারকে কুকুর তোমার জন্য ধরে রাখে সেটি খাও। কেননা, কুকুরের ঘায়েল করা যবাহর হুকুম রাখে। তবে তুমি যদি তোমার কুকুর বা কুকুরগুলোর সঙ্গে অন্য কুকুর পাও এবং তুমি আশঙ্কা কর যে, অন্য কুকুরটিও তোমার কুকুরের শিকার পাকড়াও করেছে এবং হত্যা করেছে, তা হলে তা খেও না। কেননা, তুমি তো কেবল নিজের কুকুরের উপর বিসমিল্লাহ বলেছ। অন্যের কুকুরের ক্ষেত্রে তা বলনি।[2]

١٢٥٨. حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ.

১২৫৮. আদী ইবনু হাতিম (রহ.)-এর সূত্রে নাবী (সাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তুমি যদি তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ পড়ে পাঠাও, এরপর কুকুর শিকার পাকড়াও করে এবং মেরে ফেলে,

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৩, হাঃ ২০৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯২৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্হ ও শিকার, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৪৭৫; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯২৯

তবে তুমি তা খেতে পার। আর যদি কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেলে, তাহলে খাবে না। কেননা, সে তো নিজের জন্যই ধরেছে। আর যদি এমন কুকুরদের সঙ্গে মিশে যায়, যাদের উপর বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি এবং সেগুলো শিকার ধরে মেরে ফেলে, তা হলে তা খাবে না। কেননা, তুমি তো জান না যে, কোন কুকুরটি হত্যা করেছে? আর যদি তুমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে থাক; এরপর তা একদিন বা দু'দিন পর এমতাবস্থায় হাতে পাও যে, তার গায়ে তোমার তীরের আঘাত ব্যতীত অন্য কিছু নেই, তাহলে খাও। আর যদি তা পানির মধ্যে পড়ে থাকে, তা হলে তা খাবে না।[১]

١٢٥٩. حديث أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي اٰنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْسِيْ وَبِكَلْبِي الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِيْ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

১২৫৯. আবূ সা'লাবা আল খুশানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর নাবী (ﷺ)! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের থালায় খেতে পারি? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি। তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোন্‌টা বৈধ হবে? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন ঃ তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে বিধান হল ঃ যদি অন্য পাত্র পাও তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার কর। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করেছ এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ, সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছ এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ, সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছ, সেটি যদি যবহ করতে পার তবে তা খেতে পার।[২]

٣/٣٤. بَابُ تَحْرِيْمِ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

৩৪/৩. প্রত্যেক বিষদাঁত বিশিষ্ট জন্তু ও প্রত্যেক নখর বিশিষ্ট পাখি খাওয়া হারাম।

١٢٦٠. حديث أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

১২৬০. আবূ সা'লাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁত বিশিষ্ট সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।[৩]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ৮, হাঃ ৫৪৮৪; মুসলিম পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯২৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ৪ হাদীস নং ৫৪৭৮; মুসলিম পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯৩০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৫৫৩০; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৯৩২

٤/٣٤. بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ

৩৪/৪. সাগরের মৃত (বৈধ) জন্তু খাওয়া বৈধ।

١٢٦١. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيْرُنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيْرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ.

১২৬১. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের তিনশ' সওয়ারীর একটি সৈন্যবাহিনীকে কুরাইশদের একটি কাফেলার উপর সুযোগ মতো আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ) ছিলেন আমাদের সেনাপতি। আমরা অর্ধমাস সমুদ্র তীরে অবস্থান করলাম। ভয়ানক ক্ষুধা আমাদেরকে পেয়ে বসল। ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতা খেতে থাকলাম। এ জন্যই এ সৈন্যবাহিনীর নাম রাখা হয়েছে জায়শুল খাবাত অর্থাৎ পাতাওয়ালা সেনাদল। এরপর সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামক একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল। আমরা অর্ধমাস ধরে তা থেকে খেলাম। এর চর্বি শরীরে লাগালাম। ফলে আমাদের শরীর পূর্বের মত হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল। এরপর আবূ 'উবাইদাহ (রাঃ) আম্বরটির শরীর থেকে একটি পাঁজর ধরে খাড়া করালেন। এরপর তাঁর সাথীদের মধ্যকার সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে আসতে বললেন। সুফ্ইয়ান (রহঃ) আরেক বর্ণনায় বলেছেন, আবূ 'উবাইদাহ (রাঃ) আম্বরটির পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় ধরে খাড়া করালেন এবং (ঐ) লোকটিকে উটের পিঠে বসিয়ে এর নিচে দিয়ে অতিক্রম করালেন। জাবির (রাঃ) বলেন, সেনাদলের এক ব্যক্তি (খাদ্যের অভাব দেখে) প্রথমে তিনটি উট যবেহ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবহ্ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন। এরপর আবূ 'উবাইদাহ (রাঃ) তাকে (উট যবেহ করতে) নিষেধ করলেন।[১]

٥/٣٤. بَابُ تَحْرِيْمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

৩৪/৫. গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া হারাম।

١٢٦٢. حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ৪৩৬১; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৯৩৫

১২৬২. 'আলী ইবনু আবূ ত্বলিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাইবার যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুত'আহ (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে) করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।[১]

١٢٦٣. حديث أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

১২৬৩. আবূ সা'লাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাওয়া হারাম করেছেন।[২]

١٢٦٤. حديث بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

১২৬৪. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাইবার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।[৩]

١٢٦٥. حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُوْرُ نَادَى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَكْفِئُوا الْقُدُوْرَ فَلَا تَطْعَمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ.

১২৬৫. ('আবদুল্লাহ) ইব্‌নু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের সময় আমরা ক্ষুধায় কষ্ট ভোগ করছিলাম। খায়বার বিজয়ের দিন আমরা পালিত গাধার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তা যব্‌হ করলাম। যখন তা হাঁড়িতে ফুটছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল ঃ তোমরা হাঁড়িগুলো উপুড় করে ফেল। গাধার গোশত হতে তোমরা কিছুই খাবে না। 'আবদুল্লাহ (ইব্‌নু আবূ আওফা) (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এ কারণে নিষেধ করেছেন, যেহেতু তা হতে খুমুস বের করা হয়নি। (রাবী বলেন) আর অন্যরা বললেন, বরং তিনি এটাকে অবশ্যই হারাম করেছেন।[৪]

١٢٦٦. حديث الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَصَابُوْا حُمُرًا فَطَبَخُوْهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ أَكْفِئُوا الْقُدُوْرَ.

১২৬৬. বারাআ এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। (খাইবার যুদ্ধে) তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা গাধার গোশত পেলেন। তাঁরা তা রান্না করলেন। এমন সময়ে নাবী (ﷺ)-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, পাতিলগুলো উল্টে ফেল।[৫]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪২১৬; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৪০৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৫৫২৭; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৯৩২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪২১৭; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৫, হাঃ ৫২১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ২০, হাঃ ৩১৫৫; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৯৩৭

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪২২১-৪২২২; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৯৩৮

١٢٦٧. حديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا أَدْرِيْ أَنَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُوْلَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُوْلَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِيْ يَوْمِ خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

১২৬৭. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানি না, গৃহপালিত গাধাগুলো মানুষের মালপত্র বহন করে, কাজেই তা গোশত খেলে মানুষের বোঝা বহনকারী পশু নিঃশেষ হয়ে যাবে, এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা খেতে নিষেধ করেছিলেন, না-খাইবারের দিনে এর গোশত স্থায়ীভাবে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন।[১]

١٢٦٨. حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نِيْرَانًا تُوْقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلَى مَا تُوْقَدُ هَذِهِ النِّيْرَانُ قَالُوْا عَلَى الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ اكْسِرُوْهَا وَأَهْرِقُوْهَا قَالُوْا أَلَا نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اغْسِلُوْا.

১২৬৮. সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) খায়বার যুদ্ধে আগুন প্রজ্বলিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ আগুন কেন জ্বালানো হচ্ছে? সাহাবীগণ বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করার জন্য। তিনি (ﷺ) বললেন, পাত্রটি ভেঙ্গে দাও এবং গোশত ফেলে দাও। তাঁরা বললেন, আমরা গোশত ফেলে দিয়ে পাত্রটা ধুয়ে নিব কি? তিনি বললেন, ধুয়ে নাও।[২]

٦/٣٤. بَابُ فِيْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

৩৪/৬. ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া।

١٢٦٩. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ.

১২৬৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাইবারের যুদ্ধের দিন (গৃহপালিত) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন।[৩]

١٢٧٠. حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.

১২৭০. আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর 'আমালে আমরা একটি ঘোড়া (নাহর) যব্‌হ্ করেছি। পরে আমরা সেটি খেয়েছি।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪২২৭; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্‌ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৯৩৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২৪৭৭; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্‌ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৮০২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪২১৯; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্‌ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৯৪১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ২৪ হাদীস নং ৫৫১১; মুসলিম পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্‌ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৯৪২

٧/٣٤. بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ

৩৪/৭. দব্ব বা গিরগিটি খাওয়া বৈধ।

١٢٧١. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ.

১২৭১. ইব্‌নু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দব্ব* (মরু অঞ্চলের এক প্রকার প্রাণী) আমি খাই না, আর হারামও বলি না।[১]

١٢٧٢. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا أَوْ اطْعَمُوْا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

১২৭২. ইব্‌নু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি সমবেত ছিলেন, তাদের মাঝে সা'দও ছিলেন, তারা গোশ্‌ত খাচ্ছিলেন। এমন সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণীদের কেউ তাদের ডেকে বললেন যে, এটা দবের গোশ্‌ত। তারা (আহার থেকে) বিরত রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ খাও বা আহার কর, এটা হালাল। কিংবা তিনি বলেছিলেন ঃ এটা (খেতে) কোন অসুবিধে নেই। তবে এটা আমার খাদ্য নয়।[২]

١٢٧٣. حديث خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُوْنَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوْذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُوْرِ أَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ.

১২৭৩. খালিদ ইব্‌নু ওয়ালীদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে মাইমূনাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। মাইমূনাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ও ইব্‌নু 'আব্বাসের খালা ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে একটি ভুনা যব্ব দেখতে পেলেন, যা নজ্‌দ থেকে তাঁর (মাইমূনাহ্‌র) বোন হুফাইদা বিন্‌ত হারিস নিয়ে এসে ছিলেন। মাইমূনাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) যবটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে উপস্থিত করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোন খাদ্যের নাম ও তার বিবরণ বলে না দেয়া পর্যন্ত তিনি খুব

---

* দব্ব ঃ দব্ব হল মরুভূমিতে বিচরণশীল গিরগিটির ন্যায় এক প্রকার প্রাণী যা হালাল।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৫৫৩৬; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৯৪৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৫ : 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণযোগ্য, অধ্যায় ৬, হাঃ ৭২৬৭; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৯৪৪

কমই তার প্রতি হাত বাড়াতেন। তিনি যব এর দিতে হাত বাড়ালে উপস্থিত মহিলাদের মধ্য থেকে একজন বলল ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে যা পেশ করছ সে সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত কর। তারপর সে মহিলাই বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ওটা যব। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর হাত তুলে ফেললেন। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যব খাওয়া কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না। কিন্তু যেহেতু এটি আমাদের এলাকায় নেই। তাই এটি খাওয়া আমি পছন্দ করি না। খালিদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি সেটি টেনে নিয়ে খেতে থাকলাম। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।[১]

١٢٧٤. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১২৭৪. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাসের খালা উম্মু হুফায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একদা নাবী (ﷺ)-এর খিদমাতে পনীর, ঘি ও দব্ব হাদিয়া পাঠালেন। কিন্তু নাবী (ﷺ) শুধু পনীর ও ঘি খেলেন আর দব্ব অরুচিকর হওয়ায় বাদ দিলেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দস্তরখানে (যব) খাওয়া হয়েছে। তা হারাম হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দস্তরখানে খাওয়া হত না।[২]

٨/٣٤. بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

৩৪/৮. টিডিড বা ফড়িং খাওয়া বৈধ।

١٢٧٥. حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

১২৭৫. ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাতটি কিংবা ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা তাঁর সঙ্গে পঙ্গপাল খাই।[৩]

٩/٣٤. بَابُ إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ

৩৪/৯. খরগোশ খাওয়া বৈধ।

١٢٧٦. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوْا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيْهِ فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَأَكَلَ مِنْهُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ১০, হাঃ ৫৩৯১; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৯৪৫, ১৭৪৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৫৭৫; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৯৪৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্হ ও শিকার, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৫৪৯৫; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৯৫২

১২৭৬. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মাক্কাহর অদূরে) মার্‌রায্‌ যাহ্‌রান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ তাড়া করলাম। লোকেরা সেটার পিছনে ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আমি সেটাকে পেয়ে গেলাম এবং ধরে আবূ ত্বলহা (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি সেটাকে যব্‌হ করে তার পাছা অথবা রাবী বলেন, দু' উরু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে পাঠালেন। [শু'বাহ (রহ.) বলেন,] দু'টি উরুই, এতে কোন সন্দেহ নেই। তখন নাবী (ﷺ) তা গ্রহণ করেছিলেন।[1]

١٠/٣٤. بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الاِصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ

৩৪/১০. যে সব জিনিস দিয়ে শিকার করা হয় এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবণ করা হয় সেগুলো ব্যবহার করা বৈধ কিন্তু পাথরের ব্যবহার নিন্দনীয়।

١٢٧٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

১২৭৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ পাথর নিক্ষেপ করো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন অথবা রাবী বলেছেন ঃ পাথর ছোঁড়াকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ এর দ্বারা কোন প্রাণী শিকার করা হয় না এবং কোন শত্রুকেও ঘায়েল করা হয় না। তবে এটি কারো দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে। তারপর তিনি আবার তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা তিনি তা অপছন্দ করেছেন। অথচ তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না– এতকাল এতকাল পর্যন্ত।[2]

١٢/٣٤. بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

৩৪/১১. খাঁচার বা বেঁধে রাখা পশু তীর বা অন্য কিছু দ্বারা বিদ্ধ করা নিষিদ্ধ।

١٢٧٨. حديث أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

১২৭৮. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) জীবজন্তুকে বেঁধে তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৫৭২; মুসলিম ৩৪ শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৯৫৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ৫, হাঃ ৫৪৭৯; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৯৫৪

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৫১৩; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ১২, হাঃ ১৯৫৬

١٢٧٩. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوْا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا.

১২৭৯. সা'ঈদ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ আমি ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। এরপর আমরা একদল তরুণ কিংবা তিনি বলেছেন, একদল মানুষের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, তারা একটি মুরগী বেঁধে তার প্রতি তীর ছুঁড়ছে। তারা যখন ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে দেখতে পেল, তখন তারা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন ঃ এ কাজ কে করেছে? এ কাজ যে করে নাবী (ﷺ) তাঁর উপর অভিশাপ দিয়েছেন।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৫১৫; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্‌হ ও কোন্ প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৯৫৮

٣٥- كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ

পর্ব (৩৫) ঃ কুরবানী

١/٣٥. بَابُ وَقْتِهَا

৩৫/১. কুরবানীর সময়

١٢٨٠. حديث جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.

১২৮০. জুন্দাব ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) কুরবানীর দিন সলাত আদায় করেন, অতঃপর খুত্বা দেন। অতঃপর যবেহ্ করেন এবং তিনি বলেন ঃ সলাতের পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ্ করবে তাকে তার স্থলে আর একটি যবেহ্ করতে হবে এবং যে যবেহ্ করেনি, আল্লাহ্র নামে তার যবেহ্ করা উচিত।[১]

١٢٨١. حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

১২৮১. বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বুরদাহ (রাঃ) নামক আমার এক মামা সলাত আদায়ের পূর্বেই কুরবানী করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেন ঃ তোমার বকরী কেবল গোশ্তের বকরী হল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট একটি ঘরে পোষা বকরীর বাচ্চা রয়েছে। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ সেটাকে কুরবানী করে নাও। তবে তা তুমি ব্যতীত অন্য কারোর জন্য ঠিক হবে না। এরপর তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সলাত আদায়ের পূর্বে যবহ্ করেছে, সে নিজের জন্যই যবহ্ করেছে (কুরবানীর জন্য নয়) আর যে ব্যক্তি সলাত আদায়ের পর যবহ্ করেছে, সে তার কুরবানী পূর্ণ করেছে। আর সে মুসলিমদের নীতি-পদ্ধতি অনুসারেই করেছে।[২]

١٢٨٢. حديث أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ.

১২৮২. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ সলাতের পূর্বে যে যবেহ্ করবে তাকে পুনরায় যবেহ (কুরবানী) করতে হবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আজকের এ দিনটিতে গোশত খাবার আকাঙ্ক্ষা করা হয়। সে তার প্রতিবেশীদের অবস্থা উল্লেখ করল। তখন

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' 'ঈদ, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৯৮৫; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯৬০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৩ : কুরবানী, অধ্যায় ৮, হাঃ ৫৫৫৬; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯৬১

নাবী (ﷺ) যেন তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। সে বলল, আমার নিকট এখন ছয় মাসের এমন একটি মেষ শাবক আছে, যা আমার নিকট দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বকরীর চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। নাবী (ﷺ) তাকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি দিলেন। অবশ্য আমি জানি না, এ অনুমতি তাকে ছাড়া অন্যদের জন্যও কি-না?[১]

١٢٨٣. حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ أَنْتَ.

১২৮৩. 'উকবাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী (ﷺ) তাঁকে কিছু বকরী (ভেড়া) সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করতে দিলেন। বণ্টন করার পর একটি বকরীর বাচ্চা বাকী থেকে যায়। তিনি তা নাবী (ﷺ)-কে অবহিত করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি নিজে এটাকে কুরবানী করে দাও।[২]

٣/٣٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيْلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ

৩৫/৩. কুরবানীর জন্তু কারো মাধ্যম ছাড়া নিজ হাতে যব্হ করা মুস্তাহাব এবং যব্হ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা ও 'আল্লাহু আকবার' বলা।

١٢٨٤. حديث عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

১২৮৪. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) দু'টি সাদা-কালো বর্ণের শিং বিশিষ্ট ভেড়া কুরবানী করেন। তিনি ভেড়া দু'টির পার্শ্বদেশ তাঁর পায়ে স্থাপন করে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে নিজ হাতেই সেই দু'টিকে যবহ্ করেন।[৩]

٤/٣٥. بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

৩৫/৪. রক্ত প্রবাহিত করে এমন বস্তু দিয়ে যব্হ করা জায়িয তবে দাঁত, নখ ও হাড় ব্যতীত।

١٢٨٥. حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوْا بِهِ هَكَذَا.

১২৮৫. রাফি' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আগামী দিন শত্রুর সম্মুখীন হব, অথচ আমাদের কাছে কোন ছুরি নেই। নাবী (ﷺ) বললেন

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' 'ঈদ, অধ্যায় ৫, হাঃ ৯৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯৬২
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪০ : ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব), অধ্যায় ১, হাঃ ২৩০০; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ২, হাঃ ১৯৬৫
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৫৫৬৫; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ৩, হাঃ ১৯৬৬

ঃ তুমি ত্বরান্বিত করবে কিংবা তিনি বলেছেন ঃ তাড়াতাড়ি (যবহ্) করবে। যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং এতে আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়, তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দ্বারা নয়। তোমাকে বলছি ঃ দাঁত হল হাড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি। আমরা কিছু উট ও বকরী গনীমত হিসাবে পেলাম। সেগুলো থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। একজন সেটির উপর তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ উটটি আটকিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ঃ এ সকল গৃহপালিত উটের মধ্য বন্যপশুর স্বভাব রয়েছে। কাজেই তন্মধ্যে কোনটি যদি তোমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তার সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করবে।[১]

١٢٨٦. حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

১২৮৬. রাফি' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে যুল-হুলায়ফাতে ছিলাম। সাহাবীগণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন, তারা কিছু উট ও বকরী পেলেন। রাফি' (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) দলের পিছনে ছিলেন। তারা তাড়াহুড়া করে গনীমতের মাল বণ্টনের পূর্বে সেগুলোকে যবহ করে পাত্রে চড়িয়ে দিলেন। তারপর নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশে পাত্র উলটিয়ে ফেলা হল। তারপর তিনি (গনীমতের মাল) বণ্টন শুরু করলেন। তিনি একটি উটের সমান দশটি বকরী নির্ধারণ করেন। হঠাৎ একটি উট পালিয়ে গেল। সাহাবীগণ উটকে ধরার জন্য ছুটলেন, কিন্তু উটটি তাঁদেরকে ক্লান্ত করে ছাড়ল। সে সময় তাঁদের নিকট অল্প সংখ্যক ঘোড়া ছিল। অবশেষে তাঁদের মধ্যে একজন সেটির প্রতি তীর ছুঁড়লেন। তখন আল্লাহ উটটিকে থামিয়ে দিলেন। তারপর নাবী (ﷺ) বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নপর বন্য জন্তুদের মতো এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক পলায়নপর হয়ে থাকে। কাজেই যদি এসব জন্তুর কোনটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠে তবে তার সাথে এরূপ করবে। (রাবী বলেন), তখন আমার দাদা [রাফি' (রাঃ)] বললেন, আমরা আশঙ্কা করছি যে, কাল শত্রুর সাথে মুকাবিলা হবে। আর আমাদের নিকট কোন ছুরি নেই। তাই আমরা ধারালো বাঁশ দিয়ে যবেহ করতে পারব কি? নাবী (ﷺ) বললেন, যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়, সেটা তোমরা আহার করতে পার। কিন্তু দাঁত বা নখ দিয়ে যেন যবেহ না করা হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি।[২]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্হ ও শিকার, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৫৫০৯; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৯৬৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৭ : অংশীদারিত্ব, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৪৮৮; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৯৬৮

٥/٣٥. بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ

৩৫/৫. ইসলামের প্রথম যুগে কুরবানীর গোশ্‌ত তিনদিনের অতিরিক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল ও সে বিধান রহিত হয়ে যাওয়া এবং তা বৈধ হয়ে যাওয়া যে চায় তার জন্য।

١٢٨٧. حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِيْنَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُوْمِ الْهَدْيِ.

১২৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে তোমরা তিন দিন পর্যন্ত খাও। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে বিরত থাকার কারণে যায়তুন খাদ্য গ্রহণ করতেন।[১]

١٢٨٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوْا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَزِيْمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

১২৮৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনায় অবস্থানের সময় আমরা কুরবানীর গোশ্‌তের মধ্যে লবণ মিশ্রিত করে রেখে দিতাম। এরপর তা নাবী (ﷺ)-এর সামনে পেশ করতাম। তিনি বলতেন ঃ তোমরা তিন দিনের পর খাবে না। তবে এটি জরুরী নয়। বরং তিনি চেয়েছেন যে, তা থেকে যেন অন্যদের খাওয়ানো হয়। আল্লাহ অধিক অবগত।[২]

١٢٨٩. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَا.

১২৮৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের কুরবানীর গোশ্‌ত মিনা'র তিন দিনের বেশি খেতাম না। এরপর নাবী (ﷺ) আমাদের অনুমতি দিলেন এবং বললেন ঃ খাও এবং সঞ্চয় করে রাখ। তাই আমরা খেলাম এবং সঞ্চয়ও করলাম।[৩]

١٢٩٠. حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِيْ بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِيْ قَالَ كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهَا.

১২৯০. সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করেছে, সে যেন তৃতীয় দিবসে এমতাবস্থায় সকাল অতিবাহিত না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশ্‌ত কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। এরপর যখন পরবর্তী বছর আসল, তখন

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৩ : কুরবানী, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৫৫৭৪; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ৫ ১৯৭০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৩ : কুরবানী, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৫৫৭০; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৯৭১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ১২৪, হাঃ ১৭১৯; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৯৭২

সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি সে রূপ করব, যে রূপ গত বছর করেছিলাম? তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ, কেননা গত বছর তো মানুষের মধ্যে ছিল অভাব অনটন। তাই আমি চেয়েছিলাম যে, তোমরা তাতে সাহায্য কর।[১]

٦/٣٥. بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ

৩৫/৬. ফারা'আ ও 'আতিরার বর্ণনা।

١٢٩١. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ.

১২৯১. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, (ইসলামে) ফারা' বা 'আতীরাহ্ নেই। ফারা' হল উটের সে প্রথম বাচ্চা, যা তারা তাদের দেব-দেবীর নামে যবহ করত।[২]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৩ : কুরবানী, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৫৫৬৯; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৯৭৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭১ : আক্বীক্বাহ, অধ্যায় ৩, হাঃ ৫৪৭৩; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৯৭৬

٣٦-كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

পর্ব (৩৬) ঃ পানীয়

١/٣٦. بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُوْنُ مِنْ عَصِيْرِ الْعِنَبِ وَمِنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيْبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ

৩৬/১. মদ হারাম হওয়ার বর্ণনা এবং তা আঙ্গুরের রস, পাকা খেজুর, শুকনা খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি দ্বারা তৈরি হোক যা মাতাল করে।

١٢٩٢. **حديث** عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيْعَهُ الصَّوَّاغِيْنَ وَأَسْتَعِيْنَ بِهِ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ رَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَايَ قَدْ اجْتُبَّ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَالُوْا فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فِيْ شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ وَجْهِي الَّذِيْ لَقِيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِيْ وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوْا لَهُمْ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيْدٌ لِأَبِيْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

১২৯২. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদর যুদ্ধের গনীমতের মালের মধ্য হতে যে অংশ আমি পেয়েছিলাম, তাতে একটি জওয়ান উটনীও ছিল। আর নাবী (ﷺ) খুমুসের মধ্য হতে আমাকে একটি জওয়ান উটনী দান করেন। আর আমি যখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে বাসর যাপন করব, তখন আমি বানূ কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকারের সঙ্গে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে এবং আমরা উভয়ে মিলে ইযখির ঘাস সংগ্রহ করে আনব। আমার ইচ্ছে ছিল তা স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওয়ালীমা সম্পন্ন করব। ইতোমধ্যে আমি যখন আমার জওয়ান উটনী দু'টির জন্য আসবাবপত্র যেমন পালান,

থলে ও রশি ইত্যাদি একত্রিত করছিলাম, আর আমার উটনী দু'টি এক আনসারীর ঘরের পার্শ্বে বসা ছিল। আমি আসবাবপত্র যোগাড় করে এসে দেখি উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং কোমরের দিকে পেট কেটে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। উটনী দু'টির এ হাল দেখে আমি অশ্রু চেপে রাখতে পারলাম না। আমি বললাম, কে এমনটি করেছে? লোকেরা বলল, 'হামযা ইব্‌নু 'আবদুল মুত্তালিব এমনটি করেছে। সে এ ঘরে আছে এবং শরাব পানকারী কতিপয় আনসারীর সঙ্গে আছে।' আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়দ ইব্‌নু হারিসা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমার চেহারা দেখে আমার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজকের মত দুঃখজনক অবস্থা দেখেনি। হামযাহ আমার উট দু'টির উপর অত্যাচার করেছে। সে দু'টির কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পাঁজর চিরে ফেলেছে। আর সে এখন অমুক ঘরে শরাব পানকারী দলের সঙ্গে আছে।' তখন নাবী (ﷺ) তাঁর চাদরখানি আনতে আদেশ করলেন এবং চাদরখানি জড়িয়ে পায়ে হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়দ ইব্‌নু হারিসা (রাঃ) তাঁর অনুসরণ করলাম। হামযাহ যে ঘরে ছিল সেখানে পৌঁছে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারা অনুমতি দিল। তখন তারা শরাব পানে বিভোর ছিল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হামযাহকে তার কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। হামযাহ তখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। তার চক্ষু দু'টি ছিল রক্তলাল। হামযাহ তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি তাকাল। অতঃপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এবং তাঁর হাঁটু পানে তাকাল। আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর নাভির দিকে তাকাল। আবার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকাল। অতঃপর হামযাহ বলল, তোমরাই তো আমার পিতার গোলাম। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বুঝতে পারলেন, সে এখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত আছে। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) পেছনে হেঁটে সরে আসলেন। আর আমরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসলাম।[1]

١٢٩٣. **حديث** أَنَسٍ رضي الله عنه كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِيْ مَنْزِلِ أَبِيْ طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخَ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِيْ أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا﴾ الْاٰيَةَ.

১২৯৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ তালহার বাড়িতে লোকজনকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। সে সময় লোকেরা ফাযীখ শরাব ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, যেন সে এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে, সাবধান! শরাব এখন হতে হারাম করে দেয়া হয়েছে। আবূ তালহা (রাঃ) আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সমস্ত শরাব ঢেলে দাও। আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত শরাব রাস্তায় ঢেলে দিলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, সে দিন মাদীনার অলিগলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলল, একদল লোক নিহত হয়েছে, অথচ তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ হবে না"– (আল-মা-য়িদাহ ৯৩)।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১, হাঃ ৩০৯১; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯৭৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ২১, হাঃ ২৪৬৪; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১, হাঃ ১৯৮০

٥/٣٦. بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ مَخْلُوْطَيْنِ

৩৬/৫. পাকা খেজুর ও কিশমিশ একত্র করে নাবিজ বানানো মাকরূহ।

١٢٩٤. حديث جَابِرٍ ﷺ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.

১২৯৪. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) কিসমিস, শুকনো খেজুর, কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রণ করতে নিষেধ করেছেন।[১]

١٢٩٥. حديث أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ر أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

১২৯৫. আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) খুরমা ও আধাপাকা খেজুর এবং খুরমা ও কিসমিস একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন। আর এগুলো প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ভিজিয়ে 'নাবীয' তৈরী করা যাবে।[২]

٦/٣٦. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوْخٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

৩৬/৬. আলকাতরা মাখানো পাত্রে, কদুর বোলে, সবুজ কলস ও কাঠের বোলে নাবিজ বানানো নিষিদ্ধ এবং এ বিধান রহিত হয়ে যাওয়া ও বর্তমানে এটা হালাল যতক্ষণ না তা মাতাল করে।

١٢٩٦. حديث أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْتَبِذُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ.

১২৯৬. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কদু (লাউ)'র খোসলে এবং আলকাতরা মাখানো পাত্রে নাবিজ তৈরী করো না।[৩]

١٢٩٧. حديث عَلِيٍّ ﷺ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

১২৯৭. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) দুব্বা (কদু বা লাউয়ের খোলস) ও মুযাফ্‌ফাত (আলকাতরার প্রলেপ দেয়া পাত্র) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৪]

١٢٩٨. حديث عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَخْبِرِيْنِيْ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتْ نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَا ذَكَرَتْ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ أَؤُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ১১, হাঃ ৫৬০১; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৯৮৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ১১, হাঃ ৫৬০২; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৫, হাঃ ১৯৮৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৪, হাঃ ৫৫৮৭; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৯৯২, ১৯৯৩

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৮, হাঃ ৫৫৯৪; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৯৯৪

১২৯৮. ইবরাহীম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি কি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কোন্ কোন্ পাত্রের মধ্যে 'নাবীয' তৈরী করা মাকরূহ। তিনি উত্তর করলেন ঃ হাঁ। আমি বলেছিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! কোন্ কোন্ পাত্রের মধ্যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের অর্থাৎ আহলে বায়তকে দুব্বা (কদু বা লাউয়ের খোলস) ও মুযাফ্ফাত (আলকাতরার প্রলেপ দেয়া পাত্র) নামক পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। (ইবরাহীম বলেন) আমি বললাম ঃ 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কি জার (মাটির কলসী) ও হানতাম (মাটির সবুজ পাত্র) নামক পাত্রের কথা উল্লেখ করেননি? তিনি বললেন ঃ আমি যা শুনেছি কেবল তাই তোমাকে বর্ণনা করেছি। আমি যা শুনি নি তাও কি আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করব?[১]

١٢٩٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ..........وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ.

১২৯৯. ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো,............ আর আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি শুষ্ক কদুর খোলস, সবুজ রং প্রলেপযুক্ত পাত্র, খেজুর কাণ্ড নির্মিত পাত্র, তৈলজ পদার্থ প্রলেপযুক্ত মাটির পাত্র ব্যবহার করতে।[২]

١٣٠٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ر عَنِ الْأَسْقِيَةِ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.

১৩০০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ধরনের পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলেন, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলা হল, সব মানুষের নিকট তো মশ্ক মওজুদ নেই। ফলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কলসীর জন্য অনুমতি দেন, তবে আলকাতরার প্রলেপ দেয়া পাত্রের জন্য অনুমতি দেননি।[৩]

٧/٣٦. بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

৩৬/৭. যা মাতলামি আনে তাই মাদকদ্রব্য আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

١٣٠١. حديث عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

১৩০১. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে সকল পানীয় নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৮, হাঃ ৫৫৯৫; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৯৯৫
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১, হাঃ ১৩৯৮; মুসলিম পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৬, হাঃ ১৭
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৮, হাঃ ৫৫৯৩; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৬, হাঃ ২০০০
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৭১, হাঃ ৫৫৮৫, ৫৫৮৬, ২৪২; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৭, হাঃ ২০০১

١٣٠٢. حديث أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ وَمَا هِيَ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

১৩০২. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁকে (আবূ মূসাকে গভর্নর নিযুক্ত করে) ইয়ামানে পাঠিয়েছেন। তখন তিনি ইয়ামানে তৈরি করা হয় এমন কতিপয় শরাব সম্পর্কে নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (ﷺ) বললেন, ঐগুলো কী কী? আবূ মূসা (রাঃ) বললেন, তা হল বিত্‌উ' ও মিয্‌র শরাব। বর্ণনাকারী সা'ঈদ (রহ.) বলেন, আমি আবূ বুরদাকে জিজ্ঞেস করলাম বিত্‌উ' কী? তিনি বললেন, বিত্‌উ' হল মধু থেকে গ্যাজানো রস আর মিয্‌র হল যবের গ্যাঁজানো রস। (সা'ঈদ বলেন) তখন নাবী (ﷺ) বললেন, সকল নেশা উৎপাদক বস্তুই হারাম।[1]

٨/٣٦. بَابُ عُقُوْبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

৩৬/৮. যে মদপান করল তা থেকে বিরত হল না বা তাওবাহ্ করল না তার শাস্তি তাকে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত করা হবে।

١٣٠٣. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ.

১৩০৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে এরপর সে তা থেকে তাওবাহ করেনি, সে ব্যক্তি আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।[2]

٩/٣٦. بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيْذِ الَّذِيْ لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

৩৬/৯. নাবিজ ততক্ষণ (খাওয়া) বৈধ যতক্ষণ না তা কঠিনভাবে বিকৃত হয় এবং মাদকদ্রব্যে পরিণত হয়।

١٣٠٤. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوْسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

১৩০৪. সাহ্ল ইব্নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ উসায়দ আস্ সা'ঈদী (রাঃ) শাদী উপলক্ষে নাবী (ﷺ)-কে তার ওয়ালীমায় দাওয়াত করলেন। তাঁর নববধূ সেদিন খাদ্য পরিবেশন করছিলেন। সাহ্ল বলেন, তোমরা কি জান, সে দিন নাবী (ﷺ)-কে কী পানীয় সরবরাহ করা হয়েছিল? সারারাত ধরে কিছু খেজুর পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখে তা থেকে তৈরি পানীয়। নাবী (ﷺ) যখন খাওয়া শেষ করলেন, তখন তাঁকে ঐ পানীয়ই পান করতে দেয়া হয়।[3]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬০, হাঃ ৪৩৪৩; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৭৩৩
[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৫৭৫; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৮, হাঃ ২০০৩
[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭২, হাঃ ৫১৭৬; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৯, হাঃ ২০০৬

١٣٠٥. حديث سَهْلٍ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ أَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِيْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ.

১৩০৫. সাহ্ল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ উসায়দ আস্‌সা'ঈদী (রাঃ) তাঁর ওয়ালীমায় নাবী (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবিগণকে দাওয়াত দিলেন, তখন তাঁর নববধূ উম্মু উসায়দ ব্যতীত আর কেউ উক্ত খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন করেননি। তিনি একটি পাথরের পাত্রে সারা রাত পানির মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে রাখেন। যখন (ﷺ) খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন, তখন সেই তোহ্‌ফা (ﷺ)-কে পান করান।[১]

١٣٠٦. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِيْ أُجُمِ بَنِيْ سَاعِدَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّيْ فَقَالُوْا لَهَا أَتَدْرِيْنَ مَنْ هَذَا قَالَتْ لَا قَالُوْا هَذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِنَا يَا سَهْلُ فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ (قَالَ الرَّاوِيْ) فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ.

১৩০৬. সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর কাছে আরবের জনৈকা মহিলার কথা আলোচনা করা হলে, তিনি আবূ উসাইদ সা'ঈদী (রাঃ)-কে আদেশ দিলেন, সেই মহিলার নিকট কাউকে পাঠাতে। তখন তিনি তার নিকট একজনকে পাঠালে সে আসলো এবং সায়িদা গোত্রের দূর্গে অবতরণ করল। এরপর নাবী (ﷺ) বেরিয়ে এসে তার কাছে গেলেন। নাবী (ﷺ) দূর্গে তার কাছে প্রবেশ করে দেখলেন, একজন মহিলা মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে। নাবী (ﷺ) যখন তার সঙ্গে কথোপকথন করলেন, তখন সে বলে উঠল, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে পানাহ দিলাম। তখন লোকজন তাকে বলল, তুমি কি জান ইনি কে? সে উত্তর করল ঃ না। তারা বলল ঃর ইনি তো আল্লাহ্‌র রাসূল। তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছিলেন। সে বলল, এ মর্যাদা থেকে আমি চির বঞ্চিতা। এরপর সেই দিনই নাবী (ﷺ) অগ্রসর হলেন এবং তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অবশেষে বানী সায়িদার চত্বরে এসে বসে পড়লেন। এরপর বললেন ঃ হে সা'দ! আমাদের পানি পান করাও। সাহ্ল (রাঃ) বলেন, তখন আমি তাঁদের জন্য এই পেয়ালাটিই বের করে আনি এবং তা দিয়ে তাঁদের পান করাই। বর্ণনাকারী বলেন, সাহ্ল (রাঃ) তখন আমাদের কাছে সেই পেয়ালা বের করে আনলে আমরা তাতে করে পানি পান করি। তিনি বলেছেন ঃ পরবর্তীকাল 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) তাঁর নিকট হতে সেটি দান হিসাবে পেতে চাইলে, তিনি তাঁকে তা হেবা করে দেন।[২]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭৮, হাঃ ৫১৮২; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৯, হাঃ ২০০৬
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৫৬৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৯, হাঃ ২০০৭

Contents

٣٦/١٠. بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

৩৬/১০. দুগ্ধপান বৈধ।

١٣٠٧. حديث أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ﷺ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ اللهَ لِي وَلَا أَضُرُّكَ فَدَعَا لَهُ قَالَ فَعَطِشَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيْهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ.

১৩০৭. বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী (ﷺ) মাদীনাহ্র দিকে যাচ্ছিলেন তখন সুরাকা ইব্নু মালিক ইব্নু জু'শাম তাঁর পেছনে ধাওয়া করল। নাবী (ﷺ) তার জন্য বদ্দু'আ করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে মাটিতে দেবে গেল। তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দু'আ করুন। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। নাবী (ﷺ) তার জন্য দু'আ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তৃষ্ণার্ত হলেন। তখন তিনি এক রাখালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, তখন আমি একটি বাটি নিয়ে এতে কিছু দুধ দোহন করে নাবী (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে এলাম, তিনি এমনভাবে তা পান করলেন যে, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।[1]

١٣٠٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِيْلُ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

১৩০৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বাইতুল মুকাদ্দাসে ভ্রমণ করানো হয়, সে রাতে তাঁর সামনে দু'টি পেয়ালা রাখা হয়েছিল। তার একটিতে ছিল শরাব এবং আরেকটিতে ছিল দুধ। তিনি উভয়টির দিকে তাকালেন এবং দুধ বেছে নিলেন। তখন জিবরীল (আঃ) বললেন, সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্র, যিনি আপনাকে স্বাভাবিক পথ দেখিয়েছেন। যদি আপনি শরাব বেছে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মাত অবাধ্য হয়ে যেত।[2]

٣٦/١١. بَابٌ فِيْ شُرْبِ النَّبِيْذِ وَتَخْمِيْرِ الْإِنَاءِ

৩৬/১১. নাবিজ পান করা ও পাত্র ঢেকে রাখা।

١٣٠٩. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ جَاءَ أَبُوْ حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّقِيْعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا.

১৩০৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুমাইদ (রাঃ) এক পাত্রে দুধ নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেন ঃ এটিকে ঢেকে রাখলে না কেন? এর উপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও ঢেকে রাখা উচিত ছিল।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৩৯০৮; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১০, হাঃ নং ২১৪৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৪৭০৯; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৬৮

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ১২, হাঃ ৫৬০৫; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১১, হাঃ ২০১০

١٢/٣٦. بَابُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ وَإِيْكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِيْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৩৬/১২. পাত্র ঢেকে রাখা, মশ্‌ক বেঁধে রাখা, দরজা বন্ধ করা, এগুলো করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা এবং ঘুমানোর সময় বাতি ও আগুন নিভিয়ে রাখা এবং মাগরিবের পর শিশু ও গরু বাছুর বাড়ীর বাইরে যেতে না দেয়ার নির্দেশ।

١٣١٠. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا.

১৩১০. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, 'যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে অথবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকে রাখবে। কেননা এসময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না।[১]

١٣١١. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ.

১৩১১. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন তোমরা ঘুমাবে তখন তোমাদের ঘরগুলোতে আগুন রেখে ঘুমাবে না।[২]

١٣١٢. حديث أَبِيْ مُوْسَى ﷺ قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ.

১৩১২. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার রাতের বেলায় মাদীনাহ্'র এক ঘরে আগুন লেগে ঘরের লোকজনসহ পুড়ে গেল। এদের অবস্থা নাবী (ﷺ)-এর নিকট জানানো হলে, তিনি বললেন ঃ এ আগুন নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য চরম শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে, তখন তোমাদেরই হিফাযতের জন্য তা নিভিয়ে ফেলবে।[৩]

١٣/٣٦. بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا

৩৬/১৩. খাওয়া ও পান করার আদাব এবং তার বিধান।

١٣١٣. حديث أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِيْ بَعْدُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩৩০৪; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১২, হাঃ ২০১২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৬২৯৩; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১২, হাঃ ২০১৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৬২৯৪; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১২, হাঃ ২০১৬

১৩১৩. 'উমার ইবনু আবূ সালামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ছোট ছেলে হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছুটাছুটি করত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন ঃ হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছের থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করতাম।[১]

١٣١٤. حديث أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا.

১৩১৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মশ্‌কের মুখ খুলে, তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[২]

٣٦/١٥. بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا

৩৬/১৫. জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা।

١٣١٥. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

১৩১৫. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট যমযমের পানি পেশ করলাম। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন।[৩]

٣٦/١٦. بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِيْ نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ

৩৬/১৬. পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়া ঘৃণিত এবং পাত্রের বাইরে তিনবার নিঃশ্বাস ছাড়া মুস্তাহাব।

١٣١٦. حديث أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ.

১৩১৬. আবূ কাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে।[৪]

١٣١٧. حديث أَنَسٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا.

১৩১৭. সুমামাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস (رضي الله عنه)-এর নিয়ম ছিল, তিনি দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পাত্রের পানি পান করতেন। তিনি ধারণা করতেন যে, নাবী (ﷺ) তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।[৫]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ২, হাঃ ৫৩৭৬; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২০২২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৫৬২৫; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২০২৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৭৬, হাঃ ১৬৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২০২৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৩; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৬৭

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৫৬৩১; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২০২৮

١٧/٣٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِيْنِ الْمُبْتَدِئِ

৩৬/১৭. প্রথমে পানকারীর পর দুধ, পানি বা এ জাতীয় বস্তুর পাত্র ডান দিক থেকে ঘুরান মুস্তাহাব।

١٣١٨. حديث أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ دَارِنَا هَذِهِ فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُوْ بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنُوْنَ الْأَيْمَنُوْنَ أَلَا فَيَمِّنُوْا قَالَ أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

১৩১৮. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের এই ঘরে আগমন করলেন এবং কিছু পান করতে চাইলেন। আমরা আমাদের একটা বকরীর দুধ দোহন করে তাতে আমাদের এই কুয়ার পানি মিশালাম। অতঃপর তা সম্মুখে পেশ করলাম। এ সময় আবূ বাক্র (রাঃ) ছিলেন তাঁর বামে, 'উমার (রাঃ) ছিলেন তাঁর সম্মুখে, আর এক বেদুঈন ছিলেন তাঁর ডানে। তিনি যখন পান শেষ করলেন, তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, ইনি আবূ বাক্র; কিন্তু রাসূল (ﷺ) বেদুঈনকে তার অবশিষ্ট পানি দান করলেন। অতঃপর বললেন, ডান দিকের ব্যক্তিদেরকেই (অগ্রাধিকার), ডান দিকের ব্যক্তিদের (অগ্রাধিকার) শোন! ডান দিক থেকেই শুরু করবে। আনাস (রাঃ) বলেন, এটাই সুন্নাত, এটাই সুন্নাত, এটাই সুন্নাত।[1]

١٣١٩. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ قَالَ مَا كُنْتُ لِأُوْثِرَ بِفَضْلِيْ مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

১৩১৯. সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট একটি পিয়ালা আনা হল। তিনি তা হতে পান করলেন। তখন তাঁর ডান দিকে ছিল একজন বয়ঃকনিষ্ঠ বালক আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট (পানিটুকু) বয়স্কদেরকে দেয়ার অনুমতি দিবে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট থেকে ফাযীলাত পাওয়ার ব্যাপারে আমি আমার চেয়ে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিব না। অতঃপর তিনি তা তাকে প্রদান করলেন।[2]

١٨/٣٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيْبُهَا مِنْ أَذًى وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

৩৬/১৮. আঙ্গুল ও প্লেট চেটে খাওয়া ও কোন লোকমা পড়ে গেলেও তাতে ময়লা লাগলে পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়া মুস্তাহাব এবং হাত চেটে খাওয়ার পূর্বে মুছে ফেলা মাকরূহ।

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৫৭১; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২০২৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ১, হাঃ ২৩৫১; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২০৩০

١٣٢٠. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

১৩২০. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন আহার করে সে যেন তার হাত না মোছে, যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় কিংবা অন্যকে দিয়ে চাটিয়ে নেয়।[১]

١٩/٣٦. بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

৩৬/১৯. খাবারের মালিক দা'ওয়াত দেয়নি এমন কেউ মেহমানের সঙ্গী হলে মেহমান কী করবে? এবং মেজবানের জন্য উত্তম হল সঙ্গী ব্যক্তিকে খাবারের অনুমতি দেয়া।

١٣٢١. حديث أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوْعَ فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هٰذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لَا بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

১৩২১. আবূ মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ শু'আইব নামক এক আনসারী এসে তার কসাই গোলামকে বললেন, পাঁচ জনের উপযোগী খাবার তৈরী কর। আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-সহ পাঁচজনকে দাওয়াত করতে যাই। তাঁর চেহারায় আমি ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। তারপর সে লোক এসে দাওয়াত দিলেন। তাদের সঙ্গে আরেকজন অতিরিক্ত এলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, এ আমাদের সঙ্গে এসেছে, তুমি ইচ্ছে করলে একে অনুমতি দিতে পার আর তুমি যদি চাও সে ফিরে যাক, তবে সে ফিরে যাবে। সাহাবী বললেন, না, বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম।[২]

٢٠/٣٦. بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذٰلِكَ وَبِتَحَقُّقِهِ تَحَقُّقًا تَامًّا وَاسْتِحْبَابِ الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

৩৬/২০. মেহমানের জন্য তার সাথে অন্য এমন লোককে নিয়ে যাওয়া বৈধ যার ব্যাপারে সে নিশ্চিত যে বাড়িওয়ালা এতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং যথাযথ মূল্যায়ন করবে।

١٣٢٢. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا شَدِيْدًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيْدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ الشَّعِيْرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِيْ وَقَطَّعْتُهَا فِيْ بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِيْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৫২, হাঃ ৫৪৫৬; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২০৩১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ২১, হাঃ ২০৮১; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২০৩৬

لَنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّ هَلًا بِهَلّكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِيْنَكُمْ حَتَّى أَجِيْءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيْنًا فَبَصَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِيْ وَاقْدَحِيْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوْهَا وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوْا حَتَّى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

১৩২২. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নাবী (ﷺ)-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দারুন ক্ষুধার্ত দেখেছি। তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা' পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমার বাড়ীতে একটা বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ করলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সেও তার কাজ শেষ করল এবং গোশত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা' যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। তখন নাবী (ﷺ) উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে বললেন, হে পরিখা খননকারীরা! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে না। আমি (বাড়ীতে) আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবা-ই-কিরামসহ তাশরীফ আনলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি ডেকচির কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তারপর বললেন, রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক। সে আমার কাছে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশত বেড়ে দিক। তবে (উনুন হতে) ডেকচি নামাবে না। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বাকী খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি আগের মতই টগবগ করছিল আর আমাদের আটার খামির থেকেও আগের মতই রুটি তৈরি হচ্ছিল।[১]

١٣٢٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ضَعِيْفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتْ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৪১০২; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ২০, হাঃ ২০৩৯

الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِيْ وَلَاثَتْنِيْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلُمِّيْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ أَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلًا.

১৩২৩. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তাল্‌হা (রাঃ) উম্মু সুলায়ম্‌কে বললেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর কণ্ঠস্বর দুর্বল শুনেছি। আমি তাঁর মধ্যে ক্ষুধা বুঝতে পেরেছি। তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ আছে। এই বলে তিনি কয়েকটা যবের রুটি বের করলেন। অতঃপর তাঁর একখানা ওড়না বের করে এর কিয়দংশ দিয়ে রুটিগুলো মুড়ে আমার হাতে গোপন করে রেখে দিলেন ও ওড়নার অপর অংশ আমার শরীরে জড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে নাবী (ﷺ) এর নিকট পাঠালেন। রাবী আনাস বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম। ঐ সময় তিনি কতক লোকসহ মাসজিদে ছিলেন। আমি গিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালাম। নাবী (ﷺ) আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে আবূ ত্বলহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি, হাঁ। নাবী (ﷺ) বললেন, খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি-হাঁ। তখন নাবী (ﷺ) সঙ্গীদেরকে বললেন, চল, আবূ ত্বলহা আমাকে দাও'আত করেছে। আমি তাঁদের আগেই চলে গিয়ে আবূ ত্বলহা (রাঃ)-কে নাবী (ﷺ)-এর আগমনের কথা শুনলাম। এতদশ্রবণে আবূ ত্বলহা (রাঃ) বলেন, হে উম্মু সুলাইম! নাবী (ﷺ) তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে আসছেন। তাঁদেরকে খাওয়ানোর মত কিছু আমাদের নিকট নেই। উম্মু সুলায়ম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আবূ ত্বলহা (রাঃ) তাঁদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য বাড়ি হতে কিছুদূর এগুলেন এবং নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে দেখা করলেন এবং নাবী (ﷺ) আবূ ত্বলহা (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে আসলেন, আর বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি যবের ঐ রুটিগুলি হাযির করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রুটিগুলো টুক্‌রা টুক্‌রা করা হল। উম্মু সুলায়ম ঘিয়ের পাত্র ঝেড়ে কিছু ঘি বের করে তরকারী হিসেবে উপস্থিত করলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) পাঠ করে তাতে ফুঁ দিলেন অতঃপর দশজনকে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা দশজন আসলেন এবং রুটি খেয়ে তৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন। অতঃপর আরো দশজনকে আসতে বলা হল। তারা আসলেন এবং তৃপ্তি সহকারে রুটি খেয়ে চলে গেলেন। আবার আরো দশজনকে আসতে বলা হল। তাঁরাও আসলেন এবং পেটপুরে খেয়ে নিলেন। ঐভাবে উপস্থিত সকলেই রুটি খেয়ে তৃপ্ত হলেন। সর্বমোট সত্তর বা আশিজন লোক ছিলেন।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৫৭৮; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ২০, হাঃ ২০৪০

٢١/٣٦. بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِيْنِ وَإِيْثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوْا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

৩৬/২১. ঝোল খাওয়া জায়িয, কুমড়া খাওয়া মুস্তাহাব এবং দস্তরখানায় লোকেদের কতককে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়া যদি মেজবান এটা অপছন্দ না করে।

١٣٢٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللهِ رِ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

১৩২৪. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দরজী খাবার তৈরী করে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে দাওয়াত করলেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সামনে রুটি এবং ঝোল যাতে লাউ ও গোশতের টুকরা ছিল, পেশ করলেন। আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখতে পেলাম যে, পেয়ালার কিনারা হতে তিনি লাউয়ের টুকরা খোঁজ করে নিচ্ছেন। সেদিন হতে আমি সব সময় লাউ ভালবাসতে থাকি।[১]

٢٣/٣٦. بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

৩৬/২৩. তাজা খেজুরের সাথে শসা খাওয়া।

١٣٢٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

১৩২৫. ‘আবদুল্লাহ ইবনু জা‘ফর ইবনু আবূ ত্বলিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী (ﷺ)-কে তাজা খেজুর কাঁকুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেখেছি।[২]

٢٥/٣٦. بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

৩৬/২৫. একসাথে খাওয়ার সময় সাথীদের বিনা অনুমতিতে এক সাথে দু’টো খেজুর বা দু’ টুকরা খাওয়া নিষিদ্ধ।

١٣٢٦. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

১৩২৬. জাবালাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাদীনায় কিছু সংখ্যক ইরাকী লোকের সাথে ছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হই, তখন ইবনু যুবাইর (রাঃ) আমাদেরকে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৩০, হাঃ ২০৯২; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ২১, হাঃ ২০৪১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৫৪৪০; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ২৩, হাঃ ২০৪৩

খেজুর খেতে দিতেন। ইবনু উমার (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে যেতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত এক সাথে দু'টো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।[1]

٢٧/٣٦. بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ

৩৬/২৭. মাদীনাহ্‌র খেজুরের মর্যাদা।

١٣٢٧. **حديث** سَعْدٍ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ر يَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ.

১৩২৭. সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলা সাতটি আজ্‌ওয়া (মাদীনায় উৎপন্ন উন্নত মানের খুরমার নাম) খেজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ বা যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না।[2]

٢٨/٣٦. بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

৩৬/২৮. কাম'আ (এক প্রকার ছত্রাক যা খাওয়া যায়)-এর ফাযীলাত এবং চক্ষু রোগের ঔষধ হিসেবে তার ব্যবহার।

١٣٢٨. **حديث** سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ.

১৩২৮. সা'ঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ –আল কামাআত (ব্যাঙের ছাতা) মান্না জাতীয়। আর তার পানি চোখের রোগের প্রতিষেধক।[3]

٢٩/٣٦. بَابُ فَضِيْلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

৩৬/২৯. কালো কাবাস (আরক গাছের ফল)-এর ফাযীলাত

١٣٢٩. **حديث** جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَجْنِي الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوْا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا.

১৩২৯. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে 'কাবাস' (পিলু) গাছের পাকা ফল বেছে বেছে নিচ্ছিলাম। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, এর মধ্যে কালোগুলো নেয়াই তোমাদের উচিত। কেননা এগুলোই অধিক সুস্বাদু। সাহাবীগণ বললেন, আপনি কি ছাগল চরিয়েছিলেন? তিনি বললেন, প্রত্যেক নাবীই তা চরিয়েছেন।[4]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৪৫৫; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ২৫, হাঃ ২০৪৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৫২, হাঃ ৫৭৬৯; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ২৭, হাঃ ২০৪৭

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাঃ ৪৪৭৮; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২০৪৯

[4] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৩৪০৬; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২০৫০

٣٢/٣٦. بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيْثَارِهِ

৩৬/৩২. মেহমানের সম্মান ও তাকে (মেহমানকে) প্রাধান্য দেয়ার ফাযীলাত।

١٣٣٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرِمِيْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوْتُ صِبْيَانِي فَقَالَ هَيِّئِيْ طَعَامَكِ وَأَصْبِحِيْ سِرَاجَكِ وَنَوِّمِيْ صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوْا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾.

১৩৩০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক লোক নাবী (ﷺ)-এর খেদমতে এল। তিনি (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের কাছে লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, কে আছ যে এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসেবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার? তখন এক আনসারী সাহাবী [আবূ ত্বলহা (রাঃ)] বললেন, আমি। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরি ছিল তা উপস্থিত করল। বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মত শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তাঁরা উভয়েই সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের গত রাতের কাণ্ড দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন খুশী হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন। 'তারা অভাবগ্রস্ত সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রগণ্য করে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলতাপ্রাপ্ত'– (সূরাহ আল-হাশর ৫৯/৯)।[১]

١٣٣١. حديث عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِيْنَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى وَايْمُ اللهِ مَا فِي الثَّلَاثِيْنَ وَالْمِائَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩৭৯৮; মুসলিম অধ্যায় ৩২, হাঃ নং ২০৫৪

شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلُوْا أَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا فَفَضَلَتْ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ أَوْ كَمَا قَالَ.

১৩৩১. 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে আমরা একশ' ত্রিশজন লোক ছিলাম। সে সময় নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কারো সঙ্গে কি খাবার আছে? দেখা গেল, এক ব্যক্তির সঙ্গে এক সা' কিংবা তার কমবেশী পরিমাণ খাদ্য আছে। সে আটা গোলানো হল। অতঃপর দীর্ঘ দেহী এলোমেলো চুলওয়ালা এক মুশরিক এক পাল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এল। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন। বিক্রি করবে, না, উপহার দিবে? সে বলল, না, বরং বিক্রি করব। নাবী (ﷺ) তার নিকট হতে একটা বকরী কিনে নিলেন। সেটাকে যবহ করা হল। নাবী (ﷺ) বকরীর কলিজা ভুনা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহর কসম! একশ' ত্রিশজনের প্রত্যেককে নাবী (ﷺ) সেই কলিজার কিছু কিছু করে দিলেন। উপস্থিতদের হাতে দিলেন; আর অনুপস্থিত ছিল তার জন্য তুলে রাখলেন। অতঃপর দু'টি পাত্রে তিনি গোশত ভাগ করে রাখলেন। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। আর উভয় পাত্রে কিছু উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম। অথবা রাবী যা বললেন।[1]

١٣٣٢. حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِيْ وَأُمِّيْ فَلَا أَدْرِيْ قَالَ وَامْرَأَتِيْ وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِيْ بَكْرٍ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتْ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَمَا عَشَّيْتِيْهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيْءَ قَدْ عُرِضُوْا فَأَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا لَا هَنِيْئًا فَقَالَ وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا وَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَعْنِيْ حَتَّى شَبِعُوْا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِيْ لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوْا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ.

১৩৩২. 'আবদুর রহমান ইব্‌নু আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। আসহাবে সুফ্‌ফা ছিলেন খুবই দরিদ্র। (একদা) নাবী (ﷺ) বললেন ঃ যার নিকট দু'জনের আহার আছে সে যেন (তাঁদের হতে) তৃতীয় জনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনের আহারের সংস্থান আছে, সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠজনকে সঙ্গে নিয়ে যায়। আবূ বাক্‌র (রাঃ) তিনজন সাথে নিয়ে আসেন এবং আল্লাহর

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২৬১৮; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২০৫৬

রাসূল দশজন নিয়ে আসেন। ‘আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের ঘরে এবং আবূ বাকরের ঘরে আমি, আমার পিতা ও মাতা (এই তিন জন সদস্য) ছিলাম। রাবী বলেন, আমি জানি না, তিনি আমার স্ত্রী এবং খাদিম একথা বলেছিলেন কি-না? আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরেই রাতের আহার করেন, এবং ‘ইশার সলাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। ‘ইশার সলাতের পর তিনি আবার (রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে) ফিরে আসেন এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাতের আহার শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাড়ি ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমানদের নিকট আসতে কিসে আপনাকে ব্যস্ত রেখেছিল? কিংবা তিনি বলেছিলেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মেহমান হতে। আবু বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এখনও তাদের খাবার দাওনি? তিনি বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেন। তাদের সামনে হাযির করা হয়েছিল, তবে তারা খেতে সম্মত হননি। আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি সরে গিয়ে আত্মগোপন করলাম।তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বললেন, ওরে বোকা এবং ভর্ৎসনা করলেন। আর (মেহমানদের) বললেন, খেয়ে নিন। আপনারা অস্বস্তিতে ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তা কখনই খাব না। আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা লুক্মা উঠিয়ে নিতেই নীচ হতে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন, সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ পূর্বের চেয়ে অধিক খাবার রয়ে গেলো। আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খাবারের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তা পূর্বের সমপরিমাণ কিংবা তার চেয়েও বেশি। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হে বানূ ফিরাসের বোন। একি? তিনি বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো এখন পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশি! আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও তা হতে আহার করলেন এবং বললেন, আমার সে শপথ শয়তানের পক্ষ হতেই হয়েছিল। অতঃপর তিনি আরও লুক্মা মুখে দিলেন এবং অবশিষ্ট খাবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাদ্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছেই ছিল। এদিকে আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মাঝে যে সন্ধি ছিলো তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মাদীনায় আসে) আমরা তাদের বারজনের নেতৃত্বে ভাগ করে দেই। তাদের প্রত্যেকের সংগেই কিছু কিছু লোক ছিলো। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে কতজন ছিল তা আল্লাহ্ই জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য হতে আহার করেন। (রাবী বলেন) কিংবা আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেভাবে বর্ণনা করেছেন।[1]

٣٦/٣٣. بَابُ فَضِيْلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيْلِ وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ

৩৬/৩৩. খাদ্য অল্প হলেও ভাগ করে খাওয়ার ফাযীলাত এবং দু'জনের খাবার তিনজনের বা অনুরূপ কমলোকের খাবার বেশী জনের জন্য যথেষ্ট হওয়ার বর্ণনা।

١٣٣٣. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ.

১৩৩৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।[2]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৬০২; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২০৫৭

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ১১, হাঃ ৫৩৯২; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ২০৫৮

٣٤/٣٦. بَابُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

৩৬/৩৪. মু'মিন খায় এক পেটে, কাফির খায় সাত পেটে।

١٣٣٤. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ أَوْ الْمُنَافِقَ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

১৩৩৪. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ মু'মিন এক পেটে খায় আর কাফির অথবা মুনাফিক সাত পেটে খায়।[১]

١٣٣٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيْرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيْلًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

১৩৩৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক লোক খুব বেশী পরিমাণে আহার করত। লোকটি মুসলিম হলে অল্প আহার করতে লাগল। ব্যাপারটি নাবী (ﷺ)-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ মু'মিন এক পেটে খায়, আর কাফির খায় সাত পেটে।[২]

٣٥/٣٦. بَابُ لَا يَعِيْبُ الطَّعَامَ

৩৬/৩৫. খাবারের দোষ বর্ণনা না করা।

١٣٣٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

১৩৩৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) কখনো কোন খাবারকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন না হলে বাদ দিতেন।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ১২, হাঃ ৫৩৯৪; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২০৬০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ১২, হাঃ ৫৩৯৭; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২০৬০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৫৬৩; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ২০৬৪

٣٧- كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ

পর্ব (৩৭) ঃ পোষাক ও অলঙ্কার

١/٣٧. بَابُ تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

৩৭/১. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার ও তা থেকে পানি পান করা নিষিদ্ধ।

١٣٣٧. **حديث** أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

১৩৩৭. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে সে তো তার উদরে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।[১]

٢/٣٧. بَابُ تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

৩৭/২. পুরুষ ও মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার হারাম এবং স্বর্ণের আংটি ও রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য হারাম ও তা মহিলাদের জন্য বৈধ এবং রেশমী দ্বারা নকশা করা যার পরিমাণ চার আঙ্গুলের বেশী নয় তা পুরুষের জন্য বৈধ।

١٣٣٨. **حديث** الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ.

১৩৩৮. বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সাতটি জিনিসের হুকুম দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়েছেন ঃ রোগীর সেবা করতে, জানাযার পেছনে যেতে, হাঁচি দানকারীর জবাব দিতে, দাওয়াতকারীর দাওয়াত গ্রহণ করতে, অধিক অধিক সালাম দিতে, মাযলুমের সাহায্য করতে এবং কসমকারীকে কসম ঠিক রাখার সুযোগ করে দিতে। আর আমাদের তিনি নিষেধ করছেন ঃ স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, কিংবা তিনি বলেছেন, রূপার পাত্রে পানি পান করতে, মায়াসির অর্থাৎ এক জাতীয় নরম ও মসৃন রেশমী কাপড় কালসী অর্থাৎ রেশম মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করতে এবং পাতলা কিংবা মোটা এবং অলঙ্কার খচিত রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৫৬৩৪; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১, হাঃ ২০৬৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৫৬৩৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১, হাঃ ২০৬৬

١٣٣٩. حديث حُذَيْفَةَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هٰذَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْاٰخِرَةِ.

১৩৩৯. 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁরা হুযাইফাহ (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলে এক অগ্নি উপাসক তাঁকে পানি এনে দিল। সে যখনই পাত্রটি তাঁর হাতে রাখল, তিনি সেটা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি যদি একবার বা দু'বারের অধিক তাকে নিষেধ না করতাম, তাহলেও হতো। অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চান, তা হলেও আমি এরূপ করতাম না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা রেশম বা রেশম জাত কাপড় পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর বাসনে আহার করো না। কেননা পৃথিবীতে এগুলো কাফিরদের জন্য আর পরকালে তোমাদের জন্য।[1]

١٣٤٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ.

ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

১৩৪০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) মাসজিদে নববীর দরজার নিকটে এক জোড়া রেশমী পোষাক (বিক্রি হতে) দেখে নাবী (ﷺ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি এটি আপনি খরিদ করতেন আর জুমু'আহ'র দিন এবং যখন আপনার নিকট প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরিধান করতেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ এটা তো সে ব্যক্তিই পরিধান করে, আখিরাতে যার (মঙ্গলের) কোন অংশ নেই।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এ ধরনের কয়েক জোড়া পোষাক আসে, তখন তার এক জোড়া তিনি 'উমার (রাঃ)-কে প্রদান করেন। 'উমার (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে এটি পরিধান করতে দিলেন অথচ আপনি উতারিদের (রেশম) পোষাক সম্পর্কে যা বলার তা তো বলেছিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ আমি তোমাকে এটি নিজের পরিধানের জন্য প্রদান করিনি। 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) তখন এটি মাক্কায় তাঁর এক ভাইকে দিয়ে দেন, যে তখন মুশরিক ছিল।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ২৯, হাঃ ৫৪২৬; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১, হাঃ ২০৬৭
[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৭, হাঃ ৮৮৬; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১, হাঃ ২০৬৮

١٣٤١. حديث عُمَرَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيْجَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيْرِ إِلَّا هٰكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ قَالَ فِيْمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ.

১৩৪১. 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আবূ 'উসমান নাহদী (রহঃ) বলেন ঃ আমাদের কাছে 'উমার (রাঃ)-এর থেকে এক পত্র আসে, এ সময় আমরা 'উত্‌বাহ ইবনু ফারকাদের সঙ্গে আযারবাইজানে অবস্থান করছিলাম। (তাতে লেখা ছিল ঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রেশম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তবে এতটুকু এবং ইশারা করলেন, বৃদ্ধ আঙ্গুলের সাথে মিলিত দু'আঙ্গুল দ্বারা (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) আমরা বুঝলাম যে (বৈধতার পরিমাণ) জানিয়ে তিনি পাড় ইত্যাদি উদ্দেশ্য করেছেন।[১]

١٣٤٢. حديث عَلِيٍّ ﷺ قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ.

১৩৪২. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে একজোড়া রেশমী কাপড় দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম। তাঁর মুখমণ্ডলে গোস্বার ভাব দেখতে পেয়ে আমি আমার মহিলাদের মাঝে তা ভাগ করে দিয়ে দিলাম।[২]

١٣٤٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَدِيْدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْاٰخِرَةِ.

১৩৪৩. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। শু'বাহ (রহ.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ কথা কি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত? তিনি জোর দিয়ে বললেন ঃ হ্যাঁ। নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা কখনও পরিধান করতে পারবে না।[৩]

١٣٤٤. حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِيْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ.

১৩৪৪. 'উকবাহ ইব্‌নু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ)-কে একটা রেশমী জুব্বা হাদিয়া হিসেবে দেয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে সলাত আদায় করলেন। কিন্তু সলাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তা পরা অপছন্দ করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ মুত্তাকীদের জন্যে এ পোশাক সমীচীন নয়।* [৪]

٣/٣٧. بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا

৩৭/৩. চুলকানি বা চর্মরোগের কারণে পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় ব্যবহার বৈধ।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৮২৮; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় হাঃ ২০৬৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ২৭, হাঃ ২৬১৪; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১, হাঃ ২০৭১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৮৩২; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় হাঃ ৬০৭৩

* পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা এটি।

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৩৭৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২০৭৫

١٣٤٥. حديث أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

১৩৪৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) 'আবদুর রহমান ইব্‌নু 'আওফ (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ)-কে তাদের শরীরে চুলকানি থাকায় রেশমী জামা পরিধান করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।[১]

٥/٣٧. بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

৩৭/৫. হিবরা কাপড় পরিধানের মর্যাদা।

١٣٤٦. حديث أَنَسٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحِبَرَةُ.

১৩৪৬. ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোন্ জাতীয় কাপড় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল? তিনি বললেন ঃ হিবারা-ইয়ামনী চাদর।[২]

٦/٣٧. بَابُ التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ

৩৭/৬. পোষাকে বিনয়ী হওয়া শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোটা কাপড়কে যথেষ্ট মনে করা, কম মূল্যের পোষাক, কম্বল, বিছানা ব্যবহার করা, উটের লোম থেকে তৈরি কাপড় আর তাতে যা উপাদেয় পাওয়া যায় তা ব্যবহার করা বৈধ।

١٣٤٧. حديث عَائِشَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَيْنِ.

১৩৪৭. আবূ বুরদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ) একবার একখানি কম্বল ও মোটা ইযার নিয়ে আমাদের কাছে আসেন এবং তিনি বললেন ঃ এ দু'টি পরা অবস্থায় নাবী (ﷺ)-এর রূহ কব্‌য করা হয়।[৩]

٧/٣٧. بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

৩৭/৭. কার্পেট ব্যবহার করা বৈধ।

١٣٤٨. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ قُلْتُ وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯১, হাঃ ২৯১৯; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩, হাঃ ২০৭৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৫৮১২; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৫, হাঃ ২০৭৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৫৮১৮; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৬, হাঃ ২০৮০

১৩৪৮. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট আনমাত (গালিচার কার্পেট) আছে কি? আমি বললাম আমরা তা পাব কোথায়? তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমরা আনমাত লাভ করবে। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলি, আমার বিছানা হতে এটা সরিয়ে দাও। তখন সে বলল, নাবী (ﷺ) কি বলেননি যে, শীঘ্রই তোমরা আনমাত পেয়ে যাবে? তখন আমি তা রাখতে দেই।[১]

٣٧/٩. بَابُ تَحْرِيْمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوْزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

৩৭/৯. অহঙ্কার করে কাপড় ছেচড়ানো হারাম এবং কাপড় কতটুকু লটকানো জায়িয এবং এর মুস্তাহাব বিধান কী?

١٣٤٩. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

১৩৪৯. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে অহঙ্কারের সাথে তার (পরিধেয়) পোশাক টেনে চলে।[২]

١٣٥٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

১৩৫০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না, যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশে লুঙ্গি (পোশাক) ঝুলিয়ে পরে।[৩]

٣٧/١٠. بَابُ تَحْرِيْمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

৩৭/১০. পোষাকের পারিপাট্যে অতি উৎফুল্ল হয়ে গর্বভরে চলার নিষিদ্ধতা

١٣٥١. حَدِيْثُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

১৩৫১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আবুল কাসিম (ﷺ)বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি আকর্ষণীয় জোড়া কাপড় পরিধান করতঃ চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পথ অতিক্রম করছিল; হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেন। ক্বিয়ামাত অবধি সে এভাবে ধ্বসে যেতে থাকবে।[৪]

٣٧/١١. باب في طرح خاتم الذهب

৩৭/১১. স্বর্ণের আংটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়া।

١٣٥٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

১৩৫২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৫]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬৩১; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৭, হাঃ ২০৮৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৭৮৩; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৮, হাঃ ২০৮৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৫, হাঃ ৫৭৮৮; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ২০৮৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৫, হাঃ ৫৭৮৯; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১০, হাঃ ২০৮৮

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৫৮৬৪; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১১, হাঃ ২০৮৯

١٣٥٣. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِيْ بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّيْ كُنْتُ أَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ.

১৩৫৩. ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি স্বর্ণের আংটি তৈয়ার করালেন এবং তিনি তা পরিধান করতেন। পরিধানকালে তার পাথরটি হাতের ভিতরের দিকে রাখলেন। তখন লোকেরাও (এরূপ) করল। এরপর তিনি মিম্বরের উপর বসে তা খুলে ফেললেন এবং বললেন ঃ আমি এ আংটি পরিধান করেছিলাম। এবং তার পাথর হাতের ভিতরের দিকে রেখেছিলাম। অতঃপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ আংটি আর কোনদিন পরিধান করব না! তখন লোকেরাও আপন আপন আংটিগুলো খুলে ফেলল।[1]

١٢/٣٧. بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

৩৭/১২. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রৌপ্যের আংটি পরিধান করেছিলেন যাতে খোদাই করা ছিল 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ'। তার পরে তাঁর খালীফাগণ সেটা পরিধান করেছিলেন।

١٣٥٤. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِيْ بِئْرِ أَرِيْسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ.

১৩৫৪. ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রূপার একটি আংটি তৈরী করেন। সেটি তাঁর হাতে ছিল। এরপর তা আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে আসে। পরে তা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে আসে। এরপর তা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে আসে। শেষকালে তা 'আরীস নামক এক কূপের মধ্যে পড়ে যায়। তাতে অঙ্কিত ছিল مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ।[2]

١٣٥٥. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ قَالَ فَإِنِّيْ لَأَرَى بَرِيْقَهُ فِيْ خِنْصَرِهِ.

১৩৫৫. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি আংটি তৈরী করেন। তারপর তিনি বলেন ঃ আমি একটি আংটি তৈরী করেছি এবং তাতে একটি নক্সা করেছি। সুতরাং কেউ যেন নিজের আংটিতে নক্সা না করে। তিনি (আনাস) বলেন ঃ আমি যেন তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটিটির দ্যুতি (এখনও) দেখতে পাচ্ছি।[3]

١٣/٣٧. بَابُ فِيْ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

৩৭/১৩. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আংটি পরিধান করা, যখন তিনি অনারবদের নিকট পত্র লেখার ইচ্ছে করলেন।

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ৬, হাঃ ৬৬৫১; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১১, হাঃ ২০৯১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৫০, হাঃ ৫৮৭৩; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১২, হাঃস২০৯১

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৫৮৭৪; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১২, হাঃ ২০৯২

١٣٥٦. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُوْنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِيْ يَدِهِ.

১৩৫৬. আনাস ইব্‌ন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একখানা পত্র লিখলেন অথবা একখানা পত্র লিখতে ইচ্ছে পোষণ করলেন। তখন তাঁকে বলা হল, তারা (রোমবাসী ও অনারবরা) সীলমোহর ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করেনা। অতঃপর তিনি রূপার একটি আংটি (মোহর) তৈরি করিয়ে নিলেন যাতে খোদিত ছিল (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)। আমি যেন তাঁর হাতে সে আংটির শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি।[১]

١٤/٣٧. بَابُ فِيْ طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

৩৭/১৪. আংটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়া।

١٣٥٧. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ رَأَى فِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيْمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوْهَا فَطَرَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ.

১৩৫৭. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে রূপার একটি আংটি দেখেছেন। তারপর লোকেরাও রূপার আংটি তৈরি করে এবং ব্যবহার করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে তাঁর আংটি পরিহার করেন। লোকেরাও তাদের আংটি পরিহার করে।[২]

١٩/٣٧. بَال إذَا انتعل فايبدأ بليمين، وإذا خلع فليبدا باشمال

৩৭/১৯. যখন জুতা পরবে তখন ডান পা এবং যখন জুতা খুলবে তখন বাম পা দ্বারা আরম্ভ করবে।

١٣٥٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

১৩৫৮. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করে তখন সে ডান দিক থেকে আরম্ভ করে, আর যখন খোলে তখন সে যেন বাম দিকে আরম্ভ করে, যাতে পরার বেলায় উভয় পায়ের মধ্যে ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।[৩]

١٣٥٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْشِيْ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৭, হাঃ ৬৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১২, হাঃ ২০৯২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৫৮৬৮; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২০৯৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৫৮৫৬; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২০৯৭

১৩৫৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে যেন না হাঁটে। হয় উভয় পা সম্পূর্ণ খোলা রাখবে অথবা উভয় পায়ে পরিধান করবে।[১]

٢٢/٣٧. بَابُ فِيْ إِبَاحَةِ الإِسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

৩৭/২২. চিত হয়ে এক পা আরেক পা-র উপর রেখে শোয়া বৈধ।

١٣٦٠. حديث عَبْدُ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

১৩৬০. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাসজিদে চিত হয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।[২]

٢٣/٣٧. بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنْ التَّزَعْفُرِ

৩৭/২৩. পুরুষের জন্য যাফরান রং ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

١٣٦١. حديث أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

১৩৬১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদের জাফরানী রং-এর কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

٢٥/٣٧. بَابُ فِيْ مُخَالَفَةِ الْيَهُوْدِ فِي الصَّبْغِ

৩৭/২৫. রঙে ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করা।

١٣٦٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ.

১৩৬২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইয়াহূদী ও নাসারারা রং লাগায় না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত কাজ কর।[৪]

٢٦/٣٧.بَاب لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ

৩৭/২৬. যে ঘরে কুকুর ও ছবি আছে সে ঘরে মালাইকাহ্ প্রবেশ করে না।

١٣٦٣. حديث أَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৪০, হাঃ ৫৮৫৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২০৯৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ৪৭৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২২, হাঃ ২১০০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৫৮৪৬; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৩, হাঃ ২১০১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫০, হাঃ ৩৪৬২; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৫, হাঃ ২১০৩

১৩৬৩. আবূ ত্বলহা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে বাড়িতে কুকুর থাকে আর প্রাণীর ছবি থাকে সেথায় ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[১]

١٣٦٤. حديث أَبِي طَلْحَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ﷺ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ أَلَا سَمِعْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَهُ.

১৩৬৪. আবূ ত্বলহা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'যে বাড়িতে প্রাণীর ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।' বুস্‌র (রহ.) বলেন, অতঃপর যায়িদ ইব্‌নু খালিদ (রাঃ) রোগাক্রান্ত হন। আমরা তাঁর সেবার জন্য গেলাম। তখন আমরা তাঁর ঘরে একটি পর্দায় কিছু ছবি দেখতে পেলাম। তখন আমি (বুস্‌র) ওবায়দুল্লাহ খাওলানী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কি আমাদের নিকট ছবি সম্পর্কী হাদীস বর্ণনা করেননি? তখন তিনি বললেন, তিনি বলেছেন, প্রাণীর; তবে কাপড়ের মধ্যে কিছু অংকণ করা নিষিদ্ধ নয়, তুমি কি তা শুননি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তা বর্ণনা করেছেন।[২]

١٣٦٥. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

১৩৬৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (তাবূক যুদ্ধের) সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন। আমি আমার কক্ষে পাতলা কাপড়ের পর্দা টাঙিয়েছিলাম। তাতে ছিল (প্রাণীর) অনেকগুলো ছবি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এটা দেখলেন, তখন তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন সে সব মানুষের সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির (প্রাণীর) অনুরূপ তৈরী করবে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ এরপর আমরা তা দিয়ে একটি বা দু'টি বসার আসন তৈরী করি।[৩]

١٣٦٦. حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩২২৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২১০৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩২২৬; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাঃম ২১০৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৯১, হাঃ ৫৯৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২১০৭

১৩৬৬. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি একটি ছবিওয়ালা বালিশ ক্রয় করেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে তাওবাহ করছি। আমি কী অপরাধ করেছি? তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ বালিশের কী ব্যাপার? 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, আমি এটি আপনার জন্য ক্রয় করেছি, যাতে আপনি টেক লাগিয়ে বসতে পারেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এই ছবি তৈরীকারীদের ক্বিয়ামাতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরী করেছিলে, তা জীবিত কর। তিনি আরো বলেন, যে ঘরে এ সব ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) মালাইকা প্রবেশ করেন না।[১]

١٣٦٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

১৩৬৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যারা এই ছবি তৈরী করে তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে তোমরা যা তৈরী করেছিলে তাতে জীবন দান কর।[২]

١٣٦٨. حديث عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

১৩৬৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, (ক্বিয়ামাতের দিন) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি বানায়।[৩]

١٣٦٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّيْ إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِيْ مِنْ صَنْعَةِ يَدِيْ وَإِنِّيْ أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ.

১৩৬৯. সা'ঈদ ইবনু আবুল হাসান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবূ আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি যে, আমার জীবিকা হস্তশিল্পে। আমি এসব ছবি তৈরী করি। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁকে বলেন, (এ বিষয়ে) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি যা বলতে শুনেছি, তাই তোমাকে শোনাব। তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরী করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন,

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৬ : শুফ'আহ, অধ্যায় ৪০, হাঃ ২১০৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২১০৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ৫৯৫১; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২১০৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ৫৯৫০; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২১০৯

যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে তাতে কখনো প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। (এ কথা শুনে) লোকটি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য, তুমি যদি এ কাজ না-ই ছাড়তে পার, তবে এ গাছপালা এবং যে সকল বস্তুতে প্রাণ নেই, তা তৈরী করতে পার।[১]

١٣٧٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً.

১৩৭০. আবূ যুর'আ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর সাথে মাদীনাহর এক ঘরে প্রবেশ করি। ঘরের উপরে এক ছবি নির্মাতাকে তিনি ছবি তৈরী করতে দেখলেন। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : (আল্লাহ বলেছেন) ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ কোন কিছু সৃষ্টি করতে যায়? তা হলে তারা একটি দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি অণু পরিমাণ কণা সৃষ্টি করুক?[২]

٣٧/٢٨. بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيْرِ

৩৭/২৮. উটের গলায় ধনুকের রশির গোলাকার মাল্য পরানো মাকরূহ।

١٣٧١. حديث أَبِي بَشِيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَالنَّاسُ فِي مَبِيْتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَسُوْلًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ.

১৩৭১. আবূ বাশীর আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন। (রাবী) 'আবদুল্লাহ্ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি (আবূ বাশীর আনসারী) বলেছেন যে, মানুষ শয্যায় ছিল। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একজন সংবাদ বহনকারীকে পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় যেন ধনুকের রশির মালা কিংবা মালা না ঝুলে, আর ঝুললে তা যেন কেটে ফেলা হয়।[৩]

٣٧/٣٠. بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

৩৭/৩০. পশুর গায়ে চিহ্ন লাগানো মুখ বাদ দিয়ে যাকাত ও জিযিয়ার পশুর চিহ্ন লাগানো উত্তম।

١٣٧٢. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي يَا أَنَسُ انْظُرْ هٰذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيْبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০৪, হাঃ ২২২৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২১১০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৯০, হাঃ ৫৯৫৩; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২১১১

[৩] জাহিলী যুগে উটের গলায় এক ধরনের মালা এ উদ্দেশ্য লটকানো হতো যাতে উট নজর লাগা থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহর রসূল (ﷺ) এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে এ নির্দেশ প্রদান করেন। সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৩৯, হাঃ ৩০০৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২১১৫

১৩৭২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মু সুলাইম (রাঃ) যখন একটি সন্তান প্রসব করলেন তখন আমাকে জানালেন, হে আনাস! শিশুটিকে দেখ, যেন সে কিছু না খায়, যতক্ষণ না তুমি একে নাবী (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে যাও, তিনি এর তাহনীক করবেন। আমি তাকে নিয়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি একটি বাগানে আছেন, আর তাঁর পরনে হুরাইসিয়া নামের চাদর আছে। তিনি যে উটে করে মাক্কাহ বিজয়ের দিনে অভিযানে গিয়েছিলেন তার পিঠে ছিলেন।[১]

٣١/٣٧. بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

৩৭/৩১. মাথা মোড়ানোর পর স্থানে স্থানে কিছু চুল ছেড়ে দেয়া মাকরূহ।

١٣٧٣. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ.

১৩৭৩. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাথা মোড়ানোর পর স্থানে স্থানে চুল রেখে দিতে নিষেধ করেছেন।[২]

٣٢/٣٧. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوْسِ فِي الطُّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيْقِ حَقَّهُ

৩৭/৩২. রাস্তার উপর বসা নিষিদ্ধ এবং রাস্তার হক্ব আদায় করা।

١٣٧٤. حديث أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ.

১৩৭৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বলল, এ ছাড়া আমাদের কোন পথ নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। নাবী (ﷺ) বলেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক্ব কী? তিনি (ﷺ) বললেন, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা।[৩]

٣٣/٣٧. بَابُ تَحْرِيْمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللهِ

৩৭/৩৩. পরচুলা লাগানোর কাজ করা বা নিজে লাগানো উল্কির কাজ করা বা নিজে লাগানো, ভ্রু চিকন (প্লার্ক) করা এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন করা হারাম।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ২২, হাঃ ৫৮২৪; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩০, হাঃ ২১১৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৭২, হাঃ ৫৯২১; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩১, হাঃ ২১২০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ২২, হাঃ ২৪৬৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২১২১

١٣٧٥. حديث أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِيْ أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّيْ زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ.

১৩৭৫. আসমা (বিন্‌ত আবূ বকর) রাযিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত। এক মহিলা নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার এক মেয়ের বসন্ত রোগ হয়ে মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। তার মাথায় কি পরচুলা লাগাব? তিনি বললেন, পরচুলা লাগিয়ে দেয় ও পরচুলা লাগিয়ে নেয় এমন নারীকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন।[১]

١٣٧٦. حديث عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِيْ أَنْ أَصِلَ فِيْ شَعَرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوْصِلَاتُ.

১৩৭৬. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে শাদী দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগল। এরপর সে নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলল, তার স্বামী আমাকে বলেছে আমি যেন আমার মেয়ের মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করিয়ে দেই। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, না তা করো না, কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের মহিলাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করে থাকেন, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে।[২]

١٣٧٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِيْ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ أَمَا قَرَأْتِ ﴿وَمَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّيْ أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَهُ قَالَ فَاذْهَبِيْ فَانْظُرِيْ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.

১৩৭৭. 'আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ লা'নাত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উল্কি অংকন করে, নিজ শরীরে উল্কি অংকণ করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রূ-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। সে সব নারী আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিকৃতি আনয়ন করে। এরপর বানী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নামের এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এরকম এরকম মহিলাদের প্রতি লানত করছেন। তিনি বললেন, আমি তার প্রতি লানত করব না কেন? তখন মহিলা বলল, আমি দু' ফলকের মাঝে যা আছে তা (পূর্ণ কুরআন) পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা তো এতে পাইনি। 'আবদুল্লাহ্ বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তাহলে অবশ্যই তা পেতে, তুমি কি পড়নি? রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ৫৯৪১; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ৫২০৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩৩, হাঃ

হতে বিরত থাক। মহিলাটি বলল, হাঁ নিশ্চয়ই পড়েছি। 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বললেন, রাসূল (ﷺ) এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বলল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারও এ কাজ করে। তিনি বললেন, তুমি যাও এবং ভালভাবে দেখে এসো। এরপর মহিলা গেল এবং ভালভাবে দেখে এলো। কিন্তু তার দেখার কিছুই দেখতে পেলো না। তখন 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বললেন, যদি আমার স্ত্রী এমন করত, তবে সে আমার সঙ্গে একত্র থাকতে পারত না।[1]

١٣٧٨. حديث مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُوْلُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ.

১৩৭৮. হুমায়দ ইবনু 'আবদুর রাহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়া ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, তার হাজ্জ পালনের বছর মিম্বরে নববীতে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর দেহরক্ষীদের কাছ থেকে মহিলাদের একগুচ্ছ চুল নিজ হাতে নিয়ে তিনি বলেন যে, হে মীনাবাসী! কোথায় তোমাদের আলিম সমাজ? আমি নাবী (ﷺ)-কে এ রকম পরচুলা ব্যবহার হতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নাবী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হয়, যখন তাদের মহিলাগণ এ ধরনের পরচুলা (False hair) ব্যবহার করতে শুরু করে।[2]

٣٥/٣٧. بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّزْوِيْرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

৩৭/৩৫. পোশাকে ধোঁকা বাজি করা এবং (স্বামী যে পোশাক) না দিয়েছে তার বড়াই করা নিষিদ্ধ।

١٣٧٩. حديث أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِيْ غَيْرَ الَّذِيْ يُعْطِيْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

১৩৭৯. আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, কোন একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সতীন আছে। এখন তাকে রাগানোর জন্য যদি আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি তা বাড়িয়ে বলি, তাতে কি কোন দোষ আছে? রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ যা তোমাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলা ঐরূপ প্রতারকের কাজ, যে প্রতারণার জন্য দুপ্রস্থ মিথ্যার পোশাক পরল।[3]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৪, হাঃ ৪৮৮৬; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ২১২৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৬৮; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ২১২৭

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৭, হাঃ ৫২১৯; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ২১৩০

٣٨- كِتَابُ الْآدَابِ

পর্ব (৩৮) ঃ আচার-ব্যবহার

١/٣٨. بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّكَنِّيْ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

৩৮/১. আবুল ক্বাসেম নামে কুনিয়াত বা উপনাম রাখা মাকরূহ এবং মুস্তাহাব নামসমূহের বর্ণনা।

١٣٨٠. حديث أَنَسٍ ﷺ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ.

১৩৮০. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সাহাবী বাক্বী' নামক স্থানে আবূল ক্বাসিম বলে (কাউকে) ডাক দিলেন। তখন নাবী (ﷺ) তার দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিনি। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার কুনিয়াতে বা ডাকনামে কারো কুনিয়াত রেখ না।[1]

١٣٨١. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ لَا نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ لَا نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَتْ الْأَنْصَارُ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ.

১৩৮১. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক জনের পুত্র জন্মে। সে তার নাম রাখল কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না।

সে ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি পুত্র জন্মেছে। আমি তার নাম রেখেছি কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না।

নাবী (ﷺ) বললেন, 'আনসারগণ ঠিকই করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু কুনীয়াতের মত কুনীয়াত ব্যবহার করো না। কেননা, আমি তো কাসিম (বণ্টনকারী)।'[2]

١٣٨٢. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ২১২১; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ১, হাঃ ২১৩১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ৭, হাঃ ৩১১৫; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ১, হাঃ ২১৩৩

১৩৮২. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একজনের একটি ছেলে জন্ম নিল। সে তার নাম রাখলো 'ক্বাসিম'। আমরা বললাম ঃ আমরা তোমাকে আবুল ক্বাসিম ডাকবো না আর সে সম্মানও দেবো না। তিনি এ কথা নাবী (ﷺ)-কে জানালে তিনি বললেন ঃ তোমার ছেলের নাম রাখ 'আবদুর রহমান'।[১]

١٣٨٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ.

১৩৮৩. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আমার আসল নামে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনাম কারো জন্য রেখ না।[২]

٣/٣٨. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيْرِ الِاسْمِ الْقَبِيْحِ إِلَى حَسَنٍ وَتَغْيِيْرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

৩৮/৩. খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখা এবং বাররাহ নাম পরিবর্তন করে যায়নাব জুয়াইরিয়াহ বা এ জাতীয় নাম রাখা।

١٣٨٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيْلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ.

১৩৮৪. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। যাইনাব (রাঃ)-এর নাম ছিল 'বাররাহ' (নেককার)। তখন কেউ বললেন ঃ এতে তিনি নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর নাম রাখলেন ঃ 'যাইনাব'।[৩]

٤/٣٨. بَابُ تَحْرِيْمِ التَّسَمِّيْ بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ وَبِمَلِكِ الْمُلُوْكِ

৩৮/৪. "রাজাধিরাজ" নাম রাখা হারাম।

١٣٨٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ.

১৩৮৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট নামধারী অথবা বলেছেন, সব নামের মধ্যে ঘৃণিত নাম হলো সে ব্যক্তি, যে 'রাজাধিরাজ' নাম ধারণ করেছে।[৪]

٥/٣٨. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيْكِ الْمَوْلُوْدِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللهِ وَإِبْرَاهِيْمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَام

৩৮/৫. কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করার সময় তাহনিক করা (কিছু চিবিয়ে মুখে দেয়া) এবং তাহনিক করার জন্য ভাল লোকের নিকট নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। জন্মের দিন নাম রাখা জায়িয এবং 'আবদুল্লাহ, ইবরাহীম ও সমস্ত নাবীগণের নামে নাম রাখা মুস্তাহাব।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০৫, হাঃ ৬১৮৬; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ১, হাঃ ২১৩৩
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২০, হাঃ ৩৫৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ১, হাঃ ২১৩১
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০৭, হাঃ ৬১৯২; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৩, হাঃ ২১৪১
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১১৪, হাঃ ৬২০৫; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৪, হাঃ ২১৪৩

١٣٨٦. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِيْ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ لِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ قَالُوْا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

১৩৮৬. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ ত্বলহার এক ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবূ ত্বলহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাইরে গেলেন, তখন ছেলেটি মারা গেল। আবূ ত্বলহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছেলেটি কী করছে? উম্মু সুলাইম বললেন ঃ সে আগের চেয়ে শান্ত। তারপর তাঁকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি আহার করলেন। তারপর উম্মু সুলাইমের সঙ্গে যৌন সঙ্গম করলেন। যৌন সঙ্গম ক্রিয়া শেষে উম্মু সুলাইম বললেন ঃ ছেলেটিকে দাফন করে আস। সকাল হলে আবূ ত্বলহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে তাঁকে এ ঘটনা বললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ গত রাতে তুমি কি স্ত্রীর সঙ্গে রয়েছ? তিনি বললেন ঃ হাঁ! নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তাদের জন্য তুমি বরকত দান কর। কিছুদিন পর উম্মু সুলাইম একটি সন্তান প্রসব করল (রাবী বলেন ঃ) আবূ ত্বলহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, তাকে তুমি দেখাশোনা কর যতক্ষণ না আমি তাকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে যাই। তারপর তিনি তাকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। উম্মু সুলাইম সঙ্গে কিছু খেজুর দিয়ে দিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে (কোলে) নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তার সঙ্গে কিছু আছে কি? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ, আছে। তিনি তা নিয়ে চর্বন করলেন এবং তারপর মুখ থেকে বের করে বাচ্চাটির মুখে দিলেন। তিনি এর দ্বারাই তার তাহ্নীক করলেন এবং তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ'[1]

١٣٨٧. حديث أَبِيْ مُوْسَى ﷺ قَالَ وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِيْ مُوْسَى.

১৩৮৭. আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। তারপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য বারকাতের দু'আ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সে ছিল আবূ মূসার বড় সন্তান।[2]

١٣٨٨. حديث أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِيْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِيْ فِيْهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭১ : আক্বীক্বাহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৪৭০; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৫, হাঃ ২১৪৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭১ : আক্বীক্বাহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৪৬৭; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৪, হাঃ ২১৪৫

১৩৮৮. আসমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্নু যুবায়ের তাঁর গর্ভে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি আসন্ন প্রসবা। আমি মাদীনাহয় এসে কুবাতে অবতরণ করি। এ কুবায়ই আমি পুত্র সন্তানটি প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনালেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আবদুল্লাহর পেটে গেল তা হল নাবী (ﷺ)-এর থুথু। নাবী (ﷺ) সামান্য চিবানো খেজুর নবজাতকের মুখের ভিতরের তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দু'আ করলেন এবং বরকত চাইলেন। তিনি হলেন প্রথম নবজাতক সন্তান যিনি হিজরাতের পর মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেন।[১]

١٣٨٩. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

১৩৮৯. সাহ্ল বিন সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। যখন মুনযির ইবনু আবূ উসায়দ জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাকে নাবী (ﷺ)-এর খিদমতে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে নিজের উরুর উপর রাখলেন। আবূ উসায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পাশেই বসা ছিলেন। এ সময় নাবী (ﷺ) তাঁর সামনেই কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে আবূ উসায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কারো দ্বারা তাঁর উরু থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। পরে নাবী (ﷺ) সে কাজ থেকে অবসর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ শিশুটি কোথায়? আবূ উসায়দ বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার নাম কী? তিনি বললেন ঃ অমুক। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ বরং তার নাম 'মুন্যির'। সে দিন থেকে তার নাম রাখলেন 'মুন্যির'।[২]

١٣٩٠. حديث أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيْمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

১৩৯০. আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) সবার চেয়ে অধিক সদাচারী ছিলেন। আমার একজন ভাই ছিল; 'তাকে আবূ 'উমায়র' বলে ডাকা হতো। আমার অনুমান যে, সে তখন মায়ের দুধ খেতো না। যখনই সে তাঁর নিকট আসতো, তিনি বলতেন ঃ হে আবূ 'উমায়র! তোমার নুগায়র কি করছে? সে নুগায়র পাখিটা নিয়ে খেলতো।[৩]

٣٨/٧. بَابُ الْاِسْتِئْذَانِ

৩৮/৭. (ঘরে ইত্যাদিতে প্রবেশের জন্য) অনুমতি চাওয়া

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৩৯০৯; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৪, হাঃ ২১৪৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০৮, হাঃ ৬১৯১; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৫, হাঃ ২১৪৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১১২, হাঃ ৬২০৩; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৫, হাঃ ২১৫০

١٣٩١. حديث أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِيْ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُوْ مُوْسَى كَأَنَّهُ مَذْعُوْرٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللهِ لَتُقِيْمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللهِ لَا يَقُوْمُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ.

১৩৯১. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আনসারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবূ মূসা (রাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন ঃ আমি তিনবার 'উমার (রাঃ)-এর নিকট অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। 'উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম ঃ আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। (কারণ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায় কিন্তু তাতে অনুমতি দেয়া না হয় তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি যিনি নাবী (ﷺ) থেকে এ হাদীস শুনেছেন? তখন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে। আর আমি দলের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ নাবী (ﷺ) অবশ্যই এ কথা বলেছেন।[1]

٨/٣٨. بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا إِذَا قِيْلَ مَنْ هٰذَا

৩৮/৮. অনুমতি প্রার্থীকে যখন বলা হবে আপনি কে তখন 'আমি' বলা মাকরূহ।

١٣٩٢. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِيْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

১৩৯২. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণ ছিল। এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? আমি বললাম ঃ আমি। তখন তিনি বললেন ঃ আমি আমি, যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন।[2]

٩/٣٨. بَابُ تَحْرِيْمِ النَّظَرِ فِيْ بَيْتِ غَيْرِهِ

৩৮/৯. অন্যের বাড়িতে উঁকি মারা হারাম।

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৬২৪৫; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৭, হাঃ ২১৫৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৬২৫০; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৮, হাঃ ২১৫৫

١٣٩٣. حديث سَهْلِ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِيْ جُحْرٍ فِيْ بَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِيْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنَيْكَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ.

১৩৯৩. সাহ্ল ইব্‌নু সা'দ আস-সা'ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন গৃহের দরজার এক ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট চিরুনি সদৃশ একখণ্ড লোহা ছিল। এ দ্বারা তিনি স্বীয়মাথা চুল্‌কাচ্ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখলেন তখন বললেন ঃ যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তাহলে এ দ্বারা আমি তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ চোখের দরুন-ই অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে।[১]

١٣٩٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ.

১৩৯৪. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক কামরায় উঁকি দিল। তখন তিনি একটা তীর ফলক কিংবা তীর ফলকসমূহ নিয়ে তার দিকে দৌড়ালেন। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ তা যেন এখনও আমি প্রত্যক্ষ করছি। তিনি ঐ লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য তাকে খুঁজেছিলেন।[২]

١٣٩٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَوِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

১৩৯৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যদি কেউ তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে উঁকি মারে আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু ফুটা করে দাও, তাতে তোমার কোন গুনাহ্ হবে না।[৩]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৬৯০১; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৯, হাঃ ২১৫৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৬২৪২; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৯, হাঃ ২১৫৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৬৮৮৮; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৯, হাঃ ২১৫৮

٣٩- كِتَابُ السَّلَامِ

পর্ব (৩৯) ঃ সালাম

١/٣٩. بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

৩৯/১. আরোহী পায়ে চলা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম দিবে।

١٣٩٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

১৩৯৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে, পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।[1]

٣/٣٩. بَابُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ

৩৯/৩. একজন মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের হক হচ্ছে সালামের উত্তর দেয়া।

١٣٩٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

১৩৯৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক্ পাঁচটি ঃ ১. সালামের জওয়াব দেয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া, ৩. জানাযার পশ্চাদানুসরণ করা, ৪. দা'ওয়াত কবূল করা এবং ৫. হাঁচিদাতাকে খুশী করা (আল-হামদু লিল্লাহর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)।[2]

٤/٣٩. بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

৩৯/৪. আহলে কিতাবদেরকে প্রথমে সালাম দেয়া নিষিদ্ধ এবং তাদেরকে কী ভাবে তাদের সালামের উত্তর দিবে।

١٣٩٨. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ.

১৩৯৮. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা বলবে ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও)।[3]

١٣٩٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৬২৩২; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১, হাঃ ২১৬০

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ২, হাঃ ১২৪০; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩, হাঃ ২১৬২

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ২২, হাঃ ৬২৫৮; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৪, হাঃ ২১৬৩

১৩৯৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ কোন ইয়াহূদী তোমাদের সালাম করলে তাদের কেউ অবশ্যই বলবে ঃ আস্‌সামু আলাইকা। তখন তোমরা জবাবে 'ওয়াআলাইকা' বলবে।[১]

١٤٠٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

১৪০০. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল ঃ আস্‌সামু আলাইকা। (তোমার মৃত্যু হোক, নাউযুবিল্লাহ)। আমি এ কথার মর্ম বুঝে বললাম ঃ আলাইকুমুস্ সামু ওয়াল লানাতু। (তোমাদের উপর মৃত্যু ও লা'নাত)। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ! তুমি থামো। আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই বিনয় পছন্দ করেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা যা বললো ঃ তা কি আপনি শুনেননি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ঃ এ জন্যই আমিও বলেছি, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও)।[২]

٥/٣٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

৩৯/৫. বালকদেরকে সালাম দেয়া মুস্তাহাব।

١٤٠١. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

১৪০১. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার তিনি একদল শিশুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের সালাম করে বললেন যে, নাবী (ﷺ)-ও তা করতেন।[৩]

٧/٣٩. بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوْجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ

৩৯/৭. মানবিক প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া বৈধ।

١٤٠٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيْمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِيْ كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِيْ يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ فَقَالَ لِيْ عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِيْ يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ.

১৪০২. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর সাওদাহ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। সাওদাহ এমন স্থূল শরীরের অধিকারিণী ছিলেন যে, পরিচিত

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ২২, হাঃ ৬২৫৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৪, হাঃ ২১৬৪
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ২২, হাঃ ৬২৫৬; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৪, হাঃ ২১৬৫
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৬২৪৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৫, হাঃ ২১৬৮

লোকদের থেকে তিনি নিজেকে গোপন রাখতে পারতেন না। 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে দেখে বললেন, হে সাওদাহ! জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারবে না। এখন দেখ তো, কীভাবে বাইরে যাবে? 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সাওদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ফিরে আসলেন। আর এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে রাতের খানা খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল টুকরা হাড়। সাওদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। তখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে এমন এমন কথা বলেছে। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করেন। ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়া শেষ হল, হাড় টুকরা তখনও তাঁর হাতেই ছিল, তিনি তা রেখে দেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, অবশ্যই দরকার হলে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।[১]

٨/٣٩. بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُوْلِ عَلَيْهَا

৩৯/৮. অপরিচিত মহিলার নিকট একাকীত্বে অবস্থান এবং তার নিকট প্রবেশ করা হারাম।

١٤٠٣. حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

১৪০৩. 'উকবাহ ইব্‌নু আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনসার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দেবরদের ব্যাপারে কি নির্দেশ? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য।[২]

٩/٣٩. بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَنْ يَقُوْلَ هَذِهِ فُلَانَةٌ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوْءِ بِهِ

৩৯/৯. কোন লোককে তার স্ত্রী বা কোন মাহরামার সঙ্গে একাকীত্বে দেখা গেলে তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য 'এ মহিলা আমার উমুক হয়' বলে পরিচয় তুলে ধরা মুস্তাহাব।

١٤٠٤. حديث صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَزُوْرُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا.

১৪০৪. নাবী-সহধর্মিণী সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রমাযানের শেষ দশকে মাসজিদে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৮, হাঃ ৪৭৯৫; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৭, হাঃ ২১৭০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১১২, হাঃ ৫২৩২; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৮, হাঃ ২১৭২

ই'তিকাফরত ছিলেন। সাফিয়্যা তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। অতঃপর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। নাবী (ﷺ) তাঁকে পৌছে দেয়ার উদ্দেশে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর গৃহ সংলগ্ন মাসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন, তখন দু'জন আনসারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উভয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে সালাম করলেন। তাঁদের দু'জনকে নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তোমরা দু'জন থাম। ইনি তো (আমার স্ত্রী) সফীয়্যাহ বিনতু হুয়ায়্যী। এতে তাঁরা দু'জনে 'সুবহানাল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল' বলে উঠলেন এবং তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় চলাচল করে। আমি ভয় করলাম যে, সে তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে।[১]

٣٩/١٠. بَابُ مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيْهَا وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ

৩৯/১০. কেউ যদি কোন মাজলিসে এসে খালি স্থান পায় তাহলে সেখানে বসবে অথবা মাজলিসের পিছনে বসবে।

١٤٠٥. حديث أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

১৪০৫. আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-একদা মাসজিদে বসে ছিলেন, তাঁর সাথে আরও লোকজন ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনজন লোক আসলো। তন্মধ্যে দু'জন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর দিকে এগিয়ে আসলেন এবং একজন চলে গেলেন। আবূ ওয়াকিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তাঁরা দু'জন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তাঁদের একজন মাজলিসের মধ্যে কিছুটা খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং অপরজন তাদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। যখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) অবসর হলেন (সাহাবীদের লক্ষ্য করে) বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব না? তাদের একজন আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করল, আল্লাহ্ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করল, তাই আল্লাহ্‌ও তার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করলেন। আর অপরজন (মাজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তাই আল্লাহ্‌ও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।[২]

٣٩/١١. بَابُ تَحْرِيْمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِيْ سَبَقَ إِلَيْهِ

৩৯/১১. কেউ যদি তার যথাস্থানে প্রথমে বসে তাহলে তাকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দেয়া হারাম।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৩ : ই'তিকাফ, অধ্যায় ৮, হাঃ ২০৩৫; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৯, হাঃ ২১৭৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৮, হাঃ ৬৬; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১০, হাঃ ৬১৭৬

١٤٠٦. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ.

১৪০৬. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অপর কাউকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সে সেখানে বসবে না।[১]

١٣/٣٩. بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ

৩৯/১৩. অপরিচিতা মহিলাদের নিকট মেয়েলি স্বভাবের লোকের প্রবেশে বাধা দেয়া।

١٤٠٧. حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِيْ مُخَنَّثٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ.

১৪০৭. উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমার কাছে এক হিজড়া ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিল, এমন সময়ে নাবী (ﷺ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি শুনলাম যে, সে (হিজড়া ব্যক্তি) 'আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়া (রাঃ)-কে বলছে, হে 'আবদুল্লাহ! কী বল, আগামীকাল যদি আল্লাহ তোমাদেরকে তায়েফের উপর বিজয় দান করেন তা হলে গাইলানের কন্যাকে নিয়ে নিও। কেননা সে (এতই কোমলদেহী), সামনের দিকে আসার সময়ে তার পিঠে চারটি ভাঁজ পড়ে আবার পিঠ ফিরালে সেখানে আটটি ভাঁজ পড়ে। [উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন] তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ এদেরকে তোমাদের কাছে ঢুকতে দিও না।[২]

١٤/٣٩. بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيْقِ

৩৯/১৪. পথিমধ্যে কোন অপরিচিতা মহিলা খুবই ক্লান্ত হয়ে গেলে তাকে আরোহীর পিছনে উঠানো জায়িয।

١٤٠٨. حَدِيْثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوْكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِيْ أَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِيْ وَهِيَ مِنِّيْ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِيْ فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِيْ ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِيْ خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنِّيْ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوْبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِيْنِيْ سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِيْ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৬২৬৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১১, হাঃ ২১৭৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ৪৩২৪; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২১৮০

১৪০৮. আসমা বিন্‌তে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যুবায়র (রাঃ) আমাকে শাদী করলেন, তখন তার কাছে কোন ধন-সম্পদ ছিল না, এমন কি কোন স্থাবর জমি-জমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধুমাত্র কুয়ো থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তাঁর উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম; কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না। তাই আনসারী প্রতিবেশী মহিলারা আমার রুটি তৈরিতে সাহায্য করত। আর তারা ছিল খুবই উত্তম নারী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবায়র (রাঃ)-কে একখণ্ড জমি দিয়েছিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। ঐ জমির দূরত্ব ছিল প্রায় দু'মাইল। একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে নিলে আসছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাত হল, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে কয়েকজন আনসারও ছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পিঠে বসার জন্য তাঁর উটকে ইখ্! ইখ্! বললেন, যাতে উটটি বসে এবং আমি তাঁর পিঠে আরোহণ করতে পারি। আমি পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে যেতে লজ্জাবোধ করতে লাগলাম এবং যুবায়র (রাঃ)-এর আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়ল। কেননা, সে ছিল খুব আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুঝতে পারলেন, আমি খুব লজ্জিত বোধ করছি। সুতরাং তিনি এগিয়ে চললেন। আমি যুবায়র (রাঃ)-এর কাছে পৌঁছলাম এবং বললাম, আমি খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং তাঁর সঙ্গে কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁর উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, যেন আমি তাতে সওয়ার হতে পারি। কিন্তু আমি তোমার আত্মসম্মানের কথা চিন্তা করে লজ্জা অনুভব করলাম। এ কথা শুনে যুবায়র (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় বহন করা তাঁর সঙ্গে উটে চড়ার চেয়ে আমার কাছে অধিক লজ্জাজনক। এরপর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) ঘোড়া দেখাশুনার জন্য আমার সাহায্যার্থে একজন খাদিম পাঠিয়ে দিলেন। এরপরই আমি যেন রেহাই পেলাম।[1]

٣٩/١٥. بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُوْنَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ

৩৯/১৫. তৃতীয় জনের বিনা অনুমতিতে দু'জনে চুপে চুপে কথা বলা।

١٤٠٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ.

১৪০৯. 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যদি কোথাও তিনজন লোক থাকে তবে তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে মিলে চুপি চুপি কথা বলবে না।[2]

١٤١٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ.

১৪১০. 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন কোথাও তোমরা তিনজনে থাকো, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে-কানে কথা বলবে না। এতে তার মনে দুঃখ হবে। তোমরা মানুষের মধ্যে মিশে গেলে তবে তা করাতে দোষ নেই।[1]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৭, হাঃ ৫২২৪; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২১৮২

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৬২৮৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : অধ্যায় হাঃ ২১৮৩

١٦/٣٩. بَابُ الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى

৩৯/১৬. চিকিৎসা, অসুখ ও ঝাড়ফুঁকের বর্ণনা।

١٤١١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ.

১৪১১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ বদ নযর লাগা সত্য।[2]

١٧/٣٩. بَابُ السِّحْرِ

৩৯/১৭. যাদু

١٤١٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهٰذَا أَشَدُّ مَا يَكُوْنُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُوْدَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ قَالَ وَأَيْنَ قَالَ فِيْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلَا أَيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا.

১৪১২. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর একবার যাদু করা হয়। এমন অবস্থা হয় যে, তাঁর মনে হতো তিনি বিবিগণের কাছে এসেছেন, অথচ তিনি আদৌ তাঁদের কাছে আসেননি। সুফ্ইয়ান বলেন ঃ এ অবস্থা খুব যাদুর চরম প্রতিক্রিয়া। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং বলেন ঃ হে আয়িশা! তুমি অবগত হও যে, আমি আল্লাহ্র কাছে যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম তিনি আমাকে তা বাতলিয়ে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাদের একজন আমার মাথার নিকট এবং অন্যজন আমার পায়ের নিকট বসলেন। আমার কাছের লোকটি অন্যজনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ লোকটির কী অবস্থা? দ্বিতীয় লোকটি বললেন ঃ একে যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বললেন ঃ কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বললেন ঃ লাবীদ ইবনু আ'সাম। এ ইয়াহূদীদের মিত্র সুরাইক গোত্রের একজন; সে ছিল মুনাফিক। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসের মধ্যে যাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন ঃ চিরুনী ও চিরুনী করার সময় উঠে যাওয়া চুলের মধ্যে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেগুলো কোথায়? উত্তরে দ্বিতীয়জন বললেন ঃ পুং খেজুর গাছের জুবের মধ্যে রেখে 'যারওয়ান' নামক কূপের ভিতর পাথরের নীচে রাখা আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত কূপের নিকট এসে সেগুলো বের করেন এবং বলেন ঃ এইটিই সে কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পানি মেহদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায়, আর এ কূপের (পার্শবর্তী) খেজুর গাছের মাথাগুলো (দেখতে) শয়তানের মাথার ন্যায়। বর্ণনাকারী বলেন

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৬২৯০; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২১৮৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৫৭৪০; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২১, হাঃ ২১৯৩

ঃ সেগুলো তিনি সেখান থেকে বের করেন। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি এ কথা প্রচার করে দিবেন না? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তিনি আমাকে শিফা দান করেছেন; আর আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে।[১]

٣٩/١٨. بَابُ السُّمِّ

৩৯/১৮. বিষ

١٤١٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيْءَ بِهَا فَقِيْلَ أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِيْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১৪১৩. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী মহিলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে বিষ মিশানো বকরী নিয়ে এল। সেখান হতে কিছু অংশ তিনি খেলেন, অতঃপর মহিলাকে হাযির করা হল। তখন বলা হল, আপনি কি একে হত্যা করবেন না? তিনি বললেন, না। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তালুতে আমি বরাবরই বিষক্রিয়ার আলামত দেখতে পেতাম।[২]

٣٩/١٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيْضِ

৩৯/১৯. অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করা মুস্তাহাব।

١٤١٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيْضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

১৪১৪. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়ম ছিল, তখন যখন কোন রোগীর কাছে আসতেন কিংবা তাঁর নিকট যখন কোন রোগীকে আনা হত, তখন তিনি বলতেন ঃ কষ্ট দূর করে দাও। হে মানুষের রব, শেফা দান কর, তুমিই একমাত্র শেফাদানকারী। তোমার শেফা ব্যতীত অন্য কোন শেফা নেই। এমন শেফা না দান কর যা সামান্য রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে।[৩]

٣٩/٢٠. بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيْضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ

৩৯/২০. সূরাহ নাস, ফালাক্ব দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা ও প্রশ্বাসের থুথু দেয়া।

١٤١٥. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

১৪১৫. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। যখনই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থ হতেন তখনই তিনি 'সূরায়ে মু'আব্বিযাত' পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন তাঁর রোগ কঠিন হয়ে গেল, তখন বারকাত অর্জনের জন্য আমি এ সূরাহ পাঠ করে তাঁর হাত দিয়ে শরীর মসেহ্ করিয়ে দিতাম।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ৫৭৬৫; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২১৮৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২৬১৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২১৯০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ২০, হাঃ ৫৬৭৫; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২১৯১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৫০১৬; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২০, হাঃ ২১৯২

٢١/٣٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ

৩৯/২১. বদনযর, পিঁপড়ার কাপড় ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করা মুস্তাহাব

١٤١٦. حديث عَائِشَةَ عَنْ الأَسْوَدِ ابن يَزِيْدَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِيْ حُمَةٍ.

১৪১৬. 'আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদের পিতা আসওয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের কারণে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সব রকমের বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছেন।[১]

١٤١٧. حديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لِلْمَرِيْضِ بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا.

১৪১৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঝাড়-ফুঁকে পড়তেন ঃ আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারও থুথুতে আমাদের রবের হুকুমে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।[২]

١٤١٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَ مِنَ الْعَيْنِ.

১৪১৮. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বরেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আদেশ করেছেন কিংবা তিনি বলেছেন, নযর লাগার জন্য ঝাড়ফুঁক করতে।[৩]

١٤١٩. حديث أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِيْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِيْ وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوْا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ.

১৪১৯. উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখলেন যে, তার চেহারায় কালিমা রয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ তাকে ঝাড়ফুঁক করাও, কেননা তার উপর (বদ) নযর লেগেছে।[৪]

٢٣/٣٩. بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ

৩৯/২৩. কুরআন ও যিক্‌র আযকার দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার পারিশ্রমিক নেয়া জায়িয।

١٤٢٠. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتَّى نَزَلُوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৫৭৪১; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২১, হাঃ ২১৯৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৫৭৪৫; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২১, হাঃ ২১৯৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৫৭৩৮; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৮, হাঃ ২১৯৫

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৫৭৩৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২১, হাঃ ২১৯৭

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرْقِيْ وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوْهُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِيْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِيْ رَقَى لَا تَفْعَلُوْا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِيْ كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

১৪২০. আবূ সাঈদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর একদল সাহাবী কোন এক সফরে যাত্রা করেন। তারা এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সে গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হল না। তখন তাদের কেউ বলল, এ কাফেলা যারা এখানে অবতরণ করেছে তাদের কাছে তোমরা গেলে ভাল হত। সম্ভবত, তাদের কারো কাছে কিছু থাকতে পারে। ওরা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল! আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারো কাছে কিছু আছে কি? তাদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি ঝাড়-ফুঁক করতে পারি। আমরা তোমাদের মেহমানদারী কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড়-ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ কর। তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল। তারপর তিনি গিয়ে الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" (সূরাহ ফাতিহা) পড়ে তার উপর ফুঁ দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন হতে মুক্ত হল এবং সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেন তার কোন কষ্টই ছিল না। (বর্ণনাকারী বলেন) তারপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বলেন, এগুলো বণ্টন কর। কিন্তু যিনি ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন তিনি বললেন এটা করব না; যে পর্যন্ত না আমরা নাবী (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এই ঘটনা জানাই এবং লক্ষ্য করি তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন। তারা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি [নবী (ﷺ)] বলেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, সূরাহ ফাতিহা একটি দু'আ? তারপর বলেন, তোমরা ঠিকই করেছ। বণ্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ। এ বলে নাবী (ﷺ) হাসলেন।[1]

٢٦/٣٩. بَابُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي

৩৯/২৬. প্রতিটি রোগের ঔষধ আছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব।

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৭ : ইজারা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২২৭৬; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৩, হাঃ ২২০১

١٤٢١. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.

১৪২১. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের ঔষধসমূহের কোনটির মধ্যে যদি কল্যাণ বিদ্যমান থেকে থাকে তাহলে তা রয়েছে শিঙ্গাদানের মধ্যে কিংবা মধু পানের মধ্যে কিংবা আগুনের দ্বারা ঝলসিয়ে দেয়ার মধ্যে। তবে তা রোগ অনুযায়ী হতে হবে। আর আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়াকে পছন্দ করি না।[১]

١٤٢٢. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

১৪২২. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিঙ্গা নিয়েছিলেন এবং শিঙ্গা প্রয়োগকারীকে তার মজুরী দিয়েছিলেন।[২]

١٤٢٣. حديث أَنَسٍ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.

১৪২৩. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিঙ্গা লাগাতেন এবং কোন লোকের পারিশ্রমিক কম দিতেন না।[৩]

١٤٢٤. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ.

১৪২৪. ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'জ্বর হয় জাহান্নামের উত্তাপ থেকে, কাজেই তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।'[৪]

١٤٢٥. حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُوْ لَهَا أَخَذَتْ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ.

১৪২৫. আসমা বিন্ত আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট যখন কোন জ্বরাক্রান্ত মহিলাকে দু'আর জন্য আনা হত, তখন তিনি পানি হাতে নিয়ে সেই মহিলার জামার ফাঁক দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের আদেশ দিতেন, আমরা যেন পানি দিয়ে জ্বর ঠাণ্ডা করে দেই।[৫]

١٤٢٦. حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمَّى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ.

১৪২৬. রাফি' ইবনু খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ জ্বর হল জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্ট। কাজেই তোমরা তা পানির দ্বারা ঠাণ্ডা করে নিও।[৬]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৫৬৮৩; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২২০৫
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৭ : ইজারা, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২২৭৮; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১২০২
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৭ : পথে আটকা পড়া ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারীর বিধান, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২২৮০; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাঃ ১৫৭৭
[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩২৬৪; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২২০৯
[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৫৭২৪; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২২১১
[৬] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৫৭২৬; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২২১২

Contents

٢٧/٣٩. بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِيْ بِاللَّدُوْدِ

৩৯/২৭. লাদুদ (রুগীর অনিচ্ছায় তার মুখের একধারে ঔষধ দিয়ে তাকে জোর করে খাওয়ান) দ্বারা চিকিৎসা করা মাকরূহ।

١٤٢٧. حديث عَائِشَةُ قَالَتْ لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّوْنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّوْنِيْ قُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

১৪২৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে তাঁর মুখে ঔষধ ঢালতে নিষেধ করলেন। আমরা বললাম, এটা ঔষধের প্রতি রোগীদের স্বাভাবিক বিরক্তিবোধ। যখন তিনি সুস্থবোধ করলেন তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের ওষুধ সেবন করাতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিভাব। তখন তিনি বললেন, 'আব্বাস ব্যতীত বাড়ির প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢাল তা আমি দেখি। কেননা সে তোমাদের মাঝে উপস্থিত নেই।[1]

٢٨/٣٩. بَابُ التَّدَاوِيْ بِالْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ

৩৯/২৮. 'উদুল হিন্দ দ্বারা চিকিৎসা করা আর তা (চন্দন) হচ্ছে কাঠ।

١٤٢٨. حديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

১৪২৮. উম্মু কায়স বিনত মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর এমন একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলেন যে তখনো খাবার খেতে শিখেনি। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা ধৌত করলেন না।[2]

١٤٢٩. حديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ.

১৪২৯. উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ভারতীয় এই চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা তার মধ্যে সাত ধরনের চিকিৎসা (নিরাময়) রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর (ধোঁয়া) নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়, নিউমোনিয়া দূর করার জন্যও তা সেবন করা যায়।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ৪৪৫৮; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৭, হাঃ ২২১৩

[2] পেশাব অপবিত্র। তবে পেশাব লেগে যাওয়া বস্তুকে পবিত্র করার পদ্ধতি দু রকম। এক ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অথবা দুগ্ধপোষ্য মেয়ে হলে তার পেশাব অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে। দুই ঃ যদি দুগ্ধপোষ্য ছেলে হয় তবে পানির ছিটা দিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫৯, হাঃ ২২৩; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২২১৪

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৩ : কুরবানী, অধ্যায় ১০, হাঃ ৫৬৯২; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২২১৪

٢٩/٣٩. بَابُ التَّدَاوِيْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

৩৯/২৯. কালজিরা দ্বারা চিকিৎসা করা।

١٤٣٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.

১৪৩০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ কালো জিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ।[1]

٣٠/٣٩. بَابُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ

৩৯/৩০. তালবিনা (আটা, ভুষি, মধু ইত্যাদি দ্বারা তৈরী খাবার) রোগীর মনে প্রশান্তি দানকারী।

١٤٣١. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.

১৪৩১. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর পরিবারের কোন ব্যক্তি মারা গেলে মহিলারা এসে সমবেত হলো। তারপর তাঁর আত্মীয়রা ও বিশেষ ঘনিষ্ঠ মহিলারা ব্যতীত বাকী সবাই চলে গেলে, তিনি ডেগে 'তালবীনা' (আটা, মধু ইত্যাদি সংযোগে তৈরি খাবার) পাকাতে নির্দেশ দিলেন। তা পাকানো হলো। এরপর 'সারীদ' (গোশতের মধ্যে রুটি টুকরো করে দিয়ে তৈরী খাবার) প্রস্তুত করা হলো এবং তাতে তালবীনা ঢালা হলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা এ থেকে খাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'তালবীনা' রুগ্ন ব্যক্তির চিত্তে প্রশান্তি এনে দেয় এবং শোক দুঃখ কিছুটা লাঘব করে।[2]

٣١/٣٩. بَابُ التَّدَاوِيْ بِسَقْيِ الْعَسَلِ

৩৯/৩১. মধু পান করানোর মাধ্যমে চিকিৎসা করা।

١٤٣٢. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَخِيْ يَشْتَكِيْ بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

১৪৩২. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল ঃ আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার আসলে তিনি বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। সে তৃতীয়বার আসলে তিনি বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি পুনরায় এসে বলল ঃ আমি অনুরূপই করেছি। তখন নাবী

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৫৬৮৮; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৯, হাঃ ২২১৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৫৪১৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩০, হাঃ ২২১৬

(ﷺ) বললেন ঃ আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য বলছে। তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করাল। এবার সে আরোগ্য লাভ করল।[১]

٣٢/٣٩. بَابُ الطَّاعُوْنِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا

৩৯/৩২. মহামারী, তায়েরাহ (পাখি উড়িয়ে) অশুভ ফল নেয়া ও গণনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করা ইত্যাদির বর্ণনা।

١٤٣٣. **حديث** أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا يُخْرِجْكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ.

১৪৩৩. উসামাহ্ বিন যায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, প্লেগ একটি আযাব। যা বনী ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়েছিল অথবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল। তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের ছড়াছড়ি শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর যখন প্লেগ এমন জায়গায় দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছো, তখন সে স্থান হতে পালানোর লক্ষ্যে বের হয়ো না। আবূ নযর (রহ.) বলেন, পলায়নের লক্ষ্যে এলাকা ত্যাগ করো না। তবে অন্য কারণে যেতে পার, তাতে বাধা নেই।[২]

١٤٣٤. **حديث** عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّيْ ثُمَّ قَالَ ادْعُوْا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّيْ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيْ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوْا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّيْ مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوْا عَلَيْهِ قَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِيْ بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৫৬৮৪; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩১, হাঃ ২২৬৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (عليهم السلام) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৭৩; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২২১৮

إِنَّ عِنْدِيْ فِيْ هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৪৩৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেছিলেন। অবশেষে তিনি যখন সারগ এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সৈন্য বাহিনীর প্রধানগণ তথা আবূ 'উবাইদাহ ইবনু জাররাহ ও তাঁর সঙ্গীগণ সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে অবহিত করেন যে, সিরিয়া এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ আমার নিকট প্রবীণ মুহাজিরদের ডেকে আন। তখন তিনি তাঁদের ডেকে আনলেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের সিরিয়ার প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটার কথা অবহিত করে তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল। কেউ বললেন ঃ আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন; কাজেই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না। আবার কেউ কেউ বললেন ঃ আপনার সঙ্গে রয়েছেন শেষ অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ, কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি তাদের এই প্লেগের মধ্যে ঠেলে দিবেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট থেকে চলে যাও। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার নিকট আনসারদের ডেকে আন। আমি তাদের ডেকে আনলাম। তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চাইলে তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের ন্যায় মতভেদ করলেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ তোমরা উঠে যাও। এরপর আমাকে বললেন ঃ এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী আছেন, যাঁরা মাক্কাহ বিজয়ের বছর হিজরাত করেছিলেন, তাদের ডেকে আন। আমি তাদের ডেকে আনলাম, তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতপার্থক্য করেননি। তাঁরা বললেন ঃ আপনার লোকজনকে নিয়ে ফিরে যাওয়া এবং তাদের প্লেগের কবলে আপনার ঠেলে না দেয়াই আমাদের কাছে ভাল মনে হয়। তখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, আমি ভোরে সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করব (ফিরে যাওয়ার জন্য)। এরপর ভোরে সকলে এভাবে প্রস্তুতি নিল। আবূ 'উবাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আপনি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারণকৃত তাকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন? 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ হে আবূ 'উবাইদাহ! যদি তুমি ব্যতীত অন্য কেউ কথাটি বলত! হাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র এক তাকদীর থেকে আল্লাহ্‌র অন্য একটি তাকদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি। তুমি বলত, তোমার কিছু উটকে যদি তুমি এমন কোন উপত্যকায় নিয়ে যাও আর সেখানে আছে, দু'টি মাঠ। তন্মধ্যে একটি হল সবুজ শ্যামল, আর অন্যটি হল শুষ্ক ও ধূসর। এবার বল ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ মাঠে চরাও তাহলে তা আল্লাহ্‌র তাকদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, তাহলে তাও আল্লাহ্‌র তাকদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসলেন। তিনি এতক্ষণ যাবৎ তাঁর কোন প্রয়োজনের কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শোন, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে, আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন, তারপর প্রত্যাবর্তন করলেন।[১]

---

[১] (সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৫৭২৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২২১৯)

٣٣/٣٩. بَابُ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَوْءَ وَلَا غُوْلَ وَلَا يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

৩৯/৩৩. 'আদওয়া, ত্বিয়ারাহ্, হা-মা, সাফার, বৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দানকারী নক্ষত্র, গওল (প্রভৃতি শুভাশুভ লক্ষণ বলতে কিছু) নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির নীরোগ ব্যক্তির নিকট যাওয়া উচিত নয় (এগুলোকে অশুভ লক্ষণ মনে করে)।

١٤٣٥. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ.

১৪৩৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ রোগের কোন সংক্রমণ নেই, সফরের কোন কুলক্ষণ নেই, পেঁচার মধ্যেও কোন কুলক্ষণ নেই। তখন এক বেদুঈন বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহলে আমার উটের এ অবস্থা হয় কেন? সেগুলো যখন চারণ ভূমিতে থাকে তখন সেগুলো যেন মুক্ত হরিণের পাল। এমন অবস্থায় চর্মরোগা উট এসে সেগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এগুলোকেও চর্ম রোগাক্রান্ত করে ফেলে। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তাহ্লে প্রথমটিকে চর্ম রোগাক্রান্ত কে করেছে?[1]

١٤٣٦. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ.

১৪৩৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কেউ যেন কখনও রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে না রাখে।[2]

٣٤/٣٩. بَابُ الطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا يَكُوْنُ فِيْهِ مِنَ الشُّؤْمِ

৩৯/৩৪. তায়েরাহ্, ফাল এবং যাতে অশুভ হয়।

١٤٣٧. **حديث** أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوْا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ.

১৪৩৭. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ (রোগের মধ্যে) কোন সংক্রমণ নেই এবং শুভ-অশুভ নেই আর আমার নিকট 'ফাল' পছন্দনীয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ফাল' কী? তিনি বললেন ঃ উত্তম কথা।[3]

١٤٣٨. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالُوْا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৫৭১৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ২২২০

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৫৭৭১; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ২২২১

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৫৭৭৬; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২২২৪

১৪৩৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, শুভ-অশুভ নির্ণয়ে কোন লাভ নেই, বরং শুভ আলামত গ্রহণ করা ভাল। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ শুভ আলামত কী? তিনি বললেন ঃ ভাল বাক্য, যা তোমাদের কেউ শুনে থাকে।[১]

١٤٣٩. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِيْ ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ.

১৪৩৯. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে ও শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই। অমঙ্গল তিন বস্তুর মধ্যে নারী, ঘর ও জানোয়ার।[২]

١٤٤٠. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ.

১৪৪০. সাহ্ল ইব্নু সা'দ সা'ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যদি কোন কিছুতে অকল্যাণ থেকে থাকে, তবে তা আছে নারী, ঘোড়া ও বাড়িতে।[৩]

٣٧/٣٩. بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

৩৯/৩৭. সাপ ও এ জাতীয় জীব হত্যা করা।

١٤٤١. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا فَنَادَانِيْ أَبُوْ لُبَابَةَ لَا تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ (فَرَآنِيْ أَبُوْ لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ).

১৪৪১. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ)-কে মিম্বারের উপর ভাষণ দানের সময় বলতে শুনেছেন, 'সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে মেরে ফেল ঐ সাপ, যার মাথার উপর দু'টো সাদা রেখা আছে এবং লেজ কাটা সাপ। কারণ এ দু' প্রকারের সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় ও গর্ভপাত ঘটায়।'

'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, একদা আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পিছু ধাওয়া করছিলাম। এমন সময় আবূ লুবাবা (রাঃ) আমাকে ডেকে বললেন, সাপটি মেরো না। তখন আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাপ মারার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এরপরে নাবী (সাঃ) যে সাপ ঘরে বাস করে থাকে যাকে 'আওয়ামির' বলা হয় এমন সাপ মারতে নিষেধ করেছেন।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ৫৭৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২২২৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ৫৭৫৩; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২২২৫

[৩] মুসলিম সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ২৮৫৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২২২৬

অন্য বর্ণনায় আছে। আমাকে দেখেছেন আবূ লুবাবা অথবা যায়দ ইব্নু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)।[১]

١٤٤٢. حديث عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيْهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ اقْتُلُوْهَا قَالَ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا قَالَ فَقَالَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا.

১৪৪২. আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। এক গুহার মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হলো সূরাহ ওয়াল মুরসলাতহ। আমরা তাঁর মুখ থেকে সেটা গ্রহণ করছিলাম। এ সূরাহর তিলাওয়াতে তখনও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ সিক্ত ছিল, হঠাৎ একটি সাপ বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা ওটাকে মেরে ফেল।" 'আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা সেদিকে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সাপটি আমাদের আগে বলে গেল। র্বনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ওটা তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল যেমনি তোমরা এর অনিষ্ট হতে বেঁচে গেলে।[২]

٣٨/٣٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ

৩৯/৩৮. গৃহে বসবাসকারী গিরগিটি মেরে ফেলাই শ্রেয়।

١٤٤٣. حديث أُمِّ شَرِيْكٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ.

১৪৪৩. সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত। উম্মু শারকি (রহ.) তাঁকে খবর দিয়েছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে গিরগিটি বা রক্তচোষা জাতীয় টিকটিকি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩]

١٤٤٤. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

১৪৪৪. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গিরগিটিকে ক্ষতিকর (রক্তচোষা) প্রাণী বলেছেন। কিন্তু একে হত্যা করার আদেশ দিতে আমি তাঁকে শুনিনি।[৪]

٣٩/٣٩. بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

৩৯/৩৯. পিঁপড়া মারা নিষেধ।

١٤٤٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ.

১৪৪৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন একজন নাবীকে একটি পিপীলিকা কামড় দেয়। তিনি পিপীলিকার সমগ্র আবাসটি

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৩২৯৭-৩২৯৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ২২৩৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৯৩১; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ২২৩৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩৩০৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ২২৩৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৮৩১; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ২২২৯

জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ করেন এবং তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ করেন, তোমাকে একটি পিপীলিকা কামড় দিয়েছে আর তুমি আল্লাহ্র তাসবীহকারী একটি জাতিকে জ্বালিয়ে দিয়েছ।[1]

٣٩/٤٠. بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

৩৯/৪০. বিড়াল হত্যা করা নিষিদ্ধ।

١٤٤٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

১৪৪৬. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ারটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মরে যায়। মহিলাটি ঐ কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে বিড়ালটিকে খানা-পিনা কিছুই করাইনি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।[2]

٣٩/٤١. بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

৩৯/৪১. খাওয়া নিষিদ্ধ এমন প্রাণীকে খাদ্য ও পানি খাওয়ানোর বর্ণনা।

١٤٤٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَا خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

১৪৪৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মতো পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তা'আলা তার আমল কবূল করলেন এবং আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই পুণ্য রয়েছে।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৩, হাঃ ৩০১৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ২২১৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৮২; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৪০, হাঃ ২২৪২

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৩৬৩; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৪১, হাঃ ২২৪৪

١٤٤٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.

১৪৪৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন যে, একবার একটি কুকুর এক কূপের চতুর্দিকে ঘুরছিল এবং অত্যন্ত পিপাসার কারণে সে মৃত্যুর কাছে পৌঁছেছিল। তখন বনী ইসরাঈলের ব্যভিচারিণীদের একজন কুকুরটির অবস্থা লক্ষ্য করল এবং তার পায়ের মোজা দিয়ে পানি সংগ্রহ করে কুকুরটিকে পান করল। এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৬৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৪১, হাঃ ২২৪৫

٤٠-كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنْ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا

পর্ব (৪০) ঃ সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি

١/٤٠. بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

৪০/১. যুগকে গালি দেয়া নিষিদ্ধ।

١٤٤٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِيْنِيْ ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

১৪৪৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদাম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যমানাকে গালি দেয়; অথচ আমিই যমানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।[১]

٢/٤٠. بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

৪০/২. আঙ্গুরের নাম কারাম বলা মাকরূহ।

١٤٥٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيَقُوْلُوْنَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ.

১৪৫০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ লোকেরা (আঙ্গুরকে) 'কারম' বলে, কিন্তু আসলে 'কারম' হলো মু'মিনের অন্তর।[২]

٣/٤٠. بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ

৪০/৩. গোলাম, দাসী, মাওলা ও সাইয়েদ ইত্যাদি শব্দের সঠিক ব্যবহার।

١٤٥١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِيْ مَوْلَايَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِيْ أَمَتِيْ وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِيْ وَغُلَامِيْ.

১৪৫১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এমন কথা না বলে "তোমার প্রভুকে আহার করাও" "তোমার প্রভুকে অযু করাও" "তোমার প্রভুকে পান করাও" আর যেন (দাস ও বাঁদীরা) এরূপ বলে, "আমার মনিব", 'আমার অভিভাবক', তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে "আমার দাস, আমার দাসী"। বরং বলবে- 'আমার বালক', 'আমার বালিকা', 'আমার খাদিম'।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর সূরাহ ৪৫ আল জাসিয়াহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৮২৬; মুসলিম, পর্ব ৪০ : সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি, অধ্যায় ১, হাঃ ২২৪৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০২, হাঃ ৬১৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪০ : সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি, অধ্যায় ২, হাঃ ২২৪৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৫৫২; মুসলিম, পর্ব ৪০ : সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি, অধ্যায় ৩, হাঃ ২২৪৯

٤/٤٠. بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الإِنْسَانِ خَبُثَتْ نَفْسِيْ

৪০/৪. কোন মানুষের এ কথা বলা মাকরূহ– আমার আত্মা বিনষ্ট হয়ে গেছে।

١٤٥٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ.

১৪৫২. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সাবধান! তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে যে, আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে। তবে এ কথা বলতে পারে যে, আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে।[১]

١٤٥٣. حديث سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ.

১৪৫৩. সাহল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সাবধান! তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে, আমার আত্মা 'খবীস' হয়ে গেছে। বরং সে বলবে ঃ আমার আত্মা কলুষিত হয়েছে।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০০, হাঃ ৬১৭৯; মুসলিম, পর্ব ৪০ : সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি, অধ্যায় ৪০, হাঃ ২২৫০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০০, হাঃ ৬১৮০; মুসলিম, পর্ব ৪০ : সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি, অধ্যায় ৪, হাঃ ২২৫১

٤١- كِتَابُ الشِّعْرِ

পর্ব (৪১) ঃ কবিতা

١٤٥٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ.

১৪৫৪. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবিরা যে সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে কবি লাবীদ-এর কথাটাই সবচেয়ে অধিক সত্য কথা। (তিনি বলেছেন) শোন! আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই বাতিল। তিনি আরও বলেছেন, কবি উমাইয়াহ ইবনু সাল্ত ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল।[১]

١٤٥٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

১৪৫৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির পেট কবিতা দিয়ে ভর্তি হওয়ার চেয়ে এমন পুঁজে ভর্তি হওয়া উত্তম, যা তোমাদের পেটকে ধ্বংস করে ফেলে।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯০, হাঃ ৬১৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪১ : কবিতা, অধ্যায় হাঃ ২২৫৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯২, হাঃ ৬১৫৫; মুসলিম, পর্ব ৪১ : কবিতা, অধ্যায় হাঃ ২২৫৭

٤٢- كِتَابُ الرُّؤْيَا

পর্ব (৪২) ঃ স্বপ্ন

١٤٥٦. **حديث** أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

১৪৫৬. আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, আর মন্দ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্ন দেখে যা তার কাছে খারাপ মনে হয়, তা হলে সে যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে যেন তিনবার থুথু ফেলে এবং এর অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়। কেননা, তা হলে এ তার কোন ক্ষতি করবে না।[১]

١٤٥٧. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

১৪৫৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হয়ে যাবে তখন মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই অবাস্তবায়িত থাকবে। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।[২]

١٤٥٨. **حديث** عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

১৪৫৮. 'উবাদাহ ইব্‌নু সামিত (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।[৩]

١٤٥٩. **حديث** أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

১৪৫৯. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।[৪]

١٤٦٠. **حديث** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

১৪৬০. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৫৭৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় হাঃ ২২৬১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৭০১৭; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় হাঃ ২২৬৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৬৯৮৭; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় হাঃ ২২৬৪

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৬৯৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় হাঃ ২২৬৪

٤٢/١. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ

৪২/১. নাবী (ﷺ)-এর বাণী ঃ যে স্বপ্নে আমাকে দেখল সে প্রকৃতপক্ষেই আমাকে দেখল।

١٤٦١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ.

১৪৬১. আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অচিরেই জাগ্রতাবস্থায়ও আমাকে দেখবে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[২]

٤٢/٣. بَابُ فِيْ تَأْوِيْلِ الرُّؤْيَا

৪২/৩. স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

١٤٦٢. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِّيْ فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اعْبُرْهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا الَّذِيْ يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْاٰنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِيْ أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيْكَ اللهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُوْ بِهِ فَأَخْبِرْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّيْ بِالَّذِيْ أَخْطَأْتُ قَالَ لَا تُقْسِمْ.

১৪৬২. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, আমি গত রাতে স্বপ্নে একখণ্ড মেঘ দেখতে পেলাম, যা থেকে ঘি ও মধু ঝরছে। আমি লোকদেরকে দেখলাম তারা তা থেকে তুলে নিচ্ছে। কেউ অধিক পরিমাণ আবার কেউ কম পরিমাণ। আর দেখলাম, একটা রশি যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত মিলে রয়েছে। আমি দেখলাম আপনি তা ধরে উপরে চড়ছেন। তারপর অপর এক ব্যক্তি তা ধরল ও এর সাহায্যে উপরে উঠে গেল। এরপর আরেক জন তা ধরে এর দ্বারা উপরে উঠে গেল। এরপর আরেকজন তা ধরল। কিন্তু তা ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। তখন আবূ বাক্র (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! আল্লাহ্‌র কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার সুযোগ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৬৯৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় হাঃ ২২৬৩

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৬৯৯৩; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ১, হাঃ ২২৬৬

দিবেন। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তুমি এর ব্যাখ্যা প্রদান কর। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, মেঘের ব্যাখ্যা হল ইসলাম। আর তার থেকে যে ঘি ও মধু ঝরছে তা হল কুরআন যার সুমিষ্টতা ঝরছে। কুরআন থেকে কেউ অধিক আহরণ করছে, আর কেউ কম। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিটি হচ্ছে ঐ হক (মহা সত্য) যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা ধরবেন, আর আল্লাহ্ আপনাকে উচ্চে আরোহণ করাবেন। আপনার পরে আরেকজন তা ধরবে। ফলে এর দ্বারা সে উচ্চে আরোহণ করবে। অতঃপর আরেকজন তা ধরে এর মাধ্যমে সে উচ্চে আরোহণ করবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে। কিন্তু তা ছিঁড়ে যাবে। পুনরায় তা জোড়া লেগে যাবে, ফলে সে এর দ্বারা উচ্চে আরোহণ করবে। হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমাকে বলুন, আমি ঠিক বলেছি, না ভুল? নাবী (ﷺ) বললেন ঃ কিছু তো ঠিক বলেছ। আর কিছু ভুল বলেছ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিবেন যা আমি ভুল করেছি। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ কসম দিও না।[১]

٤/٤٢. بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ

৪২/৪. নাবী (ﷺ)-এর স্বপ্ন।

١٤٦٣. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا.

১৪৬৩. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। নাবী (ﷺ) বলেন ঃ আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। আমার নিকট দু' ব্যক্তি এলেন। একজন অপরজন হতে বয়সে বড়। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিসওয়াক দিতে গেলে আমাকে বলা হলো, 'বড়কে দাও'। তখন আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে দিলাম।[২]

١٤٦٤. حديث أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ.

১৪৬৪. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি মাক্কাহ হতে হিজরাত করে এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে বহু খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, এ স্থানটি ইয়ামামা অথবা হাযর হবে। স্থানটি মাদীনাহ ছিল। যার পূর্বনাম ইয়াস্‌রিব। স্বপ্নে আমি আরো দেখতে পেলাম যে আমি একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার অগ্রাংশ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৭০৪৬; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ৩, হাঃ ২২৬৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ২৪৬; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ৪, হাঃ ২২৭১

ভেঙ্গে গেল। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের যে বিপদ ঘটেছিল এটা তা-ই। অতঃপর দ্বিতীয় বার তলোয়ারটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম তখন সেটি আগের চেয়েও আরো উত্তম হয়ে গেল। এটা হল যে, আল্লাহ্ মুসলিমগণকে বিজয়ী ও একত্রিত করে দিবেন। আমি স্বপ্নে আরো দেখতে পেলাম একটি গরু এবং শুনতে পেলাম আল্লাহ্ যা করেন সবই ভাল। এটাই হল উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের শাহাদাত বরণ। আর খায়ের হল- আল্লাহ্র পক্ষ হতে ঐ সকল কল্যাণই কল্যাণ এবং সত্যবাদিতার পুরস্কার যা আল্লাহ্ আমাদেরকে বাদ্‌র দিবসের পর দান করেছেন।[১]

١٤٦٥. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُوْلُ إِنْ جَعَلَ لِيْ مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِيْ بَشَرٍ كَثِيْرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيْدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِيْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِيْ هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيْكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ وَإِنِّيْ لَأَرَاكَ الَّذِيْ أُرِيْتُ فِيْهِ مَا رَأَيْتُ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيْبُكَ عَنِّيْ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّكَ أُرَى الَّذِيْ أُرِيْتُ فِيْهِ مَا أَرَيْتُ.

১৪৬৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর যুগে একবার মিথ্যুক মুসাইলামাহ (মাদীনায়) এসেছিল। সে বলতে লাগল, মুহাম্মাদ (ﷺ) যদি আমাকে তাঁর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান তাহলে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাব। সে তার গোত্রের বহু লোকজনসহ এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাবিত ইবনু কাইস ইবনু সাম্মাসকে সঙ্গে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। মুসাইলামাহ তার সঙ্গী-সাথীদের মাঝে ছিল, এই অবস্থায় তিনি তার কাছে পৌঁছলেন। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার কাছে এ ডালটিও চাও তবে তাও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশ কক্ষনো লঙ্ঘিত হবে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমনটি আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দেবে। এরপর তিনি তার নিকট হতে চলে আসলেন।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উক্তি "আমি তোমাকে তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমন আমাকে দেখানো হয়েছিল"–এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।[২]

١٤٦٦. فَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَّنِيْ شَأْنُهُمَا فَأُوْحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِيْ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

১৪৬৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) আমাকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমার দু'হাতে স্বর্ণের দু'টি কঙ্কন। কঙ্কন দু'টি আমাকে চিন্তিত

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬২২; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ৪, হাঃ ২২৭২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭২, হাঃ ৪৩৭৩-৪৩৭৪; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ৪, হাঃ ২২৭৩

করল। তখন ঘুমের মধ্যেই আমার প্রতি ওয়াহী করা হল, কাকন দু'টিতে ফুঁ দাও। আমি সে দু'টিতে ফুঁ দিলে তা উড়ে গেল। আমি এর ব্যাখ্যা করেছি দু'জন মিথ্যাচারী (নাবী) যারা আমার পরে বের হবে। তাদের একজন 'আনসী, অন্যজন মুসাইলামাহ।[১]

١٤٦٧. حديث سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟

قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِيْ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلَى.

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللهِ مَا هٰذَانِ؟

قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ.

قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ.

قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلَى.

قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هٰذَانِ؟

قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّوْرِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ.

قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا.

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ؟

قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭২, হাঃ ৪৩৭৪; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ৪, হাঃ ২২৭৩

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَانِ قَالَ قَالَا لِيْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَا قَالَ قَالَا لِيْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيْعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُوْلًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَا مَا هٰؤُلَاءِ قَالَ قَالَا لِيْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ قَالَا لِيْ ارْقَ فِيْهَا.

قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَ قَالَا لَهُمْ اذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِيْ ذٰلِكَ النَّهَرِ قَالَ وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِيْ كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ.

قَالَ قَالَا لِيْ هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَسَمَا بَصَرِيْ صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ قَالَا لِيْ هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ.

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللهُ فِيْكُمَا ذَرَانِيْ فَأَدْخُلَهُ قَالَا أَمَّا الْآنَ فَلَا وَأَنْتَ دَاخِلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هٰذَا الَّذِيْ رَأَيْتُ قَالَ قَالَا لِيْ أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ فِيْ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيْ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْآةِ الَّذِيْ عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِيْ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ ﷺ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيْحًا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ.

১৪৬৭. সামুরাহ ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? রাবী বলেন, যাদের বেলায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, তারা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে আমাদেরকে

বললেন ঃ গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক আসল। তারা আমাকে উঠাল। আর আমাকে বলল, চলুন। আমি তাদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। আমরা কাত হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর নিচে গিয়ে পতিত হচ্ছে। এরপর আবার সে পাথরটি অনুসরণ করে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা পূর্বের মত পুনরায় ভাল হয়ে যায়। ফিরে এসে আবার অনুরূপ আচরণ করে, যা পূর্বে প্রথমবার করেছিল।

তিনি বলেন, আমি তাদের (সাথীদ্বয়কে) বললাম, সুবহান্নাল্লাহ্! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম, এরপর আমরা চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে নাসারন্ধ্র,চোখ ও মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। আওফ (রহ.) বলেন, আবূ রাজা (রহ.) কোন কোন সময় 'ইয়াযুশারশিরু' মব্দের পরিবর্তে 'ইয়াশুক্কু' শব্দ বলতেন। এরপর ঐ লোকটি শায়িত ব্যক্তির অপরদিকে যায় এবং প্রথম দিকের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপরদিকের সঙ্গেও করে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি পূর্বের মত ভাল হয়ে যায়। তারপর আবার প্রথমবারের মত আচরণ করে। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! এরা কারা? তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং চুলা সদৃশ একটি গর্তের কাছে পৌছলাম। রাবী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বলেছিলেন, আর তথায় শোরগোলের শব্দ ছিল। তিনি বলেন, আমরা তাতে উঁকি মারলাম, দেখলাম তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। আর নিচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং একটা নদীর (তীরে) গিয়ে পৌছলাম। রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, এই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকাটা ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সে ব্যক্তির কাছে এসে পৌছে, যে নিজের নিকট পাথর একত্রিত করে রেখেছে। তথায় এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে; আবার তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং এমন একজন কুশ্রী ব্যক্তির কাছে এসে পৌছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্রী বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ লোকটি কে? তারা বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং একটা সজীব শ্যামল বাগানে উপনীত হলাম, যেখানে বসন্তের হরেক রকম ফুলের কলি রয়েছে। আর বাগানের মাঝে আসমানের থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চতুস্পার্শ্বে

এত বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত অধিক আর কখনো আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, উনি কে? এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং একটা বিরাট বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। এমন বড় এবং সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখিনি। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এর ওপরে চড়ুন। আমরা ওপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে আমরা উপনীত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল, আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন তথায় আমাদের সঙ্গে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করল যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দর মনে হয়। আর শরীরের অর্ধেক এমনই কুশ্রী ছিল। যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্রী মনে হয়। তিনি বলেন, সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়। আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী, যার পানি ছিল দুধের মত সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর এরা আমাদের কাছে ফিরে এল, দেখা গেল তাদের এ কুশ্রীতা দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা জান্নাতে আদন এবং এটা আপনার বাসস্থান। তিনি বলেন, আমি বেশ উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম ধবধবে সাদা মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা আপনার বাসগৃহ। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে বরকত দিন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এতে প্রবেশ করি। তারা বলল, আপনি অবশ্য এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়। তিনি বলেন, আমি এ রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী? তারা আমাকে বলল, আচ্ছা! আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তি যার কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফার্‌য সলাত ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে। আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখেছেন যে, তার মুখের এক ভাগ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ঐ ব্যক্তি, যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন কোন মিথ্যা বলে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে তারা হল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। আর ঐ ব্যক্তি, যার কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে সে হল সুদখোর। আর ঐ কুশ্রী ব্যক্তি, যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর সে এর চতুষ্পার্শ্বে দৌড়াচ্ছিল, সে হল জাহান্নামের দারোগা, মালিক ফেরেশ্‌তা। আর এ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন, ইবরাহীম (ﷺ)। আর তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু, যারা ফিত্‌রাত (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন ঃ মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও। আর ঐসব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুশ্রী তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[1]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৭০৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ৪, হাঃ ২২৭৫

٤٣- كِتَابُ الْفَضَائِلِ

পর্ব (৪৩) ঃ ফাযায়েল

٣/٤٣. بَابٌ فِيْ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৩/৩. নাবী (ﷺ)-এর মু'জিযাসমূহ।

١٤٦٨. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوْا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوْا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ.

১৪৬৮. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে দেখলাম, তখন আসরের সলাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। আর লোকজন উযূর পানি খুঁজতে লাগল কিন্তু পেল না। তারপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু পানি আনা হল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সে পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকজনকে তা থেকে উযূ করতে বললেন। আনাস (রাঃ) বলেন, সে সময় আমি দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি উপচে পড়ছে। এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তার দ্বারা উযূ করল।[১]

١٤٦٩. حديث أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِيْ حَدِيْقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ اخْرُصُوْا وَخَرَصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِيْ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوْكَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَلَا يَقُوْمَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَ حَدِيْقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيْ فَلْيَتَعَجَّلْ.

فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ هٰذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْأَنْصَارِ قَالُوْا بَلَى قَالَ دُوْرُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِيْ سَاعِدَةَ أَوْ دُوْرُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ يَعْنِيْ خَيْرًا.

فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبَا أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ الْأَنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِيْرًا فَأَدْرَكَ سَعْدٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ خُيِّرَ دُوْرُ الْأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا اٰخِرًا فَقَالَ أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْخِيَارِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩২, হাঃ ১৬৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩, হাঃ ২২৭৯

১৪৬৯. আবূ হুমায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ) এর সাথে তাবূকের যুদ্ধে শরীক হয়েছি। যখন তিনি ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন এক মহিলা তার নিজের বাগানে উপস্থিত ছিল। নাবী (ﷺ) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা এই বাগানের ফলগুলোর পরিমাণ আন্দাজ কর। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজে দশ ওয়াসাক পরিমাণ আন্দাজ করলেন। অতঃপর মহিলাকে বললেন ঃ উৎপন্ন ফলের হিসাব রেখো। আমরা তাবূক পৌঁছলে, তিনি বললেন ঃ সাবধান! আজ রাতে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হবে। কাজেই কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং প্রত্যেকেই যেন তার উট বেঁধে রাখে। তখন আমরা নিজ নিজ উট বেঁধে নিলাম। প্রবল ঝড় হতে লাগল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলে ঝড় তাকে ত্বাই নামক পর্বতে নিক্ষেপ করল। আয়লা নগরীর শাসনকর্তা নাবী (ﷺ) এর জন্য একটি সাদা খচ্চর ও চাদর হাদিয়া দিলেন। আর নাবী (ﷺ) তাকে সেখানকার শাসনকর্তারূপে বহাল থাকার লিখিত নির্দেশ দিলেন। (ফেরার পথে) ওয়াদিল কুরা পৌঁছে সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার বাগানে কী পরিমাণ ফল হয়েছে? মহিলা বলল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর অনুমিত পরিমাণ দশ ওয়াসাকই হয়েছে। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ আমি দ্রুত মাদীনায় পৌঁছতে ইচ্ছুক। তোমাদের কেউ আমার সাথে দ্রুত যেতে চাইলে দ্রুত কর।

অতঃপর যখন তিনি মাদীনা দেখতে পেলেন তখন বলরেন ঃ এটা ত্বাবাহ (মাদীনার অপর নাম)। এরপর যখন তিনি উহুদ পর্বত দেখতে পেলেন তখন বললেন ঃ এই পর্বত আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। আনসারদের সর্বোত্তম গোত্রটি সম্পর্কে আমি তোমাদের খবর দিব কি? তারা বললেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ বনূ নাজ্জার গোত্র, অতঃপর বনূ 'আবদুল আশহাল গোত্র, এরপর বনূ সা'য়ীদা গোত্র অথবা বনূ হারিস ইবনু খাযরাজ গোত্র। আনসারদের সকল গোত্রেই কল্যাণ রয়েছে।

[আবূ হুমায়দ বলেন (রহ.) বলেন,] আমরা সা'দ ইবনু 'উবাদাহ-এর নিকট গেলাম। তখন আবূ উসায়দ (রাঃ) বললেন, আপনি কি শোনেননি যে, নাবী (ﷺ) আনসারদের পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সকরের শেষ পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন। তা শুনে সা'দ (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আনসার গোত্রগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সকলের শেষ স্তরে স্থান দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমরাও শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ?[১]

٤/٤٣. بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَعِصْمَةِ اللهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ

৪৩/৪. আল্লাহ তা'আলার উপর তাঁর ভরসা এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তা'আলার তাঁকে হিফাযাত করণ।

١٤٧٠. **حديث** جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّوْنَ وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ১৪৮১ ও পর্ব ৬৩ : অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৭৯১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩, হাঃ নং ১৩৯২

إِذْ دَعَانَا رَسُوْلُ اللهِ ر فَجِئْنَا فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَتَانِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِيْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِيْ مُخْتَرِطٌ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هٰذَا قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

১৪৭০. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে যোগদান করেছি। কাঁটা গাছে ভরা উপত্যকায় প্রচণ্ড গরম লাগলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি গাছের নিচে অবতরণ করে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং তরবারিখানা লটকিয়ে রাখেন। সাহাবীগণ সকলেই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম, এক গ্রাম্য আরব তাঁর সামনে বসে আছে। তিনি বললেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারিখানা নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। এতে আমি জেগে গিয়ে দেখলাম, সে খোলা তরবারি হাতে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, এখন তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এতে সে তরবারিখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে পড়ে। এ-ই সেই লোক। বর্ণনাকারী জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে কোন শাস্তি দিলেন না।[1]

٥/٤٣. بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ

৪৩/৫. "হিদায়াত ও ইল্ম" যা নিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠানো হয়েছে তার দৃষ্টান্তের বর্ণনা।

١٤٧١. **حديث** أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ : قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتْ الْمَاءَ.

১৪৭১. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও 'ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল যমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি রয়েছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল ; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৪১৩৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪, হাঃ ৮৪৩

এবং অপরকে শিখায়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত- যে সে দিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহ্‌র যে হিদায়ত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ তিনি হলেন এমন ভূমির মত যার উপর কমই পানি জমে থাকে।[১]

٦/٤٣. بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِيْ تَحْذِيْرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

৪৩/৬. উম্মাতের উপর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দয়ার্দ্রতা ও যা তাদের ক্ষতি সাধন করবে তা থেকে স্পষ্ট সতর্কীকরণ।

١٤٧٢. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِيْ تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيْهَا فَأَنَا اٰخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُوْنَ فِيْهَا.

১৪৭২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো আর যখন তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল, তখন পতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পড়ে, তারা তাতে পড়তে লাগলো। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য টানতে লাগলো। কিন্তু তারা আগুনে পুড়ে মরলো। তদ্রূপ আমি তোমাদের কোমর ধরে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি অথচ তারা তাতেই প্রবেশ করছে।[২]

٧/٤٣. بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ﷺ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

৪৩/৭. তাঁর (ﷺ) সর্বশেষ নাবী হওয়ার বর্ণনা।

١٤٧٣. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ.

১৪৭৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন একটি গৃহ নির্মাণ করল, তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক পাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন? নাবী (ﷺ) বলেন, আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নাবী।[৩]

١٤٧٤. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ২০, হাঃ ৭৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৫, হাঃ ২২৮২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৬৪৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৬, হাঃ ২২৮৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৩৫৩৫; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৭, হাঃ ২২৮৬

১৪৭৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন আমার ও অন্যান্য নাবীগণের অবস্থা এমন, যেন কেউ একটি গৃহ নির্মাণ করলো আর একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে নির্মাণ কাজ শেষ করে গৃহটিকে সুসজ্জিত করে নিল। জনগণ মুগ্ধ হল এবং তারা বলাবলি করতে লাগল, যদি একটি ইটের জায়গাটুকু খালি রাখা না হত।[1]

٩/٤٣. بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا ﷺ وَصِفَاتِهِ

৪৩/৯. নাবী (ﷺ)-এর জন্য "হাওজ" এর প্রমাণ ও তার বৈশিষ্ট্য।

١٤٧٥. حديث جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

১৪৭৫. জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌঁছব।[2]

١٤٧٦. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ.

১৪৭৬. সাহ্ল ইব্নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌঁছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়া হবে।[3]

١٤٧٧. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَزِيْدُ فِيْهَا فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ.

১৪৭৭. আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাঃ) এর নিকট হতে এতটুকু অধিক বর্ণিত। [নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ] আমি তখন বলব যে এরা তো আমারই উম্মাত। তখন বলা হবে, তুমি তো জান না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে। রাসূল (ﷺ) বলেন তখন আমি বলব, দূর হও! আমার পরে যারা দীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছ তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে দূর হও।[4]

١٤٧٨. حديث عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْضِيْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

১৪৭৮. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আমার হাউয (হাউয কাউসার) এক মাসের দূরত্ব সমান (বড়) হবে। তার পানি দুধের চেয়ে শুভ্র, তার

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৩৫৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৭, হাঃ ২২৮৭
[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২২৮৯
[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২২৯১
[4] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৮৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২২৯০, ২২৯১

ঘ্রাণ মিশ্‌ক-এর চেয়ে সুগন্ধযুক্ত এবং তার পানপাত্রগুলি হবে আকাশের তারকার মত অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।[১]

١٤٧٩. حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُوْنِي فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ وَاللهِ مَا بَرِحُوْا يَرْجِعُوْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنِنَا.

১৪৭৯. আসমা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আমি হাউযের ধারে থাকব। তোমাদের মাঝ থেকে যারা আমার কাছে আসবে আমি তাদেরকে দেখতে পাব। কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার লোক, এরা আমার উম্মাত। তখন বলা হবে, তুমি কি জান তোমার পরে এরা কী সব করেছে? আল্লাহ্‌র কসম! এরা দীন থেকে সর্বদাই পশ্চাদমুখী হয়েছিল। তখন ইব্‌নু আবূ মুলায়কা বললেন, হে আল্লাহ্! দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে অথবা দীনের ব্যাপারে ফিত্‌নায় পতিত হওয়া থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই।[২]

١٤٨٠. حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هٰذَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوْهَا.

১৪৮০. 'উকবাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আট বছর পর নাবী (ﷺ) উহুদের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে) এমনভবে দু'আ করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দু'আ করেন। তারপর তিনি (ফিরে এসে) মিম্বারে উঠে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রে প্রেরিত এবং আমিই তোমাদের সাক্ষীদাতা। এরপর হাউযে কাউসারের ধারে তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে। আমার এ স্থান থেকেই আমি হাউযে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শির্‌কে জড়িয়ে যাবে আমি এ ভয় করি না। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমরা দুনিয়ায় সুখ-শান্তি লাভে প্রতিযোগিতা করবে।[৩]

١٤٨١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِي رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُوْنِي فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ.

১৪৮১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউয-এর কাছে গিয়ে পৌঁছব। আর (ঐ সময়) তোমাদের কতিপয় লোককে নিঃসন্দেহে আমার সামনে উঠানো হবে। আবার আমার সামনে থেকে তাদেরকে পৃথক করে নেয়া হবে। তখন আমি আরয করব, প্রভু হে! এরা তো আমার উম্মাত; তখন বলা হবে, তোমার পরে এরা কী কীর্তি করেছে তাতো তুমি জান না।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৭৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৯৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২২৯৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৪০৪২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২২৯৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৭৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২২৯৭

١٤٨٢. حديث حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَصَنْعَاءَ.

১৪৮২. হারিসাহ ইব্‌নু ওয়াহ্‌ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে হাউযে কাউসারের আলোচনা করতে শুনেছি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ হাউযে কাউসার মাদীনাহ এবং সান'আ নামক স্থানের মধ্যকার দূরত্বের মতো।[১]

١٤٨٣. حديث فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْأَوَانِيْ قَالَ لَا قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ تُرَى فِيْهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ.

১৪৮৩. তখন মুসতাওরিদ তাঁকে বললেন যে, 'আল আওয়ানী' যে বলেছেন তা কি তুমি শুননি? তিনি বললেন, না। মুসতাওরিদ বললেন, এর পাত্রগুলো তারকারাজির মত পরিলক্ষিত হবে।[২]

١٤٨٤. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ.

১৪৮৪. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের সামনে আমার হাউয এর দূরত্ব হবে এতটুকু যতটুকু দূরত্ব জারবা ও আযরুহ্ নামক স্থানদ্বয়ের মাঝে।[৩]

١٤٨٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَذُوْدَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِيْ كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ.

১৪৮৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি নিশ্চয়ই (কিয়ামাতের দিন) আমার হাউয (কাউসার) হতে কিছু লোকদেরকে এমনভাবে তাড়াব, যেমন অপরিচিত উট হাউয হতে তাড়ানো হয়।[৪]

١٤٨٦. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِيْ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيْهِ مِنَ الْأَبَارِيْقِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ.

১৪৮৬. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আমার হাউযের পরিমাণ হল ইয়ামানের আয়লা ও সান'আ নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান আর তার পানপাত্র সমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যাতুল্য।[৫]

١٤٨٧. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوْا دُوْنِيْ فَأَقُوْلُ أُصَيْحَابِيْ فَيَقُوْلُ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ.

১৪৮৭. আনাস (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার সামনে আমার উম্মাতের কতিপয় লোক হাউযের কাছে আসবে। তাদেরকে আমি চিনে নিব। আমার সামনে থেকে

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৯১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২২৯৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৯২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২২৯৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৭৭; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২২৯৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৩৬৭; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৩০২

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৮০; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৩০৩

তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা আমার উম্মাত। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে এরা কী সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে।[১]

١٠/٤٣. بَابُ فِيْ قِتَالِ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ

৪৩/১০. উহূদের যুদ্ধে নাবী (ﷺ)-এর পক্ষে জিব্‌রীল ও মীকাঈল (ﷺ)-এর যুদ্ধ করার বর্ণনা।

١٤٨٨. حَدِيْثُ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

১৪৮৮. সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে আমি আরো দু' ব্যক্তিকে দেখলাম, যারা সাদা পোশাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষে তুমুল যুদ্ধ করছে। আমি তাদেরকে আগেও দেখিনি আর পরেও দেখিনি।[২]

١١/٤٣. بَابُ فِيْ شَجَاعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَقَدُّمِهِ لِلْحَرْبِ

৪৩/১১. নাবী (ﷺ)-এর বীরত্ব ও যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালনের বর্ণনা।

١٤٨٩. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ وَفِيْ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌ.

১৪৮৯. আনাস (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সকল লোকের চেয়ে সুশ্রী ও সাহসী ছিলেন। এক রাতে মাদীনাহর লোকেরা ভীত হয়ে শব্দের দিকে বের হলো। তখন নাবী (ﷺ) তাঁদের সামনে এলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি শব্দের কারণ অন্বেষণ করে ফেলেছেন। তিনি আবূ ত্বলহার জিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিলেন এবং তাঁর কাঁধে তরবারী ছিল। তিনি বলছিলেন, তোমরা ভীত হয়ো না। অতঃপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত গতিশীল পেয়েছি, অথবা তিনি বললেন, এটি সমুদ্র।[৩]

١٢/٤٣. بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ

৪৩/১২. নাবী (ﷺ) রহমতের বায়ু অপেক্ষা মানুষদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন।

١٤٩٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৬৫৮২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৩০৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৪০৫৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৩০৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৮২, হাঃ ২৯০৮; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১১, হাঃ ২৩০৭

১৪৯০. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রামাযানে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল (ﷺ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রামাযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (ﷺ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রহমতের বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।[১]

١٣/٤٣. بَابُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا

৪৩/১৩. রাসূল (ﷺ) ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

١٤٩١. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ر عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِيْ أُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ.

১৪৯১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত নাবী (ﷺ)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমার প্রতি উঃ শব্দ বলেননি। এ কথা জিজ্ঞেস করেননি, তুমি এ কাজ কেন করলে এবং কেন করলে না?[২]

١٤٩٢. حديث أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَخَذَ أَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَوَاللهِ مَا قَالَ لِيْ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا.

১৪৯২. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মাদীনায় আগমন করলেন, তখন আবূ ত্বল্‌হা (রাঃ) আমার হাতে ধরে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আনাস একজন হুঁশিয়ার ছেলে। সে যেন আপনার খেদমত করে। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি মুকীম এবং সফরকালে তাঁর খেদমত করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! যে কাজ আমি করে নিয়েছি এর জন্য তিনি আমাকে কোন দিন এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করেছ? আর যে কাজ আমি করিনি এর জন্যও এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করনি?[৩]

١٤/٤٣. بَابُ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا وَكَثْرَةُ عَطَائِهِ

৪৩/১৪. রাসূল (ﷺ)-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনও 'না' বলেননি এবং তাঁর অত্যধিক দানের বর্ণনা।

١٤٩٣. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا.

১৪৯৩. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট এমন কোন জিনিসই চাওয়া হয়নি, যার উত্তরে তিনি 'না' বলেছেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১২, হাঃ ৩২০৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৬০৩৮; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৩০৯.

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৬৯১১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৩০৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৬০৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৩১১

١٤٩٤. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا.

১৪৯৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছিলেন, যদি বাহরাইনের মাল এসে যায় তাহলে আমি তোমাকে এতো এতো দিব। কিন্তু নাবী (ﷺ)-এর ওফাত পর্যন্ত বাহরাইনের মাল এসে পৌঁছায়নি। পরে যখন বাহরাইনের মাল পৌঁছল, আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর আদেশে ঘোষণা করা হল, নাবী (ﷺ)-এর নিকট যার অনুকূলে কোন প্রতিশ্রুতি বা ঋণ রয়েছে সে যেন আমার নিকট আসে। আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, নাবী (ﷺ) আমাকে এতো এতো দিবেন বলেছিলেন। তখন আবূ বাক্‌র (রাঃ) আমাকে এক অঞ্জলি ভরে দিলেন, আমি তা গণনা করলাম এতে পাঁচশ' ছিল। তারপর তিনি বললেন, এর দ্বিগুণ নিয়ে যাও।[১]

١٥/٤٣. بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذَلِكَ

৪৩/১৫. রাসূল (ﷺ)-এর শিশু ও অনাথদের প্রতি অত্যধিক দয়া এবং তাঁর বিনয় ও অন্যান্য সদ্‌ গুণাবলী।

١٤٩٥. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﷺ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ ﷺ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.

১৪৯৫. 'আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে আবূ সায়ফ্‌ কর্মকারের নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন (নাবী-তনয়) ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে-মুখে লাগালেন। অতঃপর (আরেক বার) আমরা তার (আবূ সায়ফ্‌-এর) বাড়িতে গেলাম। তখন ইব্‌রাহীম (আঃ) মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর উভয় চক্ষু হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন 'আবদুর রহমান ইব্‌নু 'আওফ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আর আপনিও? (ক্রন্দন করছেন?) তখন তিনি বললেন ঃ অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন।[২] আর হে ইব্‌রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৯ : যামিন হওয়া, অধ্যায় ৩, হাঃ ২২৯৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৩১৪

[২] হাদীসটি হতে বিপদে অশ্রু ঝরানো আর মহান আল্লাহর নাফরমানী প্রকাশক শব্দাবলী বাদ দিয়ে মুখে শোক প্রকাশ করার অনুমতি পাওয়া যায়, পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর নাফরমানী হয় কিংবা তাক্বদীরের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশক শব্দাবলী পরিত্যাগ করার তাকীদ দেয়া হয়।

١٤٩٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

১৪৯৬. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নাবী (ﷺ) এর কাছে এসে বললো– আপনারা শিশুদের চুম্বন করে থাকেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে রহমত উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তোমার উপর (তা ফিরিয়ে দেয়ার) অধিকার রাখি?[২]

١٤٩٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

১৪৯৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার হাসান ইবনু 'আলীকে চুম্বন করেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আক্‌রা' ইবনু হাবিস তামীমী (রাঃ) বসা ছিলেন। আক্‌রা' ইবনু হাবিস (রাঃ) বললেন ঃ আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দিকে তাকালেন, তারপর বললেন ঃ যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।[৩]

١٤٩٨حَدِيْثُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

১৪৯৮. জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, (স্রষ্টার পক্ষ থেকে) তার প্রতি দয়া করা হবে না।[৪]

١٦/٤٣. بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ ﷺ

৪৩/১৬. নাবী (ﷺ) ছিলেন অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের।

١٤٩٩. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا.

১৪৯৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) গৃহবাসিনী পর্দানশীন কুমারীদের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন।[৫]

١٥٠٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا.

---

[১] এ ধরনের বাকরীতি বিভিন্ন ভাষায় বিদ্যমান আছে। সুতরাং আরবীতে তো' থাকবেই। বিধায় মৃত ব্যক্তিকে সংশোধন করার দলীল হিসাবে নাবী (ﷺ) এর বাণীটি ব্যবহার করার কোনই অবকাশ নেই।
সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ১৩০৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৩১৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৫৯৯৮; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৩১৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৫৯৯৭; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৩১৮

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৬০১৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৩১৯

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৫৬২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৩২০

১৫০০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) অশ্লীল ভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম।[১]

٤٣/١٨. بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلنِّسَاءِ وَأَمْرِ السَّوَّاقِ مَطَايَاهُنَّ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ

৪৩/১৮. নাবী (ﷺ)-এর নারীদের প্রতি করুণা এবং উটের আরোহী মহিলা হলে উট চালককে ধীরে উট চালনার জন্য নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশ দান।

١٥٠١. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُوْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيْرِ.

১৫০১. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এক সফরে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে তখন আনজাশাহ নামের এক কালো গোলাম ছিল। সে পুঁথি গাইছিল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন ঃ ওহে আনজাশাহ! তোমার সর্বনাশ। তুমি উটটিকে কাঁচপাত্র সদৃশ সওয়ারীদের নিয়ে ধীরে চালাও।[২]

٤٣/٢٠. بَابُ مُبَاعَدَتِهِ ﷺ لِلْآثَامِ وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ وَانْتِقَامِهِ لِلّٰهِ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ

৪৩/২০. নাবী (ﷺ)-এর পাপকর্ম থেকে দূরে থাকা, বৈধ কাজের মধ্যে সহজটিকে গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রতিশোধ নেয়া যখন তাঁর (আল্লাহ্‌র) হুকুমের অমর্যাদা করা হয়।

١٥٠٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ بِهَا.

১৫০২. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-কে যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হত, তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহ না হত। গুনাহ হতে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করতেন। নাবী (ﷺ) নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহ্‌র সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিশোধ নিতেন।[৩]

٤٣/٢١. بَابُ طِيْبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِيْنِ مَسِّهِ وَالتَّبَرُّكِ بِمَسْحِهِ

৪৩/২১. নাবী (ﷺ)-এর সুঘ্রাণ, তাঁর কোমলতা ও তাঁর স্পর্শের কল্যাণময়তা।

١٥٠٣. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيْرًا وَلَا دِيْبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ رِيْحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ ﷺ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ :অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৫৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৩২১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ৬১৬১; মুসলিম, পর্ব পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৩২৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৫৬০; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২০, হাঃ ২৩২৭

১৫০৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর হাতের তালুর চেয়ে মোলায়েম কোন নরম ও গরদকেও আমি স্পর্শ করি নি। আর নাবী (ﷺ)-এর শরীরের সুঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক সুঘ্রাণ আমি কখনো পাইনি।[১]

٤٣/٢٢. بَابُ طِيْبِ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ

৪৩/২২. নাবী (ﷺ)-এর ঘামের সুগন্ধি এবং তদ্দ্বারা বারাকাত গ্রহণ।

١٥٠٤. حديث أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطَعًا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النِّطَعِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِيْ قَارُوْرَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِيْ سُكٍّ.

১৫০৪. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর জন্য চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন এবং তিনি সেখানেই ঐ চামড়ার বিছানার উপর কায়লুলা করতেন। এরপর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি তাঁর শরীরের কিছুটা ঘাম ও চুল সংগ্রহ করতেন এবং তা একটা শিশির মধ্যে জমাতেন এবং পরে 'সুক্ক' নামীয় সুগন্ধির মধ্যে মিশাতেন।[২]

٤٣/٢٣. بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَرْدِ وَحِيْنَ يَأْتِيْهِ الْوَحْيُ

৪৩/২৩. নাবী (ﷺ)-এর উপর ওয়াহী নাযিল হওয়ার এমনকি শীতকালেও ঘর্মাক্ত হয়ে যাওয়া।

١٥٠٥. حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْيَانًا يَأْتِيْنِيْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّيْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِيْ فَأَعِيْ مَا يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

১৫০৫. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হারিস ইব্‌নু হিশাম (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট ওয়াহী কিরূপে আসে?' আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ [কোন কোন সময় তা ঘণ্টা বাজার মত আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচেয়ে বেদনাদায়ক হয় এবং তা শেষ হতেই ফেরেশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই, আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই।] 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি তীব্র শীতের সময় ওয়াহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওয়াহী শেষ হলেই তাঁর ললাট হতে ঘাম ঝরে পড়ত।[৩]

٤٣/٢٥. بَابُ فِيْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا

৪৩/২৫. নাবী (ﷺ)-এর শারীরিক আকৃতি এবং তিনি মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম অবয়বের অধিকারী ছিলেন।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৫৬১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২১, হাঃ ২৩৩০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৬২৮১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১ : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ২, হাঃ ২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৩, হাঃ ২৩৩৩

١٥٠٦. حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ رَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

১৫০৬. বারাআ ইব্‌নু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মাঝারি গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দু' কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় চাদর পরা অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশি সুন্দর আমি কখনো কাউকে দেখিনি।[১]

١٥٠٧. حديث الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ.

১৫০৭. বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর চেহারা ছিল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। তিনি বেশি লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না।[২]

٢٦/٤٣. بَابُ صِفَةِ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৩/২৬. নাবী (ﷺ)-এর চুলের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা।

١٥٠٨. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنْ شَعَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجِلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

১৫০৮. ক্বাতাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চুল মধ্যম ধরনের ছিল– না একেবারে সোজা লম্বা, না অতি কোঁকড়ান। আর তা ছিল দু'কান ও দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত।[৩]

١٥٠٩. حديث أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

১৫০৯. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-এর মাথার চুল (কখনও কখনও) কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হতো।[৪]

٢٩/٤٣. بَابُ شَيْبِهِ ﷺ

৪৩/২৯. তাঁর (ﷺ)বার্ধক্যের বর্ণনা।

١٥١٠. حديث أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيْلًا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৫৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৫, হাঃ ২৩৩৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ৩৫৪৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৫, হাঃ ২৩৩৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ৫৯০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২৩৩৮

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ৫৯০৩ ; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২৩৩৮

১৫১০. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি খিযাব লাগিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ বার্ধক্য তাঁকে অতি সামান্যই পেয়েছিল।[১]

١٥١١. حديث أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَى الْعَنْفَقَةَ.

১৫১১. আবূ জুহাইফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি আর তাঁর নীচ ঠোঁটের নিম্নভাগে দাড়িতে সামান্য সাদা চুল দেখেছি।[২]

١٥١٢. حديث أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَام يُشْبِهُهُ.

১৫১২. আবূ জুহাইফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি। হাসান ইব্নু 'আলী ছিলেন (রাঃ) তাঁরই সদৃশ।[৩]

٣٠/٤٣. بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَصِفَتِهِ وَمَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ ﷺ

৪৩/৩০. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুয়াতের মোহর, তার বর্ণনা এবং তা শরীরের কোন্ স্থানে ছিল তার প্রমাণ।

١٥١٣. حديث السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

১৫১৩. সায়িব ইব্নু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন ঃ আমার খালা আমাকে নিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাগিনা অসুস্থ'। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। অতঃপর উযূ করলেন। আমি তাঁর উযুর (অবশিষ্ট) পানি পান করলাম। তারপর তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে নুবূওয়াতের মোহর দেখতে পেলাম। তা ছিল পর্দার ঘুন্টির মত।[৪]

٣١/٤٣. بَابُ فِيْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَبْعَثِهِ وَسِنِّهِ

৪৩/৩১. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বৈশিষ্ট্য এবং তাঁকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ এবং তাঁর বয়স।

١٥١٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَصِفُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلَا آدَمَ لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلَا سَبْطٍ رَجِلٍ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَقُبِضَ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ৫৮৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৯, হাঃ ২৩৩৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৫৪৫; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৯, হাঃ ২৩৪২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৫৪৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৯, হাঃ ২৩৪২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৪০, হাঃ ১৯০; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩০, হাঃ ২৩৪৫

১৫১৪. রাবী'আহ ইব্নু আবূ 'আবদুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ)-কে নাবী (ﷺ)-এর বর্ণনা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) লোকেদের মধ্যে মাঝারি গড়নের ছিলেন- বেশি লম্বাও ছিলেন না বা বেঁটেও ছিলে না। তাঁর শরীরের রং গোলাপী ধরনের ছিল, ধবধবে সাদাও নয় কিংবা তামাটে বর্ণেরও নয়। মাথার চুল কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হওয়া শুরু হয়। প্রথম দশ বছর মাক্কায় অবস্থানকালে ওয়াহী যথারীতি নাযিল হতে থাকে। অতঃপর দশ বছর মাদীনায় কাটান। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর সময় তখন তাঁর মাথা ও দাড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না।[১]

٣٢/٤٣. بَابُ كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُبِضَ

৪৩/৩২. নাবী (ﷺ)-এর ইন্তিকালের দিন তাঁর বয়স কত ছিল।

١٥١٥. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

১৫১৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর।[২]

٣٣/٤٣. بَابُ كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ

৪৩/৩৩. নাবী (ﷺ) কত দিন মাক্কাহ ও মাদীনায় অবস্থান করেন?

١٥١٦. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَسِتِّيْنَ.

১৫১৬. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মাক্কায় তের বছর কাটান। তিনি তিষট্টি বছর বয়সে মারা যান।[৩]

٣٤/٤٣. بَابُ فِيْ أَسْمَائِهِ ﷺ

৪৩/৩৪. নাবী (ﷺ)-এর নামসমূহ।

١٥١٧. حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيْ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيْ وَأَنَا الْعَاقِبُ.

১৫১৭. যুবায়র ইব্নু মুত'ঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মাদ, আমি আহ্মাদ, আমি আল-মাহী, আমার দ্বারা আল্লাহ্ কুফ্র ও শির্ককে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি আল-হাশির, আমার চারপাশে মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে। আমি আল-আক্বিব (সর্বশেষ আগমনকারী)।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৫৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩১, হাঃ ২৩৩৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৩৫৩৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২৩৪৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৩৯০৩, ৩৮৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : অধ্যায়, হাঃ ২৩৪৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৩৫৩২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২৩৫৪

٣٥/٤٣. بَابُ عِلْمِهِ ﷺ بِاللهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ

৪৩/৩৫. নাবী (ﷺ)-এর জ্ঞান ও অধিক আল্লাহ্ ভীতি।

١٥١٨. حديث عَائِشَةَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً.

১৫১৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (ﷺ) নিজে কোন কাজ করলেন এবং অন্যদের তা করার অনুমতি দিলেন। তথাপি একদল লোক তা থেকে বিরত রইল। এ খবর নাবী (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি ভাষণ দিলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসার পর বললেন ঃ কিছু লোকের কী হয়েছে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে চায়, যা আমি নিজে করছি। আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র সম্পর্কে তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং আমি তাঁকে তাদের চেয়ে অনেক অধিক ভয় করি।[১]

٣٦/٤٣. بَابُ وُجُوْبِ اتِّبَاعِهِ ﷺ

৪৩/৩৬. নাবী (ﷺ)'র অনুসরণের অপরিহার্যতা।

١٥١٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ.

১৫১৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী নাবী (ﷺ)-এর সামনে যুবাইর (রাঃ)-এর সঙ্গে হাররার নালার পানির ব্যাপারে ঝগড়া করল যে পানি দ্বারা খেজুর বাগান সিঞ্চন করত। আনসারী বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে) কিন্তু যুবাইর (রাঃ) তা দিতে অস্বীকার করেন। তারা দু'জনে নাবী (ﷺ)-এর নিকটে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যুবাইর (রাঃ)-কে বললেন, হে যুবাইর! তোমার যমীনে (প্রথমে) সিঞ্চন করে নাও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে তো আপনার ফুফাতো ভাই। এতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবাইর! তুমি নিজের জমি সিঞ্চন কর। এরপর পানি আটকে রাখ, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে।[২]

١٥٢٠. فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذَلِكَ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭২, হাঃ ৬১০১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ২৩৫৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৩৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ২৩৫৭

১৫২০. যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার ধারণা এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ "তোমার রবের কসম, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার আপনার উপর অর্পণ না করে"– (আন-নিসা ৬৫)।[১]

٤٣/٣٧. بَابُ تَوْقِيْرِهِ ﷺ وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُوْرَةَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيْفٌ وَمَا لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذٰلِكَ

৪৩/৩৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মর্যাদা দেয়া, তাঁকে বিনা প্রয়োজনে এবং বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন ও অবাস্তব ইত্যাদি প্রশ্ন করা পরিত্যাগ করা।

١٥٢١. حديث سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

১৫২১. সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুসলিমদের সবচেয়ে বড় অপরাধী সেই ব্যক্তি যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা পূর্বে হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে গেছে।[২]

١٥٢٢. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ لَهُمْ خَنِيْنٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِيْ قَالَ فُلَانٌ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.

১৫২২. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন একটি খুতবা দিলেন যেমনটি আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, "আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুব কমই এবং অধিক অধিক করে কাঁদতে"। তিনি বলেন, সহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নিজ নিজ চেহারা আবৃত করে গুনগুন করে কাঁদতে শুরু করলেন, এরপর এক ব্যক্তি ('আবদুল্লাহ ইবনু হুযাইফাহ বা অন্য কেউ) বলল, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "অমুক"। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ।[৩]

١٥٢٣. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْأَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُوْنِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِيْ فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَبِيْ قَالَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيْنَا

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৩৬০; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ২৩৫৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ৩, হাঃ ৭২৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ২৩৫৮

[৩] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১২, হাঃ ৪৬২১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ২৩৫৯]

بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ.

১৫২৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার লোকজন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নানা প্রশ্ন করতে লাগল, এমনকি প্রশ্ন করতে তাঁকে বিরক্ত করে ফেললো। এতে তিনি রাগ করলেন এবং মিম্বারে আরোহণ করে বললেন ঃ আজ তোমরা যত প্রশ্ন করবে আমি তোমাদের সব প্রশ্নেরই বর্ণনা সহকারে জবাব দিব। এ সময় আমি ডানে ও বামে তাকাতে লাগলাম এবং দেখলাম যে, প্রতিটি লোকই নিজের কাপড় দিয়ে মাথা পেচিয়ে কাঁদছেন। এমন সময় একজন লোক, যাকে লোকের সঙ্গে বিবাদের সময় তার বাপের নাম নিয়ে ডাকা হতো না, সে প্রশ্ন করলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ হুযাইফাহ। তখন 'উমার (রাঃ) বলতে লাগলেন ঃ আমরা আল্লাহ্কে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট। আমরা ফিত্না থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ঃ আমি ভাল মন্দের যে দৃশ্য আজ দেখলাম, তা আর কখনও দেখিনি। জান্নাত ও জাহান্নামের সূরত আমাকে এমন স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, যেন এ দু'টি এ দেয়ালের পেছনেই অবস্থিত।[1]

١٥٢٤. حديث أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِيْ عَمَّا شِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِيْ قَالَ أَبُوْكَ حُذَافَةُ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ أَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِيْ وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَتُوْبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১৫২৪. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ)-কে কয়েকটি অপছন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। প্রশ্নের সংখ্যা অধিক হয়ে যাওয়ায় তখন তিনি রেগে গিয়ে লোকদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা আমার নিকট যা ইচ্ছে প্রশ্ন কর।' এক ব্যক্তি বলল, 'আমার পিতা কে?' তিনি বললেন ঃ 'তোমার পিতা হুযাফাহ।' আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে?' তিনি বললেন ঃ 'তোমার পিতা হল শায়বার দাস সালিম।' তখন 'উমার (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর চেহারার অবস্থা দেখে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট তাওবাহ করছি।'[2]

٤٣/٣٩. بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ ﷺ وَتَمَنِّيْهِ

৪৩/৩৯. নাবী (ﷺ)-এর প্রতি তাকানোর ফাযীলাত এবং সেজন্য আকাঙ্ক্ষা করা।

١٥٢٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِيْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৬৩৬২; মুসলিম মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ২৩৫৯
[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ২৮, হাঃ ৯২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ২৩৬০

১৫২৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের নিকট এমন যুগ আসবে যখন তোমাদের পরিবার-পরিজনরা, ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার চেয়েও আমার সাক্ষাৎ পাওয়া তার নিকট অত্যন্ত প্রিয় বলে গণ্য করবে।[১]

٤٣/٤٠. بَابُ فَضَائِلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَام

৪৩/৪০. ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা।

١٥٢٦. حديث هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِـابْنِ مَـرْيَمَ وَالْأَنْبِيَـاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ.

১৫২৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি মারিয়ামের পুত্র ‘ঈসার অধিক ঘনিষ্ঠ। আর নাবীগণ পরস্পর আল্লাতী ভাই। আমার ও তার মাঝখানে কোন নাবী নেই।[২]

١٥٢٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا.

ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﴿وَإِنِّيْٓ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ﴾.

১৫২৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদাম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারইয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) (আঃ) এর ব্যতিক্রম। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ বলেন, ["হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।][৩]

١٥٢٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأٰى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسٰى اٰمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِيْ.

১৫২৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, ‘ঈসা (আঃ) এক লোককে চুরি করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, তুমি কি চুরি করেছ? সে বলল, কক্ষণও নয়। সেই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। তখন ‘ঈসা (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি আর আমি আমার দু'চোখ অবিশ্বাস করলাম।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৫৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ২৫২৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৩৪৪২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪০, হাঃ ২৩৬৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ৩৪৩১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪০, হাঃ ২৩৬৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৩৪৪৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪০ হাঃ ২৩৬৮

٤١/٤٣. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيْمِ الْخَلِيْلِ ﷺ

৪৩/৪১. ইবরাহীম খালীল (ﷺ)-এর মর্যাদা।

١٥٢٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُّوْمِ.

১৫২৯. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নাবী ইবরাহীম (ﷺ) সূত্রধরদের অস্ত্র দিয়ে নিজের খাত্না করেছিলেন যখন তার বয়স ছিল আশি বছর।[১]

١٥٣٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ ﴿رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ﴾ وَيَرْحَمُ اللهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِيْ إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ.

১৫৩০. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ইবরাহীম (ﷺ) তাঁর অন্তরের প্রশান্তির জন্য মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, একে যদি "শক" বলে অভিহিত করা হয় তবে এরূপ "শক" এর ব্যাপারে আমরা ইবরাহীম (ﷺ)-এর চেয়ে অধিক উপযোগী। যখন ইবরাহীম (ﷺ) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, হাঁ, তা সত্ত্বেও যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে~ (আল-বাকারাহ ঃ ২৬০)। অতঃপর [নবী (ﷺ) লূত (ﷺ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন।) আল্লাহ লূত (ﷺ)-এর প্রতি রহম করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় চেয়েছিলেন আর আমি যদি কারাগারে এত দীর্ঘ সময় থাকতাম যত দীর্ঘ সময় ইউসুফ (ﷺ) কারাগারে ছিলেন তবে তার (বাদশাহ্র) ডাকে সাড়া দিতাম।[২]

١٥٣١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِيْ ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ ﴿إِنِّيْ سَقِيْمٌ﴾ وَقَوْلُهُ ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا﴾ وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ أُخْتِيْ فَأَتَى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِيْ وَغَيْرَكِ وَإِنَّ هٰذَا سَأَلَنِيْ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِيْ فَلَا تُكَذِّبِيْنِيْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ فَقَالَ ادْعِي اللهَ لِيْ وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ اللهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ ادْعِي اللهَ لِيْ وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُوْنِيْ بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتُمُوْنِيْ بِشَيْطَانٍ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ فِيْ نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৩৫৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪১, হাঃ ২৩৭০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩৩৭২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১৫১

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِيْ مَاءِ السَّمَاءِ.

১৫৩১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (আঃ) তিনবার ছাড়া কখনও মিথ্যা বলেননি। তন্মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহ্র ব্যাপারে। তার উক্তি "আমি অসুস্থ"– (সূরাহ আস্‌সাফফাত ৩৭/৮৯) এবং তাঁর অন্য এক উক্তি "বরং এ কাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি– (সূরাহ আম্বিয়া ২১/৬৩)। বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি [ইবরাহীম (আঃ)] এবং সারা অত্যাচারী শাসকগণের কোন এক শাসকের এলাকায় এসে পৌঁছলেন। তখন তাকে খবর দেয়া হল যে, এ এলাকায় এক ব্যক্তি এসেছে। তার সঙ্গে একজন সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা আছে। তখন সে তাঁর নিকট লোক পাঠাল। সে তাঁকে নারীটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, এ নারীটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলাটি আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট আসলেন এবং বললেন, হে সারা! তুমি আর আমি ব্যতীত পৃথিবীর উপর আর কোন মু'মিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। অতঃপর সারাকে আনার জন্য লোক পাঠালো। তিনি যখন তার নিকট প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে পাকড়াও হল। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরতে চাইল। এবার সে পূর্বের মত বা তার চেয়ে কঠিনভাবে পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু'আ কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দু'আ করলেন, ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর রাজা তার এক দারোয়ানকে ডাকল। সে তাকে বলল, তুমি তো আমার নিকট কোন মানুষ আননি। বরং এনেছ এক শয়তান। অতঃপর রাজা সারার খিদমতের জন্য হা-যারাকে দান করল। অতঃপর তিনি (সারা) তাঁর (ইবরাহীম) নিকট আসলেন, তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কী ঘটেছে? তখন সারা বললেন, আল্লাহ কাফির বা ফাসিকের চক্রান্ত তারই বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সে হা-যারাকে খিদমতের জন্য দান করেছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, হে আকাশের পানির ছেলেরা! হা-যারাই তোমাদের আদি মাতা।[১]

٤٢/٤٣. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ مُوْسٰى ﷺ

৪৩/৪২. মূসা (আঃ)-এর মর্যাদা।

١٥٣٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوْسٰى ﷺ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوْا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوْسٰى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوْسٰى فِيْ إِثْرِهِ يَقُوْلُ ثَوْبِيْ يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى مُوْسٰى فَقَالُوْا وَاللهِ مَا بِمُوْسٰى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৩৫৮; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪১, হাঃ ২৩৭১

১৫৩২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ বানী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করতো। কিন্তু মূসা (আঃ) একাকী গোসল করতেন। এতে বানী ইসরাঈলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহ্‌র কসম, মুসা (আঃ) 'কোষবৃদ্ধি' রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করেন না। একবার মূসা (আঃ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মূসা (আঃ) 'পাথর! আমার কাপড় দাও," "পাথর! আমার কাপড় দাও" বলে পেছনে পেছনে ছুটলেন। এদিকে বানী ইসরাঈল মূসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম মূসার কোন রোগ নেই। মূসা (আঃ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটা পিটুনীর দাগ পড়ে গেল।[১]

١٥٣٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ.
قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ.

১৫৩৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মূসা (আঃ)-এর নিকট পাঠানো হল। তিনি তাঁর নিকট আসলে, মূসা (আঃ) তাঁকে চপেটাঘাত করলেন। (যার ফলে তাঁর চোখ বেরিয়ে গেল।) তখন মালাকুল মাওত তাঁর প্রতিপালকের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ্ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে হুকুম করলেন, আবার গিয়ে তাঁকে বল, তিনি একটি ষাঁড়ের পিঠে তাঁর হাত রাখবেন, তখন তাঁর হাত যতটুকু আবৃত করবে, তার সম্পূর্ণ অংশের প্রতিটি পশমের বিনিময়ে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। মূসা (আঃ) এ শুনে বললেন, হে আমার রব! অতঃপর কী হবে? আল্লাহ্ বললেন ঃ অতঃপর মৃত্যু। মূসা (আঃ) বললেন, তা হলে এখনই হোক। তখন তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় বাইতুল মাক্বদিসের ততটুকু নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিবেদন করলেন।

রাবী বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ আমি সেখানে থাকলে অবশ্যই পথের পাশে লাল বালুর টিলার নিকটে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।[২]

١٥٣٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِيْ اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَالَّذِيْ اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২০, হাঃ ২৭৮; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৩৩৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬৮, হাঃ ১৩৩৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪২, হাঃ ২৩৭২

ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُخَيِّرُوْنِي عَلَى مُوْسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوْسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِيْ أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِيْ أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللهُ.

১৫৩৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু' ব্যক্তি একে অপরকে গালি দিয়েছিল। তাদের একজন ছিল মুসলিম, অন্যজন ইয়াহূদী। মুসলিম লোকটি বলল, তাঁর কসম, যিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সমস্ত জগতের মধ্যে ফাযীলাত প্রদান করেছেন। আর ইয়াহূদী লোকটি বলল, সে সত্তার কসম, যিনি মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে সমস্ত জগতের মধ্যে ফাযীলাত দান করেছেন। এ সময় মুসলিম ব্যক্তি নিজের হাত উঠিয়ে ইয়াহূদীর মুখে চড় মারল। এতে ইয়াহূদী ব্যক্তিটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে তার এবং মুসলিম ব্যক্তিটির মধ্যে যা ঘটেছিল, তা তাঁকে অবহিত করল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা আমাকে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে, তাদের সাথে আমিও বেহুঁশ হয়ে পড়ব। তারপর সকলের আগে আমার হুঁশ আসবে, তখন (দেখতে পাব) মূসা (আলাইহিস সালাম) আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, তিনি বেহুঁশ হয়ে আমার আগে হুঁশে এসেছেন অথবা আল্লাহ তা'আলা যাঁদেরকে বেহুঁশ হওয়া হতে রেহাই দিয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন।[১]

١٥٣٥. **حديث** أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ ادْعُوْهُ فَقَالَ أَضَرَبْتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوْقِ يَحْلِفُ وَالَّذِيْ اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ أَيْ خَبِيْثُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَخَذَتْنِيْ غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِيْ أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوْسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُوْلَى.

১৫৩৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক ইয়াহূদী এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার এক সাহাবী আমার মুখে আঘাত করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? সে বলল, একজন আনসারী। তিনি বললেন, তাকে ডাক। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ওকে মেরেছ? সে বলল, আমি তাকে বাজারে শপথ করে বলতে শুনেছি ঃ শপথ তাঁর, যিনি মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে সকল মানুষের উপর ফযীলত দিয়েছেন। আমি বললাম, হে খবীস! বল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরও কি? এতে আমার রাগ এসে গিয়েছিল, তাই আমি তার মুখের উপর আঘাত করি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা নবীদের একজনকে অপরজনের উপর ফযীলত দিও না। কারণ, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর জমিন ফাটবে এবং যারাই উঠবে, আমিই হব তাদের মধ্যে প্রথম। তখন দেখতে পাব মূসা (আলাইহিস সালাম)

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৪ : ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ১, হাঃ ২৪১১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায়, হাঃ ২৩৭৩

আরশের একটি পায়া ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না, তিনিও বেহুঁশ লোকদের মধ্যে ছিলেন, না তাঁর পূর্বেকার (তুর পাহাড়ের) বেহুঁশীই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়েছে।[১]

٤٣/٤٣. بَابُ فِيْ ذِكْرِ يُوْنُسَ عَلَيْهِ السَّلَام وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى

৪৩/৪৩. ইউনুস (ﷺ)-এর বর্ণনা এবং নাবী (ﷺ)-এর বাণী ঃ 'আমি ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে উত্তম'– এ কথা কারো বলা উচিত নয়।

١٥٣٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى.

১৫৩৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, কোন বান্দার জন্যই এ কথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইব্‌নু মাত্তার থেকে উত্তম।[২]

١٥٣٧. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيْهِ.

১৫৩৭. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, কোন ব্যক্তির এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, আমি (নবী) ইউনুস ইব্‌নু মাত্তার চেয়ে উত্তম। নাবী (ﷺ) এ কথা বলতে গিয়ে ইউনুস (ﷺ)-এর পিতার নাম উল্লেখ করেছেন।[৩]

٤٤/٤٣. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَام

৪৩/৪৪. ইউসুফ (ﷺ)-এর মর্যাদা।

١٥٣٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ فَقَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْا.

১৫৩৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক মুত্তাকী। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর নাবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহর নাবী'র পুত্র, আল্লাহর নাবী'র পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৪ : ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ১, হাঃ ২৪১২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪২, হাঃ ২৩৭৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৩৪১৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায়, হাঃ ২৩৭৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৩৩৯৫; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায়, হাঃ ২৩৭৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৩৫৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ২৩৭৮

٤٣/٤٦. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَام

৪৩/৪৬. খাজির (ﷺ)-এর মর্যাদা।

١٥٣٩. **حديث** أُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَامَ مُوْسٰى النَّبِيُّ خَطِيْبًا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِيْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ احْمِلْ حُوْتًا فِيْ مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ وَحَمَلَا حُوْتًا فِيْ مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوْسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوْتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوْسٰى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِيْ أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِيْ فَارْتَدَّا عَلَى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوْسٰى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوْسٰى إِنِّيْ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيْهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِيْ لَكَ أَمْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُوْهُمْ أَنْ يَحْمِلُوْهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوْسٰى مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هٰذَا الْعُصْفُوْرِ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوْسٰى قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ أَمْرِيْ عُسْرًا فَكَانَتِ الْأُوْلَى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوْسٰى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهٰذَا أَوْكَدُ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللهُ مُوْسٰى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا.

১৫৩৯. সা'ঈদ ইবনু যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বললাম, নাওফ আল-বাকালী দাবী করে যে, মূসা (ﷺ) [যিনি খাযির (ﷺ)-এর সাক্ষাৎ লাভ

করেছিলেন তিনি] বনী ইসরাঈলের মূসা নন বরং তিনি অন্য এক মূসা। (একথা শুনে) তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা বলেছে। উবাঈ ইব্‌নু কা'ব (রাঃ) নাবী (সাঃ) হতে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ মূসা (আঃ) একদা বনী ইসলাঈলদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, 'আমি সবচেয়ে জ্ঞানী।' মহান আল্লাহ্ তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা তিনি ইল্‌মকে আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করেন নি। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট এ ওয়াহী প্রেরণ করলেন ঃ দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনি বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তার সাক্ষাৎ পাব?' তখন তাঁকে বলা হল, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও। অতঃপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। অতঃপর তিনি ইউশা 'ইব্‌ন নূনকে সাথে নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ নিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা একটি বড় পাথরের নিকট এসে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর মাছটি থলে হতে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি মূসা (আঃ) ও তাঁর খাদিম-এর জন্য ছিল আশ্চর্যের বিষয়। অতঃপর তাঁরা তাদের বাকীদিন ও রাতভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরবেলা মূসা (আঃ) তাঁর খাদিমকে বললেন, 'আমাদের নাশতা নিয়ে এস, আমরা আমাদের এ সফরে খুবই ক্লান্ত, আর মূসা (আঃ)-কে যে স্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন নি। তারপর তাঁর সাথী তাঁকে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম?' মূসা (আঃ) বললেন, 'আমরা তো সেই স্থানটিরই খোঁজ করছিলাম।' অতঃপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের নিকট পৌঁছে দেখতে গেলেন, এক ব্যক্তি (বর্ণনাকারী বলেন) কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খাযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা হতে আসল! তিনি বললেন, 'আমি মূসা।' খাযির প্রশ্ন করলেন, 'বনী ইসরাঈলের মূসা (আঃ)?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, "সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি?' খাযির বললেন, "তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। হে মূসা (আঃ)! আল্লাহ্‌র ইল্‌মের মধ্যে আমি এমন এক ইল্‌ম নিয়ে আছি যা তিনি কেবল আমাকেই শিখিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন ইলমের অধিকারী, যা আল্লাহ তোমাকেই শিখিয়েছেন, তা আমি জানি না।" 'মূসা (আঃ) বললেন, "আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না। অতঃপর তাঁরা দুজন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোন নৌকা ছিল না। ইতোমধ্যে তাঁদের নিকট দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সাথে তাদের তুলে নেয়ার কথা বললেন। তারা খাযিরকে চিনতে পারল এবং ভাড়া ব্যতিরেকে তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে একবার কি দুবার সমুদ্রে তার ঠোঁট ডুবাল। খাযির বললেন, 'হে মূসা (আঃ)! আমার এবং তোমার জ্ঞান (সব মিলেও) আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে তার চেয়েও কম।' অতঃপর খাযির নৌকার তক্তাগুলোর মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন। মূসা (আঃ) বললেন, এরা আমাদের বিনা ভাড়ায় আরোহণ করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন?' খাযির বললেন, "আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না?" মূসা (আঃ)

বললেন, 'আমার ত্রুটির জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অধিক কঠোর হবেন না।' বর্ণনাকারী বলেন, এটা মূসা (ﷺ)-এর প্রথমবারের ভুল। অতঃপর তাঁরা দুজন (নৌকা থেকে নেমে) চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বালক অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করছিল। খাযির তার মাথার উপর দিক দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা (ﷺ) বললেন, 'আপনি হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন ?' খাযির বললেন "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না?" ইব্ন 'উয়ায়না (রহ.) বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে অধিক জোরালো। তারপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে চলতে তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইলেন কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে তাঁরা এক ধ্বসে যাওয়ার উপক্রম এমন একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খাযির তাঁর হাত দিয়ে সেটি দাঁড় করে দিলেন। মূসা (ﷺ) বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য মজুরী নিতে পারতেন।' তিনি বললেন, 'এখানেই তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের অবসান।' নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসার ওপর রহম করুন। আমাদের কতই না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতো যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে আমাদের নিকট তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৪৪, হাঃ ১২২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ২৩৮০

٤٤-كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ

পর্ব (৪৪) ঃ সহাবাগণের মর্যাদা

١/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/১. আবূ বাক্র আস্‌সিদ্দীক (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٥٤٠. حديث أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا.

১৫৪০. আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন গুহায় আত্মগোপন করেছিলাম তখন আমি নাবী (ﷺ)-কে বললাম, যদি কাফিররা তাদের পায়ের নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবূ বাক্‌র! ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা আল্লাহ্ যাঁদের তৃতীয় জন।[1]

١٥٤١. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوْا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا مِنْ أُمَّتِيْ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ إِلَّا خُلَّةَ الإِسْلَامِ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِيْ بَكْرٍ.

১৫৪১. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মিম্বরে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তার এক বান্দাকে দুটি বিষয়ের একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। তার একটি হল হল দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আর একটি হল আল্লাহ্‌র নিকট যা রক্ষিত রয়েছে। তখন সে বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে তাই পছন্দ করলেন। একথা শুনে, আবূ বাক্‌র (রাঃ) কেঁদে ফেললেন, এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য কুরবানী করলাম। তাঁর অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। লোকেরা বলতে লাগল, এ বৃদ্ধের অবস্থা দেখ, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এক বান্দা সম্বন্ধে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ্ ভোগ-সম্পদ দেওয়ার এবং তার কাছে যা রয়েছে, এ দু'য়ের মধ্যে বেছে নিতে বললেন আর এ বৃদ্ধ বলছে, আপনার জন্য আমাদের মাতাপিতা উৎসর্গ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-ই হলেন সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। আর আবূ বাক্‌র (রাঃ)-ই হলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি।

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২, হাঃ ৩৬৫৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, , অধ্যায় ১, হাঃ ২৩৮১

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি তার সঙ্গ ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে ইহসান করেছেন তিনি হলেন আবূ বাক্‌র (রাঃ)। যদি আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকেই করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবূ বাক্‌র (রাঃ) এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না।[১]

١٥٤٢. حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.

১৫৪২. 'আম্‌র ইব্‌নু 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁকে যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, 'আয়িশাহ্। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা (আবূ বাক্‌র)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোন্ লোকটি? তিনি বললেন, 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব অতঃপর আরো কয়েকজনের নাম করলেন।[২]

١٥٤٣. حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ ﷺ إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ.

১৫৪৩. যুবায়র ইব্‌নু মুত'ঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক নাবী (ﷺ)-এর নিকট এল। তিনি তাঁকে আবার আসার জন্য বললেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তবে কী করব? এ কথা দ্বারা স্ত্রীলোকটি নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যুর প্রতি ইশারা করেছিল। তিনি (ﷺ) বললেন, যদি আমাকে না পাও তাহলে আবূ বাক্‌রের নিকট আসবে।[৩]

١٥٤٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هٰذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ.

১৫৪৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) ফাজরের সলাত শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বসলেন এবং বললেন, একদা এক লোক একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সেটির পিঠে চড়ে বসলো এবং ওকে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল,

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৩৯০৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১, হাঃ নং ২৩৮২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩৬৬২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১, হাঃ ২৩৮৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩৬৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় সাহাবাগণের মর্যাদা,, অধ্যায় ১, হাঃ ২৩৮৬

আমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমাদেরকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদশ্রবণে লোকজন বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ্! গরুও কথা বলে? নাবী (ﷺ) বললেন, আমি এবং আবূ বাক্‌র ও 'উমার তা বিশ্বাস করি। অথচ তখন তাঁরা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর এক রাখাল একদিন তার ছাগল পালের মাঝে অবস্থান করছিল, এমন সময় একটি চিতা বাঘ পালে ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে ছাগলটি উদ্ধার করে নিল। তখন বাঘটি বলল, তুমি ছাগলটি আমার থেকে কেড়ে নিলে বটে, তবে ঐদিন কে ছাগলকে রক্ষা করবে যেদিন হিংস্র জন্তু ওদের আক্রমণ করবে এবং আমি ব্যতীত তাদের অন্য কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ! চিতা বাঘ কথা বলে! নাবী (ﷺ) বললেন, আমি এবং আবূ বাক্‌র ও 'উমার তা বিশ্বাস করি অথচ তাঁরা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।[১]

٢/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/২. 'উমার (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٥٤٥. حديث عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيْهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِيْ إِلَّا رَجُلٌ اٰخِذٌ مَنْكِبِيْ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ إِنِّيْ كُنْتُ كَثِيْرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ.

১৫৪৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ)-এর লাশ খাটের উপর রাখা হল। খাটটি কাঁধে তোলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকজন তা ঘিরে দু'আ পাঠ করছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার স্কন্ধে হাত রাখায় আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তিনি 'আলী (রাঃ)। তিনি 'উমার (রাঃ)-এর জন্য আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতের দু'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে 'উমার! আমার জন্য আপনার চেয়ে বেশি প্রিয় এমন কোন ব্যক্তি আপনি রেখে যাননি, যাঁর কালের অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করব। আল্লাহ্‌র কসম। আমার এ বিশ্বাস যে আল্লাহ্ আপনাকে আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সঙ্গে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি অনেকবার নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমি, আবূ বাক্‌র ও 'উমার গেলাম। আমি, আবূ বাক্‌র ও 'উমার প্রবেশ করলাম এবং আমি, আবূ বাক্‌র ও 'উমার বাহির হলাম ইত্যাদি।[২]

١٥٤٦. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُوْنَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الدِّيْنَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৭১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় সাহাবাগণের মর্যাদা,, অধ্যায় ১, হাঃ ২৩৮৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩৬৮৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাঃ ২৩৮৯

১৫৪৬. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ একবার আমি নিদ্রাবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে আনা হচ্ছে। আর তাদের পরণে রয়েছে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নীচ পর্যন্ত। আর 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আমার সামনে আনা হল এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর জামা (অধিক লম্বা হওয়ায়) টেনে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কী তা'বীর করেছেন? তিনি বললেন ঃ (এ জামা অর্থ) দীন।[১]

١٥٤٧. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّيْ لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِيْ أَظْفَارِيْ ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوْا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْعِلْمَ.

১৫৪৭. ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, একদা আমি নিদ্রাবস্থায় ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার নিকট এক পিয়ালা দুধ নিয়ে আসা হল। আমি তা পান করলাম। এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে, সে পরিতৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর অবশিষ্টাংশ আমি 'উমার ইব্নুল-খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেন? তিনি জবাবে বললেন ঃ তা হল 'আল-ইল্ম'।[২]

١٥٤٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ عَلَى قَلِيْبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

১৫৪৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমি আমাকে এমন একটি কূপের কিনারায় দেখতে পেলাম যেখানে বালতিও রয়েছে, আমি কূপ হতে পানি উঠালাম যে পরিমাণ আল্লাহ্ ইচ্ছে করলেন। অতঃপর বালতিটি ইব্নু আবূ কুহাফা নিলেন এবং এক বা দু'বালতি পানি উঠালেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তার দুর্বলতাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর 'উমার ইব্নু খাত্তাব বালতিটি তার হাতে নিলেন। তার হাতে বালতিটির আয়তন বেড়ে গেল। পানি উঠানোতে আমি 'উমারের মত শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তি কাউকে দেখিনি। শেষে মানুষ নিজ নিজ আবাসে অবস্থান নিল।[৩]

١٥٤٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُرِيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيْبٍ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ نَزْعًا ضَعِيْفًا وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِيْ فَرِيَّهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوْا بِعَطَنٍ.

১৫৪৯. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একটি কূপের পাড়ে বড় বালতি দিয়ে পানি তুলছি। তখন আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে এক বালতি

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাঃ ২৩৯০
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ২২, হাঃ ৮২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২, হাঃ ২৩৯১
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩৬৬৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাঃ ২৩৯২

বা দু'বালতি পানি তুললেন। তবে পানি তোলার মধ্যে তাঁর দুর্বলতা ছিল, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। অতঃপর 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ) এলেন। বালতিটি তাঁর হাতে গিয়ে বড় আকার ধারণ করল। তাঁর মত এমন দৃঢ়ভাবে পানি উঠাতে আমি কোন তাকৎওয়ালাকেও দেখেনি। এমনকি লোকেরা তৃপ্তির সাথে পানি পান করে গৃহে বিশ্রাম নিল।[১]

১৫৫০. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا قَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ إِلَّا عِلْمِيْ بِغَيْرَتِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ.

১৫৫০. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার প্রাসাদ? তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, এ প্রাসাদটি 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ)-এর। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলাম; কিন্তু [তিনি সেখানে উপস্থিত 'উমার (রাঃ)-এর উদ্দেশে বললেন] তোমার আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে সেখানে প্রবেশে বাধা দিল। এ কথা শুনে 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র নাবী! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার ক্ষেত্রেও আমি ('উমার) আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করব?[২]

১৫৫১. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

১৫৫১. আবূ হুরাইরাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এক সময় আমরা নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে অবস্থিত। হঠাৎ দেখলাম এক নারী একটি দালানের পাশে উযু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দালানটি কার? তারা উত্তরে বললেন, 'উমারের। তখন তাঁর আত্মমর্যাদার কথা আমার স্মরণ হল। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে আসলাম।' একথা শুনে 'উমার (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনার সম্মুখে কি আমার কোন মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?[৩]

১৫৫২. حديث سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِيْ كُنَّ عِنْدِيْ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِيْ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩৬৮২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাঃ ২৩৯৩
[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৭, হাঃ ৫২২৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাঃ ২৩৯৪
[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩২৪২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাঃ ২৩৯৫

وَلَا تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ.

১৫৫২. সা'দ ইব্‌নু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা 'উমার (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কুরায়শ নারী কথাবার্তা বলছিল। তারা খুব উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছিল। অতঃপর যখন 'উমার (রাঃ) অনুমতি চাইলেন, তারা উঠে শীঘ্র পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা সহাস্য রাখুন।' তিনি বললেন, আমার নিকট যে সব মহিলা ছিল তাদের ব্যাপারে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তারা যখনই তোমার আওয়াজ শুনল তখনই দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। 'উমার (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেই তাদের বেশি ভয় করা উচিত ছিল।' অতঃপর তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আত্মশত্রু মহিলাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করছ অথচ আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে ভয় করছ না? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ, কারণ তুমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়ে অধিক কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয়ের লোক। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, 'শপথ ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে পথে চল শয়তান কখনও সে পথে চলে না বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।'[১]

١٥٥٣. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ يُكَفِّنُ فِيْهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ فَقَالَ ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً﴾ وَسَأَزِيْدُهُ عَلَى السَّبْعِيْنَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾.

১৫৫৩. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মারা গেল, তখন তার ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে আসলেন এবং তার পিতাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জামাটি দিয়ে কাফন দেবার আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জামা প্রদান করলেন, এরপর তিনি জানাযার সলাত আদায়ের জন্য নাবী (ﷺ)-এর কাছে আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জানাযার সলাত পড়ানোর জন্য (বসা থেকে) উঠে দাঁড়ালেন, ইত্যবসরে 'উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাপড় টেনে ধরে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি তার জানাযার সলাত আদায় করতে যাচ্ছেন? অথচ আপনার রব আপনাকে তার জন্য দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাকে

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩২৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাঃ ২৩৯৭

Contents

(দু'আ) করা বা না করার সুযোগ দিয়েছেন। আর আল্লাহ তো ইরশাদ করেছেন, "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর; যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবু আমি তাদের ক্ষমা করব না"। সুতরাং আমি তার জন্য সত্তরবারের চেয়েও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করব। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সে তো মুনাফিক, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জানাযার সলাত আদায় করলেন, এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। "তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কক্ষনো তাদের জানাযাহ্র সলাত আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না।"[১]

٣/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/৩. 'উসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মর্যাদা।

١٥٥٤. حديث أَبِي مُوْسَى ﷺ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا أَبُوْ بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِيْ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيْبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ.

১৫৫৪. আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনাহ্র এক বাগানের ভিতর আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বাগানের দরজা খুলে দেয়ার জন্য বলল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম যে, তিনি আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁকে আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেয়া সুসংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খোলার জন্য বললেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম, তিনি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁকে আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুসংবাদ জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। অতঃপর আর একজন দরজা খুলে দেয়ার জন্য বললেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। কিন্তু তার উপর ভয়ানক বিপদ আসবে। দেখলাম যে, তিনি 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন, আমি তাকে বললাম। তখন তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন আর বললেন, 'আল্লাহই সাহায্যকারী।'[২]

١٥٥٥. حديث أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَأَلْزَمَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَلَأَكُوْنَنَّ مَعَهُ يَوْمِيْ هٰذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَا هُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيْسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتَّى قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ

---

[১] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১২, হাঃ ৪৬৭০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাঃ ২৪০০]

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩৬৯৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪০৩

إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَأَكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِيْ بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِيْ يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِيْ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدْ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيْدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدْ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيْبُهُ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيْبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَهُ مِنْ الشَّقِّ الْآخَرِ قَالَ شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ.

১৫৫৫. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একদা ঘরে উযূ করে বের হলেন এবং মনে মনে বললেন আমি আজ সারাদিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে কাটাব, তাঁর হতে পৃথক হব না। তিনি মাসজিদে গিয়ে নাবী (ﷺ)-এর খবর নিলেন, সাহাবীগণ বললেন, তিনি এদিকে বেরিয়ে গেছেন, আমিও ঐ পথ ধরে তাঁর অনুসরণ করলাম। তাঁর খোঁজ জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আরীস কূপের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। আমি দরজার নিকট বসে পড়লাম। দরজাটি খেজুরের শাখা দিয়ে তৈরি ছিল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন তাঁর প্রয়োজন সেরে উযূ করলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে দাঁড়ালাম এবং দেখতে পেলাম তিনি আরীস কূপের কিনারার বাঁধের মাঝখানে বসে হাঁটু পর্যন্ত পা দু'টি খুলে কূপের ভিতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং ফিরে এসে দরজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে স্থির করে নিলাম যে আজ আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করব। এ সময় আবূ বাক্‌র (রাঃ) এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আবূ বাক্‌র! আমি বললাম, অপেক্ষা করুন, আমি গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ বাক্‌র (রাঃ) ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ভিতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি ফিরে এসে আবূ বাক্‌র (রাঃ) কে বললাম, ভিতরে আসুন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ) ভিতরে আসলেন এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর ডানপাশে কূপের ধারে বসে দু'পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়ে নাবী (ﷺ)-এর মত কূপের ভিতর ভাগে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়েন। আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম। আমি আমার ভাইকে উযূ রত অবস্থায় রেখে

এসেছিলাম। তারও আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। তাই আমি বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি তার কল্যাণ চান তবে তাকে নিয়ে আসুন। এমন সময় এক ব্যক্তি দরজা নাড়তে লাগল। আমি বললাম, কে? তিনি বললেন, আমি 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট সালাম পেশ করে আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসার অনুমতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও। আমি এসে তাঁকে বললাম, ভিতরে আসুন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর বামপাশে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে কূপের ভিতর দিকে পা ঝুলিয়ে বসে গেলেন। আমি আবার ফিরে আসলাম এবং বলতে থাকলাম আল্লাহ্ যদি আমার ভাইয়ের কল্যাণ চান, তবে যেন তাকে নিয়ে আসেন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি এসে দরজা নাড়তে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? তিনি বললেন, আমি 'উসমান ইব্‌নু আফ্‌ফান। আমি বললাম, থামুন নাবী (ﷺ)-এর খেদমতে গিয়ে জানালাম। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসতে বল এবং আকেও জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়ে দাও। তবে কঠিন পরীক্ষা হবে। আমি এসে বললাম, ভিতরে আসুন, রাসসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন; তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে। তিনি ভিতরে এসে দেখলেন, কূপের ধারে খালি জায়গা নেই। তাই তিনি নাবী (ﷺ)-এর সম্মুখে অপর এক স্থানে বসে পড়লেন।

সা'ঈদ ইব্‌নু মুসাইয়্যাব (রহ.) বলেছেন, আমি এর দ্বারা তাদের কবর এরূপ হবে এই অর্থ করেছি।[1]

٤/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/৪. 'আলী বিন আবূ ত্বলিব (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٥٥٦. **حديث** سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوْكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ أَتُخَلِّفُنِيْ فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِيْ.

১৫৫৬. সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবূক যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হন। আর 'আলী (রাঃ)-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। 'আলী (রাঃ) বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি কি এ কথায় রাযী নও যে, তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মূসা (আঃ)'র নিকট যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন হারূন (আঃ)। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, [হারূন (আঃ) নাবী ছিলেন আর] আমার পরে কোন নাবী নেই।[2]

١٥٥٧. **حديث** سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوْا يَرْجُوْنَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُوْ أَنْ يُعْطَى فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيْلَ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسْلِكَ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩৬৭৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪০৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৯, হাঃ ৪৪১৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪, হাঃ ২৪০৪

حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

১৫৫৭. সাহ্ল ইব্নু সা'আদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি খায়বারের যুদ্ধের সময় নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যার হাতে বিজয় আসবে। অতঃপর কাকে পতাকা দেয়া হবে, সেজন্য সকলেই আশা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে প্রত্যেকেই এ আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, হয়ত তাকে পতাকা দেয়া হবে। কিন্তু নাবী (ﷺ) বললেন, 'আলী কোথায়? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তখন তিনি আলীকে ডেকে আনতে বললেন। তাকে ডেকে আনা হল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর মুখের লালা তাঁর উভয় চোখে লাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যে, তাঁর কোন অসুখই ছিল না। তখন 'আলী (রাঃ) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাও এবং তাদের কর্তব্য সম্পর্কে তাদের অবহিত কর। আল্লাহ্র কসম, যদি একটি ব্যক্তিও তোমার দ্বারা হিদায়াত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চেয়েও উত্তম।[1]

١٥٥٨. حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ﷺ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِيْ فَتَحَهَا فِيْ صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ قَالَ لَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ فَقَالُوْا هٰذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.

১৫৫৮. সালামাহ ইব্নু আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে 'আলী (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে পেছনে থেকে যান, (কারণ) তাঁর চোখে অসুখ হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে পিছিয়ে থাকব? অতঃপর 'আলী (রাঃ) বেরিয়ে পড়লেন এবং নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। যখন সে রাত এল, যে রাত শেষে সকালে 'আলী (রাঃ) খায়বার জয় করেছিলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব, কিংবা (বলেন) আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) ভালবাসেন। অথবা তিনি বলেছিলেন, যে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ভালবাসে। আল্লাহ্ তাআলা তারই হাতে খায়বার বিজয় দান করবেন। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে, 'আলী (রাঃ) এসে হাজির, অথচ আমরা তাঁর আগমন আশা করিনি। তারা বললেন, এই যে 'আলী (রাঃ) চলে এসেছেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁকে পতাকা প্রদান করলেন। আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁরই হাতে বিজয় দিলেন।[2]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১০২, হাঃ ২৯৪২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪, হাঃ ২৪০৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১২১, হাঃ ২৯৭৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪০৭

١٥٥٩. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِيْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ.

১৫৫৯. সাহল ইব্নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফাতিমাহ (রাঃ)-এর গৃহে এলেন, কিন্তু 'আলী (রাঃ)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতিমাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন ঃ আমার ও তাঁর মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ায় তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার নিকট দুপুরের বিশ্রামও করেননি। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ দেখ তো সে কোথায়? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, তিনি মাসজিদে শুয়ে আছেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এলেন, তখন 'আলী (রাঃ) কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর শরীরের এক পাশের চাদর পড়ে গেছে এবং তাঁর শরীরে মাটি লেগেছে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর শরীরের মাটি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন ঃ উঠ, হে আবূ তুরাব! উঠ, হে আবূ তুরাব*![১]

٥/٤٤. بَابُ فِيْ فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/৫. সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٥٦٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِيْ صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالَ أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ وَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ.

১৫৬০. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে) আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জেগে কাটান। অতঃপর তিনি যখন মাদীনায় এলেন এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারায় থাকত। এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? ব্যক্তিটি বলল, আমি সা'দ ইব্নু আবূ ওয়াক্কাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি। তখন নাবী (ﷺ) ঘুমিয়ে গেলেন।[২]

١٥٦١. حديث عَلِيٍّ ﷺ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّيْ رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ.

১৫৬১. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে সা'দ (রাঃ) ব্যতীত আর কারো জন্যও তাঁর পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করার কথা বলতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, 'তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ (ফিদা) হোক।'[৩]

---

* আবূ তুরাব ঃ আলী (রাঃ)-এর উপাধি।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫৮, হাঃ ৪৪১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪, হাঃ ২৪০৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭০, হাঃ ২৮৮৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৫, হাঃ ২৪১০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৮০, হাঃ ২৯০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪১২

١٥٦٢. حديث سَعْدٍ قَالَ جَمَعَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

১৫৬২. সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে নাবী (ﷺ) আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করেছিলেন, (তোমার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক)।[1]

٦/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

৪৪/৬. ত্বলহা ও যুবায়র (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٥٦٣. حديث طَلْحَةَ وَسَعْدٍ . عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا.

১৫৬৩. আবূ 'উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) স্বয়ং যোগদান করেছিলেন, তন্মধ্যে এক যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে কোন এক সময় ত্বলহা ও সা'দ (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। আবূ 'উসমান (রাঃ) তাঁদের উভয় হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[2]

١٥٦٤. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَأْتِيْنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الأَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِيْنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.

১৫৬৪. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, 'কে আমাকে শত্রু পক্ষের খবরাখবর এনে দিবে?' যুবাইর (রাঃ) বললেন, 'আমি আনব।' তিনি আবার বললেন, 'আমার শত্রু পক্ষের খবরাখবর কে এনে দিবে?' যুবায়র (রাঃ) আবারও বললেন, 'আমি আনব।' অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, 'প্রত্যেক নাবীরই সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী যুবাইর।'[3]

١٥٦٥. حديث الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِيْنِي بِخَبَرِهِمْ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

১৫৬৫. 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ চলাকালে আমি এবং 'উমার ইব্নু আবূ সালামাহ মহিলাদের দলে চলছিলাম। হঠাৎ যুবায়েরকে দেখতে পেলাম যে,

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩৭২৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৫, হাঃ ২৪১১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৩৭২২-৩৭২৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪১৪

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪০, হাঃ ২৮৪৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৬, হাঃ ২৪১৫

তিনি অশ্বারোহণ করে বনী কুরায়যা গোত্রের দিকে দু'বার অথবা তিনবার আসা যাওয়া করছেন। যখন ফিরে আসলাম তখন বললাম, আব্বা! আমি আপনাকে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন কে বনী কুরায়যা গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের খবরা-খবর জেনে আসবে? তখন আমিই গিয়েছিলাম। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করে বললেন, আমার মাতাপিতা তোমার জন্য কুরবান হোক।[১]

٧/٤٤. بَابُ فَضَائِلِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

৪৪/৭. আবূ 'উবাইদাহ বিন জার্‌রাহ (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٠٦٦. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنًا وَإِنَّ أَمِيْنَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

১৫৬৬. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকেন আর আমাদের এ উম্মাতের মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছে আবূ 'উবাইদাহ ইব্‌নুল জার্‌রাহ (রাঃ)।[২]

١٠٦٧. حديث حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَأَبْعَثَنَّ يَعْنِيْ عَلَيْكُمْ يَعْنِيْ أَمِيْنًا حَقَّ أَمِيْنٍ فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

১৫৬৭. হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) নাজরানবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন; আমি এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব যিনি হবেন প্রকৃতই বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি (ﷺ) আবূ 'উবাইদাহ (রাঃ)-কে পাঠালেন।[৩]

٨/٤٤. بَابُ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

৪৪/৮. হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٠٦٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِيْ وَلَا أُكَلِّمُهُ حَتَّى أَتَى سُوْقَ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعُ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اللّٰهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ.

১৫৬৮. আবূ হুরাইরাহ্ দাওসী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) দিনের এক অংশে বের হলেন, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেননি এবং আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। অবশেষে তিনি বানূ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৩৭২০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪১৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২১, হাঃ ৩৭৪৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪১৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২১, হাঃ ৩৭৪৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪২০

কায়নুকা বাজারে এলেন (সেখান হতে ফিরে এসে) ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরের আঙিণায় বসে পড়লেন। তারপর বললেন, এখানে খোকা [হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] আছে কি? এখানে খোকা আছে কি? ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে কিছুক্ষণ দেরী করালেন। আমার ধারণা হল তিনি তাঁকে পুতির মালা সোনা-রূপা ছাড়া যা বাচ্চাদের পরানো হতো, পরাচ্ছিলেন। তারপর তিনি দৌড়িয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকেও (হাসানকে) মহব্বত কর এবং তাকে যে ভালবাসবে তাকেও মহব্বত কর।[1]

١٥٦٩. حديث الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ.

১৫৬৯. বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসানকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্কন্ধের উপর দেখেছি। সে সময় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস।[2]

١٠/٤٤. بَابُ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

৪৪/১০. যায়দ বিন হারিসাহ ও উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মর্যাদা।

١٥٧٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوْهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ﴿ادْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾.

১৫৭০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌নু হারিসাহ্‌কে আমরা "যায়দ ইব্‌নু মুহাম্মদ-ই" ডাকতাম, যে পর্যন্ত না এ আয়াত নাযিল হয়। তোমরা তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটিই অধিক ন্যায়সঙ্গত। (আল-আহযাব ৫)।[3]

١٥٧١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِيْ إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَطْعُنُوْا فِيْ إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُوْنَ فِيْ إِمَارَةِ أَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ.

১৫৭১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি সেনাবাহিনী পাঠানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন, এবং উসামাহ ইব্‌নু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে উক্ত বাহিনীর নেতা মনোনীত করেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর নেতৃত্বের উপর মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তার নেতৃত্বের প্রতি তোমরা সমালোচনা করছ। ইতোপূর্বে তার পিতার নেতৃত্বের প্রতিও তোমরা সমালোচনা করেছ। আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয়ই সে নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল এবং আমার প্রিয়পাত্রদের একজন ছিল। অতঃপর তার পুত্র আমার প্রিয়পাত্রদের একজন।[4]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ২১২২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৮, হাঃ ২৪২১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২২, হাঃ ৩৭৪৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪২২

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাঃ ৪৭৮২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১০, হাঃ ২৪২৫

[4] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৩৭৩০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪২৬

١١/٤٤. بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

৪৪/১১. 'আবদুল্লাহ বিন জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মর্যাদা।

١٥٧٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ ﷺ أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

১৫৭২. আবদুল্লাহ ইব্‌নু জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। ইব্‌নু যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা), ইব্‌নু জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বললেন, তোমার কি মনে আছে, যখন আমি ও তুমি এবং ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম? ইব্‌নু জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, হ্যাঁ, স্মরণ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বাহনে তুলে নিলেন আর তোমাকে ছেড়ে আসলেন।[১]

١٢/٤٤. بَابُ فَضَائِلِ خَدِيْجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

৪৪/১২. উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মর্যাদা।

١٥٧٣. حديث عَلِيٍّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ.

১৫৭৩. 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম হলেন সর্বোত্তম আর নারীদের সেরা হলেন খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।[২]

١٥٧٤. حديث أَبِي مُوْسَى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

১৫৭৪. আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে 'আয়িশাহ্‌র মর্যাদা সব মহিলার উপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের সুরুয়ায় ভিজা রুটির) মর্যাদা সকল প্রকার খাদ্যের উপর।[৩]

١٥٧٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّيْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ.

১৫৭৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! ঐ যে খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একটি পাত্র হাতে নিয়ে

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৯৬, হাঃ ৩০৮২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১১, হাঃ ২৪২৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৩৪৩২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১২, হাঃ ২৪৩০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৩২, হাঃ ৩৪১১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১২, হাঃ ২৪৩১

আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী, অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি ভবনের খোশ খবর দিবেন যার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার শোরগোল; কোন প্রকার দুঃখ-ক্লেশ।[১]

١٥٧٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَشَّرَ النَّبِيُّ ﷺ خَدِيْجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

১৫৭৬. ইসমাঈল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্নু আবূ আউফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ) খাদীজাহ (রাঃ)-কে জান্নাতের খোশ খবর দিয়েছিলেন কি? তিনি বললেন, হাঁ। এমন একটি ভবনের খোশ খবর দিয়েছিলেন, যে ভবনটি তৈরি করা হয়েছে এমন মোতী দ্বারা যার ভিতরদেশ ফাঁকা। আর সেখানে থাকবে না শোরগোল, কোন প্রকার ক্লেশ ও দুঃখ।[২]

١٥٧٧. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيْجَةُ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ.

১৫৭৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা করিনি যতটুকু খাদীজাহ (রাঃ)-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু নাবী (ﷺ) তাঁর কথা বেশি সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবহ করে গোশ্তের পরিমাণ বিবেচনায় হাঁড়-মাংসকে ছোট ছোট টুকরা করে হলেও খাদীজাহ (রাঃ)-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোন সময় ঈর্ষা ভরে নাবী (ﷺ)-কে বলতাম, মনে হয়, খাদীজাহ (রাঃ) ছাড়া দুনিয়াতে যেন আর কোন নারী নাই। উত্তরে তিনি (ﷺ) বলতেন, হাঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন, তাঁর গর্ভে আমার সন্তানাদি জন্মেছিল।[৩]

١٥٧٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوْزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا.

১৫৭৮. 'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজাহ্র বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ (একদিন) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। (দু'বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি একই রকম ছিল বলে) নাবী (ﷺ) খাদীজাহ্র অনুমতি চাওয়ার কথা মনে

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২০, হাঃ ৩৮২০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১২, হাঃ নং ২৪৩২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২০, হাঃ ৩৮১৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১২, হাঃ ২৪৩২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২০, হাঃ ৩৮১৮; মুসলিম মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১২, হাঃ নং ২৪৩৫

করে হতচকিত হয়ে পড়েন। তারপর (প্রকৃতিস্থ হয়ে) তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! এতো দেখছি হালা! 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এতে আমার ভারী ঈর্ষা হলো। আমি বললাম, কুরাইশদের বুড়ীদের মধ্য থেকে এমন এক বুড়ীর কথা আপনি আলোচনা করেন যার দাঁতের মাড়ির লাল বর্ণটাই শুধু বাকি রয়ে গিয়েছিল, যে শেষ হয়ে গেছেও কত কাল আগে। তার পরিবর্তে আল্লাহ তো আপনাকে তার চেয়েও উত্তম উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।* [১]

١٣/٤٤. بَابُ فِيْ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

৪৪/১৩. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মর্যাদা।

١٥٧٩. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكِ فِيْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ وَيَقُوْلُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُوْلُ إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

১৫৭৯. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেন, দু'বার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি রেশমী কাপড়ে আবৃতা এবং আমাকে বলছে ইনি আপনার স্ত্রী, আমি তার ঘোমটা সরিয়ে দেখলাম, সে মহিলা তুমিই। তখন আমি ভাবছিলাম, যদি তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তবে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।[২]

١٥٨٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

১৫৮০. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, "আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক এবং কখন রাগান্বিত হও।" আমি বললাম, কী করে আপনি তা বুঝতে সক্ষম হন? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, না! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রব-এর কসম! কিন্তু তুমি আমার প্রতি নারাজ থাকলে বল, না! ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর রব-এর কসম! শুনে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ্র কসম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।[৩]

---

* 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর এ কথার জবাবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী বলেছেন তা উল্লেখ সহীহুল বুখারীতে নেই। তবে হাদীস সংকলক আহমাদ ও তাবরানী এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ এতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে আমি বললাম ঃ যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, ভবিষ্যতে আমি তাঁর (খাদীজাহ্র) সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য ছাড়া অন্য কোনরূপ মন্তব্য করবো না।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২০, হাঃ ৩৮২১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১২, হাঃ নং ২৪৩৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ৩৮৯৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাঃ নং ২৪৩৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৯, হাঃ ৫২২৮; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাঃ ৬১০

١٥٨١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِيْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ.

১৫৮১. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনেই আমি পুতুল বানিয়ে খেলতাম। আমার বান্ধবীরাও আমার সঙ্গে খেলতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করলে তারা দৌড়ে পালাত। তখন তিনি তাদের ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা আমার সঙ্গে খেলা করত।[১]

١٥٨٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُوْنَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১৫৮২. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার ব্যাপারে 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। এতে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করত।[২]

١٥٨٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ يَقُوْلُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ كَانَ يَدُوْرُ عَلَيَّ فِيْهِ فِيْ بَيْتِيْ فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِيْ وَسَحْرِيْ.

১৫৮৩. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। মৃত্যু রোগকালীন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করতেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকব। আগামীকাল কার ঘরে? এর দ্বারা তিনি 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরের পালার ইচ্ছে পোষণ করতেন। সহধর্মিণীগণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যার ঘরে ইচ্ছে অবস্থান করার অনুমতি দিলেন। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে ছিলেন। এমনকি তাঁর ঘরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার জন্য নির্ধারিত পালার দিন আমার ঘরে ইন্তিকাল করেন এবং আল্লাহ তাঁর রূহ কবজ করেন এ অবস্থায় যে, তাঁর মাথা ছিল আমার কণ্ঠ ও বক্ষের মধ্যে।[৩]

١٥٨٤. حديث عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ.

১৫৮৪. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পূর্বে যখন তাঁর পিঠ আমার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিল, তখন আমি কান ঝুঁকিয়ে দিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন এবং মহান বন্ধুর সঙ্গে আমাকে মিলিত করুন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮১, হাঃ ৬১৩০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাঃ ২৪৪০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৫৭৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাঃ ২৪৪১, ২৪৪২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ৪৪৫০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাঃ ২৪৪৩

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ৪৪৪০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাঃ ২৪৪৩

١٥٨٥. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوْتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُوْلُ ﴿مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ﴾ الْآيَةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.

১৫৮৫. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ কথা শুনেছিলাম যে, কোন নাবী মারা যান না যতক্ষণ না তাঁকে বলা হয় দুনিয়া বা আখিরাতের একটি বেছে নিতে। যে রোগে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকাল করেন সে রোগে আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় বলতে শুনেছি– তাঁদের সঙ্গে যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নি'আমত প্রদান করেছেন– [তাঁরা হলেন- নাবী (আলাইহিস সালাম)-গণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ।] (সূরাহ আন-নিসা ৪/৬৯)। তখন আমি ধারণা করলাম যে, তাঁকেও একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে।[1]

١٥٨٦. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَحِيْحٌ يَقُوْلُ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا أَوْ يُخَيَّرَ فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذًا لَا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيْثُهُ الَّذِيْ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ.

১৫৮৬. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্থাবস্থায় বলতেন, জান্নাতে তাঁর স্থান দেখানো ব্যতীত কোন নাবী (আলাইহিস সালাম)-এর প্রাণ কখনো কবজ করা হয়নি। তারপর তাঁকে জীবন বা মৃত্যু একটি গ্রহণ করতে বলা হয়। এরপর যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মাথা 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর উরুতে রাখাবস্থায় তাঁর জান কবজের সময় উপস্থিত হল তখন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। এরপর যখন তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলেন তখন তিনি ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! উচ্চে সমাসীন বন্ধুর সঙ্গে (মিলিত হতে চাই)। অনন্তর আমি বললাম, তিনি আর আমাদের মাঝে থাকতে চাচ্ছেন না। এরপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, এটা হচ্ছে ঐ কথা যা তিনি আমাদের কাছে সুস্থাবস্থায় বর্ণনা করতেন।[2]

١٥٨٧. حديث عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَلَا تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِيْ وَأَرْكَبُ بَعِيْرَكِ تَنْظُرِيْنَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوْا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوْا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِيْ وَلَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقُوْلَ لَهُ شَيْئًا.

১৫৮৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে যাওয়ার ইরাদা করতেন, তখনই স্ত্রীগণের মাঝে লটারী করতেন। এক সফরের সময় 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং হাফসাহ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ৪৪৩৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাঃ ২৪৪৪
[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাঃ ৪৪৩৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাঃ ২৪৪৩

-এর নাম লটারীতে ওঠে। নাবী-এর অভ্যাস ছিল যখন রাত হত তখন 'আয়িশাহ-এর সঙ্গে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হাফসাহ 'আয়িশাহ-কে বললেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে, যাতে করে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাবে? 'আয়িশাহ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাযী আছি। সে হিসাবে 'আয়িশাহ হাফসাহ-এর উটে উটে এবং হাফসাহ 'আয়িশাহ-এর উটে সওয়ার হলেন; নাবী 'আয়িশাহ-এর নির্ধারিত উটের কাছে এলেন, যার ওপর হাফসাহ বসা ছিলেন। তিনি সালাম করলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসে সফর করলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সবাই অবতরণ করলেন। 'আয়িশাহ নাবী-এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যখন তাঁরা সকলেই অবতরণ করলেন তখন 'আয়িশাহ নিজ পদযুগল 'ইযখির' নামক ঘাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য কোন সাপ বা বিচ্ছু পাঠিয়ে দাও, যাতে আমাকে দংশন করে। কেননা, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্-কে কিছু বলতে পারব না।[১]

١٥٨٨. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

১৫৮৮. আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্-কে আমি বলতে শুনেছি, 'আয়িশাহ-এর মর্যাদা নারীদের উপর এমন যেমন সারীদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর।[২]

١٥٨٩. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ.

১৫৮৯. 'আয়িশাহ হতে বর্ণিত। একদা নাবী তাঁকে বললেন, হে আয়িশা! এই যে জিব্‌রাঈল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আপনি এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না। এর দ্বারা তিনি নাবী-কে বুঝিয়েছেন।[৩]

٤٤/١٤. بَابُ ذِكْرِ حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعٍ

৪৪/১৪. উম্মু যার'আ-এর মর্যাদা।

١٥٩٠. حديث عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْأُوْلَى : زَوْجِيْ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِيْنٍ فَيُنْتَقَلُ قَالَتِ الثَّانِيَةُ : زَوْجِيْ لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ : زَوْجِي الْعَشَنَّقُ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৯৮, হাঃ ৫২১১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাঃ ২৪৪৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৩৭৭০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩ ২৪৪৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩২১৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাঃ ২৪৪৭

إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ قَالَتْ الرَّابِعَةُ : زَوْجِيْ كَلَيْلِ تِهَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ قَالَتْ الْخَامِسَةُ : زَوْجِيْ إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتْ السَّادِسَةُ : زَوْجِيْ إِنْ أَكَلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُوْلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتْ السَّابِعَةُ : زَوْجِيْ غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ قَالَتْ الثَّامِنَةُ : زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ قَالَتْ التَّاسِعَةُ : زَوْجِيْ رَفِيْعُ الْعِمَادِ طَوِيْلُ النِّجَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنْ النَّادِ قَالَتْ الْعَاشِرَةُ : زَوْجِيْ مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ لَهُ إِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : زَوْجِيْ أَبُوْ زَرْعٍ وَمَا أَبُوْ زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ وَبَجَّحَنِيْ فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِيْ وَجَدَنِيْ فِيْ أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِيْ فِيْ أَهْلِ صَهِيْلٍ وَأَطِيْطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ أَقُوْلُ فَلَا أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ أُمُّ أَبِيْ زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِيْ زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ابْنُ أَبِيْ زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِيْ زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ أَبِيْ زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِيْ زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيْهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ أَبِيْ زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِيْ زَرْعٍ لَا تَبُثُّ حَدِيْثَنَا تَبْثِيْثًا وَلَا تُنَقِّثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا.

قَالَتْ خَرَجَ أَبُوْ زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِيْ وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِيْ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِيْ أُمَّ زَرْعٍ وَمِيْرِيْ أَهْلَكِ قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيْهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِيْ زَرْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُنْتُ لَكِ كَأَبِيْ زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ.

১৫৯০. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ১১ জন মহিলা এক স্থানে একত্রিত হয়ে বসল এবং সকলে মিলে এ কথার ওপর একমত হল যে, তারা নিজেদের স্বামীর ব্যাপারে কোন তথ্যই গোপন রাখবে না।

প্রথম মহিলা বলল,

আমার স্বামী হচ্ছে অত্যন্ত হাল্কা-পাতলা দুর্বল উটের গোশতের মত যেন কোন পর্বতের চূড়ায় রাখা হয়েছে এবং সেখানে আরোহণ করা সহজ কাজ নয় এবং গোশতের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যে কারণে সেখানে উঠার জন্য কেউ কষ্ট স্বীকার করবে।

দ্বিতীয় মহিলা বলল,

আমি আমার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলব না, কারণ আমি ভয় করছি যে, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ করা যাবে না। কেননা, যদি আমি তার সম্পর্কে বলতে যাই, তা হলে আমাকে তার সকল দুর্বলতা এবং মন্দ দিকগুলো সম্পর্কেও বলতে হবে।

তৃতীয় মহিলা বলল,

আমার স্বামী একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (আর সে যদি তা শোনে) তাহলে সে আমাকে ত্বলাক্ব দিবে। আর যদি আমি কিছু না বলি, তাহলে সে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে। অর্থাৎ ত্বলাক্বও দেবে না, স্ত্রীর মতো ব্যবহারও করবে না।

চতুর্থ মহিলা বলল,

আমার স্বামী হচ্ছে তিহামার রাতের মত মাঝামাঝি- অতি গরমও না, অতি ঠাণ্ডাও না, আর আমি তাকে ভয়ও করি না, আবার তার প্রতি অসন্তুষ্টও নই।

পঞ্চম মহিলা বলল,

যখন আমার স্বামী ঘরে প্রবেশ করে তখন চিতা বাঘের মত থাকে। যখন বাইরে যায় তখন সিংহের ন্যায় তার স্বভাব থাকে এবং ঘরের কোন কাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলে না।

৬ষ্ঠ মহিলা বলল,

আমার স্বামী যখন খেতে বসে, তখন সব খেয়ে ফেলে। যখন পান করে, তখন সব শেষ করে। যখন নিদ্রা যায়, তখন একাই চাদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। এমনকি হাত বের করেও আমার খবর নেয় না।

সপ্তম মহিলা বলল,

আমার স্বামী হচ্ছে পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন এবং চরম বোকা, সব রকমের দোষ তার আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে অথবা উভয় স্থানে আঘাত করতে পারে।

অষ্টম মহিলা বলল,

আমার স্বামীর পরশ হচ্ছে খরগোশের মত এবং তার দেহের সুগন্ধ হচ্ছে যারনাম (এক প্রকার বনফুল-এর মত)।

নবম মহিলা বলল,

আমার স্বামী হচ্ছে অতি উচ্চ অট্টালিকার মত এবং তার তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য সে চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (অর্থাৎ সে দানশীল ও সাহসী)। তার ছাইভস্ম প্রচুর পরিমাণের (অর্থাৎ প্রচুর মেহমান আছে এবং মেহমানদারীও হয়) এবং মানুষের জন্য তার গৃহ অবারিত। এ লোকজন তার সঙ্গে সহজেই পরামর্শ করতে পারে।

দশম মহিলা বলল,

আমার স্বামীর নাম হল মালিক। মালিকের কী প্রশংসা আমি করব। যা প্রশংসা করব সে তার চেয়ে ঊর্ধ্বে। তার অনেক মঙ্গলময় উট আছে, তার অধিকাংশ উটকেই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের যবাই করে খাওয়ানোর জন্য) এবং অল্প সংখ্যক মাঠে চরার জন্য রাখা হয়। বাঁশির শব্দ শুনলেই উটগুলো বুঝতে পারে যে, তাদেরকে মেহমানদের জন্য যবাই করা হবে।

একাদশতম মহিলা বলল,

আমার স্বামী আবূ যার'আ। তার কথা আমি কী বলব। সে আমাকে এত অধিক গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে গেছে, আমার বাজুতে মেদ জমেছে এবং আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আমি

নিজকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এনেছে অত্যন্ত গরীব পরিবার থেকে, যে পরিবার ছিল মাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক। সে আমাকে অত্যন্ত ধনী পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার আওয়াজ এবং শস্য মাড়াইয়ের খসখসানি শব্দ শোনা যায়। সে আমাকে ধন-সম্পদের মধ্যে রেখেছে। আমি যা কিছু বলতাম, সে বিদ্রূপ করত না এবং আমি নিদ্রা যেতাম এবং সকালে দেরী করে উঠতাম এবং যখন আমি পান করতাম, অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করতাম।

আর আবূ যার'আর আম্মার কথা কী বলব! তার পাত্র ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তার ঘর ছিল প্রশস্ত।

আবূ জার'আর পুত্রের কথা কী বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষবদ্ধ তরবারি অর্থাৎ সে অত্যন্ত হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী। তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের একখানা পা।

আর আবূ যার'আর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে কতই না ভাল। সে বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ অনুগতা সন্তান। সে অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যে কারণে সতীনরা তাকে হিংসা করে। আবূ যার'আর ক্রীতদাসীরও অনেক গুণ। সে আমাদের গোপন কথা কখনো প্রকাশ করত না, সে আমাদের সম্পদকে কমাত না এবং আমাদের বাসস্থানকে আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখত না।

সে মহিলা আরও বলল, একদিন দুধ দোহন করার সময় আবূ যার'আ বাইরে বেরিয়ে এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র-সন্তান রয়েছে। ওরা মায়ের স্তন নিয়ে চিতা বাঘের মত খেলছিল (দুধ পান করছিল)। সে ঐ মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হল এবং আমাকে ত্বলাক্ব দিয়ে তাকে শাদী করল। এরপর আমি এক সম্মানিত ব্যক্তিকে শাদী করলাম। সে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের গৃহপালিত জন্তু থেকে এক এক জোড়া আমাকে দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মু যার'আ! তুমি এ সম্পদ থেকে খাও, পরিধান কর এবং উপহার দাও।

মহিলা আরও বলল, সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে, তা আবূ যার'আর একটি ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না (অর্থাৎ আবূ যার'আর সম্পদের তুলনায় তা খুবই সামান্য ছিল)।

'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে বললেন, "আবূ যার'আ তার স্ত্রী উম্মু যার'আর প্রতি যেরূপ (আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ (পার্থক্য এতটুকুই) আমি তোমাকে ত্বলাক্ব দেব না এবং তোমার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করব)।[1]

١٥/٤٤. بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

৪৪/১৫. ফাতিমা বিনতু নাবী (ﷺ)-এর মর্যাদা।

١٥٩١. حديث الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَنْ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৮৩, হাঃ ৫১৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৪, হাঃ ২৪৪৮

إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِيْ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِيْ جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِيْ ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هٰذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّيْ وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِيْ دِيْنِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ وَوَعَدَنِيْ فَوَفَى لِيْ وَإِنِّيْ لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ أَبَدًا.

১৫৯১. ‘আলী ইব্‌নু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, যখন তাঁরা ইয়াযীদ ইব্‌নু মু‘আবিয়াহ’র নিকট হতে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পর মাদীনায় আসলেন, তখন তাঁর সঙ্গে মিসওয়ার ইব্‌নু মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মিলিত হলেন এবং বললেন, আপনার কি আমার নিকট কোন প্রয়োজন আছে? থাকলে বলুন। তখন আমি তাঁকে বললাম, না। তখন মিসওয়ার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আপনি কি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তরবারীটি দিবেন? আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা আপনাকে কাবু করে তা ছিনিয়ে নিবে। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি যদি আমাকে এটি দেন, তবে আমার জীবন থাকা অবধি কেউ আমার নিকট নিকট হতে তা নিতে পারবে না। একবার ‘আলী ইব্‌নু আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থাকা অবস্থায় আবূ জাহল কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। আমি তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর মিম্বারে দাঁড়িয়ে লোকদের এ খুত্‌বা দিতে শুনেছি, আর তখন আমি সাবালক। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘ফাতিমা আমার হতেই। আমি আশঙ্কা করছি সে দীনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।’ অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানূ আবদে শামস গোত্রের এক জামাতার ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর জামাতা সম্পর্কের প্রশংসা করেন এবং বলেন, সে আমার সঙ্গে যা বলেছে, তা সত্য বলেছে, আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে, তা পূরণ করেছে। আমি হালালকে হারামকারী নই এবং হারামকে হালালকারী নই। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহর রসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে একত্র হতে পারে না।[১]

১৫৯২. حَدِيْثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِيْ جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِيْ جَهْلٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِيْ وَصَدَقَنِيْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّيْ وَإِنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ يَسُوْءَهَا وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.

১৫৯২. মিসওয়ার ইব্‌নু মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ জেহেলের কন্যাকে ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এ খবর শুনতে পেয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে এসে বললেন, আপনার গোত্রের লোকজন মনে করে যে, আপনি আপনার

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ৫, হাঃ ৩১১০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৫, হাঃ ২৪৪৯

মেয়েদের সম্মানে রাগান্বিত হন না। 'আলী তো আবূ জেহেলের কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খুত্বা দিতে প্রস্তুত হলেন। (মিস্ওয়ার বলেন) তিনি যখন হাম্দ ও সানা পাঠ করেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবূল 'আস ইব্নু রাবির নিকট আমার মেয়েকে শাদী দিয়েছিলোম। সে আমার সঙ্গে যা বলেছে সত্যই বলেছে। আর ফাতিমাহ আমার টুক্রা; তাঁর কোন কষ্ট হোক তা আমি কখনও পছন্দ করি না। আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র রসূলের মেয়ে এবং আল্লাহ্র দুশমনের মেয়ে একই লোকের নিকট একত্রিত হতে পারে না। 'আলী (রাঃ) তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়ে নিলেন।[১]

١٥٩٣. **حديث** مُوْسَى عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَه" جَمِيْعًا لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام تَمْشِيْ لَا وَاللهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِه„ أَوْ عَنْ شِمَالِه„ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِه„ خَصَّكِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سِرَّه" فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِيْ قَالَتْ أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ فَأَخْبَرَتْنِيْ قَالَتْ أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّه" أَخْبَرَنِيْ أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُه" بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّه" قَدْ عَارَضَنِيْ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ فَإِنِّيْ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِيْ رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِيْ سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

১৫৯৩. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমরা নাবী (ﷺ)-এর সব স্ত্রী তাঁর নিকট জমায়েত হয়েছিলাম। আমাদের একজনও অনুপস্থিত ছিলাম না। এমন সময় ফাতিমাহ (রাঃ) পায়ে হেঁটে আসছিলেন। আল্লাহ্র কসম! তাঁর হাঁটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাঁটার মতই ছিল। তিনি যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক বলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। এরপর তিনি তাঁকে নিজের ডান পাশে অথবা (রাবী বলেন) বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তার সঙ্গে কানে-কানে কিছু কথা বললেন, তিনি (ফাতেমাহ) খুব অধিক কাঁদতে লাগলেন। এরপর তাঁকে চিন্তিত দেখে দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে তিনি কানে-কানে আরও কিছু কথা বললেন। তখন ফাতেমাহ (রাঃ) হাসতে লাগলেন। তখন নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণের মধ্য থেকে আমি বললাম ঃ আমাদের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিশেষ করে আপনার সঙ্গে বিশেষ কী গোপনীয় কথা কানে-কানে বললেন, যার ফলে আপনি খুব কাঁদছিলেন? এরপর যখন নাবী (ﷺ) উঠে চলে গেলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি আপনাকে কানে-কানে কী বলেছিলেন? তিনি বললেন ঃ আমি

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৩৭২৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৫, হাঃ ২৪৪৯

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভেদ (গোপনীয় কথা) ফাঁস করবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যু হল। তখন আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনার উপর আমার যে দাবী আছে, আপনাকে আমি তার কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি কি গোপনীয় কথাটি আমাকে জানাবেন না? তখন ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন ঃ হাঁ এখন আপনাকে জানাবো। সুতরাং তিনি আমাকে জানাতে গিয়ে বললেন ঃ প্রথমবার তিনি আমার নিকট যে গোপন কথা বলেন, তা হলো এই যে, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, জিবরীল (আঃ) প্রতি বছর এসে পূর্ণ কুরআন একবার আমার নিকট পেশ করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি এসে তা আমার কাছে দু' বার পেশ করেছেন। এতে আমি ধারণা করছি যে, আমার চির বিদায়ের সময় সন্নিকট। সুতরাং তুমি আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগমনকারী। তখন আমি কাঁদলাম যা নিজেই দেখলেন। তারপর যখন আমাকে চিন্তিত দেখলেন, তখন দ্বিতীয়বার আমাকে কানে-কানে বললেন ঃ তুমি জান্নাতের মুসলিম মহিলাদের অথবা এ উম্মাতের মহিলাদের নেত্রী হওয়াতে সন্তুষ্ট হবে না? (আমি তখন হাসলাম)।[১]

٤٤/١٦. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

৪৪/১৬. উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মর্যাদা।

١٥٩٤. حديث أسامة بن زَيْدٍ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ يُخْبِرُ جِبْرِيْلَ.

১৫৯৪. উসামাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে জানানো হল যে, একবার জিবরাঈল (আঃ) নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসলেন। তখন উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর নিকট ছিলেন। তিনি এসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। অতঃপর উঠে গেলেন। নাবী (ﷺ) উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটিকে চিনতে পেরেছ কি? তিনি বললেন, এতো দেহ্ইয়া। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহ্র কসম। আমি দেহ্ইয়া বলেই বিশ্বাস করছিলাম কিন্তু নাবী (ﷺ)-কে তাঁর খুত্বায় জিব্রাঈল (আঃ)-এর আগমনের কথা বলতে শুনলাম।[২]

٤٤/١٧. بَابُ : مِنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

৪৪/১৭. উম্মুল মু'মিনীন যাইনাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মর্যাদা।

١٥٩٥. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةَ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৩, হাঃ ৬২৮৫-৬২৮৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ ২৪৫০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৬, হাঃ ২৪৫১

১৫৯৫. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। কোন নাবী সহধর্মিনী নাবী (সাঃ)-কে বললেন ঃ আমাদের মধ্য হতে সবার পূর্বে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির মাধ্যমে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। সওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে লম্বা বলে প্রমাণিত হল। পরে [সবার আগে যায়নাব (রাঃ)-এর মৃত্যু হলে] আমরা বুঝলাম হাতের দীর্ঘতার অর্থ দানশীলতা। তিনি [যায়নাব (রাঃ)] আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর (সাঃ) সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন।[1]

١٩/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَبِلَالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

৪৪/১৯. আনাস বিন মালিক-এর মাতা উম্মু সুলায়ম (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٥٩٦. حديث أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوْهَا مَعِيْ.

১৫৯৬. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) মাদীনায় উম্মু সুলাইম ছাড়া কারো ঘরে যাতায়াত করতেন না তাঁর স্ত্রীদের ব্যতীত। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'উম্ম সুলাইমের ভাই আমার সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছে, তাই আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানাই।[2]

٢٢/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَأُمِّهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

৪৪/২২. 'আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রাঃ) ও তাঁর মায়ের মর্যাদা।

١٥٩٧. حديث أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِيْ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكُثْنَا حِيْنًا مَا نُرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَا نَرَى مِنْ دُخُوْلِهِ وَدُخُوْلِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

১৫৯৭. মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ -কে বলতে শুনেছি যে, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান হতে মাদীনাহ্তে আসি এবং বেশ কিছুদিন মাদীনাহ্তে অবস্থান করি। তখন আমরা মনে করতাম যে, 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর পরিবারেরই একজন লোক। কারণ আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে হরহামেশা নাবী (সাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করতে দেখতাম।[3]

١٥٩٨. حديث عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنِّيْ مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ. قَالَ شَقِيْقٌ فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُوْلُوْنَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُوْلُ غَيْرَ ذَلِكَ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১১, হাঃ ১৪২০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৭, হাঃ ২৪৫২

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ২৮৪৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৯, হাঃ ২৪৫৫

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৩৭৬৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২২, হাঃ ২৪৬০

১৫৯৮. শাকীক ইব্‌ন সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাসঊদ (রাঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! সত্তরেরও কিছু অধিক সূরাহ আমি রাসূল (ﷺ)-এর মুখ থেকে হাসিল করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! নাবী (ﷺ)-এর সাহাবীরা জানেন, আমি তাঁদের চেয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত; অথচ আমি তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম নই।

শাকীক (রহ.) বলেন, সাহাবীগণ তাঁর কথা শুনে কী বলেন তা শোনার জন্য আমি মজলিসে বসে থাকলাম, কিন্তু আমি কাউকে অন্যরকম কথা বলে আপত্তি করতে শুনিনি।[১]

١٥٩٩. حَدِيْثُ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أُنْزِلَتْ اٰيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيْمَ أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّيْ بِكِتَابِ اللهِ تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

১৫৯৯. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আল্লাহ্‌র কিতাবে অবতীর্ণ প্রতিটি সূরাহ সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোন্ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি জানতাম যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং সেখানে উট পৌঁছতে পারে, তাহলে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছে যেতাম।[২]

١٦٠٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اسْتَقْرِئُوا الْقُرْاٰنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِيْ حُذَيْفَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَا أَدْرِيْ بَدَأَ بِأُبَيٍّ أَوْ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.

১৬০০. মাসরূক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আম্‌র (রাঃ)-এর মজলিসে 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর আলোচনা হলে তিনি বললেন, আমি এই লোককে ঐদিন হতে অত্যন্ত ভালবাসি যেদিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা চার ব্যক্তি হতে কুরআন শিক্ষা কর, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'ঊদ– সর্বপ্রথম তাঁর নাম বললেন– আবূ হুযাইফাহ (রাঃ)-এর মুক্ত গোলাম সালিম, উবাই ইব্‌নু কা'ব (রাঃ) ও মু'আয ইব্‌নু জাবাল (রাঃ) থেকে। উবাই (রাঃ) ও মু'আয (রাঃ) এ দু'জনের কার নাম আগে বলেছিলেন সেটুকু আমার স্মরণ নেই।[৩]

٢٣/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ
৪৪/২৩. উবাই বিন কা'ব ও একদল আনসার (রাঃ)-এর মর্যাদা।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ৫০০০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২২, হাঃ ২৪৬২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ৫০০২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২২, হাঃ ২৪৬৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৩৭৫৮; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২২, হাঃ ২৪৬৪

١٦٠١. حديث أَنَسٍ ﷺ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أُبَيٌّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

১৬০১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-এর যুগে (সর্বপ্রথম) যে চার ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন আনসারী। (তাঁরা হলেন) উবাই ইব্‌নু কা'ব (রাঃ), মু'আয ইব্‌নু জাবাল (রাঃ), আবূ যায়দ (রাঃ) এবং যায়দ ইব্‌নু সাবিত (রাঃ)।[১]

١٦٠٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُبَيٍّ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى.

১৬০২. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) উবাই ইব্‌নু কা'ব (রাঃ)-কে বললেন, আল্লাহ "সূরাহ বায়্যিনাহ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ তোমাকে পড়ে শুনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই ইব্‌নু কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কি আমার নাম করেছেন? নাবী (ﷺ) বললেন, হাঁ। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন।[২]

٢٤/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/২৪. সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-এর বর্ণনা।

١٦٠٣. حديث جَابِرٍ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

১৬০৩. জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি সা'দ ইব্‌নু মু'আয (রাঃ)-এর মৃত্যুতে আল্লাহ্ তা'আলার আরশ কেঁপে উঠেছিল।[৩]

١٦٠٤. حديث الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّوْنَهَا وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا فَقَالَ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هَذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ.

১৬০৪. বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে এক জোড়া রেশমী কাপড় হাদীয়া দেয়া হল। সহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তা স্পর্শ করে এর কোমলতায় অবাক হয়ে গেলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, এর কোমলতায় তোমরা অবাক হচ্ছ? অথচ সা'দ ইব্‌নু মু'আয (রাঃ)-এর (জান্নাতের) রুমাল এর চেয়ে অনেক উত্তম, অথবা বলেছেন অনেক মোলায়েম।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৩৮১০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২৩, হাঃ নং ২৪৬৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৩৮০৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২৩, হাঃ নং ২৪৬৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১২, হাঃ ৩৮০৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২৪, হাঃ ২৪৬৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১২, হাঃ ৩৮০২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২৪, হাঃ নং ২৪৬৮

١٦٠٥. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا.

১৬০৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেয়া হল। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। এতে সাহাবীগণ খুশী হলেন। তখন তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, জান্নাতে সা'দ ইবনু মু'আযের রুমালগুলো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট।[1]

٤٤/٢٦. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالِدُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

৪৪/২৬. জাবির (রাঃ)-এর পিতা 'আবদুল্লাহ্ বিন 'আম্র বিন হারাম (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٦٠٦. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ.

১৬০৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার পিতাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিত অবস্থায় নিয়ে এসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সামনে রাখা হল। তখন একখানি বস্ত্র দ্বারা তাঁকে আবৃত রাখা হয়েছিল। আমি তাঁর উপর হতে আবরণ উন্মোচন করতে আসলে আমার কাওমের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। পুনরায় আমি আবরণ উন্মুক্ত করতে থাকলে আমার কাওমের লোকেরা (আবার) আমাকে নিষেধ করল। পরে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশে তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হল। তখন তিনি (রাসূল (ﷺ)) এক ক্রন্দনকারিণীর শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? লোকেরা বলল, 'আমরের মেয়ে অথবা (তারা বলল) 'আমরের বোন। তিনি বললেন, ক্রন্দন করছো কেন? অথবা বলেছেন, ক্রন্দন করো না। কেননা, তাঁকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত ফেরেশ্তাগণ তাঁদের পক্ষ বিস্তার করে তাঁকে ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন।[2]

٤٤/٢٨. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/২৮. আবূ যার (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٦٠٧. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَخِيهِ ارْكَبْ إِلَى هٰذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِي فَانْطَلَقَ الْأَخُ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ فَقَالَ مَا

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২৬১৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২৪, হাঃ ২৪৬৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১২৯৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২৬, হাঃ ২৪৭১

شَفَيْتَنِيْ مِمَّا أَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ فَاضْطَجَعَ فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَادَ عَلِيٌّ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُحَدِّثُنِيْ مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِيْ عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِّيْ فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتْبَعْنِيْ فَإِنِّيْ إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّيْ أُرِيْقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتْبَعْنِيْ حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِيْ فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوْهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِيْ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوْهُ حَتَّى أَضْجَعُوْهُ وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ قَالَ وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيْقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا فَضَرَبُوْهُ وَثَارُوْا إِلَيْهِ فَأَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ.

১৬০৭. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর আবির্ভাবের খবর যখন আবূ যার (রাঃ) এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, তুমি এ উপত্যকায় গিয়ে ঐ লোক সম্পর্কে জেনে আস যে লোক নিজেকে নাবী বলে দাবী করছেন ও তাঁর কাছে আসমান হতে সংবাদ আসে। তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুন এবং ফিরে এসে আমাকে শুনাও। তাঁর ভাই রওয়ানা হয়ে ঐ লোকের কাছে পৌঁছে তাঁর কথাবার্তা শুনলেন। এরপর তিনি আবূ যারের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি উত্তম আখলাক গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দান করছেন এবং এমন কালাম যা পদ্য নয়। এতে আবূ যার (রাঃ) বললেন, আমি যে জন্য তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সে বিষয়ে তুমি আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে না। আবূ যার (রাঃ) সফরের জন্য সামান্য পাথেয় সংগ্রহ করলেন এবং একটি ছোট্ট পানির মশকসহ মাক্কায় উপস্থিত হলেন। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে নাবী (ﷺ)-কে খোঁজ করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে চিনতেন না। আবার কাউকে তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাও পছন্দ করলেন না। এ অবস্থায় রাত হয়ে গেল। তিনি শুয়ে পড়লেন। 'আলী (রাঃ) তাঁকে দেখে বুঝলেন যে, লোকটি বিদেশী। যখন আবূ যার 'আলী (রাঃ)-কে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত একে অন্যকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। আবূ যার (রাঃ) পুনরায় তাঁর পাথেয় ও মশক নিয়ে মসজিদে হারামের দিকে চলে গেলেন। এ দিনটি এমনিভাবে কেটে গেল, কিন্তু নাবী (ﷺ) তাকে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি শোয়ার জায়গায় ফিরে গেলেন। তখন 'আলী (রাঃ) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এখনও কি মুসাফিরের গন্তব্য স্থানের সন্ধান হয়নি? সে এখনও এ জায়গায় অবস্থান করছে। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কেউ কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এ অবস্থায় তৃতীয় দিন হয়ে গেল। 'আলী (রাঃ) পূর্বের ন্যায় তাঁর পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তুমি কি আমাকে বলবে না কোন জিনিস এখানে আসতে তোমাকে

অনুপ্রেরিত করেছে? আবূ যার বললেন, তুমি যদি আমাকে সঠিক রাস্তা দেখানোর পাকা অঙ্গীকার কর তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি। 'আলী অঙ্গীকার করলেন এবং আবূ যার ও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বললেন। "'আলী বললেন, তিনি সত্য, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ), যখন ভোর হয়ে যাবে তখন তুমি আমার অনুসরণ করবে। তোমার জন্য ভয়ের কারণ আছে এমন যদি কোন ব্যাপার আমি দেখতে পাই তবে আমি রাস্তার পাশে চলে যাব যেন আমি পেশাব করতে চাই। আর যদি আমি সোজা চলতে থাকি তবে তুমিও আমার অনুসরণ করতে থাকবে এবং যে ঘরে আমি প্রবেশ করি সে ঘরে তুমিও প্রবেশ করবে। আবূ যার তাই করলেন। 'আলী নাবী (ﷺ)-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তিনিও তাঁর ('আলীর) সাথে প্রবেশ করলেন। তিনি (নবী (ﷺ)-এর কথাবার্তা শুনলেন এবং ঐখানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি তোমার স্বগোত্রে ফিরে যাও এবং আমার নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত আমার ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করবে। আবূ যার বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার ইসলাম গ্রহণকে মুশরিকদের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করব। এই বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ও মাসজিদে হারামে গিয়ে হাজির হলেন এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ লোকজন তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মারতে মারতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। এমন সময় 'আব্বাস এসে তাঁকে রক্ষা করলেন এবং বললেন, তোমাদের বিপদ অবধারিত। তোমরা কি জাননা, এ লোকটি গিফার গোত্রের? আর তোমাদের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলিকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়েই সিরিয়া যাতায়াত করতে হয়। এ কথা বলে তিনি তাদের হাত হতে আবূ যারকে রক্ষা করলেন। পরদিন সকালে তিনি ঐরূপই বলতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ভীষণভাবে মারতে লাগল। 'আব্বাস এসে তাঁকে সামলে নিলেন।[1]

٢٩/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

৪৪/২৯. জারীর বিন 'আবদুল্লাহ-এর মর্যাদা।

١٦٠٨. حَدِيْثُ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ إِنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

১৬০৮. জারীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে তাঁর নিকট প্রবেশ করতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমার চেহারার দিকে তাকাতেন তখন তিনি মুচকি হাসতেন। আমি আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আমার অসুবিধার কথা জানালাম যে, আমি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার বক্ষে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ্! তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়তপ্রাপ্ত করুন।'[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৩৮৬১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২৮, হাঃ ২৪৭৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৬২, হাঃ ৩০৩৫-৩০৩৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২৯, হাঃ ২৪৭৫

١٦٠٩. حديث جَرِيْرٌ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيْ خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوْا أَصْحَابَ خَيْلٍ قَالَ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِيْ خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

১৬০৯. জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি কি আমাকে যিলখালাসার ব্যাপারে শান্তি দিবে না? খাশ'আম গোত্রের একটি মূর্তি ঘর ছিল। যাকে ইয়ামানের কা'বা নামে আখ্যায়িত করা হত। জারীর (রাঃ) বলেন, তখন আমি আহমাসের দেড়শ' অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা করলাম। তারা সুদক্ষ অশ্বারোহী ছিল। জারীর (রাঃ) বলেন, আর আমি অশ্বের উপর স্থির থাকতে পারতাম না। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি আমার বুকে তাঁর অঙ্গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ্! তাকে স্থির রাখুন এবং হিদায়াত প্রাপ্ত, পথ প্রদর্শনকারী করুন।' অতঃপর জারীর (রাঃ) সেখানে যান এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন ও জ্বালিয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে এ খবর দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তখন জারীর (রাঃ)-এর দূত বলতে লাগল, কসম সে মহান আল্লাহ্ তা'আলার! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনার নিকট তখনই এসেছি যখন যুলখালাসাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। জারীর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আহমাসের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করেন।[1]

٣٠/٤٤. بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

৪৪/৩০. 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٦١٠. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوْءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

১৬১০. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী (ﷺ) পায়খানায় গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য উযূর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কে রেখেছে?' তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি তাকে দীনের জ্ঞান দান কর।'[2]

٣١/٤٤. بَابُ فَقْهُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

৪৪/৩১. 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ)-এর মর্যাদা।

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৪, হাঃ ৩০২০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২৯, হাঃ ২৪৭৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৪৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩০, হাঃ ২৪৭৭

١٦١١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِيْ فَذَهَبَا بِيْ إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيْهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ اٰخَرُ فَقَالَ لِيْ لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيْلًا.

১৬১১. আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর জীবিতকালে কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলে তা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর খিদমতে বর্ণনা করত। এতে আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগলো যে, আমি কোন স্বপ্ন দেখলে তা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট বর্ণনা করব। তখন আমি যুবক ছিলাম। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সময়ে আমি মাসজিদে ঘুমাতাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু’জন ফিরিশ্তা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলেছেন। তা যেন কূপের পাড় বাঁধানোর ন্যায় পাড় বাঁধানো। তাতে দু’টি খুঁটি রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে এমন কতক লোক, যাদের আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি বলতে লাগলাম, আমি জাহান্নাম হতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই। তিনি বলেন, তখন অন্য একজন ফেরেশ্তা আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, ভয় পেয়ো না।

আমি এ স্বপ্ন (আমার বোন উম্মুল মু’মিনীন) হাফ্সাহ (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। অতঃপর হাফসা (রাযিআল্লাহু আনহা) তা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ ‘আবদুল্লাহ্ কতই ভাল লোক! যদি রাত জেগে সে সলাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত! তারপর হতে ‘আবদুল্লাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহু) খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন।[1]

٣٢/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/৩২. আনাস বিন মালিক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর মর্যাদা।

١٦١٢. حديث أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ اللهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ.

১৬১২. উম্মু সুলায়ম (রাযিআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আনাস আপনার খাদিম, আপনি আল্লাহ্‌র নিকট তার জন্য দু’আ করুন। তিনি দু’আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি তার মাল ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বারাকাত দান করুন।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ২, হাঃ ১১২১-১১২২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩২, হাঃ ২৪৭৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৬৩৭৮-৬৩৭৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩১, হাঃ ২৪৮০, ২৪৮১

١٦١٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

১৬১৩. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (ﷺ) আমার কাছে একটি বিষয় গোপনে বলেছিলেন। আমি তাঁর পরেও কাউকে তা জানাইনি। এটা সম্পর্কে উম্মু সুলায়ম (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকেও বলিনি।[১]

٤٤/٣٣. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/৩৩. 'আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٦١٤. حديث سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لِأَحَدٍ يَمْشِيْ عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ وَفِيْهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ﴾ الْآيَةَ.

১৬১৪. সা'দ ইব্নু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে আবদুল্লাহ ইব্নু সালাম (রাঃ) ছাড়া যমীনে বিচরণশীল কারো ব্যাপারে এ কথাটি বলতে শুনিনি যে, 'নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতবাসী'। সা'দ (রাঃ) বলেন, তাঁরই ব্যাপারে সূরাহ আহ্কাফের এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষ্য দান করেছে।[২]

١٦١٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنُ سَلَامٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِيْ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوْعِ فَقَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ حِيْنَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللهِ مَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُوْلَ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنِّيْ فِيْ رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَسْطَهَا عَمُوْدٌ مِنْ حَدِيْدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِيْ أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ فَقِيْلَ لِيْ ارْقَ قُلْتُ لَا أَسْتَطِيْعُ فَأَتَانِيْ مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِيْ مِنْ خَلْفِيْ فَرَقِيْتُ حَتَّى كُنْتُ فِيْ أَعْلَاهَا فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيْلَ لَهُ اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِيْ يَدِيْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ وَذٰلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوْتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ.

১৬১৫. কায়স ইব্নু উবাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাদীনাহ্র মাস্জিদে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এমন এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলেন যার চেহারায় বিনয় ও নম্রতার ছাপ ছিল। লোকজন বলতে লাগলেন, এ ব্যক্তি জান্নাতীগণের একজন। তিনি হালকাভাবে দু'রাকআত সলাত

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৬২৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩২, হাঃ ২৪৮২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৩৮১২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩৩, হাঃ নং ২৪৮৩

আদায় করে মাসজিদ হতে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মাসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখন লোকজন বলাবলি করছিল যে, ইনি জান্নাতবাসীগণের একজন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম কারো জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে জানে না। আমি তোমাকে আসল কথা বলছি কেন তা বলা হয়। আমি নাবী (ﷺ)-এর যামানায় একটি স্বপ্ন দেখে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমি দেখলাম যে, আমি যেন একটি বাগানে অবস্থান করছি; বাগানটি বেশ প্রশস্ত, সবুজ। বাগানের মধ্যে একটি লোহার স্তম্ভ যার নিম্নভাগ মাটিতে এবং উপরিভাগ আকাশ স্পর্শ করেছে; স্তম্ভের উপরে একটি শক্ত কড়া সংযুক্ত রয়েছে। আমাকে বলা হল, উপরে উঠ। আমি বললাম, এটাতো আমার সামর্থ্যের বাইরে। তখন একজন খাদিম এসে পিছন দিক হতে আমার কাপড়সহ চেপে ধরে আমাকে উঠতে সাহায্য করলেন। আমি উঠতে লাগলাম এবং উপরে গিয়ে আংটাটি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হল, শক্তভাবে আংটাটি ধর। তারপর কড়াটি আমার হাতের মুঠায় ধরা অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। নাবী (ﷺ)-এর নিকট স্বপ্নটি বললে, তিনি বললেন, এ বাগান হল ইসলাম, আর স্তম্ভটি হল ইসলামের খুঁটি, আর খুঁটিসহ কড়াটি হল "উরুয়াতুল উস্‌কা" (শক্ত ও অটুট কড়া) এবং তুমি আজীবন ইসলামের উপর কায়েম থাকবে। (রাবী বলেন) এ ব্যক্তি হলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌নু সালাম (রাঃ)।[১]

٣٤/٤٤. بَابُ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/৩৪. হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٦١٦. حديث حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيْهِ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَجِبْ عَنِّيْ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ.

১৬১৬. সা'ঈদ ইব্‌নু মুসাইয়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'উমার (রাঃ) মাসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাস্‌সান ইব্‌নু সাবিত (রাঃ) কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। অতঃপর তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি; আপনি কি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, "তুমি আমার পক্ষ হতে জবাব দাও। হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদুস [জিব্‌রীল (আঃ)] দ্বারা সাহায্য করুন।" তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।* [২]

١٦١٧. حديث الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৩৮১৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩৩, হাঃ নং ২৪৮৪

* মাসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে হাস্‌সান সাবিত (রাঃ)-এর প্রতি 'উমার (রাঃ) আপত্তি করাতে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতেও মাসজিদে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩২১২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৩, হাঃ ২৪৮৫

১৬১৭. বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) হাস্‌সান (রাঃ)-কে বলেছেন, তুমি তাদের কুৎসা বর্ণনা কর অথবা তাদের কুৎসার জবাব দাও। তোমার সঙ্গে জিব্‌রীল (ﷺ) আছেন।[১]

١٦١٨. حديث عَائِشَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৬১৮. 'উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর সম্মুখে হাসসান (রাঃ)-কে তিরস্কার করতে উদ্যত হলে, তিনি আমাকে বললেন, তাকে গালি দিও না। সে নাবী (ﷺ)-এর তরফ হতে কবিতার মাধ্যমে শত্রুর কথার আঘাত প্রতিহত করত।[২]

١٦١٩. حديث عَائِشَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ" عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فَقَالَتْ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

১৬১৯. মাসরূক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁর কাছে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাঃ) তাঁকে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর প্রশংসায় বলছেন,

"তিনি সতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও জ্ঞানবতী, তাঁর প্রতি কোন সন্দেহই আরোপ করা যায় না।

তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকেদের গোশত খান না (অর্থাৎ গীবত করেন না)।

এ কথা শুনে 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, কিন্তু আপনি তো এরূপ নন। মাসরূক (রহ.) বলেছেন যে, আমি 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে বললাম যে, আপনি কেন তাকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন, "তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অন্ধত্ব থেকে কঠিনতর শাস্তি আর কী হতে পারে? তিনি তাঁকে আরো বলেন যে, হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষাবলম্বন করে কাফিরদের সঙ্গে মুকাবালা করতেন অথবা কাফিরদের বিপক্ষে নিন্দাপূর্ণ কবিতা রচনা করতেন।[৩]

١٦٢٠. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩২১৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৩, হাঃ ২৪৮৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৩৫৩১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৩, হাঃ ২৪৮৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৪১৪৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩৪, হাঃ ২৪৮৮

১৬২০. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান (রাঃ) কবিতার ছন্দে মুশরিকদের নিন্দা করতে অনুমতি চাইলে নাবী (ﷺ) বললেন, আমার বংশকে কিভাবে তুমি আলাদা করবে? হাসসান (রাঃ) বললেন, আমি তাদের মধ্য হতে এমনভাবে আপনাকে আলাদা করে নিব যেমনভাবে আটার খামির হতে চুলকে আলাদা করে নেয়া হয়।[1]

٣٥/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

৪৪/৩৫. আবূ হুরাইরাহ আদ্‌দাওসী (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٦٢١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاللهُ الْمَوْعِدُ إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا أَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِيْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِيْ ثُمَّ يَقْبِضْهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّيْ فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ فَوَالَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

১৬২১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের ধারণা আবূ হুরাইরাহ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করছে। আল্লাহ্‌র কাছে একদিন আমাদেরকে হাযির হতে হবে। আমি ছিলাম একজন মিসকীন। খেয়ে না খেয়েই আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সান্নিধ্যে লেগে থাকতাম। মুহাজিরদেরকে বাজারের বেচাকেনা লিপ্ত রাখত। আর আনসারগণকে ব্যস্ত রাখত তাঁদের ধন-দৌলতের ব্যবস্থাপনা। একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর খিদমাতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন ঃ আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় চাদর বিছিয়ে তারপর তা গুটিয়ে নেবে, সে আমার নিকট হতে শ্রুত বাণী কোন দিন ভুলবে না। তখন আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম। সে সত্তার কসম, যিনি তাঁকে হক্কের সঙ্গে প্রেরণ করেছেন! এরপর থেকে আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি, এর কিছুই ভুলিনি।[2]

٣٦/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَهْلِ بَدْرٍ ﷺ وَقِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ

৪৪/৩৬. বাদ্‌র যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদা এবং হাতিব বিন আবি বালতা (রাঃ)-এর কাহিনী।

١٦٢٢. حديث عَلِيٍّ ﷺ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ انْطَلِقُوْا حَتَّى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৩৫৩১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩৪, হাঃ ২৪৮৯

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ২২, হাঃ ৭৩৫৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৮৫, হাঃ ২৪৯২

أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُوْنَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِيْ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَقَدْ صَدَقَكُمْ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ دَعْنِيْ أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ قَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

১৬২২. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ ইব্‌নু আসওয়াদ (রাঃ)-কে পাঠিয়ে বললেন, 'তোমরা খাখ্ বাগানে যাও। সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে, তোমরা তার কাছ থেকে তা নিয়ে আসবে।' তখন আমরা রওনা দিলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত বেগে চলছিল। অবশেষে আমরা উক্ত খাখ্ নামক বাগানে পৌঁছে গেলাম এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম, 'পত্র বাহির কর।' সে বলল, 'আমার নিকট তা কোন পত্র নেই।' আমরা বললাম, 'তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার কাপড় খুলতে হবে।' তখন সে তার চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাজির হলাম। দেখা গেল, তা হাতিব ইব্‌নু বালতাআ (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে মাক্কাহর কয়েকজন মুশরিকের প্রতি লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হে হাতিব! এ কী ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে কোন তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আসলে আমি কুরাইশ বংশোদ্ভূত নই। তবে তাদের সঙ্গে মিশে ছিলাম। আর যারা আপনার সঙ্গে মুহাজিরগণ রয়েছেন, তাদের সকলেরই মাক্কাহবাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। তাই আমি চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি তাদের প্রতি এমন কিছু অনুগ্রহ দেখাই, যদ্দ্বারা অন্তত তারা আমার আপনজনদের রক্ষা করবে। আর আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হওয়ার উদ্দেশ্যে করিনি এবং কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণেও নয়।' আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলছে।' তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।' আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'সে বাদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তোমার হয়ত জানা নেই, আল্লাহ্ তা'আলা বাদ্‌র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমার যা ইচ্ছে আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'[১]

٣٨/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِيْ مُوْسٰى وَأَبِيْ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيَّيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

৪৪/৩৮. আবূ মূসা ও আবূ 'আমির আল আশ'আরী (রাঃ)-এর মর্যাদা।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৪১, হাঃ ৩০০৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩৬, হাঃ ২৪৯৪

١٦٢٣. حديث أَبِي مُوسٰى رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسٰى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلَا أَنْتُمَا قَالَا قَبِلْنَا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلَا لِأُمِّكُمَا فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

১৬২৩. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মধ্যবর্তী জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন বিলাল (রাঃ) তাঁর কাছে ছিলেন। এমন সময়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না? তিনি তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বলল, সুসংবাদ গ্রহণ কর কথাটি তো আপনি আমাকে অনেকবারই বলেছেন। তখন তিনি ক্রোধ ভরে আবূ মূসা ও বিলাল (রাঃ)-এর দিকে ফিরে বললেন, লোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ কর। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি এক পাত্র পানি আনতে বললেন। তিনি এর মধ্যে নিজের উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে কুল্লি করলেন। তারপর বললেন, তোমরা উভয়ে এ থেকে পান করো এবং নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে ছিটিয়ে দাও। আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাঁরা উভয়ে পাত্রটি তুলে নিয়ে নির্দেশ মত কাজ করলেন। এমন সময় উম্মু সালামাহ (রাঃ) পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও অতিরিক্ত কিছু রাখ। কাজেই তাঁরা এ থেকে অতিরিক্ত কিছু তাঁর [উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর] জন্য রাখলেন।[১]

١٦٢٤. حديث أَبِي مُوسٰى رضي الله عنه قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسٰى وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسٰى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَقْرِئِ النَّبِيَّ ﷺ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ وَقَالَ قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ৪৩২৮; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩৬, হাঃ ২৪৯৭

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى.

১৬২৪. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; হুনাইন যুদ্ধ অতিক্রান্ত হওয়ার পর নাবী (ﷺ) আবূ আমির (রাঃ)-কে একটি সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে আওতাস গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠালেন। যুদ্ধে তিনি দুরাইদ ইবনু সিম্মার সঙ্গে মুকাবালা করলে দুরাইদ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সঙ্গীদেরকেও পরাস্ত করেন। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) আবূ 'আমির (রাঃ)-এর সঙ্গে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে আবূ আমির (রাঃ)-এর হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। জুশামি গোত্রের এক লোক তীরটি নিক্ষেপ করে তাঁর হাঁটুর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, চাচাজান! কে আপনার উপর তীর ছুঁড়েছে? তখন তিনি আবূ মূসা (রাঃ)-কে ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ যে, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরেছে। আমাকে হত্যা করেছে। আমি লোকটিকে লক্ষ্য করে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম আর সে আমাকে দেখামাত্র ভাগতে শুরু করল। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পিছু নিলাম- তোমার লজ্জা করে না, তুমি দাঁড়াও। লোকটি থেমে গেল। এবার আমরা দু'জনে তরবারি দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম এবং আমি ওকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি আবূ আমির (রাঃ)-কে বললাম, আল্লাহ আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, এখন এ তীরটি বের করে দাও। আমি তীরটি বের করে দিলাম। তখন ক্ষতস্থান থেকে কিছু পানি বের হল। তিনি আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি নাবী (ﷺ)-কে আমার সালাম জানাবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বলবে। আবূ আমির (রাঃ) তাঁর স্থলে আমাকে সেনাদলের অধিনায়ক নিয়োগ করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচে ছিলেন, তারপর ইন্তিকাল করলেন। (যুদ্ধ শেষে) আমি ফিরে এসে নাবী (ﷺ)-এর গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন পাকানো দড়ির তৈরি একটি খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন। খাটিয়ার উপর (যৎসামান্য) একটি বিছানা ছিল। কাজেই তাঁর পৃষ্ঠে এবং দুইপার্শ্বে পাকানো দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের এবং আবূ আমির (রাঃ)-এর সংবাদ জানালাম। তাঁকে এ কথাও বললাম যে, (মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছেন) তাঁকে [নবী (ﷺ)-কে] আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বলবে। এ কথা শুনে নাবী (ﷺ) পানি আনতে বললেন এবং অযু করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত উপরে তুলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবূ আমিরকে ক্ষমা করো। (হস্তদ্বয় উত্তোলনের কারণে) আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রাংশ দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামাত দিবসে তুমি তাঁকে তোমার অনেক মাখলূকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান কর। আমি বললাম ঃ আমার জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি দু'আ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়সের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং ক্বিয়ামাত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও।

বর্ণনাকারী আবূ বুরদাহ (রাঃ) বলেন, দু'টি দু'আর একটি ছিল আবূ 'আমির (রাঃ)-এর জন্য আর অপরটি ছিল আবূ মূসা (আশ'আরী) (রাঃ)-এর জন্য।[১]

٤٤/٣٩. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৪৪/৩৯. আল আশ'আরী (রাঃ)-দের মর্যাদা।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৬, হাঃ ৪৩২৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩৮, হাঃ ২৪৯৮

١٦٢٥. حديث أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْاٰنِ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوْا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيْمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِيْ يَأْمُرُوْنَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوْهُمْ.

১৬২৫. আবূ বুরদা (রাঃ) আবূ মূসা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণনা করেন। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আশ'আরী গোত্রের লোকেরা রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ দিয়েই চিনতে পারি এবং রাতের বেলায় তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনতে পারি যদিও আমি দিবাভাগে তাদেরকে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করতে দেখিনি। হাকীম ছিলেন আশ'আরীদের একজন। যখন তিনি কোন দল কিংবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কোন দুশমনের মুখোমুখী হতেন তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, আমার সাথীরা তোমাদের বলেছেন, যেন তোমরা তাঁদের জন্য অপেক্ষা কর।[১]

١٦٢٦. حديث أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوْا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِيْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُمْ.

১৬২৬. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আশ'আরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদীনাতেই তাদের পরিবার পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার এবং আমি তাদের।[২]

٤١/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَأَهْلِ سَفِيْنَتِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৪৪/৪১. জা'ফার বিন আবূ ত্বলিব, আসমা বিনতু 'উমায়স এবং তাদের নৌকারোহীদের (রাঃ) মর্যাদা।

١٦٢٧. حديث أَبِيْ مُوْسٰى وَ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَي ﷺ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِيْ أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُوْ بُرْدَةَ وَالْاٰخَرُ أَبُوْ رُهْمٍ إِمَّا قَالَ بِضْعٌ وَإِمَّا قَالَ فِيْ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِيْنَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِيْ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيْعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ لَنَا يَعْنِيْ لِأَهْلِ السَّفِيْنَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيْمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِيْنَ رَأَى أَسْمَاءَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪২৩২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩৯, হাঃ ২৪৯৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৭ : অংশীদারিত্ব, অধ্যায় ১, হাঃ ২৪৮৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩৯, হাঃ ২৫০০

أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلَّا وَاللهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِيْ دَارِ أَوْ فِيْ أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِيْ رَسُوْلِهِ ﷺ وَايْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ وَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيْغُ وَلَا أَزِيْدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِيْ مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ.

قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوْسَى وَأَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ يَأْتُوْنِيْ أَرْسَالًا يَسْأَلُوْنِيْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِيْ أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ.

قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوْسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيْدُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنِّيْ.

১৬২৭. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকা অবস্থায় আমাদের কাছে নাবী (ﷺ)-এর হিজরতের খবর পৌঁছল। তাই আমি ও আমার দু'ভাই আবূ বুরদা ও আবূ রুহম এবং আমাদের কাওমের আরো মোট বায়ান্ন কি তিপ্পান্ন কিংবা আরো কিছু লোকজনসহ আমরা হিজরতের উদ্দেশে বের হলাম। আমি ছিলাম আমার অপর দু'ভাইয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। আমরা একটি জাহাজে উঠলাম। জাহাজটি আমাদেরকে আবিসিনিয়া দেশের (বাদশাহ্) নাজ্জাশীর নিকট নিয়ে গেল। সেখানে আমরা জা'ফর ইবনু আবূ তালিবের সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁর সঙ্গেই আমরা থেকে গেলাম। অবশেষে নাবী (ﷺ)-এর খাইবার বিজয়ের সময় সকলে এক যোগে (মাদীনায়) এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। এ সময়ে মুসলিমদের কেউ কেউ আমাদেরকে অর্থাৎ জাহাজে আগমনকারীদেরকে বলল, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী।

আমাদের সঙ্গে আগমনকারী আসমা বিন্ত উমাইস একবার নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী হাফসাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনিও (তাঁর স্বামী জা'ফরসহ) নাজ্জাশীর দেশে হিজরাতকারীদের সঙ্গে হিজরাত করেছিলেন। আসমা (রাঃ) হাফসাহ্র কাছেই ছিলেন। এ সময়ে 'উমার (রাঃ) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। 'উমার (রাঃ) আসমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? হাফসাহ (রাঃ) বললেন, তিনি আসমা বিনত উমাইস (রাঃ)। 'উমার (রাঃ) বললেন, ইনি হাবশায় হিজরাতকারিণী আসমা? ইনিই কি সমুদ্রগামিনী? আসমা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ! তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, হিজরাতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে আগে আছি। সুতরাং তোমাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আমাদের হক অধিক। এতে আসমা (রাঃ) রেগে গেলেন এবং বললেন, কক্ষনো হতে পারে না। আল্লাহ্র কসম! আপনারা তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন, আপনাদের অবুঝ লোকদেরকে নসীহত করতেন। আর আমরা ছিলাম এমন এক এলাকায় অথবা তিনি বলেছেন এমন এক দেশে যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

থেকে বহুদূরে এবং সর্বদা শত্রু বেষ্টিত হাবশা দেশে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশেই ছিল আমাদের এ হিজরাত। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন খাবার খাবো না, পানিও পান করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা বলেছেন তা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে না জানাব। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হত, ভয় দেখানো হত। শীঘ্রই আমি নাবী (ﷺ)-কে এসব কথা বলব এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তবে আল্লাহ্‌র কসম! আমি মিথ্যা বলব না, পেঁচিয়ে বলব না, বাড়িয়েও কিছু বলব না। ৪২৩১. এরপর যখন নাবী (ﷺ) আসলেন, তখন আসমা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র নাবী! 'উমার (রাঃ) এই কথা বলেছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী উত্তর দিয়েছ? আসমা (রাঃ) বললেন ঃ আমি তাঁকে এই এই বলেছি। নাবী (ﷺ) বললেন, (এ ব্যাপারে) তোমাদের চেয়ে 'উমার (রাঃ) আমার প্রতি অধিক হক রাখে না। কারণ 'উমার (রাঃ) এবং তাঁর সাথীরা একটি হিজরাত লাভ করেছে, আর তোমরা যারা জাহাজে হিজরাতকারী ছিলে তারা দু'টি হিজরাত লাভ করেছে।

আসমা (রাঃ) বলেন, এ ঘটনার পর আমি আবূ মূসা (রাঃ) এবং জাহাজযোগে হিজরাতকারী অন্যদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা সদলবলে এসে আমার নিকট থেকে এ হাদীসখানা শুনতেন। আর নাবী (ﷺ) তাঁদের সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন সে কথাটির চেয়ে তাঁদের কাছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস অধিকতর প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

আবূ বুরদাহ (রাঃ) বলেন যে, আসমা (রাঃ) বলেছেন, আমি আবূ মূসা [আশ'আরী (রাঃ)]-কে দেখেছি, তিনি বারবার আমার নিকট হতে এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন।[১]

٤٣/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

৪৪/৪৩. আনসার (রাঃ)-এর মর্যাদা।

١٦٢٨. **حديث** جَابِرٍ ﷺ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ بَنِيْ سَلِمَةَ وَبَنِيْ حَارِثَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللهُ يَقُوْلُ ﴿وَاللهُ وَلِيُّهُمَا﴾.

১৬২৮. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ "যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে তথা বনূ সালিমাহ এবং বনু হারিসাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি অবতীর্ণ না হোক তা আমি চাইনি। কেননা এ আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ উভয় দলেরই সাহায্যকারী।"[২]

١٦٢٩. **حديث** زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيْبَ بِالْحَرَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِيْ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِيْ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ.

১৬২৯. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন হার্‌রায় যাদেরকে শহীদ করা হয়েছিল তাদের খবর শুনে শোকে মুহ্যমান হয়েছিলাম। আমার শোকের সংবাদ যায়দ ইব্‌নু

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪২৩০-৪২৩১; মুসলিম, হাঃ ৪৪, অধ্যায় ৪১, হাঃ ২৪৯৯,

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৪০৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৩৯, হাঃ ২৪৯৯

আরকাম (রাঃ)-এর কাছে পৌছলে তিনি আমার কাছে পত্র লিখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি রাসূলকে বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ্! আনসার ও আনসারদের সন্তানদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। এ দু'আয় রাসূল (ﷺ) আনসারদের সন্তানদের সন্তানদের জন্য দু'আ করেছেন কিনা এ ব্যাপারে ইব্নু ফায্ল (রাঃ) সন্দেহ করেছেন।[১]

١٦٣٠. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِيْنَ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرُسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُمْثِلًا فَقَالَ اللّٰهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ.

১৬৩০. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আনসারের) কতিপয় বালক-বালিকা ও নারীকে রাবী বলেন, আমার মনে হয়- তিনি বলেছিলেন, কোন বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসতে দেখে নাবী (ﷺ) তাঁদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ জানেন, তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। কথাটি তিনি তিনবার বললেন।[২]

١٦٣١. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَرَّتَيْنِ.

১৬৩১. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আনসারী মহিলা তার শিশুসহ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিকট হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তার সঙ্গে কথা বললেন এবং বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। কথাটি তিনি দু'বার বললেন।[৩]

١٦٣٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَنْصَارُ كَرِشِيْ وَعَيْبَتِيْ وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّوْنَ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ.

১৬৩২. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আনসারগণ আমার অতি আপনজন ও বিশ্বস্ত লোক। লোকসংখ্যা বাড়তে থাকবে আর তাদের সংখ্যা কমতে থাকবে। তাই তাদের নেক্কারদের নেক 'আমালগুলো কবূল কর এবং তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দাও।[৪]

٤٤/٤٤. بَابُ فِيْ خَيْرِ دُوْرِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৪৪/৪৪. আনসার (রাঃ) পরিবারের মধ্যে সর্বোত্তম।

١٦٣٣. حديث أَبِيْ أُسَيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬৩, হাঃ ৪৯০৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৩, হাঃ ২৫০৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩৭৮৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৩, হাঃ নং ২৫০৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩৭৮৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাঃ নং ২৫০৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩৮০১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৩, হাঃ নং ২৫১০

فَقَالَ سَعْدٌ مَا أَرَى النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ.

১৬৩৩. আবূ উসায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, তারপর বানূ 'আবদুল আশহাল তারপর বনূ হারিস ইব্‌নু খাযরাজ তারপর বানূ সায়িদা এবং আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। এ শুনে সা'দ (রাঃ) বললেন, নাবী (ﷺ) অন্যদেরকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন? তখন তাকে বলা হল; তোমাদেরকে তো অনেক গোত্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১]

٤٥/٤٤. بَابُ فِيْ حُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৪৪/৪৫. আনসারদের (রাঃ) সঙ্গ লাভে যে কল্যাণ লাভ করা যায়।

١٦٣٤. حديث جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِيْ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ جَرِيْرٌ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُوْنَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ.

১৬৩৪. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি জারীর ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার খেদমত করতেন। যদিও তিনি আনাস (রাঃ)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। জারীর (রাঃ) বলেন, আমি আন্‌সারদের এমন কিছু কাজ দেখেছি, যার কারণে তাদের কাউকে পেলেই সম্মান করি।[২]

٤٦/٤٤. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِغِفَارَ وَأَسْلَمَ

৪৪/৪৬. গিফার ও আসলাম গোত্রের জন্য নাবী (ﷺ)-এর দু'আ।

١٦٣٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا.

১৬৩৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আসলাম গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে নিরাপত্তা দিন। গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করুন।[৩]

١٦٣٦. حديث ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

১৬৩৬. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মিম্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় বলেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করুন, আসলাম গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন আর 'উসাইয়া গোত্র, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করেছে।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৭৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৪, হাঃ নং ২৫১১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭১, হাঃ ২৮৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৫, হাঃ ২৫১৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩৫১৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৬, হাঃ ২৫১৬

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩৫১৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৬, হাঃ ২৫১৮

٤٤/٤٧. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ غِفَارَ وَأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَمُزَيْنَةَ وَتَمِيْمٍ وَدَوْسٍ وَطَيِّءٍ

৪৪/৪৭. গিফার, আসলাম, জুহাইনাহ, আশযা, মুজাইনাহ, তামিম, দাওস ও তাঈ গোত্রগুলোর ফাযীলাত।

١٦٣٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُوْنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

১৬৩৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, কুরাইশ, আনসার, জুহায়নাহ, মুযায়নাহ, আসলাম, আশজা' ও গিফার গোত্রগুলো আমার সাহায্যকারী। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ছাড়া তাঁদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই।[১]

١٦٣٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيْمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ.

১৬৩৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আসলাম, গিফার এবং মুযাইনাহ ও জুহানাহ গোত্রের কিছু অংশ অথবা জুহাইনাহর কিছু অংশ কিংবা মুযায়নাহর কিছু অংশ আল্লাহ্র নিকট অথবা বলেছেন কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাত্ফান গোত্র চেয়ে উত্তম বলে বিবেচিত হবে।[২]

١٦٣٩. حديث أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيْجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةَ ابْنُ أَبِيْ يَعْقُوْبَ شَكَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَبَنِيْ عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ.

১৬৩৯. আবূ বাক্রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আকরা' ইব্নু হাবিস নাবী (ﷺ)-এর নিকট 'আরয করলেন, আসলাম গোত্রের সুররাক, হাজীজ, গিফার ও মুযায়না গোত্রদ্বয় আপনার নিকট বায়'আত করেছে এবং (রাবী বলেন) আমার ধারণা জুহায়না গোত্রও। এ ব্যাপারে ইব্নু আবূ ইয়াকুব সন্দেহ পোষণ করেছেন। নাবী (ﷺ) বলেন, তুমি কি জান, আসলাম, গিফার ও মুযায়না গোত্রদ্বয়, (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি জুহায়না গোত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন যে বনূ তামীম, বনূ 'আমির, আসাদ এবং গাত্ফান (গোত্রগুলো) যারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয়েছে, তাদের তুলনায় পূর্বোক্ত গোত্রগুলো উত্তম। রাবী বলেন, হাঁ। নাবী (ﷺ) বলেন, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, প্রাগুক্তগুলো শেষোক্ত গোত্রগুলোর তুলনায় অবশ্যই অতি উত্তম।[৩]

١٦٤٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَقِيْلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ.

১ সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২, হাঃ ৩৫০৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৭, হাঃ ২৫২০
২ সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩৫২৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৭, হাঃ ২৫২১
৩ সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩৫১৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৭, হাঃ ২৫২২

১৬৪০. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফাইল ইব্নু আম্র দাওসী ও তাঁর সঙ্গীরা নাবী(ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! দাওস গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে অবাধ্যতা করেছে ও অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন।' অতঃপর বলা হলো, দাওস গোত্র ধ্বংস হোক। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদেরকে ইসলামে নিয়ে আসুন।'[1]

١٦٤١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ.

১৬৪১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে তিনটি কথা শোনার পর হতে বনী তামীম গোত্রকে আমি ভালবেসে আসছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, দাজ্জালের মুকাবিলায় আমার উম্মতের মধ্যে এরাই হবে অধিকতর কঠোর। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, একবার তাদের পক্ষ হতে সদকার মাল আসল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ যে আমার কাওমের সাদাকা। 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর হাতে তাদের এক বন্দিনী ছিল। তা দেখে নাবী (ﷺ) বললেন, একে মুক্ত করে দাও। কেননা, সে ইসমাঈলের বংশধর।[2]

٤٤/٤٨. بَابُ خِيَارِ النَّاسِ

৪৪/৪৮. মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম।

١٦٤٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا وَتَجِدُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

১৬৪২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মানুষকে খণির মত পাবে। আইয়্যামে জাহিলীয়্যাতের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরও তারা উত্তম যখন তারা দীনী জ্ঞান অর্জন করে আর তোমরা শাসন ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক অনাসক্ত।

আর মানুষের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট ঐ দু'মুখী ব্যক্তি যে একদলের সঙ্গে এক ভাবে কথা বলে অপর দলের সঙ্গে আরেকভাবে কথা বলে।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১০০, হাঃ ২৯৩৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়; ৪৭, হাঃ ২৫২৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৫৪৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৭, হাঃ ২৫২৫

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৪৯৩-৩৪৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৮, হাঃ ২৫২৬

٤٩/٤٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ

৪৪/৪৯. কুরাইশ নারীদের ফাযীলাত।

١٦٤٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ.

১৬৪৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ বংশীয়া নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক স্নেহশীলা হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেছেন, 'ইমরানের কন্যা মারইয়াম কখনও উটে আরোহণ করেননি।'[1]

٥٠/٤٤. بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৪৪/৫০. নাবী (ﷺ) কর্তৃক তাঁর সাথীদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন প্রতিষ্ঠা।

١٦٤٤. حديث أَنَسٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِيْ دَارِيْ.

১৬৪৪. আসিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট কি এ হাদীস পৌঁছেছে যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ইসলামে হিল্ফ (জাহিলী যুগের সহযোগিতা চুক্তি) নেই? তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমার ঘরে কুরায়শ এবং আনসারদের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।[2]

٥٢/٤٤. بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

৪৪/৫২. নাবী (ﷺ)-এর সাহাবীদের মর্যাদা, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের।

١٦٤٥. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِيْ زَمَانٌ يَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِيْ زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ثُمَّ يَأْتِيْ زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ.

১৬৪৫. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সঙ্গে কি নাবী

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৩৪৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪৯, হাঃ ২৪৩১

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৯ : যামিন হওয়া, অধ্যায় ২, হাঃ ২২৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৫০, হাঃ ২৫২৯

(ﷺ)-এর সাহাবীদের কেউ আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। অতঃপর (তাঁর বারাকাতে) বিজয় দান করা হবে। অতঃপর এমন এক সময় আসবে, যখন জিজ্ঞেস করা হবে, নাবী (ﷺ)-এর সাহাবীদের সহচরদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ, অতঃপর তাদের বিজয়দান করা হবে। অতঃপর এক যুগ এমন আসবে যে, জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি নাবী (ﷺ)-এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছে, (তাবি-তাবিঈন)? বলা হবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরও বিজয় দান করা হবে।'[১]

١٦٤٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ.

১৬৪৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী। এরপরে এমন সব ব্যক্তি আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেয়ার আগে কসম করে বসবে।[২]

١٦٤٧. حديث عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ.

১৬৪৭. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। 'ইমরান (রাঃ) বলেন, আমি বলতে পারছি না, নাবী (ﷺ) (তাঁর যুগের) পরে দুই যুগের কথা বলছিলেন, তা তিন যুগের কথা। নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের পর এমন লোকেরা আসবে, যারা খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না। সাক্ষ্য দিতে না ডাকলেও তারা সাক্ষ্য দিবে। তারা মান্নত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। তাদের মধ্যে মেদওয়ালাদের প্রকাশ ঘটবে।[৩]

٤٤/٥٣. بَابُ قَوْلِهِ ﷺ لَا تَأْتِيْ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ الْيَوْمَ

৪৪/৫৩. নাবী (ﷺ)-এর উক্তি ঃ আজ যারা বেঁচে আছে তাদের কেউই একশ' বছর পর পৃথিবীর উপর জীবিত থাকবে না।

١٦٤٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ فِيْ آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭৬, হাঃ ২৮৯৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৫২, হাঃ ২৫৩২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৬৫২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৫২, হাঃ ২৫৩৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৬৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৫২, হাঃ ২৫৩৫

১৬৪৮. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) তাঁর জীবনের শেষের দিকে আমাদের নিয়ে 'ইশার সলাত আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমরা কি এ রাতের সম্পর্কে জান? বর্তমানে যারা পৃথিবীতে রয়েছে, একশ বছরের মাথায় তাদের কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না।[১]

٤٤/٥٤. بَابُ تَحْرِيْمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৪৪/৫৪. নাবী (ﷺ)-এর সাহাবী (রাঃ)-দের গালি দেয়া নিষিদ্ধ।

١٦٤٩. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ.

১৬৪৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের একমুদ বা অর্ধমুদ-এর সমপরিমাণ সাওয়াব হবে না।[২]

٤٤/٥٩. بَابُ فَضْلِ فَارِسَ

৪৪/৫৫. পারস্যবাসীদের ফাযীলাত।

١٦٥٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلاَثًا وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاَءِ.

১৬৫০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তাঁর উপর অবতীর্ণ হলো সূরাহ জুমু'আহ, যার একটি আয়াত হলো ঃ "এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি।" তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান ফারসী (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) সালমান (রাঃ)-এর উপর হাতে রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকট থাকলেও আমাদের কতক লোক অথবা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে।[৩]

٤٤/٦٠. بَابُ قَوْلِهِ ﷺ النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً

৪৪/৬০. নাবী (ﷺ)-এর উক্তি ঃ মানুষ উটের ন্যায়, একশ'টি উটের মধ্যে একটিও আরোহণের উপযোগী পাবে না।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ২২, হাঃ ১১৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৫৩, হাঃ ২৫৩৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাঃ ৩৬৭৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৫৪ ২৫৪১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬২, হাঃ ৪৮৯৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৫৫, হাঃ ২৫৪৬

١٦٥١. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً.

১৬৫১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে শুনেছি : নিশ্চয়ই মানুষ শত উটের ন্যায়, যাদের মধ্য থেকে সাওয়ারীর উপযোগী একটি পাওয়া তোমার পক্ষে দুষ্কর।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৬৪৯৮; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৬০, হাঃ ২৫৪৭

٤٥- كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ

পর্ব (৪৫) ঃ সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায়,

٤٥/١. بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ

৪৫/১. মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ এবং তাঁরা দু'জনই এর বেশি হকদার।

١٦٥٢. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ.

১৬৫২. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। এক লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। লোকটি বলল ঃ তারপর কে? নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তোমার মা। সে বলল ঃ তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার আব্বা।[১]

١٦٥٣. **حديث** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

১৬৫৩. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আমর (ﷺ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নাবী (ﷺ) বললেন, 'তবে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর।'[২]

٤٥/٢. بَابُ تَقْدِيْمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

৪৫/২. নফল সলাত বা এ জাতীয় 'ইবাদাতের উপর মাতাপিতার প্রতি সদাচরণকে অগ্রাধিকার দেয়া।

١٦٥٤. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيْسَى وَكَانَ فِي بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّيْ جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّيْ فَقَالَتْ اللّٰهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُوْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِيْ صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوْهُ وَسَبُّوْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوْكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِيْ قَالُوْا نَبْنِيْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِيْنٍ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ২, হাঃ ৫৯৭১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১, হাঃ ২৫৪৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৩৮, হাঃ ৩০০৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১, হাঃ ২৫৪৯

وَكَانَتْ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُوْ شَارَةٍ فَقَالَتْ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ ابْنِيْ مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ.

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ.

ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتْ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِيْ مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهَذِهِ الْأَمَةُ يَقُوْلُوْنَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ.

১৬৫৪. আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, তিনজন শিশু ছাড়া আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে ‘জুরাইজ’ নামে ডাকা হতো। একদা ‘ইবাদাতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব,না সলাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ্! ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ‘ইবাদাত খানায় থাকত। একবার তার নিকট একটি নারী আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর নারীটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ‘ইবাদাতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ উযূ সেরে ‘ইবাদাত করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল। হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার ‘ইবাদাতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে।

বনী ইসরাঈলের একজন নারী তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। নারীটি দু‘আ করল, হে আল্লাহ্! আমার ছেলেটি তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরালো। আর বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে তার মত কর না। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে স্তন্য পান করতে লাগল।

আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) বললেন, নাবী (ﷺ)-কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন।

অতঃপর সেই নারীটির পার্শ্ব দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। নারীটি বলল, হে আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত করো না। শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন্য ছেড়ে দিল। আর বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে তার মত কর। তার মা বলল, তা কেন? শিশুটি বলল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটির ব্যাপারে লোকে বলেছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে (দাসীটি) কিছুই করেনি।[১]

٦/٤٥. بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمِ قَطِيْعَتِهَا

৪৫/৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ও তা বিচ্ছিন্ন করা হারাম।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৩৪৩৬; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ২, হাঃ ২৫৫০

١٦٥٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكِ.

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا أَرْحَامَكُمْ﴾.

১৬৫৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। এ থেকে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলে 'রাহিম' (রক্ত সম্পর্কে) দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের আঁচল টেনে ধরল। তিনি তাকে বললেন, থামো। সে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ্ বললেন, যে তোমাকে সম্পর্কযুক্ত রাখে, আমিও তাকে সম্পর্কযুক্ত রাখব; আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব এতে কি তুমি খুশী নও? সে বলল; নিশ্চয়ই, হে আমার প্রভু। তিনি বললেন, যাও তোমার জন্য তাই করা হল।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, ইচ্ছে হলে তোমরা পড়, "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বাঁধন ছিন্ন করবে।"[1]

١٦٥٦. حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

১৬৫৬. যুবায়র ইবনু মুত'ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[2]

١٦٥٧. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

১৬৫৭. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে।[3]

٤٥/٧. بَابُ تَحْرِيْمِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابُرِ

৪৫/৭. হিংসা, ঘৃণা ও কথা বলা নিষেধ।

١٦٥٨. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৪৮৩০; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৫৫৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১১, হাঃ ৫৯৮৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৫৫৬

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২০৬৭; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৫৫৭

১৬৫৮. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না। তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো। কোন মুসলিমের জন্য তিন দিনের অধিক তার ভাইকে পরিত্যাগ করে থাকা জায়িয নয়।[১]

٨/٤٥. بَابُ تَحْرِيْمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ

৪৫/৮. শারয়ী ওযর ব্যতীত কারো সাথে তিনদিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম।

١٦٥٩. حديث أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

১৬৫৯. আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাই-এর সাথে তিন দিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে আর অপরজন সে দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম সালামের সূচনা করবে, সেই উত্তম ব্যক্তি।[২]

٩/٤٥. بَابُ تَحْرِيْمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا

৪৫/৯. কারো প্রতি খারাপ ধারণা করা, গোয়েন্দাগিরি করা, দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা ও দালালি করা।

١٦٦٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

১৬৬০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থেকো। কারণ অনুমান বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারো দোষ অনুসন্ধান করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিও না, আর পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না। বরং সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো।[৩]

١٤/٤٥. بَابُ ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيْمَا يُصِيْبُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

৪৫/১৪. মু'মিন ব্যক্তি কোন অসুখে পড়লে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে অথবা এ জাতীয় কোন বিপদে পড়লে এমনকি যদি তার কাঁটাও ফুটে তাহলে এর বিনিময়ে তাকে সওয়াব দেয়া হবে।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৫৭, হাঃ ৬০৬৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৫৫৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৬২, হাঃ ৬০৭৭; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৫৬০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ৬০৬৬; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৯ ২৫৬৩

١٦٦١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১৬৬১. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়ে অধিক রোগ যাতনা ভোগকারী অন্য কাউকে দেখিনি।[১]

١٦٦٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ أَجَلْ إِنِّيْ أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

১৬৬২. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। তিনি বললেন ঃ হাঁ। তোমাদের দু'ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই। আমি বললাম ঃ এটি এজন্য যে, আপনার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ ব্যাপারটি এমনই। কেননা যে কোন মুসলিম মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তা একটা কাঁটা হোক কিংবা আরো ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে মুছে দেন, যেভাবে গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে যায়।[২]

١٦٦٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

১৬৬৩. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপ মোচন করে দেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় এর দ্বারাও।[৩]

١٦٦٤. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

১৬৬৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী ও আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ২, হাঃ ৫৬৪৬; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৫৭০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ৩, হাঃ ৫৬৪৮; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৫৭১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৬৪০; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৫৭২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৬৪১-৫৬৪২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৫৭৩

١٦٦٥. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا.

১৬৬৫. 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম ঃ অবশ্যই। তখন তিনি বললেন ঃ এই কৃষ্ণ বর্ণের মহিলাটি, সে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল ঃ আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার ছতর খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য থাকবে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করি, যেন তোমাকে নিরাময় করেন। মহিলা বলল ঃ আমি ধৈর্য ধারণ করব। সে বলল ঃ তবে যে সে অবস্থায় ছতর খুলে যায়। কাজেই আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন যেন আমার ছতর খুলে না যায়। নাবী (ﷺ) তাঁর জন্য দু'আ করলেন।[1]

١٥/٤٥. بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ

৪৫/১৫. যুল্ম করা হারাম।

١٦٦٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৬৬৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, যুল্ম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে।[2]

١٦٦٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৬৬৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুল্ম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ৬, হাঃ ৫৬৫২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৫৭৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৪৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৫৭৯

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৪৪২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৫৮০

١٦٦٨. حديث أَبِي مُوْسٰى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَه" أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ﴾.

১৬৬৮. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যালিমদের ঢিল দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর তিনি [নবী (ﷺ)] এ আয়াত পাঠ করেন– "আর এরকমই বটে আপনার রবের পাকড়াও, যখন তিনি কোন জনপদবাসীকে পাকড়াও করেন তাদের যুলুমের দরুন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড় যন্ত্রণাদায়ক, অত্যন্ত কঠিন"– (সূরাহ হূদ ১১/১০২)।[1]

٤٥/١٦. بَابُ نَصْرِ الْأَخِ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا

৪৫/১৬. ভাইকে সাহায্য কর সে যালিম হোক অথবা মাযলুম হোক।

١٦٦٩. حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِيْ غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ فَقَالَ فَعَلُوْهَا أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ دَعْنِيْ أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

১৬৬৯. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী হে আনসারী ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং মুহাজির সাহাবী, ওহে মুহাজির ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাসূল (ﷺ) তা শুনে বললেন, কী খবর, জাহিলী যুগের মত ডাকাডাকি করছ কেন? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি বললেন, এমন ডাকাডাকি পরিত্যাগ কর। এটা অত্যন্ত গন্ধময় কথা। এরপর ঘটনাটি 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু উবায়র কানে পৌঁছল, সে বলল, আচ্ছা, মুহাজিররা এমন কাজ করেছে? "আল্লাহ্র কসম! আমরা মাদীনায় ফিরলে সেখান থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকেদেরকে অবশ্যই বের করে দিবে।"

এ কথা নাবী (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছল। তখন 'উমার (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এক্ষুণি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছি। নাবী (ﷺ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করেন।[2]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫, হাঃ ৪৬৮৬; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৫৮৩

[2] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫, হাঃ ৪৯০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৫৮৪]

١٧/٤٥. بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ

৪৫/১৭. মু'মিনদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দয়া, সহযোগিতা ও সহানুভূতি করা।

١٦٧٠. حديث أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

১৬৭০. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্যে ইমারতস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি তার হাতের আঙুলগুলো একটার মধ্যে আর একটা প্রবেশ করালেন।[১]

١٦٧١. حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

১৬৭১. নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ পারস্পারিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীররের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।[২]

٢٢/٤٥. بَابُ مُدَارَاةِ مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ

৪৫/২২. অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য নম্রতা অবলম্বন করা।

١٦٧٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ الَّذِيْ قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ (أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ) اتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

১৬৭২. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও। সে বংশের নিকৃষ্ট ভাই অথবা বললেন ঃ সে গোত্রের নিকৃষ্ট সন্তান। লোকটি ভিতরে আসলে তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। তখন আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এ ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলার তা বলেছেন। পরে আপনি আবার তার সাথে নম্রতার সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন তিনি বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ! নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই যার অশালীনতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার সংশ্রব ত্যাগ করে।[৩]

٢٥/٤٥. بَابُ مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ سَبَّهُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذٰلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا وَرَحْمَةً

৪৫/২৫. প্রকৃতপক্ষে দোষী এমন কোন ব্যক্তিকে যদি নাবী (ﷺ) লা'নাত করেন অথবা গালি দেন অথবা তার উপর বদদু'আ করেন তাহলে সেটা তার জন্য পবিত্রতা, প্রতিদান ও দয়ায় পরিগণিত হবে।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮৮, হাঃ ৪৮১; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : : তাফসীর, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৫৮৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৬০১১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৫৮৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৬০৫৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ২২, হাঃ ২৫৯১

١٦٧٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৬৭৩. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে এ দু'আ করতে শুনেছেন ঃ হে আল্লাহ! যদি আমি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে মন্দ বলে থাকি, তবে আপনি সেটাকে ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য আপনার নৈকট্য অর্জনের উপায় বানিয়ে দিন।[১]

٢٧/٤٥. بَابُ تَحْرِيْمِ الْكَذِبِ وَبَيَانِ الْمُبَاحِ مِنْهُ

৪৫/২৭. মিথ্যা বলা হারাম তবে তা কোন্ ক্ষেত্রে বৈধ তার বর্ণনা।

١٦٧٤. حديث أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا.

১৬৭৪. উম্মু কুলসুম বিনতে 'উকবাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য ভালো কথা পৌঁছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে।[২]

٢٩/٤٥. بَابُ قُبْحِ الْكَذِبِ وَحُسْنِ الصِّدْقِ وَفَضْلِهِ

৪৫/২৯. মিথ্যার অপকারিতা, সত্যের সৌন্দর্য ও তার মর্যাদার বর্ণনা।

١٦٧٥. حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

১৬৭৫. 'আবদুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতের দিকে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অবশেষে সিদ্দীক-এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহ্র কাছে মহামিথ্যাচারী রূপে সাব্যস্ত হয়ে যায়।[৩]

٣٠/٤٥. بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ

৪৫/৩০. রাগের সময় যে নিজেকে সংবরণ করতে পারবে তার মর্যাদা এবং কিসে রাগ দূরীভূত হয়।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৬৩৬১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ২৫, হাঃ ২৬০১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৩ : বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ২, হাঃ ২৬৯২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ২৭, হাঃ ২৬০৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৬৯, হাঃ ৬০৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ২৯, হাঃ ২৬০৬

١٦٧٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

১৬৭৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। সেই প্রকৃত বাহাদুর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।[১]

١٦٧٧. حديث سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوْسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنِّيْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ.

১৬৭৭. সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার নাবী (ﷺ)-এর সামনেই দু'ব্যক্তি গালাগালি করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই বসা ছিলাম, তাদের একজন অপর জনকে এত রাগান্বিত হয়ে গালি দিচ্ছিল যে, তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন ঃ আমি একটি কালিমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়তো, তা হলে তার ক্রোধ চলে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বনির রাজীম' পড়তো। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, নাবী (ﷺ) কী বলেছেন, তা কি তুমি শুনছো না? সে বলল ঃ আমি নিশ্চয়ই পাগল নই।[২]

٤٥/٣٢. بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ

৪৫/৩২. মুখমণ্ডল বা চেহারায় মারা নিষেধ।

١٦٧٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ.

১৬৭৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন যুদ্ধ করবে, তখন সে যেন মুখমণ্ডলে আঘাত করা হতে বিরত থাকে।[৩]

٤٥/٣٤. بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِيْ مَسْجِدٍ أَوْ سُوْقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا

৪৫/৩৪. মাসজিদে, বাজারে বা যেখানে লোকজন একত্রিত তার মধ্য দিয়ে অস্ত্র নিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রের ধারালো দিক ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ।

١٦٧٩. حديث جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭৬, হাঃ ৬১১৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৩০, হাঃ ২৬০৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭৬, হাঃ ৬১১৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৩০, হাঃ ২৬১০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ২০, হাঃ ২৫৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২৬১২

১৬৭৯. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি তীর সাথে করে মাসজিদে নববী অতিক্রম করছিল। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন ঃ এর ফলাগুলো হাত দিয়ে ধরে রাখ।[১]

١٦٨٠. حديث أَبِي مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا مَـرَّ أَحَـدُكُمْ فِيْ مَـسْجِدِنَا أَوْ فِيْ سُـوْقِنَا وَمَعَـهُ نَبْـلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيْبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا شَيْءٌ.

১৬৮০. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের মাসজিদে কিংবা বাজারে যায়, তাহলে সে যেন তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, কিংবা তিনি বলেছিলেন ঃ তাহলে সে যেন তা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে, যাতে সে তীর কোন মুসলিমের গায়ে লেগে না যায়।[২]

٤٥/٣٥. بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْإِشَارَةِ بِالسِّلَاحِ إِلَى مُسْلِمٍ

৪৫/৩৫. কোন মুসলিমের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা নিষেধ।

١٦٨١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.

১৬৮১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার অপর কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা সে জানে না হয়ত শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলিমকে হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।[৩]

٤٥/٣٦. بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ

৪৫/৩৬. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানোর ফাযীলাত।

١٦٨٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

১৬৮২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ৪৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২৬১৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ৭, হাঃ ৭০৭৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ২৬১৫

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ৭, হাঃ ৭০৭২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ২৬১৭

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩২ হাদীস নং ৬৫২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাঃ ১৯১৪

٣٧/٤٥. بَابُ تَحْرِيمِ تَعْذِيبِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْذِي

৪৫/৩৭. বিড়াল জাতীয় যে প্রাণী ক্ষতি করে না তাকে শাস্তি দেয়া হারাম।

١٦٨٣. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

১৬৮৩. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মরে যায়। মহিলাটি ঐ কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে বিড়ালটিকে খানা-পিনা কিছুই করাইনি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।[১]

٤٢/٤٥. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ

৪৫/৪২. প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান করার বিশেষ উপদেশ।

١٦٨٤. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

১৬৮৪. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আমাকে জিব্‌রীল (আঃ) সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসীয়ত করে থাকেন। আমার মনে হতো যেন, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।[২]

١٦٨٥. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

১৬৮৫. ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ জিব্‌রীল (আঃ) বরাবরই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অসীয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয় যে, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।[৩]

٤٤/٤٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ

৪৫/৪৪. হারাম নয় এমন বিষয়ে সুপারিশ করা মুস্তাহাব।

١٦٨٦. حديث أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৮২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ২২৪২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৬০১৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৪২, হাঃ ২৬২৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৬০১৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৪২, হাঃ ২৬২৫

১৬৮৬. আবূ মূসা (আশ'আরী) (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট কেউ কিছু চাইলে বা প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর সওয়াব প্রাপ্ত হবে, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছে তাঁর নাবীর মুখে চূড়ান্ত করেন।[১]

٤٥/٤٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِيْنَ وَمُجَانَبَةِ قُرَنَاءِ السُّوْءِ

৪৫/৪৫. সৎলোকদের সাথে বসা এবং খারাপ লোক থেকে দূরে থাকা মুস্তাহাব।

١٦٨٧. حديث أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

১৬৮৭. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হল, কস্তুরী বহনকারী ও কামারের হাপরের ন্যায়। মৃগ-কস্তুরী বহনকারী হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু ক্রয় করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি লাভ করবে সুবাস। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার নিকট হতে পাবে দুর্গন্ধ।[২]

٤٦/٤٥. بَابُ فَضْلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ

৪৫/৪৬. কন্যাদের প্রতি ইহসান করার মর্যাদা।

١٦٨٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

১৬৮৮. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা দু'টি শিশু কন্যা সঙ্গে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইলো। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিয়ে দিল। এরপর মহিলাটি বেরিয়ে চলে গেলে নাবী (ﷺ) আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন ঃ যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয় সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে আড় হয়ে দাঁড়াবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ২১, হাঃ ৬০২৭; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ২৫৮৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ৩১, হাঃ ৫৫৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ২৬২৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৪১৮; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ২৬২৯

٤٧/٤٥. بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوْتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبُهُ

৪৫/৪৭. সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণের ফাযীলাত।

١٦٨٩. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.

১৬৮৯. আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ কোন মুসলিমের তিনটি (নাবালিগ) সন্তান মারা গেল, তবুও সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, এমন হবে না। তবে কেবল কসম পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ পর্যন্ত।[১]

١٦٩٠. **حديث** أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِيْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ.

১৬৯০. আবূ সা'ঈদ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার হাদীস তো কেবলমাত্র পুরুষ শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকট আসব, আল্লাহ্ আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিক্ষা দেবেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক স্থানে সমবেত হবে। তারপর (নির্দিষ্ট দিনে) তাঁরা সমবেত হলেন এবং নাবী (ﷺ) তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন। এবং বললেন ঃ তোমাদের কেউ যদি সন্তানদের থেকে তিনটি সন্তান আগে পাঠিয়ে দেয় (মৃত্যুবরণ করে) তাহলে এ সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের পথে অন্তরায় হয়ে যাবে। তাদের মাঝ থেকে একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি দু'জন হয়? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা কথাটি পরপর দু'বার জিজ্ঞেস করলেন। তারপর নাবী (ﷺ) বললেন ঃ দু'জন হলেও, দু'জন হলেও, দু'জন হলেও।[২]

١٦٩١. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.

১৬৯১. আবূ সা'ঈদ (ﷺ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান আল-আসবাহানী (রহ.)....আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এমন তিনজন, যারা সাবালক হয়নি।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬, হাঃ ১২৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ২৬৩২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৭৩১০; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ২৬৩৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩৫, হাঃ ১০২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ২৬৩৪

٤٥/٤٨. بَابُ إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ إِلَى عِبَادِهِ

৪৫/৪৮. আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে অন্য বান্দাদের নিকটেও প্রিয় বানিয়ে দেন।

١٦٩٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ جِبْرِيْلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِيْ أَهْلِ الْأَرْضِ.

১৬৯২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্রীলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিব্রীল (আঃ) তাকে ভালবাসেন। তারপর জিব্রীল (আঃ) আসমানে এ ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালবাসে এবং যমীনবাসীদের মাঝেও তাকে মাকবূল করা হয়।[১]

٤٥/٥٠. بَابُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

৪৫/৫০. মানুষ তার সাথে যাকে সে ভালবাসে।

١٦٩٣. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّيْ أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

১৬৯৩. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! ক্বিয়ামাত কবে হবে? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এর জন্য কী জোগাড় করেছ? সে বলল ঃ আমি এর জন্য তো অধিক কিছু সলাত, সওম এবং সদাকাহ আদায় করতে পারিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তুমি যাকে ভালবাস তারই সঙ্গী হবে।[২]

١٦٩٤. حديث أَبِي مُوْسَى قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

১৬৯৪. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ এক ব্যক্তি একদলকে ভালবাসে, কিন্তু ('আমালে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি বললেন ঃ মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সঙ্গী হবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৭৪৮৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ২৬৩৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯৬, হাঃ ৬১৭১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৫০, হাঃ ২৬৩৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯৬, হাঃ ৬১৭০; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৫০, হাঃ ২৬৪১

٤٦- كِتَابُ الْقَدَرِ

পর্ব (৪৬) ঃ ক্বাদর বা ভাগ্য

١/٤٦. بَابُ كَيْفِيَّةِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ

৪৬/১. মানুষ তার মায়ের পেটে সৃষ্টির পদ্ধতি, তার রিয্ক, আয়ু, কর্ম এবং তার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লেখা।

١٦٩٥. حديث عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

১৬৯৫. যায়দ ইবনু ওয়াহ্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, সত্যবাদী হিসেবে গৃহীত আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের মত চল্লিশ দিন) থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিয্ক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র একহাত পার্থক্য থাকে। এমন সময় তার আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করে। আর একজন আমল করতে করতে এমন স্তরে পৌঁছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত তফাৎ থাকে, এমন সময় তার আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মত আমল করে।[১]

١٦٩٦. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ.

১৬৯৬. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের জন্যে একজন ফিরিশ্‌তা নির্ধারণ করেছেন। তিনি (পর্যায়ক্রমে) বলতে থাকেন,

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩২০৮; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায়,, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৬৪৩

হে রব! এখন বীর্য-আকৃতিতে আছে। হে রব! এখন জমাট রক্তে পরিণত হয়েছে। হে রব! এখন মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান, তখন জিজ্ঞেস করেন ঃ পুরুষ, না স্ত্রী? সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগা? রিয্ক ও বয়স কত? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ তার মাতৃগর্ভে থাকতেই তা লিখে দেয়া হয়।[১]

١٦٩٧. حديث عَلِيٍّ ﷺ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ الْآيَةَ.

১৬৯৭. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকী'উল গারক্বাদ (ক্ববরস্থানে) এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। নাবী (ﷺ) আমাদের নিকট আগমন করলেন। তিনি উপবেশন করলে আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে তাঁর ছড়িটি দ্বারা মাটি খুঁড়তে লাগলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, অথবা বললেন ঃ এমন কোন সৃষ্ট প্রাণী নেই, যার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে জায়গা নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি আর এ কথা লিখে দেয়া হয়নি যে, সে দুর্ভাগা হবে কিংবা ভাগ্যবান। তখন এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা হলে কি আমরা আমাদের ভাগ্যলিপির উপর ভরসা করে 'আমল করা ছেড়ে দিব না? কেননা, আমাদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা অচিরেই ভাগ্যবানদের 'আমলের দিকে ধাবিত হবে। আর যারা দুর্ভাগা তারা অচিরেই দুর্ভাগাদের 'আমলের দিকে ধাবিত হবে। তিনি বললেন ঃ যারা ভাগ্যবান, তাদের জন্য সৌভাগ্যের 'আমল সহজ করে দেয়া হয় আর ভাগ্যাহতদের জন্য দুর্ভাগ্যের 'আমল সহজ করে দেয়া হয়। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "কাজেই যে দান করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে"– (সূরাহ লাইল ৯২/৫)।[২]

١٦٩٨. حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ.

১৬৯৮. 'ইমরান ইব্নু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদেরকে চেনা যাবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সে বলল, তাহলে 'আমালকারীরা 'আমাল করবে কেন? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ 'আমালই করে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৩১৮; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায়,, অধ্যায় ১, হাঃ ২৬৪৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮২, হাঃ ১৩৬২; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায়,, অধ্যায় ১, হাঃ ২৬৪৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮২ : তাক্বদীর, অধ্যায় ২, হাঃ ৬৫৯৬; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায়,, অধ্যায় ১, হাঃ ২৬৪৯

١٦٩٩. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

১৬৯৯. সাহ্ল ইব্নু সা'দ সা'ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, আসলে সে জাহান্নামী হয় এবং তেমনি মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোন ব্যক্তি জাহান্নামীর মত আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী হয়।'[১]

٢/٤٦. بَابُ حِجَاجِ اٰدَمَ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَام

৪৬/২. আদাম ও মূসা (আঃ)-এর মাঝে কথা কাটাকাটি।

١٧٠٠. حديث هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى يَا اٰدَمُ أَنْتَ أَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ اٰدَمُ يَا مُوْسٰى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَتَلُوْمُنِيْ عَلٰى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِيْ بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى ثَلَاثًا.

১৭০০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদাম ও মূসা (আঃ) (পরস্পরে) কথা কাটাকাটি করেন। মূসা (আঃ) বলেন, হে আদাম, আপনি তো আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন। আদাম (আঃ) মূসা (আঃ) কে বললেন, হে মূসা! আপনাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কালামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য স্বীয় হাত দ্বারা লিখেছেন। অতএব আপনি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপার নিয়ে তিরস্কার করছেন যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তখন আদাম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর উপর এই বিতর্কে জয়ী হলেন। উক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তিনবার বলেছেন।[২]

٥/٤٦. بَابُ قُدِّرَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا وَغَيْرِهِ

৪৬/৫. যিনা বা এ জাতীয় অপকর্মের যে অংশ আদাম সন্তানের উপর নির্ধারিত আছে।

١٧٠١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِيْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ.

১৭০১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বানী আদামের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হলো তাকানো, জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭৭, হাঃ ২৮৯৮; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায়,, অধ্যায় ১, হাঃ ১১২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮২ : তাক্বদীর, অধ্যায় ১১, হাঃ ৬৬১৪; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায়,, অধ্যায় ২, হাঃ ২৬৫২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ১২, হাঃ ৬২৪৩; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায়,, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৬৫৭

٦/٤٦. بَابُ مَعْنَى كُلِّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

৪৬/৬. প্রত্যেক শিশু ইসলামের সত্য বিশ্বাস নিয়ে জন্মলাভ করে এবং কাফির ও মুসলিমদের শিশু মারা যাওয়ার হুকুম।

١٧٠٢. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ﴾.

১৭০২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যেক নবজাতকই ফিত্‌রাতের উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা মাজূসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) তিলাওয়াত করলেন ঃ (যার অর্থ) "আল্লাহ্‌র দেয়া ফিত্‌রাতের অনুসরণ কর, যে ফিত্‌রাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দীন"– (সূরাহ আর্ রূম ৩০/৩০)।[1]

١٧٠٣. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

১৭০৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে মুশরিকদের নাবালক সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাদের ভবিষ্যৎ 'আমাল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।[2]

١٧٠٤. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

১৭০৪. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি লগ্নেই তাদের ভবিষ্যৎ 'আমল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৭৯, হাঃ ১৩৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায়,, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৬৫৮
[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৯২, হাঃ ১৩৮৪; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায়,, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৬৬০
[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৯২, হাঃ ১৩৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায়,, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৬৬০

٤٧- كِتَابُ الْعِلْمِ

পর্ব (৪৭) ঃ ইল্‌ম

١/٤٧. بَابُ النَّهْيِ عَنْ اتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَالتَّحْذِيْرِ مِنْ مُتَّبِعِيْهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الاِخْتِلَافِ فِي الْقُرْآنِ

৪৭/১. কুরআনের মুতাশাবিহ বাণী অনুসন্ধান করা নিষেধ এবং যারা তা করে তাদের প্রতি সতর্কতা এবং কুরআনে ইখতিলাফ করা নিষেধ।

١٧٠٥. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيْلِهِ.....﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿أُوْلُو الْأَلْبَابِ﴾.

قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُوْلَئِكِ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوْهُمْ.

১৭০৫. ‘আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াতটি ﴿هُوَ الَّذِيْٓ أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيْلِهِ.....﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿أُوْلُو الْأَلْبَابِ﴾ "তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। এগুলো কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলো রূপক; যাদের অন্তরে সত্য-লঙ্ঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তাঁরা বলেন, আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান এনেছি, এসবই আমাদের প্রভুর তরফ থেকে এসেছে। জ্ঞানবানরা ব্যতীত কেউ নাসীহাত গ্রহণ করে না" (সূরাহ আলু ইমরান ৩/৭)। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করলেন ঃ ‘আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন যে, তারা মুতাশাবাহাত আয়াতের পেছনে ছুটে তাদের যখন তুমি দেখবে তখন মনে করবে যে, তাদের কথাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে।[১]

١٧٠٦. حديث جُنْدَبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ.

১৭০৬. জুনদাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদাত মনের চাহিদার অনুকূল হয় তিলাওয়াত করতে থাক এবং তাতে মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটলে পড়া ত্যাগ কর।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৫৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইল্‌ম, অধ্যায় ১, হাঃ ২৬৬৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ৫০৬১; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইল্‌ম, অধ্যায় ১, হাঃ ২৬৬৭

٢/٤٧. بَابُ فِي الأَلَدِّ الْخَصِمِ

৪৭/২. খুবই ঝগড়াটে প্রসঙ্গে।

١٧٠٧. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ.

১৭০৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সেই লোক সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে।[১]

٣/٤٧. بَابُ اتِّبَاعِ سُنَنِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى

৪৭/৩. ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের রীতি-প্রথার অনুসরণ করা।

١٧٠٨. حديث أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ.

১৭০৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি যব-এর গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরা কি ইয়াহূদী ও নাসারা? তিনি বললেন ঃ আর কারা?[২]

٥/٤٧. بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُوْرِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ

৪৭/৫. শেষ যামানায় ইল্ম উঠে যাওয়া ও বিলুপ্ত হওয়া এবং মূর্খতা ও ফিতনা প্রকাশ পাওয়া।

١٧٠٩. حديث أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا

১৭০৯. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, কিয়ামাতের কিছু 'আলামত হল ঃ ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা প্রসারতা লাভ করবে, মদপানের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং যেনা ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে।[৩]

١٧١٠. حديث أَبِي مُوْسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৪৫৭; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইল্ম, অধ্যায় ২, হাঃ ২৬৬৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৭৩২০; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইল্ম, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৬৬৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ২১, হাঃ ৮০; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইল্ম, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৬৭১

১৭১০. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ অবশ্যই ক্বিয়ামাতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া হবে। সে সময় 'হারজ্' ব্যাপকতর হবে। আর 'হারজ্' হল (মানুষ) হত্যা।[১]

١٧١١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّمَ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ.

১৭১১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ সময় নিকটবর্তী হতে থাকবে, আর 'আমাল হ্রাস পেতে থাকবে, কার্পণ্য ছড়িয়ে দেয়া হবে, ফিত্‌নার বিকাশ ঘটবে এবং وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ হারজ ব্যাপকতর হবে। সহাবা-ই-কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, أَيُّمَ هُوَ সেটা কী? নাবী (ﷺ) বললেন : হত্যা, হত্যা।[২]

١٧١٢. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

১৭১২. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আমর ইব্‌নুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে 'ইলম উঠিয়ে নেন না, কিন্তু দীনের আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার ভয় করি। যখন কোন আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মুর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও ফাতাওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না, অধ্যায় ৫, হাঃ ৭০৬২-৭০৬৩; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইল্‌ম, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৬৭২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না, অধ্যায় ৫, হাঃ ৭০৬১; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইল্‌ম, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৫৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩৪, হাঃ ১০০; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইল্‌ম, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৬৭৩

٤٨-كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ

পর্ব (৪৮) ঃ যিক্‌র আযকার, দু'আ, তাওবাহ এবং ক্ষমা প্রার্থনা

١/٤٨. بَابُ الْحَثِّ عَلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى

৪৮/১. আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

١٧١٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

১৭১৩. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।[১]

٢/٤٨. بَابُ فِيْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا

৪৮/২. আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহ এবং যে তা আয়ত্ব করলো তার মর্যাদা।

١٧١٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَي وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

১৭১৪. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বই নাম আছে (এক কম একশ' নাম)। যে ব্যক্তি এগুলোর হিফাযত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বেজোড়। তাই তিনি বেজোড়ই পছন্দ করেন।[২]

٣/٤٨. بَابُ الْعَزْمِ بِالدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ إِنْ شِئْتَ

৪৮/৩. দু'আ কবূলে দৃঢ় আশা রাখা এবং এ কথা না বলা "তুমি যদি চাও"।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৭৪০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬৭৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৪ : শর্তাবলী ও ৮০, অধ্যায় ৮১ ও ৬৮, হাঃ ৬৪১০; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ২, হাঃ ২৬৭৭

١٧١٥. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُوْلَنَّ اللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِيْ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ.

১৭১৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ দু'আ করলে দু'আর সময় ইয়াকীনের সঙ্গে দু'আ করবে এবং এ কথা বলবে না হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে কিছু দান করুন। কারণ আল্লাহ্কে বাধ্য করার মত কেউ নেই।[১]

١٧١٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ.

১৭১৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কখনো এ কথা বলবে না যে, হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে দয়া করুন। বরং দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দু'আ করবে। কারণ আল্লাহ্কে বাধ্য করার মত কেউ নেই।[২]

٤/٤٨. بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ

৪৮/৪. কোন বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা না করা।

١٧١٧. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

১৭১৭. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি কেউ এমন অবস্থাতে পতিত হয় যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তবে সে (মৃত্যু কামনা না করে) দু'আ করবে ঃ হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়, ততদিন আমাকে জীবিত রাখো, আর যখন আমার জন্য মৃত্যুই মঙ্গলজনক হয় তখন আমার মৃত্যু দাও।[৩]

١٧١٨. حديث خَبَّابٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِيْ بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ২১, হাঃ ৬৩৩৮; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৩৭, হাঃ ২৬১৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ২১, হাঃ ৬৩৩৯; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৬৭৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৬৩৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৬৮০

১৭১৮. কায়স (রহ.) বলেন, আমি খাব্বাব (রাঃ)-এর নিকট গেলাম তিনি তাঁর পেটে সাতবার দাগ দিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ যদি নাবী (ﷺ) আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি এর জন্য দু'আ করতাম।[১]

٥/٤٨. بَابُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ

৪৮/৫. যে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎকে পছন্দ করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাৎকে পছন্দ করবেন আর যে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করবেন।

١٧١٩. حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.

১৭১৯. 'উবাদাহ ইব্‌নু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করেন না।[২]

١٧٢٠. حديث أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.

১৭২০. আবূ মূসা আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ কে ভালবাসে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন না।[৩]

٦/٤٨. بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى

৪৮/৬. যিক্‌র আযকার, দু'আ ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের ফাযীলাত।

١٧٢١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৬৩৫০; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৬৮০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৬৫০৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৬৮৩, ২৬৮৪

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪১, হাঃ ৬৫০৮; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৬৮৬

১৭২১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু' বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।[1]

٨/٤٨. بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ

৪৮/৮. যিক্‌রের মাজলিসের ফাযীলাত।

١٧٢٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ قَالُوْا يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَأَوْنِيْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَتَحْمِيْدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا قَالَ يَقُوْلُ فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ قَالَ يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُوْلُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.

১৭২২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহ্‌র যিক্‌রে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই এসে তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাঁদের রব তাঁদের জিজ্ঞেস করেন (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন) আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তাঁরা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবেন ঃ হে আমাদের রব, আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৭৪০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬৭৫

তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও অধিক আপনার 'ইবাদাত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর অধিক অধিক আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলবেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে রব। তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করত, আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠত। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবেন, আল্লাহ্র কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কী হত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবেশনকারীরা যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না।[১]

٩/٤٨. بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِاللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

৪৮/৯. "হে আল্লাহ! এ দুনিয়ার কল্যাণ দান কর, আখিরাতের কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর"– এ দু'আর ফাযীলাত।

١٧٢٣. **حديث** أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

১৭২৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) অধিকাংশ সময়ই এ দু'আ পড়তেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর"– (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২০১)।[২]

١٠/٤٨. بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالدُّعَاءِ

৪৮/১০. 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' বলা ও দু'আর ফাযীলাত।

١٧٢٤. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬৬, হাঃ ৬৪০৮; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৬৮৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৫৫, হাঃ ৬৩৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৬৯০

عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

১৭২৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে লোক একশ বার এ দু'আটি পড়বে ঃ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান– তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তানের নিকট হতে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির আমল বেশি পরিমাণ করবে।[১]

١٧٢٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১৭২৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ'বার সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে– তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।[২]

١٧٢٦. حديث أَبِي أَيُّبَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ.

১৭২৬. আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দশবার لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ পাঠ করল সে যেন ইসমাঈলের বংশের একজন গোলাম আযাদ করার ন্যায় (সওয়াব অর্জন করল)।[৩]

١٧٢٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

১৭২৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ দু'টি বাক্য এমন যে, মুখে তার উচ্চারণ অতি সহজ, পাল্লায় অনেক ভারী, আর আল্লাহ্‌র কাছে অতি প্রিয়। তা হলো ঃ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩২৯৩; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৬৯১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ৬৪০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৬৯১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬৪, হাঃ ৬৪০৩ ও ৬৪০৪; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১০, হাঃ ৬২৯১-৬২৯৩

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ৬৪০৬; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৬৯৪

٤٨/١٣. بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ

৪৮/১৩. যিক্‌রে আওয়াজ আস্তে করা মুস্তাহাব।

١٧٢٨. حديث أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيْرِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَمِعَنِيْ وَأَنَا أَقُوْلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَقَالَ لِيْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ فَدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

১৭২৮. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খাইবার যুদ্ধের জন্য বের হলেন কিংবা রাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খাইবারের দিকে যাত্রা করলেন, তখন সাথী লোকজন একটি উপত্যকায় পৌঁছে এই বলে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে শুরু করল–আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। (আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই)। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা নিজেদের প্রতি দয়া কর। কারণ তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা তো ডাকছ সেই সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটে অবস্থানকারী, যিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। [আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাওয়ারীর পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে শুনে বললেন, হে 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স! আমি বললাম, আমি উপস্থিত হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেব কি যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তা হল 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।[১]

١٧٢٩. حديث أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلَاتِيْ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

১৭২৯. আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট আরয করলেন, আমাকে সলাতে পাঠ করার জন্য একটি দু'আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু'আটি বলবে-

قُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৪২০২; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৭০৪

"হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক যুল্ম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ হতে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[১]

١٧٣٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ ﷺ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلَاتِيْ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

১৭৩০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। আবূ বক্র সিদ্দীক (রাঃ) নাবী (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি আমার সলাতে দু'আ করতে পারি। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তুমি বল, اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ হে আল্লাহ্! আমি আমার নফসের ওপর অত্যধিক যুলুম করেছি। অথচ আপনি ব্যতীত আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করার কেউই নেই। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনিই অধিক ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াবান।[২]

١٤/٤٨. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَغَيْرِهَا

৪৮/১৪. ফিতনা ইত্যাদির ক্ষয়-ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া।

١٧٣١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِيْ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

১৭৩১. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে দোযখের সংকট, দোযখের আযাব, ক্বরের সংকট, ক্বরের আযাব, প্রাচুর্যের ফিত্না ও অভাবের ফিত্না থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আর আমার অন্তর গুনাহ থেকে এমনভাবে সাফ করে দিন, যেভাবে আপনি সাদা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে থাকেন এবং আমাকে আমার গুনাহ থেকে এতটা দূরে

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৪৯, হাঃ ৮৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ্ তা'আলার যিক্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৭০৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৯, হাঃ ৭৩৮৭-৭৩৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ্ তা'আলার যিক্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৭০৫

সরিয়ে রাখুন, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তকে পশ্চিম প্রান্ত থেকে যত দূরে রেখেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই অলসতা, গুনাহ এবং ঋণ থেকে।[১]

١٥/٤٨. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَغَيْرِهِ

৪৮/১৫. অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাওয়া।

١٧٣٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

১৭৩২. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) প্রায়ই বলতেন ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাইছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা এবং অতিরিক্ত বার্ধক্য থেকে। আরও আশ্রয় চাইছি, ক্ববরের আযাব থেকে। আর আশ্রয় চাইছি জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে।[২]

١٦/٤٨. بَابُ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرِهِ

৪৮/১৬. খারাপ পরিণতি ও ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়া ইত্যাদি থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় গ্রহণ।

١٧٣٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

১৭৩৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বালা মুসীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে নিপতিত হওয়া, নিয়মিত অশুভ পরিণাম এবং দুশমনের খুশী হওয়া থেকে পানাহ চাইলেন।[৩]

١٧/٤٨. بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ

৪৮/১৭. শয্যাগ্রহণ ও ঘুমানোর সময় কী বলবে?

١٧٣٤. حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৪৬, হাঃ ৬৩৭৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৪, হাঃ ৫৮৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩৮, হাঃ ৬৩৬৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৭০৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৬৩৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৭০৭

قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُوْلِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

১৭৩৪. বারাআ ইব্নু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সলাতের উযূর মতো উযূ করে নেবে। তারপর ডান পাশে শুয়ে বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ...... الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

"হে আল্লাহ! আমার জীবন তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ তোমার নিকট অর্পণ করলাম এবং আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম তোমার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে। তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনলাম তোমার অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং তোমার প্রেরিত নাবীর প্রতি।"

অতঃপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। এ কথাগুলো (এ দু'আটিকে) তোমার সর্বশেষ কথায় পরিণত কর। তিনি বলেন, 'আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথাগুলো পুনরায় শুনালাম। যখন اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ বললাম, তখন তিনি বললেন ঃ না; বরং وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ বল।*[১]

١٧٣٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِيْنَ.

১৭৩৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গীর ভেতর দিক দিয়ে নিজ বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, বিছানার উপর তার অবর্তমানে কষ্টদায়ক কোন কিছু রয়েছে কিনা। তারপর পড়বে ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনারই নামে আমার দেহখানা বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে আবার উঠবো। যদি আপনি ইতোমধ্যে আমার জান কব্য করে নেন; তা হলে, তার উপর দয়া

---

* দু'আয় আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত শব্দের পরিবর্তন করা যাবে না। এবং দু'আ নিজ পক্ষ হতে তৈরী করাও যাবে না। কারণ 'আমল কবূলের দু'টি শর্ত রয়েছে ঃ

১। ইখলাস বা নিছক আল্লাহর উদ্দেশে হতে হবে। ২ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুবহু অনুসরণ হতে হবে। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দু'আ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই দু'আ পড়তে হবে। দু'আর সঙ্গে শব্দ সংযোজন বা বিয়োজন সম্পূর্ণ অবৈধ ও বিদ'আত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে আমাদের দেশে রেডিও ও টেলিভিশনে ও বেশীরভাগ মাসজিদে আযানের দু'আর মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন করা হয় যা বিদ'আত। কিংবা দরূদ পাঠের সময় কিছু কিছু অতিরিক্ত বানানো শব্দ দ্বারা দরুদ পাঠ করা হয় এমনকি নতুন নতুন অনেক দরূদ তৈরী করা হয়েছে সবই বিদ'আত যা আল্লাহর রসূল শিক্ষা দেননি। কারণ, এ অতিরিক্ত শব্দগুলো ও বানানো দরূদগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৭৫, হাঃ ২৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৭১০

করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হিফাযাত করবেন, যেভাবে আপনি নেককারদের হিফাযত করে থাকেন।"[১]

١٨/٤٨. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عُمِلَ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ يُعْمَلْ

৪৮/১৮. যে সমস্ত খারাপ কাজ কেউ করেছে বা করেনি তা থেকে আশ্রয় চাওয়া।

١٧٣٦. **حديث** ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

১৭৩৬. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা বলে দু'আ করতেন ঃ আমি আপনার ইয্‌যতের আশ্রয় চাচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আর আপনার কোন মৃত্যু নেই। অথচ জ্বিন ও মানুষ সবই মরণশীল।[২]

١٧٣٧. **حديث** أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطَايَايَ وَعَمْدِيْ وَجَهْلِيْ وَهَزْلِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

১৭৩৭. আবূ মূসা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল বাড়াবাড়ি এবং আমার যেসব গুনাহ আপনি আমার চেয়ে অধিক জানেন। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ক্রটি আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ ও আমার অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গুনাহ আর এ রকম গুনাহ যা আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন; যেসব গুনাহ আমি আগে করেছি। আপনিই আগে বাড়ান, আপনিই পশ্চাৎ ফেলেন এবং আপনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"[৩]

١٧٣٨. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.

১৭৩৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (খন্দকের যুদ্ধের সময়) বলতেন, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই তাঁর বাহিনীকে মর্যাদাবান করেছেন, তাঁর বান্দাকে

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৬৩২০; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৭১৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৭, হাঃ ৭৩৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৭১৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬০, হাঃ ৬৩৯৮; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৭১৯

সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন। এরপর শত্রু ভয় বলতে আর কিছুই থাকল না।[1]

١٩/٤٨. بَابُ التَّسْبِيْحِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ

৪৮/১৯. সকালে ও ঘুমানোর সময় তাসবীহ পড়া।

١٧٣٩. حديث عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيْءِ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ لِأَقُوْمَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِيْ وَقَالَ أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِيْ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ وَتُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.

১৭৩৯. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। ফাতিমাহ (রাঃ) যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একদা অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এপর নাবী (ﷺ)-এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল। ফাতিমাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর নিকট গেলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে, 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট তাঁর কথা বলে আসলেন। নাবী (ﷺ) যখন ঘরে আসলেন তখন ফাতিমাহ (রাঃ)-এর আগমন ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে 'আয়িশাহ (রাঃ) তাঁকে জানালেন। ('আলী (রাঃ) বলেন) নাবী (ﷺ) আমাদের এখানে আসলেন, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাক এবং তিনি আমাদের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে আমি তাঁর দু' পায়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছিলে আমি কি তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিব না? তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশে বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ", তেত্রিশবার "আল হামদুলিল্লাহ" পড়ে নিবে। এটা খাদিম অপেক্ষা অনেক উত্তম।[2]

٢٠/٤٨. بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ صِيَاحِ الدِّيْكِ

৪৮/২০. মোরগের ডাকের সময় দু'আ বলা মুস্তাহাব।

١٧٤٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا.

১৭৪০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে দু'আ কর। কেননা এ মোরগ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৪১১৪; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৭২৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৯, হাঃ ৩৭০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৭২৭

ফেরেশতাদের দেখে আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।'[১]

٢١/٤٨. بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ

৪৮/২১. বিপদের দু'আ।

١٧٤١. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

১৭৪১. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। সংকটের সময় নাবী (ﷺ) এ দু'আ পড়তেন ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অশেষ ধৈর্যশীল আরশে আযীমের প্রভু। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। আসমান যমীনের প্রতিপালক ও সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।"[২]

٢٥/٤٨. بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِيْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

৪৮/২৫. দু'আকারী যদি 'আমি দু'আ করেছি কিন্তু আমার দু'আ কবূল হয়নি, বলে তাড়াহুড়া না করে তাহলে তার দু'আ কবূল করা হয়

١٧٤٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ.

১৭৪২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবূল হয়ে থাকে যদি সে তাড়াহুড়া না করে। আর বলে যে, আমি দু'আ করলাম। কিন্তু আমার দু'আ তো কবূল হলো না।[৩]

٢٦/٤٨. بَابُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ وَبَيَانِ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ

৪৮/২৬. জান্নাতের অধিক অধিবাসী দরিদ্র এবং জাহান্নামের অধিক অধিবাসী মহিলা এবং মহিলার ফিতনার বর্ণনা।

١٧٤٣. حديث أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩৩০৩; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ২০, হাঃ ২৭২৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৬৩৪৬; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ২১, হাঃ ২৭৩০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ২২, হাঃ ৬৩৪০; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ২৪, হাঃ ২৭৩৫

৫১৯৬. উসামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন; অথচ ধনবানগণ আটকা পড়ে আছে। অন্যদিকে জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম যে, অধিকাংশই নারী।[1]

١٧٤٤. حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

১৭৪৪. উসামাহ ইব্‌নু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, পুরুষের ওপরে মেয়েলোকের অপেক্ষা অন্য কোন বড় ফিত্‌না আমি রেখে গেলাম না।[2]

٢٧/٤٨. بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلَاثَةِ وَالتَّوَسُّلِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ

৪৮/২৭. তিন গুহাবাসীর ঘটনা ও সৎকর্ম দ্বারা ওয়াসীলা বানানো।

١٧٤٥. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةٌ يَمْشُوْنَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوْا فِيْ غَارٍ فِيْ جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنِّيْ كَانَ لِيْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ثُمَّ أَجِيْءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيْءُ بِالْحِلَابِ فَآتِيْ بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِيْ وَامْرَأَتِيْ فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِيْ وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ قَالَ فَفُرِجَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّيْ كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ فَقَالَتْ لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ فِيْهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَقُلْتُ انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَإِنَّهَا لَكَ فَقَالَ أَتَسْتَهْزِئُ بِيْ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ.

১৭৪৫. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি হেঁটে চলছিল। এমন সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে। হঠাৎ একটি পাথর

---

[1] বুখারী পর্ব ৬৭ : অধ্যায় ৮৮, হাঃ ৫১৯৬, ৬৫৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় হাঃ ২৭৩৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৫০৯৬; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, পর্ব অধ্যায় হাঃ ২৭৪০

গড়িয়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের একজন আরেকজনকে বলল; তোমরা যে সব 'আমল করেছ, তার মধ্যে উত্তম আমলের ওয়াসীলা করে আল্লাহর কাছে দু'আ কর। তাদের একজন বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার অতিবৃদ্ধ পিতামাতা ছিলেন, আমি (প্রত্যহ সকালে) মেষ চরাতে বের হতাম। তারপর ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম এবং এ দুধ নিয়ে আমার পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হতাম ও তাঁরা তা পান করতেন। তারপরে আমি শিশুদের, পরিজনদের এবং স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একরাত্রে আমি আটকা পড়ে যাই। তারপর আমি যখন এলাম তখন তাঁরা দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে বলল, আমি তাদের জাগানো পছন্দ করলাম না। আর তখন শিশুরা আমার পায়ের কাছে (ক্ষুধায়) চীৎকার করছিল। এ অবস্থায়ই আমার এবং পিতা-মাতার ফজর হয়ে গেল। ইয়া আল্লাহ! তুমি যদি জান তা আমি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছিলাম তা হলে তুমি আমাদের গুহার মুখ এতটুকু ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন একটু ফাঁকা হয়ে গেল। আরেকজন বলল, ইয়া আল্লাহ! তুমি জান যে, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এত ভালবাসতাম, যা একজন পুরুষ নারীকে ভালবেসে থাকে। সে বলল, তুমি আমা হতে সে মনস্কামনা সিদ্ধ করতে পারবে না, যতক্ষণ আমাকে একশত দীনার না দেবে। আমি চেষ্টা করে তা সংগ্রহ করি। তারপর যখন আমি তার পদদ্বয়ের মাঝে উপবেশন করি, তখন সে বলে "আল্লাহকে ভয় কর"। বৈধ অধিকার ছাড়া মাহ্‌রকৃত বস্তুর সীল ভাঙবে না। এতে আমি তাকে ছেড়ে উঠে পড়ি। (হে আল্লাহ) তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে করেছি, তবে আমাদের হতে আরো একটু ফাঁক করে দাও। তখন তাদের হতে (গুহার মুখের) দু'-তৃতীয়াংশ ফাঁক হয়ে গেল। অপরজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, এক ফারাক (পরিমাণ) শস্য দানার বিনিময়ে আমি একজন মজুর রেখেছিলাম। আমি তাকে তা দিতে গেলে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। তারপর আমি সে এক ফারাক শস্য দানা দিয়ে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করি এবং তা দিয়ে গরু ক্রয় করি এবং রাখাল নিযুক্ত করি। কিছুকাল পরে সে মজুর এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই গরুগুলো ও রাখাল নিয়ে যাও। সে বলল, তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছ? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না বরং এসব তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টির উদ্দেশে করেছি, তবে আমাদের হতে (গুহার মুখ) উন্মুক্ত করে দাও। তখন তাদের হতে গুহার মুখ উন্মুক্ত হয়ে গেল।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৯৮, হাঃ ২২১৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ২৭, হাঃ ২৭৪৩

٤٩- كِتَابُ التَّوْبَةِ

পর্ব (৪৯) ঃ : তাওবাহ্

٤٩/١. بَابُ فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا

৪৯/১. তাওবাহ্র প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তদ্দ্বারা আনন্দিত হওয়া।

١٧٤٦. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

১৭৪৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু' বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।[১]

١٧٤٧. **حديث** عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُوْ شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ لَلّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيْ فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ.

১৭৪৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি নাবী (ﷺ) থেকে আর অন্যটি তাঁর নিজ থেকে। তিনি বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নীচে বসা আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়। এ কথাটি আবূ শিহাব নিজ নাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে। তারপর (নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন) নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মনে কর কোন এক ব্যক্তি (সফরের অবস্থায় বিশ্রামের জন্য) কোন এক স্থানে অবতরণ করলো, সেখানে প্রাণেরও ভয় ছিল। তার সঙ্গে তার সফরের বাহন ছিল। যার উপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল, সে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো এবং

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৭৪০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১, হাঃ ১৬৭৫

জেগে দেখলো তার বাহন চলে গেছে। তখন সে গরমে ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো। রাবী বলেন, আল্লাহ যা চাইলেন তা হলো। তখন সে বললো যে, আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানেই ফিরে যাই। এরপর সে নিজ স্থানে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর জেগে দেখলো যে, তার বাহনটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।[১]

٤/٤٩. بَابُ فِيْ سِعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ

৪৯/৪. আল্লাহ তা'আলার দয়ার প্রশস্ততা এবং তা তাঁর রাগকে ছাড়িয়ে গেছে।

١٧٤٨. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِيْ أَرْضِ فَلَاةٍ.

১৭৪৮. আনাস (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবাহ্‌র কারণে সেই লোকটির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে লোকটি মরুভূমিতে তাঁর উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায়।[২]

١٧٤٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِيْ.

১৭৪৯. আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ যখন সৃষ্টির কাজ শেষ করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাব লাওহে মাহ্‌ফুজে লিখেন, যা আরশের উপর তাঁর নিকট আছে। নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল।[৩]

١٧٥٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيْبَهُ.

১৭৫০. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ রহমতকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই সৃষ্ট জগত একে অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি ঘোড়া তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এ ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।[8]

١٧٥١. حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِيْ إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لَلهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ৬৩০৮; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ১, হাঃ ২৭৪৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ৬৩০৯; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ১, হাঃ ২৭৪৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৩১৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৭৫১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৬০০০; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ৬৪৬৯

১৭৫১. 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (ﷺ)-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী আসে। বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা ছিল। তার স্তন দুধে পূর্ণ ছিল। সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিত এবং দুধ পান করাত। নাবী (ﷺ) আমাদের বললেন ঃ তোমরা কি মনে করো এ মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে? আমরা বললাম ঃ ফেলার ক্ষমতা রাখলে সে কখনো ফেলবে না। তারপর তিনি বললেন ঃ এ মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর তদপেক্ষা অধিক দয়ালু।[১]

١٧٥٢. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ وَاذْرُوْا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ.

১৭৫২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি (জীবনেও) কোন ভাল 'আমাল করেনি। মৃত্যুর সময় সে বলল, মারা যাবার পর তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল। আর অর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ছড়িয়ে দাও। সে আরো বলল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ যদি তাকে পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই তাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা জগতসমূহের আর কাউকে দেবেন না। তারপর আল্লাহ্ সাগরকে হুকুম দিলে সাগর এর মধ্যকার অংশকে একত্রিত করল। স্থলকে হুকুম দিলে সেও তার মধ্যকার অংশ একত্রিত করল। তারপর আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি কেন এরূপ করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। আর তুমি অধিক জ্ঞাত। এ‍্য প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[২]

١٧٥٣. حديث أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللهُ مَالًا فَقَالَ لِبَنِيْهِ لَمَّا حُضِرَ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوْا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِي ثُمَّ اسْحَقُوْنِي ثُمَّ ذَرُّوْنِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ.

১৭৫৩. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তোমাদের আগের এক লোক, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন সে তার ছেলেদেরকে জড় করে জিজ্ঞেস করল আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনও কোন নেক আমল করতে পারিনি। আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিন ঐ ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা গেল। ছেলেরা ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করল। আল্লাহ্ তা'আলা তার ছাই জড় করে জিজ্ঞেস করলেন, এমন ওসিয়াত করতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, হে আল্লাহ্! তোমার শাস্তির ভয়। ফলে আল্লাহ্র রহমত তাকে ঢেকে নিল।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৫৯৯৯; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৭৫৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৪, হাঃ ৭৫০৬; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৭৫৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৭৮; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৭৫৭

٥/٤٨. بَابُ قَبُوْلِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَإِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّنُوْبُ وَالتَّوْبَةُ

৪৯/৫. পাপ থেকে তাওবাহ্ করলে তাওবাহ্ কবূল হয় যদিও পাপ ও তাওবাহ্ বার বার হয়।

١٧٥٤. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِيْ فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ لِيْ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ.

১৭৫৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, এক বান্দা গুনাহ্ করল। বর্ণনাকারী أَصَابَ ذَنْبًا না বলে কখনো أَذْنَبَ ذَنْبًا বলেছেন। তারপর সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো গুনাহ্ করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী رَبِّ أَذْنَبْتُ-এর স্থলে কখনো أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِيْ বলেছেন। তাই আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। তার প্রতিপালক বললেন ঃ আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল অবস্থান করল এবং সে আবার গুনাহ্‌তে লিপ্ত হলো। বর্ণনাকারীর সন্দেহে أَصَابَ ذَنْبًا কিংবা أَذْنَبَ ذَنْبًا বলা হয়েছে। বান্দা আবার বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আবার গুনাহ্ করে বসেছি। এখানে أَذْنَبْتُ কিংবা أَصَبْتُ বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ্ তুমি ক্ষমা করে দাও। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। এরপর সে বান্দা আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন সে অবস্থায় অবস্থান করল। আবারও সে গুনাহ্‌তে লিপ্ত হয়ে গেল। এখানে أَذْنَبَ ذَنْبًا কিংবা أَذْنَبَ ذَنْبًا বলা হয়েছে। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আরো একটি গুনাহ্ করে ফেলেছি। এখানে أَصَبْتُ কিংবা أَذْنَبْتُ বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরূপ তিনবার বললেন। **অতঃপর সে যা ইচ্ছা তা করুক।[১]

٦/٤٩. بَابُ غَيْرَةِ اللهِ تَعَالَى وَتَحْرِيْمِ الْفَوَاحِشِ

৪৯/৬. আল্লাহ তা'আলার গরিমা ও অশ্লীলতা হারাম।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৭৫০৭; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৭৫৮

١٧٥٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ.

১৭৫৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, নিষিদ্ধ কার্যে মু'মিনদেরকে বাধা দানকারী আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক কেউ নেই, এজন্যই প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা প্রকাশ করার চেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে অন্য কিছু নেই, সেজন্যেই আল্লাহ আপন প্রশংসা নিজেই করেছেন।[১]

١٧٥٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ.

১৭৫৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আত্মমর্যাদাবোধ আছে এবং আল্লাহ্‌র আত্মমর্যাদাবোধ এই যে, যেন কোন মু'মিন বান্দা হারাম কাজে লিপ্ত না হয়।[২]

١٧٥٧. حديث أَسْمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ.

১৭৫৭. আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই।[৩]

٤٩/٧. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

৪৯/৭. আল্লাহ তা'আলার বাণী- 'নিশ্চয় সৎকর্ম অসৎকর্মকে মুছে দেয়'।

١٧٥٨. حديث ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِي هَذَا قَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ.

১৭৫৮. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুম্বন করে বসে। পরে সে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ "দিনের দু'প্রান্তে-সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম অংশে সলাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ভালো কাজ পাপাচারকে মিটিয়ে দেয়"– (সূরাহ হূদ ১১/১১৪)। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ কি শুধু আমার বেলায়? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ আমার সকল উম্মাতের জন্যই।[৪]

١٧٥٩. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬, হাঃ ৪৬৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৭৬০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৮, হাঃ ৫২২৩; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৭৬২

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৮, হাঃ ৫২২২ মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৭৬২

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ৫২৬; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৭৬৩

إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ.

১৭৫৯. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। কিন্তু তিনি তাকে অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন না। আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন– তখন সলাতের সময় এসে গেল। সে ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে সলাত আদায় করল। যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করলেন, তখন সে ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি আমার সাথে সলাত আদায় করনি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথবা বললেন ঃ তোমার শাস্তি (ক্ষমা করে দিয়েছেন)।[1]

٨/٤٩. بَابُ قَبُوْلِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ

৪৯/৮. হত্যাকারীর তাওবাহ কবুল হওয়া, যদিও তার হত্যা অনেক হয়।

١٧٦٠. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِيْ وَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِيْ وَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ.

১৭৬০. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বানী ইসরাঈলের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি ছিল যে, নিরানব্বইটি মানুষ হত্যা করেছিল। অতঃপর সে বের হয়ে একজন পাদরীকে জিজ্ঞেস করল, আমার তাওবাহ কবুল হওয়ার আশা আছে কি? পাদরী বলল, না। তখন সে পাদরীকেও হত্যা করল। অতঃপর পুনরায় সে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সে রওয়ানা হল এবং পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল। সে তার বক্ষদেশ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল। মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফেরেশতামণ্ডলী তার রূহকে নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। আল্লাহ্ সামনের ভূমিকে আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও এবং পশ্চাতে ফেলে আসা স্থানকে (যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল) আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফেরেশতাদের উভয় দলকে নির্দেশ দিলেন– তোমরা এখান থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ কর। পরিমাপ করা হল, দেখা গেল যে, মৃত লোকটি সামনের দিকে এক বিঘত বেশি এগিয়ে আছে। কাজেই তাকে ক্ষমা করা হল।[2]

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৬৮২৩; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৭৬৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাঃ ৩৪৭০; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৭৬৬

١٧٦١. حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِيْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَأَى فِيْ نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ.

১৭৬১. সাফওয়ান ইবনু মুহরিয আল-মাযিনী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সাথে তাঁর হাত ধরে চলছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মু'মিন বান্দার একান্তে কথাবার্তা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কী বলতে শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ হতে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব"। তারপর তার নেকের আমলনামা তাকে দেয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।[১]

٤٩/٩. بَابُ حَدِيْثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ

৪৯/৯. কা'ব বিন মালিক ও তার সাথীদ্বয়ের তাওবাহ্র হাদীস।

١٧٦٢. حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ أَنِّيْ كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِيْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُرِيْدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيْعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا.

كَانَ مِنْ خَبَرِيْ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الْغَزَاةِ وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِيْ قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيْرًا فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوْا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِيْ يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَثِيْرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُرِيْدُ الدِّيْوَانَ).

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ২, হাঃ ২৪৪১; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৮৬৮

قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْيُ اللهِ وَغَزَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتْ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ وَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ فَطَفِقْتُ أَغْدُوْ لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِيْ حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِيْ شَيْئًا فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوْا لِأَتَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ بِيْ حَتَّى أَسْرَعُوْا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِيْ فَعَلْتُ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِيْ ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيْهِمْ أَحْزَنَنِيْ أَنِّيْ لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوْكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِيْ عِطْفِهِ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِيْ أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِيْ هَمِّيْ وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُوْلُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِيْ رَأْيٍ مِنْ أَهْلِيْ فَلَمَّا قِيْلَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّيْ لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيْهِ كَذِبٌ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ فَطَفِقُوْا يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ وَكَانُوْا بِضْعَةً وَثَمَانِيْنَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِيْ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِيْ مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّيْ وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ وَلَقَدْ أُعْطِيْتُ جَدَلًا وَلَكِنِّيْ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّيْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيْهِ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ فِيْهِ عَفْوَ اللهِ لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِيْ مِنْ عُذْرٍ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيْكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَاتَّبَعُوْنِيْ فَقَالُوْا لِيْ وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُوْنَ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَكَ فَوَاللهِ مَا زَالُوْا يُؤَنِّبُوْنِيْ حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِيْ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِيْ أَحَدٌ قَالُوْا نَعَمْ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ

مَا قِيْلَ لَكَ فَقُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوْا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَكَرُوْا لِيْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيْهِمَا أُسْوَةٌ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيْ.

وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوْا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِيْ نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِيْ أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً.

فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَطُوْفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِيْ أَحَدٌ وَآتِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا ثُمَّ أُصَلِّيْ قَرِيْبًا مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِيْ أَقْبَلَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّيْ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِيْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّيْ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُنِيْ أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ.

قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِيْ دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِيْ أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهٰذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِيْنَ إِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَأْتِيْنِيْ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ فَتَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ.

قَالَ كَعْبٌ فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِيْ مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هٰذَا فَقَالَ لِيْ بَعْضُ أَهْلِيْ لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْنِيْ مَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ ذَكَرَ اللهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِيْ وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ

أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَآذَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُوْنَ وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّوْنِيْ بِالتَّوْبَةِ يَقُوْلُوْنَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ.

قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِيْ وَهَنَّانِيْ وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرَهُ وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ.

قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ قَالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ قَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّيْ أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِيْ بِخَيْبَرَ.

فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِيْ بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَبْلَاهُ اللهُ فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِيْ مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِيْ هٰذَا كَذِبًا وَإِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيْمَا بَقِيْتُ.

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ ﴿لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾.

فَوَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِيْ لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِيْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ لَا أَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿سَيَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ﴾ قَالَ كَعْبٌ وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ حَلَفُوْا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيْهِ.

فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا﴾ وَلَيْسَ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ.

১৭৬২. 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তাবূক যুদ্ধ ব্যতীত আমি আর কোন যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকিনি। তবে আমি বাদ্‌র যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ থেকে যাঁরা পেছনে পড়ে গেছেন, তাদের কাউকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবল কুরাইশ দলের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এবং তাঁদের শত্রু বাহিনীর মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত করেন। আর আকাবার রাতে যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের থেকে ইসলামের উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফলে বাদ্‌র প্রান্তরে উপস্থিত হওয়াকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করিনি। যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকদের মধ্যে বাদ্‌রের ঘটনা বেশী মাশহুর ছিল।

আর আমার অবস্থার বিবরণ এই–তাবূক যুদ্ধ থেকে আমি যখন পেছনে থাকি তখন আমি এত অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম যে আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে কখনো ইতোপূর্বে কোন যুদ্ধে একই সঙ্গে দু'টো যানবাহন জোগাড় করা সম্ভব হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় জোগাড় করেছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, বাহ্যত তার বিপরীত দেখাতেন। এ যুদ্ধ ছিল ভীষণ উত্তাপের সময়, অতি দূরের যাত্রা, বিশাল মরুভূমি এবং বহু শত্রুসেনার মোকাবালা করার। কাজেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ অভিযানের অবস্থা মুসলিমদের কাছে প্রকাশ করে দেন যাতে তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামান জোগাড় করতে পারে।

কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, যার ফলে যে কোন লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছে করলে তা সহজেই করতে পারত এবং ওয়াহী মারফত এ খবর না জানানো পর্যন্ত তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারণা করত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় যখন ফল-মূল পাকার ও গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার সময় ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেন। আমিও প্রতি সকালে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছে পারব। এই দোটানায় আমার সময় কেটে যেতে লাগল। এদিকে অন্য লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন অথচ আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, এক দু'দিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মিলব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুতি নেয়ার উদ্দেশে বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সঙ্গে রাস্তায় মিলিত হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করতে লাগলাম। আফসোস যদি আমি তাই করতাম! কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরণ করতাম। এ কথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মাদীনায়) মুনাফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবূক পৌঁছার আগে পর্যন্ত আমার ব্যাপারে আলোচনা করেননি। অনন্তর তাবূকে এ কথা তিনি লোকদের মাঝে বসে জিজ্ঞেস করে বসলেন, কা'ব কী করল? বানী সালামাহ গোত্রের এক লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! তার ধন-সম্পদ ও অহঙ্কার তাকে আসতে দেয়নি। এ কথা শুনে

মুআয ইবনু জাবাল (رضي الله عنه) বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে জানি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নীরব রইলেন।

কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) বলেন, আমি যখন জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনাহ মুনাওয়ারায় ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম এবং মিথ্যা ওজুহাত খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ক্রোধকে ঠাণ্ডা করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীগুণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনায় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা দূর হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, এমন কোন উপায়ে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার লেশ থাকে। অতএব আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, আমি সত্য কথাই বলব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকাল বেলায় মাদীনায় প্রবেশ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মাসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত সলাত আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। যখন নাবী (ﷺ) এরূপ করলেন, তখন যারা পশ্চাদপদ ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে এসে শপথ করে করে অপারগতা ও আপত্তি পেশ করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহ্যত তাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করলেন, তাদের বাই'আত করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ্‌র হাওয়ালা করে দিলেন। [কা'ব (رضي الله عنه) বলেন] আমিও এরপর নাবী (ﷺ)-এর সামনে হাজির হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এসো। আমি সে মতে এগিয়ে গিয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ব্যতীত দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে ওযর-আপত্তি পেশের মাধ্যমে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতাম। আর আমি তর্কে পটু। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাওয়ার অবশ্যই আশা করি। না, আল্লাহ কসম, আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহ্‌র কসম! সেই যুদ্ধে আপনার সঙ্গে না যাওয়ার সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা করে দেন। তাই আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বানী সালিমার কতিপয় লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি ইতোপূর্বে একটি ওযর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে পেশ করে দিতে পারতে না? আর তোমার এ অপরাধের কারণে তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ্‌র কসম! তারা আমাকে বারবার কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করতে থাকে। ফলে আমি পূর্ব স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে গিয়ে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মতো এ কাজ আর কেউ করেছে কি? তারা জওয়াব দিল, হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মতো বলেছে এবং তাদের ব্যাপারেও তোমার মতো একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কে কে? তারা বলল, একজন মুরারা ইবনু রবী আমরী এবং অপরজন হলেন, হিলাল ইবনু 'উমাইয়াহ ওয়াকিফী। এরপর তারা আমাকে জানালো যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা বাদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য দু'জনেই আদর্শস্থানীয়। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অটল রইলাম।

আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মধ্যকার যে তিনজন তাবূকে অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলতে মুসলিমদের নিষেধ করে দিলেন। তদনুসারে মুসলিমরা আমাদের এড়িয়ে চলল। আমাদের প্রতি তাদের আচরণ বদলে ফেলল। এমনকি এ দেশ যেন আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম।

আমার অপর দু'জন সাথী তো সংকট ও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হলেন। তারা নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন। আর আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের হতাম, মুসলিমদের জামা'আতে সলাত আদায় করতাম, বাজারে চলাফেরা করতাম কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। যখন তিনি সলাত শেষে মজলিসে বসতেন তখন আমি মনে মনে বলতাম ও লক্ষ্য করতাম, তিনি আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁটদ্বয় নেড়েছেন কি না। তারপর আমি তাঁর কাছাকাছি জায়গায় সলাত আদায় করতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন সলাতে মগ্ন হতাম তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি মানুষদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। একদা আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ)-এর বাগানের প্রাচীর টপকে ঢুকে পড়ে তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। আমি তখন বললাম, হে আবূ ক্বাতাদাহ! আপনাকে আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ভালবাসি? তখন তিনি নীরবতা পালন করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এবারও কোন জবাব দিলেন না। আমি আবারো তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-ই ভাল জানেন। তখন আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। আমি আবার প্রাচীর টপকে ফিরে এলাম।

কা'ব (রাঃ) বলেন, একদা আমি মাদীনাহ্‌র বাজারে হাটছিলাম। তখন সিরিয়ার এক বণিক যে মাদীনাহ্‌র বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশে এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কা'ব ইবনু মালিকের সঙ্গে কেউ পরিচয় করে দিতে পারে কি? তখন লোকেরা তাকে আমার প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দিল। তখন সে এসে গাস্‌সানি বাদশার একটি পত্র আমার কাছে হস্তান্তর করল। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার এই, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সাথী আপনার প্রতি জুলম করেছে। আর আল্লাহ আপনাকে মর্যাদাহীন ও নিরাশ্রয় সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের দেশে চলে আসুন, আমরা আপনার সাহায্য-সহানুভূতি করব। আমি যখন এ পত্র পড়লাম তখন আমি বললাম, এটাও আর একটি পরীক্ষা। তখন আমি চুলা খুঁজে তার মধ্যে পত্রটি নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম। এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে এক সংবাদবাহক আমার কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব?

তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। আমার অপর দু'জন সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পৌঁছালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। আমার সম্পর্কে আল্লাহ্র ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখানে থাক।

কা'ব (রাঃ) বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হিলাল ইবনু উমাইয়া অতি বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, তাঁর কোন খাদিম নেই। আমি তাঁর খেদমত করি, এটা কি আপনি অপছন্দ করেন? নাবী (ﷺ) বললেন, না, তবে সে তোমার বিছানায় আসতে পারবে না। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! এ সম্পর্কে তার কোন অনুভূতিই নেই। আল্লাহ্র কসম! তিনি এ নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কা'ব (রাঃ) বলেন] আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অনুমতি চেয়ে নিতেন যেমনভাবে হিলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রীকে অনুমতি দেয়া হয়েছে তার খিদমত করার জন্য। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট অনুমতি চাইব না। আমি যদি তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুমতি চাই তবে তিনি কী বলেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো নিজেই আমার খিদমতে সক্ষম। এরপর আরও দশরাত কাটালাম। এভাবে নাবী (ﷺ) যখন থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেন তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হল। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফাজ্রের সলাত আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যে অবস্থার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন। আমার জান-প্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগৎটা যেন আমার জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় শুনতে পেলাম এক চীৎকারকারীর চীৎকার। সে সালা পর্বতের উপর চড়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে, হে কা'ব ইবনু মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কা'ব (রাঃ) বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌঁছামাত্র আমি সাজদাহ্য় পড়ে গেলাম। আর আমি বুঝলাম যে, আমার সুদিন ও খুশীর খবর এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফাজ্রের সলাত আদায়ের পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাদের তওবা কবূল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে সুসংবাদ দিতে থাকে এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি দ্রুত আগমন করে পর্বতের উপর আরোহণ করতঃ চীৎকার দিতে থাকে। তার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছল। যার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, আমার তখন নিজের পরনের দু'টো কাপড় ব্যতীত আমার কাছে আর কোন কাপড় ছিল না। আমি দু'টো কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল। তারা তওবা কবূলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমাকে মুবারকবাদ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবূল করেছেন।

কা'ব (রাঃ) বলেন, অবশেষে আমি মাসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জনতার সমাবেশ ছিল। ত্বলহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ (রাঃ) দ্রুত উঠে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম! তিনি ব্যতীত আর কোন মুহাজির আমার জন্য দাঁড়ালেননি। আমি ত্বলহার ব্যবহার ভুলতে পারব না।

কা'ব (রাঃ) বলেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝকমক করছিল। তিনি আমাকে বললেন, তোমার মা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যতদিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও ঝলমলে হত যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! আমার তওবা কবূলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর পথে দান করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমার কিছু মাল তোমার কাছে রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, খাইবারে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম।

আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! আল্লাহ তা'আলা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবূলের নিদর্শন ঠিক রাখতে আমার বাকী জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহ্র কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানা মতে কোন মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এরূপ নিয়ামত আল্লাহ দান করেননি যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। [কা'ব (রাঃ) বলেন] যেদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মুকে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকী জীবনও আল্লাহ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এ উপর এ আয়াত অবতীর্ণ করেন " আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নাবী (ﷺ)-এর প্রতি এবং মুহাজিরদের প্রতি ﴿وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾ এবং তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (সূরাহ আত্তওবাহ ৯/১১৭-১১৭)।

[কা'ব (রাঃ) বলেন] আল্লাহর শপথ! ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নিয়ামত আল্লাহ প্রদান করেননি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সঙ্গে মিথ্যা না বলা, যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাচারীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাচারীদের সম্পর্কে যখন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে তখন জঘন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্র শপথ করবে ﴿فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ﴾ আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।" (সূরাহ আত্তওবাহ ৯/৯৫-৯৬)। কা'ব (রাঃ) বলেন, আমাদের তিনজনের তওবা কবূল করতে বিলম্ব করা হয়েছে–যাদের তওবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কবূল করেছেন যখন তাঁরা তার কাছে শপথ করেছে, তিনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করেছেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহ্র ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্থগিত রেখেছেন।

এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ বলেন– "সেই তিনজনের প্রতিও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল।" (সূরাহ আত্তওবাহ ৯/১১৮)। কুরআনের এ আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি যারা

তাবূক যুদ্ধ থেকে পিছনে ছিল ও মিথ্যা কসম করে ওযর-আপত্তি জানিয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও তা গ্রহণ করেছিলেন। বরং এ আয়াতে তাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে আমরা যারা পেছনে ছিলাম এবং যাদের প্রতি সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।[১]

٤٩/١٠. بَابُ فِيْ حَدِيْثِ الْإِفْكِ وَقَبُوْلِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ

৪৯/১০. ইফ্‌ক বা অপবাদ ও অপবাদ দানকারীদের তাওবাহ কবূল হওয়ার হাদীস।

١٧٦٣. عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا.

قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِيْ هَوْدَجِيْ وَأُنْزَلُ فِيْهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ اٰذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اٰذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِيْ أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِيْ فَلَمَسْتُ صَدْرِيْ فَإِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدْ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ فَحَبَسَنِيْ ابْتِغَاؤُهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُرَحِّلُوْنِيْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوْهُ عَلَى بَعِيْرِي الَّذِيْ كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ أَنِّيْ فِيْهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَفَعُوْهُ وَحَمَلُوْهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوْا وَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيْبٌ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِيْ كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِيْ فَيَرْجِعُوْنَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِيْ مَنْزِلِيْ غَلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِيْ حِيْنَ رَاٰنِيْ وَكَانَ رَاٰنِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ وَ وَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوْغِرِيْنَ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ وَهُمْ نُزُوْلٌ.

قَالَتْ : فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِيْ تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفْكِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ.

قَالَ عُرْوَةُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيْهِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮০, হাঃ ৪৪১৮; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৭৬৯

وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ فِيْ نَاسٍ اٰخَرِيْنَ لَا عِلْمَ لِيْ بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَإِنَّ كِبْرَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ.

قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُوْلُ إِنَّهُ الَّذِيْ قَالَ.

فَإِنَّ أَبِيْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِيْ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ فِيْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجَعِيْ أَنِّيْ لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِيْ كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِيْنَ أَشْتَكِيْ إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَلِكَ يَرِيْبُنِيْ وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ حِيْنَ نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا قَالَتْ وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِيْ رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِيْ حِيْنَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ أَيْ هَنْتَاهْ وَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ فَأَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ قَالَتْ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِيْ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِيْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ اٰتِيَ أَبَوَيَّ قَالَتْ وَأُرِيْدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّيْ يَا أُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِيْ عَلَيْكِ فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ أَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِيْ.

قَالَتْ وَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيْرُهُمَا فِيْ فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالَّذِيْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِيْ يَعْلَمُ لَهُمْ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ أَيْ بَرِيْرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكِ قَالَتْ لَهُ بَرِيْرَةُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ.

قَالَتْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِيْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِيْ عَنْهُ أَذَاهُ فِيْ أَهْلِيْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا مَعِيْ.

قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُوْ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ قَالَتْ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوْا أَنْ يَقْتَتِلُوْا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوْا وَسَكَتَ قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِيْ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ.

قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِيْ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى إِنِّيْ لَأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِيْ فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِيْ وَأَنَا أَبْكِيْ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِيْ مَعِيْ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِيْ مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوْحَى إِلَيْهِ فِيْ شَأْنِيْ بِشَيْءٍ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوْبِيْ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيْ حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِيْ أَجِبْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِّيْ فِيْمَا قَالَ فَقَالَ أَبِيْ وَاللهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّيْ أَجِيْبِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ قَالَتْ أُمِّيْ وَاللهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيْرًا إِنِّيْ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِيْ أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّيْ بَرِيْئَةٌ لَا تُصَدِّقُوْنِيْ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّيْ فَوَاللهِ لَا أَجِدُ لِيْ وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ ﴿فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ﴾ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِيْ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ حِيْنَئِذٍ بَرِيْئَةٌ وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِيْ بِبَرَاءَتِيْ وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِيْ شَأْنِيْ وَحْيًا يُتْلَى لَشَأْنِيْ فِيْ

نَفْسِيْ كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُوْ أَنْ يَرَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا فَوَاللهِ مَا رَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُمَانِ وَهُوَ فِيْ يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِيْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ.

قَالَتْ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ.

قَالَتْ فَقَالَتْ لِيْ أُمِّيْ قُوْمِيْ إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ فَإِنِّيْ لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى :++

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَه" مِنْهُمْ لَه" عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١١) لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ إِفْكٌ مُّبِيْنٌ (١٢) لَوْلَا جَآءُوْا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ (١٣) وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه" فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ أَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَه" بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَه" هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ (١٥) وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ أَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (١٦) يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٧) وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١٨) إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (١٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه" وَأَنَّ اللهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (٢٠) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّه" يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه" مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢١) وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُّؤْتُوْا أُوْلِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْآ أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٢) إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ (٢٥) اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ (٢٦)﴾.

ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هٰذَا فِيْ بَرَاءَتِيْ.

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِيْ قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾.

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ بَلَى وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِيْ فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِيْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِيْ فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحْمِيْ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِيْ كَانَتْ تُسَامِيْنِيْ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنِيْ مِنْ حَدِيْثِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ.

قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُ مَا قِيْلَ لَيَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১৭৬৩. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন অপবাদ রটনাকারীগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল।

'আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সফরে যেতে ইচ্ছে করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নির্বাচনের জন্য) কোরা ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে সফরে যেতেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম উঠে আসে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সফরে গেলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিলের পর ঘটেছিল। তখন আমাকে হাওদাজসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনিভাবে আমরা চলতে থাকলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এ যুদ্ধ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি (গৃহাভিমুখে) প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেরার পথে আমরা মাদীনাহ্র নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী পেরিয়ে (সামনে) গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গেছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খোঁজ করতে লাগলাম। হার খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে দেরী হয়ে যায়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদাজ উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা ভেবেছিলেন, আমি ওর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলারা তখন খুবই হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ মাংসল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদাজ উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তা হালকা বিষয়টিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট

হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজ জায়গায় ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোন আহ্বানকারী এবং কোন জওয়াব দাতা সেখানে নেই। তখন আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে ধরলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বানূ সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল (রাঃ) [যাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য পশ্চাতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি সকালে আমার অবস্থানস্থলের কাছে এসে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লে আমি তা শুনে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহ্র কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ........ পাঠ ব্যতীত অন্য কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। পরে তিনি আমাকেসহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চললেন, অতঃপর ঠিক দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করেছিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার উপর অপবাদ দিয়ে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে হচ্ছে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল।

বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার ('আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হত এবং আলোচনা করা হত আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভাল করে শুনত আর শোনা কথার ভিত্তিতেই ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। 'উরওয়াহ (রাঃ) আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্‌সান ইবনু সাবিত, মিসতাহ ইবনু উসাসা এবং হামনা বিনত জাহাশ (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা কয়েকজন লোকের একটি দল ছিল, এটুকু ব্যতীত তাদের ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল-কুরআনে) মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুলূল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ) এ ব্যাপারে হাস্‌সান ইবন ইবনু সাবিত (রাঃ)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাঃ) তো সেই লোক যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন,

আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত।

'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা মাদীনায় আসলাম; মাদীনায় এসে এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকেদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে থাকল। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি জানি না। তবে আমি সন্দেহ করছিলাম এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর আগে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যে রকম স্নেহ-ভালবাসা পেতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে ভীষণ

সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার আগে পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। উম্মে মিসতাহ (মিসতাহর মা) একদা আমার সঙ্গে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এটা ছিল আমাদের ঘরের পাশে পায়খানা তৈরি করার আগের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবের লোকদের অবস্থার মতো ছিল। তাদের মতো আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। 'আয়িশাহ বলেন, একদা আমি এবং উম্মে মিসতাহ "যিনি ছিলেন আবূ রূহম ইবনু মুত্তালিব ইবনু আবদে মানাফির কন্যা, যার মা সাখার ইবনু আমির-এর কন্যা ও আবূ বাক্‌র সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবনু উসাসা ইবনু আব্বাদ ইবনু মুত্তালিব যার পুত্র" একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বাদ্‌র যুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্বন্ধে কী কথা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। 'আয়িশাহ বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কী বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। 'আয়িশাহ বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরনো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? 'আয়িশাহ বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? 'আয়িশাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কী আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী, এ ব্যাপারটিকে হালকা করে ফেল। আল্লাহ্‌র কসম! সতীন আছে এমন স্বামীর সোহাগ লাভে ধন্যা সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়। 'আয়িশাহ বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। 'আয়িশাহ বর্ণনা করেন, সারারাত আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার চোখের পানিও বন্ধ হল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে 'আলী ইবনু আবূ ত্বলিব এবং উসামাহ ইবনু যায়দ-কে ডেকে পাঠালেন।

তিনি ['আয়িশাহ] বলেন, উসামাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি [নাবী (ﷺ)-এর] ভালবাসার কারণে বললেন, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর 'আলী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ব্যতীত আরো বহু মহিলা আছে। অবশ্য আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরাহ]-কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। 'আয়িশাহ বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বারীরাহ-কে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ! তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহপূর্ণ আচরণ দেখেছ কি? বারীরাহ তাঁকে বললেন, সে আল্লাহ্‌র শপথ যিনি আপনাকে সত্য

বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা কিশোরী, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বাক্‌রী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে।

তিনি ['আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার ব্যাপারেও আমি ভাল ব্যতীত কিছু জানি না। সে তো আমার সঙ্গেই আমার ঘরে যায়। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, বানী 'আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইবনু মুআয) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উঠে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে তার শিরশ্চেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই করব। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এ সময় হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইবনু উবাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। গোত্রীয় অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনু মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইবন মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলছ।

তিনি ['আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও হয়নি। তিনি বলেন, আমি কান্না করছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমনি করে একদিন দু' রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমার একটুও ঘুম হয়নি। বরং অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন কান্নার কারণে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা কান্না করছিলাম এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার পার্শ্বে এসে এভাবে তিনি আর বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একমাস কাল অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর নিকট কোন ওয়াহী আসেনি। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, 'আয়িশাহ তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি

তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবূল করেন।

তিনি ['আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর বের করতে পারলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কী জবাব দিব তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কী উত্তর দিব তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশী পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি ও আপনারা যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর পিতার কথা ব্যতীত আমি কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন ঃ "কাজেই পূর্ণ ধৈর্য্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।" অতঃপর আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন তবে আল্লাহ্‌র কসম, আমি কক্ষনো ভাবিনি যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াহী অবতীর্ণ করবেন যা পাঠ করা হবে। আমার সম্পর্কে আল্লাহ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতটা উত্তম মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক অধম বলে ভাবতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হবে যার ফলে আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছেড়ে যাননি এবং ঘরের লোকজনও কেউ ঘর হতে বেরিয়ে যাননি। এমন সময় তাঁর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ শুরু হল। ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ ধরনের কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা হল। এমনকি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মোতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িতে পড়ত ঐ বাণীর গুরুভারে, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি হাসিমুখে পহেলা যে কথা উচ্চারণ করলেন সেটা হল, হে 'আয়িশাহ! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

তিনি ['আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সম্মান কর। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ ব্যতীত কারো প্রশংসা করব না। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) যে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা হ'ল,

১১. যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল, এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে তার জন্য আছে মহা শাস্তি। ১২. তোমরা যখন এটা শুনতে পেলে তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীরা তাদের নিজেদের লোক সম্পর্কে ভাল

ধারণা করল না আর বলল না, 'এটা তো খোলাখুলি অপবাদ।' ১৩. তারা চারজন সাক্ষী হাযির করল না কেন? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি সেহেতু আল্লাহ্‌র নিকট তারাই মিথ্যেবাদী। ১৪. দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যাতে তড়িঘড়ি লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে তার জন্য মহা শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করত। ১৫. যখন এটা তোমরা মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে আর তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটাকে নগণ্য ব্যাপার মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট তা ছিল গুরুতর ব্যাপার। ১৬. তোমরা যখন এটা শুনলে তখন তোমরা কেন বললে না যে, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়। আল্লাহ পবিত্র ও মহান, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ! ১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা আর কখনো এর (অর্থাৎ এ আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। ১৮. আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে আয়াত বর্ণনা করছেন, কারণ তিনি হলেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, বড়ই হিকমাতওয়ালা। ১৯. যারা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না। ২০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে), আল্লাহ দয়ার্দ্র, বড়ই দয়াবান। ২১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়ত্বানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেউ শয়ত্বানের পদাংক অনুসরণ করলে সে তাকে নির্লজ্জতা ও অপকর্মের আদেশ দেবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের একজনও কক্ষনো পবিত্রতা লাভ করতে পারত না। অবশ্য যাকে ইচ্ছে আল্লাহ পবিত্র করে থাকেন, আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সর্ববিষয়ে অবগত। ২২. তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরাতকারীদেরকে সাহায্য করবে না ! তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে ও তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন? আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। ২৩. যারা সতী-সাধ্বী, সহজ-সরল ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত আর তাদের জন্য আছে গুরুতর শাস্তি। ২৪. যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা– তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে। ২৫. আল্লাহ সেদিন তাদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা পুরোপুরিই দেবেন আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্‌ই সত্য স্পষ্ট ব্যক্তকারী। ২৬. চরিত্রহীনা নারী চরিত্রহীন পুরুষদের জন্য, আর চরিত্রহীন পুরুষ চরিত্রহীনা নারীদের জন্য, চরিত্রবতী নারী চরিত্রবান পুরুষের জন্য, আর চরিত্রবান পুরুষ চরিত্রবতী নারীর জন্য। লোকেরা যা বলে তাত্থেকে তারা পবিত্র। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (সূরাহ আন-নূর ২৪/১১-২০)।

আমার পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন।

আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (رضي الله عنه) মিসতাহ ইবনু উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (رضي الله عنه) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন–তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন

শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু– (সূরাহ আন-নূর ২৪/২২)।

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনঃ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁকে এ অর্থ দেয়া আর কখনো বন্ধ করব না।

'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়নাব বিনত জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যাইনাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেছিলেন, তুমি 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হিফাযত করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না।

'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর তাকওয়ার কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর পক্ষ নিয়ে অপবাদ রটনাকারীদের মতো অপবাদ ছড়াচ্ছিলেন। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেলেন।

বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো এই ঃ 'উরওয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ মহান। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন রমণীর বস্ত্র অনাবৃত করে কোনদিন দেখিনি। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, পরে তিনি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হন।[১]

١٧٦٤. **حديث** عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيَّ خَطِيْبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَشِيْرُوْا عَلَيَّ فِيْ أُنَاسٍ أَبَنُوْا أَهْلِيْ وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِيْ مِنْ سُوْءٍ وَأَبَنُوْهُمْ بِمَنْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِيْ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِيْ سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيْ.

وَلَقَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْتِيْ فَسَأَلَ عَنِّيْ خَادِمَتِيْ فَقَالَتْ لَا وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيْرَهَا أَوْ عَجِيْنَتَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْدُقِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَتَّى أَسْقَطُوْا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ.

وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُتِلَ شَهِيْدًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৫, হাঃ ৪১৪১; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৭৭০

১৭৬৪. 'আয়িশাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যা রটনা হয়েছে এবং আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তখন আমার ব্যাপারে ভাষণ দিতে রাসূলুল্লাহ্ () দাঁড়ালেন। তিনি প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর আল্লাহ্র প্রতি যথাযোগ্য হাম্দ ও সানা পাঠ করলেন। এরপরে বললেন, হে মুসলিমগণ! যে সকল লোক আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহ্র কসম! আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে মন্দ কিছুই জানি না। তাঁরা এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে, আল্লাহ্র কসম, তার ব্যাপারেও আমি কখনও খারাপ কিছু জানি না এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে প্রবেশ করে না এবং আমি যখন কোন সফরে গিয়েছি সেও আমার সঙ্গে সফরে গিয়েছে।

তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ () আমার ঘরে আসলেন। তখন তিনি আমার খাদিমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আল্লাহ্র কসম, আমি এ ব্যতীত তাঁর কোন দোষ জানি না যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং বাক্রী এসে তাঁর খামির অথবা বললেন, গোলা আটা খেয়ে যেত। তখন কয়েকজন সাহাবী তাকে ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ()-এর কাছে সত্য কথা বল। এমনকি তাঁরা তাঁর নিকট ঘটনা খুলে বললেন। তখন সে বলল, সুবহান আল্লাহ্, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে এর চেয়ে অধিক কিছু জানি না, যা একজন স্বর্ণকার তার এক টুকরা লাল খাঁটি স্বর্ণ সম্পর্কে জানে। এ ঘটনা সে ব্যক্তির কাছেও পৌঁছল যার সম্পর্কে এ অভিযোগ উঠেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহান আল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমি কখনও কোন মহিলার পর্দা খুলিনি।

'আয়িশাহ বলেন, পরবর্তী সময়ে এ (অভিযুক্ত) লোকটি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ রূপে নিহত হন।[১]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর কিতাবুত তাফসীর ২৪, অধ্যায়, হাঃ ৪৭৫৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৪৮৮

٥٠- كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنٰفِقِيْنَ وَأَحْكَامِهِمْ

পর্ব (৫০) ঃ মুনাফিক ও তাদের হুকুম

١٧٦٥. حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ مَا فَعَلَ قَالُوْا كَذَبَ زَيْدٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِمَّا قَالُوْا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقِيْ فِيْ ﴿إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ﴾ فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَقَوْلُهُ ﴿خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ قَالَ كَانُوْا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ.

১৭৬৫. যায়দ ইব্‌নু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বের হলাম। সফরে এক কঠিন অবস্থা লোকেদেরকে গ্রাস করে নিল। তখন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু উবাই তার সাথী-সঙ্গীদেরকে বলল, “আল্লাহ্‌র রসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না যতক্ষণ তারা সরে পড়ে যারা তার আশে পাশে আছে।” সে এও বলল, “আমরা মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদের বহিষ্কৃত করবেই।” (এ কথা শুনে) আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এলাম এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জানালাম। তখন তিনি ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু উবাইকে ডেকে পাঠালেন। সে অতি জোর দিয়ে কসম খেয়ে বলল, এ কথা সে বলেনি। তখন লোকেরা বলল, যায়দ রাসূল (ﷺ)-এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। তাদের এ কথায় আমার খুব দুঃখ হল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা‘আলা আমার সত্যতার পক্ষে আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ “যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে।” এরপর নাবী (ﷺ) তাদেরকে ডাকলেন, যাতে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, “কিন্তু তারা তাদের মাথা ফিরিয়ে নিল।” আল্লাহ্‌র বাণী ঃ “দেয়ালে ঠেস লাগানো কাঠ সদৃশ”– (সূরাহ মুনাফিকূন ৬৩/৪)। রাবী বলেন, লোকগুলো দেখতে খুব সুন্দর ছিল।[১]

١٧٦٦. حديث جَابِرٍ ﷺ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ.

১৭৬৬. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু উবাইকে দাফন করার পর নাবী (ﷺ) তার (ক্ববরের) নিকট এলেন এবং তাকে বের করলেন। অতঃপর তার উপর স্বীয় থুথু প্রক্ষেপ করলেন, আর নিজের জামাটি তাকে পরিয়ে দিলেন।* [২]

١٧٦٧. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ فَقَالَ آذِنِّيْ أُصَلِّيْ عَلَيْهِ فَآذَنَهُ فَلَمَّا

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাঃ ৪৯০৩; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায়,ঃ, হাঃ ২৭৭২

* কিন্তু কোনই উপকার হয়নি তার কারণ, মুনাফিকীর কারণে সে নিজের পরকালকে বরবাদ করে ফেলেছিল।

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাঃ ১২৭০; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১, হাঃ ৬৭৭৩

أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ ﷺ فَقَالَ أَلَيْسَ اللهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ﴾ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾.

১৭৬৭. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই (মুনাফিক সর্দার)-এর মৃত্যু হলে তার পুত্র (যিনি সাহাবী ছিলেন) নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, আপনার জামাটি আমাকে দান করুন। আমি সেটা দিয়ে আমার পিতার কাফন পরাতে ইচ্ছে করি। আর আপনি তার জানাযা পড়বেন এবং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। নাবী (ﷺ) নিজের জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ আমাকে খবর দিও, আমি তার জানাযা আদায় করব। তিনি তাঁকে খবর দিলেন। যখন নাবী (ﷺ) তার জানাযা আদায়ের ইচ্ছে করলেন, তখন 'উমার (রাঃ) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আল্লাহ্ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন ঃ আমাকে তো দু'টির মধ্যে কোন একটি করার ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ (যার অর্থ) "আপনি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য মাগফিরাত কামনা করুন বা মাগফিরাত কামনা না-ই করুন (একই কথা) আপনি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন; কখনো আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না"– (সূরাহ আত্তাওবাহ ৯/৮০)। কাজেই তিনি তার জানাযা পড়লেন, অতঃপর নাযিল হল ঃ (যার অর্থ) "তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে আপনি তাদের জানাযা কক্ষণও আদায় করবেন না"– (সূরাহ আত্তাওবাহ ৯/৮৪)।[১]

١٧٦٨. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ كَثِيْرَةٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلَةٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتُرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ﴾ الْآيَةَ.

১৭৬৮. 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'বার কাছে দু'জন কুরাইশী এবং একজন সাকাফী অথবা দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী একত্রিত হয়। তাদের পেটের মেদ ছিল অধিক; কিন্তু অন্তরে বুদ্ধি ছিল কম। তাদের একজন বলল, তোমাদের কি ধারণা, আমরা যা বলছি তা কি আল্লাহ্ শুনছেন? উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলল, আমরা যদি জোরে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান। আর যদি চুপে চুপে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা জোরে বললে যদি তিনি শুনতে পান, তাহলে চুপে চুপে বললেও তিনি শুনতে পাবেন। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন, 'তোমাদের চোখ, কান এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না..... (হা মীম সিজদাহ : ২২; আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাঃ ১২৬৯; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায়,ঃ, হাঃ ২৭৭৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাঃ ৪৮১৭

١٧٦٩. حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لَا نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ﴾.

১৭৬৯. যায়দ ইব্‌নু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে যাত্রা করে তাঁর কতিপয় সাথী ফিরে আসলে একদল লোক বলতে লাগল, আমরা তাদেরকে হত্যা করব, আর অন্য দলটি বলতে লাগলো, না, আমরা তাদেরকে হত্যা করব না। এ সময়ই (তোমাদের হল কী, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে?) (সূরাহ আন-নিসা ৪/৮৮) আয়াতটি নাযিল হয়।[1]

١٧٧٠. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوْا عَنْهُ وَفَرِحُوْا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِذَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اعْتَذَرُوْا إِلَيْهِ وَحَلَفُوْا وَأَحَبُّوْا أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَنَزَلَتْ ﴿لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا﴾ الْآيَةَ.

১৭৭০. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে তিনি যখন যুদ্ধে বের হতেন তখন কিছু সংখ্য মুনাফিক ঘরে বসে থাকত এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেরিয়ে যাওয়ার পর বসে থাকতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করত। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিরে আসলে তাঁর কাছে শপথ করে ওজর পেশ করত. এবং যে কাজ করেনি সে কাজের জন্য প্রশংসিত হতে পছন্দ করত। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ﴿لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا﴾ "তুমি কখনও মনে কর না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং নিজেরা যা করেনি তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে"– (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১৮৮)।[2]

١٧٧١. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوْتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُوْنَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُوْدَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوْهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوْهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَدْ اسْتَحْمَدُوْا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوْهُ عَنْهُ فِيْمَا سَأَلَهُمْ وَفَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ﴾ كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ ﴿يَفْرَحُوْنَ بِمَآ أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا﴾.

১৭৭১. 'আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান (রহ.) তাঁর দারোয়ানকে বললেন, হে নাফি'! তুমি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বল, যদি প্রাপ্ত বস্তুতে আনন্দিত এবং

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্‌র ফাযীলাত, অধ্যায় ১০, হাঃ ১৮৮৪; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায়,হাঃ ২৭৭৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৪৫৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় হাঃ ২৭৭৭

করেনি এমন কাজ সম্পর্কে প্রশংসিত হতে আশাবাদী প্রত্যেক ব্যক্তিরই শাস্তি প্রাপ্য হয় তাহলে সকল মানুষই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, এটা তোমাদের মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। একদা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াহূদীদেরকে ডেকে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাতে তারা সত্য গোপন করে বিপরীত তথ্য দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের দেয়া উত্তরের বিনিময়ে প্রশংসা অর্জনের আশা করেছিল এবং তাদের সত্য গোপনের জন্যে আনন্দিত হয়েছিল। তারপর ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) পাঠ করলেন- ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ﴾ كَذٰلِكَ حَتّٰى قَوْلِهِ ﴿يَفْرَحُوْنَ بِمَآ أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا﴾ "স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন আহ্লে কিতাবের, তোমরা মানুষের কাছে কিতাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতি নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল এবং তার পরিবর্তে নগণ্য বিনিময় গ্রহণ করল। সুতরাং তারা যা বিনিময় গ্রহণ করল কত নিকৃষ্ট তা! তুমি কখনও মনে কর না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং নিজেরা যা করেনি তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"– (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১৮৭-১৮৮)।[১]

١٧٧٢. حديث أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُوْلُ مَا يَدْرِيْ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوْهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوْا هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ فَأَعْمَقُوْا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوْا هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ وَأَعْمَقُوْا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوْا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوْا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ.

১৭৭২. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক খ্রিস্টান ব্যক্তি মুসলিম হল এবং সূরাহ বাকারাহ ও সূরাহ আলু-ইমরান শিখে নিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য সে অহী লিখত। অতঃপর সে আবার খ্রিস্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যা লিখে দিতাম তার চেয়ে বেশি কিছু তিনি জানেন না। (নাউজুবিল্লাহ) কিছুদিন পর আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দিলেন। খ্রিস্টানরা তাকে দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এটা দেখে খ্রিস্টানরা বলতে লাগল- এটা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদেরই কাজ। যেহেতু আমাদের এ সাথী তাদের হতে পালিয়ে এসেছিল। এ জন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর হতে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তাই যতদূর পারা যায় গভীর করে কবর খুঁড়ে তাকে আবার দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে আবার বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবারও তারা বলল, এটা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের কাণ্ড। তাদের নিকট হতে পালিয়ে আসার কারণে তারা আমাদের সাথীকে কবর হতে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবার আরো গভীর করে কবর খনন করে দাফন করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল কবরের মাটি এবারও তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারাও বুঝল, এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা লাশটি ফেলে রাখল।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৪৫৬৮; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় হাঃ ২৭৭৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬১৭; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায়, হাঃ ২৭৮১

١/٥٠. بَابُ صفة القِيَامَة والجَنَّة والنَّارَ

৫০/১. ক্বিয়ামাত, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা।

١٧٧٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَقَالَ اقْرَءُوْا ﴿فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾.

১৭৭৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন একজন খুব মোটা ব্যক্তি আসবে; কিন্তু সে আল্লাহ্র কাছে মশার পাখার চেয়ে ক্ষুদ্র হবে। তারপর তিনি বলেন, পাঠ করো, "ক্বিয়ামাত দিবসে তাদের কাজের কোন গুরুত্ব দিব না।"* [১]

١٧٧٤. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرَضِيْنَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُه" يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَه" وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾.

১৭৭৪. 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদী আলিমদের থেকে এক আলিম রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা (তাওরাতে দেখতে) পাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এক আঙ্গুলের উপর, মাটি এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগত এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। তারপর বলবেন, আমিই বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তা সমর্থনে হেসে ফেললেন; এমনকি তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) পাঠ করলেন, "তারা আল্লাহ্র যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না। ক্বিয়ামাতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে থাকবে, আর আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। মাহাত্ম্য তাঁরই, তারা যাদেরকে তাঁর শারীক করে তিনি তাদের বহু উর্ধ্বে।" (সূরাহ যুমার : ৬৭)।[২]

١٧٧٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ.

১৭৭৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ক্বিয়ামাতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে আপন মুঠোয় আবদ্ধ করবেন আর আকাশকে ডান হাত দিয়ে লেপটে

---

* পুণ্য মনে করে তারা যে সকল কর্ম করেছে, সেগুলো কোন কাজে আসবে না।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬, হাঃ ৪৭২৯; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১, হাঃ ২৭৮৫

[২] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাঃ ৪৮১১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১, হাঃ ২৭৮৬]

দিবেন। এরপর তিনি বলবেন ঃ "আমি বাদশাহ্, দুনিয়ার বাদশাহ্রা কোথায়?"[১]

١٧٧٦. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُوْنُ السَّمَوَاتُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ.

১৭৭৬. ইব্নু 'উমার (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন পৃথিবীটা তাঁর মুঠোতে নিয়ে নেবেন। আসমানকে তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে বলবেন; বাদশাহ্ একমাত্র আমিই।[২]

٥٠/٢. بَابُ فِي الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ وَصِفَةِ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৫০/২. পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন এবং ক্বিয়ামাতের দিন যমীনের বর্ণনা।

١٧٧٧. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيْهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ.

১৭৭৭. সাহ্ল ইব্নু সা'দ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামাতের দিন মানুষকে এমন স্বচ্ছ শুভ্র সমতল যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে সাদা গমের রুটি যেমন স্বচ্ছ-শুভ্র হয়ে থাকে। সাহ্ল বা অন্য কেউ বলেছেন, তার মাঝে কারও কোন কিছুর চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে না।[৩]

٥٠/٣. بَابُ نُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৫০/৩. জান্নাতীদের আপ্যায়ন।

١٧٧٨. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَكُوْنُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُوْنُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُوْنٌ قَالُوْا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُوْنٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُوْنَ أَلْفًا.

১৭৭৮. আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন সমস্ত যমীন একটি রুটি হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতীদের মেহমানদারীর জন্য তাকে স্বহস্তে তুলে নেবেন। যেমন তোমাদের মাঝে কেউ সফরের সময় তার রুটি হতে তুলে নেয়। এমন সময় একজন ইয়াহূদী এলো এবং বলল, হে আবুল কাসিম! দয়াময় আপনাকে বারাকাত প্রদান করুন। কিয়ামতের দিন বেহেশতবাসীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে আপনাকে কি জানাব না? তিনি বললেন ঃ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ৬৫১৯; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১, হাঃ ২৭৮৭

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৭৪১২; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১, হাঃ ২৭৮৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ৬৫২১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ২, হাঃ ২৭৯০

হ্যাঁ। লোকটি বলল, (সেই দিন) সমস্ত ভূ-মণ্ডল একটি রুটি হয়ে যাবে। যেমন নাবী (ﷺ) বলেছিলেন (লোকটিও সেরূপই বলল)। এবার নাবী (ﷺ) আমাদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁতসমূহ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন ঃ তবে কি আমি তোমাদেরকে (সেই রুটির) তরকারী সম্পর্কে বলব না? তিনি বললেন ঃ তাদের তরকারী হবে বালাম এবং নুন। সহাবাগণ বললেন, সে আবার কি? তিনি বললেন ঃ ষাঁড় এবং মাছ। এদের কলিজার গুরদা থেকে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।[১]

١٧٧٩. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لَآمَنَ بِي الْيَهُوْدُ.

১৭৭৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমার উপর দশজন ইয়াহূদী ঈমান আনত তবে গোটা ইয়াহূদী সম্প্রদায়ই ঈমান আনত।[২]

٤/٥٠. بَابُ سُؤَالِ الْيَهُوْدِ النَّبِيَّ (ﷺ) عَنِ الرُّوْحِ و قَوْله تَعَالَى يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ الْآيَةَ

৫০/৪. নাবী (ﷺ)-কে "রূহ" সম্পর্কে ইয়াহূদীদের জিজ্ঞাসা ও আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭/৮৫)

١٧٨٠. حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوْهُ لَا يَجِيْءُ فِيْهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوْحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوْحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ قَالَ ﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ أُوْتُوْا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا﴾.

১৭৮০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নাবী (ﷺ)-এর সাথে মাদীনার বসতিহীন এলাকা দিয়ে চলছিলাম। তিনি একখানি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে একদল ইয়াহূদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, 'তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।' আর একজন বলল, 'তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না, হয়ত এমন কোন জবাব দিবেন যা তোমরা পছন্দ করোনা।' আবার কেউ কেউ বলল, 'তাঁকে আমরা প্রশ্ন করবই।' অতঃপর তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আবুল কাসিম! রূহ কী?' আল্লাহর রাসূল (ﷺ) চুপ করে রইলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাঁর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তাই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অতঃপর যখন সে অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি বললেন ঃ "তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশের অন্তর্ভুক্ত। এবং তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে" (সূরাহ্ আল-ইসরা ১৭/৮৫)।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৪, হাঃ ৬৫২০; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৭৯২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫২, হাঃ ৩৯৪১; মুসলিম, পর্ব ৫০ · মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৩, হাঃ নং ২৭৯৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১২৫; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৭৯৪

١٧٨١. حديث خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِيْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ قَالَ لَا أُعْطِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيْتَكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ دَعْنِيْ حَتَّى أَمُوْتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوْتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيْكَ فَنَزَلَتْ ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا﴾.

১৭৮১. খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলীয়্যাতের যুগে আমি কর্মকারের পেশায় ছিলাম। 'আস ইবনু ওয়াইলের কাছে কিছু পাওনা ছিল। আমি তার কাছে তাগাদা করতে গেলে সে বলল, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমাকে তোমার পাওনা দিব না। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দিয়ে তারপর তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। সে বলল, আমি মরে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত আমাকে অব্যাহতি দাও। শীগ্‌গীরই আমাকে সম্পদ ও সন্তান দেয়া হবে, তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হল ঃ "তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই"– (সূরাহ মারইয়াম ১৯/৭৭-৭৮)।[1]

٥/٥٠. بَابُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ

৫০/৫. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যখন আপনি তাদের মধ্যে আছেন।" (সূরাহ আনফাল ৮/৩৩)

١٧٨٢. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ فَنَزَلَتْ ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الْأٰيَةَ.

১৭৮২. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেছেন, আবূ জাহিল বলেছিল "হে আল্লাহ! যদি এ কুরআন তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা দাও আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" এরপর অবতীর্ণ হল– আর আল্লাহ্ তো এরূপ নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথচ আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন এমন অবস্থায় যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর তাদের এমন কী আছে যে জন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন না, অথচ তারা মাসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করে?" (সূরাহ আনফাল ৮/৩২-৩৪)।[2]

٧/٥٠. بَابُ الدُّخَانِ

৫০/৭. ধোঁয়া

١٧٨٣. حديث عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ২৯, হাঃ ২০৯১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৭৯৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৪, হাঃ ৪৬৪৯; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৭৯৬

وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰـذَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾ قَالَ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَسْقِ اللهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ قَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِيْءٌ فَاسْتَسْقَى لَهُمْ فَسُقُوْا فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ﴾ فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوْا إِلَى حَالِهِمْ حِيْنَ أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى إِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ﴾ قَالَ يَعْنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ.

১৭৮৩. মাসরূক (রহ.) হতে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, অবস্থা এ জন্য যে, কুরাইশরা যখন রাসূল (ﷺ)-এর নাফরমানী করল, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে এমন দুর্ভিক্ষের দু'আ করলেন, যেমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ে। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হ'ল যে, তারা হাড্ডি খেতে আরম্ভ করল। তখন মানুষ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তাড়নায় তারা আকাশ ও তাদের মধ্যে শুধু ধোঁয়ার মত দেখতে পেত। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন, "অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা ছেয়ে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মন্তুদ মাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিকট (কাফিরদের পক্ষ থেকে) এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুদার গোত্রের জন্য বৃষ্টির দু'আ করুন। তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি [রাসূল (ﷺ)] বললেন, মুদার গোত্রের জন্য দু'আ করতে বলছ। তুমি তো খুব সাহসী। তারপর তিনি বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন এবং বৃষ্টি হল। তখন অবতীর্ণ হল, তোমরা তো তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। যখন তাদের সচ্ছলতা ফিরে এলো, তখন আবার নিজেদের আগের অবস্থায় ফিরে গেল। তারপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদের প্রতিশোধ নেই"। বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ বাদ্র যুদ্ধের দিন।[1]

٨/٥٠. بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

৫০/৮. চন্দ্র খণ্ডন।

١٧٨٤. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْهَدُوْا.

১৭৮৪. 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।[2]

١٧٨٥. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

১৭৮৫. আনাস (ইব্নু মালিক) (রাঃ) হতে বর্ণিত। মাক্কাহবাসী কাফিররা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট নিদর্শন দেখানোর জন্য বললে তিনি তাদেরকে চাঁদ দু'ভাগ করে দেখালেন।[1]

---

[1] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাঃ ৪৮২১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৭৯৮]

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৩৬৩৬; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৮০০

Contents

١٧٨٦. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭৮৬. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে চাঁদ দু'খণ্ড হয়েছিল।[2]

٩/٥٠. بَابُ لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

৫০/৯. আঘাতে আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে আর কেউ অধিক ধৈর্যশীল নয়।

١٧٨٧. حديث أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ.

১৭৮৭. আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ কষ্টের কথা শোনার পর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী কেউ বা কোন কিছুই নেই। লোকেরা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে; এরপরও তিনি তাদের বিপদ মুক্ত রাখেন এবং রিয্ক দান করেন।[3]

١٠/٥٠. بَابُ طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا

৫০/১০. যমীন ভর্তি স্বর্ণ মুক্তিপণের বদলে কাফিরদের (জাহান্নাম থেকে মুক্তি) চাওয়া।

١٧٨٨. حديث أَنَسٍ يَرْفَعُهُ أَنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ.

১৭৮৮. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট হতে শুনে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ আযাব ভোগকারীকে জিজ্ঞেস করবেন, যদি পৃথিবীর ধন-সম্পদ তোমার হয়ে যায়, তবে তুমি কি আযাবের বিনিময়ে তা দিয়ে দিবে? সে উত্তর দিবে, হাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, যখন তুমি আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর পৃষ্ঠে ছিলে, তখন আমি তোমার নিকট এর থেকেও সহজ একটি জিনিস চেয়েছিলাম। সেটা হল, তুমি আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা না মেনে শির্ক করতে লাগলে।[4]

١١/٥٠. بَابُ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ

৫০/১১. কাফিরদেরকে (ক্বিয়ামাতের দিন) মুখের ভরে একত্রিত করা হবে।

١٧٨٩. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৩৬৩৭; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৮০২

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৭, হাঃ ৩৬৩৮; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৮০৩

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭১, হাঃ ৬০৯৯; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৮০৪

[4] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৩৩৪; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১০, হাঃ ২৮০৫

Lu'lu' 53

১৭৮৯. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র নাবী (ﷺ) ক্বিয়ামাতের দিন কাফেরদের মুখে ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে? তিনি বললেন, যিনি এ দুনিয়ায় তাকে দু'পায়ের উপর চালাতে পারছেন, তিনি কি ক্বিয়ামাতের দিন মুখে ভর করে তাকে চালাতে পারবেন না? ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, নিশ্চয়ই, আমার রবের ইজ্জতের কসম![1]

١٤/٥٠. بَابُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَشَجَرِ الْأَرْزِ

৫০/১৪. মু'মিনের দৃষ্টান্ত হল সতেজ বৃক্ষের ন্যায়, কাফিরের দৃষ্টান্ত হল পাইন গাছের মত।

١٧٩٠. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ.

১৭৯০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির উপমা হল, সে যেন শস্যক্ষেত্রের কোমল চারাগাছ। যে কোন দিক থেকেই তার দিকে বাতাস আসলে বাতাস তাকে নুইয়ে দেয়। আবার যখন বাতাসে প্রবাহ বন্ধ হয় তখন তা সোজা হয়ে দাঁড়ানো বৃক্ষের ন্যায়, যাকে আল্লাহ যখন ইচ্ছে করেন ভেঙ্গে দেন।[2]

١٧٩١. **حديث** كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيْحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ حَتَّى يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً.

১৭৯১. কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির উদাহরণ হল সে শস্যক্ষেত্রের নরম চারা গাছের ন্যায়, যাকে বাতাস একবার কাত করে ফেলে, আরেকবার সোজা করে দেয়। আর মুনাফিকের উদাহরণ, সে যেন ভূমির উপর কঠিনভাবে স্থাপিত বৃক্ষ, যাকে কোন ক্রমেই নোয়ানো যায় না। অবশেষে এক ঝটকায় মূলসহ তা উৎপাটিত হয়ে যায়।[3]

١٥/٥٠. بَابُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ

৫০/১৫. মু'মিনের দৃষ্টান্ত খেজুর গাছের দৃষ্টান্তের ন্যায়।

١٧٩٢. **حديث** ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَوَادِيْ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ.

১৭৯২. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একদা বললেন ঃ গাছগাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ, তোমরা আমাকে অবগত কর 'সেটি কী গাছ?' তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৪৭৬০; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১১, হাঃ ২৮০৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৬৪৪; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৮০৯

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৬৪৩; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৮১০

করতে লাগল। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আমার ধারণা হল, সেটা হবে খেজুর গাছ।' কিন্তু আমি (ছোট থাকার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ?' তিনি বললেন ঃ 'তা হচ্ছে খেজুর গাছ।'[১]

٥٠/١٧. بَابُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى

৫০/১৭. কেউ তার সৎকর্ম দ্বারা জান্নাতে যাবে না বরং (যাবে) আল্লাহ তা'আলার রহমতে।

١٧٩٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا.

১৭৯৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কস্মিনকালেও তোমাদের কাউকে নিজের 'আমাল নাজাত দেবে না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকেও না? তিনি বললেন ঃ আমাকেও না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রহমত দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তোমরা যথারীতি 'আমাল করে নৈকট্য লাভ কর। তোমরা সকালে, বিকালে এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহ্র ইবাদাত কর। মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। মধ্য পন্থা তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে।[২]

١٧٩٤. حديث عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ.

১৭৯৪. 'আয়িশাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা ঠিক ঠিকভাবে মধ্যম পন্থায় 'আমাল করতে থাক। আর সুসংবাদ নাও। কিন্তু (জেনে রেখো) কারো 'আমাল তাকে জান্নাতে নেবে না। তাঁরা বললেন, তবে কি আপনাকেও না? তিনি বললেন ঃ আমাকেও না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মাগ্ফিরাত ও রহমতে ঢেকে রেখেছেন।[৩]

٥٠/١٨. بَابُ إِكْثَارِ الْأَعْمَالِ وَالْاِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ

৫০/১৮. বেশি বেশি সৎকর্ম ও 'ইবাদাতে প্রচেষ্টা করা।

١٧٩٥. حديث الْمُغِيْرَةِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُوْمُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُوْلُ أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

১৭৯৫. মুগীরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) রাত্রি জাগরণ করে সলাত আদায় করতেন; এমনকি তাঁর পদযুগল অথবা তাঁর দু' পায়ের গোছা ফুলে যেত। তখন এ ব্যাপারে তাঁকে বলা হল, এত কষ্ট কেন করছেন? তিনি বলতেন, তাই বলে আমি কি একজন শুকরগুযার বান্দা হব না?[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৪, হাঃ ৬১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৮১১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৬৪৬৩; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৮১৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৮, হাঃ ৬৪৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৮১৮

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৬, হাঃ ১১৩০; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৮১৯

١٩/٥٠. بَابُ الِاقْتِصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ

৫০/১৯. দ্বীনের নাসীহাত ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

١٧٩٦. حديث عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذَلِكَ أَنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّيْ أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

১৭৯৬. আবূ ওয়াইল (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের নসীহত করতেন। তাঁকে একজন বলল, 'হে আবূ 'আবদুর রহমান! আমার ইচ্ছে জাগে, যেন আপনি প্রতিদিন আমাদের নসীহত করেন। তিনি বললেন ঃ এ কাজ থেকে আমাকে যা বাধা দেয় তা হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে ক্লান্ত করতে পছন্দ করি না। আর আমি নসীহত করার ব্যাপারে তোমাদের (অবস্থার) প্রতি খেয়াল রাখি, নাবী (ﷺ) ক্লান্তির আশংকায় আমাদের প্রতি যেমন লক্ষ্য রাখতেন।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ১২, হাঃ ৭০; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৮২১

٥١- كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا

পর্ব (৫১) ঃ জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা

١٧٩٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

১৭৯৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ জাহান্নাম প্রবৃত্তি দিয়ে বেষ্টিত। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে।[1]

١٧٩٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾.

১৭৯৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, "কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ শীতলকারী কী জিনিস লুকানো আছে"– (সূরাহ সাজদাহ ৩২/১৭)।[2]

١/٥١. بَابُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

৫১/১. জান্নাতে এক বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

١٧٩٩. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا.

১৭৯৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন সওয়ারী একশত বছর চলতে থাকবে, তবুও সে এ ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।[3]

١٨٠٠. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا.

১৮০০. সাহ্ল ইব্নু সা'দ (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ার মাঝে একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও বৃক্ষের ছায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না।[1]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৬৪৮৭; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা, অধ্যায় হাঃ ২৮২২, ২৮২৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩২৪৪; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,হাঃ ২৮২৪

[3] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৮৮১; মুসলিম, পর্ব ৫১ : অধ্যায় ১, হাঃ ২৮২৬]

١٨٠١. حديث أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا.

১৮০১. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী ঘোড়ার একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তবুও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।[২]

٥١/٢. بَابُ إِحْلَالِ الرِّضْوَانِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا

৫১/২. জান্নাতবাসীদের উপর আল্লাহ্‌র রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি এবং তিনি কখনও কোনদিন তাদের উপর রাগান্বিত হবেন না।

١٨٠٢. حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

১৮০২. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীগণকে সম্বোধন করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রভু! হাযির, আমরা আপনার সমীপে হাযির। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার মাখ্‌লুকাতের ভিতর থেকে কাউকেই দান করেননি। অতএব আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, প্রভু হে! এর চেয়েও উত্তম সে কোন্ বস্তু? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। এরপর আমি আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না।[৩]

٥١/٣. بَابُ تَرَائِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ الْغُرَفِ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ فِي السَّمَاءِ

৫১/৩. জান্নাতবাসীরা বিশেষ বাসস্থানের লোকেদের সেভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশে তারকা দেখে থাক।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৫৫২; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১, হাঃ ২৮৫২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৫৫৩; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১, হাঃ ২৮২৭, ২৮২৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৫৪৯; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ২, হাঃ ২৮২৯

١٨٠٣. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ قَالَ أَبِيْ فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِيْ عَيَّاشٍ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيْدُ فِيْهِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ فِي الْأُفُقِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ.

১৮০৩. সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে বালাখানাগুলো দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশে তারকাগুলো দেখতে পাও। (সানাদে অন্তর্ভুক্ত) রাবী 'আবদুল 'আযীয বলেন, আমার পিতা বলেছেন যে, আমি এ হাদীসটি নু'মান ইবনু আবূ আইয়্যাশকে বলেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আবূ সা'ঈদকে এ হাদীস বর্ণনা করতে আমি শুনেছি এবং এতে তিনি এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন "যেরূপ অস্তমান তারকাকে আকাশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তোমরা দেখে থাক।"[1]

١٨٠٤. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ.

১৮০৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের বালাখানার বাসিন্দাদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে উজ্জ্বল দীপ্তিমান নক্ষত্র দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে। সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ তো নাবীগণের জায়গা। তাদের ব্যতীত অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে।[2]

٥١/٦. بَابُ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَصِفَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ

৫১/৬. যে দলটি জান্নাতে প্রথমে প্রবেশ করবে তারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় জ্বলজ্বল করবে, তাদের ও তাদের স্ত্রীদের বর্ণনা।

١٨٠٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَتْفِلُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوْجُ عُوْدُ الطِّيْبِ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ.

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৫৫৬; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ৩, হাঃ ২৮৩০

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩২৫৬; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ৩, হাঃ ২৮৩১

১৮০৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চন্দ্রের মত উজ্জ্বল। অতঃপর যে দল তাদের অনুগামী হবে তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার ন্যায়। তারা পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না। তাদের থুথু ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক হতে শ্লেষ্মাও বের হবে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম হবে মিস্‌কের মত সুগন্ধযুক্ত। তাদের ধনুচি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাষ্ঠের। বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরগণ হবেন তাদের স্ত্রী। তাদের সকলের দেহের গঠন হবে একই। তারা সবাই তাদের আদি পিতা আদাম (আঃ)-এর আকৃতিতে হবেন। উচ্চতায় তাদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত।[1]

٩/٥١. بَابُ فِيْ صِفَةِ خِيَامِ الْجَنَّةِ وَمَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهَا مِنَ الْأَهْلِيْنَ

৫১/৯. জান্নাতের তাঁবুসমূহ এবং ওগুলোতে বসবাসরতা বিশ্বাসীদের স্ত্রীগণ।

١٨٠٦. حديث أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُوْلُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُوْنَ مِيْلًا فِيْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُوْنَ.

১৮০৬. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'গুণসম্পন্ন মোতির তাঁবু থাকবে যার উচ্চতা ত্রিশ মাইল। এর প্রতিটি কোণে মু'মিনদের জন্য এমন স্ত্রী থাকবে যাদেরকে অন্যরা কখনো দেখেনি।'[2]

١١/٥١. بَابُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ

৫১/১১. কতক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের মত।

١٨٠٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللهُ اٰدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُوْلَئِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ اٰدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ.

১৮০৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদাম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (আদমকে) বললেন, যাও, ঐ ফেরেশতা দলের প্রতি সালাম কর এবং তাঁরা তোমার সালামের জওয়াব কিভাবে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোন। কারণ এটাই হতে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। অতঃপর আদাম (আঃ) (ফেরেশতাদের) বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম"। ফেরেশতামণ্ডলী তার উত্তরে "আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ" বললেন। ফেরেশতারা

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৩২৭; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ৬, হাঃ ২৮২৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩২৪৩; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ৯, হাঃ ২৮৩৮

সালামের জওয়াবে "ওয়া রহ্মাতুল্লাহ" শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদাম (ﷺ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদাম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপে এসেছে।[১]

٥١/١٢. بَابُ فِيْ شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا وَمَا تَأْخُذُ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ

৫১/১২. জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ, তার গভীরতা এবং এর ভিতরে শাস্তি।

١٨٠٨. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا.

১৮০৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হল, 'হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল।' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।'[২]

٥١/١٣. بَابُ النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُوْنَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ

৫১/১৩. অত্যাচারী ও উদ্ধতরা জাহান্নামের আগুনে এবং দুর্বল ও বিনীতরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٨٠٩. **حديث** أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مَا لِيْ لَا يَدْخُلُنِيْ إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِيْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا.

১৮০৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্ক করে। জাহান্নাম বলে দাম্ভিক ও পরাক্রমশালীদের দ্বারা আমাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলে, আমার কী হলো? আমাতে কেবল মাত্র দুর্বল এবং নিরীহ ব্যক্তিরাই প্রবেশ করছে। তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জান্নাতকে বলবেন, তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছে আমি অনুগ্রহ করব। আর তিনি জাহান্নামকে বলবেন, তুমি হলে আযাব। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেব। জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে পূর্ণতা। তবে জাহান্নাম পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তিনি তাঁর পা তাতে রাখবেন। তখন সে বলবে, বাস,

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৩৩২৬; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১১, হাঃ ২৮৪১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩২৬৫; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১২, হাঃ ২৮৪৩

বাস, বাস। তখন জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এর এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে মুড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির কারো প্রতি যুল্ম করবেন না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের জন্য অন্য মাখলূক সৃষ্টি করবেন।[১]

١٨١٠. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ.

১৮১০. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ জাহান্নাম সর্বদাই বলতে থাকবে– আরও কি আছে? এমন কি রাব্বুল ইয্যত তাতে তাঁর পা রাখবেন। জাহান্নাম বলবে, 'বাস, বাস' তোমার ইয্যতের কসম! সেদিন তার একাংশ অপরাংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবে।[২]

١٨١١. حديث أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ثُمَّ يُنَادِيْ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ﴾ وَهَؤُلاَءِ فِيْ غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ﴾.

১৮১১. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, ক্বিয়ামাত দিবসে মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকারে আনা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। সম্বোধনকারী বলবে, তোমরা কি একে চিন? তারা বলবেন হ্যাঁ, এ হল মৃত্যু। কেননা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর সম্বোধনকারী আবার ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসী! জাহান্নামীরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে, তখন সম্বোধনকারী বলবে তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা তারা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর (সেটি) যবেহ করা হবে। আর ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক। তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন (এখানে) থাক। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) পাঠ করলেন– "তাদের সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে যখন সকল ফয়সালা হয়ে যাবে অথচ এখন তারা গাফিল, তারা অসতর্ক দুনিয়াবাসী-অবিশ্বাসী।"[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৮৫০; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৮৪৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ১২, হাঃ ৬৬৬১; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৮৪৮

[৩] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৭৩০; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৮৪৯]

١٨١٢. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيْءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ.

১৮১২. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে আর জাহান্নামীগণ জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যব্হ্ করে দেয়া হবে এবং একজন ঘোষণাকারী এ মর্মে ঘোষণা দিবে যে, হে জান্নাতীগণ! (এখন আর) কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! (এখন আর কোন) মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীগণের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর জাহান্নামীদের বিষণ্নতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।[1]

١٨١٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ.

১৮১৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফিরের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের ভ্রমণের সমান হবে।[2]

١٨١٤. حديث حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

১৮১৪. হারিস ইব্নু ওয়াহাব খুযাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলব না? তারা দুর্বল এবং অসহায়; কিন্তু তাঁরা যদি কোন ব্যাপারে আল্লাহ্র নামে কসম করে বসেন, তাহলে তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলব না? তারা রূঢ় স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী তারাই জাহান্নামী।[3]

١٨١٥. حديث عَبْدِ اللهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِيْ عَقَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِيْ زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৫৪৮; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৮৫০

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৬৫৫১; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৮৫২

[3] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৯১৮; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৮৫৩]

১৮১৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু যাম'আ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে খুতবাহ দিতে শুনেছেন, খুতবায় তিনি কওমে সামূদের প্রতি প্রেরিত উষ্ট্রী ও তার পা কাটার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর রাসূল إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا এর ব্যাখ্যায় বললেন, ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার জন্য এক হতভাগ্য শক্তিশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল যে সে সমাজের মধ্যে আবূ যাম'আর মত প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শক্তিধর ছিল। এ খুতবায় তিনি মেয়েদের সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে; কিন্তু ঐ দিনের শেষেই সে আবার তার সঙ্গে এক বিছানায় মিলিত হয়। তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণের পর হাসি দেয়া সম্পর্কে বললেন, তোমাদের কেউ কেউ হাসে সে কাজটির জন্য যে কাজটি সে নিজেও করে।[১]

١٨١٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

১৮১৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আমি 'আম্‌র ইব্‌নু 'আমির খুয'আইকে তার বহির্গত নাড়ি-ভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেলা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে সাইবা উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করে।[২]

١٤/٥١. بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৫১/১৪. পৃথিবীর ধ্বংস এবং পুনরুত্থান দিবসে মানুষের একত্র সমাবেশ।

١٨١٧. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ.

১৮১৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন তো পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তিনি বললেন ঃ এরূপ ইচ্ছে করার চেয়েও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা।[৩]

١٨١٨. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ﴿كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ﴾ الْآيَةَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِيْ فَيَقُوْلُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿الْحَكِيْمُ﴾ قَالَ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৯৪২; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৮৫৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ৯, হাঃ ৩৫২১; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৩, হাঃ ২৮৫৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৬৫২৭; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৮৫৯

১৮১৮. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাদের মাঝে খুত্‌বা দিতে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর করা হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়াত ঃ "যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব।" আর ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে পোশাক পরিধান করানো হবে। আমার উম্মাত থেকে কিছু লোককে আনা হবে আর তাদেরকে আনা হবে বামওয়ালাদের (বাম হাতে 'আমালনামা প্রাপ্ত) ভিতর থেকে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা তো আমার উম্মাত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ নিশ্চয়ই তুমি জান না তোমার পরে এরা কী করেছে। তখন আমি আরয করব, যেমন আরয করেছে নেক্‌কার বান্দা অর্থাৎ 'ঈসা (আঃ)। ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ﴾ হতে ﴿الْحَكِيْمُ﴾ পর্যন্ত; অর্থাৎ যতদিন আমি ছিলাম আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম" পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, এরপর জবাব দেয়া হবে। এরা সর্বদাই দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ওপর বিদ্যমান ছিল।[১]

١٨١٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوْا وَتُمْسِيْ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا.

১৮১৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন মানুষের হাশর হবে তিন প্রকারে। একদল তো হবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আশিক ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বান্দাদের। দ্বিতীয় দল হবে দু'জন, তিনজন, চারজন বা দশজন এক উটের ওপর আরোহণকারী। আর অবশিষ্ট যারা থাকবে অগ্নি তাদেরকে একত্রিত করে নেবে। যেখানে তারা থামবে আগুনও তাদের সঙ্গে সেখানে থামবে। তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে আগুনও সেখানে তাদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে তাদের সঙ্গে সকাল করবে। যেখানে তাদের সন্ধ্যা হবে আগুনেরও সেখানে সন্ধ্যা হবে।[২]

١٥/٥١. بَابُ فِيْ صِفَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَعَانَنَا اللهُ عَلَى أَهْوَالِهَا

৫১/১৫. পুনরুত্থান দিবসের বর্ণনা, আল্লাহ যেন আমাদেরকে তার ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা করেন।

١٨٢٠. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَتَّى يَغِيْبَ أَحَدُهُمْ فِيْ رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

১৮২০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। "যেদিন সব মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।" (সূরাহ মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩/৬) নাবী (ﷺ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেদিন

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৬৫২৬; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৮৬০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৫, হাঃ ৬৫২২; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৪, হাঃ ২৮৬১

প্রত্যেক ব্যক্তির কানের লতা পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।[১]

১৮২১. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ.

১৮২১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন মানুষের ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত ছাড়িয়ে যাবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হবে; এমনকি কান পর্যন্ত।[২]

١٧/٥١. بَابُ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ عَلَيْهِ وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ

৫১/১৭. মৃত ব্যক্তিকে জান্নাতে বা জাহান্নামে তার স্থান দেখানো হয়, ক্ববরের শাস্তির প্রমাণ এবং তাথেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা।

১৮২২. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৮২২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ্ তোমাকে পুনরুত্থিত করা অবধি (এভাবে দেখানো হয়)।[৩]

১৮২৩. حديث أَبِيْ أَيُّوْبَ ؓ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِيْ قُبُوْرِهَا.

১৮২৩. আবূ আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) সূর্য ডুবে যাওয়ার পর নাবী (ﷺ) বের হলেন। তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, ইয়াহূদীদের ক্ববরে আযাব দেয়া হচ্ছে।[৪]

১৮২৪. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ (لِمُحَمَّدٍ ﷺ) فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায়, হাঃ ৪৯৩৮; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৮৬২]

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ৬৫৩২; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৫, হাঃ ২৮৬৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৯, হাঃ ১৩৭৯; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৮৬৮

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৭, হাঃ ১৩৭৫; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৮৬৯

فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا.

১৮২৪. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা এতটুকু মাত্র দূরে যায় যে, সে তখনও তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।* এ সময় দু'জন ফেরেশ্তা তার নিকট এসে তাকে বসান এবং তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থান স্থলটির দিকে নযর কর, আল্লাহ্ তোমাকে তার বদলে জান্নাতের একটি অবস্থান স্থল দান করেছেন। তখন সে দু'টি স্থলের দিকেই দৃষ্টি করে দেখবে।[১]

١٨٢٥. حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِيْ قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾.

১৮২৫. বারাআ ইব্নু 'আযিব (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন ব্যক্তিকে যখন তার কবরে বসানো হয় তখন উপস্থিত করা হয় ফেরেশতাগণকে। অতঃপর (ফেরেশ্তাগণের প্রশ্নের উত্তরে) সে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্র রাসূল।" এটা আল্লাহ্র কালাম ঃ (যার অর্থ) "আল্লাহ্ পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান এনেছে, প্রতিষ্ঠিত বাণীতে"– (ইব্রাহীম ২৭)।[২]

١٨٢٦. حديث أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوْا فِيْ طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوْا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيْهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ اٰبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ.

১৮২৬. আবূ ত্বলহা (রাঃ) হতে বর্ণিত। বাদ্রের দিন আল্লাহ্র নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশে চব্বিশজন কুরাইশ সর্দারের লাশ বাদ্র প্রান্তরের একটি নোংরা আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হল। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কোন দলের বিরুদ্ধে জয় লাভ করলে সে স্থানের পার্শ্বে তিন দিন অবস্থান করতেন। বাদ্র প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে তিনি তাঁর সাওয়ারী প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন, সাওয়ারীর

---

* হাদীসটি গোরস্থানে জুতা পরে যাওয়ার প্রমাণ বহন করে।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৬, হাঃ ১৩৭৪; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৮৭০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৬, হাঃ ১৩৬৯; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৮৭১

জিন শক্ত করে বাঁধা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) পদব্রজে অগ্রসর হলে সহাবাগণও তাঁর পেছনে পেছনে চললেন। তাঁরা বলেন, আমরা ভাবছিলাম, কোন প্রয়োজনে তিনি কোথাও যাচ্ছেন। অতঃপর তিনি ঐ কূপের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত ঐ নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য পরম খুশীর বিষয় ছিল? আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, 'উমার (রাঃ) বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)! আপনি আত্মাহীন দেহগুলোর সঙ্গে কী কথা বলছেন? নাবী (ﷺ) বললেন, ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তাদের চেয়ে তোমরা অধিক শুনতে পাচ্ছ না।[১]

١٨/٥١. بَابُ إِثْبَاتِ الْحِسَابِ

৫১/১৮. (পুনরুত্থান দিবসে) হিসাবের প্রমাণ।

١٨٢٧. حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حُوْسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا﴾ قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ.

১৮২৭. নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) কোন কথা শুনে না বুঝলে বার বার প্রশ্ন করতেন। একদা নাবী (ﷺ) বললেন, "(কিয়ামতের দিন) যার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।" 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি ইরশাদ করেননি, (তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে) (সূরাহ ইনশিক্বাক ৮৪/৮)। তখন তিনি বললেন ঃ তা কেবল হিসেব প্রকাশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নেয়া হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[২]

١٨٢٨. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

১৮২৮. ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাওমের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন তখন সেখানে বসবাসরত সকলের উপরই সেই আযাব নিপতিত হয়। অবশ্য পরে (ক্বিয়ামাতের দিন) প্রত্যেককে তার 'আমাল অনুসারে উঠানো হবে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৯৭৬; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৮৭৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩৬, হাঃ ১০৩; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৮৭৬

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না, অধ্যায় ১৯, হাঃ ৭১০৮; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা,অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৮৭৯

٥٢- كِتَابُ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ

পর্ব (৫২) ঃ ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ

١/٥٢. بَابُ اقْتِرَابِ الْفِتَنِ وَفَتْحِ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

৫২/১. ফিতনা নিকটবর্তী হওয়া এবং ইয়াজুজ মাজুজের (দেয়াল) খুলে যাওয়া।

١٨٢٩. حديث زَيْنَبَ بْنَةِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَـزِعًا يَقُـوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

১৮২৯. যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবের লোকেদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য বা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথার বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার সঙ্গের শাহাদাত আঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপকাজ অতি মাত্রায় বেড়ে যাবে।[১]

١٨٣٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَتَحَ اللهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِيْنَ.

১৮৩০. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ এ পরিমাণ ছিদ্র করে দিয়েছেন। এই বলে, তিনি তাঁর হাতে নব্বই সংখ্যার আকৃতির মত করে দেখালেন।[২]

٢/٥٢. بَابُ الْخَسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِيْ يَؤُمُّ الْبَيْتَ

৫২/২. কা'বা আক্রমণকারী সৈন্যদলের যমীনে দেবে যাওয়া।

١٨٣١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

---

[১] মুসলিম সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৩৪৬; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায়,হাঃ ২৮৮০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৩৪৭; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১, হাঃ ২৮৮১

১৮৩১. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (পরবর্তী যামানায়) একদল সৈন্য কা'বা (ধ্বংসের উদ্দেশে) অভিযান চালাবে। যখন তারা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন তাদের আগের পিছের সকলকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের অগ্রবাহিনী ও পশ্চাৎবাহিনী সকলকে কিভাবে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, অথচ সে সেনাবাহিনীতে তাদের বাজারের (পণ্য-সামগ্রী বহনকারী) লোকও থাকবে এবং এমন লোকও থাকবে যারা তাদের দলভুক্ত নয়, তিনি বললেন, তাদের আগের পিছের সকলকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তারপরে (কিয়ামতের দিবসে) তাদের নিজেদের নিয়্যাত অনুযায়ী উত্থিত করা হবে।[1]

٣/٥٢. بَابُ نُزُوْلِ الْفِتَنِ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ

৫২/৩. অজস্র বৃষ্টি ফোঁটার ন্যায় ফিতনা অবতরণ।

١٨٣٢. حديث أُسَامَةَ ﷺ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّيْ لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

১৮৩২. উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনাহ্র কোন একটি পাথর নির্মিত গৃহের উপর আরোহণ করে বললেন ঃ আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? (তিনি বললেন) বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার স্থানসমূহের মত আমি তোমাদের গৃহসমূহের মাঝে ফিতনার স্থানসমূহ দেখতে পাচ্ছি।[2]

١٨٣٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.

১৮৩৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শীঘ্রই ফিত্না রাশি আসতে থাকবে। ঐ সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম (নিরাপদ), দাঁড়ানো ব্যক্তি ভ্রাম্যমান ব্যক্তি হতে অধিক রক্ষিত আর ভ্রাম্যমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিপদমুক্ত। যে ব্যক্তি ফিত্নার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিত্না তাকে গ্রাস করবে। তখন যদি কোন ব্যক্তি তার দীন রক্ষার জন্য কোন ঠিকানা অথবা নিরাপদ আশ্রয় পায়, তবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত হবে।[3]

٤/٥٢. بَابُ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

৫২/৪. দু'জন মুসলিম যখন তরবারি নিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়।

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৯, হাঃ ২১১৮; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২, হাঃ ২৮৮৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্র ফাযীলাত, অধ্যায় ৮, হাঃ ১৮৭৮; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৮৮৫

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬০১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৮৮৬

١٨٣٤. حديث أَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِيْ أَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

১৮৩৪. আহনাফ ইব্নু কায়স (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) এ ব্যক্তিকে [আলী (রাঃ)-কে] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবূ বাক্‌রা (রাঃ)-এর সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি বললেন ঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন ঃ 'ফিরে যাও। কারণ আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, দু'জন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সেও তার সাথীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।'[১]

١٨٣٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.

১৮৩৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত এমন দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে যাদের দাবী হবে এক।[২]

٦/٥٢. بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ (ﷺ) فِيْمَا يَكُوْنُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

৫২/৬. শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটবে সে সম্পর্কে নাবী (ﷺ)-এর সংবাদ প্রদান।

١٨٣٦. حديث حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيْهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيْتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ.

১৮৩৬. হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) (একদা) আমাদের মাঝে এমন একটি ভাষণ প্রদান করলেন যাতে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে এমন কোন কথাই বাদ দেননি। এগুলি স্মরণ রাখা যার সৌভাগ্য হয়েছে সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে। আমি ভুলে যাওয়া কোন কিছু যখন দেখতে পাই তখন তা চিনে নিতে পারি এভাবে যেমন, কোন ব্যক্তি কাউকে হারিয়ে ফেললে আবার যখন তাকে দেখতে পায় তখন চিনতে পারে।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২, অধ্যায় ২২, হাঃ ৩১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ২৮৮৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬০৮; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৫৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮২ : তাক্বদীর, অধ্যায় ৪, হাঃ ৬৬০৪; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৮৯১

٧/٥٢. بَابُ فِي الْفِتْنَةِ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

৫২/৭. সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে।

١٨٣٧. حديث حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ ﷺ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيْءٌ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هٰذَا أُرِيْدُ وَلَكِنْ الْفِتْنَةُ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّيْ حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ.

১৮৩৭. হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা 'উমার (রাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ফিত্না-ফাসাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে মনে রেখেছো? হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, 'যেমনভাবে তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনিই আমি মনে রেখেছি।' 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর বাণী মনে রাখার ব্যাপারে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছো। আমি বললাম, (রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছিলেন) মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফিত্নায় পতিত হয়, সলাত, সিয়াম, সাদকাহ, (ন্যায়ের) আদেশ ও (অন্যায়ের) নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়। 'উমার (রাঃ) বললেন, তা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি সেই ফিত্নার কথা বলছি, যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ভয়াল হবে। হুযাইফা (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা, আপনার ও সে ফিত্নার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। 'উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেয়া হবে? হুযাইফাহ (রহ.) বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। 'উমার (রাঃ) বললেন, তাহলে তো আর কোনো দিন তা বন্ধ করা যাবে না। [হুযাইফাহ (রাঃ)]-এর ছাত্র শাকীক (রহ.) বলেন], আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'উমার (রাঃ) কি সে দরজাটি সম্বন্ধে জানতেন? হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, হাঁ, দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিতভাবে তিনি জানতেন। কেননা, আমি তাঁর কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা মোটেও ত্রুটিযুক্ত নয়। (দরজাটি কী) এ বিষয়ে হুযাইফাহ (রাঃ)-এর নিকট জানতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা মাসরূক (রহ.)-কে বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, দরজাটি 'উমার (রাঃ) নিজেই।[১]

٨/٥٢. بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ

৫২/৮. ফোরাত নদী সোনার পাহাড় উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না।

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৪, হাঃ ৫২৫; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ৭, হাঃ ১৪৪

١٨٣٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

১৮৩৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী তার গর্ভস্থ স্বর্ণের খনি বের করে দেবে। সে সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।[1]

١٤/٥٢. بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ

৫২/১৪. হিজাজ থেকে আগুন বের না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না।

١٨٣٩. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيْءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى.

১৮৩৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাত কায়িম হবে না যতক্ষণ না হিজাযের যমীন থেকে এমন আগুন বের হবে, যা বুস্‌রার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করে দেবে।[2]

١٦/٥٢. بَابُ الْفِتْنَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ

৫২/১৬. ফিতনা পূর্ব দিক থেকে যেখান থেকে শাইত্বনের শিং বেরিয়ে আসে।

١٨٤٠. حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُوْلُ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

১৮৪০. ইব্‌নু 'উমার (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে পূর্ব দিকে মুখ করে বলতে শুনেছেন, সাবধান! ফিত্‌না সে দিকে যে দিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।[3]

١٧/٥٢. بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعْبُدَ دَوْسٌ ذَا الْخَلَصَةِ

৫২/১৭. দাউস গোত্র যালখালাসার 'ইবাদাত না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না।

١٨٤١. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِيْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

১৮৪১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামাত কায়িম হবে না, যতক্ষণ 'যুল্‌খালাসাহ্‌র' পাশে দাওস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৭১১৯; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৮৯৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না, অধ্যায় ২৪, হাঃ ৭১১৮; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪১, হাঃ ১৯০২

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৭০৯৩; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৯০৫]

দোলায়িত না হবে। 'যুল্‌খালাসাহ' হলো দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলী যুগে তারা এর উপাসনা করত।[১]

١٨/٥٢. بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَنَّى أَنْ يَكُوْنَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنَ الْبَلَاءِ

৫২/১৮. ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না ক্ববরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি বলবে, মৃতের জায়গায় যদি আমি থাকতাম (বালা মুসিবতের কারণে)।

١٨٤٢. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ مَكَانَهُ.

১৮৪২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাত কায়িম হবে না, যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় না বলবে হায়! যদি আমি তার স্থলে হতাম।[২]

١٨٤٣. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

১৮৪৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাবাশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বাগৃহ ধ্বংস করবে।[৩]

١٨٤٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

১৮৪৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহ্তান গোত্র হতে এমন এক ব্যক্তির আগমন না হবে যে মানুষ জাতিকে তার লাঠির সাহায্যে পরিচালিত করবে।[৪]

١٨٤٥. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

১৮৪৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না তোমরা এমন জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত।[৫]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৭১১৬; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৯০৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ২২ হাদীস নং ৭১১৫; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৭

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৪৭, হাঃ ১৫৯১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯০৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৫১৭; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১০

[৫] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯৬, হাঃ ২৯২৯; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১২

١٨٤٦. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُهْلِكُ النَّاسَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوْهُمْ.

১৮৪৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের এ লোকগুলি (যুবকগণ) মানুষের ধ্বংস ডেকে আনবে। সহাবাগণ বললেন, তখন আমাদেরকে আপনি কী করতে বলেন? তিনি বললেন, মানুষেরা যদি এদের সংসর্গ ত্যাগ করত তবে ভালই হত।[১]

١٨٤٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلَكَ كِسْرَى ثُمَّ لَا يَكُوْنُ كِسْرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُوْنُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১৮৪৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিস্‌রা ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কিস্‌রা হবে না। আর কায়সার অবশ্যই ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কায়সার হবে না এবং এটা নিশ্চিত যে, তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র পথে বণ্টিত হবে।[২]

١٨٤٨. حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১৮৪৮. জাবির ইব্‌নু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, যখন কিস্‌রা ধ্বংস হয়ে যাবে অতঃপর আর কোন কিস্‌রা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই উভয় সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়িত হবে।[৩]

١٨٤٩. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِيْ فَاقْتُلْهُ.

১৮৪৯. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহূদীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন জয়লাভ করবে তোমরাই। স্বয়ং পাথরই বলবে, হে মুসলিম, এই তো ইয়াহূদী আমার পিছনে, একে হত্যা কর।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬০৪; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৭, হাঃ ৩০২৭; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১৮

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ৮, হাঃ ৩১২১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১৯

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৫৯৩; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯২১

١٨٥٠. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ.

১৮৫০. আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, কিয়ামত কায়িম হবে না যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাচারী দাজ্জালের আবির্ভাব না হবে। এরা সবাই নিজেকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে দাবী করবে।[১]

١٩/٥٢. بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

৫২/১৯. ইবনু সাইয়্যাদের বর্ণনা।

١٨٥١. حديث عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِيْ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لِيْ فِيْهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهِ.

১৮৫১. ইব্‌নু 'উমার (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (ﷺ) কয়েকজন সাহাবীসহ আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ইব্‌নু সাইয়াদের নিকট যান। তাঁরা তাকে বনী মাগালার টিলার উপর ছেলে-পেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দেখতে পান। আর এ সময় ইব্‌নু সাইয়াদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর (আগমন) সে কিছু টের না পেতেই নাবী (ﷺ) তাঁর পিঠে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল? তখন ইব্‌নু সাইয়াদ তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মী লোকদের রাসূল। ইব্‌নু সাইয়াদ নাবী (ﷺ)-কে বলল, আপনি কি এ সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। নাবী (ﷺ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী দেখ? ইব্‌নু সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্য খবর ও মিথ্যা খবর সবই আসে। নাবী (ﷺ) বললেন, আসল অবস্থা তোমার জন্য কিছু কথা গোপন রেখেছি ইব্‌নু সাইয়াদ বলল, তা' হচ্ছে ধোঁয়া। নাবী (ﷺ) বললেন, আরে থাম, তুমি তোমার সীমার বাইরে যেতে পার না। 'উমার (ﷺ) বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে হুকুম দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নাবী (ﷺ) বললেন, যদি সে প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তুমি

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬০৯; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৫৭

তাকে কাবু করতে পারবে না, যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করে তোমার কোন লাভ নেই।[১]

١٨٥٢. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِي فِيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهُ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ.

১৮৫২. ইব্নু 'উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল ও উবাই ইব্নু কা'ব (রাঃ) উভয়ে সে খেজুর বৃক্ষের নিকট গমন করেন, যেখানে ইব্নু সাইয়াদ অবস্থান করছিল। যখন নাবী (ﷺ) সেখানে পৌঁছলেন, তখন তিনি খেজুর ডালের আড়ালে চলতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে, ইব্নু সাইয়াদের অজান্তে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। ইব্নু সাইয়াদ নিজ বিছানা পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে গুণগুণ ছিল এবং কী কী যেন গুণগুণ করতেছিল। তার মা নাবী (ﷺ)-কে দেখে ফেলেছিল যে, তিনি খেজুর বৃক্ষ শাখার আড়ালে আসছেন। তখন সে ইব্নু সাইয়াদকে বলে উঠল, হে সাফ! আর এ ছিল তার নাম। সে জলদি উঠে দাঁড়াল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, নারীটি যদি তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে তার ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়ে যেত।[২]

١٨٥٣. حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّيْ أُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

১৮৫৩. ইব্নু 'উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর নাবী লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। আর বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জাল হতে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নাবীই তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নূহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কেও দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন একটি কথা জানিয়ে দিব, যা কোন নাবী তাঁর সম্প্রদায়কে জানান নি। তোমরা জেনে রেখ যে, সে হবে এক চক্ষু বিশিষ্ট আর অবশ্যই আল্লাহ এক চক্ষু বিশিষ্ট নন।[৩]

٥٢/٢٠. بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ

৫২/২০. দাজ্জাল, তার ও তার সঙ্গে যারা থাকবে তাদের বর্ণনা।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৭৮, হাঃ ৩০৫৫; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৯৩১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৭৮, হাঃ ৩০৫৬; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৯৩১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৭৮, হাঃ ৩০৫৭; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৯, হাঃ ২৯৩১

١٨٥٤. حديث عَبْدُ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

১৮৫৪. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ট্যাড়া নন। সাবধান! মাসীহ দাজ্জালের ডান চক্ষু ট্যাড়া। তার চক্ষু যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত।[১]

١٨٥٥. حديث أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبٌ كَافِرٌ.

১৮৫৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ এমন কোন নাবী প্রেরিত হন নি যিনি তার উম্মাতকে এই কানা মিথ্যুক সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে রেখো, সে কিন্তু কানা, আর তোমাদের রব কানা নন। আর তার দু' চোখের মাঝখানে কাফির كَافِرٌ শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে।[২]

١٨٥٦. حديث حُذَيْفَةَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِيْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَّا الَّذِيْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِيْ يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ.

১৮৫৬. 'উক্‌বাহ ইব্‌নু 'আম্‌র (রাঃ) হুযাইফাহ (রাঃ)-কে বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে যা শুনেছেন, তা কি আমাদের নিকট বর্ণনা করবেন না? তিনি জবাব দিলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে তখন তার সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। অতঃপর মানুষ যাকে আগুনের মত দেখবেতা হবে মূলত ঠাণ্ডা পানি। আর যাকে মানুষ ঠাণ্ডা পানির মত দেখবে, তা হবে আসলে দহনকারী অগ্নি। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দেখা পাবে, সে যেন অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যাকে সে আগুনের মত দেখতে পাবে। কেননা, আসলে তা সুস্বাদু শীতল পানি।[৩]

١٨٥٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيْءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِيْ يَقُوْلُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّيْ أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাঃ ৩৪৩৯; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২০, হাঃ ২৯৩১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৭১৩১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২০, হাঃ ২৯৩৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (ﷺ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫০, হাঃ ৩৪৫০; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২০, হাঃ ২৯৩৪

১৮৫৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দেব না, যা কোন নাবীই তাঁর সম্প্রদায়কে বলেননি? তা হলো, নিশ্চয়ই সে হবে এক চোখওয়ালা, সে সঙ্গে করে জান্নাত এবং জাহান্নামের দু'টি জাল ছবি নিয়ে আসবে। অতএব যাকে সে বলবে যে, এটি জান্নাত, প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে জাহান্নাম। আর আমি তার সম্পর্কে তোমাদের নিকট তেমনি সাবধান করছি, যেমনি নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়কে সে সম্পর্কে সাবধান করেছেন।[১]

٥٢/٢١. بَابُ فِيْ صِفَةِ الدَّجَّالِ وَتَحْرِيْمِ الْمَدِيْنَةِ عَلَيْهِ وَقَتْلِهِ الْمُؤْمِنَ وَإِحْيَائِهِ

৫২/২১. দাজ্জালের বিবরণ, মাদীনায় প্রবেশ তার জন্য নিষিদ্ধ করা হবে, তার দ্বারা একজন মু'মিনকে হত্যা এবং সে মু'মিনকে আবার জীবিতকরণ।

١٨٥٨. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيْثًا طَوِيْلًا عَنْ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِيْ بِالْمَدِيْنَةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِيْ حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيْثَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِي الْأَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ أَقْتُلُهُ فَلَا أُسَلَّطُ عَلَيْهِ.

১৮৫৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত কথাসমূহের মাঝে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, মাদীনাহর প্রবেশ পথে অনুপ্রবেশ করা দাজ্জালের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। তাই সে মাদীনার উদ্দেশে যাত্রা করে মাদীনাহর নিকটবর্তী কোন একটি বালুকাময় জমিতে অবতরণ করবে। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি যাবে যে উত্তম ব্যক্তি হবে বা উত্তম মানুষের একজন হবে এবং সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমিই হলে সে দাজ্জাল যার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে অবহিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে, আমি যদি একে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করতে পারি তাহলেও কি তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করবে? তারা বলবে, না। এরপর দাজ্জাল লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। জীবিত হয়েই লোকটি বলবে, আল্লাহর শপথ! আজকের চেয়ে অধিক প্রত্যয় আমার আর কখনো ছিল না। অতঃপর দাজ্জাল বলবে, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব। কিন্তু সে লোকটিকে হত্যা করতে আর সক্ষম হবে না।[২]

٥٢/٢٢. بَابُ فِي الدَّجَّالِ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

৫২/২২. দাজ্জাল- আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা খুবই নিম্নে।

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৩, হাঃ ৩৩৩৮; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২০, হাঃ ২৯৩৬

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহর ফাযীলাত, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৮৮২; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২১, হাঃ ২৯৩৮

١٨٥٩. حديث الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ لِأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ.

১৮৫৯. মুগীরাহ ইব্‌নু শু'বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে দাজ্জাল সম্পর্কে যত বেশি প্রশ্ন করতাম সেরূপ আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেন ঃ তা থেকে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি বললাম, লোকেরা বলে যে, তার সঙ্গে রুটির পর্বত ও পানির নহর থাকবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে অতি সহজ।[১]

٢٣/٥٢. بَابُ فِيْ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ وَمُكْثِهِ فِي الْأَرْضِ

৫২/২৩. দাজ্জালের আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে তার অবস্থান।

١٨٦٠. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

১৮৬০. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মাক্কাহ ও মাদীনাহ ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণা করবে না। মাক্কাহ এবং মাদীনাহর প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মাদীনাহ তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফির এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন।[২]

٢٦/٥٢. بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ

৫২/২৬. ক্বিয়ামাতের নিকটবর্তী হওয়া।

١٨٦١. حديث ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ.

১৮৬১. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামাত যাদের জীবদ্দশায় কায়িম হবে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।[৩]

١٨٦٢. حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না, অধ্যায় ২৬, হাঃ ৭১২২; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২২, হাঃ ২৯৩৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৯ : মাদীনাহ্‌র ফাযীলাত, অধ্যায় ৯, হাঃ ১৮৮১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২৪, হাঃ ২৯৪৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না, অধ্যায় ৫, হাঃ ৭০৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২৯৪৯

১৮৬২. সাহল ইব্নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁর মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুলের নিকটবর্তী অঙ্গুলিদ্বয় এভাবে একত্র করে বললেন, ক্বিয়ামাত ও আমাকে এমনিভাবে পাঠানো হয়েছে।[1]

١٨٦٣. حديث أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ.

১৮৬৩. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে ক্বিয়ামাতের সঙ্গে এ রকম।[2]

٢٧/٥٢. بَابُ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ.

৫২/২৭. (পুনরুত্থান দিবসে) সিঙ্গায় দু'বার ফুঁক দেয়ার মাঝে সময়ের ব্যবধান।

١٨٦٤. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৮৬৪. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হবে। [আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)]-এর এক ছাত্র বললেন, চল্লিশ বলে চল্লিশ দিন বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারপর পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বলে চল্লিশ মাস বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, এবারও অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বছর বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। এরপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তখন শিরদাঁড়ার হাড় ছাড়া মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে। ক্বিয়ামাতের দিন ঐ হাড়খণ্ড থেকেই আবার মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।[3]

---

[1] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায়, হাঃ ৪৯৩৬; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২৯৫০]

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩৯, হাঃ ৬৫০৪; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২৬, হাঃ ২৯৫১

[3] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায়, হাঃ ৪৯৩৫; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২৭, হাঃ ২৯৫৫]

٥٣- كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ

পর্ব (৫৩) ঃ সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা

١٨٦٥. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

১৮৬৫. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সঙ্গে থেকে যায়। তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার 'আমাল তার অনুসরণ করে থাকে। তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, পক্ষান্তরে তার 'আমাল তার সঙ্গে থেকে যায়।[১]

١٨٦٦. حديث عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الأَنْصَارِيِّ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمْ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوْا أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَأَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.

১৮৬৬. মিস্‌ওয়ার ইব্‌নু মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'আম্‌র ইব্‌নু আউফ আনসারী (রাঃ) যিনি বনী আমির ইব্‌নু লুয়াইয়ের মিত্র ছিলেন এবং বাদ্‌র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আবূ 'উবাইদাহ ইব্‌নু জাররাহ (রাঃ)-কে বাহরাইনের জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠালেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং আলা ইব্‌নু হাযরামী (রাঃ)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ 'উবাইদাহ (রাঃ) বাহরাইন হতে অর্থ সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবূ 'উবাইদাহর আগমন বার্তা শুনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ফজরের সলাতে সবাই হাযির হন। যখন আল্লাহর রাসূল তাঁদের নিয়ে ফজরের সলাত আদায় করে ফিরলেন, তখন তারা তাঁর সামনে হাযির হলেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবূ 'উবাইদাহ (রাঃ) কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের খুশী করে তার আকাঙ্ক্ষা রাখ। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না। কিন্তু তোমাদের

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪২, হাঃ ৬৫১৪; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় হাঃ ২৯৬০

ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেমন তোমাদের অগ্রবর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের বিনাশ করবে, যেমন তাদের বিনাশ করেছে।[১]

١٨٦٧. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ.

১৮৬৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো দৃষ্টি যদি এমন ব্যক্তির উপর নিপতিত হয়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে অধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে তবে সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চেয়ে হীন অবস্থায় রয়েছে।[২]

١٨٦٨. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ ثَلَاثَةً فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِيْ ذَلِكَ إِنَّ الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا.

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ هٰذَا قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا.

وَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ.

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوْقَ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّيْ أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৮ : জিযইয়াহ কর ও রক্তপণ, অধ্যায় ১, হাঃ ৩১৫৮; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায়,হাঃ ২৯৬১

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩০, হাঃ ৬৪৯০; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায়,হাঃ ২৯৬৩

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الْأَعْمَى فِيْ صُوْرَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِيْ وَفَقِيْرًا فَقَدْ أَغْنَانِيْ فَخُذْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلّٰهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ.

১৮৬৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, নাবী ইসরাইলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। একজন শ্বেতরোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা আর একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই, তিনি তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে শ্বেত রোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন্ জিনিস অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হল। অতঃপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল 'উট' অথবা সে বলল, 'গরু'। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে শ্বতরোগী না টাকওয়ালা দু'জনের একজন বলেছিল 'উট' আর অপরজন বলেছিল 'গরু'। অতএব তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হল। তখন ফেরেশ্তা বললেন, "এতে তোমার জন্য বরকত হোক।"

(বর্ণনাকারী বলেন) ফেরেশতা টাকওয়ালার নিকট গেলেন এবং বললেন, তোমার নিকট কী জিনিস পছন্দনীয়? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার হতে যেন এ রোগ চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। বর্ণনাকারী বলেন, ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাথার টাক চলে গেল। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হল। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, 'গরু'। অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করলেন। এবং ফেরেশতা দু'আ করলেন, এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক।

অতঃপর ফেরেশতা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, আল্লাহ্ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। নাবী (ﷺ) বললেন, তখন ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল 'ছাগল'। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন। উপরে উল্লেখিত লোকদের পশুগুলো বাচ্চা দিল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল।

অতঃপর ঐ ফেরেশতা তাঁর পূর্ববর্তী আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করে শ্বেতরোগীর নিকট এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্য

স্থানে পৌঁছার আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপায় নেই। আমি তোমার নিকট ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর উপর সাওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌঁছাব। তখন লোকটি তাকে বলল, আমার উপর বহু দায়িত্ব রয়েছে। তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি এক সময় শ্বেতরোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে দান করেছেন। তখন সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ হতে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাচারী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি ছিলে।

অতঃপর ফেরেশতা মাথায় টাকওয়ালার নিকট তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তেমনই বললেন, যেরূপ তিনি শ্বেত রোগীকে বলেছিলেন। এও তাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল যেমন জবাব দিয়েছিল শ্বেতরোগী। তখন ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাচারী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে তেমন অবস্থায় করে দিন, যেমন তুমি ছিলে।

শেষে ফেরেশতা অন্ধ লোকটির নিকট তাঁর আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব লোক, মুসাফির মানুষ; আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌঁছার ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন গতি নেই। তাই আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ি পৌঁছতে পারব। সে বলল, প্রকৃতপক্ষেই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। আল্লাহ্ আমাকে সম্পদশালী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহ্‌র কসম। আল্লাহ্‌র জন্য তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্যে আজ আমি তোমার নিকট কোন প্রশংসাই দাবী করব না। তখন ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা নেয়া হল মাত্র। আল্লাহ্ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথীদ্বয়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।[১]

١٨٦٩. حديث سَعْدٍ قَالَ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهٰذَا السَّمُرُ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلَامِ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي.

১৮৬৯. সা'দ ইব্‌নু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, আমিই আরবের সর্বপ্রথম ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র পথে যে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা যুদ্ধকালীন এমন অবস্থায় দেখেছি নিজেদেরকে যে দুব্‌লাহ গাছের পাতা ও বাবলা ব্যতীত খাবারের কিছুই ছিল না। কেউ কেউ বকরীর পায়খানার মত পায়খানা করতেন। যা ছিল সম্পূর্ণ শুক্‌নো। অথচ এখন আবার বনূ আসাদ (গোত্র) এসে ইসলামের উপর চলার জন্য আমাকে তিরস্কার করছে। এখন আমি যেন শংকিত আমার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ।[২]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫১, হাঃ ৩৪৬৪; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায়,: সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায়,হাঃ ২৯৬৪

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৬৪৫৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় হাঃ ২৯৬৬

١٨٧٠. حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.

১৮৭০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবারকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করুন।[১]

١٨٧١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.

১৮৭১. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মাদীনায় আসার পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা একাধারে তিন রাত গমের রুটি পেট ভরে খাননি।[২]

١٨٧٢. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ مَا أَكَلَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَيْنِ فِيْ يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ.

১৮৭২. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবার একদিনে যখনই দুবেলা খানা খেয়েছেন একবেলা শুধু খুরমা খেয়েছেন।[৩]

١٨٧٣. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِيْ إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِدَتْ فِيْ أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَارٌ.

(قَالَ عُرْوَةُ) فَقُلْتُ يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيْشُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنَ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِيْنَا.

১৮৭৩. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একবার 'উরওয়াহ (রাঃ)-'র উদ্দেশে বললেন, ভাগ্নে! আমরা (মাসের) নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোন ঘরেই আগুন জ্বালানো হত না।

['উরওয়াহ বলেন] আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালা। আপনারা তাহলে বেঁচে থাকতেন কিভাবে? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর আর পানিই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রাখত। কয়েক ঘর আনসার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁদের কিছু দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন।[৪]

١٨٧٤. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৬৪৬০; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাঃ ১০৫৫

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৫৪১৬; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় হাঃ ২৯৭০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৬৪৫৫; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায়,: সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায়,হাঃ ২৯৭১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১, হাঃ ২৫৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায়,: সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায়,হাঃ ২৯৭২

১৮৭৪. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর ইন্তিকাল হল। সে সময় আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে খেজুর ও পানি খেলাম।[1]

١٨٧٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ.

১৮৭৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবার তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একাধারে তিনদিন আহার করে পরিতৃপ্ত হননি।[2]

٥٣/١. بَابُ لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ

৫৩/১. ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত নিজেদের আত্মার প্রতি যুল্মকারী লোকেদের বসবাস এলাকায় প্রবেশ করো না।

١٨٧٦. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.

১৮৭৬. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা এসব 'আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের প্রতিও আসতে না পারে।[3]

١٨٧٧. حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُوْدَ الْحِجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنُوْا بِهِ فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيْقُوْا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِيْنَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِيْ كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ.

১৮৭৭. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সামূদ জাতির আবাসস্থল 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলেন আর তখন তারা এর কূপের পানি মশকে ভরে রাখলেন এবং এ পানি দ্বারা আটা গুলে নিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে হুকুম দিলেন, তারা ঐ কূপ হতে যে পানি ভরে রেখেছে, তা যেন ফেলে দেয় আর পানিতে গুলা আটা যেন উটগুলোকে খাওয়ায় আর তিনি তাদের আদেশ করলেন তারা যেন ঐ কূপ হতে মশক ভরে যেখান হতে [সালিহ (আঃ)]-এর উটনীটি পানি পান করত।[4]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৬, হাঃ ৫৩৮৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায়,হাঃ ২৯৭৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৩৭৪; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায়,হাঃ ২৯৭৬

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫৩, হাঃ ৪৩৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১, হাঃ ২৯৮

[4] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৩৩৭৯; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১, হাঃ ২৯৮০

٢/٥٣. بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْيَتِيْمِ

৫৩/২. বিধবা, দরিদ্র ও ইয়াতিমদের মঙ্গল সাধন।

١٨٧٨. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

১৮৭৮. আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর সিয়াম পালনকারীর মত।[১]

٣/٥٣. بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

৫৩/৩. মাসজিদ নির্মাণের মর্যাদা।

١٨٧٩. حديث عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنْ عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

১৮৭৯. 'উবাইদুল্লাহ খাওলানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি 'উসমান ইব্‌নু 'আফ্‌ফান (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মাসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন ঃ তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মাসজিদ নির্মাণ করে। বুকায়র (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় রাবী 'আসিম (রহ.) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।[২]

٥/٥٣. بَابُ تَحْرِيمِ الرِّيَاءِ

৫৩/৫. লোক দেখানো 'আমালের নিষিদ্ধতা।

١٨٨٠. حديث جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِيْ اللهُ بِهِ.

১৮৮০. জুনদাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোক শোনানো 'ইবাদাত করে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে 'লোক-শোনানো দেবেন'। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো 'ইবাদাত করবে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে 'লোক দেখানো দেবেন'।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১, হাঃ ৫৩৫৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ২, হাঃ ২৯৮২

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৬৫, হাঃ ৪৫০; মুসলিম পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৪, হাঃ ৫৩৩

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩৬, হাঃ ৬৪৯৯; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৫, হাঃ ২৯৮৬

٥٣/٦. بَابُ حفظ اللسان

৫৩/৬. বাক সংযত করা।

١٨٨١. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ.

১৮৮১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় বান্দা এমন কথা বলে যার পরিণাম সে চিন্তা করে না, অথচ এ কথার কারণে সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব মাশরিক-এর দূরত্বের চেয়ে অধিক।[১]

٥٣/٧. بَابُ عُقُوْبَةِ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا يَفْعَلُهُ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَيَفْعَلُهُ

৫৩/৭. যে ব্যক্তি ন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় অথচ সে নিজেই তা করে না এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে অথচ সে নিজেই তা করে, তার শাস্তি।

١٨٨٢. حديث أُسَامَةَ قِيْلَ لَهُ لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُوْنَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلَا أَقُوْلُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيْرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالُوْا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.

১৮৮২. উসামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাকে বলা হল, কত ভাল হত! যদি আপনি ঐ ব্যক্তির (উসমান (রাঃ)-এর) নিকট যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা মনে করছেন যে আমি তাঁর সঙ্গে আপনাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব। অথচ আমি তাঁর সঙ্গে (দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে) গোপনে আলোচনা করছি, যেন আমি একটি দ্বার খুলে না বসি। আমি দ্বার উন্মুক্তকারীর প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে কিছু শুনেছি, যার পরে আমি কোন ব্যক্তিকে– যিনি আমাদের আমীর নির্বাচিত হয়েছেন এ কারণে তিনি আমাদের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি এ কথা বলতে পারি না। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁকে কী বলতে শুনেছেন? উসামাহ (রাঃ) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন?

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৬৪৭৭; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৬, হাঃ ২৯৮৮

তুমি না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতে আর অন্যায়কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম।[১]

٨/٥٣. بَابُ النَّهْيِ عَنْ هَتْكِ الْإِنْسَانِ سِتْرَ نَفْسِهِ

৫৩/৮. কারো পাপ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

١٨٨٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.

১৮৮৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার সকল উম্মাত মাফ পাবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এ বড়ই ধৃষ্টতা যে, কোন ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে ভোর হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কর্ম করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল যে, আল্লাহ তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহ্র পর্দা খুলে ফেলল।[২]

٩/٥٣. بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ

৫৩/৯. হাঁচি দিলে 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ' বলা এবং হাই তোলার অপছন্দনীয়তা।

١٨٨٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ.

১৮৮৪. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে দু' ব্যক্তি হাঁচি দিল। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজনের জবাব দিলেন। অপরজনের জবাব দিলেন না। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এই ব্যক্তি আল্‌হামদু লিল্লাহ বলেছে। আর ঐ ব্যক্তি আল্‌হামদু লিল্লাহ বলেনি। (তাই হাঁচির জবাব দেয়া হয়নি)[৩]

١٨٨٥. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ.

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১০, হাঃ ৩২৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৯৮৯

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৬০, হাঃ ৬০৬৯; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৮, হাঃ ২৯৯০

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১২৩, হাঃ ৬২২১; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৯৯১

১৮৮৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব তা রোধ করবে।[1]

٥٣/١١. بَابُ : فِي الْفَأْرِ وَأَنَّهُ مَسْخٌ

৫৩/১১. ইঁদুর সম্পর্কে এবং তার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে।

١٨٨٦. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَارَ إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ.

১৮৮৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হয়েছিল। কেউ জানে না তাদের কী হলো আর আমি তাদেরকে ইঁদুর বলেই মনে করি। কেননা তাদের সামনে যখন উটের দুধ রাখা হয়, তারা তা পান করে না, আর তাদের সামনে ছাগী দুগ্ধ রাখা হয় তারা তা পান করে (আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন) আমি এ হাদীসটি কা'বের নিকট বললাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন? আপনি কি এটা নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি কয়েকবার আমাকে একথাটি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি বললাম, আমি কি তাওরাত কিতাব পড়েছি?[2]

٥٣/١٢. بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

৫৩/১২. একই খালে মু'মিন দু'বার দংশিত হয় না।

١٨٨٧. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

১৮৮৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ প্রকৃত মু'মিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।[3]

٥٣/١٤. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فِيْهِ إِفْرَاطٌ وَخِيْفَ مِنْهُ فِتْنَةٌ عَلَى الْمَمْدُوْحِ

৫৩/১৪. কারো এত বেশি প্রশংসা করা নিষিদ্ধ যাতে প্রশংসার কারণে তার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

١٨٨٨. حديث أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللهُ حَسِيْبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১১, হাঃ ৩২৮৯; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৯, হাঃ ২৯৯৪

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাঃ ৩৩০৫; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১১, হাঃ ২৯৯৭

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮৩, হাঃ ৬১৩৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১২, হাঃ ২৯৯৮

১৮৮৮. আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে, তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। তিনি এ কথা কয়েকবার বললেন, অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতেই চায় তাহলে তার বলা উচিত, অমুককে আমি এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহই তার সম্পর্কে অধিক জানেন। আর আল্লাহর প্রতি সোপর্দ না করে আমি কারো সাফাই পেশ করি না। তার সম্পর্কে ভালো কিছু জানা থাকলে বলবে, আমি তাকে এরূপ এরূপ মনে করি।[১]

١٨٨٩. حديث أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ (أَوْ قَطَعْتُمْ) ظَهَرَ الرَّجُلِ.

১৮৮৯. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে।[২]

١٥/٥٣. بَابُ مُنَاوَلَةِ الْأَكْبَرِ

৫৩/১৫. অধিক বয়স্ককে অগ্রগণ্য করা।

١٨٩٠. حديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا.

১৮৯০. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেন ঃ আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। আমার নিকট দু' ব্যক্তি এলেন। একজন অপরজন হতে বয়সে বড়। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিসওয়াক দিতে গেলে আমাকে বলা হলো, 'বড়কে দাও'। তখন আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে দিলাম।[৩]

١٦/٥٣. بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحَدِيثِ وَحُكْمِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

৫৩/১৬. কথা বলায় স্পষ্টতা অবলম্বন করা এবং 'ইল্‌ম লিখে রাখার হুকুম।

١٨٩١. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ.

১৮৯১. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) এমনভাবে কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গুণতে চাইলে তাঁর কথাগুলি গণনা করতে পারত।[৪]

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৬৬২; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৩০০০

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ১৭, হাঃ ২৬৬৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১৩, হাঃ ৩০০১

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৭৪, হাঃ ২৪৬; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৪, হাঃ ২২৭১

[৪] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৩, হাঃ ৩৫৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২৪৯৩

١٩/٥٣. بَابُ فِيْ حَدِيْثِ الْهِجْرَةِ وَيُقَالُ لَهُ حَدِيْثُ الرَّحْلِ

৫৩/১৯. মাক্কাহ থেকে মাদীনায় (নাবী (ﷺ)-এর) হিজরাতের বর্ণনা।

١٨٩٢. حديث أَبِيْ بَكْرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَقُوْلُ جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ إِلَى أَبِيْ فِيْ مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثْ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِيْ قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِيْ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِيْ يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِيْ كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَخَلَا الطَّرِيْقُ لَا يَمُرُّ فِيْهِ أَحَدٌ فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ فِيْهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِيْ أَرَدْنَا فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةَ قُلْتُ أَفِيْ غَنَمِكَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ انْفُضْ الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِيْ قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِيْ إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِيْ مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُ فَوَافَقْتُهُ حِيْنَ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتْ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ أُتِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا.

فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أُرَى فِيْ جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّيْ أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوَا لِيْ فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَجَا فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ قَالَ وَوَفَى لَنَا.

১৮৯২. বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বাক্‌র (রাঃ) আমার পিতার কাছে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তিনি আমার পিতার কাছ হতে একটি হাওদা কিনলেন এবং আমার পিতাকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে আমার সঙ্গে হাওদাটি বয়ে নিয়ে যেতে বল। আমি হাওদাটি বয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম। আমার পিতাও ওটার মূল্য নেয়ার জন্য আমাদের সঙ্গী হলেন। আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবূ বাক্‌র! দয়া করে আপনি আমাদেরকে বলুন, আপনারা কী করেছিলেন যে রাতে আপনি নাবী (ﷺ)-এর সাথী ছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ। অবশ্যই আমরা সারা রাত পথ চলে পরদিন দিন দুপুর অবধি চললাম। যখন রাস্তাঘাট লোকশূন্য হয়ে পড়ল, রাস্তায় কোন মানুষের আনাগোনা ছিল না। হঠাৎ একটি লম্বা ও চওড়া পাথর আমাদের নযরে পড়লো, যার ছায়ায় সূর্যের তাপ প্রবেশ করছিল না। আমরা সেখানে গিয়ে নামলাম। আমি নাবী (ﷺ)-এর জন্য নিজ হাতে একটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিলাম, যাতে সেখানে তিনি ঘুমাতে পারেন। আমি ওখানে একটি চামড়ার বিছানা পেতে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি শুয়ে পড়ুন।

আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য পাহারায় থাকলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। আর আমি চারপাশের অবস্থা দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার মেষপাল নিয়ে পাথরের দিকে ছুটে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। আমি বললাম, হে যুবক! তুমি কার রাখাল? সে মাদীনাহ্র কি মাক্কাহ্র এক লোকের নাম বলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মেষপালে কি দুধেল মেষ আছে? সে বলল, হাঁ আছে। আমি বললাম, তুমি কি দুহে দিবে? সে বলল, হাঁ। অতঃপর সে একটি বক্রী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, এর স্তন ধূলা-বালি, পশম ও ময়লা হতে পরিষ্কার করে নাও। রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, আমি বারাআ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখলাম এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে ঝাড়ছেন। অতঃপর ঐ যুবক একটি কাঠের বাটিতে কিছু দুধ দোহন করল। আমার সঙ্গেও একটি চামড়ার পাত্র ছিল। আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উযূর পানি ও পান করার পানি রাখার জন্য নিয়েছিলাম। আমি দুধ নিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলাম। তাঁকে জাগানো ভাল মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি জেগে উঠলেন। আমি দুধ নিয়ে হাযির হলাম। আমি দুধের মধ্যে কিছু পানি ঢেলেছিলাম তাতে দুধের নীচ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দুধ পান করুন। তিনি পান করলেন, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এখন কি আমাদের যাত্রা শুরুর সময় হয়নি? আমি বললাম, হাঁ হয়েছে। পুনরায় শুরু হল আমাদের সফর। ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সুরাকা ইব্নু মালিক আমাদের পিছন নিয়েছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অনুসরণে কে যেন আসছে। তিনি বললেন, চিন্তা করোনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। তৎক্ষণাৎ আরোহীসহ ঘোড়া তার পেট পর্যন্ত মাটিতে দেবে গেল শক্ত মাটিতে। রাবী যুহায়র এ শব্দটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন আমার ধারণা এ রকম শব্দ বলেছিলেন। সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস আপনারা আমার বিরুদ্ধে দু'আ করেছেন। আমার জন্য আপনারা দু'আ করে দিন। আল্লাহ্র কসম! আপনাদের খোঁজকারীদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য দু'আ করলেন। সে বেঁচে গেল। ফিরে যাবার পথে যার সঙ্গে তার দেখা হত, সে বলত আমি সব দেখে এসেছি। যাকেই পেয়েছে, ফিরিয়ে দিয়েছে। আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সে আমাদের সঙ্গে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।[১]

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৬১৫; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১৬, হাঃ ২০০৯

٥٤- كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

পর্ব (৫৪) ঃ তাফসীর

١٨٩٣. حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قِيْلَ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ.

১৮৯৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে আদেশ দেয়া হয়েছিল, তোমরা দরজা দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর আর মুখে বল, 'হিত্তাতুন' (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও।) কিন্তু তারা এ শব্দটি পরিবর্তন করে ফেলল এবং প্রবেশ দ্বারে যেন নতজানু হতে না হয় সে জন্য তারা নিজ নিজ নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে শহরে প্রবেশ করল আর মুখে বলল, 'হাব্বাতুন্ ফী শা'আরাতিন" (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে যবের দানা দাও)।[1]

١٨٩٤. حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ الْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدُ.

১৮৯৪. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ)-এর প্রতি ক্রমাগত ওয়াহী অবতীর্ণ করতে থাকেন এবং তাঁর ইন্তিকালের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ওয়াহী অবতীর্ণ করেন। এরপর তাঁর ওফাত হয়।[2]

١٨٩٥. حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَةٌ فِيْ كِتَابِكُمْ تَقْرَءُوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا﴾ قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِيْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

১৮৯৫. 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী তাঁকে বলল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহূদী জাতির উপর অবতীর্ণ হত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে খুশীর দিন হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন্ আয়াত? সে বলল ঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম"– (সূরাহ মায়িদাহ্ ৫/৩)। 'উমার (রাঃ) বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নাবী (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা আমরা জানি; তিনি সেদিন 'আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুমু'আর দিন।[3]

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণের (আঃ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ২৮, হাঃ ৩৪০৩; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাঃ ৩০১৫

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৯৮২; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাঃ ৩০১৬

[3] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২, অধ্যায় ৩৩, হাঃ ৪৫; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাঃ ৩০১৭

١٨٩٦. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تُقْسِطُوْا﴾ إِلَى ﴿وَرُبَاعَ﴾ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِيْ هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِيْ مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِيْ صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا أَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوْا أَنْ يَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ﴾ وَالَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُوْلَى الَّتِيْ قَالَ فِيْهَا ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ﴾.

قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى ﴿وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ﴾ يَعْنِيْ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيْمَتِهِ الَّتِيْ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوْا أَنْ يَنْكِحُوْا مَا رَغِبُوْا فِيْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.

১৮৯৬. 'উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি একবার 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তাহলে অন্য মহিলাদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মতো দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে করতে পার"– (আন-নিসা ঃ ৩)। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমার ভাগিনা! এ হচ্ছে সেই ইয়াতীম মেয়ের কথা, যে অভিভাবকের আশ্রয়ে থাকে এবং তার সম্পদে অংশীদার হয়। এদিকে মেয়ের ধন-রূপে মুগ্ধ হয়ে তার অভিভাবক মোহরানার ব্যাপারে সুবিচার না করে অর্থাৎ, অন্য কেউ যে পরিমাণ মোহরানা দিতে রাজী হত, তা না দিয়েই তাকে বিয়ে করতে চাইত। তাই প্রাপ্য মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে সুবিচার না করা পর্যন্ত তাদেরকে আশ্রিতা ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পছন্দমত অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। 'উরওয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, পরে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট (মহিলাদের সম্পর্কে) ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন– "তারা আপনার নিকট মহিলাদের সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, আল্লাহই তাদের সম্পর্কে তোমাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কিতাব হতে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয়, তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ রয়েছে, তা তোমরা তাদের দাও না অথচ তাদের তোমরা বিয়ে করতে চাও"– (আন-নিসা ঃ ১২৭)।

"আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে অন্য নারীদের মধ্যে হতে তোমাদের পছন্দ মতো দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজন বিয়ে করতে পারবে"। 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আর অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ এর মর্ম হল, "ধন ও

রূপের স্বল্পতা হেতু তোমাদের আশ্রিতা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমাদের অনাগ্রহ"। তাই ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি অনাগ্রহ সত্ত্বেও শুধু ধন-রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য ন্যায়সঙ্গত মোহরানা আদায় করে বিয়ে করতে পারে।[১]

١٨٩٧. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.

১৮৯৭. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ "যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে"– (সূরাহ আন-নিসা ৪/৬)। ইয়াতীমের ঐ অভিভাবক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যে তার তত্ত্বাবধান করে ও তার সম্পত্তির পরিচর্যা করে, সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তা হতে নিয়মমাফিক খেতে পারবে।[২]

١٨٩٨. حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.

১৮৯৮. 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। "কোন স্ত্রী যদি স্বামীর অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভয় করে"– (সূরাহ আন-নিসা ৪/১২৮) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি ('আয়িশাহ) বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে বেশী যাওয়া-আসা করত না বরং তাকে পরিত্যাগ অর্থাৎ তালাক দেয়ার ইচ্ছে পোষণ করত। এ অবস্থায় স্ত্রী বলল, আমি তোমাকে আমার ব্যাপারে দায়মুক্ত করে দিলাম। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৩]

١٨٩٩. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ" جَهَنَّمُ﴾ هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

১৮৯৯. সা'ঈদ ইবনু যুবায়র (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, এ আয়াত সম্পর্কে কূফাবাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করল। (কেউ বলেন মানসূখ, কেউ বলেন মানসূখ নয়। এ ব্যাপারে আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ" جَهَنَّمُ﴾ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াত; এটাকে কোন কিছু রহিত করেনি।[৪]

١٩٠٠. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ أَبْزَى سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ" جَهَنَّمُ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ فَسَأَلْتُهُ

---

[১] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৭ : অংশীদারিত্ব, অধ্যায় ৭, হাঃ ২৪৯৪; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাঃ ৩০১৮

[২] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৯৫, হাঃ ২২১২; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাঃ ৩০১৯

[৩] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ১১, হাঃ ২৪৫০; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাঃ ৩০২১

[৪] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৬, হাঃ ৪৫৯০; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাঃ ৩০২৩]

فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾.

১৯০০. সাঈদ ইবনু যুবায়র (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু আবযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইবনু 'আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম" এবং আল্লাহ্‌র এ বাণী ঃ "এবং আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত, তারা তাকে হত্যা করে না" এবং "কিন্তু যারা তাওবাহ করে" পর্যন্ত, সম্পর্কে আমিও তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি জবাবে বললেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল তখন মাক্কাহ্‌বাসী বলল, আমরা আল্লাহ্‌র সাথে শারীক করেছি, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করেছি এবং আমরা অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয়েছি। তারপর তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।"......আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু......পর্যন্ত।[1]

١٩٠١. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوْهُ وَأَخَذُوْا غُنَيْمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْ ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ تَبْتَغُوْنَ ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ.

১৯০১. ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, ﴿وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির কিছু ছাগল ছিল, মুসলিমদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে সে তাঁদেরকে বলল "আস্সালামু আলাইকুম", মুসলিমরা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো নিয়ে নিল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ –পার্থিব সম্পদের লোভে–আর সে সম্পদ হচ্ছে এ ছাগল পাল।[2]

١٩٠٢. حديث الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوْا فَجَاءُوْا لَمْ يَدْخُلُوْا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ ظُهُوْرِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ج وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ص﴾.

১৯০২. বারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। হাজ্জ করে এসে আনসারগণ তাদের বাড়িতে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন। এক আনসার ফিরে এসে তার বাড়ির সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাকে এ জন্য লজ্জা দেয়া হয়। তখনই নাযিল হয় ঃ "পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহ-প্রবেশ করাতে কোন কল্যাণ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাঃ ৪৭৬৫; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, ৩০২৩

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৭, হাঃ ৪৫৯১; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাঃ ৩০২৫

নেই। বরং কল্যাণ আছে যে তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা (সামনের) দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর"– (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২/১৮৯)।[1]

٤/٥٤. بَابُ فِيْ قَوْله تَعَالَى أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

৫৪/৪. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৫৭)

١٩٠٣. حديث ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ﴾ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُوْنَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هَؤُلَاءِ بِدِيْنِهِمْ.

১৯০৩. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। ﴿إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ﴾ তিনি আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, কিছু মানুষ কিছু জিনের 'ইবাদাত করত। সেই জিনেরা তো ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। আর ঐ লোকজন তাদের (পুরাতন) ধর্ম আঁকড়ে রইল।[2]

٥/٥٤. بَابُ فِيْ سُوْرَةِ بَرَاءَةٌ وَالْأَنْفَالِ وَالْحَشْرِ

৫৪/৫. সূরাহ বারাআ (৯), সূরাহ আল-আনফাল (৮) ও সূরাহ আল-হাশ্‌র (৫৯)

١٩٠٤. حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّوْا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيْهَا قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَنِي النَّضِيْرِ.

১৯০৪. সাঈদ ইব্‌নু যুবায়র (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ)-কে সূরাহ তাওবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ তো লাঞ্ছনাকারী সূরা। অর্থাৎ তাদের একদল এই করেছে, আরেক দল ওই করেছে, এ বলে একাধারে এ সূরাহ অবতীর্ণ হতে থাকলে লোকেরা ধারণা করতে লাগলো যে, এ সূরায় উল্লেখ করা হবে না, এমন কেউ আর তাদের মধ্যে বাকী থাকবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে সূরাহ আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাটি বাদ্‌র যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তাকে সূরাহ হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বানী নযীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[3]

٦/٥٤. بَابُ فِيْ نُزُوْلِ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

৫৪/৬. মাদকদ্রব্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কীয় বিধান অবতরণ।

١٩٠٥. حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ২৬ : 'উমরাহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ১৮০৩; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাঃ ৩০২৬

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৭, হাঃ ৪৭১৪; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, অধ্যায় ৪, হাঃ ৩০৩০

[3] [সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাঃ ৪৮৮২; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩০৩১]

১৯০৫. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'উমার (রাঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতে গিয়ে বললেন, নিশ্চয় মদ হারাম সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা তৈরী হয় পাঁচটি বস্তু থেকে ঃ আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। আর খামর (মদ) হল তা, যা বিবেক বিলোপ করে দেয়। আর তিনটি এমন বিষয় আছে যে, আমি চাইছিলাম যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাছে সেগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা পর্যন্ত তিনি যেন আমাদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যান। বিষয়গুলো হল, দাদা এর মীরাস, কালালা-এর ব্যাখ্যা এবং সুদের প্রকারসমূহ।[1]

٥٤/٧. بَابُ فِيْ قَوْلِه تَعَالَى هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ

৫৪/৭. আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ এ দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী দল (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা) তাদের প্রভুর ব্যাপারে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। (সূরাহ হাজ্জ ২২/১৯)

١٩٠٦. حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ ﴿هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ﴾ نَزَلَتْ فِي الَّذِيْنَ بَرَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ.

১৯০৬. কায়স (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবূ যার (রাঃ)-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, "এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আয়াতটি বাদ্‌রের দিন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হামযাহ, 'আলী, 'উবাইদা ইবনুল হারিস, রাবী'আর দু' পুত্র উত্‌বাহ ও শায়বাহ এবং ওয়ালীদ ইব্‌নু 'উত্‌বাহ্‌র সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।[2]

تَمَّ الْكِتَابُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

[1] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৫, হাঃ ৫৫৮৮; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, অধ্যায় ৬, হাঃ ৩৩২

[2] সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮, হাঃ ৩৯৬৯; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩০৩৩

اللؤلؤ والمرجان